THE INTERNATIONAL BESTSELLER

CIA

সিআই-এর ৬০ বছরের ইতিহাস

লিগেসি অব অ্যাশেজ

টিম ওয়েইনার

অনুবাদ
ইফতেখার আমিন

মিথ্যে... সবই বাস্তব।
কঠিন, বেদনাদায়ক, নির্মম,
শতকরা একশভাগ সত্য।

WINNER OF THE *LOS AIGELES TIMES* BOOK PRIZE
WINNER OF THE NATIONAL BOOK AWARD

'সিআইএ'র ষাট বছরের ইতিহাস একসাথে এই প্রথম উন্মোচিত হলো যা আগে কেউ করেনি,'

— টিম রাটেন, *লস অ্যাঞ্জেলিস টাইমস*

'ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধারের লম্বা ইতিহাস তুলে ধরেছেন টিম ওয়েইনার, ক্ষমতা আর পাশবিক শক্তির... নোংরা কর্মকাণ্ডের ইতিহাস...'

— ক্রিস পেটিট, *গার্ডিয়ান*

'মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার মতো... ক্ষতিকর সমালোচনা'

— *নিউ স্টেটসম্যান*

'দ্রুত পড়ে যাওয়ার মতো... দম্ভ আর অবক্ষয়ের গল্প। ইন্টেলিজেন্স বিশ্বের দ্য গ্রেট গ্যাটসবি উপাখ্যান'

— *ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড*

'একদল ঝগড়াটে আমলা পরিচালিত, টাকায় গড়াগড়ি খাওয়া একটি এজেন্সির বিভিন্ন ঘটনার সংক্ষিপ্ত, মৃদুমন্দ বাতাসের মতো বর্ণনা... অনেক আদম সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে যে এজেন্সি পৃথিবী পরিক্রমা করেছে ধাক্কা আর গুঁতো খেতে খেতে'

— ডোমিনিক স্যান্ডব্রুক, *সানডে টেলিগ্রাফ*

'বিশ বছরের গবেষণার পর... সিআইএ'র বিরুদ্ধে এক চরম নিন্দনীয় 'অপরাধ' ও 'মারাত্মক' ব্যর্থতার ইতিহাস তুলে এনেছেন'

— ফ্রান্সিস স্টনর সন্ডার্স, *ডেইলি টেলিগ্রাফ*

'গভীর গবেষণার ফল... আবেগবর্জিত, ক্ষতিকর'

— *নিউ ইয়র্ক টাইমস*

'আমেরিকার বর্তমান রাজনীতির বিতর্কে এ বই নিঃসন্দেহে একটা জোরাল প্রভাব সৃষ্টি করবে। যারা তৃতীয় আন্তর্জাতিক বিপর্যয় এড়াতে চান, তাদের সবারই এ বই পড়া উচিত'

— হিউ ব্রোগান, *বিবিসি হিস্টরি ম্যাগাজিন*

'সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণকারী'

— *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন*

'অত্যন্ত আকর্ষণীয়, তবে একই সাথে আতঙ্কিত করে তোলার মতো বই। ট্র্যাডিশনাল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে সিআইএ কেন এত বাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, রেকর্ড সূত্র থেকে টিম ওয়েইনার তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। এ বই যেমন উপভোগ্য, তেমনি একটি সতর্কবাণীও বটে। সত্য জানতে এবং তার মোকাবেলায় নিজেকে প্রস্তুত রাখতে আমেরিকাকে নিজের সক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির উন্নতি ঘটাতে হবে'

— ওয়াল্টার আইজ্যাকসন, *আইনস্টাইন*-এর লেখক

লেখক পরিচিতি

টিম ওয়েইনার পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিক। *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ চাকরি করেন। আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং সুদানসহ পনেরোটা দেশ থেকে বিশ্ব রাজনীতির উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সংগ্রহ করে নিজ পত্রিকায় পাঠিয়েছেন। নিজের বিখ্যাত বই—*ব্ল্যাংক চেক : দ্য পেন্টাগন'স ব্ল্যাক বাজেট*-এর শেষ টপিক, সিআইএ অ্যান্ড দি মিলিটারি লেখার স্বার্থে ওয়েইনার এক দশক ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিলেন।

লিগেসি

অব অ্যাশেজ

সিআইএ'র ৬০ বছরের ইতিহাস

মূল : টিম ওয়েইনার

অনুবাদ : ইফতেখার আমিন

আকাশ

প্রকাশকাল
প্রথম বাংলা প্রকাশ : একুশে বইমেলা, ২০১২
প্রথম ইংরেজি প্রকাশ : র‍্যানডম হাউজ, আইএনসি, ২০০৭
প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক
ডা. সাদত আলী সিকদার
প্রকাশক
আলমগীর সিকদার লোটন
কৃতজ্ঞতা
পুনম প্রিয়াম
গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক
প্রচ্ছদ
শিশির আলম

আকাশ

সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্-এর
একটি সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৫৬০০, ০১৭১১৫২৬৯৭০
অক্ষর বিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্
৩/৬ জনসন রোড, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ৭০০ টাকা

প্রতি কপি বই বিক্রির টাকা থেকে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল ৫ (পাঁচ) টাকা করে অনুদান পাবে।

The Ahsania Misson Cancer Hospital will get a donation of Tk. 5 (Five) from the sale proceeds of each copy of this book.

LEGACY OF ASHES
THE HISTORY OF THE CIA
by Tim Weiner
Translated by : Iftakher Amin
Published by Alamgir Sikder Loton
Akash (A House of Literary Publication).
First English Published 2007, First Bangoli Edition Ekushe BookFair 2012
Phone : (880-2) 7165600, 01711526970
e-mail : akash_publications@yahoo.com
First Published by Random House, Inc,.2007
USA Distributor : Muktodhara, Jackson Hights, New York
UK Distributor : Sangeeta Ltd. 22 Bricklane, London
Price Taka **700** US$ 30 only
ISBN 978 984 8860 61 8

উৎসর্গ

অনেক আদরের মেহ্‌জাবিনকে

নানা

এমন কোনো গোপনীয় বিষয় নেই
যা সময়ে প্রকাশ হয় না

— জাঁ রেসাইন, ব্রিটানিকাস (১৬৬৯)

লেখকের কথা

ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (CIA)-র ষাট বছরের ইতিহাস *লিগেসি অব অ্যাশেজ* । এটায় আছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশটির প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতার এবং দেশের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সে ব্যর্থতা তার জন্য কতবড় বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে, সেসবের বিস্তারিত বিবরণ ।

ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে একদল সুপ্রশিক্ষিত মানুষের গোপন তৎপরতা, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাইরের বিশ্বে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী ঠিকমতো অনুধাবন ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারা এবং প্রয়োজনে কৌশলে, গোপন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজ দেশের সুবিধামতো ইতিহাসের গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া ।

আমেরিকার ৩৪তম প্রেসিডেন্ট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নায়ক ডিউইট ডি. আইজেনহাওয়ার (১৯৫৩-১৯৬১) ইন্টেলিজেন্সকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'অরুচিকর তবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়' বলে । যে জাতি বাইরের বিশ্বে নিজের ক্ষমতা বিস্তৃত করতে চায়, নিজ দেশের সীমান্তের ওপাশের দিগন্ত দেখার এবং সেখানে কি চলে তা বোঝার মত জ্ঞান তার থাকা জরুরি । জানা থাকতে হবে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে বাইরে কোথায় কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে এবং তা ঠেকাতে কখন কি ব্যবস্থা নিতে হবে । কোনো চমক আসছে কি না, সে বিষয়েও আগাম ধারণা তার থাকতে হবে ।

একটা বলিষ্ঠ, চৌকস আর শাণিত ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের অভাব প্রেসিডেন্ট আর জেনারেলদেরকে অন্ধ, খোঁড়া করে রাখতে পারে । দুঃখজনক হলেও সত্যি যে বিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রমশালী পরাশক্তি আমেরিকার সত্যিকারের কোনো ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থা অতীতে কখনো ছিল না, আজও নেই ।

এডওয়ার্ড গিবন তাঁর *দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার* বইয়ে লিখেছেন 'ইতিহাস হচ্ছে কাগজের বুকে লিখে রাখা মানবজাতির অপরাধ, নির্বুদ্ধিতা আর দুর্ভাগ্যের তালিকার মতো একটা কিছু ।' সিআইএ'র কার্যবিবরণীও তেমনি নির্বুদ্ধিতা আর দুর্ভাগ্যজনক কর্মকাণ্ডে ঠাসা । কিছু সাহসিকতা, কিছু চাতুরীর কাহিনীও তার মধ্যে আছে বটে । দেশের বাইরের কর্মকাণ্ডে তাদের ক্ষণিকের সাফল্যের কাহিনী যেমন আছে, তেমনি আছে দীর্ঘস্থায়ী ব্যর্থতার কাহিনী । দেশে রাজনৈতিক লড়াই ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে সেসব ।

এজেন্সির বিজয়ে রক্তক্ষয় কম হয়েছে, টাকাকড়ির সাশ্রয় হয়েছে। তবে নির্বুদ্ধিতার ক্ষেত্রে দুটোই ব্যয় হয়েছে দেদারসে। আমেরিকান সৈন্য আর বিদেশী এজেন্টদের জন্য সেসব ব্যাপক ক্ষতিকর বলেও প্রমাণিত হয়েছে।

২০০১-এর ৯ সেপ্টেম্বর প্রায় ৩ হাজার আমেরিকান মারা গেছে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন আর পেনসিলভেনিয়ায়। তারপর আরও ৩ হাজার মরেছে আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধে। সিআইএ'র সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে নিজের সেন্ট্রাল বা মূল উদ্দেশ্য পূরণে অক্ষমতা ও অযোগ্যতা। বিশ্বের কোথায় কি চলছে, কি ঘটছে, প্রেসিডেন্টকে তা জানাতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে সংস্থাটি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় এ দেশে উল্লেখ করার মত কোনো গোয়েন্দা সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরের কয়েক সপ্তাহও একই ছিল পরিস্থিতি। তারপর গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে অল্প-স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন যারা যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরতে পেরেছিল, তাদেরকে গণহারে অব্যাহতি দিয়ে অনভিজ্ঞদের নিয়ে নতুন শত্রুর বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধে নামার এক ধরনের ক্ষ্যাপামি শুরু হয়।

এ কারণে ১৯৪৫ সালের আগস্টে আমেরিকার স্ট্রাটেজিক সার্ভিসের ওয়ার টাইম অফিস কমান্ডার, জেনারেল উইলিয়াম জে. ডোনোভান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে সতর্ক করেন : 'একমাত্র আমাদের দেশ ছাড়া আর সব ক্ষমতাধর দেশেরই ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস আছে। সেগুলো কাজ করে যাচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে। সরাসরি দেশের প্রধানের কাছে দায়বদ্ধ সেসব। এই যুদ্ধের আগে আমেরিকার কোনো সিক্রেট সার্ভিস সিস্টেম ছিল না। তার আগেও ছিল না।'

দুঃখজনক হলেও কথাটা আজকের প্রেক্ষিতেও সত্যি। সেরকম কিছু আজও পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেনি আমেরিকা।

শুরুতে কথা ছিল সিআইএ ক্রমে সেই সিস্টেমে পরিণত হবে। কিন্তু তা হয়নি কারণ সেটার ব্লু প্রিন্ট ছিল চট্‌জলদি আঁকা। আমেরিকানদের যে ক্রনিক দুর্বলতা, তা নিরাময়ের কোনো উপায় বা পথনির্দেশ ছিল না তাতে। কোনো কাজে গোপনীয়তা বা কৌশল অনুসরণের বালাই ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পর সোভিয়েত কমিউনিজমের মোকাবেলা করার মত একমাত্র শক্তি হিসেবে টিকে ছিল আমাদের দেশ। তাই আমাদের মরণপণ প্রয়োজন ছিল নিজের শত্রুকে ভালো করে চেনার ও জানার। প্রেসিডেন্টদের তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত রাখার এবং প্রয়োজন দেখা দিলে আগুন দিয়ে আগুনকে মোকাবেলা করার। তবে সিআইএ'র সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল প্রেসিডেন্টকে আগে থেকে বাইরের আক্রমণ; ৯/১১ সম্পর্কে সতর্ক করা।

'৫০-এর দশকে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক নাগরিকে ভর্তি ছিল সিআইএ। তাদের মধ্যে দুঃসাহসী আর যুদ্ধের মাঠে পোড় খাওয়া কঠিন মানুষের অভাব ছিল না। অনেকের ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার মতো বিচক্ষণতা ছিল। অনেকে শত্রু চিনত। যেখানে কৌশল ব্যর্থ হত, প্রেসিডেন্টরা সেখানে সিআইএকে নির্দেশ দিতেন গোপন

তৎপরতার মাধ্যমে ইতিহাসের ধারা বদলে দিতে।

সিআইএ'র ওয়েস্টার্ন ইওরোপ কভার্ট অপারেশনস চিফ, জেনারেল মিলার লিখেছেন : 'শান্তিকালীন সময়ে রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনা করা ছিল একটা নতুন শিল্প। আমাদের তার কিছু কিছু কৌশল জানা থাকলেও মতবাদ আর অভিজ্ঞতার অভাব ছিল।' তাই সিআইএ'র কভার্ট অপারেশন সামগ্রিকভাবে ছিল অন্ধকারে চোখ বুজে ছুরি চালানোর মত। এজেন্সির কাজের একমাত্র প্রক্রিয়া ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের ভুল থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

এ পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়ে বিদেশে বহুবার লজ্জাজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে তারা, এবং সেসব গোপন করার চেষ্টা চালাতে গিয়ে আইজেনহাওয়ার ও কেনেডির কাছে মিথ্যে বলতে হয়েছে সিআইএকে। নইলে এজেন্সির ওয়াশিংটনের অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব হত না। স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার একজন অভিজ্ঞ স্টেশন চিফ, ডোনাল্ড বা ডন গ্রেগ এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'এজেন্সি যখন ক্ষমতার শীর্ষে, তখন তার বাক্সে খ্যাতি হয়ত অনেক ছিল। কিন্তু কর্মকাণ্ডের রেকর্ড ছিল ভয়াবহ রকম শোচনীয়।'

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সাধারণ আমেরিকানদের মত সিআইএ'কেও ভয়ানক বিপদে পড়তে হয়েছিল। আমেরিকান প্রেসের মত এজেন্সিও সেই সময় টের পায় হোয়াইট হাউজ আগে থেকে যেমন কল্পনা করে বসে আছে, তাদের রিপোর্ট সেরকম না হলে প্রেসিডেন্টরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ জন্য পরপর চারজন প্রেসিডেন্ট, লিন্ডন বি. জনসন, রিচার্ড নিক্সন, জেরাল্ড ফোর্ড ও জিমি কার্টার, সবার তিরস্কার ও নিদারুণ অবজ্ঞার শিকার হতে হয়েছে এজেন্সিকে। তাঁদের কেউ শেষ পর্যন্তও বুঝে উঠতে পারেননি এজেন্সি কিভাবে কাজ করে।

'তাঁরা ক্ষমতায় বসতেন সিআইএ সব সমস্যার সমাধান করে দেবে, অথবা কিছুই করতে পারবে না, এমন একটা ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে,' বলেছেন সংস্থার এক সাবেক ডেপুটি ডিরেক্টর, রিচার্ড জে. কার। 'তাই তাঁদের আস্থা পেন্ডুলামের মত এক চরমসীমা থেকে আরেক চরমসীমা পর্যন্ত দোল খেত।'

একটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্সটিটিউশন হিসেবে ওয়াশিংটনে টিকে থাকার স্বার্থে সবকিছুর আগে 'প্রেসিডেন্টের কান' হওয়া ছিল এজেন্সির জন্য সবচেয়ে জরুরি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাদের বোঝা হয়ে যায় প্রেসিডেন্টে যা শুনতে চান না, তা বলতে যাওয়া বিপজ্জনক। ফলে ক্রমে লকস্টেপে বা আড়ষ্ট পায়ে মার্চ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন সিআইএ'র বিশ্লেষকরা। নিজেদের খাপ খাইয়ে নেন গতানুগতিক বিচার-বিবেচনার সাথে। আমেরিকার শত্রুদের উদ্দেশ্য আর ক্ষমতা ওজন করার ক্ষেত্রে ভুলের পর ভুল করতে থাকেন তাঁরা। কমিউনিজমের ক্ষমতা হিসেবের ক্ষেত্রে ভুল করেন, সন্ত্রাসের হুমকিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতেও ভুল করেন।

স্নায়ুযুদ্ধের সময় সিআইএ'র সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল স্পাই রিক্রুট করে সোভিয়েত সরকারের যাবতীয় গোপন তথ্য হাতিয়ে নেয়া। কিন্তু আফসোস, এমন

একজন স্পাইও সিআইএ'র ছিল না যাকে তারা ক্রেমলিনের ভেতরে কাজে লাগাতে পেরেছে। যে ক'জন স্পাই গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েত দলিলপত্র সিআইএ'র হাতে তুলে দিতে পেরেছে, তারা প্রত্যেকে ছিল সোভিয়েত নাগরিক এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছে তারা। একজনও সিআইএ'র রিক্রুট ছিল না। আর তাদের সংখ্যাও আঙুলে গুনে বলা যায়।

কিন্তু তাদের কার্যক্রম বেশিদিন টেকেনি। কেজিবি'র বহুগুণ স্মার্ট কাউন্টার এসপিওনাজের হাতে একে একে ধরা পড়ে যায় সেসব এজেন্ট। পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে বুঝতে পেরে হয় আত্মহত্যা করেছে মানুষগুলো, নয়ত সংক্ষিপ্ত বিচার শেষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় দুঃখ যে তাদের প্রায় সবাই সিআইএ'র সোভিয়েত ডিভিশনের অফিসারদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ধরা পড়েছে—রোনাল্ড রিগ্যান ও জর্জ বুশ সিনিয়রের আমলে।

প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের সময় বড় ধরনের এক ক্ষতিকর কাজে হাত দিয়েছিল সিআইএ। সেন্ট্রাল আমেরিকার এক যুদ্ধের খরচ জোগান দেয়ার স্বার্থে প্রেসিডেন্টের অজান্তে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর কাছে বেআইনী উপায়ে অস্ত্র বিক্রির টাকায় থার্ড-ওয়ার্ল্ড মিশন শুরু করে। ফলে এজেন্সির ওপর প্রেসিডেন্টের যেটুকুও বা আস্থা ছিল, সেটুকুও নষ্ট হয়ে যায়। তারচেয়েও বড় কথা সিআইএ তার প্রধান শত্রুর আসল দুর্বলতা কোথায়, সেটাই সময়মত ধরতে পারেনি।

প্রতিপক্ষের কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখার জন্য মানুষের চেয়ে মেশিনের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল তারা। সব দায়িত্ব ছেড়ে দেয় অতি আধুনিক এসপিওনাজ যন্ত্রপাতির ওপর। ফলে তার নিজের চোখের শক্তি দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকে। তাদের স্পাই স্যাটেলাইট সোভিয়েত পারমাণবিক বোমার সংখ্যা বের করতে পারলেও কমিউনিজমের শিয়রে মৃত্যুদূতের উপস্থিতির আভাসটুকুও দিতে পারেনি।

তাই সংস্থার এক্সপার্টরা একদিন হতবাক হয়ে লক্ষ করেন ছয় দশকেরও বেশি পুরনো কোল্ড ওয়ার হঠাৎ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। সোভিয়েত কমিউনিজমের আকস্মিক ইতি ঘটেছে।

আফগানিস্তানে রেড আর্মিকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করতে গিয়ে মস্কোর মুখ দিয়ে রক্ত তুলে ফেলার যে আয়োজন এজেন্সি করেছিল, সেটা ছিল তার মহাকাব্যিক বিজয়। কিন্তু যে আফগান যোদ্ধাদের তারা রেড আর্মির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছে, অস্ত্র সরবরাহ করাসহ নানাভাবে সহায়তা করেছে, তারা যে একদিন আমেরিকার দিকেও অস্ত্র তাক করবে, তা তারা সময় থাকতে বুঝতে পারেনি। বোধোদয় ঘটার পরও এজেন্সি যে এ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, সেটা ছিল এক বিস্ময়কর ব্যর্থতা।

লক্ষ্যে পৌঁছানোর যে ঐক্যের দড়ি স্নায়ুযুদ্ধের সময় সিআইএকে ধরে রেখেছিল, ১৯৯০ এর দশকে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ক্ষমতায় থাকতে তার পাক খুলতে শুরু করে।

এজেন্সিতে তখনও কিছু মানুষ ছিল যারা বিশ্বকে মোটামুটি চিনত। তবে তাদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। এজেন্সির কিছু প্রতিভাবান অফিসারও ছিল যারা বিদেশের মাটিতে বসে জানপ্রাণ দিয়ে দেশের সেবা করত। কিন্তু তারাও ছিল হাতে গোনা। সিআইএ'র দেশের বাইরে কাজ করার এজেন্ট যতজন ছিল, একমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরে এফবিআই'র তারচেয়ে বেশি এজেন্ট ছিল।

শতাব্দীর শেষদিকে এসে এজেন্সি তার চরিত্র হারিয়ে ফেলে। স্বাধীন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস আর থাকেনি সেটা। হয়ে ওঠে পেন্টাগনের ফিল্ড অফিস। কর্মকর্তারা করার মত কোনো কাজ না পেয়ে বসে বসে এমন সমস্ত যুদ্ধের কৌশল নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন যেসব যুদ্ধ কখনও চেহারা দেখায়নি। যেটা দেখাল; ২০০১ সালের ৯/১১ বা দ্বিতীয় পার্ল হারবার, সেটা ঠেকাতে ব্যর্থ হলো তারা।

ওয়াশিংটন আর নিউ ইয়র্কে সন্ত্রাসী হামলা হওয়ার পর এজেন্সি নিজের একদল অভিজ্ঞ এজেন্টকে গোপন মিশনে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে পাঠায় আল-কায়েদা নেতাদের খতম করার জন্য। কিন্তু সে মিশনের উদ্দেশ্য কতখানি নির্ভেজাল ছিল, তা নিয়েও আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এরপর ইরাকের হাতে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে, হোয়াইট হাউজের হাতে এমন এক মিথ্যা 'গোপন' রিপোর্ট তুলে দিয়ে নিজের নামের সাথে জালিয়াতি করে সিআইএ। এক আউন্স ইন্টেলিজেন্সকে রিপোর্টে রূপ দিতে গিয়ে খরচ করে এক টন কাগজ।

বুশ সিনিয়র এক সময় যে সিআইএ'র প্রধান ছিলেন, যেটাকে নিয়ে তিনি গর্ব করতেন, এই মিথ্যা রিপোর্টের কারণে তাঁর ছেলে; প্রেসিডেন্ট বুশ জুনিয়র ও তাঁর প্রশাসন সেটাকে ইচ্ছেমত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে, অর্থাৎ অপব্যবহার করতে থাকেন। সংস্থার হেড কোয়ার্টার্সের আমলাতন্ত্রকে স্থবির করে রেখে বিদেশের মাটিতে সিআইএকে ব্যবহার করতে থাকেন প্যারামিলিটারি বাহিনী হিসেবে। অবশেষে ২০০৪ সালে সিআইএ'র মৃত্যু পরোয়ানায় তিনিই স্বাক্ষর করেন।

এজেন্সি সে বছর ইরাক যুদ্ধের 'অগ্রগতি' সম্পর্কে 'ধারণা' দিতে গেলে জর্জ ডাব্লিউ বুশ সেটাকে এক কথায় 'জাস্ট গেসিং বা স্রেফ অনুমান' বলে উড়িয়ে দেন। আর কোনো প্রেসিডেন্ট এত অবজ্ঞা করেননি সিআইএকে।

২০০৫ সালে এজেন্সির ডিরেক্টরের অফিস অবলুপ্ত ঘোষণা করার মধ্যে দিয়ে সিআইএ'র সরকারি কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার সমাপ্তি টানা হয়। নিজ দেশের স্বার্থেই এটাকে আবার নতুন করে গড়তে হবে ওয়াশিংটনকে। তাতে নিশ্চয়ই বছরের পর বছর লেগে যাবে। সিআইএ'র অফিসারদেরকে নতুন করে চিনতে হবে বিশ্বকে। নতুন প্রজন্মের মেধাবীদের সাথে নিয়ে সাবধানে পা ফেলতে হবে বাইরের বিশ্বে।

গত শতাব্দীর '৬০-এর দশক থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্টদের সবাই, প্রতিটি কংগ্রেস এবং এজেন্সির যত পরিচালক ছিলেন, প্রত্যেকে এর কর্মকৌশল রপ্ত করার ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা যে যার কর্মক্ষেত্রে প্রথমবার পা

রাখার সময় এজেন্সিকে যতটা বেহাল পেয়েছেন, যাওয়ার সময় তারচেয়ে বেশি বেহাল অবস্থায় রেখে গেছেন। তাদের সমস্ত ব্যর্থতার বোঝা এখন চেপে বসেছে এই নতুন প্রজন্মের কাঁধে—আইজেনহাওয়ার যাকে আখ্যা দিয়েছিলেন *'লিগেসি অব অ্যাশেজ'* বা ভস্মের উত্তরাধিকার বলে।

যেখানে ছিলাম; দীর্ঘ ষাট বছর ধরে পিছাতে পিছাতে আবার সেই জায়গায় ফিরে আসতে হয়েছে আমাদেরকে। সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায়।

লিগেসি অব অ্যাশেজ পাঠকদের বুঝতে সাহায্য করবে কিভাবে সিআইএ তার এই ছয়টি দশক পেরিয়ে এসেছে এবং সামনের বছরগুলোতে কাজ করার উপযুক্ত ইন্টেলিজেন্সের কত অভাব আছে তাদের। এটি লেখা হয়েছে আমেরিকান ন্যাশনাল সিকিউরিটি এস্টাবলিশমেন্টের রেকর্ড অনুসারে। আমাদের নেতারা কখন কি বলেছেন, কি করতে চেয়েছেন এবং আসলে কি করেছেন দেশের বাইরে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সবকিছুরই রেকর্ড আছে এই এস্টাবলিশমেন্টের কাছে।

এ বই আমি লিখেছি মূলত সিআইএ'র আর্কাইভস, হোয়াইট হাউজ ও সিনেট ডিপার্টমেন্ট থেকে সংগ্রহ করা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ডকুমেন্টস অনুসারে। এছাড়া দুই হাজারেরও বেশি ইন্টেলিজেন্স অফিসার, সৈনিক ও কূটনীতিকের মুখে শোনা ইতিহাস, ১৯৮৭ সাল থেকে নেয়া সিআইএ'র বেশ কিছু অফিসার-ভ্যাটেরান ও সেটার দশজন পরিচালকের সাক্ষাৎকার অনুসারে।

সম্পূর্ণ রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে এ বই। কোনো অসমর্থিত সূত্র বা কোনো গুজব প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে নয়। এটাই সিআইএ'র প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, যার পুরোটাই লেখা হয়েছে সরাসরি রিপোর্টিং ও প্রাইমারি ডকুমেন্টস অনুযায়ী। এ ইতিহাস স্বভাবতই অসমাপ্ত রাখতে হয়েছে আমাকে—কেননা এ ধরনের ইতিহাসের প্রকৃতি এরকমই হয় : শেষ হইয়াও হইল না...।

কোনো প্রেসিডেন্ট বা সংস্থার কোনো ডিরেক্টরের পক্ষে এককভাবে সেটার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের আদ্যোপান্ত সমস্ত খবর জানা থাকার প্রশ্নই আসে না। রেকর্ড পড়ে বা অন্য কোনোভাবেও তা জানা সম্ভব না। তাই এটা 'শেষ' করার সুযোগ হয়নি।

তবে এটুকু বলতে পারি : *লিগেসি অব অ্যাশেজ* ইজ নট দ্য হোল ট্রুথ। বাট টু দ্য বেস্ট অব মাই অ্যাবিলিটি ইট ইজ নাথিং বাট দ্য ট্রুথ (*লিগেসি অব অ্যাশেজ*-এ উল্লেখ করা সবকিছুই সত্যি নয়। তবে আমার জানামতে এটায় সত্যি ছাড়া মিথ্যে কিছু নেই)।

আমি আশা করব এ বই একটা সতর্কবাণীর কাজ করবে। ইতিহাসে এমন কোনো প্রজাতন্ত্র নেই যেটা তিনশ বছরের বেশি নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। সেই অর্থে এ দেশও হয়ত আর বেশিদিন সুপারপাওয়ার থাকবে না, যদি সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই চারদিকের বিশ্বকে দেখার চোখ তার না গজায়।

সূচি

প্রথম খণ্ড — 'শুরুতে আমরা কিছুই জানতাম না'
সিআইএ হ্যারি ট্রুম্যানের অধীনে : ১৯৪৫-১৯৫৩

দ্বিতীয় খণ্ড — 'আজব প্রতিভা
আইজেনহাওয়ারের অধীনে : ১৯৫৩-১৯৬১

তৃতীয় খণ্ড — হারানো লক্ষ্য
কেনেডি ও জনসনের অধীনে : ১৯৬১-১৯৬৮

চতুর্থ খণ্ড — 'ভাঁড়গুলোকে ঝেড়ে ফেলো'
নিক্সন ও ফোর্ডের অধীনে : ১৯৬৮-১৯৭৭

পঞ্চম খণ্ড — 'আনন্দহীন বিজয়'
কার্টার, রিগ্যান ও বুশ সিনিয়রের অধীনে : ১৯৭৭-১৯৯৩

ষষ্ঠ খণ্ড — হিসাব চুকানো
ক্লিনটন ও জর্জ বুশের অধীনে : ১৯৯৩-২০০৭

প্রথম খণ্ড

'শুরুতে আমরা কিছুই জানতাম না'

সিআইএ হ্যারি ট্রুম্যানের অধীনে

১৯৪৫–১৯৫৩

'ইন্টেলিজেন্স হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী'

হ্যারি ট্রুম্যান একটা জিনিসই চাইতেন—সেটা হলো খবরের কাগজ।

১৯৪৫-এর ১২ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট (১৯৩৩-১৯৪৫) মারা যান। তারপর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানকে (১৯৪৫-১৯৫৩) হোয়াইট হাউজে বলতে গেলে নিক্ষেপ করা হয়। আণবিক বোমা বা আমেরিকার তখনকার সোভিয়েত 'মিত্র'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেন না ট্রুম্যান। অথচ নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য তাঁর সেসব জানার প্রয়োজনই ছিল সবচেয়ে বেশি।

অনেক বছর পর ট্রুম্যান এ প্রসঙ্গে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন : 'আমি ক্ষমতায় বসে দেখি চারদিক থেকে ইন্টেলিজেন্স সূত্রে যে সমস্ত খবরাখবর আসছে, সেগুলোকে সমন্বিত করার কোনো মাধ্যম প্রেসিডেন্টের নেই।'

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় জেনারেল উইলিয়াম জে. ডোনোভানের নেতৃত্বে একটা যুদ্ধকালীন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি গঠন করেছিলেন—ওএসএস বা অফিস অব স্ট্রাটেজিক সার্ভিসেস নামে। তবে ওএসএস পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। পরে সেটার ছাই থেকে যখন নতুন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির জন্ম হয়, তখন ট্রুম্যান চেয়েছেন সেটা যেন তাঁর অনুকূলে গ্লোবাল নিউজ সার্ভিস হিসেবে কাজ করে। বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে তাঁকে প্রতিদিন বুলেটিন সরবরাহ করে।

'সেটাকে ক্লোক অ্যান্ড ড্যাগার বা এসপিওনাজ আউটফিটে পরিণত করার কোনো ইচ্ছে ছিল না!' বন্ধুকে লিখেছিলেন ট্রুম্যান। 'আমি চেয়েছিলাম পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে, প্রেসিডেন্টকে সেসব বিষয়ে অবহিত রাখবে সিআইএ।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, তিনি কখনও চাননি সেটা কোনো স্পাই সংস্থায় পরিণত হোক।

তারপরও স্পাই সংস্থাই হয়েছে সিআইএ। তাঁর স্বপ্ন শুরু থেকেই নাশকতামূলক তৎপরতার শিকার হয়েছে।

'সর্বব্যাপী ও কর্তৃত্ববাদীর (টোটালিটারিয়ান) যুদ্ধে ইন্টেলিজেন্সকে অবশ্যই 'সর্বব্যাপী আর সর্বগ্রাসী হতে হবে,' বলতেন জেনারেল ডোনোভান। ১৯৪৪ সালের ১৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা চিঠিতে তিনি প্রস্তাব দেন, 'শান্তিকালীন সময়ের জন্যও আমেরিকার একটা "সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস" থাকা উচিত।'

তার আগের বছর জেনারেল আইজেনহাওয়ারের চিফ অব স্টাফ, লে. জেনারেল ওয়াল্টার বিডেল স্মিথের পরামর্শে এ ধরনের নতুন কিছু একটা গঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন ডোনোভান। তিনি স্বপ্ন দেখতেন নতুন এই এজেন্সি নিজেই নিজের আর্মি হবে। কৌশলে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, দেশের বিরুদ্ধে কোনো হামলা হলে প্রতিহত করবে এবং হোয়াইট হাউজের হাতে বিশ্বের যাবতীয় গোপন তথ্য তুলে দেবে। ডোনোভান নিজের সেই জাহাজের কাণ্ডারি হওয়ার ইচ্ছার কথাও বলেছিলেন প্রেসিডেন্টের কাছে।

ডোনোভানের ডাকনাম ছিল 'ওয়াইল্ড বিল'। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বেসবল টিম নিউ ইয়র্ক ইয়াংকিজ-এর পিচার ছিলেন তিনি। লক্ষ্য একটু এদিক-ওদিক হলেও বল ছুঁড়তে পারতেন খুব জোরে। সৈনিক হিসেবেও ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সে দুর্দান্ত সাহসের সাথে লড়াই করার জন্য কংগ্রেশনাল মেডাল অব অনার পান ওয়াইল্ড বিল। কিছু জেনারেল আর অ্যাডমিরালের আস্থা ছিল তাঁর ওপর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ওয়াল স্ট্রিটের দালাল, আইভি লিগ পণ্ডিত, সৈনিক, বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতা, সাংবাদিক, সিনেমার স্টান্ট ম্যানসহ নানান শ্রেণীর মানুষ নিয়ে স্পাই সার্ভিস শুরু করতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান সবাই।

শুরুটা যেভাবেই হোক, ওএসএস শেষ পর্যন্ত সুচারুভাবে একদল আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট বা গোয়েন্দা বিশ্লেষকের জন্ম দিতে পেরেছিল। ক'দিন আগেও যে কাজে কাঁচা ছিল আমেরিকানরা, সে কাজে যথেষ্ট দক্ষ হয়ে ওঠে ওএসএস। ডোনাভান ও তাঁর স্টার অফিসার, অ্যালেন ডালেস গোয়েন্দাগিরি ও অন্তর্ঘাতমূলক অপারেশন চালাতে গিয়ে পুলকিত হন। ডোনোভান নিজের স্পাইদের গোয়েন্দা কৌশল শেখানোর জন্য ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। অনেক বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখতেন তিনি।

ওএসএস'র দুঃসাহসী সদস্যরা শত্রু লাইনের পিছনে গিয়ে নাশকতামূলক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অস্ত্র পাচার, ব্রিজ উড়িয়ে দেয়াসহ ফরাসি ও বলকান রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্টের সদস্যদের নিয়ে নাৎসিদের বিরুদ্ধে নানান মিশনে নেতৃত্ব দিতে থাকে তারা। বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে তাঁর বাহিনী ইওরোপ, উত্তর আফ্রিকা আর এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ডোনোভান নিজের এজেন্টদের সরাসরি জার্মানিতে ড্রপ করাতে চাইলেন। এক সময় তাই করা হলো এবং এজেন্টরা মরে সাফ হয়ে গেল। একুশজনের মধ্যে মাত্র দু'জন জার্মানিতে পা রাখতে পেরেছিল। তাদের মধ্যে থেকেও একজন পরে 'নেই' হয়ে যায়। জেনারেল ডোনোভান এ ধরনের স্বপ্নই দেখতেন।

কিছু দুঃসাহসী, কিছু বিভ্রান্তিকর।

ডেভিড কে. ই. ব্রুস ছিলেন ডোনোভানের ডান হাত। তিনি বলেছিলেন, 'জেনারেলের কল্পনার কোনো সীমা ছিল না। আইডিয়া নিয়ে নাড়াচাড়া করা ছিল তাঁর নেশা। উত্তেজনাকর কিছু ঘটলে রেসের ঘোড়ার মতো নাক ডাকত তাঁর।' ব্রুস

পরে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ডে।

জেনারেলের যোগ্যতা ইত্যাদির প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সন্দেহ ছিল। তাই ১৯৪৫ সালের শুরুর দিকে তিনি হোয়াইট হাউজের চিফ মিলিটারি এইড, কর্নেল রিচার্ড পার্ক, জুনিয়রকে নির্দেশ দেন যুদ্ধের সময় তিনি কী কী অপারেশন চালিয়েছেন তা গোপনে তদন্ত করে দেখতে। কর্নেল কাজ শুরু করতেই খবরটা ফাঁস হয়ে যায় এবং ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক ও শিকাগোর প্রভাবশালী পত্রিকাগুলোয় তা ছাপা হয়। দাবি করা হয় ডোনোভান 'আমেরিকান গেস্টাপো' সৃষ্টি করতে চাইছেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ডোনোভানকে তাঁর সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম কার্পেটের নিচে গুঁজে রাখতে নির্দেশ দেন প্রেসিডেন্ট। ওই বছরের ৬ মার্চ জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ সেগুলোকে চিরতরে শেলফে তুলে রাখেন।

এরপর প্রস্তাব করা হয় প্রেসিডেন্টকে নয়, পেন্টাগনকে সহায়তা করতে একটা নতুন স্পাই সার্ভিস সৃষ্টি করতে হবে। প্রশাসনের মাথায় ছিল চার-তারকা কমান্ডারদের স্বার্থে একটা ক্লিয়ারিং হাউজ তৈরি করা। কর্নেল আর কেরানিরা মিলে চালাবে সেটা, এবং সেটার তথ্যের সূত্র হবে বাইরের বিশ্বে দায়িত্ব পালনকারী নিজেদের অ্যাটাশে, ডিপ্লোম্যাট আর স্পাইরা।

এভাবেই শুরু হয় আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের কর্তৃত্বভার নিজের নিজের হাতে রাখার তিন প্রজন্মের লড়াই।

ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জিনিস

দেশের ভেতরে ওএসএস'র তেমন একটা কদর ছিল না। পেন্টাগনে ছিল খুবই কম। জাপান আর জার্মানি থেকে ইন্টারসেপ্ট করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিকেশনস ওএসএস'কে দেখতে দেয়া হত না। সিনিয়র মিলিটারি অফিসাররা বিষয়টা ভালো চোখে দেখতেন না। তাঁরা ভাবতেন ডোনোভান পরিচালিত স্বাধীন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস; প্রেসিডেন্টের সাথে যেটার সরাসরি যোগাযোগ আছে, সেটাকে সহযোগিতা করা ঠিক হবে না। মেজর জেনারেল ক্লেটন বিসেলের ভাষায় সেটা 'গণতন্ত্রের জন্য ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।'

এই সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা পার্ল হারবারে জাপানি বিমান আক্রমণের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। ১৯৪১-এর ৭ ডিসেম্বর ভোর হওয়ার অনেক আগেই আমেরিকান মিলিটারি জাপানিদের কিছু কিছু মেসেজের কোড ব্রেক করতে পেরেছিল। তারা জানত একটা আক্রমণ হয়ত আসছে। কিন্তু জাপানিরা যে এমন মরিয়া আক্রমণ চালাবে, তা কেউ কল্পনা করেনি। তাদের ব্রেক করা কোডেড মেসেজ এতই গোপনীয় ছিল যে ফিল্ড কমান্ডারদের সাথেও তা নিয়ে

আলোচনার সাহস পায়নি কমিউনিকেশনস'র লোকেরা। তার মানে মিলিটারিতে পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। জাপানিদের যে সব মেসেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তা ছিল খণ্ড খণ্ড। বিচ্ছিন্ন। সেগুলোকে এক জায়গায় করে চোখ বোলানো সম্ভব হয়নি বলে আন্দাজও করা যায়নি কতবড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে দেশের ওপর।

জাপানি বিমান বাহিনীর আক্রমণের পর কংগ্রেস তদন্ত করে দেখেছে পুরো জাতি কি পরিমাণ হতভম্ব হয়েছে সে ঘটনায়। তারপরই সবার বোধোদয় হয় আত্মরক্ষার স্বার্থে জাতিকে একটা নতুন উপায় বের করতে হবে। পার্ল হারবারে হামলার আগে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সারা বিশ্ব চষে কী কী তথ্য জোগাড় করত, তা পাওয়া যেত স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাঠের ফাইলিং র‍্যাকে। তাদের তথ্য সরবরাহের সূত্র ছিল কয়েক ডজন রাষ্ট্রদূত ও মিলিটারি অ্যাটাশে। ১৯৪৫ সালের বসন্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আমেরিকা তেমন কিছুই প্রায় জানত না।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি ডোনোভোনের দূরদর্শী ও অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস গড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে পারতেন। এপ্রিলের ১২ তারিখে রুজভেল্ট যখন মারা যান, ডোনোভান নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। তখন তিনি শত্রুমুক্ত প্রিয় শহর প্যারিসে। সেদিন রিৎজ হোটেলে রাতের অর্ধেকটা সময় নির্ঘুম কাটান তিনি। শোকে কাতর। সকালে সিআইএ'র ভবিষ্যৎ পরিচালক, তখনকার এক ওএসএস অফিসার উইলিয়াম জে. কেসির সাথে নাশতা করতে বসে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

কেসি জানতে চান, 'প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর ফলে সংস্থার ভবিষ্যৎ কি হবে ভাবছেন আপনি?'

'আমার মনে হয় এটার কাজ আর এগোবে না,' ডোনোভান বলেন।

একইদিন কর্নেল রিচার্ড পার্ক, জুনিয়র ওএসএস'র ওপর একটা টপ সিক্রেট রিপোর্ট নতুন প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেন। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেই রিপোর্ট অবমুক্ত করা হয়। সেটা ছিল একটা মারাত্মক রাজনৈতিক অস্ত্র। অস্ত্রটির নির্মাণকারী ছিল মিলিটারি এবং সেটাকে ধার দিয়ে শাণিত করেন জে. এডগার হুভার। ১৯২৪ থেকে এফবিআই'র ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমেরিকান স্পাইমাস্টার ডোনোভানকে সহ্য করতে পারতেন না হুভার। তাঁর একান্ত আশা ছিল ডোনোভান নন, তিনিই আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা করবেন।

কর্নেল পার্কের সেদিনকার সেই টপ সিক্রেট রিপোর্টের কারণে ওএসএস'র আমেরিকান সরকারের একটা অংশ হয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ ওটায় বলা হয়েছিল: 'ওএসএস দেশের নাগরিক, ব্যবসায়িক এবং জাতীয় স্বার্থ, সবকিছুর মারাত্মক ক্ষতি করছে।'

বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের পিছনে ওএসএস'র যে অনেক অবদান ছিল, কর্নেল রিচার্ড পার্ক, জুনিয়র সেসব সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে নির্দয়ের মতো তাদের কোথায় কোন

ব্যর্থতা আছে, কেবল সেগুলোর কথা রিপোর্টে উল্লেখ করেন। যেমন : ওএসএস অফিসারদের ট্রেইনিং ছিল 'অপরিপক্ক ও ঢিলেঢালা।' ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স কমান্ডাররা আমেরিকান স্পাইদেরকে তাদের 'হাতের পুটি' হিসেবে দেখত। চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা চিয়াং কাই-শেক ওএসএস'কে 'মর্জিমতো ব্যবহার করেছেন।' ওএসএস'র সমগ্র ইওরোপ ও উত্তর আফ্রিকার 'প্রতিটা অপারেশনে জার্মান স্পাই পেনিট্রেট করেছে।' ওএসএস অফিসাররা 'লিসবনের জাপানি দূতাবাসের কোডবুক চুরি করবে টের পেয়ে তারা নিজেদের কোড পাল্টে ফেলে। আমেরিকা তাই ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি ইনফর্মেশনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্ল্যাক আউটের শিকার হয়।'

কর্নেলের এক ইনফর্মার বলেন, 'ওএসএস'র নির্বুদ্ধিতায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কত আমেরিকানকে যে জীবন দিতে হয়েছে, কে জানে!' ১৯৪৪ সালের জুন মাসে রোমের পতনের পর ওএসএস'র সরবরাহ করা ভুলভাল ইনফর্মেশনের কারণে এলবা দ্বীপে হাজার হাজার ফরাসি সৈন্য নাৎসি বাহিনীর ফাঁদে পা দিয়ে বসে। রিপোর্টের উপসংহারে পার্ক লিখেছিলেন : 'ওএসএস'র এই এক ভুলেই প্রায় এগারশো ফরাসি সৈন্যের করুণ মৃত্যু হয়।'

সেই রিপোর্টে ডোনোভানকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে বলা হয় : 'বুখারেস্টের এক ককটেল পার্টিতে জেনারেলের ব্রিফকেস হারিয়ে যায় এবং এক রুমানিয়ান নর্তকী সেটা পেয়ে গেস্টাপোর হাতে তুলে দেয়।' তাঁর লোক নিয়োগ ও সিনিয়র অফিসারদের প্রমোশন যোগ্যতার ওপর নির্ভর করত না। 'করত ওয়াল স্ট্রিট ও তাঁর সোশাল রেজিস্টারের পুরনো ওল্ড-বয় কানেকশনের ওপর।' লাইবেরিয়ার মতো নির্জন আউটপোস্টে ডিটাচমেন্ট পাঠিয়ে তাদের কথা বেমালুম ভুলে যান তিনি। ভুল করে নিরপেক্ষ দেশ সুইডেনে কমান্ডো বাহিনী পাঠান। জেনারেল ডোনোভান ফ্রান্সে দখল করা গোলাবারুদের মজুদ পাহারা দিতে গার্ড পাঠিয়েছিলেন। সেই গোলাবারুদ বিস্ফোরিত হলে তাদের সবার মৃত্যু হয়।

কর্নেল অবশ্য এ-ও স্বীকার করেন যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জেনারেলের লোকেরা সফল হয়েছে। কিছু স্যাবোটাজ মিশনে সফল হয়েছে তারা, ভূপাতিত করা কিছু প্লেনের পাইলটকে উদ্ধার করতে পেরেছে। তিনি বলেন, ওএসএস'র গবেষণা আর বিশ্লেষণ যারা করেন, তারা কিছু 'অবিস্মরণীয় কাজও করেছেন।' কর্নেল পার্ক তাঁর রিপোর্টে পরামর্শ দেন, যুদ্ধ শেষ হলে তাদেরকে স্টেট ডিপার্টমেন্টে বদলি করা যেতে পারে। কিন্তু সংস্থার বাকিদের বিদায় করে দিতে হবে। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন : 'যুদ্ধ পরবর্তী জটিল বিশ্বে তাদেরকে দিয়ে সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি পরিচালনার চেষ্টা হবে অর্থহীন। অভাবনীয়।'

ভি-ই ডে'র পর ডোনোভান ওয়াশিংটনে ফিরে যান তাঁর স্পাই সার্ভিসকে রক্ষা করার চেষ্টায়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুতে এক মাসের শোক পালনের সময়

ক্ষমতা নিয়ে উন্মত্ত কামড়াকামড়ি চলে সেখানে। ১৪ মে ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করেন ডোনোভান। কমিউনিজম আর ক্রেমলিনের প্রভাব ঠেকানোর বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব দেন তাঁকে। কিন্তু পনেরো মিনিট না পেরোতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন প্রেসিডেন্ট, জেনারেলকে বিদায় করে দেন।

পুরো গ্রীষ্মকাল নিজের দাবির প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য কংগ্রেসে লড়াই করেন জেনারেল, প্রেসকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। অবশেষে ২৫ আগস্ট তিনি ট্রুম্যানকে সতর্ক করেন: তাঁকে অভিজ্ঞ অথবা অনভিজ্ঞ, এর মধ্য থেকে একটাকে বেছে নিতে হবে। 'এ মুহূর্তে দেশে কোনো ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস নেই। এই পরিস্থিতির ত্রুটি ও বিপদ সবাই উপলব্ধি করতে পারছে।'

ডোনোভান ভেবেছিলেন এতে কাজ হবে। যাঁকে তিনি সব সময় অবজ্ঞার চেখে দেখতেন, সেই ট্রুম্যানকে দিয়ে তিনি স্বপ্নের সিআইএ গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু ট্রুম্যানের মনের লিখন পড়তে ভুল করেছিলেন তিনি। কেননা ততদিনে প্রেসিডেন্টের নিশ্চিত ধারণা জন্মে গেছে ডোনোভান সিআইএ'র নামে আসলে আমেরিকান গেস্টাপো প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছেন।

হিরোশিমায় আণবিক বোমা ফেলার ছয় সপ্তাহ পর, ১৯৪৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আমেরিকান স্পাইমাস্টার, ওয়াইল্ড বিল ডোনোভানকে বরখাস্ত করেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। দশদিনের মধ্যে ওএসএস'র বিলুপ্তির নির্দেশে স্বাক্ষর করেন তিনি।

ফলে নেই হয়ে যায় আমেরিকান স্পাই সার্ভিস।

'শক্তি প্রদর্শনের যুক্তি'

১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মে ওএসএস'র উঁচু পদের অফিসার অ্যালেন ডালেস বার্লিনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা আস্ত ম্যানসন খুঁজে বের করে সেটাকে নিজের হেড কোয়ার্টার্স করেন। পরে সেখান থেকে তাঁর প্রিয় সহযোগী, রিচার্ড হেলমস সোভিয়েতদের ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করেন।

সেই ঘটনার আধা শতাব্দী পর অতীত প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে হেলমস বলেছিলেন, 'আপনাকে মনে রাখতে হবে, শুরুতে আমরা কিছুই জানতাম না। প্রতিপক্ষ কি করছে না করছে, কি তাদের উদ্দেশ্য, তাদের ক্ষমতা কতটুকু, কিছুই জানতাম না। তখন বলতে গেলে সারা পৃথিবীর ব্যাপারেই আমরা অন্ধকারে ছিলাম। তখন কেউ যদি একটা টেলিফোন বুক বা একটা এয়ারফিল্ডের ম্যাপ জোগাড় করে আনতে পারত, তাহলে সেটাই হয়ে উঠত গরম আবিষ্কার।'

বার্লিনে ফিরে আসতে পেরে হেলমস খুশি ছিলেন। কেননা সেখানে ১৯৩৬ সালের অলিম্পিকের সময় তিনি হিটলারের ইন্টারভিউ নিয়ে তেইশ বছর বয়সী তরুণ স্পাই ওয়্যার সার্ভিস রিপোর্টার (wire service reporter) হিসেবে নাম কুড়িয়েছিলেন। তবে তাঁর সে খুশি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। ওএসএস'র বিলুপ্তি ঘটেছে শুনে হতবাক হয়ে যান তিনি। বার্লিনে ওএসএস আউটফিটের অপারেশন সেন্টার ছিল দখল করা এক ওয়াইনের কারখানায়। প্রেসিডেন্টের ওএসএস বিলুপ্ত করার কথা যেদিন বার্লিনে জানাজানি হয়, সেদিন রাতে সেই সেন্টারে জড়ো হয়ে তীব্র রাগ আর ক্ষোভ প্রকাশ করে আউটফিটের সদস্যরা। মনের কষ্টে অ্যালকোহল ছিটিয়ে সেন্টার ভাসিয়ে দেয়।

ডালেস স্বপ্নে যেমনটা দেখেছেন, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের সেরকম সেন্ট্রাল হেড কোয়ার্টার্স থাকবে না? দেশের বাইরে মুষ্টিমেয় কিছু এজেন্ট থাকবে? তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তাঁর মিশন এভাবে শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য কিছুদিন পর আবার তাঁর জানে পানি আসে যখন হেড কোয়ার্টার্স থেকে বার্লিনের অপারেশন সেন্টার ধরে রাখার মেসেজ পাঠানো হয়।

'সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের পবিত্র উদ্দেশ্য'

মেসেজটা আসে জেনারেল ডোনোভানের ডেপুটি, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন ম্যাগরুডারের তরফ থেকে। 'ভদ্রলোক সৈনিক' বলতে যা বোঝায়, ম্যাগরুডার তাই ছিলেন। ১৯১০ সাল থেকে আর্মিতে ছিলেন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ছাড়া আমেরিকার সদ্য অর্জন করা কর্তৃত্ব নিরর্থক হয়ে পড়বে। ব্রিটিশরা তার জায়গা দখল করবে।

সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯৪৫। প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান ওএসএস'র মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছেন ছয় দিন হয়ে গেছে। জেনারেল ম্যাকরুডার পেন্টাগনের এ-করিডর থেকে সে-করিডর করে বেড়াচ্ছেন আর ভাবছেন, সুযোগটা নিতে হলে এখনই উপযুক্ত সময়। সেক্রেটারি অব ওয়ার, হেনরি স্মিটসন সেই সপ্তাহেই পদত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন সিআইএ গঠন করার আইডিয়ার ঘোর বিরোধী। কয়েক মাস আগে এ প্রসঙ্গে তিনি জেনারেল ডোনোভানকে বলেছিলেন, 'এরকম কিছু প্রেসিডেন্টকে বলতে যাওয়া একেবারেই উচিত হবে না।' স্মিটসনের অনুপস্থিতির এই সুযোগটা কাজে লাগাতে দেরি করেননি ম্যাকরুডার।

ডোনোভানের এক পুরনো বন্ধু, অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি অব ওয়ার, জন ম্যাকক্লয়ের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। ওয়াশিংটনের অন্যতম মুভার অ্যান্ড শেকার বা প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ম্যাকক্লয়। প্রেসিডেন্টের ওএসএস সম্পর্কে দেয়া আদেশ কিভাবে প্রত্যাহার করানো যায়, সে চিন্তার ভার তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দেন ম্যাকরুডার। এক সময় চিরকুটে লেখা ম্যাকক্লয়ের একটা নির্দেশ নিয়ে পেন্টাগন থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। সেটা ছিল এরকম : ওএসএস'র চলমান সব অপারেশন এমনভাবে চালাতে হবে যাতে সেগুলোকে সংরক্ষণ করা যায়।

সেই এক টুকরো কাগজ একটা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির টিকে থাকার আশার প্রদীপ জ্বেলে রাখল। স্পাইরা আগের মতোই যে যার কাজে ব্যস্ত থাকবে, তবে ওএসএস নয়, নতুন এক সংস্থার অধীনে। তার নাম হবে স্ট্রাটেজিক সার্ভিসেস ইউনিট বা এসএসইউ। এরপর ম্যাকক্লয় তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এয়ার ওয়ার বা আকাশ যুদ্ধের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি ও ভবিষ্যৎ ডিফেন্স সেক্রেটারি, রবার্ট এ. লভেটকে অনুরোধ করেন আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্দেশ করার জন্য একটা গোপন কমিশন গঠন করতে। একই সাথে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানকে তাঁর করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হবে। তারপর আত্মবিশ্বাসী ম্যাকরুডার তাঁর লোকদের জানান 'দ্য হোলি কজ অব দ্য সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স উড প্রিভেইল (সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের পবিত্র উদ্দেশ্য বিরাজমান থাকবে।)'

বার্লিনে নতুন আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হেলমস তাঁর স্থগিত হয়ে পড়া কাজ আবার শুরু করেন। যে সমস্ত অফিসার হতাশ হয়ে বার্লিনের কালোবাজারে গিয়ে ডুব দিয়েছিল, তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনেন তিনি। ১২ আমেরিকান ডলার দিয়ে দুই ডজন কার্টন ক্যামেল সিগারেট কেনেন সেই বাজার থেকে। একটা ১৯৩৯ মডেলের মার্সেডিজ বেঞ্জ কেনেন। কোন কোন অভিজ্ঞ জার্মান স্পাই ও বিজ্ঞানী সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করতে রাজি নয়, তাদেরকে খুঁজে বের করে আমেরিকার পক্ষে কাজ করতে লাগিয়ে দেন।

'অক্টোবর নাগাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমাদের প্রথম কাজ হতে যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর কড়া নজর রাখা,' অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে কথাগুলো বলেন টম পোলগার। ওই সময়কার বার্লিন এসএসইউ ঘাঁটির তেইশ বছর বয়সী এক অফিসার। সোভিয়েতরা তখন পূর্ব জার্মানির সমস্ত রেইলরোড দখল করে নিতে শুরু করেছে, তাদের রাজনৈতিক পার্টিতে যোগ দিচ্ছে। প্রথমদিকে আমেরিকান স্পাইরা কাজের কাজ বলতে কেবল একটাই করতে পেরেছে, বার্লিনে সোভিয়েত মিলিটারি ট্রান্সপোর্টের চলাফেরা ও গন্তব্যের ওপর নজর রাখার চেষ্টা করা। কাজটা করা হয় পেন্টাগনকে এটা বোঝানোর জন্য যে, বার্লিনে কেউ তাদের হয়ে রেড আর্মির তৎপরতার ওপর দৃষ্টি রাখছে।

সোভিয়েত অগ্রাভিযানের মুখে পূর্ব জার্মানি থেকে ওয়াশিংটনের পিছু হটায় ক্রুদ্ধ হন হেলমস। বিষয়টার ওপর কাজ করতে গিয়ে বার্লিনের পদস্থ আমেরিকান মিলিটারি সদস্যদের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পূর্ব জার্মানিতে কাজ করতে আগ্রহী জার্মান পুলিশের এমন সদস্য ও রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ভাড়া করে সেখানে তাদেরকে দিয়ে স্পাই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টায় লাগেন। 'নভেম্বর নাগাদ দেখলাম পূর্ব জার্মান সিস্টেমের পুরোটাই রাশিয়ানরা নিজেদের মুঠোয় ভরে নিয়েছে,' বলেছেন বার্লিনের আরেক এসএসইউ অফিসার, পিটার সিচেল।

সমস্ত জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ আর নেভির প্রভাবশালী সেক্রেটারি, জেমস ভি. ফোরেস্টাল সভয়ে লক্ষ করেন, নাজিদের মত সোভিয়েত রেড আর্মিও ক্রমে গোটা ইওরোপ দখল করে নিতে যাচ্ছে। তারপর পূর্বাঞ্চলীয় ভূমধ্যসাগরের দিকে যাবে তারা। সেখান থেকে পারস্য উপসাগর, চীনের উত্তর অঞ্চল হয়ে কোরিয়ায়। এমন সময় একটা ভুলভাল চাল দু' পক্ষের মধ্যে নতুন যুদ্ধের সূচনা করতে পারে, যা কারও জন্যই ভাল ফল বয়ে আনবে না। নতুন যুদ্ধের আশঙ্কা যত বাড়তে থাকে, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ততই দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়তে থাকে। একে অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে থাকে তারা।

একপক্ষ চায় এসপিওনাজের মাধ্যমে ধৈর্যের সাথে, ধীরেসুস্থে প্রতিপক্ষের গোপন খবর সংগ্রহ করতে। আরেকপক্ষ চায় তাদের বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধ শুরু করে

দিতে। এসপিওনাজের লক্ষ্য ছিল পৃথিবীকে চেনার। রিচার্ড হেলমস ছিলেন এই দলে। অন্য দলটির উদ্দেশ্য ছিল কভার্ট অ্যাকশনের মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দেয়ার। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক উইজনার।

মিসিসিপির বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক, অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন উইজনার। নিখুঁত ছাঁটের মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা বেপরোয়া কর্পোরেট আইনজীবী। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন ওএসএস স্টেশন চিফ হিসেবে রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে পৌছান উইজনার। সে সময় রেড আর্মি আর অল্প কিছু আমেরিকান সৈন্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল বুখারেস্ট। উইজনারের ওপর নির্দেশ ছিল রাশিয়ান বাহিনীর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার। তিনি তখন বিজয় গৌরবে উজ্জীবিত। মিত্রবাহিনীর যত এয়ারমেন বিশ্বযুদ্ধের সময় রুমানিয়ায় ভূপাতিত হয়েছিল, তরুণ রাজা মাইকেলের সাথে তাদের উদ্ধার করা নিয়ে আলোচনা করছেন। বাস করছেন স্থানীয় এক বিয়ার ব্যারনের ৩০ রুমের বিশাল, শানদার ম্যানসন রিকুইজিশন করে।

প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় ম্যানসনের বিশাল হলরুমে, ঝলমলে ঝাড়বাতির নিচে আমেরিকান ও রাশিয়ান অফিসাররা পরস্পরের উদ্দেশে শ্যাম্পেন টোস্ট করে। উইজনার তাই দেখে আনন্দে, উত্তেজনায় দিশেহারা। কেননা তাঁর ধারণা ওএসএস'র অফিসারদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাশিয়ান আর্মির সাথে সন্ধি করতে পেরেছেন। গর্বের সাথে বিষয়টা হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করেন উইজনার—সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সাথে সফল লিয়াজোঁ স্থাপন করেছেন তিনি।

এক বছরেরও কম আমেরিকার স্পাই ছিলেন উইজনার। ওদিকে তার প্রতিপক্ষ ছিল এ ক্ষেত্রের দুই শতাব্দীরও পুরনো, অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। উইজনার কল্পনাই করতে পারেননি সেই রিপোর্ট ওয়াশিংটনে পৌছার আগে থেকেই লাল ফৌজ তাঁর ওএসএস'র কলজের মধ্যে ইনফিলট্রেট করে বসে আছে। সেখানে বসে তাদের রুমানিয়ান মিত্র আর এজেন্ট কে কে ছিল, সব খবর হজম করে ফেলেছে।

শীতকালের মাঝামাঝি নাগাদ রাশিয়ান সৈন্য বুখারেস্টের প্রায় পুরোটাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল। তারপর ধমনীতে জার্মান রক্ত আছে, এমন হাজার হাজার রুমানিয়ান নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধকে ধরে গরু-ছাগলের মত রেইলরোড কারে বোঝাই দিয়ে পুবে পাঠিয়ে দিল — ক্রীতদাসত্ব অথবা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। হতভম্ব ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের ফ্যালফ্যালে দৃষ্টির সামনে দিয়ে হিউম্যান কার্গো বোঝাই রেইলওয়ের সাতাশটা বক্স কার রুমানিয়া থেকে বেরিয়ে গেল। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে তাঁকে।

কিছুদিন পর জার্মানিতে ওএসএস হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে যান উইজনার।

তখন মানসিকভাবে অনেকটাই বিপর্যস্ত তিনি। সেখানে হেলমসকে পান অস্বস্তিকর সহকর্মী হিসেবে। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে একই প্লেনে ওয়াশিংটন ফিরে যান তাঁরা। আঠারো ঘণ্টার যাত্রাপথে দীর্ঘ আলোচনার পর একটা বিষয় নিয়ে নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন—ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকায় ক্ল্যান্ডেস্টাইন (গুপ্ত) সার্ভিসের জন্য কোনোদিন আদৌ হবে কি?

'বাহ্যত একটি জারজ সংস্থা'

ওয়াশিংটনে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে বিতর্ক দিন দিন জোরদার হতে শুরু করেছে। জয়েন্ট চিফ অব স্টাফরা সেটাকে নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টায় উঠেপড়ে লড়ছেন। আর্মি আর নেভি দাবি করছে গোয়েন্দা সংস্থা তাদের অধীনে হবে, ওদিকে জে. এডগার হুভার চাইছেন তাঁর পরিচালিত এফবিআইকেই বিশ্বব্যাপী এসপিওনাজ চালানোর অনুমতি দেয়া হোক। হবু ইন্টেলিজেন্সে সার্ভিসের মালিকানার বিতর্কে এমনকি পোস্ট মাস্টার জেনারেল পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্ট তার আধিপত্য ছাড়তে নারাজ।

জেনারেল ম্যাকরুডার সমস্যা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখলেন : 'ক্ল্যান্ডেস্টাইন ইন্টেলিজেন্স অপারেশনের সাথে প্রতিনিয়ত আইন ভাঙার বিষয়টা জড়িয়ে থাকে। সোজা কথায় বলতে গেলে এ ধরনের অপারেশনের প্রকৃতি হয় এক্সট্রা-লিগ্যাল বা আইন বহির্ভূত এবং কখনও কখনও পুরোপুরি বেআইনী।' জেনারেল বলেন, পেন্টাগন আর স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ জাতীয় মিশন পরিচালনা করার মত ঝুঁকি নিতে পারে না। এ দায়িত্ব একটা নতুন ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসকেই দিতে হবে।

স্ট্রাটেজিক সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক, জেনারেল ম্যাকরুডারের এক্সিকিউটিভ অফিসার, কর্নেল বিল কুইন বলেন, 'এরপর ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের উদ্যোগ বলতে গেলে থেমেই যায়। ওএসএস-এ যে সমস্ত অভিজ্ঞ স্পাই কাজ করত, তাদের প্রতি ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনই হতাশ হয়ে যে যার পুরনো পেশায় ফিরে যায়। হেলমস এ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'কারণ তাদের মনে হয়েছে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি স্বচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী একটা সংগঠন হতে যাচ্ছে। দৃশ্যত একটা জারজ সংস্থা হতে যাচ্ছে। কতদিন টিকে থাকতে পারবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।'

পরের তিন মাসের মধ্যে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০ হাজারে নেমে যায়। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে তা আরও কমে দাঁড়ায় ১,৯৬৭ জনে। ওএসএস'র লন্ডন, প্যারিস, রোম, ভিয়েনা, মাদ্রিদ, লিসবন আর স্টকহোম, বলতে গেলে প্রতিটা স্টেশন থেকে অফিসারদের প্রায় সবাই চলে গেল। এশিয়ায় তেইশটা আউটপোস্ট

ছিল, তার মধ্যে পনেরোটাই বন্ধ হয়ে গেল এক এক করে। পার্ল হারবারের চতুর্থ বার্ষিকীতে বিষয়টা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল—প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান রেইল লাইন ছাড়াই আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের রেইল গাড়ি চালাচ্ছেন।

এরপর অ্যালেন ডালেস নিউ ইয়র্কের ল ফার্ম, সালিভান অ্যান্ড ক্রমওয়েল-এ তাঁর পুরনো ডেস্কে ফিরে যান। তাঁর ভাই, জন ফস্টার ডালেস সেই ল ফার্মের পার্টনার ছিলেন। অ্যালেন ডালেসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফ্র্যাঙ্ক উইজনারও নিউ ইয়র্কে নিজের ল ফার্ম; কার্টার, লেডইয়ার্ড-এ ফিরে যান।

অবশিষ্ট ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষকদের স্টেট ডিপার্টমেন্টে ডিসপ্যাচ করা হয় নতুন রিসার্চ বুরো গঠন করার জন্য। বাস্তুহারার মত আচরণ করা হয় তাদের সাথে। 'আমার মনে হয় না জীবনে এত দুঃখের, নিদারুণ যন্ত্রণার সময় আর কখনও এসেছিল,' লিখেছেন শেরম্যান কেন্ট। সিআইএ'র ডিরেক্টরেট অব ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। এ কারণে চরম হতাশ হয়ে সবচেয়ে স্মার্ট যারা ছিল, তারাও যে যার আগের পেশায় ; কেউ ইউনিভার্সিটিতে, অথবা কেউ খবরের কাগজে চলে যায়। তাদের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় কেউ আসেনি। পরের কয়েক বছর কোনো ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টই সরকারের কাছে জমা দেয়া হয়নি।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নিজের বাজেট ডিরেক্টর, হ্যারল্ড ডি. স্মিথের ওপর নির্ভর করতেন। তাঁর কাজ ছিল আমেরিকার বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রত্যাহার করে নেয়া এবং সংশ্লিষ্টদের সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিদান বা সেনানিবৃত্তির বিষয়টা তদারক করা। কিন্তু তাঁর সেই ডিমোবিলাইজেশন ক্রমে ডিজইন্টিগ্রেশন বা বিচ্ছিন্নকরণে পরিণত হয়। ওএসএসকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার দিন হ্যারল্ড ডি. স্মিথ প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে বলেন, আমেরিকা পার্ল হারবারের আগের সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছে, যখন তার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস বলে কিছু ছিল না। ১৯৪৬ সালের ৯ জানুয়ারি হোয়াইট হাউজে তড়িঘড়ি করে ডাকা এক মিটিংয়ে প্রেসিডেন্টের মিলিটারি চিফ অব স্টাফ, অ্যাডমিরাল উইলিয়াম ডি. লিহে বলেন, 'ইন্টেলিজেন্সের সাথে মর্যাদাহানীকর আচরণ করা হয়েছে।'

ট্রুম্যানের বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন তিনি। তাই সেটাকে যত দ্রুত সম্ভব ঠিকঠাক করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেভাল ইন্টেলিজেন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর, রিয়ার অ্যাডমিরাল সিডনি ডাব্লিউ সাওয়ার্সকে তলব করেন। সংরক্ষিত সেনাবাহিনীর সদস্য তিনি। মিজৌরির মানুষ, স্বভাবে অনমনীয়। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থক। ধনী ব্যবসায়ী। লাইফ ইনশিওরেন্স এবং দেশের প্রথম সেলফ-সার্ভিস সুপারমার্কেট চেইন, পিগলি-উইগলি প্রতিষ্ঠা করে বিপুল টাকার মালিক হয়েছেন।

প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকে অ্যাডমিরাল আবিষ্কার করেন, ট্রুম্যান তাঁকেই সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের প্রথম ডিরেক্টর পদে বসাতে চান। ১৯৪৬ সালের ২৪

জানুয়ারি তাঁকে প্রথম ডিরেক্টরের মেডাল পরিয়ে দেন তিনি। সেই স্মরণীয় অনুষ্ঠানের কথা অ্যাডমিরাল লিহে নিজের অফিস ডায়রিতে এভাবে লিখে রাখেন : 'আজ হোয়াইট হাউজে লাঞ্চের পর স্টাফ মেম্বারদের উপস্থিতিতে রিয়ার অ্যাডমিরাল সিডনি সাওয়ার্স আর আমি কালো আলখাল্লা, কালো হ্যাট পরে ও কাঠের ড্যাগার নিয়ে প্রেসিডেন্টের সামনে উপস্থিত হই। তিনি অ্যাডমিরালকে "ক্লোক অ্যান্ড ড্যাগার গ্রুপ অব স্নুপার্স চিফ ও সেন্ট্রালাইজড্ স্নুপিং"-এর ডিরেক্টরের খেতাব পরিয়ে দেন।'

অনমনীয় ডেমোক্র্যাট, অ্যাডমিরাল সিডনি সাওয়ার্সকে এভাবে মিসবিগটেন বা অবৈধ উপায়ে জন্ম নেয়া এবং অল্প আয়ুর সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ নামের এক সংস্থার প্রধান হিসেবে বসিয়ে দেয়া হয়। প্রায় দুই হাজার ইন্টেলিজেন্স অফিসার ও সহযোগী কর্মচারীর পরিচালক হন তিনি, যাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে প্রায় ৪ লাখ মানুষের ফাইল ও ডোশিয়ে। নতুন নিয়োজিতদের অনেকেই জানত না তারা কি করছে বা কী করতে হবে। সাওয়ার্সের শপথ অনুষ্ঠানের পর কেউ একজন জিজ্ঞেস করে তিনি এরপর কি করবেন। সাওয়ার্স বলেন, 'আমি এখন বাড়ি যাবো।'

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের বাকি সব ডিরেক্টরের মত অ্যাডমিরাল সাওয়ার্সকেও প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ছাড়াই অনেক দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। হোয়াইট হাউজের তরফ থেকে তিনি কোনো নির্দেশনা পেতেন না। সমস্যা ছিল কেউ জানত না প্রেসিডেন্ট আসলে কি চাইছেন। অন্য কেউ দূরে থাক, প্রেসিডেন্ট নিজেই তা জানতেন না। ট্রুম্যান বলতেন, সকালে ঘুম থেকে উঠেই দুই ফুট উঁচু কেবল মেসেজের স্তূপ ঘাঁটার হাত থেকে রেহাই পেতে রোজ একটা করে ইন্টেলিজেন্স ডাইজেস্ট চান তিনি। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের সদস্যরা মনে করতেন, তাদের কাজের এই একটা দিকই কেবল প্রেসিডেন্টের মাথায় ছিল।

অন্যরা তাদের কাজকে দেখত অন্য চোখে। জেনারেল ম্যাকরুডার ভাবতেন হোয়াইট হাউজের সাধারণ ধারণা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সমস্ত ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশন চালাবে। তা যদি সত্যি হয়েও থাকে, কোনো ডকুমেন্টে সে ব্যাপারে একটা লিখিত শব্দও পাওয়া যায়নি। প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে কখনও মুখ খোলেননি। হয়ত সে কারণেই সরকারের আর কোনো অংশে নতুন এই সংস্থার বৈধতা ছিলই না বলতে গেলে।

পেন্টাগন আর স্টেট ডিপার্টমেন্ট অ্যাডমিরাল সাওয়ার্স বা তাঁর অধীনস্তদের সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে। আর্মি, নেভি ও এফবিআই চরমভাবে নাক সিটকাতে থাকে অ্যাডমিরাল এবং তাঁর সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের উদ্দেশে। সাওয়ার্স বড়জোর একশ দিনের মতো সংস্থাটির পরিচালক ছিলেন। অবশ্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পরামর্শদাতা হিসেবে অনেকদিন ছিলেন তিনি। অ্যাডমিরাল বিদায় নেয়ার সময় একটামাত্র মন্তব্য লিখে রেখে যান। একটা টপ সিক্রেট মেমো। সেটার বক্তব্য

ছিল এরকম: 'ইউএসএসআর বা সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নজরদারি করার জন্য যতো তাড়াতাড়ি এবং যতো উঁচু পর্যায়ের সম্ভব একটা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস গড়ে তোলা আমেরিকার জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।'

ওই আমলে ক্রেমলিনের মনোভাব কেমন ছিল, সে সম্পর্কে সত্যিকারের ধারণা প্রথমবারের মত পাওয়া যায় মস্কোয় নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, জেনারেল ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ ও তাঁর রাশিয়া হ্যান্ড জর্জ কেনানের কাছ থেকে। ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ ছিলেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ভবিষ্যৎ পরিচালক।

'সোভিয়েত ইউনিয়ন কী চায়?'

বিডেল স্মিথ ছিলেন ইন্ডিয়ানার সাধারণ এক দোকান মালিকের ছেলে। ওয়েস্ট পয়েন্টের মিলিটারি ট্রেইনিং বা কোনো কলেজ ডিগ্রি ছাড়াই সাধারণ এক বাক প্রাইভেট থেকে জেনারেল পদে উন্নীত হন তিনি। আইজেনহাওয়ারের চিফ অব স্টাফ ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। উত্তর আফ্রিকা ও ইওরোপ অভিযানের সমস্ত খুঁটিনাটির সাথে জড়িত ছিলেন। সহকর্মীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত, ভয় করত। কখনও হাসতে দেখা যেত না তাঁকে। অকল্পনীয় পরিশ্রম করতে পারতেন।

এক রাতে উইনস্টন চার্চিল ও আইজেনহাওয়ারের সাথে ডিনার করার সময় আলসারে রক্তক্ষরণের ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন জেনারেল বিডেল স্মিথ। রক্ত দেয়ার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্রিটিশ হসপিটালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। কাজ হয়ে যেতেই বেড থেকে উঠে পড়েন তিনি, ডাক্তারদের সাথে ঝগড়া করে কামান্ডারের তাঁবুতে ফিরে যান। রেড আর্মির সাথে যৌথ অভিযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার সময় রাশিয়ান অফিসারদের সাথে ডিনারে বসে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ার রেকর্ডও আছে তাঁর।

জেনারেল বিডেল স্মিথ নাৎসী বাহিনীর আত্মসমর্পণ মেনে নিয়েছিলেন বলেই আগে ইওরোপে যুদ্ধের ইতি ঘটে। ১৯৪৫ সালের ৮ মে, অ্যালেন ডালেস আর রিচার্ড হেলমসের সাথে কয়েক মুহূর্তের জন্য সাক্ষাৎ হয় তাঁর। বার্লিনে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সেন্টার খোলার অনুমতির জন্য আইজেনহাওয়ারের কাছে গিয়েছিলেন ডালেস ও হেলমস।

বিডেল স্মিথ ১৯৪৬ সালের মার্চে মস্কোয় পৌছান আমেরিকান দূতাবাসের শার্জে ডা' ফেয়ার, জর্জ কেনানের কাছে দীক্ষা নিতে। কেনান অনেক বছর রাশিয়ায় কাটিয়ে এসেছেন, জোসেফ স্ট্যালিনের মনের কথা জানার চেষ্টায় অনেক ঘণ্টা ব্যয় করেছেন। স্ট্যালিনের রেড আর্মি ইওরোপের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছিল। সে জন্য প্রচুর মূল্যও দিতে হয়েছে।

বিশ মিলিয়ন বা দুই কোটি রাশিয়ানকে মরতে হয়েছে। রেড আর্মি অনেক দেশকে নাৎসি বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নিজ বর্ডারের বাইরের একশ মিলিয়ন মানুষের ওপর ক্রেমলিন তার অশুভ ছায়াও ফেলে। কেনান বুঝতে পারছিলেন রাশিয়া তার দখল করা অঞ্চল প্রয়োজনে শক্তি খাটিয়ে হলেও ধরে রাখার চেষ্টা করবে। তাই হোয়াইট হাউজকে শো-ডাউনের জন্য প্রস্তুত থাকতেও পরামর্শ দেন জর্জ কেনান।

বিডেল স্মিথ মস্কোয় যাওয়ার কিছুদিন পর কেনান আমেরিকার কূটনীতির ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘতম কেবলটি ওয়াশিংটনে পাঠান। 'লম্বা টেলিগ্রাম' নামে পরিচিতি পায় সেটা। ৮ হাজার শব্দে সেটায় সোভিয়েত প্যারানোইয়া বা মানসিক বৈকল্যের কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন তিনি। ওয়াশিংটনে যারা সেটা পড়েছেন, প্রথমে তাদের মধ্যে থেকে হাতে গোনা কয়েকজনের দৃষ্টি কেবলটির কয়েক শব্দের একটা লাইনের ওপর আটকে যায়। পরে সেটা মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে সম্মোহিত করে ফেলে। লাইনটা ছিল এরকম : সোভিয়েতরা লজিক অব রিজন নয়, লজিক অব ফোর্স বা শক্তি প্রদর্শনের যুক্তিতে বেশি আস্থাশীল।

সেই টেলিগ্রাম কেনানকে আমেরিকান সরকারের সেরা ক্রেমলিনোলজিস্ট-এ পরিণত করে। অনেক বছর পর এ প্রসঙ্গে জর্জ কেনান মন্তব্য করেন: 'যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বড়ো ধরনের শত্রুর মুখোমুখি হতে অভ্যস্ত ছিলাম। জানতাম শত্রুকে সব সময় চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রে রাখতে হবে।' কেনানকে 'যে কোনো নতুন কূটনৈতিক মিশনের জন্য সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন বিডেল স্মিথ।

১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসের এক রাত। আকাশে তারার মেলা। আমেরিকান পতাকা ওড়ানো বিডেল স্মিথের ঝকঝকে লিমুজিন ক্রেমলিন দুর্গের সামনে এসে থামে। সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্সের তরুণ, স্মার্ট অফিসাররা আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পরখ করে অনুমতি দেয় ভেতরে যাওয়ার। ক্রেমলিন ওয়ালের ভেতরকার প্রাচীন রাশিয়ান ক্যাথেড্রাল ও একটা উঁচু টাওয়ারের গোড়ায় রাখা বিখ্যাত মস্কোর ঘণ্টা পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় লিমুজিন।

গাড়ি থেকে নামতে চকচকে কালো চামড়ার হাই বুট ও লাল স্ট্রাইপের ব্রিচেস পরা কয়েকজন সৈনিক স্যালিউট করে বিডেল স্মিথকে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। একটা দীর্ঘ করিডর পেরিয়ে অনেক উঁচু একজোড়া ডবল ডোরের সামনে থামতে হয় তাঁকে। গাঢ় নীল রঙের কুইল্টেড চামড়ার প্যাড দিয়ে মোড়া দরজাটা বন্ধ। ওপাশে বিশাল এক কনফারেন্স রুম। আকাশছোঁয়া সিলিং। রাশিয়ান জেনারেলিসিমো বা সর্বাধিনায়ক বসে আছেন মূর্তির মতো। স্থির চাউনি। তাঁর মুখোমুখি হন আমেরিকান জেনারেল।

বিডেল স্মিথ একটা দোনলা প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন স্ট্যালিনের জন্য। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন কি চায়? আর কতদূর যেতে চায়?'

মুখ খোলার আগে কিছু সময় দূরে তাকিয়ে রইলেন স্ট্যালিন। সিগারেট ফুঁকছেন ঘন ঘন। লাল পেন্সিল দিয়ে বেখেয়ালে হার্ট, প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকছেন সামনে রাখা কাগজে। এক সময় মুখ খোলেন তিনি। মন্তব্য করেন, আর কোনো দেশের মানচিত্র মানতে রাজি নন তিনি। চার্চিল কয়েক সপ্তাহ আগে মিজৌরিতে এক ভাষণে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, ইওরোপে লৌহ যবনিকা বিস্তৃত হচ্ছে। এ জন্য তাঁর কড়া সমালোচনা করে স্ট্যালিন বলেন, রাশিয়া তার শত্রুদের চেনে।

বিডেল স্মিথ জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি মন থেকে বিশ্বাস করেন রাশিয়াকে সমস্যায় ফেলতে আমেরিকা আর ব্রিটেন জোট বেঁধেছে?'

স্ট্যালিন বলেন, '*দা* (হ্যাঁ)।'

জেনারেল দ্বিতীয় প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন, 'রাশিয়া আর কতদূর যেতে চায়?'

স্ট্যালিন সরাসরি তাঁর দিকে তাকান। 'বেশি দূর না।'

কতদূর? কেউ জানে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের অজানা হুমকি মোকাবেলায় আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের মিশন কি হবে? কেউ জানে না।

'একজন শিক্ষানবিশ বাজিকর'

১০ জুন, ১৯৪৬। জেনারেল হয়েট ভ্যানডেনবার্গ সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের দ্বিতীয় ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। হ্যান্ডসাম পাইলট। ইওরোপে আইজেনহাওয়ারের ট্যাকটিকাল এয়ার ওয়ারের নেতৃত্বে ছিলেন। সে সময়ে ফগি বটমের শেষ প্রান্তে ফ্লাই-বাই-নাইট নামের এক আউটফিট পরিচালনা করেন জেনারেল। একটা ছোটো ব্লাফের চূড়ায় ছিল তাঁর ঘাঁটি। পোটোম্যাক নদী দেখা যেত সেখান থেকে। জেনারেলের কমান্ড পোস্ট ২৪৩০ ই স্ট্রিটে, ওএসএস'র পুরনো হেড কোয়ার্টার্সে।

ভ্যানডেনবার্গের তিনটা দরকারি জিনিসের অভাব আছে: টাকা, ক্ষমতা এবং কর্মী। জেনারেল কাউন্সেল ফর সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স (১৯৪৬-১৯৭২), লরেন্স হিউস্টনের মতে সেন্ট্রাল ইন্টেলজেন্স গ্রুপের অবস্থান হবে আইনের বেড়ার অন্য পাশে। অতএব প্রেসিডেন্ট আইনী পদ্ধতিতে কোনো ফেডারাল এজেন্সি সৃষ্টি করতে পারেন না। কংগ্রেস অনুমোদন না দিলে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সরকারি টাকা-পয়সা খরচ করতেও পারবে না। অর্থাৎ ঢাল-তলোয়ার কিছুরই ঠিক নেই।

তারপরও ভ্যানডেনবার্গ উঠেপড়ে লাগলেন দেশকে নতুন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি উপহার দিতে। একটা নতুন অফিস সৃষ্টি করেন তিনি স্পেশাল অপারেশনস নামে; দেশের বাইরে গোয়েন্দাগিরি এবং নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে। যে সমস্ত কংগ্রেস সদস্য এসবে আগ্রহী, তারা টেবিলে তলা দিয়ে ১৫ মিলিয়ন ডলার তুলে

দিলেন জেনারেলের হাতে। পূর্বাঞ্চলীয় ও কেন্দ্রীয় ইওরোপে সোভিয়েত বাহিনী কি করছে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন জেনারেল। তাদের ক্ষমতা কত, উদ্দেশ্য কি? রিচার্ড হেলমসকে এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে জানাতে নির্দেশ দেন।

হেলমস তখন ২২৮ জন পার্সোনেল নিয়ে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইটজারল্যান্ড, পোল্যান্ড, চেকস্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরিতে এসপিওনাজ পরিচালনা করছেন। নিজেকে একজন শিক্ষানবিশ বাজিকর আখ্যা দিয়ে হেলমস সেই সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, 'মনে হচ্ছিল আমি একটা বিচ বল। মুখ খোলা দুধের বোতল আর একটা গুলি ভর্তি মেশিনগান পানির ওপরে তুলে রাখার মরিয়া চেষ্টা করে চলেছি।' ইওরোপের সবখানে 'নির্বাসিত রাজনীতিক, সাবেক ইন্টেলিজেন্স অফিসার ও এজেন্টসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন দলে দলে ইন্টেলিজেন্স মুঘলে পরিণত হতে শুরু করেছে। নানান তথ্য বিক্রির দালালি করছে তারা।'

জেনারেলের স্পাইরা ইন্টেলিজেন্স কেনার পিছনে প্রচুর টাকা খরচ করছে, কিন্তু মূল্যমানের দিক থেকে অনেক কম দামী বলে প্রমাণিত হচ্ছে সেসব। প্রতিভাবান জালিয়াতরা সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স আর স্যাটেলাইট সম্পর্কে 'তথ্য' বলে যে সমস্ত ইনফর্মেশন নির্বিচারে চালিয়ে দিচ্ছে, তার সবই জাল। হেলমস পরে বুঝতে পারেন সিআইএ'র ফাইলে এই জালিয়াতদের সরবরাহ করা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্বাঞ্চলীয় ইওরোপ সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য আছে, তার অর্ধেকেই নিশ্চয়ই ভুয়া। সংস্থার কিছু অফিসার বা অ্যানালিস্ট ইচ্ছে করেই অনেক ফিকশনকে ফ্যাক্টস-এ পরিণত করেছেন। এটা সব সময়কার চলমান সমস্যা।

আধা শতাব্দীরও বেশি কাল পর সেই একইরকম ভুয়া তথ্য আবারও সরবরাহ করেছে সিআইএ, ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র সম্পর্কে।

যেদিন প্রথম নতুন অফিস করেন ভ্যানডেনবার্গ, সেদিন থেকেই নানান ভীতিকর খবরে ঝাঁকি খেতে থাকেন। তাঁর রোজকার বুলেটিন উত্তাপ ছড়াত ঠিকই, কিন্তু সেগুলোয় আলোর দিশা তেমন থাকত না। সতর্কবাণীগুলো সত্যি কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া ছিল একবারেই অসম্ভব। তবে চেইন অব কমান্ড অনুযায়ী তার সবগুলোই সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত আসত।

ফ্ল্যাশ: এক মাতাল সোভিয়েত অফিসার গর্ব করে বলেছে, রাশিয়া কোনোরকম সতর্ক সংকেত না দিয়েই আক্রমণ করবে।

ফ্ল্যাশ: বলকান অঞ্চলের সোভিয়েত সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডার ইস্তাম্বুলের আসন্ন পতনের উদ্দেশ্যে টোস্ট করেছেন।

ফ্ল্যাশ: স্ট্যালিন তুরস্কে আগ্রাসন চালাতে প্রস্তুত। তারপর ব্ল্যাক সি বেষ্টন করে মেডিটারেনিয়ান এবং গোটা মিডল ইস্ট দখল করা হবে।

এসব নিত্য নতুন খবরের ভিত্তিতে পেন্টাগন সিদ্ধান্ত নেয়, সোভিয়েত আগ্রাসন যদি ঘটেই, তাহলে রুমানিয়ায় রেড আর্মির সাপ্লাই লাইনের এগিয়ে যাওয়ার পথ

আটকে দেয়া হবে। জয়েন্ট চিফদের অধীনের সিনিয়র স্টাফ মেম্বাররা যুদ্ধের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে উঠেপড়ে লাগেন। তারা ভ্যানডেনবার্গকে বলেন কোল্ড ওয়ারের প্রথম কভার্ট অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হতে। নির্দেশ পালন করার উদ্যোগ নেন তিনি, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের মিশন পরিবর্তন করেন।

১৯৪৬ সালের ১৭ জুলাই ট্রুম্যানের কাউন্সেল, ক্লার্ক ক্লিফোর্ডের সাথে দেখা করতে নিজের দুই এইডকে হোয়াইট হাউজে পাঠান তিনি। এইডরা ক্লার্ককে বলেন, 'সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের মূল ধারণায় একটু পরিবর্তন আনতে হবে। "অপারেটিং এজেন্সি" করতে হবে সেটাকে।' এরপর কোনো আইনগত অনুমোদন ছাড়াই 'অপারেটিং এজেন্সি' জন্ম নেয়। সেই দিনই সেক্রেটারি অব ওয়ার, রবার্ট প্যাটারসন ও সেক্রেটারি অব স্টেট, জেমস বার্নসের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আরও ১০ মিলিয়ন ডলারের গোপন তহবিল চান ভ্যানডেনবার্গ। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের কাজের খরচ হিসেবে টাকাটা প্রয়োজন। তাই করলেন তাঁরা।

ভ্যানডেনবার্গের অফিস অব স্পেশাল অপারেশনস রুমানিয়ায় একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রেজিস্ট্যান্স ফোর্স গঠনের কাজ শুরু করে দিল। ফ্র্যাঙ্ক উইজনার বুখারেস্টে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একদল বেপরোয়া এজেন্ট নিয়ে তৈরি একটা নেটওয়ার্ক রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত চর ঢুকে পড়েছে সেটায়। স্পেশাল অপারেশনস'র প্রথম বুখারেস্ট স্টেশন চিফ ছিলেন চার্লস ডাব্লিউ হোলস্টার। কাজ শুরু করতে গিয়ে তিনি নিজের চারদিকে ফ্যাসিস্ট, কমিউনিস্ট, রাজতান্ত্রিক, শিল্পপতি, নৈরাজ্যবাদী, মধ্যপন্থী, বুদ্ধিজীবী ও আদর্শবাদী, মোট কথা সবার মধ্যে 'ষড়যন্ত্র, কুমন্ত্রণা, নোংরামি, অসততা, প্রতারণা, হত্যা আর গুপ্তহত্যা' ইত্যাদি দেখতে পান। এরকম এক অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ যে কোনো তরুণ আমেরিকান অফিসারের কাছে ছিল একেবারেই অচিন্তনীয়।

বুখারেস্টে আমেরিকার ছোটো একটা মিলিটারি মিশন ছিল। ভ্যানডেনবার্গ সেই মিশনের দুই অফিসার, মেজর টমাস আর. হল ও লেফটেন্যান্ট ইরা সি. হ্যামিলটনকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন রুমানিয়ার ন্যাশনাল পিজ্যান্ট (ক্ষেতমজুর) পার্টিকে রেজিস্ট্যান্স ফোর্স বা প্রতিরোধ যোদ্ধা বাহিনীতে পরিণত করার উদ্যোগ নেন। মেজর টমাস হল আগে ছিলেন বলকান অঞ্চলের ওএসএস অফিসার। রুমানিয়ান ভাষা একটু একটু বলতে পারেন। কিন্তু লেফটেন্যান্ট হ্যামিলটন মোটেই পারেন না।

তার গাইড ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট। দু' বছর আগে ফ্র্যাঙ্ক উইজনার তাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তার নাম থিওডর ম্যানাকাটাইড। এক সময় রোমানিয়ান আর্মির সার্জেন্ট ছিল সে, ইন্টেলিজেন্স স্টাফ। ঘটনার সময় আমেরিকান মিলিটারি মিশনের হয়ে কাজ করত। দিনে অনুবাদক, রাতে স্পাই। মেজর টমাস আর লেফটেন্যান্ট হ্যামিলটনকে ন্যাশনাল পিজ্যান্ট পার্টির নেতাদের সাথে পরিচয় করিয়ে

দিল ম্যানাকাটাইড। তাদেরকে আমেরিকান সরকারের অস্ত্র, টাকা ও ইন্টেলিজেন্স সরবরাহের প্রস্তাব দেয়া হলো।

৫ অক্টোবর শত্রুমুক্ত ভিয়েনার নতুন গঠন করা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স টিম অ্যাকশনে নামে। রুমানিয়ার সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর হবু লিবারেশন আর্মির আরও পাঁচজন সদস্যকে গোপনে অস্ট্রিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদেরকে মাদকের সাহায্যে বেহুঁশ করে ডাক বিভাগের স্যাকে ভরা হয়, তারপর আকাশপথে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়া হয়।

ব্যাপার টের পেয়ে পাল্টা অ্যাকশনে নামে সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স আর রুমানিয়ান সিক্রেট পুলিশ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিপক্ষের স্পাইদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়। মেজর হল, লেফটেন্যান্ট হ্যামিলটন ও তাদের চিফ এজেন্ট, থিওডর ম্যানকাডাইট বিপদ টের পেয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। কমিউনিস্ট সিকিউরিটি ফোর্স বজ্র কঠিন হাতে রুমানিয়ান রেজিস্ট্যান্সের মূলধারাকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে। পিজ্যান্ট পার্টির অন্য নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে জেলে ভরে দেয়া হয়।

প্রকাশ্য আদালতে মেজর হল, লেফটেন্যান্ট হ্যামিলটন আর থিওডর ম্যানকাডাইটের ইন অ্যাবসেনশিয়া বা অনুপস্থিতিতে বিচার হয়। সাক্ষীরা শপথ নিয়ে বলেন, এই তিন অভিযুক্ত নিজেদেরকে নতুন গঠিত আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের এজেন্ট বলে পরিচয় দিয়েছিল।

২০ নভেম্বর, ১৯৪৬ সালের *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর দশম পৃষ্ঠার একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পড়েন ফ্র্যাঙ্ক উইজনার। সেটা এরকম: 'ইউনাইটেড স্টেটস মিশনের জন্য নিয়োজিত'—তাঁরই নিয়োগ করা পুরনো এজেন্ট, 'ম্যানকাডাইটকে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে মেজর টমাস আর. হল ও লেফটেন্যান্ট ইরা সি. হ্যামিলটনের মিলিটারি মিশনে সহযোগিতা করার অভিযোগে।'

উইজনারের সাথে যুদ্ধের সময় যে সমস্ত রুমানিয়ান কাজ করত, শীতের শেষ নাগাদ তাদের সবাইকে হয় জেলে নয় পরপারে পাঠিয়ে দেয় সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স ও রুমানিয়ান সিক্রেট পুলিশ। উইজনারের পার্সোন্যাল সেক্রেটারি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। সোভিয়েত সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে চরম নিষ্ঠুর একনায়কতন্ত্র চেপে বসে রুমানিয়ার বুকে। আমেরিকান কভার্ট অপারেশনের শোচনীয় ব্যর্থতার কারণেই ক্ষমতার এই দ্রুত পালাবদল ঘটে।

ল ফার্ম ছেড়ে ওয়াশিংটনে ফিরে যান উইজনার। স্টেট ডিপার্টমেন্টে নিজের জন্য একটা পদ সৃষ্টি করেন। বার্লিনের আমেরিকান অংশ, ভিয়েনা, টোকিও, সিউল ও ট্রিয়েস্টির ওপর নজরদারির ব্যবস্থা করেন। তিনি বুঝে গেছেন, টিকে থাকতে হলে নতুন পন্থায় লড়াই করতে হবে আমেরিকাকে। তার আসল শত্রুর মত একই দক্ষতা এবং একই রকম গোপনীয়তার সাথে।

'আগুন দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে'

ওয়াশিংটন ছোট শহর। এখানকার অধিবাসীদের ধারণা তারা মহাজগতের কেন্দ্রে বাস করে। শহরের ঠিক মাঝখানে আছে জর্জটাউন। এক স্কয়ার মাইলের নুড়ি বাঁধানো এনক্লেভ, ঘন সবুজ ম্যাগনোলিয়ায় সাজানো। জর্জটাউনের কেন্দ্রে, ৩৩২৭ পি স্ট্রিটে ১৮২০ সালে নির্মিত চমৎকার একটা চারতলা বিল্ডিং। সেটাকে ঘিরে আছে দেখার মত একটা ইংলিশ ফুলের বাগান।

বিল্ডিংয়ের ভেতরে আছে উঁচু জানালার ফর্ম্যাল ডাইনিংরুম। ফ্র্যাঙ্ক উইজনার ও পলি উইজনারের বাড়ি এটা। ১৯৪৭ সালের প্রতি রবিবারের সন্ধ্যায় সেটা পরিণত হত হবু আমেরিকান ন্যাশনাল সিকিউরিটি এস্টাবলিশমেন্টে। ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি আকার নিত উইজনারের ডাইনিং টেবিলে।

একটা ঐতিহ্য চালু করা হয় সেখানে—সানডে নাইট পট লাক (Pot luck) সাপার। মিটিংয়ে অংশ নেয়া প্রত্যেকে কিছু না কিছু নিয়ে আসবে এবং রাতে সবাই মিলে তাই খাবে, এই হলো পট লাক সাপার। সেটার মেইন ডিশ ছিল লিকার। উইজনার দম্পতির বড় ছেলে রবিবার রাতের সাপারকে দেখত 'অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' হিসেবে। ফ্র্যাঙ্কের নামের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছিল তার নাম।

রবিবারের পার্টিতে অংশগ্রহণকারীরা কেবল সামাজিক বিষয় নিয়েই আলোচনা করত না, ক্রমে সরকারের চিন্তাধারার রক্তবাহী ধমনী হয়ে ওঠে তারা। 'তাদের অনেকে অতীতে যুদ্ধ করেছে, এখন দেশের কাজ করে। তারা একে অন্যের সাথে মতামত বিনিময় করে, ভবিষ্যৎ কাজের পদ্ধতি ঠিক করে, সিদ্ধান্তে পৌঁছায়।'

ব্রিটিশ ঐতিহ্য অনুসারে সাপার শেষে মেয়েরা টেবিল থেকে উঠে যায়, পুরুষরা বসে থাকে। গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা করে তারা। পান করে। মাঝে মাঝে উইজনারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডেভিড ব্রুস মিটিংয়ে যোগ দেন। ওএসএস সদস্য ছিলেন তিনি, পরে প্যারিসে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হন। আরও যোগ দেন সেক্রেটারি অব স্টেটের কাউন্সেল এবং মস্কোর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রদূত চিপ বোলেন। এছাড়া আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট, রবার্ট লভেট ও ভবিষ্যৎ সেক্রেটারি অব স্টেট, ডিন এচেশন এবং নতুন সবার নজরে পড়া ক্রেমলিনোলজিস্ট। জর্জ কেনানও কোনো কোনোদিন

হাজির হতেন সেই সানডে পট লাক সাপারে।

এঁরা বিশ্বাস করতেন তাদের ক্ষমতা আছে মানবজীবনের গতিধারা পাল্টে দেয়ার। তাঁদের রবিবারের বিতর্কের প্রধান বিষয় হত ইওরোপকে কিভাবে সোভিয়েত ইউনয়নের গ্রাসে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। স্ট্যালিন বলকান অঞ্চলে তাঁর নিয়ন্ত্রণ সংহত করছেন। গ্রিসের পার্বত্য অঞ্চলে ডানপন্থী রাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে বামপন্থী গেরিলা যোদ্ধারা লড়াই করে চলেছে। খাদ্যের জন্য ইটালি আর ফ্রান্সে দাঙ্গা চলছে। কমিউনিস্ট রাজনীতিকরা ধর্মঘট ডেকেছে। ব্রিটিশ সৈন্যরা বিশ্বের যেখানে যেখানে তাদের ঘাঁটি ছিল, সব ছেড়ে চলে আসছে। এতে অনেক সুবিধা হচ্ছে কমউনিস্টদের। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যায় না বলে সবাই এতদিন যা জানত, তা মিথ্যে হয়ে গেছে। তাদের সূর্য অস্ত যেতে শুরু করেছে। ঠেকানোর উপায় নেই। কাজেই এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ফাঁকা মাঠে গোল দেয়া প্রতিহত করার লড়াইয়ে আমেরিকাকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।

এ সম্পর্কে জর্জ কেনানের পরামর্শ মন দিয়ে শুনল সবাই। মস্কো থেকে পাঠানো তাঁর 'লম্বা টেলিগ্রামে' উল্লেখ করা মস্কোর হুমকিসহ প্রতিটা ধারণা নিয়ে আলোচনা হলো সাপারের পর। নেভি সেক্রেটারি জেমস ফোরেস্টালও গুরুত্ব দিলেন বিষয়টাকে। তিনি ফার্স্ট সেক্রেটারি অব ডিফেন্স হওয়ার কিছুদিন আগের কথা এটা। অতীতে ওয়াল স্ট্রিটের ওয়ান্ডার বয় বা বিস্ময় বালক ছিলেন তিনি। কমিউনিস্টদের দু' চোখে দেখতে পারেন না। কেনানের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক নিয়েজিত হন তিনি, ন্যাশনাল ওয়ার কলেজে কাজ শুরু করেন।

হাজার হাজার মিলিটারি অফিসারের জীবনবৃত্তান্ত পড়তে লাগলেন জেমস ফোরেস্টাল। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর ভ্যানডেনবার্গ আর জর্জ কেনান মাথা ঘামাতে থাকেন মস্কোর আণবিক অস্ত্রের খবরাখবর কিভাবে জানা যায়, তাই নিয়ে। নতুন সেক্রেটারি অব স্টেট ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইউ.এস. আর্মি চিফ, জর্জ সি. মার্শাল ঠিক করেন এবার জাতিকে তার ফরেন পলিসিকে নতুন আকার দিতে হবে। কাজেই অভিজ্ঞ ক্রেমলিনোলজিস্ট, জর্জ কেনানকে তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের নতুন পলিসি প্ল্যানিং স্টাফ-এর প্রধান নিয়োগ করলেন।

কেনান নতুন যুদ্ধ, কোল্ড ওয়ারের পরিকল্পনা করতে বসলেন। তাঁর আইডিয়া অনুযায়ী মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তিনটা শক্তির উত্থান ঘটল যা পৃথিবীকে নতুন আকার দিল। তার প্রথমটা ট্রুম্যান ডকট্রিন নামে পরিচিত। মস্কোকে অন্য দেশের মাটিতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার রাজনৈতিক সতর্কবাণী ছিল সেটা। দ্বিতীয়টা মার্শাল প্ল্যান; কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আমেরিকান প্রভাবের বলয় সৃষ্টি এবং তিন নম্বর; ক্ল্যান্ডেস্টাইন (গুপ্ত) সার্ভিস, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা সিআইএ'র উন্মেষ।

'বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস'

ওয়াশিংটনে দায়িত্ব পালনকারী ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেক্রেটারি অব স্টেট, ডিন এচেশনকে জানান গ্রিস ও তুরস্ককে ইংল্যান্ড যে মিলিটারি ও অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়, আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে তা বন্ধ করে দিতে হবে। অথচ আগামী চার বছর কমিউনিজমের হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের এক বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হবে। মস্কো থেকে ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত পাঠান : একমাত্র ব্রিটিশ সেনাবাহিনীই গ্রিসকে এতদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের মুঠোয় পড়ার হাত থেকে আগলে রেখেছে।

আমেরিকার ওপর 'লাল ভীতি' দিন দিন চেপে বসছে। 'গ্রেট ডিপ্রেশন' বা মহামন্দার পর প্রথমবারের মত কংগ্রেসের উভয় কক্ষ তখন রিপাবলিকানদের কব্জায়। উইসকনসিনের সিনেটর জোসেফ ম্যাককার্থি আর ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেসম্যান রিচার্ড নিক্সন, দু'জনেরই ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়ছে। অন্যদিকে ট্রুম্যানের জনপ্রিয়তা পড়ছে। তাঁর গ্রহণযোগ্যতার হার যুদ্ধের পরের জনমত অনুযায়ী ৫০ পয়েন্ট কমে গেছে। স্ট্যালিন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রশ্নে তাঁর মনোভাব বদলেছে। এখন ট্রুম্যান বিশ্বাস করেন, উভয়ই পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর অপশক্তি।

ট্রুম্যান ও এচেশন সিনেটর আর্থার ভ্যানডেনবার্গকে ডেকে পাঠান। ফরেন রিলেশনস কমিটির রিপাবলিকান চেয়ারম্যান তিনি (সেদিনের খবরে কাগজগুলোয় বলা হয়েছিল সিনেটর আর্থার ভ্যানডেনবার্গের ভাগ্নে, জেনারেল হয়েট ভ্যানডেনবার্গকে খুব শীঘ্রি সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র আট মাস পর)। এচেশন ব্যাখ্যা করেন, কমিউনিস্ট শক্তি যদি গ্রিস উপকূলে আগে সেনা অবতরণ করাতে পারে, তাহলে সমগ্র পশ্চিম ইওরোপের জন্য হুমকি সৃষ্টি হবে। কাজেই আমেরিকাকে মুক্ত বিশ্বকে রক্ষা করার একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে, এবং কংগ্রেসকে তার খরচ বহন করতে হবে।

সিনেটর ভ্যানডেনবার্গ গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, টাকা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে আপনি কংগ্রেসে এমন এক ভাষণ দেবেন, যাতে ভয়ে দেশবাসীর কলজের পানি শুকিয়ে যায়।'

১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে সেই ভাষণ দেন হ্যারি ট্রুম্যান। 'আমেরিকা বাইরের পৃথিবীতে কমিউনিজম নামের অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই না করলে পৃথিবীকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে,' বলেন তিনি।

'আমাদেরকে কয়েকশ মিলিয়ন ডলার পাঠাতে হবে গ্রিসকে কমিউনিস্টদের কবল থেকে রক্ষা করতে, এ মুহূর্তে কয়েক হাজার সশস্ত্র সন্ত্রাসী সেখানে তাণ্ডব চালাচ্ছে।' প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমেরিকা সাহায্য না করলে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মিডল ইস্ট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে ইওরোপের অনেক দেশে গভীর হতাশা দেখা দেবে এবং মুক্ত বিশ্ব গভীর অন্ধকারে ডুবে যাবে।

'আমি মনে করি, মুক্ত বিশ্বের যারা ক্ষুদ্র সশস্ত্র গোষ্ঠী বা বাইরের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, আমাদের উচিত তাদেরকে সমর্থন দিয়ে যাওয়া। এটাই আমেরিকার বিদেশ নীতির অংশ হওয়া উচিত। আমেরিকার শত্রু কোনো দেশকে আক্রমণ করলে সেটাকে আমরা ধরে নেবো আমাদের ওপর আক্রমণ হিসেবে।' ভাষণ শেষ হতে কংগ্রেস সদস্যরা দাঁড়িয়ে বিপুল হাততালির মধ্যে দিয়ে সমর্থন জানায় ট্রুম্যান ডকট্রিনকে।

মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পাঠানো হতে লাগল গ্রিসে। সেই সাথে যুদ্ধ জাহাজ, সৈন্য, গোলাবারুদ, নাপাম বোমা আর স্পাই। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গ্রিস হয়ে উঠল বিশ্বের সবচেয়ে বড় আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স পোস্ট। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বহির্বিশ্বে লড়াই করার যে নির্দেশ ট্রুম্যান দেন, আমেরিকানদের জন্য সেটাই ছিল হোয়াইট হাউজের তরফ থেকে প্রথম সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এরপর একজন যোগ্য কমান্ডারের প্রয়োজন ছিল তাদের। জেনারেল ভ্যানডেনবার্গ দিন গুনছিলেন কবে তিনি নতুন বিমান বাহিনীর দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু তার বদলে অল্প ক'জন কংগ্রেস সদস্যের উপস্থিতিতে গোপন শপথ নিয়ে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টরের দায়িত্ব নিতে হলো তাঁকে। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, জাতি আগে কখনও এত বড় হুমকির মুখে পড়েনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভ্যানডেনবার্গ মন্তব্য করেছিলেন, 'আমাদেরকে তখন ব্রিটিশদের উন্নত ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমের ওপর অন্ধের মত নির্ভর করতে হয়েছে। কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটস আর কখনও নতজানু হয়ে কোনো বিদেশী ইন্টেলিজেন্সের কাছে দেখার "চোখ" ভিক্ষে করতে যাবে না।' অথচ তারপরও সিআইএকে সব সময় বিভিন্ন বিদেশী ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য নিয়েই চলতে হয়েছে। যে সমস্ত দেশ তার অচেনা, যে সমস্ত ভাষা অজানা, সেগুলোকে চিনতে-জানতে তাকে অপরের অন্তর্দৃষ্টি ধার করতে হয়েছে। ভ্যানডেনবার্গ বলেছিলেন, আমেরিকান স্পাইদের একটা পেশাদার ক্যাডার গড়ে তুলতে অন্তত পাঁচ বছর লাগবে।

এই সতর্কবাণী আধা শতাব্দী পর, ১৯৯৭ সালে আরও একবার উচ্চারণ করেছেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডিরেক্টর, জর্জ টেনেট। ২০০৪ সালে পদত্যাগ করার সময় আবারও একই কথা বলে গেছেন তিনি। কেননা সিআইএ'র মত বিশাল এক স্পাই সার্ভিস তখনও পর্যন্ত দিগন্তের পাঁচ বছরের দূরত্বেই রয়ে গিয়েছিল।

ভ্যানডেনবার্গের উত্তরসূরি, পনেরো মাসের মধ্যে চালকের আসনে বসা তৃতীয় ব্যক্তিটি ছিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল রসকো হিলেনকোটার। ১৯৪৭ সালের মে দিবসে শপথ নেন তিনি। সবাই তাঁকে ডাকত হিলি নামে। এই পদের জন্য মানানসই ছিলেন না তিনি। উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেননি। তিনিও পূর্বসূরিদের মতো সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর হতে চাননি। '৪৭ সালের ২৭ জুন কংগ্রেশনাল কমিটির গোপন শুনানির পর সিআইএর আনুষ্ঠানিক জন্ম হয় এবং হিলেনকোটারকে নয়, অ্যালেন ডালেসকে নির্বাচিত কয়েকজন কংগ্রেসম্যানের উপস্থিতিতে সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সেমিনার পরিচালনা করার আহ্বান জানানো হয়।

অ্যালেন ডালেসের 'এগিয়ে যাও, ক্রিশ্চিয়ান সোলজার্স' জাতীয় দেশপ্রেমবোধ ও কর্তব্যবোধ ছিল। ১৮৯৩ সালে নিউ ইয়র্কের ওয়াটারটাউনের সেরা পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। বাবা ছিলেন টাউনের প্রেসবিটেরিয়ান যাজক। তাঁর দাদা আর চাচা, দু'জনেই সেক্রেটারি অব স্টেটের দায়িত্ব পালন করেছেন। অ্যালেন ডালেসের কলেজ, প্রিন্সটনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন উড্র উইলসন। পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন তিনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অ্যালেন ডালেস ছিলেন জুনিয়র কূটনীতিক। পরে মহামন্দার সময় ছিলেন সাদা জুতো পরা ওয়াল স্ট্রিট লইয়ার। অতীতে সুইটজারল্যান্ডে ওএসএস'র চিফ ছিলেন ডালেস। তখন সতর্কতার সাথে নিজের আমেরিকান স্পাই মাস্টারের খ্যাতি চাষ করেছিলেন তিনি। সে জন্যই রিপাবলিকান নেতৃত্ব তাঁকে ডিরেক্টর অব সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ইন এক্সাইল নির্বাচিত করে। তাঁর ভাই, পার্টির ফরেন পলিসি স্পোকসম্যান জন ফস্টার ডালেসকে যেমন ছায়া সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে দেখা হতো, অনেকটা সেরকম। তাঁর চাউনি ছিল পিটপিটে। ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতেন। প্রায় দুষ্টু দুষ্টু একটা ভাব ছিল চেহারায়। মিশুক ছিলেন। অত্যন্ত চতুর, চরম ব্যাভিচারী আর নিষ্ঠুর উচ্চাভিলাষীও ছিলেন।

লংওয়র্থ অফিস বিল্ডিঙের ১৫০১ নম্বর রুম সিল করে দিয়েছে সশস্ত্র গার্ডরা। ভেতরে ক্লাস চলছে। যারা অংশ নিচ্ছেন, তারা প্রত্যেকে গোপনীয়তা রক্ষার শপথ নিয়ে যোগ দিয়েছেন। পশমি পোশাক পরা একজন হেডমাস্টার পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তার বেয়াড়া ছাত্রদের সবক শেখাচ্ছেন—অ্যালেন ডালেস এমন এক সিআইএ'র কথা বর্ণনা করেছেন যেটা পরিচালনা করবে ছোটো, কিন্তু একটা এলিট কর্পস। 'বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করার কাঁচামাল আমেরিকানদের আছে,' মন্তব্য করেছিলেন অ্যালেন ডালেস। 'এ জন্য খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন পড়বে না। কয়েকশ ভালো মানুষ হলেই চলবে। আর সাফল্যের জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম, বৈষম্যহীন বিচার এবং সাধারণ জ্ঞান।'

নতুন আমেরিকান ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস প্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজন শেষ। ১৯৪৭ সালের ২৬ জুলাই ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কোল্ড ওয়ারের নতুন স্থপতি হলেন। ওদিকে জেনারেল ভ্যানডেনবার্গের নেতৃত্বে এয়ার ফোর্সকে আলাদা সার্ভিসে পরিণত করা হয়েছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল হোয়াইট হাউজে স্থাপন করা সুইচবোর্ডের মাধ্যমে সরাসরি প্রেসিডেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে কাজ করবে। এ আইনকে কার্যকর করতে সেক্রেটারি অব ডিফেন্সের পদ সৃষ্টি করতে হয়েছে। প্রথম সেক্রেটারি অব ডিফেন্স হয়েছেন জেমস ফোরেস্টাল। নিজের অফিস সম্পর্কে ফোরেস্টাল একবার বলেছিলেন, 'এটা সম্ভবত মৃত বিড়ালদের সর্ববৃহৎ কবরস্থান হতে যাচ্ছে।'

এরপর ছয়টা ছোটো ছোটো প্যারাগ্রাফের মধ্যে দিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের সন্তান সিআইএ'র জন্ম হয়। অনেক খুঁত আর অপুষ্টি নিয়ে। শুরু থেকেই পেন্টাগন আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিরতিহীন আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে সেটাকে। এই দুই এজেন্সির রিপোর্ট সমন্বয় করার কথা ছিল সিআইএ'র। কিন্তু এজেন্সি সে দুটোর অভিভাবক নয়, সৎ সন্তান হিসেবে জন্ম নিয়েছে। এজেন্সির ক্ষমতা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেন-তেনভাবে। আনুষ্ঠানিক চার্টার বা কংগ্রেসের অনুমোদন পাওয়া কোনো ফান্ড জোটেনি প্রায় দু' বছর। ততদিন সিআইএ'র হেড কোয়ার্টার্সের রক্ষণাবেক্ষণসহ যাবতীয় খরচ জুগিয়ে গেছেন কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য।

আমেরিকান গণতন্ত্রের কারণে সেটার কর্মকাণ্ডের গোপনীয়তা রক্ষা করা নিয়ে নানান জটিলতা দেখা দিতে থাকে। এ বিষয়ে এক চিঠিতে হবু সেক্রেটারি অব স্টেট, ডিন এচেশন প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে বলেন, 'অর্গানাইজেশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি গভীরভাবে শঙ্কিত। সিআইএ যে ধরনের সেট-আপ, তাতে আপনি বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল, অথবা আর কেউ এর কাজকর্ম সম্পর্কে খবরদারী করতে পারবেন না বা সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না।'

সিআইএ দেশের বাইরে গোপন মিশন চালাতে পারবে কি না, জাতীয় নিরাপত্তা আইনে সে বিষয়ে কিছু বলা নেই। তাতে সংস্থাকে কাজের নির্দেশ দেয়া আছে এভাবে: কো-রিলেট, ইভ্যালুয়েট অ্যান্ড ডিসেমিনেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড পারফর্ম আদার ফাংশনস অ্যান্ড ডিউটিজ রিলেটেড টু ইন্টেলিজেন্স এফেক্টিং দ্য ন্যাশনাল সিকিউরিটি। অর্থাৎ জাতীয় নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সব গোপন তথ্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, মূল্যায়ন ও প্রচার এবং ইন্টেলিজেন্স সংশ্লিষ্ট অন্য সব কাজ ও কর্তব্য পালন করতে হবে। গোপন কোনো অপারেশনে নামতে হলে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের সরাসরি অথবা আরোপ করা অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। সেই সময় এনএসসি ছিল প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান,

সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, সেক্রেটারি অব স্টেট এবং মিলিটারি চিফদের নিয়ে গঠিত। কিন্তু সেটা আসলে কাজের কিছু ছিল না। কমিটির সদস্যরা বৈঠকে বসতেন খুব কম। আর যদিও বা বসতেন, ট্রুম্যান সে বৈঠকে বলতে গেলে থাকতেনই না।

তিনি এনএসসি-র বৈঠকে প্রথমবার যোগ দেন ১৯৪৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। রসকো হেলেনকোটারও সেদিন যোগ দেন। সে বৈঠকে সিআইএ'র কাউন্সেল, লরেন্স হিউস্টন বেশি বেশি কভার্ট অ্যাকশন পরিচালনার ব্যাপারে সংস্থার ডিরেক্টরকে সতর্ক করে বলেন, 'কংগ্রেসের সরাসরি অনুমোদন ছাড়া এসব করার মতো আইনগত কর্তৃত্ব সিআইএ'র নেই।' হেলেনকোটার বা হিলি চাইছিলেন সংস্থা দেশের বাইরে মিশনের সংখ্যা কমিয়ে ইন্টেলিজেন্স জোগাড়ের ওপর জোর দেবে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে পূরণ হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত গোপনে নেয়া হতে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, জেমস ফোরেস্টালের বাড়িতে—বুধবার সকালের নাস্তার টেবিলে।

২৭ সেপ্টেম্বর জর্জ কেনান 'গেরিলা ওয়ারফেয়ার কর্পস' গঠন করার বিষয়ে একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা ফোরেস্টালকে পাঠান। কেনান ধরেই নিয়েছিলেন আমেরিকানরা এ ধরনের কিছু হয়ত অনুমোদন করবে না। তবু পাঠানো হয় 'আগুন দিয়ে আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশ্নে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে' ভেবে।

ফোরেস্টাল রাজি হয়ে যান 'গেরিলা ওয়ারফেয়ার কর্পস' গঠনে। এরপর তাঁরা দু'জনে মিলে আমেরিকান ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসকে রূপ দিতে শুরু করেন।

'সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক যুদ্ধের শুরু'

'আমেরিকার নতুন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ একেবারে আনাড়ি' বলে সর্বত্র যে আলাপ-আলোচনা চলছিল, তা নিয়ে কথা বলার জন্য হিলেনকোটারকে পেন্টাগনে ডেকে পাঠান জেমস ফোরেস্টাল। এর কারণও ছিল। সিআইএ'র ক্ষমতা এবং যে সমস্ত মিশন পরিচালনা করার দায়িত্ব সেটার কাঁধে চাপানো হয়েছে, তা ছিল রীতিমত বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত।

সিআইএ'র অফিস অব স্পেশাল অপারেশনস-এর নতুন কমান্ডার, কর্নেল ডোনাল্ড 'রঙ-ওয়ে' গ্যালওয়ে ছিলেন কঠোর নীতিবান মানুষ। ওয়েস্ট পয়েন্টে ক্যাডেটদের ঘোড়ায় চড়ার কৌশল শেখানোর সময় ক্যাভালরি অফিসার হিসেবে মেধার শীর্ষে পৌঁছে যান তিনি। তাঁর ডেপুটি স্টিফেন পেনরোজ ওএসএস'র মধ্য প্রাচ্য ডিভিশন পরিচালনা করতেন। হতাশা থেকে আগেই পদত্যাগ করেন তিনি।

তার আগে বস ফোরেস্টালকে লেখা এক চিঠিতে তিনি এই বলে সতর্ক করেন, সিআইএ তার প্রফেশনালদের হারাচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের নতুন লোক আসছে না। ঠিক যখন সরকারের একটা কার্যকর, শতভাগ পেশাদারী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের প্রয়োজন।

১৯৪৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সিআইএ'র জন্য প্রথম টপ সিক্রেট মিশনের নির্দেশ দেয়। সেটা ছিল সোভিয়েত এবং সোভিয়েত-অনুপ্রাণিত কর্মকাণ্ডের পাল্টা কভার্ট সাইকোলজিক্যাল অপারেশন চালানো। বিশেষ করে পরের বছর, ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ইটালির সাধারণ নির্বাচনে লালরা যাতে হেরে যায়, সেই আয়োজন পাকা করার জন্য। সিআইএ হোয়াইট হাউজকে জানায়, ইটালি একটা টোটালিটারিয়ান পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। কমিউনিস্টরা যদি ভোটে জয়ী হয়, তাহলে তারা সবচেয়ে প্রাচীন পশ্চিমি সংস্কৃতির দেশটিকে কব্জা করে ফেলবে। বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিকরা হোলি সি (Holy See)-বা পোপের দরবারের নিরাপত্তার প্রশ্নে গভীর দুশ্চিন্তায় পড়বে।

লালদের বন্দুকের কারণে পোপের চারদিকে একটা ঈশ্বরবিহীন সরকারের অবস্থান আসন্ন? অসম্ভব একটা ধারণা। কেনান ঠিক করেন, কমিউনিস্টরা ভোটে জিতলেও তাদেরকে ক্ষমতায় বসতে দেয়া যাবে না। তারচেয়ে ওদের সাথে যুদ্ধ করাই ভালো হবে। তবে আরও বেশি ভাল হবে কমিউনিস্টদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মডেল অনুসরণ করে কোনো কভার্ট অ্যাকশনে নামা। সিআইএ'র সেই অপারেশনে দাঁত হারাতে হয়েছিল এফ. মার্ক ওয়াটকে।

তাঁর মনে আছে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করার কয়েক সপ্তাহ আগেই সেই অপারেশন শুরু হয়ে যায়। কংগ্রেস অবশ্য এ বিষয়ে কখনই গো-অ্যাহেড জাতীয় নির্দেশ দেয়নি। কারণ এ মিশন আগাগোড়াই ছিল বেআইনী। 'সিআইএ'র হেড কোয়ার্টার্সের ভেতরে আমরা যারা ছিলাম,' কথা প্রসঙ্গে বলেন ওয়াট। 'সবাই সন্ত্রস্ত ছিলাম। ভয়ে মরে যাওয়ার দশা একেকজনের। এর কারণও ছিল। আমাদের চার্টারের নির্দিষ্ট ক্ষমতার অনেক বাইরে চলে যাচ্ছিলাম আমরা।'

কমিউনিস্টদের পরাজিত করার মাঠ তৈরি করতে অনেক, অনেক টাকার প্রয়োজন হবে। সিআইএ'র রোম স্টেশন চিফ, জেমস জে. অ্যাংলিটনের ধারণা অনুযায়ী কম করেও ১০ মিলিয়ন ডলার লাগবে এ কাজে। অ্যাংলিটন রোমে ওএসএস'র হয়ে কাজ করতেন আগে থেকেই। তিনি জানান, তিনি ইটালিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের এতো গভীরে ঢুকে পড়েছেন যে বলতে গেলে এখন তিনিই ওটাকে পরিচালনা করেন। এ কাজে তিনি সেটার সদস্যদের ব্যবহার করতে পারবেন পরস্পরের মধ্যে টাকা বিতরণের জন্য। কিন্তু টাকা আসবে কোত্থেকে? কভার্ট অপারেশন চালানোর জন্য সিআইএ'র কোনো স্বাধীন বাজেট নেই, কোনো কন্টিনজেন্সি ফান্ডও নেই।

জেমস ফোরেস্টাল ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু অ্যালেন ডালেস ওয়াশিংটন আর নিউ ইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিটে তাঁদের যত ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও রাজনীতিক বন্ধু ছিলেন, সবার কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত হলো না সে টাকা। কাজেই ফোরেস্টাল এক পুরনো বন্ধুর কাছে গেলেন। তিনি সেক্রেটারি অব দ্য ট্রেজারি জন ডাব্লিউ সিনডার। প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের অন্তরঙ্গ মিত্রদের একজন।

সিনডারের নিয়ন্ত্রণে অলস পড়ে থাকা পুরনো এক রাষ্ট্রীয় ফান্ড থেকে কিছু টাকা চাইলেন ফোরেস্টাল। এক্সচেঞ্জ স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড সেটার নাম। ত্রিশের দশকে আমেরিকায় যখন মহামন্দা চলছিল, সে সময় বহির্বিশ্বে শর্ট-টাইম কারেন্সি ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে ডলারের মূল্যমান ধরে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষ শক্তির জব্দ করা সম্পদের ভাণ্ডারে রূপান্তরিত করা হয় সেটাকে। ইওরোপের পুনর্গঠনের জন্য সেখান থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলার আলাদা করে রাখা হয়েছিল। ফোরেস্টালের অনুরোধে সেখান থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ধনী আমেরিকান নাগরিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করেন সিনডার। তাদের বেশিরভাগই ইটালিয়ান-আমেরিকান।

সে টাকা তারা ডোনেশন হিসেবে পাঠিয়ে দেয় সিআইএ'র নতুন পলিটিক্যাল ফ্রন্ট খাতে। এ জন্য তাদের ওপর যাতে ইনকাম ট্যাক্স ধরা না হয়, তাই বলা হলো সবাই যেন তাদের ইনকাম ট্যাক্সের ফর্মে 'চ্যারিটেবল ডোনেশনের' পাশে একটা বিশেষ কোড নাম্বার উল্লেখ করেন। এরপর ইটালিয়ান রাজনীতিক ও ভ্যাটিকানের রাজনৈতিক শাখা, ক্যাথলিক অ্যাকশনের যাজকদের মধ্যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিলিয়ে দেয়া হতে লাগল। চারতারা হ্যাসলার হোটেলের সুইটে সুটকেসের পর সুটকেস ভর্তি নগদ ডলার হাত বদল হতে থাকে।

কাজ হলো তাতে। ইটালির ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যথেষ্ট ব্যবধানে জয়ী হয়ে কমিউনিস্টদের ছাড়াই সরকার গঠন করে। এরপর থেকে শুরু হয় এজেন্সি ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দীর্ঘকালের রোমান্স। পরের পঁচিশ বছর সিআইএ অন্য অনেক দেশের মত ইটালির নির্বাচন ও রাজনীতিকদের কিনে নেয়া অব্যাহত রাখে।

কিন্তু নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে কমিউনিস্টদের আরেক ধরনের বিজয় হয়। চেকস্লোভাকিয়া দখল করে নেয় তারা। শুরু হয় লাগাতার গ্রেফতার এবং প্রহসনের বিচারের পর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পালা। এই ভয়াবহ অবস্থা চলে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে। চেক রাজধানী প্রাগে ওই সময় সিআইএ'র স্টেশন চিফ ছিলেন চার্লস কাটেক। সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্সের ভয়ে তটস্থ চেক ইন্টেলিজেন্সের প্রধানসহ ত্রিশজনের মত এজেন্ট ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মিউনিখে চোরাচালান করে পাঠিয়ে দেন তিনি। কাটেকের সহায়তাকারী ছিল তারা। তাদের চিফকে রোডস্টারের রেডিয়েটর ও গ্রিলের মাঝখানে বসিয়ে বাইরে পাচার করেন।

চেকস্লোভাকিয়ার এই পরিস্থিতির মধ্যে বার্লিনের আমেরিকান ফোর্সেস-এর প্রধান, জেনারেল লুসিয়াস ডি. ক্লে'র পক্ষ থেকে পেন্টাগনে একটা ভীতিকর কেবল আসে। তিনি জানান 'তাঁর মন বলছে,' যেকোনো মুহূর্তে সোভিয়েত হামলা আসতে পারে। পেন্টাগন থেকে খবরটা ফাঁস হয়ে যায়। আতঙ্কে প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে ওয়াশিংটন। সিআইএ'র বার্লিন স্টেশন যদিও আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে সেরকম কোনো লক্ষণ এখনও চোখে পড়েনি বলে। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

পরদিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার এজেন্টরা যুদ্ধ বাধাবার পাঁয়তারা কষছে। তিনি কংগ্রেস সামনে একটা পরিকল্পনা পেশ করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা পাশ হয়ে যায়। সেটা মার্শাল প্ল্যান নামে পরিচিত। প্ল্যান অনুযায়ী মুক্ত বিশ্বে বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতি মেরামত করার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমেরিকান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যারিকেড গড়ে তোলার স্বার্থে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়। নীল নকশা অনুযায়ী ইওরোপের ষোলোটা এবং এশিয়ার তিনটা, মোট উনিশটা দেশের রাজধানীকে নতুন করে গড়ে তুলতে সহায়তা করার পরিকল্পনাও ছিল তাতে। এর মূলে ছিলেন জর্জ কেনান ও জেমস ফোরেস্টাল। অ্যালেন ডালেস ছিলেন কনসালট্যান্ট।

তাঁরা একটা চার্টারে গোপন সংযোজনী আনতে সহায়তা করেন যাতে সিআইএ'কে রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরু করার ক্ষমতা দেয়া হয়। ফলে শত শত মিলিয়ন ডলার স্রোতের মত জমা হতে থাকে এজেন্সির অ্যাকাউন্টে। কৌশলটা ছিল বিস্ময়কর রকম সাধারণ। কংগ্রেস মার্শাল প্ল্যান অনুমোদন করার পরের পাঁচ বছরে প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার খরচ করে এজেন্সি। নিয়ম ছিল যে দেশ মার্শাল প্ল্যানের অধীনে টাকা পাবে, তাকে নিজের মুদ্রায় আমেরিকান সহায়তার সমপরিমাণ টাকা আলাদা করে রাখতে হবে। পুরো ফান্ডের ৫ পার সেন্ট; ৬৮৫ মিলিয়ন সিআইএ'র তত্ত্বাবধানে অলাদা করে রাখা হয় তালিকাভুক্ত উনিশটি দেশের মার্শাল প্ল্যানের স্থানীয় অফিসে।

সেটা ছিল সিআই-এর বিশ্বব্যাপী মানি-লন্ডারিংয়ের স্কিম। স্নায়ু যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক বছর পর পর্যন্ত চলে সেটা। যেসব দেশে মার্শাল প্ল্যান সফল হয়, সেসব দেশে আমেরিকান স্পাইয়ের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ প্রসঙ্গে কর্নেল আর. অ্যালেন গ্রিফিন, দূর প্রাচ্য ডিভিশনের মার্শাল প্ল্যান প্রধান বলেছিলেন, 'ওদের সাহায্য করার জন্য আমরা না দেখার ভান করে আরেকদিকে তাকিয়ে থাকব। সবাইকে জানিয়ে দিন, ওরা যেন আমাদের পকেটে হাত ভরে রাখে।'

এইসব সিক্রেট ফান্ড ছিল সিআইএ'র সিক্রেট অপারেশনের প্রাণ। বর্তমানে এজেন্সির এত বিপুল পরিমাণে ক্যাশ আছে যা কল্পনারও অতীত, এবং সে টাকা একশ ভাগই আনট্রেসেবল। ১৯৪৮ সালের ৪ মে স্টেট ডিপার্টমেন্ট আর

হোয়াইট হাউজের সম্ভবত ডজন দুয়েক মানুষের কাছে একটা টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট পাঠানো হয়। সেটাকে কেনান আখ্যা দেন 'সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক যুদ্ধের শুরু' বলে। বিশ্বের সবখানে কভার্ট অপারেশন চালাতে নতুন একটা ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করার কথাও জানান তিনি। সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, মার্শাল প্ল্যান, ট্রুম্যান ডকট্রিন এবং সিআইএ'র কভার্ট অপারেশন, এগুলো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বরং সবই স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে নেয়া একটা গ্র্যান্ড স্ট্রাটেজির পরস্পর সংযুক্ত অংশ।

যে বিপুল পরিমাণের টাকা মার্শাল প্ল্যানের মাধ্যমে হাতে আসে, তা দিয়ে সিআইএ দেশে দেশে ভুয়া ফ্রন্ট খুলে নানান কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। বিভিন্ন পাবলিক কমিটি আর কাউন্সিল গঠন করবে স্থানীয় গণ্যমান্যদের প্রধান করে। কমিউনিস্টরা ইওরোপের প্রায় সব দেশে আগে থেকেই এ ধরনের নানান ফ্রন্ট, অর্গানাইজেশন ইত্যাদি খুলে বসে আছে। যেমন পাবলিশিং হাউস, খবরের কাগজ, ছাত্র গ্রুপ, শ্রমিক ইউনিয়ন ইত্যাদি।

সিআইএ'ও সেই পথ অনুসরণ করবে ঠিক হলো। তাদের কার্যক্রমে বিদেশী এজেন্ট, পূর্ব ইওরোপের ইমিগ্র্যান্ট আর রাশিয়া থেকে আসা শরণার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নিশ্চিত করা হয় তারা সিআইএ'র অধীনে থেকে ইওরোপের কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণ মুক্ত দেশগুলোতে আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক দল গঠন করবে। এবং সেগুলো 'লৌহ যবনিকার' অভ্যন্তরে 'সর্বাত্মক স্বাধীনতা আন্দোলন সফল করার জন্য মশাল হাতবদল' করবে। কোল্ড ওয়ার যদি কখনও হট হয়ে ওঠে, তখন আমেরিকা এই দলটিকে নিজেদের ফ্রন্ট লাইনের যোদ্ধা হিসেবে পাবে।

জর্জ কেনানের এই চমৎকার আইডিয়া চট্ করে সবার মনে ধরে যায়। ১৯৪৮ সালের ১৮ জুন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের এক গোপন নির্দেশের মাধ্যমে সে পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। এনএসসি'র ১০/২ ডিরেক্টিভে কভার্ট অপারেশনের মাধ্যমে পৃথিবীর সবখানে সোভিয়েত স্বার্থের ওপর আঘাত হানার নির্দেশ জারি করা হয়। এই গোপন যুদ্ধের জন্য কেনান যে স্ট্রাইক ফোর্স গঠন করেন, সেটার নাম রাখা হয় অফিস অব পলিসি কো-অর্ডিনেশন। বলাই বাহুল্য ওটা একটা কভার ছিল।

সিআইএ'র হেড কোয়ার্টার্সের মধ্যেই সেটার হেড অফিস ছিল। তবে তার চিফের রিপোর্ট করার কথা থাকল সেক্রেটারি অব ডিফেন্স এবং সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে। কারণ সিআইএ'র ডিরেক্টর ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। ২০০৩ সালে ডিক্লাসিফাইড হওয়া ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের রিপোর্টে আছে : সে সময় স্টেট ডিপার্টমেন্ট চাইছিল 'নন কমিউনিস্ট ফ্রন্টগুলোতে দেদারসে গুজব আর ঘুষ ছড়াতে।'

অন্যদিকে পেন্টাগন ও জেমস ফোরেস্টাল চাইছিলেন 'গেরিলা আন্দোলন... আন্ডারগ্রাউন্ড আর্মি... নাশকতা ও গুপ্ত হত্যা।'

‘একজনকে বস্ হতে হবে’

দুই প্রতিপক্ষের সবচেয়ে বড় যুদ্ধক্ষেত্র ছিল বার্লিন। আমেরিকান ফরেইন পলিসিকে আকার দিতে সেখানে বিরতিহীন কাজ করতেন ফ্র্যাঙ্ক উইজনার। এক সময় তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করেন, রাশিয়ানদের চাপে ফেলতে একটা নতুন জার্মান মুদ্রা চালু করতে। তাঁর ধারণা ছিল মস্কো নিশ্চয়ই তা মেনে নেবে না। তার ফলে যুদ্ধের পরে দখল করা জার্মানির এলাকা ভাগাভাগির যে চুক্তি হয়েছিল রাশিয়া ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর মধ্যে, তা নিশ্চয়ই ভেস্তে যাবে। নতুন কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ রাশিয়ানদের পিছনে ঠেলে দেবে।

২৩ জুন পাশ্চাত্যের দেশগুলো নতুন মুদ্রা বাজারে ছাড়ে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন অবরোধ করে। আমেরিকা সে ব্লকেড বানচাল করতে এয়ারলিফট বা বিমানে করে ব্যাপক পরিবহন শুরু করে। কেনান ক্রাইসিস রুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করতে থাকেন, ওদিকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাঁচ তলার ডবল-লকড্ ওভারসিজ কমিউনিকেশনস সেন্টার বার্লিন থেকে স্রোতের মত আসতে থাকা কেবল আর টেলেক্সের ভারে গোঙাতে থাকে।

সিআইএ'র বার্লিন বেজ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চেষ্টা করে আসছিল রেড আর্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার, কিন্তু পারেনি। আণবিক অস্ত্র, ফাইটার জেট, মিসাইল বা বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার তৈরি প্রভৃতির ক্ষেত্রে মস্কো কতদূর এগিয়েছে জানার চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারেনি। অথচ বার্লিনের পুলিশ বিভাগ আর পলিটিশিয়ানদের মধ্যে তাদের এজেন্ট ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, পূর্ব বার্লিনের সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স হেড কোয়ার্টার্স, কার্লসহর্স্ট-এ পর্যন্ত তাদের এজেন্ট ছিল।

অবশেষে এসব প্রয়োজনীয় তথ্য আমেরিকাকে সরবরাহ করে টম পোলগার নামে এক হাঙ্গেরিয়ান শরণার্থী। কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সিআইএ'র অন্যতম সেরা অফিসার প্রমাণ করে এই লোক। পোলগারের এক বাটলার ছিল, তার ভাই কার্লসহর্স্ট-এর এক সোভিয়েত আর্মি অফিসারের চাকরি করত। পোলগার তার সেই ভাইয়ের কাছে লোভনীয়, অভিজাত সল্টেড পিনাট পাঠাত দেদার। বিনিময়ে সেখান থেকে তথ্যও আসত দেদারসে। পোলগারের আরেক এজেন্ট ছিল বার্লিন পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের সোভিয়েত লিয়াজোঁ সেকশনের এক টেলিটাইপিস্ট। তার এক বোন ছিল, পুলিশের এক লেফটেন্যান্টের রক্ষিতা। রাশিয়ানদের ঘনিষ্ঠ ছিল সেই অফিসার। তারা দু'জন মাঝেমধ্যে পোলগারের ফ্ল্যাটে আসত।

‘বিষয়টা আমার জন্য খ্যাতি আর গৌরব বয়ে আনে,’ অতীত স্মৃতি হাতড়ে বলেন পোলগার। ‘আমি একদম নিশ্চিত ছিলাম যে ব্লকেড ঘোষণা করলেও

সোভিয়েত বাহিনী নড়বে না।' পরে সিআইএ'র রিপোর্টেও সেটাই প্রমাণিত হয়। সোভিয়েত মিলিটারি বা তাদের পূর্ব জার্মান মিত্রের মধ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতির কোনো লক্ষণই ছিল না। বার্লিন বেজ শীতল যুদ্ধের সেই কয় মাসের পরিস্থিতি শীতল রাখার স্বার্থে যা যা প্রয়োজন ছিল, তাই করেছে। উইজনার একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি চাইছিলেন আমেরিকা তার ট্যাংক আর আর্টিলারি নিয়ে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত অংশে ঢুকে পড়ুক।

সে পরামর্শ গ্রহণ করা না হলেও তাঁর লড়াইয়ের স্পৃহাকে সবাই স্বাগত জানায়। কেনান বলেন, কমিটি দিয়ে কভার্ট অপারেশন চালানো যায় না। সে জন্য একজন টপ কমান্ডার প্রয়োজন, যার পিছনে পেন্টাগন আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের পূর্ণ সমর্থন আছে। একজনকে অবশ্যই বস্ হতে হবে। ফোরেস্টাল, মার্শাল এবং কেনান, সবাই একমত ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক উইজনারই সেই বস্। তখন উইজনারের বয়স ঠিক চল্লিশ। অল্প বয়সে আরও বেশি হ্যান্ডসাম ছিলেন তিনি। আরও স্মার্ট ছিলেন।

তবে মাথার চুল ঝরে যাচ্ছিল এবং অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানের কারণে শরীরে মেদ জমছিল তাঁর। যুদ্ধকালীন স্পাই ও ক্রিপটো-ডিপ্লোম্যাট বা ছদ্ম কূটনীতিক হিসেবে তিন বছরেরও কম অভিজ্ঞতা, অথচ একেবারে 'কিছু না' থেকে একটা ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস গড়ার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর কাঁধে। রিচার্ড হেলমসের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, দায়িত্ব পালনের ঐকান্তিকতা আর প্রবল উদ্দীপনায় উইজনার যেন জ্বলছেন।

তাঁর মনের ওপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করে নতুন দায়িত্বটা। বিশ্বের দরবারে আমেরিকার অবস্থান চিরকালের জন্য বদলে দিতে যাচ্ছে তাঁর কভার্ট অ্যাকশন।

'সবচেয়ে গোপনীয় জিনিস'

১৯৪৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে কভার্ট অ্যাকশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁর মিশন ছিল রাশিয়ানদেরকে তাদের পুরনো সীমান্তের ভেতরে পাঠিয়ে দেয়া ও ইওরোপকে কমিউনিস্ট মুক্ত করা। উইজনারের হেড অফিস ছিল লিঙ্কন মেমোরিয়াল আর ওয়াশিংটন মনুমেন্টের মাঝখানে, টেম্পোরারি ওয়ার ডিপার্টমেন্টের লম্বা টিনের ঘরে। পাশেই লম্বা পুল, তার পানি চিক চিক করত সূর্যের আলোয়। সেটার করিডর দিয়ে সারাক্ষণ ইঁদুর চলাফেরা করত বলে লোকে নাম রেখেছিল র‍্যাট প্লেস।

উইজনার কাজ করতেন একটা নিয়ন্ত্রিত উত্তেজনা নিয়ে। সপ্তাহে ছয়দিন, দিনে বারো ঘণ্টা বা তারও বেশি। অধীনস্ত অফিসারদের কাছেও একই রকম দাবি করতেন তিনি। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টরকে তিনি খুব কমই জানাতেন তিনি কী করছেন। উইজনার নিজেই ঠিক করতেন তাঁর গোপন মিশন আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতি অনুযায়ী হচ্ছে কি না।

তাঁর সংস্থার ব্যাপ্তি অল্পদিনের মধ্যেই মূল এজেন্সির চেয়েও বড়ো হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা, সবচেয়ে বেশি টাকা এবং সবচেয়ে বেশি মানুষের সমন্বয়ে পরিচালিত এজেন্সির কভার্ট অপারেশনই হয়ে উঠল তার প্রধান শক্তি। একটানা বিশ বছরেরও বেশি সেভাবেই চলে। সিআইএ'র নির্দিষ্ট মিশন থাকল দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রেসিডেন্টকে গুরুত্বপূর্ণ, গোপন খবরাখবর সরবরাহ করা। কিন্তু উইজনারের এসপিওনাজের পিছনে নষ্ট করার মতো সময় ছিল না। খবরের গাদা থেকে গোপন খবরগুলোকে ছেঁকে আলাদা করার বা সেসব ওজন করার সময় ছিল না। তারচেয়ে অনেক সহজ কাজ ছিল একটা অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করা অথবা সোভিয়েত পলিটবুরোতে পেনিট্রেট করার জন্য কোনো পলিটিশিয়ানকে মোটা দাগের ঘুষ দেয়া। এসব উইজনারের কাছে অনেক জরুরি ছিল।

এক মাসের মধ্যে তিনি পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য যুদ্ধ পরিকল্পনার কাজ সেরে ফেললেন। প্রচারণা চালানোর জন্য তিনি একটা বহুজাতিক মিডিয়া কংগ্লোমারেট প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। ঠিক করলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের মুদ্রা জাল করে এবং বাজার নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্যবহার করে শত্রুর বিরুদ্ধে একটা অর্থনৈতিক লড়াই শুরু করবেন। কাজেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিকদের মিলিয়ন মিলিয়ান ডলার ঘুষ দিয়ে কিনে নেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি।

রিক্রুট করতে চাইলেন বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী নির্বাসিত রাশিয়ান, আলবেনিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, পোলিশ, চেক, হাঙ্গেরিয়ান আর রুমানিয়ানদের, যারা লৌহ যবনিকার ওপাশে পেনিট্রেট করে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে পারবে। উইজনার জানতেন, কম করেও ৭ লাখ আশ্রয়হারা রাশিয়ান জার্মানিতে আছে যাদেরকে এ কাজে লাগানো যেতে পারে। তাদের মধ্যে থেকে অন্তত এক হাজার শরণার্থীকে রাজনৈতিক শক ট্রুপ হিসেবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু কাজে নেমে খুঁজে পেলেন মাত্র সতেরোজনকে।

ফোরেস্টালের নির্দেশে উইজনার বিদেশীদের নিয়ে একটা স্টে-বিহাইন্ড বা 'পিছনে থাকা' এজেন্টদের নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। পশ্চিম ইওরোপে রেড আর্মির বিশাল বাহিনীর অভিযানের গতি ধীর করে দেয়া ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক প্রভৃতি ইওরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন গোপন জায়গায় স্তূপ করে রাখতে চেয়েছিলেন উইজনার, যাতে সোভিয়েত আগ্রাসন ঘটলে ব্রিজ, বিভিন্ন ডিপো ও আরব তেলক্ষেত্র উড়িয়ে দেয়া যায়।

স্ট্রাটেজিক এয়ার কামান্ডের নতুন চিফ এবং আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্রের কন্ট্রোলার ছিলেন জেনারেল কার্টিস লিমে। তিনি জানতেন মস্কোয় বোমা বর্ষণের পরই তাঁদের বোমারু বিমানের জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে এবং পাইলট-ক্রুদের লৌহ যবনিকার ভেতরেই কোথাও বেইল আউট করতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের নির্বিঘ্নে পালিয়ে আসার সুবিধা করে দেয়ার জন্য উইজনারের ডান হাত, ফ্র্যাঙ্কলিন লিন্ডসেকে তিনি নির্দেশ দেন তাদের জন্য র‍্যাটলাইন বা পিছু হটার রাস্তা তৈরি করে রাখতে।

এয়ার ফোর্সের কর্নেলরা তাদের সিআইএ সতীর্থদের খ্যাঁকানি মেরে বলত তাদের সুবিধার জন্য সোভিয়েত ফাইটার-বোমারু চুরি করে নিয়ে আসতে; সম্ভব হলে বস্তায় ভরে সেটার পাইলটকেসহ। বার্লিন থেকে সোভিয়েত উরাল পর্যন্ত যতগুলো এয়ারফিল্ড আছে, প্রত্যেকটার রেডিও ইউনিটে নিজেদের এজেন্ট ইনফিলট্রেট করাতে। আয়োজন পাকা করে রাখতে যাতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সংকেত পেলেই শত্রুর প্রতিটা মিলিটারি রানওয়েতে স্যাবোটাজ করা সম্ভব হয়। এসব অনুরোধ ছিল না, ছিল নির্দেশ।

সবচেয়ে বড়ো কথা, উইজনারের হাজার হাজার স্পাইয়ের প্রয়োজন ছিল। বর্তমানের মত তখনও এ ক্ষেত্রের প্রতিভার অভাব সারাক্ষণ লেগে থাকত। এ জন্য উইজনার একটা রিক্রুটিং ড্রাইভের ব্যবস্থা করেন পেন্টাগন থেকে শুরু করে পার্ক অ্যাভিনিউ, সেখান থেকে ইয়েল, হার্ভার্ড, প্রিন্সটন পর্যন্ত। প্রতিভা খুঁজে দেয়ার পুরস্কার হিসেবে ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে নগদ টাকা দেয়া হত। এছাড়া লইয়ার, ব্যাংকার, কলেজের ছাত্র, নিজের স্কুলের বন্ধুদেরসহ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞদেরও কাজে লাগান তিনি।

'তারা রাস্তা থেকে লোকজন ধরে আনতে পারবে। রক্ত গরম আছে, এমন যে কাউকে। যে "ইয়েস" বা "নো" বলতে পারে। হাত-পা নাড়াতে পারে,' বলেছেন এজেন্সির স্যাম হলপার্ন।

উইজনারের ইচ্ছে ছিল ছয় মাসে দেশের বাইরে অন্তত ছত্রিশটা স্টেশন খুলবেন। অবশেষে তিন বছরে সাতচল্লিশটা খুলতে পেরেছিলেন। যে সব শহরে 'দোকান' খোলা হয়, তার প্রায় সবগুলোতেই দু'জন করে স্টেশন চিফ ছিল। তার মধ্যে একজন উইজনারের কভার্ট অপারেশনের কাজ করত, অন্যজন করত সিআইএ'র অফিস অব স্পেশাল অপারেশনসের হয়ে এপিওনাজ। কাজ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তারা একে অন্যকে ডাবল-ক্রস করত, অন্যের এজেন্টদেরকে নিজের কাজে ব্যবহার করত। নিজেকে বেশি স্মার্ট প্রমাণ করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। উইজনার নিজেও অফিস অব স্পেশাল অপারেশনসের শত শত অফিসার ভাগিয়ে নিয়ে গেছেন বেশি বেতন আর বেশি সুনামের আশা দিয়ে।

তিনি ইওরোপ ও এশিয়ায় আমেরিকার দখল করা অঞ্চলের বিভিন্ন ঘাঁটি এবং পেন্টাগন থেকে প্লেন, অস্ত্র-গোলাবারুদ, প্যারাসুট, অতিরিক্ত ইউনিফর্ম ইত্যাদি জোর করে নিয়ে গেছেন। এভাবে খুব অল্পদিনের মধ্যে উইজনার প্রায় সিকি বিলিয়ন ডলারের সামরিক রসদের নিয়ন্ত্রক হয়ে যান।

'তিনি চাইলে সরকারের যেকোনো এজেন্সিকে নিজের চাহিদামত পার্সোনেল সরবরাহ বা অন্য যেকোনো সহায়তা করার দাবি জানাতে পারতেন,' বলেন জেমস ম্যাককারগার। অফিস অব পলিসি কো-অর্ডিনেশন প্রতিষ্ঠার সময় প্রথম নিয়োগ দেয়া অফিসারদের একজন তিনি। 'সিআইএ'র কথা সাধারণ মানুষের অজানা ছিল না। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড চলত গোপনে। আর অফিস অব পলিসি কো-অর্ডিনেশনের কর্মকাণ্ড শুধু গোপনই ছিল না, বরং সংস্থার অস্তিত্বের কথাও গোপন ছিল। আমেরিকান সরকার যেমন অত্যন্ত গোপনে তার পারমাণবিক কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়েছে, অফিস অব পলিসি কো-অর্ডিনেশনের বিষয়টাও সেইরকম গোপন ছিল। সে বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ যতটা শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হয়েছিল, তারচেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। কভার্ট অ্যাকশন 'দোকানও' তেমনি গোপন ছিল এবং তা ধারণার চেয়েও দ্রুত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে থাকে।

বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে স্টেট ডিপার্টমেন্টের হয়ে কাজ করতেন জেমস ম্যাককারগার। তিনি বুঝতে পারেন, কাজ উদ্ধার করতে হলে ক্ল্যান্ডেস্টাইন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর তিনি একাই সে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের গোপনে ভিয়েনার সিআইএ স্টেশন চিফ, আল-উলমারের জিম্মায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভিয়েনাও তখন শত্রু কবলিত ছিল। পরে

আল-উলমার ও জেমস ম্যাককারগারের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মে ওয়াশিংটনে আবার দেখা হয় দু'জনের। সেখানে উলমার তার নতুন বস উইজনারের সাথে ম্যাককারগারকে পরিচয় করিয়ে দেন।

উইজনার তাদেরকে ওয়াশিংটনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় হোটেল হে-অ্যাডামসে নিয়ে যান নাস্তা খেতে। হোয়াইট হাউজ ও লাফায়েতি পার্কের ঠিক উল্টোদিকে সেটা। নাস্তা খেতে খেতেই ম্যাককারগারকে নিজের গোপন মিশনের নেতৃস্থানীয় একজন হিসেবে নিয়োগ করেন উইজনার। অফিস অব পলিসি কো-অর্ডিনেশনের অধীন সাত দেশ, গ্রিস, তুরস্ক, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বালগেরিয়া এবং ইয়োগোশ্লাভিয়ার ইন-চার্জ করেন।

১৯৪৮ সালের অক্টোবরে কাজ শুরু করেন ম্যাককারগার। তখন উইজনার, আরও কয়েকজন অফিসার, সেক্রেটারি এবং তিনিসহ সব মিলিয়ে মাত্র দশজন ছিলেন সেই প্রকল্পে। এক বছরের মধ্যে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় ৪৫০ জনে। আর কয়েক বছরে হয়ে যায় হাজার হাজার।

'আমাদেরকে রাজার মত দেখা হতো'

আল-উলমারকে এথেন্সের স্টেশন চিফ করে পাঠিয়ে দেন উইজনার। সেখান থেকে একযোগে ভূমধ্যসাগর, আড্রিয়াটিক এবং কৃষ্ণ সাগর বা ব্ল্যাক সি অঞ্চলের দশটা দেশে অফিস অব পলিসি কো-অর্ডিনেশনের নেতৃত্ব দিতে। এথেন্সে এসে পাহাড়ের মাথায় দেয়ালঘেরা একটা ম্যানসন ভাড়া নেন নতুন স্টেশন চিফ। পুরো শহর দেখা যায় পাহাড় থেকে। ষাট ফুট লম্বা ছিল সেটার ডাইনিং রুম। আশপাশের সবাই ছিল কূটনীতিক। অনেক বছর পর এ প্রসঙ্গে উলমার বলেছিলেন, 'আমরা ছিলাম চার্জে। আমরাই সবকিছু চালাতাম। সবাই আমাদেরকে রাজার মতো দেখতো।'

সিআইএ'র ক্ল্যান্ডেস্টাইন মিশন শুরু হলো গ্রিসে। গোপনে রাজনৈতিক ও বিপুল আর্থিক সহায়তা দেয়া হতে লাগল দেশটির অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী মিলিটারি ও ইন্টেলিজেন্স অফিসারদেরকে। ভবিষ্যতে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারবে, বেছে বেছে এমন সব প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের দলে টেনে নেয়া হতে লাগল। এছাড়া আরও যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হলো, সেসব থেকে ভবিষ্যতে লাভ আসার সম্ভাবনাও থাকল। প্রথমে এথেন্স ও রোমের, এবং তারপর ইওরোপের প্রায় সব জায়গার রাজনীতিক, জেনারেল, স্পাই চিফ, সংবাদপত্র প্রকাশক, ইউনিয়ন নেতা, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো নগদ টাকা ও পরামর্শের জন্য তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে লাগল।

'বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, বিভিন্ন দল এবং ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো দ্রুত বুঝে ফেলল তাদের আশপাশে বাইরের এমন একটা শক্তির অস্তিত্ব আছে যার ওপর

নির্ভর করা যায়,' উইজনারের ক্ষমতা বসার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সিআইএ'র এক গোপন ক্রনিকলে ছাপা হয় এ কথা।

উইজনারের স্টেশন চিফদের নগদ টাকার প্রয়োজন পড়ল। ওই বছরের নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ উইজনার প্যারিসে যান এ বিষয়ে মার্শাল প্ল্যানের পরিচালক আভেরেল হারিম্যানের সাথে আলোচনা করতে। হোটেল টালির‍্যান্ডের সোনালি রং করা সুইটে মিলিত হন দু'জনে। এক সময় নেপোলিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ি ছিল সেটা। পাশে রাখা বেনইয়ামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের পাথরের আবক্ষ মূর্তির স্থির চাউনির সামনে বসে উইজনারের সমস্যার কথা শুনলেন হারিম্যান। বললেন, প্ল্যান সফল করার জন্য ডলারের ব্যাগের যে স্তূপ আছে, সেখান থেকে আপনার যত ব্যাগ ডলার প্রয়োজন নিয়ে যান।

ওয়াশিংটনে প্ল্যানের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সাথে দেখা করেন উইজনার। তার নাম রিচার্ড বিসেল। টাকার প্রশ্নে হ্যারিম্যানের রাজি হওয়ার কথা তাকে জানান উইজনার। বিসেল জানতে চান টাকাটা কিভাবে খরচ করা হবে? উইজনার বলেন, 'সেটা আপনাকে বলা যাবে না।' রিচার্ড বিসেল ঠিকই জেনে নিয়েছিলেন কিভাবে খরচ হয়েছে এবং এক দশক পর তিনি নিজেই উইজনারের দায়িত্ব পান।

ফ্রান্স আর ইটালির ট্রেড ফেডারেশন ছিল সবচেয়ে বড়ো এবং ভীষণরকম কমিউনিস্ট প্রভাবিত। উইজনার মার্শাল প্ল্যানের টাকায় সে দুটোকে কমিউনিস্ট প্রভাবমুক্ত করার প্রস্তাব দেন। জর্জ কেনান এক কথায় তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। ১৯৪৮ সালের শেষদিকে উইজনার দুই প্রতিভাবান শ্রমিক নেতাকে বাছাই করেন মার্শাল প্ল্যানের পক্ষ থেকে কাজটা করার জন্য। একজনের নাম জে লাভস্টোন, আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক চেয়ারম্যান। অন্যজন আরভিং ব্রাউন, লাভস্টোনের অনুগত অনুসারী। নিবেদিতপ্রাণ কমিউনিস্টবিরোধী দু'জনেই। '৩০-এর তিক্ত আদর্শিক যুদ্ধে কমিউনিজমের প্রতি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল তারা।

লাভস্টোন আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের একটা অঙ্গ, ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে চাকরি করে। ব্রাউন ইওরোপে তার চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করে। উইজনারের দেয়া টাকা থেকে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটস এবং ক্যাথলিক চার্চ সমর্থিত শ্রমিক গ্রুপগুলোকে প্রচুর টাকা দেয় তারা। কথা থাকে, বন্ধুভাবাপন্ন লংশোরম্যান শ্রমিকরা সময়মতো মার্সেই ও নেপলস বন্দর থেকে আমেরিকান অস্ত্র আর মিলিটারি দ্রব্যসামগ্রী খালাস করে দেবে। এভাবে সিআইএ'র টাকা আর ক্ষমতা কর্সিকান গ্যাংস্টারদের তেলতেলে হাতে গিয়ে পড়ে। খালি হাতে পিটিয়ে কিভাবে হরতাল ভাঙতে হয়, তা খুব ভালোই জানত তারা।

এরপর উইজনারের বাকি ছিল একটা গোপন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেয়া। যেটা পরের বিশ বছর সিআইএ'র একটা প্রভাবশালী ফ্রন্ট ছিল: দ্য কংগ্রেস ফর

কালচারাল ফ্রিডম। এটা ছিল ইন্টেলেকচুয়ালদের যুদ্ধ। শব্দ সমষ্টির যুদ্ধ। লিটল ম্যাগাজিন, পেপারব্যাক বই ও হাই-মাইন্ডেড কনফারেন্স ইত্যাদির মাধ্যমে চলে এ যুদ্ধ। ওএসএস ভ্যাটেরান, সিআইএর টম বার্ডেন ছিলেন এই যুদ্ধের নিয়ন্ত্রক এবং রবিবারের নিয়মিত পট-লাক সাপারকারী।

তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় বাজেট ফর দ্য কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের কাছে আমি এক বছরের জন্য ৮ লক্ষ বা ৯ লক্ষ ডলার চার্জ করেছিলাম। তার মধ্যে হাই-মাইন্ডেড মাসিক পত্রিকা *এনকাউন্টার*-এর যাবতীয় খরচও আছে। '৫০-এর দশকে পত্রিকাটির চল্লিশ হাজার কপি বিক্রি করতেই যথেষ্ট সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

উইজনার, কেনান আর ডালেস দেখলেন এই ইন্টেলেকচুয়াল যুদ্ধের চেয়ে আরও ইন্টেলেকচুয়াল এক যুদ্ধ তাদের নজর এড়িয়ে গেছে। সেটা হলো পূর্ব ইওরোপ থেকে নির্বাসিতদের যার যার দেশে ফেরত পাঠানো। রেডিওবিহীন ইওরোপে। কাজে হাত দেয়া হয় '৪৮-এর শেষ আর '৪৯-এর শুরুর দিকে। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দু বছর লেগে যায়। রেডিও ফ্রি ইওরোপকে রেডিওর আওতায় আনা হয়।

ডালেস হন ন্যাশনাল কমিটি ফর এ ফ্রি ইওরোপের প্রতিষ্ঠাতা। সিআইএ'র টাকায় চলা অনেক ফ্রন্ট অর্গানাইজেশনের একটা ছিল এই কমিটি। ফ্রি ইওরোপ বোর্ডে আরও ছিলেন জেনারেল আইজনেহাওয়ার, *টাইম*, *লাইফ* ও *ফরচুন* পত্রিকার চেয়ারম্যান হেনরি লিউস; এবং হলিউড প্রডিউসার সেসিল বি. ডিমিলি। ডালেস আর উইজনার তাঁদের রিক্রুট করেছিলেন আসল ম্যানেজমেন্টের কাভার হিসেবে। ক্রমে রেডিও হয়ে ওঠে রাজনৈতিক যুদ্ধের একটা শক্তিশালী অস্ত্র।

'বিভ্রান্তির উত্তাপ'

উইজনারের প্রায় স্থির ধারণা ছিল অ্যালেন ডালেস সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির পরবর্তী ডিরেক্টর হবেন। তাই হয়েছেন ডালেস।

১৯৪৮ সালের শুরুর দিকে ফোরেস্টাল সিআইএ'র কাঠামোগত দুর্বলতার ব্যাপারে একটা টপ সিক্রেট তদন্ত চালাতে বলেন ডালেসকে। তখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসছে। ডালেস একটা রিপোর্ট চূড়ান্ত সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত, যেটাকে এজেন্সিতে নিজের উদ্বোধনী ভাষণ হিসেবে তাঁকে পড়ে শোনাতে হবে। ডালেস বিশ্বাস করতেন ট্রুম্যান হেরে যাবেন রিপাবলিকান প্রার্থী থমাস ডিউইর কাছে, এবং নতুন প্রেসিডেন্ট তাঁকে তাঁর উপযুক্ত আসনে বসাবেন।

পঞ্চাশ বছর যাবৎ ক্লাসিফাইড থাকা সে রিপোর্ট ছিল একটা বিস্তারিত বর্বর, নিষ্ঠুর অভিযোগপত্র। কাউন্ট এক : সিআইএ রিমের পর রিম কাগজে কমিউনিস্ট

হুমকির ব্যাপারে যে সমস্ত কথা বলে আসছিল, তার কোনো সত্যতা থাকলে তা ছিল নিতান্তই সামান্য। কাউন্ট দুই : সোভিয়েত ইউনিয়ন বা তার তাঁবেদার দেশগুলোর মধ্যে সিআইএ'র কোনো এজেন্ট ছিল না। কাউন্ট তিন : সিআইএ'র ডিরেক্টর হিসেবে রসকো হিলেনকোটার ছিলেন চরম ব্যর্থ।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, 'সিআইএ এখনও পর্যন্ত একটা সন্তোষজনক ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। আরও কয়েক বছরের ঐকান্তিক চেষ্টার প্রয়োজন হবে এজেন্সিকে সেই পর্যায়ে নিতে। সে জন্য সবচেয়ে আগে যা দরকার তা হলো একজন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী ডিরেক্টরের, এবং তাঁর পরিচয় এখন আর গোপন কোনো বিষয় নয়।' হিলেনকোটার তিক্ত মনে লক্ষ্য করেন, অ্যালেন ডালেস কেবল ডিরেক্টরের অফিসের দরজায় নিজের নামটা এনগ্রেভ করেননি, নইলে আর সবই করেছেন। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য যে রিপোর্টটা যখন প্রেসিডেন্টের টেবিলে ল্যান্ড করে, তখন ট্রুম্যান পরবর্তী টার্মের জন্য নির্বাচিত হয়ে গেছেন।

অ্যালেন ডালেস রিপাবলিকান পার্টির অনেক বড় ভক্ত বলে তাঁর নতুন ডিরেক্টর হওয়া রাজনৈতিকভাবে অসম্ভব হয়ে পড়ে। হিলেনকোটার নিজের পদে থেকে যান। এক অর্থে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আগের মতো নেতাবিহীনই রয়ে গেল। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল হিলেনকোটারকে নির্দেশ দেয় রিপোর্ট দ্রুত বাস্তবায়ন করতে, কিন্তু তিনি তা করেননি।

ডালেস ওয়াশিংটনে তাঁর বন্ধুদের অনেককেই বলে বেড়াতে লাগলেন, খুব শীঘ্রি সিআইএ'র ব্যাপারে দৃঢ় কোনো পদক্ষেপ না নেয়া হলে প্রেসিডেন্ট বিদেশে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মুখে পড়বেন। তাঁর সাথে কোরাসে যোগ দেয় আরেক কণ্ঠ। সেটা ডিন এচেশনের। তখন তিনি সেক্রেটারি অব স্টেট। তাঁর কথা : তিনি নাকি শুনেছেন, সিআইএ বিভ্রান্তি আর অসন্তুষ্টির উত্তাপে গলে যেতে শুরু করেছে। তাঁর ইনফর্মার প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টের নাতি, কারমিট 'কিম' রুজভেল্ট। এফডিআর-এর কাজিন এবং সিআইএ'র নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া ডিভিশনের ভবিষ্যৎ প্রধান।

ফোরেস্টালের ইন্টেলিজেন্স এইড, জন ওহলি তার বসকে সতর্ক করে বলেন, 'সিআইএ'র সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে তার পার্সোনেলদের ধরন আর বৈশিষ্ট্য এবং যে পদ্ধতিতে তাদেরকে রিক্রুট করা হয়। ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন সিভিলিয়ান; যারা সিআইএ'কে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চেয়েছিল, তাদের অনেকের মন ভেঙে গেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন অনেক সক্ষমকে হারাতে হয়েছে সংস্থাকে। তারচেয়েও খারাপ কথা, এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত সক্ষম ব্যক্তি এজেন্সিতে আছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বড়ো কোনো পরিবর্তন না আনা হলে তারাও চলে যাবে। তাহলে এজেন্সি অথৈ পাথারে পড়বে। সেখান থেকে তাকে তুলে আনা একেবারে অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন যে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সিআইএ তখন পরিণত হবে যেমন-তেমন এক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে।'

এই সতর্কবাণী আরও আধা শতাব্দী পরে লেখা হলে ভাল হতো। সোভিয়েত কমিউনিজমের পতনের পর এজেন্সির যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি আর শোকের কাল চলছিল, তার সঠিক চেহারাটা ধরা পড়ত তাহলে। তখনও এজেন্সির অভিজ্ঞ স্পাই অনেক কমে গিয়েছিল। যে সমস্ত প্রতিভাধর বিদেশী এজেন্ট সেটায় ছিল তখন, তারাও প্রায় নেই হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় সামর্থ্যের সমস্যা যে একমাত্র সিআইএ'র ছিল, ব্যাপারটা তা নয়। স্নায়ু যুদ্ধের প্রচণ্ড চাপে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এস্টাবলিশমেন্টের নতুন কর্মকর্তাদের মনোবলও গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।

জেমস ফোরেস্টাল আর জর্জ কেনান ছিলেন সিআইএ'র কভার্ট অপারেশনের স্রষ্টা এবং পরিচালক। কিন্তু তাঁরা যে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না, তা প্রমাণ হতে বেশি সময় লাগেনি। ব্যর্থ কেনান লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে পড়াশোনার নামে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন সারাদিন। ওদিকে ফোরেস্টাল এ অবস্থা সহ্য করতে না পেরে ১৯৪৯ সালের ২৮ মার্চ সেক্রেটারি অব ডিফেন্স পদ থেকে ইস্তফা দেন। কিছুদিন থেকে প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। অফিসে বসে গোঙাতেন : অনেক মাস হয়ে গেল রাতে নাকি শান্তিতে ঘুমাতে পারেন না।

ফোরেস্টাল মনোবৈকল্যের মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছেন, আমেরিকার সবচেয়ে নামকরা সাইক্রিয়াট্রিস্ট ড. উইলিয়াম সি. মেনিঙ্গার সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তাঁকে বেথেসডা নেভাল হসপিটালে ভর্তি করেন।

সেখানে পঞ্চাশটি অভিশপ্ত রাত কাটানোর পর জীবনের চূড়ান্ত সময় ঘনিয়ে আসে তাঁর। গ্রিক কবিতা 'দ্য কোরাস ফ্রম আইয়াক্স (The Chorus from Ajax)' লিখছিলেন ফোরেস্টাল। *নাইটিঙ্গেল* শব্দের *নাইট* পর্যন্ত লিখে হাত থেমে যায়, ষোলোতলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে কর্মময় জীবনের ইতি ঘটান তিনি।

ইউক্রেনিয়ান প্রতিরোধ বাহিনীর কোড নেম ছিল নাইটিঙ্গেল, স্টালিনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য এ বাহিনী গঠন করেছিলেন ফোরেস্টাল। সেটার নেতাদের মধ্যে নাৎসি বাহিনীর সহযোগী কিছু নামকরা দালালও ছিল, যাদের হাতে হাজার হাজার মানুষের রক্তের দাগ লেগে ছিল। নাইটিঙ্গেলের সদস্যদের নাশকতা চালাতে লৌহ যবনিকার ভেতরে প্যারাজাম্প করার কথা ছিল।

‘ধনী, কিন্তু চোখে দেখে না’

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে আমেরিকা। আর স্নায়ু যুদ্ধের সময় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ফ্যাসিস্টদের সহযোদ্ধা বানিয়েছে। দেশপ্রেমিক আমেরিকানরা ইউনাইটেড স্টেটস-এর নামে এই দায়িত্ব পালন করেছে।

‘নাৎসি পার্টির কিছু সদস্যকে সাথে না নিলে এই রেইলগাড়ি আপনি চালাতে পারবেন না,’ মিশন এক পর্যায়ে দুর্ভাগ্যজনক বাঁক নিলে কৈফিয়ত দিতে গিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন অ্যালেন ডালেস।

যুদ্ধের শেষদিকে দুই মিলিয়নেরও বেশি জার্মান তাদের দেশের আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত অংশে চলে আসে। তারা বেশিরভাগই ছিল শরণার্থী। ফ্র্যাঙ্ক উইজনার একটা বিশেষ মিশনের জন্য তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করা কিছু লোক রিক্রুট করে আনতে পাঠান তাঁর অফিসারদের। কাজটাকে তিনি বর্ণনা করেন, ‘সোভিয়েত বিশ্বে প্রতিরোধ আন্দোলনকে উৎসাহিত করা এবং আন্ডারগ্রাউন্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় সহায়তা করা’ বলে। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, সোভিয়েত বিশ্ব থেকে আসা শরণার্থীদেরকে আমেরিকার জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে।

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর আপত্তি করার পরও তিনি চেয়েছেন তাদের জন্য অস্ত্র-গোলাবারুদ আর টাকা পাঠাতে। এজেন্সির রেকর্ডে উল্লেখ আছে, জরুরি পরিস্থিতি দেখা দিলে এইসব নির্বাসিতদের রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে ব্যবহার করার জন্য চাপ ছিল তাঁর পক্ষ থেকে। যদিও তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষ্য, ভিন্ন দর্শন ও এথনিক পরিচিতির কারণে ঐক্য বলে কিছু ছিল না।

তারপরও উইজনারের নির্দেশে এজেন্সির প্রথম প্যারামিলিটারি মিশনের উদ্ভব হয়। যেসব পালন করতে গিয়ে হাজার হাজার বিদেশীর মৃত্যু হয়। ২০০৫ সালে সিআইএ'র এই ইতিহাস প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

'যতো কম বলা যায়, ততো ভালো'

১৯৪৯ সালের শুরুতে উইজনারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটা বড় ধরনের বাধার মুখোমুখি হয়। কারণ অন্য কোনো দেশে কভার্ট অ্যাকশন চালানোর মত আইনগত অধিকার এজেন্সির ছিল না। কংগ্রেস থেকে এ জন্য কোনো সাংবিধানিক অধিকার দেয়া হয়নি সিআইএ'কে, মিশন চালানোর ফান্ডও না। কারণ সেটার কাজ তখনও পর্যন্ত ছিল আমেরিকার স্বীকৃত আইনের পরিপন্থী।

ওই বছরের ফেব্রুয়ারির শুরুতে এজেন্সির ডিরেক্টর, রাসকো হিলেনকোটার জর্জিয়ার ডেমোক্র্যাট ও হাউস আর্মড সার্ভিসেস কমিটির চেয়ারম্যান, কার্ল ভিনসনের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সিআইএ'র কাজ করার এখতিয়ারকে স্বীকৃতি দিতে কংগ্রেসকে আইন পাশ করতে হবে যাতে আইনের দিক থেকে এজেন্সি কোনো জটিলতায় না পড়ে, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বাজেট অনুমোদন করতে হবে। হাউস অব সিনেটের আরও কয়েক সদস্যের সাথে কথা বলেন তিনি, তারপর উপস্থাপন করেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি অ্যাক্ট ১৯৪৯। সদস্যরা সেটা নিয়ে আধ ঘন্টার গোপন বৈঠক করেন।

'হাউস আমাদেরকে কথা দেবে তারা আমাদের জাজমেন্ট মেনে নেবে এবং এ নিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠবে, তার সবগুলোর জবাব আমরা হয়তো দিতে পারব না,' গোপন বৈঠকে ভিনসন তাঁর সহকর্মীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। মিজৌরির রিপাবলিকান সদস্য, ডিউই শর্ট একমত হন। কারণ তাঁর মতে এ নিয়ে বিতর্ক করা হবে 'সুপ্রিম ফোলি' বা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা। 'এই বিল নিয়ে আমরা যতো কম কথা বলব, আমাদের সবার জন্য ততো ভালো হবে।'

সিআইএ অ্যাক্ট কংগ্রেসে পেশ করা হয় সে বছরের ২৭ মে। কংগ্রেস যথা সম্ভব উদার হাতে ক্ষমতা দেয় এজেন্সিকে। এক প্রজন্ম পর সংবিধান পরিপন্থী কাজ করার জন্য আমেরিকান স্পাইরা সমালোচিত হতে থাকে। তবে কংগ্রেসের সতর্ক দৃষ্টির কারণে সিআইএ দেশের মধ্যে কখনও সিক্রেট পুলিশ ফোর্সের মত আচরণ করতে পারেনি। সংস্থা যা যা করতে চায়, প্রায় সবকিছুই করার ক্ষমতা দেয় কংগ্রেস। এরপর সেটার জন্য সিক্রেট অপারেশনের অনুমতি ও সিক্রেট বাজেট অনুমোদন করা হয়।

সিআইএ পরিণত হয় এক লাগামছাড়া ক্ষমতার অধিকারী এজেন্সিতে। টাকার অফুরন্ত ভাণ্ডার তার, ভাউচারবিহীন। পেন্টাগনের বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন ভুয়া খরচের আড়ালে পুরো ফান্ডই নিরাপদ। আনট্রেসেবল; আনলিমিটেড লাইসেন্স।

এছাড়া ১৯৪৯ অ্যাক্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লজ অনুযায়ী এজেন্সিকে বিশেষ এক ক্ষমতা দেয়া হয়। যার অধীনে প্রতি বছর একশজন বিদেশীর আমেরিকায় স্থায়ী

বসবাসের ব্যবস্থা করতে পারবে এজেন্সি। একই দিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সিআইএ অ্যাক্টে স্বাক্ষর করে সেটাকে আইনে পরিণত করেন। টু-স্টার জেনারেল উইলার্ড জি. ওয়াইম্যান তখন এজেন্সির অফিস অব স্পেশাল অপারেশনস-এর প্রধান। তিনি আমেরিকান ইমিগ্রেশন অফিশিয়ালদের বলেন, মিকোলা লেবেড নামে এক ইউক্রেইনিয়ান ইওরোপে এজেন্সিকে অনেক সহায়তা করেছে। পরে নুতন আইন অনুযায়ী সিআইএ লেবেডকে চোরাচালান করে দেশে নিয়ে আসে।

এজেন্সির ফাইলে ইউক্রেইনিয়ান ফ্যাকশনকে উল্লেখ করা হয়েছে 'একটা টেররিস্ট অর্গানাইজেশন' বলে। মিকোলা লেবেড সম্পর্কে বলা হয়েছে: ১৯৩৬ সালে পোল্যান্ডের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে হত্যার অপরাধে জেলে ছিল সে। তিন বছর পর '৩৯ সালে জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দলবলসহ পালিয়ে যায়। তারপর নাৎসিদের সাথে হাত মেলায়। জার্মানি সাঙ্গপাঙ্গসহ মিকোলা লেবেডকে দুটি ব্যাটালিয়নে ভাগ করে রিক্রুট করে। একটা ব্যাটালিয়নের নাম ছিল *নাইটিঙ্গেল*।

এই ব্যাটালিয়ন কার্পাথিয়ান পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করে। যুদ্ধের পরও টিকে ছিল লেবেডের ব্যাটালিয়ন। ইউক্রেইনের ফরেস্টে কিছুকাল ছিল সে আমেরিকার সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ফোরেস্টালের সাথে সাক্ষাতের জন্য। লেবেড মিউনিখে নিজেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ঘোষণা করে এবং সিআইএ'র হয়ে মস্কোর বিরুদ্ধে মিশন পরিচালনার জন্য নিজের পার্টিজানদের নিয়ে তাদের সাথে যোগ দেয়।

আমেরিকার জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট নিশ্চিত ছিল মিকোলা লেবেড যুদ্ধ অপরাধী। অনেক ইউক্রেইনিয়ান, পোলিশ এবং ইহুদির মৃত্যু হয়েছে তার হাতে। কিন্তু লোকটাকে আটক করার সমস্ত উদ্যোগ থেমে যায় যখন অ্যালেন ডালেস স্বয়ং ফেডারাল ইমিগ্রেশন কমিশনারকে লেখেন : 'লেবেড তাঁর এজেন্সির মহামূল্যবান সম্পদ। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে তাঁদেরকে সহায়তা করেছে।'

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কিত ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের ব্যাপারে সিআইএ'র কিছু কৌশল ছিল। এ ক্ষেত্রে কোনো সুযোগই হাতছাড়া করত না এজেন্সি, তাতে সফল হওয়ার সুযোগ যতো কমই থাক বা এজেন্টের ব্যক্তি পরিচয় যতো ঘৃণিতই হোক। এ কারণেই ১৯৪৯ সালে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা স্ট্যালিন বিরোধী যে কোনো বেশ্যার বাচ্চার সাথে কাজ করতেও সম্পূর্ণ রাজি ছিল। লেবেড সে ক্ষেত্রে একদম উপযুক্ত ছিল।

'আমরা ওটাকে ছুঁয়ে দেখতেও রাজি নই'

জেনারেল রেইনহার্ড গেহেলেনও তেমনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব রণাঙ্গনে হিটলারের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস অ্যাবওয়ের-এর প্রধান ছিলেন রেইনহার্ড গেহেলেন। হুকুম করে অভ্যস্ত মানুষ।

চাপা স্বভাবের। তিনি শপথ করে বলেছিলেন, রাশিয়ান লাইনের পিছনে তাঁর 'ভালো জার্মান' স্পাই নেটওয়ার্ক আছে যেটাকে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার জন্য কাজে লাগানো যায়।

'আমি কিছু অপরাধবোধে ভুগতাম,' বলেন জেনারেল। 'তার একটা ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সংঘাত দিন দিন অনিবার্য হয়ে ওঠা। প্রত্যেক জার্মান তার নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের প্রশ্নে দায়বদ্ধ ছিল, যাতে জার্মানির ওপর বর্তানো পশ্চিমের ক্রিশ্চিয়ান সভ্যতাকে রক্ষার সাধারণ প্রতিরোধের পক্ষে তার নিজের তরফের কর্তব্য পালন করা সম্ভব হয়। এ জন্য সহকর্মী হিসেবে আমেরিকার প্রয়োজন ছিল সেরা জার্মানদের... যদি পশ্চিমি সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হয়।' এ জন্য তিনি আমেরিকাকে একটা ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের সহায়তা দিতে পারবেন বলে প্রস্তাব দেন। জেনারেলের ভাষায় নেটওয়ার্কের প্রতিটি সদস্য 'বিশিষ্ট ব্যক্তি। ভালো জার্মান, তবে আদর্শিকভাবে পশ্চিমি গণতন্ত্রের সমর্থক।'

মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা দেয়ার পরও আর্মি গেহেলেন অর্গানাইজেশনকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না বলে সেটাকে সিআইএ'র হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু রিচার্ড হেলমসের অফিসাররা এর কড়া বিরোধী ছিলেন। অনেকে বিষয়টার কড়া প্রতিবাদও করেন। একজন মন্তব্য করেন: 'আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স ধনী, কিন্তু চোখে দেখে না—অ্যাবওয়েরকে ব্যবহার করছে "সিইং-আই" কুকুর হিসেবে। তবে সমস্যা হচ্ছে কুকুরটার গলায় বাঁধা দড়ি অনেক লম্বা হয়ে গেছে।'

হেলমসের ভয় ছিল রাশিয়ানরা জেনে গেছে যে সিআইএ এরকম একটা অপারেশন চালাচ্ছে। 'আমরা ওটাকে ছুঁয়ে দেখতেও রাজি নই,' বলেছিলেন পিটার সিশেল। সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সে সেই সময়কার চিফ অব জার্মান অপারেশনস। তিনি আরও বলেন, 'এর সাথে নৈতিকতা বা এথিকসের কোনো বিষয় জড়িত নয়, সবকিছু মিশনের নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করেই করা হচ্ছে।'

তারপরও আর্মির তরফ থেকে অনবরত চাপ আসতে থাকায় ১৯৪৯-এর জুলাইয়ে গেহেলেন গ্রুপের দায়িত্ব সিআইএ'কে নিতে হয়। তারপর মিউনিখের বাইরে অতীতের এক নাৎসি হেড কোয়ার্টার্সে একদল নামকরা নাৎসি যুদ্ধ অপরাধীকে তার দলে কাজ করার আহ্বান জানান গেহেলেন। রিচার্ড হেলমস ও পিটার সিশেলের যে সন্দেহ ছিল, তাই সত্যি হলো। পূর্ব জার্মান ও সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স সর্ভিস গেহেলেন গ্রুপের সর্বোচ্চ মহলের মধ্যে পেনিট্রেট করল। এই অনুপ্রবেশের কথা প্রকাশ পায় অনেক পরে, গেহেলেন গ্রুপ যখন সিআইএ থেকে রূপান্তরিত হয়ে পশ্চিম জার্মানির জাতীয় ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে পরিণত হয়, তখন।

আরও জানা যায়, গেহেলেনের দীর্ঘদিনের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চিফ শুরু

থেকেই মস্কোর চর ছিলেন।

সিআইএ'র মিউনিখ শাখার তরুণ অফিসার স্টিভ ট্যানার বলেন, 'আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অফিসারদেরকে গেহেলেন প্রভাবিত করে ফেলেছিলেন রাশিয়ার একেবারে কলজের মধ্যে গিয়ে অপারেশন চালাতে পারবেন বলে। আমাদের জন্য কাজটা কঠিন হওয়ায় গেহেলেনকে নেয়া হয়। ওই সময় না নেয়াই বরং বোকামি হতো।

'তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না'

স্টিভ ট্যানার ছিলেন ইয়েল পাস আর্মি ইন্টেলিজেন্সের সদস্য। সিআইএ'র জন্য প্রথম দফায় যে দুইশ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদের একজন। রিচার্ড হেলমস তাঁকে ১৯৪৭ সালে এজেন্সিতে টেনে নিয়েছিলেন। মিউনিখে তাঁর কাজ ছিল এজেন্ট নিয়োগ দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে লৌহ যবনিকার ওপাশের গোপন খবর সংগ্রহ করে ওয়াশিংটনে পাঠানো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইওরোপের অন্য সব দেশ থেকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর যে সমস্ত মানুষ পালিয়ে জার্মানির মিউনিখ ও ফ্র্যাঙ্কফুর্ট শহরে চলে এসেছিল, তার প্রতিটারই অন্তত একটা করে ইমিগ্রেশন গ্রুপ ছিল। সবগুলোই ছিল বিভিন্ন বিষয়ে সিআইএ'র সাহায্য নির্ভর। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল পূর্ব ইওরোপিয়ান দেশগুলোর স্পাই। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে জার্মানির হয়ে কাজ করতো তারা।

ট্যানার বলেন, 'তাদের মধ্যে ফ্যাসিস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজনও ছিল। তারা চাইত সিআইএ'কে গোপন তথ্য দিয়ে সাহায্য করে নিজেদের পুরনো পেশাকে টিকিয়ে রাখতে।' তাদের ব্যাপারে ট্যানার সতর্ক থাকতেন। নন-রাশিয়ানরা ভীষণ ঘৃণা করত রাশিয়ানদের। তাই স্বভাবতই তারা আমেরিকানদের প্রতি বেশি অনুগত ছিল। অন্য যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের আশপাশের রিপাবলিকগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা অন্যদের কাছে নিজেদের ক্ষমতা আর প্রভাবের কথা বাড়িয়ে বলে নিজের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করতো। তারা সিআইএ'র কাছে নিজেদের গুরুত্ব এবং তারা কি সাহায্য করতে পারে জানাতো, যাতে তাদেরকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করে সিআইএ। তাদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা হয়।

এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের স্পষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা ছিল না। তাই ট্যানার নিজেই নিয়ম করে নেন : সিআইএ'র সহযোগিতা পেতে হলে তাদেরকে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে কাজ করতে হবে, মিউনিখের কফি হাউসে বসে নয়। দেশের

ভেতরে আরও যে সমস্ত সোভিয়েত বিরোধী গ্রুপ রয়ে গেছে, তাদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। নাৎসিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা চলবে না।

এভাবে নিয়ম করে দেয়ার পর এবং অনেকদিনের সতর্ক হিসাব-নিকাশের পর '৪৮ সালে স্টিভ ট্যানারের মনে হয় এতদিনে তিনি একদল ইউক্রেইনিয়ান পেয়েছেন যারা সিআইএ'র সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ত। দলটি নিজেদের পরিচয় দেয় 'সুপ্রিম কাউন্সিল ফর দ্য লিবারেশন অব দ্য ইউক্রেইন' বলে। সেটার মিউনিখ প্রবাসী সদস্যরা দেশে যুদ্ধরত দলের রাজনৈতিক প্রতিনিধির কাজ করত। ট্যানার হেড অফিসে রিপোর্ট করেন এই দলটিকে নৈতিক ও রাজনৈতিক, দু'ভাবেই কাজে লাগানো সম্ভব।

১৯৪৯ সালের প্রায় অর্ধেকটা সময় এই ইউক্রেইনিয়ানদের সোভিয়েত ইউনিয়নে ইনফিলট্রেট করানোর প্রস্তুতি নেয়ার কাজে ব্যয় হয় ট্যানারের। কয়েক মাস আগে কার্পাথিয়ান পার্বত্য অঞ্চল হয়ে দূত হিসেবে এসেছে এইসব মানুষ, ইউক্রেইনিয়ান আন্ডারগ্রাউন্ড যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে গোপন বার্তা নিয়ে—বার্তাটা হলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম ইওরোপ আক্রমণ করতে পারে।

ট্যানার বেপরোয়া দুঃসাহসী এক হাঙ্গেরিয়ান এয়ার ক্রুকে নিয়োগ করেন। কয়েক মাস আগে এই লোক হাঙ্গেরির একটা কমার্শিয়াল এয়ার লাইনার হাইজ্যাক করে মিউনিখে নিয়ে গিয়েছিল। সিআইএ'র স্পেশাল অপারেশনস চিফ, জেনারেল ওয়াইম্যান ২৬ জুলাই মিশন অনুমোদন করেন। ট্যানার তাদের মোর্স কোড এবং অস্ত্র চালনার ট্রেইনিং পরিদর্শন করেন। এজেন্সি ঠিক করে তাদের মধ্যে থেকে দু'জনকে প্যারাড্রপ করবে নিজেদের দেশে। যাতে তাদের মাধ্যমে হাঙ্গেরিয়ান পার্টিজানদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলতে পারে সিআইএ।

কিন্তু মিউনিখে তাদের পরিচিত এমন কোনো অভিজ্ঞ লোক ছিল না যে শত্রু লাইনের পিছনে প্যারাজাম্প করাতে পারে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর উপযুক্ত একজনকে পেলেন ট্যানার। একজন সার্বো-আমেরিকান সে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইয়োগোস্লাভিয়ায় প্যারাজাম্প করেছিল। সেই লোক স্টিভ ট্যানারের ইউক্রেইনিয়ান গ্রুপের সবাইকে শেখাল কিভাবে প্লেন থেকে লাফ দিতে হয়, ল্যান্ড করতে হয়। এক পর্যায়ে ট্যানারের মনে হচ্ছিল এটা স্রেফ পাগলামী! দেহের পাশে কারবাইন বাঁধা থাকা অবস্থায় কিভাবে পিছনদিকে সমারসল্ট দেয়া সম্ভব? কিন্তু এ ধরনের অপারেশনে সফল হওয়ার কারণেই ওএসএস বিখ্যাত হতে পেরেছিল।

এ মিশন বড়ো কিছু একটা দিতে পারবে, তেমন আশা না করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন ট্যানার। 'আমরা বুঝতে পারছিলাম পশ্চিম ইউক্রেইনের গভীর বনে বসে তারা জানবে না স্ট্যালিনের মনে কি চলছে।' পরে তাদেরকে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে সত্যিকারের এক স্পাই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার

আয়োজন করা হয়। তারা কখনও গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর দিতে পারবে, এমন আশা না থাকলেও ট্যানারের মতে এর একটা জোরাল প্রতীকী মূল্য ছিল—স্ট্যালিনকে বুঝিয়ে দেয়া যে তারা হাত গুটিয়ে বসে নেই। সেটাই ছিল ট্যানারের আসল উদ্দেশ্য।

'৪৯ এর ৫ সেপ্টেম্বর একটা সি ৪৭-এ করে আকাশে উঠল ট্যানারের ইউক্রেইনিয়ান 'স্পাই ইউনিট।' বেপরোয়া দুঃসাহসী হাঙ্গেরিয়ান পাইলট রাতের আঁধারে বয়ে নিয়ে চলল তাদের। কার্পাথিয়ান পার্বত্য অঞ্চলে প্যারাজাম্প করে স্পাইরা, ল্যান্ড করে লভভ শহরের কাছে। এভাবে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সোভিয়েত ইউনিয়নে বুকের ভেতরে সফল পেনিট্রেট করে।

তারপর?

২০০৫ সালে সিআইএ'র ডিক্লাসিফাইড হওয়া ডকুমেন্টে অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাবটা আছে : দ্য সোভিয়েটস কুইকলি এলিমিনেটেড দ্য ইউক্রেইনিয়ান এজেন্টস; অর্থাৎ সোভিয়েতরা ইউক্রেইনিয়ান এজেন্টদের দ্রুত নিকেশ করে ফেলে।

'আমরা কি ভুল করেছি?'

তবু সেই অপারেশন সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। উইজনার নতুন নতুন প্ল্যান নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। প্রবাসীদের নেটওয়ার্কের জন্য আরও বেশি বেশি মানুষ রিক্রুট করা, আমেরিকা-সমর্থিত প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা এবং হোয়াইট হাউজে সোভিয়েট আক্রমণ আসন্ন বলে সতর্কবানী পাঠানোর প্ল্যান করতে থাকেন।

সিআইএ আরও কয়েক ডজন ইউক্রেইনিয়ান এজেন্ট পাঠায় প্লেনে করে, সড়ক পথে। তারাও প্রায় সবাই ধরা পড়ে যায়। তারপর সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা পাল্টা চাল চালে। বন্দিদের দিয়ে ডিজইনফর্মেশনের ফাঁদে ফেলে সিআইএ'কে। এজেন্টরা 'জায়গামত পৌঁছে' খবর পাঠায় ; 'সব ঠিক আছে। আমরা ঠিকমতো পৌঁছেছি। আরও অস্ত্র, টাকা আর এজেন্ট পাঠান।'

পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে এই ইঁদুর-বিড়াল খেলা। সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স নতুন আসা এজেন্টদের প্রত্যেককে হত্যা করে। অবশেষে এজেন্সির ইতিহাসে লেখা হয় : 'সিআইএ ডিসকন্টিনিউড দিস অ্যাপ্রোচ।'

ইউক্রেইনিয়ানদের ব্যবহার করে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের লৌহ যবনিকা ভেদ করার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত দুঃখজনকভাবে শেষ হয়। উইজনার তবু নির্বিকার। নতুন

করে প্যারামিলিটারি অ্যাডভেঞ্চার শুরু করলেন তিনি সমগ্র ইওরোপজুড়ে।

১৯৪৯ এর অক্টোবরে, ইউক্রেইনে এজেন্ট পাঠানোর চার সপ্তাহ পর উইজনার ব্রিটিশদের সাথে ইওরোপের সবচেয়ে গরীব আর বিচ্ছিন্ন দেশ, কমিউনিস্ট আলবেনিয়ায় 'মুক্তিকামী' দল পাঠানোর আলোচনায় বসেন। এই দেশটি অতীতে ছিল রাজতান্ত্রিক। রাজ পরিবারের সদস্য এবং তাদের অনুগতরা ছিল বিতাড়িত। রোম আর গ্রিসে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছিল। উইজনার ভাবলেন এই নির্বাসিতদের নিয়ে একটা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্র হতে পারে এই বিরান বলকান দেশটি। এই ভেবে কাজে হাত দেন তিনি।

নির্বাসিতদের নিয়ে গঠন করা প্রথম কমান্ডো মিশনে নয়জন আলবেনিয়ান মল্টা থেকে জাহাজে করে যাত্রা করে। প্রথম সুযোগেই তাদের তিনজনকে হত্যা করে আলবেনিয়ান সিক্রেট পুলিশ, বাকিদের ধাওয়া করে ধরে ফেলে। কিন্তু সেসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সময় ছিল না উইজনারের। আরও কিছু আলবেনিয়ানকে প্যারাসুট ট্রেইনিং নেয়ার জন্য মিউনিখে পাঠান তিনি। সেখান থেকে এথেন্স স্টেশনে পাঠানো হয় তাদেরকে। সেখানে সিআইএ'র নিজের এয়ারপোর্ট, প্লেনের বহর এবং কিছু ওস্তাদ পোলিশ পাইলট ছিল।

দ্বিতীয় গ্রুপ আলবেনিয়ায় জাম্প করল, পড়ল গিয়ে সোজা সিক্রেট পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে। আবার যায় মিশন, ব্যর্থ হয়। এভাবে একেকটা মিশন ব্যর্থ হতে না হতে পরেরটার প্ল্যান আরও ক্ষিপ্রতার সাথে করা হতে থাকে। ট্রেইনিংয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ক্রমে আরও মরিয়া হয়ে উঠতে থাকে আলবেনিয়ানরা, আরও নিশ্চিত হয় তাদের ধরা পড়া। প্রাণে বেঁচে যাওয়া এজেন্টদের ঠিকানা হয় কারাগার।

সিআইএ'র জন লিমন্ড হার্ট রোম থেকে আলবেনিয়ানদের বিষয়টা সামাল দিচ্ছিলেন। তিনি বিস্ময়ের সাথে ভাবলেন, 'আমরা কি ভুল করেছি?'

এ প্রশ্নে জবাব পেতে কয়েক বছর লেগে যায় সিআইএ'র। তাদের ধারণাই ছিল না যে সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স প্রথম থেকেই তাদের প্রতিটা পদক্ষেপের ওপর নজর রাখছিল। জার্মানিতে তাদের যে ট্রেইনিং ক্যাম্প ছিল, সেখানে ইনফিলট্রেট করে বসেছিল সোভিয়েত স্পাই। রোম, এথেন্স আর লন্ডনে আলবেনিয়ান সম্প্রদায়ের যে মাথাগুলো ছিল, সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল। এসব সিক্রেট অপারেশনের নিরাপত্তা এবং প্রকল্পের মধ্যে সম্ভাব্য ডাবল-এজেন্টের ঢুকে পড়া ঠেকানোর দায়িত্ব সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সের যার ওপর ছিল, সেই জেমস জে. অ্যাংলিটন তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের স্পাই কিম ফিলবির সহায়তায় কাজ করতেন।

পরে জানা যায় কিম ফিলবি নিজেই ডাবল-এজেন্ট। সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্সের স্পাই। একই সঙ্গে সিআইএ'র লন্ডন লিয়াজোঁ অফিসারও। পেন্টাগনে জয়েন্ট চিফ

অব স্টাফদের খুব কাছাকাছি থেকে মস্কোর জন্য খবর সংগ্রহ করত কিম ফিলবি। জিন আর হুইস্কি পানের বেলায় কিম ফিলবি আর জেমস জে. অ্যাংলিটন, এদের কোনো তুলনা ছিল না। ফিলবি ছিল অসাধারণ ড্রিঙ্কার। আর অ্যাংলিটন সিআইএ'র চ্যাম্পিয়ন ড্রিঙ্কারের খেতাব অর্জন করতে যাচ্ছিল খুব শীঘ্রি। লিকুইড লাঞ্চে বসে নিজেদের প্যারাড্রপ সম্পর্কে সবকিছু ফিলবিকে খুলে বলত অ্যাংলিটন। ড্রপ জোন, এজেন্টদের নাম-ধাম, কিছুই বলতে বাকি রাখত না।

ফলে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার ধকল সইতে হয়েছে এজেন্সিকে। টানা চার বছর ধরে চলে সিআইএ'র এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ফ্লাইটের পর ফ্লাইট গেছে, কোনো লাভ হয়নি। সিআইএ'র আনুমানিক দুশো বিদেশী এজেন্ট বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে। অথচ আমেরিকান সরকারের পদস্থ কেউই জানত না এসব। টপ সিক্রেট!

মাথা থেকে আলবেনিয়ার 'প্রতিরোধ বাহিনী' গড়ে তোলার ভূত নেমে যেতে প্রমোশন হয় অ্যাংলিটনের, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ হন তিনি। দুই দশক সেই পদে ছিলেন। লাঞ্চ শেষ করে বোতল নিয়ে বসতেন। দিন দিন একটা দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধায় পরিণত হতে থাকে তাঁর মন। ক্রমে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় একটা অদৃশ্য সোভিয়েত মাস্টার প্লট আমেরিকার উপলব্ধিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করছে এবং একমাত্র তিনিই বোঝেন মস্কোর সেই ছলনার গভীরতা।

মস্কোর বিরুদ্ধে পরিচালিত সিআইএ'র মিশনকে অ্যাংলিটন দিনে দিনে আরও গভীর, আরও অন্ধকার এক গোলকধাঁধার মধ্যে নামিয়ে নিয়ে যান।

'এটা একটা বাজে ধারণা'

১৯৫০-এর শুরুর দিকে লৌহ যবনিকার বিরুদ্ধে নতুন অ্যাসেট চালানোর নির্দেশ দেন ফ্র্যাঙ্ক উইজনার। মিউনিখে এজেন্সির আরেক ইয়েল পাস অফিসারকে দায়িত্বটা দেয়া হয়। তার নাম বিল কফিন। নতুন রিক্রুট। কড়া কমিউনিস্টবিরোধী।

বিল কফিন সিআইএ'তে পা রাখেন তাঁর পারিবারিক যোগসূত্র থেকে। তাঁর বোনের স্বামী, ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের পূর্বাঞ্চলীয় ইওরোপ অপারেশনস অফিসার, ফ্র্যাঙ্ক লিন্ডসে রিক্রুট করেছিল তাঁকে।

'আমি সিআইএ'তে যোগ দিয়েই বলেছি আমি স্পাই ওয়ার্ক করতে চাই না। আমি আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিক্স করতে চাই,' ২০০৫ সালে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বলেন সেদিনকার তরুণ রিক্রুট। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো রাশিয়ানরা আন্ডারগ্রাউন্ড অপারেট করতে পারে কি না। ওই সময় আমার কাছে বিষয়টা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দু' বছর তিনি আমেরিকান আর্মি আর সোভিয়েত কমান্ডারদের লিয়াজোঁ অফিসার ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাশিয়ান সৈন্য বাহিনীর অনেক হৃদয়হীন আচরণ চাক্ষুস করেছেন বিল কফিন। সেসবের কারণে অনেক বড়ো অপরাধবোধে ভুগতেন, তাই একদিন সিআইএ'তে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। 'অনেক সময় স্ট্যালিনের অচিন্তনীয় নির্দয় সব কাজকর্ম দেখে মনে হতো হিটলার তাঁর তুলনায় বয় স্কাউট ছিলেন,' বলতেন তিনি। 'আমি যেমন অ্যান্টি-সোভিয়েত ছিলাম, তেমনি অত্যন্ত প্রো-রাশিয়ানও ছিলাম।'

ফ্র্যাঙ্ক উইজনার সলিডারিস্ট নামে এক দল রাশানের ওপর টাকা খাটান। হিটলারের মৃত্যুর পর ইওরোপে যতদূর ডানপন্থী হওয়া সম্ভব, এই দলটি তাই ছিল। মাতৃভাষা ছাড়া কিছু জানত না। হাতে গোনা কয়েকজন সিআইএ অফিসার তাদের ভাষায় কথা বলতে পারত। বিল কফিন তাদের একজন ছিলেন। ভাঙা ভাঙা কথায় কোনোমতে ম্যানেজ করা হতো লোকগুলোকে। প্রথমে তাদেরকে দিয়ে কিছু লিফলেট চোরাচালান করা হয় পূর্ব জার্মানির রাশিয়ান সৈন্যদের ব্যারাকে। তারপর হাজার হাজার প্যাম্ফলেট ভর্তি বেলুন ছাড়া হয়।

তারপর মার্কিংসবিহীন প্লেনে করে তাদের মধ্যে চারজনকে মস্কো শহরের পূর্ব প্রান্তের যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। প্যারাসুট জাম্প করে তারা, এক এক করে রাশিয়ায় অবতরণ করে। সবাইকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে সোভিয়েত সিক্রেট পুলিশ, হত্যা করে একে একে। আনাড়ির মতো কাজ করতে গিয়ে আবারও নিজের এজেন্টদের শত্রুর হাতে তুলে দেয় সিআইএ।

'এটা একটা বাজে ধারণা ছিল,' সিআইএ ছাড়ার অনেক বছর পর এ নিয়ে মন্ত ব্য করেন বিল কফিন। তখন তাঁর পরিচয় বদলে গিয়ে হয়েছে রেভারেন্ড উইলিয়াম স্লোন কফিন। তখন ইয়েলের চ্যাপলেইন তিনি, একই সাথে '৬০-এর দশকে আমেরিকার সবচেয়ে সোচ্চার যুদ্ধ বিরোধী কণ্ঠ। 'আমেরিকার শক্তি কাজে লাগানোর প্রশ্নে খুব একটা সচেতন ছিলাম না আমরা।' তার এক দশক পর এজেন্সি স্বীকার করেছিল: ইমিগ্র্যান্টদের নিয়ে আমাদের রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটাতে বা যুদ্ধ করতে যাওয়ার চিন্তা মোটেই বাস্তবসম্মত ছিল না।

'৫০-এর দশকে সিআইএ'র শত শত বিদেশী এজেন্টকে রাশিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, ইউক্রেইনসহ অন্যান্য বাল্টিক রাজ্যে পাঠানো হয় এবং তারা দলে দলে প্রাণ হারায়। তাদের দুর্ভাগ্যের কোনো রেকর্ড রাখা হয়নি। তাদের এই বেঘোরে মৃত্যুর জন্য কাউকে সাজাও পেতে হয়নি। তাদের এই আত্মত্যাগকে দেখা হয়েছে আমেরিকার ন্যাশনাল সারভাইভ্যাল হিসেবে।

'৪৯ এর ৫ সেপ্টেম্বর রাতে স্টিভ ট্যানারের ইউক্রেইনিয়ান 'স্পাই ইউনিট' বহনকারী প্রথম ফ্লাইট যখন আকাশে ওঠে, ঠিক সেই সময় একজন এয়ার ফোর্স ক্রু আলাস্কা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সেই লোক হঠাৎ করে পরিবেশে রেডিও

অ্যাকটিভিটির উপস্থিতি শনাক্ত করে। পরদিন সেই অ্যাকটিভিটির ফলাফল বিশ্লেষণ শেষে সিআইএ আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আগামী চার বছরের মধ্যে আণবিক বোমা বানাতে পারবে না।

তার ঠিক তিনদিন পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বিশ্ববাসীকে জানান, স্ট্যালিনের রাশিয়া আণবিক বোমা তৈরি করেছে।

২৯ সেপ্টেম্বর সিআইএ'র চিফ অব সায়েন্টিফিক ইন্টেলিজেন্স ঘোষণা করেন, তাঁর অফিস মিশন সফল করতে ব্যর্থ হয়েছে। মস্কোর মাস ডেস্ট্রাকশনের অস্ত্র তৈরিতে সাফল্য অর্জন করার বিষয়টা শনাক্ত করতে পারেনি তারা। এ কাজের প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রে 'সম্পূর্ণ ব্যর্থ' হয়েছে। তাঁর এজেন্টদের কাছে সোভিয়েত বোমা সম্পর্কে কোনো টেকনিকাল বা সায়েন্টিফিক ডেটা নেই। বিশ্লেষকরা গেজটিমেট বা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে মন্তব্য করেছেন। চিফ সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই ব্যর্থতা আমেরিকার জন্য ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

পেন্টাগন উন্মত্তের মতো সিআইএ'কে নির্দেশের পর নির্দেশ দিতে থাকে মস্কোয় নিজেদের লোক সেট করাতে। রেড আর্মির মিলিটারি প্ল্যান চুরি করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে। এ প্রসঙ্গে অতীত স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে রিচার্ড হেলমস বলেন, 'ওই সময় মস্কোয় নিজেদের রেসিডেন্ট স্পাই সেট করা মঙ্গলগ্রহে রেসিডেন্ট স্পাই সেট করার চেয়েও অনেক কঠিন কাজ ছিল।'

তারপর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত পিলে চমকে দেয়া হামলার মুখোমুখি হলো আমেরিকা। সেদিন ছিল জুনের ২৫ তারিখ। ১৯৫০ সাল। মনে হচ্ছিল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বুঝি।

‘ওগুলো ছিল সুইসাইড মিশন’

কোরিয়ার যুদ্ধ ছিল সিআইএ’র জন্য প্রথম বড়ো ধরনের পরীক্ষা। সে যুদ্ধের জন্যই প্রথম ও সত্যিকারের ডিরেক্টরকে পেয়েছিল এজেন্সি। জেনারেল ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ তাঁর নাম। যুদ্ধ বাধার আগে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিলেন সিআইএ’কে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে। কিন্তু সে সময় মস্কোয় আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করে কঠিন আলসার নিয়ে দেশে ফিরেছেন তিনি। অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

কোরিয়ায় সোভিয়েত আগ্রাসনের খবর যখন আসে, তখন তিনি ওয়াল্টার রিড আর্মি হসপিটালে পাকস্থলীর তিনের দুই ভাগ অংশ ফেলে দিয়ে নিরাময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। তারপরও ট্রুম্যান প্রায় করজোড়ে অনুনয় করেন তাঁকে সিআইএ’র দায়িত্ব নিতে। সুস্থ হওয়ার জন্য অন্তত এক মাস সময় প্রার্থনা করেন জেনারেল। অবশেষে চার বছরের মধ্যে সিআইএ’র চতুর্থ ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নেন।

তাঁর প্রধান কাজ ছিল ক্রেমলিনের ভেতরের গোপন খবর জেনে প্রেসিডেন্টকে জানানো। সে সুযোগ কতখানি ছিল, তা ভালোই জানতেন জেনারেল। ‘মাত্র দু’জন আছে যাঁদের ক্রেমলিনের গোপন খবর জানার সুযোগ ছিল,’ ২৪ আগস্টের হিয়ারিংয়ে উপস্থিত পাঁচ সিনেটরকে বলেন তিনি। প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবে তাঁকে চতুর্থ স্টার পরিয়ে দেয়া হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে। ‘তাদের একজন হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর, অন্যজন স্ট্যালিন।’ তাঁর জন্য সিআইএ’তে কি অপেক্ষা করছে জানতে চাওয়া হলে জেনারেল বলেন, ‘সবচেয়ে খারাপটাই। আমি জানি আমাকে হতাশ হতে হবে না।’

অক্টোবরে দায়িত্বে যোগ দেয়ার পরই জেনারেল আবিষ্কার করেন তিনি একটা চরম বিশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। প্রথম স্টাফ মিটিংয়ে টেবিলে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সবার উদ্দেশ্যে জেনারেল বলেন, ‘এখানে আপনাদের সবাইকে সমবেত দেখে ভালো লাগছে। কিন্তু কয়েক মাস পর আপনাদের মধ্যে কয়জন এজেন্সিতে থাকবেন, সেটাও একটা দেখার বিষয় হবে।’

ভীষণরকম কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন বিডেল স্মিথ। সুযোগ পেলে নির্দয় ব্যঙ্গ করতে ছাড়তেন না কাউকে। আর কাজ একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে কোনো

ক্ষমা ছিল না তাঁর কাছে। ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের অপারেশনের ছড়ানো-ছিটানো নমুনা দেখে রাগে ভাষা হারিয়ে ফেলার দশা হয়েছিল তাঁর। 'এই একটা জায়গাতেই এজেন্সির টাকাকড়ি খরচ হয়ে যায়,' অভিযোগ করেন তিনি। 'এজেন্সির সবাই সন্দেহের চোখে দেখে এটাকে।'

দায়িত্ব নেয়ার প্রথম সপ্তাহেই জেনারেল আবিষ্কার করেন ফ্র্যাঙ্ক উইজনার স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও পেন্টাগনে তাঁর কাজ সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের কাছে না। রাগে অস্থির জেনারেল কভার্ট অপারেশনস চিফকে ডেকে জানিয়ে দেন, তাঁর ইচ্ছেমত চলার দিন শেষ হয়ে গেছে।

'একটা অসম্ভব দায়িত্ব'

প্রেসিডেন্টকে সহায়তা করতে সুবিধে হবে বলে এজেন্সির যতো অ্যানালিটিক বা বিশ্লেষণনির্ভর ডকুমেন্ট ছিল, সব উদ্ধারের চেষ্টা করেন জেনারেল। সেগুলোকে বলতেন 'দ্য হার্ট অ্যান্ড সোউল অব সিআইএ।' প্রতিটা ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট লেখা বাধ্যতামূলক করে এজেন্সির আগের সমস্ত নিয়মে ওলট-পালট ঘটিয়ে দেন জেনারেল। শেরম্যান কেন্ট নামে এক এজেন্টকে ইয়েল থেকে ন্যাশনাল এস্টিমেট কিভাবে তৈরি করতে হয়, তা শিখে আসতে পাঠান। এজেন্সির জন্মের পরই এজেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিল কেন্ট। কিন্তু ভেতরকার হতাশাজনক পরিস্থিতির কারণে কিছুদিন পর ওয়াশিংটন থেকে পালিয়ে যায় সে। জেনারেলের প্রচেষ্টাকে কেন্ট আখ্যা দেয় 'অসম্ভব দায়িত্ব' বলে।

বিডেল স্মিথ সিআইএ'র দায়িত্ব নেয়ার কিছুদিন পর ট্রুম্যান প্যাসিফিকের ওয়েক আইল্যান্ডে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারের সাথে দেখা করতে। কোরিয়া সম্পর্কে যাবতীয় ইন্টেলিজেন্স দাবি করছিলেন তিনি। বেশি করে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন কমিউনিস্ট চীনারা এ যুদ্ধে জড়াবে কি না। যদিও জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার জোর দিয়ে বলছিলেন; জড়াবে না। নিজের বাহিনী নিয়ে উত্তর কোরিয়ার অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি।

সিআইএ'র কোনো ধারণাই ছিল না চীনে তখন কি চলছে। '৪৯ এর অক্টোবরে কমিউনিস্ট নেতা মাও জে দং তাঁর প্রতিপক্ষ, জাতীয়তাবাদী চিয়াং কাই শেকের বাহিনীকে ফরমোজা (বর্তমানের তাইওয়ান) দ্বীপে তাড়িয়ে দিয়ে দেশকে পিপল'স রিপাবলিক ঘোষণা করেন। ওই সময় চীনে যে ক'জন আমেরিকান এজেন্ট ছিল, তারা পালিয়ে গিয়ে হং কং অথবা তাইওয়ানে আশ্রয় নেয়। মাও-এর অর্ধেক খোঁড়া করে দেয়া সিআইএ'কে ম্যাকআর্থার পুরোপুরি খোঁড়া করে দেন এজেন্টদের কাজের

ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এজেন্টদেরকে ঘৃণা করতেন ম্যাকআর্থার। নিজের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দিতেন না। দূর প্রাচ্যে এজেন্সির অফিসারদের আসা-যাওয়া বন্ধ করতে যা যা করার, সবই করেছিলেন জেনারেল।

তবু চীনের ওপর নজরদারির প্রচেষ্টা থেকে এজেন্সি সরে আসেনি। যদিও তাদের প্রচেষ্টা ছিল দুর্বল। কারণ বিদেশে তাদের যে সমস্ত এজেন্ট ছিল, তারা ছিল সাবেক ওএসএস এজেন্ট। তাদের অবস্থান ছিল নড়বড়ে। তাছাড়া নতুন গঠন করা এজেন্সির রিসার্চ ও গবেষণা ব্যবস্থাও ছিল ভীষণ দুর্বল। কোরিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রোজ চারশো বিশ্লেষক প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের জন্য ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন তৈরি করত। সেসবের নব্বই ভাগই স্টেট ডিপার্টমেন্টের রেকর্ডের জন্য নতুন করে লেখা হতো। বাকি সব ছিল গুরুত্বহীন ধারাভাষ্য।

যুদ্ধের মঞ্চে সিআইএ'র মিত্র ছিল দুই দুর্নীতিবাজ নেতার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস। একটা দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সিংম্যান রি'র, অন্যটা চিয়াং কাই শেকের। কারও মধ্যে বিশ্বস্ততা বলে কিছু ছিল না। প্রথমবার দুই দেশের রাজধানী, সিউল ও তাইপে-তে পা রাখামাত্র সিআইএ অফিসাররা ভয়াবহ রকম ধাক্কা খায়। এর কারণ ছিল সর্বত্র মানুষের বিষ্ঠার উৎকট গন্ধ। সার হিসেবে ফসলের মাঠে বিষ্ঠা ব্যবহার করা হত বলে এই দুর্গন্ধ। কোথাও বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ভালো ছিল না।

ওই অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে বন্ধুবেশী অসৎ লোকের পাল্লায় পড়ে নাকানিচোবানি খাওয়া, কমিউনিস্টদের ফাঁদে পড়া, বিশ্বস্ত সূত্রের অভাবে টাকার বিনিময়ে বানোয়াট ইন্টেলিজেন্স কিনে কঠিন বিপদসহ নানান সমস্যায় পড়তে হয়ে সিআইএকে। কোরিয়া যুদ্ধের সময় পালিয়ে আসা চীনা রিফিউজিদের কাছ থেকে সিআইএ ইন্টেলিজেন্সের নামে গাদা গাদা জঞ্জাল কিনে আরেক ঝামেলায় পড়ে। এজেন্সির তখনকার হং কং স্টেশন চিফ, ফ্রেড স্কালথিসের ছয় বছর লেগে যায় ওই জঞ্জালের মধ্যে থেকে 'তথ্য' খুঁজে বের করতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিক থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত দূর প্রাচ্যে গোপন খবরা-খবর পাওয়ার সত্যিকারের সূত্র ছিল আমেরিকান সিগন্যালস ইন্টেলিজেন্স। মস্কো আর দূর প্রাচ্যের (পরবর্তীতে উত্তর কোরিয়া) মধ্যে বিনিময় হওয়া বার্তা, ইশতেহার প্রভৃতি ইন্টারসেপ্ট করতে এবং সেসবের কোড ভাঙার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সফল ছিল তারা। তারপর বার্তার আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম ইল সুং তাঁর মিত্র স্ট্যালিন ও মাও জে দংয়ের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রমণ চালানোর ইচ্ছে নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তখনই রাশিয়া, চীন ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যেকার মিলিটারি পরিকল্পনা নিয়ে এতদিন ধরে চলে আসা বার্তা চালাচালি হঠাৎ করে থেমে যায়। বুঝতে বাকি থাকে না অন্য কোনো পন্থায় কাজটা

চলছে ঠিকই, কিন্তু আমেরিকান সিগন্যালস ইন্টেলিজেন্স ধরতে পারছে না।

পেন্টাগন থেকে ঢিল ছোঁড়ার দূরত্বে পুরনো এক গার্লস স্কুলকে 'আর্লিংটন হল'-এ রূপান্তরিত করে সেটাকে আমেরিকার কোডব্রেকারদের নার্ভ সেন্টার করা হয়েছিল। হঠাৎ করে জানা গেল সোভিয়েত স্পাই পেনিট্রেট করেছে সেখানে। তার নাম উইলিয়াম উলফ ওয়েজব্যান্ড। ভাঙা ভাঙা রাশিয়ান মেসেজ ইংরেজিতে অনুবাদ করত লোকটা। '৩০-এর দশকেই সবার অজান্তে তাকে কিনে নিয়েছিল মস্কো। সময় বুঝে ছোবল মেরেছে ওয়েজব্যান্ড। সোভিয়েত সিক্রেট ডেসপ্যাচের আঁটি ভেঙে শাঁস খাওয়ার দাঁত ভেঙে দিয়েছে আমেরিকার।

জেনারেল ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ বুঝতে পারলেন গুরুতর কিছু একটা সমস্যা ঘটে গেছে 'আর্লিংটন হল'-এ। হোয়াইট হাউজকে সতর্ক করেন তিনি। এরপর এনএসএ বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির সৃষ্টি হয়। সিআইএ'র আকার ও ক্ষমতা কমে যায়। প্রায় আধা শতাব্দী পর ওয়েজব্যান্ড কেস সম্পর্কে এনএসএ'র মন্তব্য পাওয়া যায় ডিক্লাসিফাইড ডকুমেন্টে : 'এ দেশের ইতিহাসে ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুতর লোকসানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওয়েজব্যান্ড।'

'কোনো হুমকি নেই!'

১৯৫০ সালের ১১ অক্টোবর ট্রুম্যান ওয়েক আইল্যান্ডে পৌঁছান। সিআইএ তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলে, 'এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য আলামত দেখা যায়নি যাতে বোঝা যায় চীনা কমিউনিস্টরা কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে পারে।'

এজেন্সি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় তার তিন সদস্যের টোকিও স্টেশনের দুটো সতর্ক সংকেত অগ্রাহ্য করে। প্রথম বার্তায় টোকিও চিফ, জর্জ অরেল রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন মাঞ্চুরিয়ার এক চীনা ন্যাশনালিস্ট অফিসার তাঁকে জানিয়েছে, মাও জে দং কোরিয়া সীমান্তে ৩ লাখ সৈন্য মোতায়েন করেছেন। তারপর এজেন্সির তাইওয়ান স্টেশন চিফ, বিল ডুগান জানায় চিকমরা (চীনা কমিউনিস্ট) খুব শীঘ্রি উত্তর কোরিয়ায় ঢুকতে যাচ্ছে। এর কোনোটাকেই পাত্তা দেয়নি এজেন্সি।

জেনারেল ম্যাকআর্থার একেবারেই বিশ্বাস করেননি এ সতর্কবাণী। উল্টে ডুগানকে গ্রেফতার করার হুমকি দেন তিনি। নিজের শক্তি সংহত করার কোনো পদক্ষেপও নেননি জেনারেল, বিরতিহীন এগিয়ে যেতে থাকেন উত্তর কোরিয়ার আরও গভীরের দিকে। ওদিকে এজেন্সিও খবরটা ট্রুম্যানের কান পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেনি।

তারা বরং প্রেসিডেন্টকে বারবার আশ্বস্ত করে, উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। চীন যুদ্ধে নাক গলালেও সেটা সীমিত পর্যায়ে থাকবে। বিশেষ কিছু করবে না। ১৮ অক্টোবর ডগলাস ম্যাকআর্থারের বাহিনী উত্তরে, ইয়ালু নদী ও চীনের বর্ডারের দিকে এগোতে শুরু করে। এদিকে সিআইএ রিপোর্ট করে—'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও উত্তর কোরিয়া আলোচনা ব্যর্থ।' দু'দিন পর ২০ অক্টোবর সিআইএ'র আরেক রিপোর্ট বলা হয়, 'চীনা বাহিনী ইয়ালু নদীর ওপর নির্মিত তাদের বড় একটা হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উত্তরে গেছে।'

২৮ তারিখে এজেন্সি হোয়াইট হাউজকে জানায়, চীনা 'ট্রুপ' আসলে 'ট্রুপ' নয়, বিচ্ছিন্ন ভলান্টিয়ার। এর একদিন পর, ৩০ অক্টোবর আমেরিকান বাহিনী আক্রান্ত হয়। প্রচুর হতাহত হয়। আবারও সিআইএ নিশ্চয়তা দেয় বড়ো ধরনের কিছু করবে না চীনারা। কিছুদিন পর সিআইএ'-র চীনা বলতে ও বুঝতে সক্ষম অফিসাররা ম্যাকআর্থারের বাহিনীর হাতে আটক হওয়া কিছু চীনা বন্দিকে জেরা করে নিশ্চিত হয় যে, তারা মোটেই ভলান্টিয়ার নয়। মাও জে দংয়ের খোদ গণমুক্তি ফৌজের সদস্য। তারপরও সিআইএ নিশ্চয়তা দিতে থাকে চীনাদের আক্রমণের ভয় নেই।

দুই দিন পর, ৩ লাখ সদস্যের গণমুক্তি ফৌজ ম্যাকআর্থারের বাহিনীর ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের ভয়াবহ, নৃশংস আক্রমণের মুখে পিছু হটতে হটতে একেবারে সাগরে গিয়ে পড়ার দশা হয় ম্যাকআর্থারের বাহিনীর। সেটাই ছিল কোনো আমেরিকান বাহিনীর লঙ্গেস্ট রিট্রিট। দীর্ঘতম পিছু হটা।

ফলাফল: বাইরের বিশ্বের কোনো যুদ্ধে আমেরিকার প্রথম ও শোচনীয় পরাজয় এবং কোরিয়ার বিভক্তি।

খবর শুনে বিডেল স্মিথ রীতিমত হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন, জাতিকে যেকোনো ধরনের 'মিলিটারি সারপ্রাইজ' থেকে আগলে রাখার দায়িত্ব সিআইএ'র। কিন্তু এজেন্সি প্রতিটা ভবিষ্যদ্বাণী পড়ার ক্ষেত্রেই ভুল করে চলেছে। সোভিয়েত আণবিক বোমা, কোরিয়া যুদ্ধ, চীনের আক্রমণ।

১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে ট্রুম্যান দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে অবসরে যাওয়া জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে অ্যাকটিভ ডিউটিতে ফিরে আসার আহ্বান জানান। বিডেল স্মিথ শুরু করেন তাঁর ব্যক্তিগত যুদ্ধ, সিআইএকে পুরোপুরি পেশাদার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার। কিন্তু সবকিছুর আগে ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, এমন একজনকে খুঁজতে থাকেন তিনি।

একটা নামই খুঁজে পেলেন জেনারেল।

১৯৫১ সালের ৪ জানুয়ারি বাস্তবতার কাছে মাথা নত করেন তিনি, অ্যালেন ডালেসকে এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর অব প্ল্যানিং পদে নিয়োগ দেন। আসলে তিনি ছিলেন চিফ অব কভার্ট অপারেশনস। কিন্তু অল্পদিনেই প্রমাণ হয়ে গেল দু'জনের বনিবনা হয় না। বিষয়টা হেড অফিসে সবার আগে চোখে পড়ে টম পোলগারের।

'স্পষ্ট বোঝা যায় বিডেল মোটেই পছন্দ করেন না ডালেসকে,' বলেছেন তিনি। 'কেন, সেটাও সহজেই বোঝা যায়। একজন আর্মি অফিসার অর্ডার পেলে তা পালন করে অভ্যস্ত। কিন্তু লইয়ার ফাঁক খুঁজবে কাজ না করে বেরিয়ে যাওয়ার। আর সিআইএ'তে অর্ডার হলো আলোচনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পয়েন্ট।'

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে উইজনারের অপারেশনের সংখ্যা কম করেও পাঁচ গুণ বেড়ে গেল। বিডেল স্মিথ ভবলেন এ ধরনের মিশন পরিচালনা করার উপযুক্ত কোনো স্ট্রাটেজি আমেরিকার নেই। তিনি প্রেসিডেন্ট ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে প্রশ্ন রাখেন: পূর্ব ইওরোপের কোনো সশস্ত্র বিদ্রোহকে কি এজেন্সির সমর্থন জানাতেই হবে? চীনে? অথবা রাশিয়ায়?

পেন্টাগন আর স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে জবাব আসে: হ্যাঁ। দেশের স্বার্থে বিদ্রোহ ছাড়া আরও বড়ো কিছু থাকলে তাকেও সমর্থন জানাতে হবে। জেনারেল ভেবে পান না কিভাবে। ওদিকে উইজনার প্রতি মাসে দলে দলে কলেজ ছাত্র রিক্রুট করছেন। কমান্ডো স্কুলে তাদেরকে কয়েক সপ্তাহের ট্রেইনিং দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কয়েক মাসের জন্য। কিছুদিন পর তাদেরকে ফিরিয়ে এনে আবার একদল নতুন রিক্রুটকে তাদের জায়গায় পাঠান।

কোনোরকম পেশাদারী প্রশিক্ষণ ছাড়াই এভাবে বিশ্বব্যাপী কাজ করার উপযোগী মিলিটারি মেশিন নির্মাণে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। যার নেই কোনো লজিস্টিকস, নেই নিজস্ব কমিউনিকেশনস সিস্টেম। ডিরেক্টর নিজের ডেস্কে বসে দেখে যেতে লাগলেন, ক্র্যাকার্স আর ভুট্টার পরিজ খেতে খেতে। পাকস্থলীর অপারেশনের পর এসব খেয়েই আছেন তিনি। মনের মধ্যে রাগ আর হতাশার জট।

তাঁর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর বিল জ্যাকসন হতাশা থেকে পদত্যাগ করেছেন। যাওয়ার সময় বলেছেন, সিআইএর অপারেশন অসম্ভব রকম জট পাকিয়ে গেছে। এখন ডালেসকে ডেপুটি ডিরেক্টর ও উইজনারকে চিফ অব কভার্ট অপারেশনস করা ছাড়া তাঁর কোনো উপায় নেই। কিন্তু যখন তাঁর আমলের এজেন্সির প্রথম বাজেট চোখে পড়ল, চোখ চড়কগাছ হয়ে গেল বিডেল

স্মিথের। ৫৮৭ মিলিয়ন ডলার দাবি করেছে দু'জনে মিলে। ১৯৪৮ সালের সার্বিক বাজেটের তুলনায় ১১ গুণ বেশি! তার মধ্যে কভার্ট অপারেশনের জন্য উইজনার একাই চেয়েছেন ৪শ মিলিয়নের বেশি। এসপিওনাজ ও অ্যানালিসিসের বাজেটের তিন গুণ বেশি।

রাগে ফুঁসে উঠলেন জেনারেল। সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি হিসেবে এটা সিআইএ'র জন্য দূরাগত বিপদসংকেত। এ অবস্থা চলতে থাকলে একদিন এজেন্সির অপারেশনাল লেজ ইন্টেলিজেন্স কুকুরকে নাড়াবে। প্রয়োজনীয় ইন্টেলিজেন্স চর্চা অবহেলিত হবে। সবাই বাধ্য হবে অপারেশনের পিছনে ছুটতে।' এই সময় তাঁর সন্দেহ হয় ডালেস ও উইজনার তাঁর কাছ থেকে কিছু একটা লুকাচ্ছে।

২০০২ সালে ডিক্লাসিফাইড হওয়া এ সম্পর্কিত ডকুমেন্টে দেখা যায়, সন্দেহ হওয়ার পর থেকেই এজেন্সির রোজকার মিটিংয়ে প্রতিদিনই তিনি এই দুই ডেপুটি ডিরেক্টরকে ক্রস-একজামিন করতেন। জানতে চাইতেন দেশের বাইরে কোথায় কি ঘটছে। কখনও দায়সারা জবাব দেয়া হতো। কখনও মুখ বুজে থাকতেন তাঁরা। জেনারেল তাঁদেরকে সতর্ক করতেন, কেউ যেন কিছু চেপে না রাখে, বা কোনো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বা মারাত্মক ভুল ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা না করে।

বিডেল স্মিথ তাঁদের নির্দেশ দেন, যার যার প্যারামিলিটারি মিশনের যাবতীয় তথ্য তাঁকে লিখিতভাবে জানাতে। সেগুলোর নাম, বর্ণনা, উদ্দেশ্য এবং আনুমানিক ব্যয় ইত্যাদি। কেউ মানেনি ডিরেক্টরের নির্দেশ। ফলে এক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন ডিরেক্টর। এ প্রসঙ্গে তাঁর এনএসসি'র ব্যক্তিগত স্টাফ, লুডওয়েল লি মন্টাগিউ লিখেছেন: 'তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, ডালেস আর উইজনার হয়তো না বুঝে সিআইএ'কে কঠিন কোনো বিপদে ফেলতে যাচ্ছে। হয়তো দেশের বাইরে কিছু একটা ঘটিয়েছে তারা যা দেশের মানুষ জেনে যাবে।'

'কেউ ফিরে আসেনি'

কোরিয়া যুদ্ধের ওপর সংরক্ষিত সিআইএ'র ডিক্লাসিফাইড ইতিহাস পড়লে জানা যাবে বিডেল স্মিথের ভয় অমূলক ছিল না। তাতে বলা আছে : 'এজেন্সির প্যারামিলিটারি অপারেশন কেবল অকাজেরই ছিল না, বরং সেসবে যে হারে টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে আর মানুষ মারা গেছে, তাতে গোটা বিষয়টা কঠোর তিরস্কারযোগ্যও ছিল। যুদ্ধের সময় হাজার হাজার চীনা ও দক্ষিণ কোরিয়ান এজেন্ট রিক্রুট করে উত্তর কোরিয়ায় নিয়ে ড্রপ করেছে এজেন্সি, কিন্তু তাদের কেউ ফিরে আসেনি।

ফলে শেষ পর্যন্ত অর্জন যা হয়েছে, সেই তুলনায় এসবের পিছনে ব্যয় করা সময়, খরচ আর প্রাণহানীর পরিমাণের বিষয়টি কোনোদিক থেকেই তার সাথে তুলনা করার মতো নয়। আসলে এ থেকে কিছুই অর্জিত হয়নি। প্যারামিলিটারি অপারেশনে বেশুমার প্রাণহানী ছাড়াও আরও শত শত চীনা এজেন্টের মরেছে স্থল, আকাশ ও সাগরপথে কোরিয়া মেইনল্যান্ডে অপারেশন চালাতে গিয়ে। তাদের বেশিরভাগকেই পাঠানো হয়েছিল ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের জন্য। অস্তিত্বই নেই এমন সমস্ত সাপ্লাই আর কাল্পনিক রেজিস্ট্যান্স গ্রুপের সাথে যোগ দেয়ার জন্য।

পিটার সিচেলের মুখে শোনা গেছে কিছু ঘটনা। কেরিয়া যুদ্ধের পরে এজেন্সির হং কং চিফ হন তিনি। এসব ব্যর্থতা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ওগুলো ছিল সুইসাইড মিশন। স্রেফ সুইসাইড মিশন। একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীন। ষাটের দশকেও চলেছে ওসব। দলে দলে এজেন্ট পাঠানো হতো ছায়াকে তাড়া করতে।'

যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় উইজনার কোরিয়ায় এজেন্সির নতুন রিক্রুট এক হাজার অফিসার ও তাইওয়ানে তিনশ অফিসার পাঠান। তাদের ওপর নির্দেশ থাকে কোরিয়ানদেরকে কমিউনিস্ট মাও জে দংয়ের দুর্গে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে হবে। এবং তাইওয়ানিরা চেষ্টা করবে কিম ইল সুংয়ের মিলিটারি প্রশাসনে অনুপ্রবেশ করতে। সিআইএ এতগুলো মানুষকে যুদ্ধে ঠেলে দেয় অপ্রতুল ট্রেইনিং দিয়ে। তেমন কোনো প্রস্তুতিও ছিল না তাদের।

এর মধ্যে একজনের নাম ডোনাল্ড গ্রেগ। উইলিয়ামস কলেজ থেকে সবে পাশ করে বেরিয়েছেন। যুদ্ধ যখন বাধে, তখন তাঁর প্রথম চিন্তা ছিলঃ 'হয়্যার দ্য হেল ইজ কোরিয়া (কোরিয়া কোন জাহান্নামে)?'

প্যারামিলিটারি অপারেশনের ওপর ক্র্যাশ কোর্স করিয়ে ডোনাল্ড গ্রেগকে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে সিআইএ'র এক নতুন আউটপোস্টে নিয়োগ দেয়া হয়। উইজনার ২৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে সাইপান নামের এক দ্বীপে একটা কভার্ট অপারেশনস ঘাঁটি তৈরি করতে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃতদের হাড়গোড়ে বোঝাই সাইপান ছিল সিআইএ'র প্যারামিলিটারি মিশনের ট্রেইনিং ক্যাম্প।

সেখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে এজেন্টদের চীন, কোরিয়া, তিব্বত আর ভিয়েতনামে পাঠানো হতো। রিফিউজি ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করে আনা কিছু কঠোর স্বভাবের কোরিয়ান খামার কর্মচারী নিয়ে ছিল ডোনাল্ড গ্রেগের টিম। তারা সাহসী ছিল, কিন্তু শৃঙ্খলা বলে কিছু জানত না। ইংরেজি একেবারেই জানত না। সিআইএ তাদেরকে বলতে গেলে ধরেবেঁধে এজেন্ট বানাতে চেয়েছিল। তাদেরকে নিয়ে যেমন-তেমনভাবে প্ল্যান করা মিশনে অংশ নেন গ্রেগ। যেগুলোর অর্জন সামান্য হলেও তাঁর রোস্টারে মৃতের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েছে।

সিআইএ'র দূর প্রাচ্য ডিভিশনে একটা একটা করে র‍্যাঙ্ক পেরিয়ে এক সময়

এজেন্সির সিউল স্টেশন চিফ হন গ্রেগ। তারপর দক্ষিণ কোরিয়ায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হন। সবশেষে উন্নীত হন রিগ্যানের ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডাব্লিউ বুশের চিফ ন্যাশানল সিকিউরিটি এইড পদে। কিন্তু তরুণ বয়সের সেই কঠিন দিনগুলোর স্মৃতি কখনও ভুলতে পারেননি তিনি।

'আমরা ওএসএস'র পথ অনুসরণ করি,' বলেন ডোনাল্ড বা ডন গ্রেগ। 'কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে লড়ছিলাম, তাদের নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ছিল না। অথচ আমি জানতাম না আমরা কি করতে যাচ্ছি। সুপিরিয়র অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি? তিনি জবাব দেননি। তারাও আসলে জানতো না কোন মিশনে চলেছি আমরা। হঠকারিতা ছিল সেসব। আমরা চীনা ও কোরিয়ানদেরকে প্রশিক্ষণ দিতাম। তাদের সাথে আরও অনেক অদ্ভুত ধরনের মানুষ থাকত। কোরিয়ানদের উত্তর কোরিয়ায় ড্রপ করতাম আমরা, চীনাদেরকে চীনের ঠিক কোরিয়ার উত্তর বর্ডারঘেঁষা অংশে ড্রপ করতাম। আমরা কেবল ড্রপই করে গিয়েছি। কিন্তু কখনও কারও তরফ থেকে কোনো প্রতিউত্তর পাইনি।'

গ্রেগ এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'শুরুর দিকে আমাদের ইওরোপের রেকর্ড মন্দ ছিল। এশিয়ার রেকর্ড মন্দ ছিল। সার্বিক রেকর্ড ছিল বাজে। এজেন্সি যখন ক্ষমতার শীর্ষে ছিল, তখন তার বাক্সে খ্যাতি হয়তো অনেক ছিল। কিন্তু কর্মকাণ্ডের রেকর্ড ছিল ভয়াবহরকম শোচনীয়।'

'সিআইএ প্রতারিত হয়েছিল'

শত্রুর পাতা ভুয়া ইনফর্মেশনের ফাঁদে উইজনার যেন পা দিয়ে না বসেন, সে জন্য তাঁকে বারবার সতর্ক করেছিলেন বিডেল স্মিথ। কিন্তু উইজনারের অধীনের কিছু অফিসারই ছিল ভুয়া ইনফর্মেশনের স্রষ্টা। বিশেষ করে স্টেশন চিফ এবং যাকে কোরিয়ার চিফ অব অপারেশনস করে পাঠানো হয়েছিল, সেই লোক।

১৯৫১ সালের মার্চ, এপ্রিল ও মে, এই তিন মাসে ১২ শ নির্বাসিত উত্তর কোরিয়ান পুসান হারবারের ইয়ং-ডো দ্বীপে সাবেক ওএসএস এজেন্ট, হ্যানস টফট-এর নেতৃত্বে সমবেত হয়। শত্রুর চেয়ে নিজের উর্দ্ধতন অফিসারদেরকে ধাঁধায় ফেলায় বেশি পারদর্শী ছিল টফট। নির্বাসিতদের নিয়ে তিনটা ব্রিগেড গঠন করে সে—হোয়াইট টাইগার, ইয়েলো ড্রাগন এবং ব্লু ড্রাগন। তাদের মিশন ছিল: ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিং ইনফিলট্রেটর্স, গেরিলা ওয়ারফেয়ার স্কোয়াড এবং ভূপাতিত আমেরিকান পাইলট ও ক্রুদের উদ্ধারের জন্য এস্কেপ-অ্যান্ড-ইভেশন। সেগুলোর অধীনে চুয়াল্লিশটা গেরিলা টিম গঠিত হয়।

সে বছরই এপ্রিলের শেষদিকে হোয়াইট টাইগারের ১০৪ জন সদস্যকে উত্তর কোরিয়ার উপকূলে প্যারাড্রপ করা হয়—ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিঙের জন্য। সাথে রিইনফোর্স হিসেবে আরও ৩৬ জন ছিল। তার চার মাস পর কোরিয়া ছেড়ে যায় টফ্‌ট। তবে তার আগে নিজের ব্রিগেডের 'কীর্তি' সম্পর্কে জায়গামত রিপোর্ট পাঠাতে ভুল করেনি সে। নভেম্বর নাগাদ ইনফিলট্রেট করা সবাই ধরা পড়ে গিয়েছিল। কারও ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু হয়, বাকিরা নিখোঁজ হয়। ব্লু ড্রাগন আর ইয়েলো ড্রাগনেরও একই পরিণতি হয়। যারা ধরা পড়ে, তাদেরকে দিয়ে আমেরিকান কেস অফিসারদেরকে নানান ভুয়া রেডিও মেসেজ পাঠাতে বাধ্য করে উত্তর কোরিয়ানরা, তারপর নির্মমভাবে হত্যা করে। গেরিলাদের কেউই জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারেনি। এস্কেপ-অ্যান্ড-ইভেশন স্কোয়াডের সবাই সীমান্তের ওপাশে গিয়ে হয় নিখোঁজ হয়ে যায়, নয়ত নির্মমভাবে নিহত হয়।

১৯৫২ সালের গ্রীষ্মে ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের অফিসাররা দেড় হাজারেরও বেশি কোরিয়ান এজেন্টকে উত্তর কোরিয়ায় ড্রপ করে। তারা উত্তর কোরিয়া আর চীনের যৌথ মিলিটারি মুভমেন্ট সম্পর্কে সিআইএ'র কাছে বন্যার তোড়ের মত মেসেজ পাঠাতে থাকে। সে সময় এজেন্সির সিউল চিফ ছিলেন আলবার্ট আর. হ্যানি। আর্মি কর্নেল ছিলেন তিনি। যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তেমনি বাচাল। খোলামেলা বড়াই করে বেড়াতেন এই বলে যে, তাঁর অধীনে হাজার হাজার এজেন্ট গেরিলা আর ইন্টেলিজেন্স মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। আরও বলতেন তিনি নিজে শতশত কোরিয়ানকে রিক্রুট করেছেন, তাদের ট্রেইনিং দিয়েছেন। আমেরিকান সহকর্মীরা তাঁকে একটা বিপজ্জনক গর্দভ ভাবতেন। সিউলে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার, উইলিয়াম ডাব্লিউ টমাস জুনিয়রের সন্দেহ ছিল হ্যানির অধীনে যতো লোক কাজ করে, তাদের বেশিরভাগকেই বিপক্ষ শিবির নিয়ন্ত্রণ করে।

কথাটা জন লিমন্ড হার্টের বেলায়ও খাটে। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে সিউলে হ্যানির জায়গায় চিফ অব স্টেশন হন তিনি। এজেন্সিতে চাকরি হওয়ার প্রথম চার বছর তিনি ইওরোপে চাকরি করেছেন। সে সময় ইন্টেলিজেন্সের নামে ধোঁকাবাজি ও ডিজইনফর্মেশনের কারবার এবং তার ক্ষতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয় হার্টের। এতে কি ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়, তিনি জানেন। তাই সিউলে কাজে যোগ দিয়েই পূর্বসূরীর 'অলৌকিক কর্মকাণ্ড ও ব্যাপক অর্জনে' চোখ বোলাবেন ঠিক করেন।

দেখা গেল আলবার্ট আর. হ্যানি দুইশোর বেশি সিআইএ অফিসারকে সিউলে পরিচালনা করেছেন, অথচ তাদের কেউ কোরিয়ান জানে না। এজেন্সিকে তাই নির্ভর করতে হতো রিক্রুট করা স্থানীয় এজেন্টদের ওপর। তারাই উত্তর কোরিয়ায় সিআইএ'র গেরিলা অপারেশন, ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিং মিশন ইত্যাদির খবরদারি

করত। তিন মাস পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার পর লিমন্ড হার্ট নিশ্চিত হন, উত্তরাধিকার সূত্রে যে সমস্ত কোরিয়ানের বস্ হয়েছেন তিনি, তাদের প্রায় সবাই নিজ নিজ 'কীর্তির' রিপোর্ট হয় নিজেরা বানিয়ে জমা দিয়েছে, নয়ত সবাই নিজেদেরকে কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আঠারো মাস যাবত সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সে যে সমস্ত রিপোর্ট গেছে সিউল থেকে, তার প্রত্যেকটাই বানোয়াট।

আরও আবিষ্কার করেন, হ্যানি যতজন গুরুত্বপূর্ণ কোরিয়ান এজেন্টকে নিয়োগ দিয়ে গেছেন, তারা প্রত্যেকে সিআইএ'র অস্বাভাবিক মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খুব সুখে-শান্তিতেই ছিল। যদিও সেই টাকা পাঠানো হয়েছিল উত্তর কোরিয়ায় কর্মরত এজেন্সির 'মূল্যবান অ্যাসেটদের' জন্য। তারা যে সমস্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তার সব ক'টাই এসেছে আমাদের শত্রুর কাছ থেকে।

কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক বছর পর সিআইএ'র হেড কোয়ার্টার্স স্বীকার করে নেয় যে, হার্ট ঠিকই বলেছেন। যুদ্ধের সময় উত্তর কোরিয়ার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যতো 'সিক্রেট ইনফর্মেশন' এজেন্সি পেয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই উত্তর কোরিয়া ও চীনা সিকিউরিটি সার্ভিসের 'তৈরি করা'। এসব কাল্পনিক ইন্টেলিজেন্সই দিনের পর দিন পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউজকে গেলানো হয়েছে। উত্তর কোরিয়ায় সিআইএ পরিচালিত প্রতিটা প্যারামিলিটারি অপারেশন ইনফিলট্রেশন আর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

নিজেকে অসহায় মনে হতে থাকে জন লিমন্ডের। কাজেই যতক্ষণ না এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার কোনো উপায় করা যায়, ততক্ষণ হেড কোয়ার্টার্সকে সমস্ত অপারেশন বন্ধ রাখতে অনুরোধ করেন তিনি। যে ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে শত্রুর পেনিট্রেশন ঘটেছে, সেটা থাকার চেয়ে না থাকাই নিরাপদ। তাঁর অনুরোধের জবাবে বিডেল স্মিথ এক দূতকে সিউলে পাঠান তাঁর বার্তা নিয়ে। তাতে তিনি বলেন: 'সিআইএ একটা নতুন প্রতিষ্ঠান। তার চেহারা-সুরত এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই অবস্থায় সেটা হাত গুটিয়ে নিলে সরকারের অন্যান্য শাখা; বিশেষ করে আমেরিকান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস অগ্রণী হয়ে উত্তর কোরিয়া থেকে ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের চেষ্টায় লাগতে পারে।'

দূতটি ছিলেন এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর লফটাস বেকার। '৫২ সালের নভেম্বরে বিডেল স্মিথ তাঁকে এশিয়ার দেশে দেশে সিআইএ'র কাজকর্ম কেমন চলছে, তা দেখে আসতে পাঠিয়েছিলেন। বেকার সফর শেষ করে এসেই চাকরি ছেড়ে দেন। কারণ তাঁর মতে এশিয়া অঞ্চলের পরিস্থিতি ছিল একেবারেই 'হোপলেস।' তাছাড়া দূর প্রাচ্যে সিআইএ'র ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করার যে সামর্থ্য,

তা একেবারেই উল্লেখ করার মতো ছিল না। পদত্যাগপত্র জমা দেয়ার আগে ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের সাথে দেখা করেন তিনি। বলেন: 'গোপন অপারেশন জানাজানি হয়ে যাওয়ার মানে সাফল্যের অভাব আছে। এরকম ঘটনা প্রচুর ঘটেছে সেখানে।'

হার্টের রিপোর্ট আর হ্যানির প্রতারণাকে কবর দিয়ে ফেলা হয়। এজেন্সি একটা অ্যামবুশে পড়েছিল। পরে সেটাকে উপস্থাপন করা হয় স্ট্রাটেজিক ম্যানিউভার বা কৌশলগত অভিযান হিসেবে। অ্যালেন ডালেস কংগ্রেস সদস্যদের উদ্দেশে বলেন: 'সিআইএ'কে উত্তর কোরিয়ায় অনেকগুলো প্রতিরোধের মোকাবেলা করতে হয়েছে।' উইজনারের প্যারামিলিটারি অপারেশনস ডিরেক্টর, এয়ার ফোর্স কর্নেল জেমস জি. এল. কেলিস বলেন: যে সময় ডালেসকে সতর্ক করা হয় উত্তর কোরিয়ায় 'সিআইএ'র গেরিলারা শত্রুর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে,' আসলে 'সে সময় সিআইএ'র ওরকম কিছু ছিলই না,' এবং 'সিআইএ'র সাথে প্রতারণা করা হয়েছে।' কোরিয়া যুদ্ধ শেষে কেলিস সে চিঠি হোয়াইট হাউজে পাঠিয়ে দেন।

ব্যর্থতাকে সাফল্য বলে উপস্থাপন করা ক্রমে সিআইএ'র ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়। ভুল থেকে শিক্ষা নেয়ার প্রশ্নে ইচ্ছার অভাব এজেন্সির একটা স্থায়ী ঐতিহ্যে পরিণত হয়। সিআইএ'র কভার্ট অপারেটররা কখনও 'লেসনস-লার্নেড' পাঠ লেখেননি। আজও সেখানে এরকম কিছু করার রুলস অ্যান্ড প্রসিডিওরস আছে কি না সন্দেহ।

উইজনার হেড কোয়ার্টার্সের এক মিটিংয়ে স্বীকার করেছিলেন, 'আমরা সবাই সচেতন ছিলাম যে দূরপ্রাচ্যে এজেন্সির বিভিন্ন অপারেশনের সাফল্য নিয়ে আমরা যা দাবি করতাম, সেসব বাস্তবে তার ধারেকাছেও ছিল না। আমাদের ওপর যে কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তা সফলতার সাথে পালন করার মতো উপযুক্ত লোকবলও এজেন্সির ছিল না। আবার তাদের সংখ্যা বাড়ানো অথবা তাদের কাজের মানের উন্নতি ঘটানোর মতো সময়ও আমাদের ছিল না।'

উত্তর কোরিয়ায় সিআইএ'র পেনিট্রেট করতে না পারাটা ইতিহাসের দীর্ঘকালব্যাপী ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

'কিছু মানুষকে মরতেই হবে'

সিআইএ '৫১ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সেকেন্ড ফ্রন্ট খোলে। ওদিকে উত্তর কোরিয়ার সাথে চীনের মাও জে দংও যুদ্ধে নাক গলিয়েছেন দেখে এজেন্সির চীন অপারেশন ডেস্কের অফিসাররা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁরা নিজেদেরকে বোঝান,

কুয়োমিনটাং (জাতীয়তাবাদী) নেতা চিয়াং কাই-শেকের প্রায় দশ লাখ গেরিলা লাল চীনে সিআইএ'র সাহায্যের অপেক্ষায় আছে।

এসব বানোয়াট রিপোর্ট কি হং কং-এ তৈরি হচ্ছিল? নাকি ওয়াশিংটনের কোনো উর্ব্বর মাথা থেকে বের হচ্ছিল? মাও জে দংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার জন্য ট্রুম্যানকে প্ররোচিত করা কি সিআইএ'র বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছিল? 'এমন কোনো স্বীকৃত অধিকার আপনাদের নেই যাতে আপনারা দেশকে এরকম এক যুদ্ধে জড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন,' ডালেস আর উইজনারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন বিডেল স্মিথ। 'চিয়াং কাই-শেক প্রশ্নে আমাদের কোনো পলিসিই নেই।'

কিন্তু ডালেস আর উইজনার দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। কমিউনিস্ট চীনে প্যারাজাম্প করতে আগ্রহী আমেরিকানদের নাম তালিকাভুক্তির কাজ শুরু করে দেন তাঁরা। তাদের এক রিক্রুট ছিল পল ক্রেইসবার্গ। এজেন্সিতে যোগ দিতে খুবই আগ্রহী ছিল সে। তার আগ্রহ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে একটা কঠিন মিশন দেয়া হয় তাকে। বলা হয়, জিচুয়ান প্রদেশে প্যারাজাম্প করতে হবে। সেখানকার পার্বত্য অঞ্চলে অনেক কুয়োমিনটাং সৈন্য গা ঢাকা দিয়ে আছে, তাদেরকে সংগঠিত করে নির্দিষ্ট কয়েকটা অপারেশন চালাতে হবে। তারপর এক্সফিলট্রেট করতে বা বেরিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে বার্মা (বর্তমানের মিয়ানমার) হয়ে। 'আপনি রাজি আছেন?' দায়িত্ব ব্যাখ্যা করার পর প্রশ্ন করা হয় তাকে। ক্রেইসবার্গ চিন্তা-ভাবনার পর স্টেট ডিপার্টমেন্টে যোগ দেয়।

দেশী স্বেচ্ছাসেবকের অভাবে শত শত চীনাকে রিক্রুট করে মেইনল্যান্ডে ড্রপ করে সিআইএ। অনেক সময় অন্ধের মতো, কোথায় ফেলা হচ্ছে সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল ধারে কাছে কোনো গ্রাম খুঁজে নিয়ে সেখানে গা ঢাকা দেয়ার। যখন তাদের খোঁজ পাওয়া যেতো না, তখন হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর নামের পাশে লেখা হতো কভার্ট অপারেশনের বলি।

পরে সিআইএ ঠিক করে তারা মাও জে দংকে মুসলমান ঘোড় সওয়ার বাহিনীর সাহায্যে দমন করতে পারবে। চীনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের হুই গোত্রের ছিল এই বাহিনী। নেতার নাম মা পু-ফাং। চীনের জাতীয়তাবাদী শক্তির সাথে রাজনৈতিক সংযোগ ছিল তাদের। যেমন ভাবা তেমন কাজ। প্রথমে টনকে টন অস্ত্র আর গোলাবারুদ, রেডিও যন্ত্রপাতি প্রভৃতিসহ দলে দলে চীনা এজেন্ট রিক্রুট করে সেই অঞ্চলে নিয়ে ড্রপ করল সিআইএ। তারপর খুঁজতে শুরু করল কোন্ কোন্ আমেরিকান তাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে আগ্রহী।

এভাবে যাদের রিক্রুটের চেষ্টা করা হয়, মাইকেল ডি. কো তাদের অন্যতম। মায়ান সভ্যতার হায়রোগ্লিফিক বা দুর্বোধ্য লিপির কোড ভাঙতে পারার কৃতিত্বের

জন্য বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা প্রত্নতত্ত্ববিদের সম্মান অর্জন করেছিলেন তিনি। ১৯৫০ সালের বসন্তে হার্ভার্ডের গ্রাজুয়েট কো-র বয়স ছিল বাইশ। তাঁকে বলা হয় দুটো ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশনের মধ্যে একটার কেস অফিসার হতে। রাজি থাকলে তাঁকে চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশের মুসলমানদের সহযোগিতা পেতে প্যারাসুটে করে ওই অঞ্চলে ঝাঁপ দিতে হবে, নয়ত চীনা উপকূলের একটা দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়া হবে সেখান থেকে আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে।

মাইকেল কো পরেরটা বেছে নিয়ে ওয়েস্টার্ন এন্টারপ্রাইজের অংশ হয়ে ওঠেন। তাইওয়ানে সিআইএ'র দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হয় মাও'র গণপ্রজাতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট চীনে নাশকতামূলক হামলা চালানোর জন্য। মাইকেল কো হোয়াইট ডগ নামে ছোট্ট এক দ্বীপে আট মাস ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ইন্টেলিজেন্স অপারেশনের একমাত্র আবিষ্কার ছিল—কুয়োমিনটাং বাহিনীর কমান্ডারদের চিফ অব স্টাফ স্বয়ং একজন কমিউনিস্ট স্পাই!

যুদ্ধের শেষদিকে তাইপেতে ফিরে আসেন মাইকেল কো। দেখতে পান ওয়েস্টার্ন এন্টারপ্রাইজ তার ক্ল্যান্ডেস্টাইন চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। তাঁর সহকর্মীরা প্রায় দিন যে চীনা বেশ্যাবাড়িতে যান, তার সাথে সেটার তেমন কোনো তফাত নেই। অফিসার্স ক্লাব হয়ে গেছে সেটা। কারও মধ্যে আগের মতো কাজ করার স্পৃহা নেই। মাইকেলের মতে 'সিআইএ'র আসলে তেমন কিছু করার ছিল না সেখানে। চীনের ভেতরে কুয়োমিনটাংদের অজস্র প্রতিরোধ বাহিনী আগে থেকেই ছিল। আমরা ভুল গাছের ছাল ছাড়াতে গিয়ে কেবল সময় আর টাকার শ্রাদ্ধ করেছি।'

সিআইএ সিদ্ধান্ত নেয় কমিউনিস্ট শক্তি প্রতিরোধে চীনে একটা 'থার্ড ফোর্স' সৃষ্টি করবে। তাই '৫১ সালের এপ্রিল থেকে পরের বছরের প্রায় শেষ পর্যন্ত ২ লাখ গেরিলার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র আর গোলাগুলি কেনা বাবদ মোটামুটি ১ শ মিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়। যদিও থার্ড ফোর্স সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। প্রায় অর্ধেক টাকা-অস্ত্র চলে যায় ওকিনাওয়ার চীনা শরণার্থীদের কাছে। কারণ তারা সিআইএকে এই বলে বোকা বানিয়েছিল যে, মেইনল্যান্ডে প্রচুর অ্যান্টি-কমিউনিস্ট আছে যারা তাদের সমর্থক। তাদের জন্য অস্ত্র, টাকাকড়ি প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ওয়েস্টার্ন এন্টারপ্রাইজের পরিচালক, সাবেক ওএসএস যোদ্ধা রে পিয়ার্স বলেছিলেন, 'থার্ড ফোর্সের কোনো সদস্যকে পেলে আমি গুলি করে মারবো। বস্তায় ভরে স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশনে পাঠিয়ে দেবো।'

১৯৫২ সালের জুলাই মাসেও চীনে কাল্পনিক প্রতিরোধ বাহিনী খুঁজে ফিরছিল তারা। ওই মাসে চার সদস্যের এক চীনা গেরিলা টিমকে মাঞ্চুরিয়ায় ড্রপ করে এজেন্সি। চার মাস পর সাহায্যের জন্য রেডিও মেসেজ পাঠায় সে টিম। ওটা যে

ফাঁদ ছিল, সিআইএ টের পায় দেরিতে। দলটি আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিল। কমিউনিস্টরা তাদেরকে ওই মেসেজ পাঠাতে বাধ্য করে। মেসেজ পেয়ে রেসকিউ মিশনের ব্যবস্থা করে এজেন্সি। নতুন আবিষ্কার করা একটা ডিভাইসসহ পাঠিয়ে দেয় বিপদে পড়া টিমকে উদ্ধার করতে। সেটা ছিল স্লিং—মজবুত দড়ির ফাঁসের মতো অনেকটা, যা দিয়ে আটকে পড়া ভারী কিছু টেনে তোলা যায়।

এজেন্সির সদস্য ছিল দুই তরুণ অফিসার। ডিক ফেকটিউ ও জ্যাক ডাউনি। প্লেনে করে রেসকিউ মিশনে গিয়ে কমিউনিস্টদের শুটিং গ্যালারির মধ্যে পড়ে তারা। চাইনিজ মেশিনগানের তুমুল গুলি বৃষ্টির মধ্যে পড়ে পাইলটের মৃত্যু ঘটে। ফেকটিউকে উনিশ বছরের জেলদণ্ড দেয়া হয়। আর ইয়েল থেকে সদ্য পাস করে বের হওয়া জ্যাক ডাউনিকে খাটতে হয় বিশ বছরের বেশি। বেইজিং পরে মাঞ্চুরিয়ার স্কোরকার্ড প্রকাশ করে : সিআইএ ২১২ জন বিদেশী এজেন্ট ড্রপ করেছিল। ১১১ জনকে পাকড়াও করেছে লাল ফৌজ, বাকি ১০১ জন গুলি খেয়ে মরেছে।

কোরিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সিআইএ'র চূড়ান্ত নাটক ১৯৫১-এর শুরুর দিকে বার্মায় মঞ্চস্থ হয়। ওই সময় চীনা লাল ফৌজ জেনারেল ম্যাকআর্থারের বাহিনীকে ধাওয়া করে দক্ষিণে নিয়ে যায়। পেন্টাগনের আশা ছিল কুয়োমিনটাং বাহিনী দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলে কমিউনিস্ট বাহিনীর ধাক্কা কিছুটা সামাল দেবে। কুয়োমিনটাং জেনারেল, লি মি-র দেড় হাজার অনুসারী বার্মার উত্তরাঞ্চলে, চীনা বর্ডারের কাছে আটকা পড়ে ছিল। সেখান থেকে লি মি আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র ও সোনা (Gold) চাইলেন। সিআইএ তাদেরকে আকাশপথে থাইল্যান্ডে নিয়ে যায়। সেখানে ট্রেইনিং দেয় তাদের, অস্ত্রসজ্জিত করে, তারপর গান ও অ্যামিউনিশন প্যালেটসহ উত্তর বার্মায় ড্রপ করে (যাতে ক্ষতি না হয়, সে জন্য অস্ত্র ইত্যাদি খড়ের গাদার মধ্যে ভরে নিচে ফেলা হতো। সেই গাদাকে বলে প্যালেট)।

ডেসমন্ড ফিটজেরাল্ড চকচকে লিগ্যাল ও সোশাল ক্রেডেনশিয়াল নিয়ে নতুন এসেছে স্থানীয় এজেন্সিতে। লি মি'র অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে। কিন্তু দ্রুত প্রহসনে পরিণত হয় সেটা। তারপর ট্রাজেডিতে। লি মি বাহিনী চীনের বর্ডার অতিক্রম করতেই মাও'র সৈন্যরা গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয়। পরে সিআইএ'র এসপিওনাজ অফিসাররা আবিষ্কার করেন, লি মি'র ব্যাংকক রেডিওম্যান ছিল কমিউনিস্ট এজেন্ট। কিন্তু উইজনারের লোকেরা হাল ছাড়েনি। লি মি'র সৈন্যরা রিট্রিট করে পুনর্গঠিত হয়। ফিটজেরাল্ড অস্ত্রশস্ত্র ফেলে বার্মায় চলে যায়, কিন্তু লি মি'র লোকেরা পরে আর লড়াই করেনি। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে আফিম চাষে মন দেয় তারা। স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করে সংসারী হয়। সে ঘটনার বিশ বছর পর বার্মায় লি মি'র হেরোইন ল্যাব ধ্বংস করতে

আমেরিকাকে আরেক যুদ্ধ শুরু করতে হয়েছিল।

'আমরা যে সুযোগ হারিয়েছি, তা নিয়ে এখন আর আফসোস করে লাভ নেই, ব্যর্থতার জন্য ছুঁতো খুঁজেও লাভ নেই,' ম্যাকআর্থার পরবর্তী দূর প্রাচ্যের আমেরিকান কমান্ডার, জেনারেল ম্যাথিউ বি. রিজওয়েকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ। 'অনেক বেদনাদায়ক ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সিক্রেট অপারেশন আসলে প্রফেশনালদের কাজ। অ্যামেচারদের নয়।'

সিআইএ কোরিয়ায় দুর্যোগের মুখে পড়ে। '৫৩ সালের জুলাই মাসে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তির পর তার একটা সার-সংক্ষেপ প্রকাশ করে এজেন্সি। তাতে দক্ষিণ কোরিয়ান প্রেসিডেন্ট সিংম্যান রি-কে 'হোপলেস কেস' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বছরের পর বছর তাকে পদ থেকে হটানোর উপায় খুঁজেছে এজেন্সি। একবার ভুল করে তাঁকে মেরেই ফেলেছিল প্রায়।

ঘটনাটা ছিল এরকম : একবার এক মেঘহীন দুপুরে ইয়ং-ডো দ্বীপের উপকূল রেখার কাছ দিয়ে একটা ইয়ট যাচ্ছিল ধীরগতিতে। ইয়ং-ডো দ্বীপে আমেরিকানরা প্রশিক্ষণ দিত কোরিয়ান কমান্ডোদের। ইয়টে প্রেসিডেন্ট রি ছিলেন, বন্ধুদের সম্মানে পার্টি চলছিল তাঁর। দ্বীপের ট্রেইনিং সাইটের অফিসার বা গার্ড, কারও জানা ছিল না যে ওটায় প্রেসিডেন্ট আছেন। ইয়ট দ্বীপের কাছে আসতেই তারা সেটাকে লক্ষ্য করে গোলাগুলি শুরু করে দেয়। অবশ্য কেউ হতাহত হয়নি সে ঘটনায়।

তবে প্রেসিডেন্ট সিংম্যান রি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। তিনি সিউলে ফিরে গিয়ে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে জরুরি তলব করেন এবং নির্দেশ দেন বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকান প্যারামিলিটারি গ্রুপকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারপর স্টেশন চিফ, জন হার্টকে আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হয়। রিক্রুটিং, ট্রেইনিং, উত্তর কোরিয়ায় প্যারাসুটিং ইত্যাদি, ১৯৫৫ পর্যন্ত। এবং তাদের প্রত্যেকে, জন হার্টের জানা মতে একে একে ধরা পড়ে এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কোরিয়ার প্রতিটা ফ্রন্টে ব্যর্থ হয় এজেন্সি। সতর্ক সংকেত জানাতে ব্যর্থ হয়, বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়, তার রিক্রুট করা এজেন্টদেরকে ঠিকমত ছড়িয়ে দিতেও ব্যর্থ হয়। তার ফল হয়েছে হাজার হাজার আমেরিকান ও তাদের এশিয়ান মিত্রদের বেদনাদায়ক মৃত্যু।

এক প্রজন্ম পর আমেরিকান মিলিটারির কাছে কোরিয়ার যুদ্ধ হয়ে ওঠে 'দ্য ফরগটেন ওয়ার।' এজেন্সি নিজের মাথা থেকে দূর করে দেয় সে কলঙ্কময় ইতিহাস। অস্ত্র আর ভৌতিক গেরিলা বাহিনীর পিছনে যে ১৫২ মলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে, এক্সপেনডিচারের শিটে তা অ্যাডজাস্ট করে নেয়া হয়। কোরিয়ান যুদ্ধের ইন্টেলিজেন্স যে ভুয়া ছিল, ডাহা মিথ্যা ছিল, সেই সত্যি কথাটা গোপন করে যাওয়া

হয়েছে। তবে হাজার হাজার তাজা প্রাণ অকালে ঝরে যাওয়ার মূল্য কত পড়েছে, সে প্রশ্ন এবং তার জবাব, দুটোই অনুচ্চারিত রয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত।

দূর প্রাচ্যের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট, ডিন রাস্ক তাঁর অভিজ্ঞ চায়না হেড, জন মেলবিকে বিষয়টা খতিয়ে দেখতে বলেছিলেন। '৪০-এর দশক থেকে যারা ওই অঞ্চলে আমেরিকার হয়ে স্পাইং করত, মেলবি তাদের অনেককে সাথে নিয়ে সিআইএ'র অতীত কর্মকাণ্ডের ওপর নজর বুলিয়েছেন। পরে এ বিষয়ে রাস্ককে একটা 'ফর হিজ আইজ ওনলি' রিপোর্ট দেন মেলবি। যে করেই হোক, এজেন্সির ডিরেক্টর বিডেল স্মিথের হাতে পড়ে সেটা এবং মেলবির ডাক পড়ে সেখানে। ডেপুটি ডিরেক্টর, অ্যালেন ডালেস তখন গম্ভীর চেহারায় বসা তাঁর সামনে।

ডালেসের কাছে এশিয়া ছিল সব সময় সাইড শো। তিনি বিশ্বাস করতেন, পশ্চিমি সভ্যতা নিয়ে যুদ্ধ বাধলে তা ইওরোপেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ১৯৫২ সালের মে মাসে প্রিন্সটন ইনে এক গোপন মিটিং হয়। ২০০৩ সালে ডিক্লাসিফাইড হওয়া ট্রান্সক্রিপ্ট অনুযায়ী সে মিটিংয়ে অ্যালেন ডালেস তাঁর ক'জন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে বলেছিলেন, 'আমরা কোরিয়ায় কয়েক হাজার মানুষ হারানোর বিষয়টা যদি মেনে নিতে পারি, তাহলে লৌহ যবনিকার ওপাশে কিছু হতাহত হওয়া বা শহীদ হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু দেখি না... আমার মনে হয় না যুদ্ধে জয় হবে এবং সৈন্যদের সবাই বাড়িতে ফিরে আসবে, আপনি সেই আশায় বসে থাকবেন।

'আপনাকে কাজটা শুরু করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে। কিছু মৃত্যু আপনাকে মেনে নিতে হবে। কিছু মানুষকে মরতেই হবে।'

'বিভ্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্র'

প্রিন্সটন ইনের ওই মিটিঙে ডালেস সহকর্মীদের বলেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোকে স্ট্যালিনের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ধ্বংস করার একটা উপায় খুঁজে বের করতে। তিনি বিশ্বাস করতেন কভার্ট অ্যাকশনের মাধ্যমে কমিউনিজমের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়া সম্ভব। সিআইএ প্রস্তুত ছিল রাশিয়াকে ঠেলে-গুঁতিয়ে তার পুরনো সীমান্তে পৌঁছে দিতে।

'যদি আমাদেরকে আক্রমণে যেতে হয়, তাহলে পূর্ব ইওরোপই হবে কাজ শুরু করার শ্রেষ্ঠ জায়গা,' বলেছিলেন অ্যালেন ডালেস। 'আমি বেশি রক্ত ঝরাতে চাই না। তবে কাজ শুরু হয়েছে দেখতে চাই।'

চিপ বোহলেন সেখানে ছিলেন। তার কিছুদিন পর আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হয়ে মস্কোয় যান তিনি। প্রথম থেকেই ডালেসের সবকিছুতে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন বোহলেন। সিআইএ'র রাজনৈতিক যুদ্ধের বীজ প্রথম বপণ করা হয় তার পাঁচ বছর আগে, এক রবিবারের সাপারের সময়। সেদিনও তিনি ছিলেন। 'রাজনৈতিক যুদ্ধ বাধাতে যাচ্ছি আমরা?' জবাব পাবেন না জেনেও সেদিন ডালেসকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন বোহলেন। 'আমরা ১৯৪৬ থেকেই সে চেষ্টা করে আসছি। এরমধ্যে অনেক কিছুই ঘটেছে। তাতে কোনো ফল হয়েছে কি না, কাজ সঠিক উপায়ে হয়েছে কি না, সেটা অবশ্য আলাদা কথা। তুমি যদি প্রশ্ন করো, "আমরা কি আক্রমণ করব?" আমি তখন বিভ্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্র দেখি।'

কোরিয়া যুদ্ধ চলছে পুরোদমে। সব ক'জন জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ একদিন ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে ডেকে পাঠালেন। নির্দেশ দিলেন, সিআইএ যেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা মেজর কভার্ট অপারেশন শুরু করে। সেটার আসল লক্ষ্য থাকবে কমিউনিজমের সিস্টেম যেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, তার ঠিক কেন্দ্র। উইজনার তাঁর চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখেননি। তার আগে মার্শাল প্ল্যানে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল। আমেরিকাকে তার মিত্র দেশগুলোকে অস্ত্র সরবরাহের সুযোগ এনে দিয়েছিল সে পরিবর্তন। তিনি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটা স্টে বিহাইন্ড বা আড়ালে থাকা ফোর্স সৃষ্টির পরিকল্পনা হাতে নেন। যাতে যুদ্ধ বাধলে সবাই মিলে একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারে। এ জন্য তিনি ইওরোপের প্রায় সব দেশে বীজ বোনার কাজও করেন।

তাঁর লোকেরা প্যারাসুটে করে সমগ্র স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পার্বত্য ও বনাঞ্চল, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি আর গ্রিস, সব জায়গার লেকের পানিতে সোনার ইনগট ড্রপ করছিল অনেক দিন থেকে। সেই সাথে আসন্ন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। অন্যদিকে ইউক্রেন ও বাল্টিক এলাকার জলাভূমি আর ফুটহিলে নতুন রিক্রুট করা এজেন্টদের ড্রপ করে আসছিল তারা—নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

জার্মানিতে উইজনারের এক হাজারেরও বেশি অফিসার ছিল যারা পূর্ব বার্লিনে শুধু লিফলেট পাঠানোর কাজ করত। এক লিফলেটে পূর্ব জার্মান নেতা ওয়াল্টার উলরিখট্-এর গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো ছবি ছিল, আরেকটায় ছিল পোল্যান্ডে প্যারামিলিটারি ফোর্স পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন তিনি। এসবের মধ্যে সোভিয়েত হুমকির কোনো আভাস ছিল না। আর সোভিয়েত সাম্রাজ্যে স্যাবোটাজ ঘটানোর সহজ উপায় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সেখানে স্পাইং করা যায় কিভাবে, সে পরিকল্পনা শেষই হচ্ছিল না। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা চলছিল।

'যদি না তার কাছে দেহ-মন বাঁধা থাকে'

উইজনারের লোকজন জার্মানিতে কি কাজে ব্যস্ত বুঝতে না পেরে কিছু একটা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন অতি সতর্ক ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ। ভেবেচিন্তে নিজের খুব বিশ্বস্ত তিন-তারকা জেনারেল, লুসিয়ান কে. ট্রাসকটকে সিআইএ'র বার্লিন বেজের দায়িত্ব নিতে এবং অন্যরা কি করছে দেখার জন্য জার্মানিতে পাঠালেন তিনি। জেনারেল ট্রাসকট ছিলেন নিষ্কলঙ্ক মানুষ। অসাধারণ যুদ্ধ রেকর্ডের অধিকারী। উইজনারের কোনো স্কিম সন্দেহজনক মনে হলে তা স্থগিত করার ক্ষমতাও দেয়া হয় তাঁকে। সেখানে পৌঁছে টম পোলগারকে নিজের চিফ এইড মনোনীত করেন ট্রাসকট।

সেখানে একাধিক টাইম বোমার খোঁজ পান তিনি। তার মধ্যে একটা ছিল 'ভেরি ডার্ক সিক্রেট।' সিআইএ'র ডকুমেন্টে যেটাকে বলা হয়েছে 'ওভারসিজ ইন্টারোগেশনস প্রোগ্রাম।' এর অধীনে এজেন্সি কয়েকটা ক্ল্যান্ডেস্টাইন কয়েদখানা খুলেছে সন্দেহজনক ডাবল এজেন্টদের মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য। একটা জার্মানিতে, আরেকটা জাপানে। তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড়োটা খোলা হয়েছে পানামা খাল জোনে। 'গুয়ানতানামোর মতো,' পোলগার বলেছেন ২০০৫ সালে। 'ওখানে যা ইচ্ছে তাই করা হতো বন্দিদের নিয়ে।'

খালের তীরে বন-জঙ্গলে ভর্তি অনেকখানি জায়গা বুলডোজার দিয়ে সমান করে সেখানে নিজেদের নেভাল বেজ তৈরি করে নিয়েছিল আমেরিকা। মাতাল ও আইন ভঙ্গকারী নাবিকদের জন্য একটা প্রিজন সেল ছিল সেখানে। সেই সেলে সিআইএ

নানান কঠোর পদ্ধতিতে বন্দিদের ইন্টারোগেশন করে। দৈহিক নির্যাতন, মাদকের সাহায্যে ভারসাম্যহীন করে এবং ব্রেইন ওয়াশিংয়ের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায়ের এক্সপেরিমেন্ট চালানো হতো সেখানে।

এই প্রকল্পের শুরু ১৯৪৮ সালে, যখন জার্মানিতে রিচার্ড হেলমস ও তাঁর অফিসাররা বুঝতে পারেন ডাবল এজেন্টরা তাঁদের বোকা বানাতে চেষ্টা করছে। তবে প্রকল্প ১৯৪৮ সালে চালু হলেও সেখানে ইন্টারোগেশন পর্ব শুরু হয় ১৯৫০ সালে, কোরিয়া যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' হিসেবে। সেবারের গ্রীষ্মে পানামার তাপমাত্রা উঠেছিল প্রায় ১শ ডিগ্রিতে।

জার্মানি থেকে ধরে আনা দুই রাশিয়ান ইমিগ্র্যান্টকে মাদক ইঞ্জেক্ট করে ওই অসহ্য গরমের মধ্যে নির্দয়ভাবে জেরা করে সিআইএ। জাপানে নিজেদের মিলিটারি ঘাঁটিতে সন্দেহজনক চার উত্তর কোরিয়ান ডাবল এজেন্টের ওপরেও একই কায়দায় নির্যাতন চালায়। 'প্রজেক্ট আর্টিচোক' নামে মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করার উপায়ের খোঁজে সেখানে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে একটা গবেষণা চালিয়েছিল এজেন্সি। সেই প্রজেক্টে এই হতভাগ্যরা ছিল প্রথম মানব গিনি পিগ।

জার্মানিতে সিআইএ অনেক রাশিয়ান ও পূর্ব জার্মানকে এজেন্ট ও ইনফর্মার হিসেবে রিক্রুট করেছিল। কিন্তু পরে উভয় তরফের মধ্যে নানান কারণে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। রিক্রুটদের ভাণ্ডারে ছিলই সামান্য তথ্য। এজেন্সির কাছে সেসব প্রকাশ করে দেয়ার পর নিয়মিত রোজগারের পথ যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সে জন্য তারা এজেন্সির সাথে ছল-চাতুরী বা কোনো কোনো সময় ব্ল্যাকমেইলিংও শুরু করে। তাদের মধ্যে কিছু লোককে সোভিয়েত চর সন্দেহ হয় সিআইএ'র। বিষয়টা ক্রমে গুরুতর হয়ে উঠতে শুরু করে যখন বোঝা যায় কমিউনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ও সিকিউরিটি সার্ভিস সিআইএ'র চেয়ে অনেক বড়ো এবং অনেক উন্নত।

রিচার্ড হেলমস একবার বলেছিলেন, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের এ কথা বিশ্বাস করতে ট্রেইনিং দেয়া হয়েছে যে তারা কখনও কোনো বিদেশী এজেন্টের ওপর নির্ভর করতে পারে না, 'যদি না তার কাছে দেহ-মন বাঁধা থাকে।' মানুষের মনের হদিস পাওয়ার ইচ্ছে থেকেই সিআইএ এই গোপন কারাগার ও মন-নিয়ন্ত্রণকারী মাদকের সাহায্য নিয়েছিল। অ্যালেন ডালেস, ফ্র্যাঙ্ক উইজনার ও রিচার্ড হেলমস এ জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী।

'৫২ সালের ১৫ মে অ্যালেন ডালেস ও ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে প্রজেক্ট আর্টিচোক সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠানো হয়। এজেন্সির বন্দিদের ওপর হেরোইন, অ্যামফিটামিন, ঘুমের বড়ি এবং নতুন আবিষ্কার হওয়া এলএসডি প্রয়োগ এবং 'আরও সব বিশেষ ইন্টারোগেশন টেকনিকের' মাধ্যমে চার বছর ধরে চালানো গবেষণার নানান দিক সম্পর্কে বিস্তারিত ছিল সে রিপোর্টে। তাতে যা বলা হয় তা এরকম: এজেন্সি পরিচালিত বিভিন্ন টেকনিকের বিপরীতে বন্দি বেশি সময় মুখ বুজে থাকতে পারবে না।

এর কয়েক মাস পর ডালেস আলট্রা ছদ্মনামে নতুন এক উচ্চাভিলাষী প্রজেক্ট অনুমোদন করেন। তার অধীনে কেন্টাকির ফেডারেল পেনিটেনশারির সাতজন বন্দির ওপর এক পরীক্ষা চালায় এজেন্সি। একনাগাড়ে সাতাত্তর দিন তাদেরকে এলএসডি পুশ করা হয়। সিআইএ একই মাদক নিউ ইয়র্কে ফ্র্যাঙ্ক ওলসন নামে এক আর্মি সিভলিয়ান কর্মচারীর ওপর প্রয়োগ করলে সে হোটেলের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। সন্দেহভাজন ডাবল এজেন্টদের যেমন পানামার গোপন বন্দিশালায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়া হতো, সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করার যুদ্ধে 'ব্যর্থ' হওয়ায় এই সাত বন্দিও 'এক্সপেন্ডেবল' বা খরচযোগ্য ছিল বলে তাদের ওপর দিনের পর দিন অকাতরে এলএসডি প্রয়োগ করা হয়।

পরে হেলমসসহ এজেন্সির অন্যান্য সিনিয়র অফিসাররা এইসব প্রোগ্রামের প্রায় সমস্ত ফাইল, রেকর্ড নষ্ট করে ফেলেন মানুষ জেনে যাবে বলে। যেটুকু তথ্য প্রমাণ তারপরও টিকে আছে, তা সামান্য হলেও তাতে বেশ ভালোভাবেই প্রমাণ হয় যে এজেন্সির এই মাদক প্রয়োগ করে জিজ্ঞাসাবাদের ধারা '৫০-এর প্রায় পুরোটা সময় ধরেই অব্যাহত ছিল। '৫৬ সাল পর্যন্ত এজেন্সির ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের সদস্যরা, সিকিউরিটি অফিসার, ডাক্তার এবং সিআইএ'র বিজ্ঞানীরা প্রজেক্ট আর্টিচোকের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর মিলিত হতেন।

এজেন্সির ফাইলে পাওয়া গেছে: 'ওভারসিজ ইন্টারোগেশনের পরিকল্পনা করা এবং 'স্পেশাল ইন্টারোগেশনের টেকনিক' নিয়ে এসব আলোচনা তারপরে আরও কয়েক বছর ধরে চলে।

লৌহ যবনিকার ওপাশে পেনিট্রেট করার মরিয়া প্রচেষ্টা সিআইএ'কে তার শত্রুর চলার পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

'সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল, তবে... '

সিআইএ'র বিভিন্ন অপারেশনের মধ্যে যেগুলোকে জেনারেল ট্রাসকট বন্ধ করে দেন, তার অন্যতম ছিল ইয়াং জার্মানস নামে স্থানীয়দের একটা দলকে সমর্থন দিয়ে যাওয়া। এই গ্রুপের অনেকে ছিল হিটলার ইয়ুথের বয়স্ক নেতা। '৫২ সালে গ্রুপটির সদস্য সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। হিটলার ইয়ুথের সদস্যরা সিআইএ'র টাকা, অস্ত্র, রেডিও, ক্যামেরা ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখত। পশ্চিম জার্মানিতে মূলধারার যে সমস্ত রাজনীতিক ছিল, তাদের নামের একটা তালিকাও তৈরি করেছিল তারা—হিট লিস্ট। সময় হলে কাজে লাগাবে বলে। গ্রুপটা কাজেকর্মে এত স্থূল, এত ড্যামকেয়ার ছিল যে অল্পদিনেই তাদের উদ্দেশ্য জানাজানি হয়ে যায়। রীতিমত পাবলিক স্ক্যান্ডালে পরিণত হয় বিষয়টা।

'খবর ফাঁস হয়ে যেতে বড়ো ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয় সেখানে। সবার নজরে পড়ে যায় বিষয়টা,' বলেছেন ওই সময়ের এক তরুণ সিআইএ অফিসার, জেনারেল ট্রাসকটের স্টাফদের একজন, জন ম্যাকমাহন। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ভবিষ্যৎ ডেপুটি ডিরেক্টর।

প্রিন্সটন ইনে অ্যালেন ডালেস যেদিন ভাষণ দেন, হেনরি হেকশার সেদিনই সিআইএ'র উদ্দেশে হৃদয় নিংড়ানো এক আবেদনপত্র লেখেন। হেকশার কিছুদিন পর বার্লিন বেজের চিফ হন। অনেক সাধনার পর পূর্ব জার্মানিতে হর্স্ট আর্ডম্যান নামে এক এজেন্টকে নিজের অধীনে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। লোকটা ফ্রি জুরিস্ট'স কমিটি নামে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন পরিচালনা করত সেখানে। তরুণ আইনজীবীদের সংগঠন সেটা। পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট সরকার যে সমস্ত রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ করছে, এই আইনজীবীরা সেগুলোর ডকুমেন্ট সংগ্রহ করছিল। '৫২-এর জুলাই মাসে পশ্চিম বার্লিনে জুরিদের ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস হবে, তাতে ফ্রি জুরিস্ট'স কমিটি যাতে সেসব উপস্থাপন করতে পারে।

উইজনার ফ্রি জুরিস্টদের নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে একটা নতুন আন্ডারগ্রাউন্ড সশস্ত্র সংগঠন দাঁড় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ান হেকশার। তিনি বলেন, এই মানুষগুলো ইন্টেলিজেন্সের সূত্র। তাদেরকে প্যারামিলিটারি বাহিনীর মত যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হলে এই অমূল্য শক্তিকে অপচয় করা হবে। কিন্তু তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়া হয়। বার্লিনে উইজনারের অফিসাররা জেনারেল রেইনহার্ড গেহেলেনের এক অফিসারকে নিয়োগ করে জুরিস্টদের দলটাকে যোদ্ধায় রূপান্তরিত করতে। তাদের তিনজনকে নিয়ে গঠিত হবে একেকটা সেল।

কিন্তু এভাবে যে ক'টা সেল দাঁড়াল এবং সেলের সদস্যদের নতুন পরিচিতি দেয়া হলো, তাতে গোড়ায় গলদ থেকে গেল। গোপনীয়তার বালাই ছিল না তাদের কাজে। তাই প্রতিটি সেলের প্রতিটি সদস্য অন্য সমস্ত সেলের প্রত্যেক সদস্যের নতুন পরিচয় জানত। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটা ছিল অমার্জনীয় ভুল, যার কোনো প্রায়শ্চিত্তই হয় না। 'ক্লাসিক ল্যাপস ইন সিকিউরিটি' বলে একে। নিরাপত্তায় বিচ্যুতি বা খুঁত। ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেসের ক'দিন আগে সোভিয়েত সৈন্যরা একটা সেলের প্রধানকে ধরে ফেলে। নির্যাতনের মুখে সে অন্য সবার নাম বলে দিতে বাধ্য হয়। ফলে সিআইএ'র ফ্রি জুরিস্ট'স গ্রুপ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উজাড় হয়ে যায়।

'৫২ সালের শেষদিকে, বিডেল স্মিথের ক্ষমতার শেষ কয়েক মাসে এরকম তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে দাঁড় করানো উইজনারের আরও অনেক অপারেশন তাসের ঘরের মত ভেঙে যায়। এই ভেঙে পড়ার প্রভাব পড়ে নতুন নিয়োগ পাওয়া টেড শ্যাকলির ওপর। পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় মিলিটারি পুলিশের ট্রেইনিং ক্যাম্পের চাকরি থেকে প্রায় তুলে এনে সিআইএ'তে বসানো হয়েছিল তাঁকে। চাকরির প্রথম দায়িত্ব দেয়া হয় উইজনারের বড় এক প্রকল্প, পোলিশ লিবারেশন আর্মির অপারেশনের সাথে

পরিচিত হয়ে ওঠার। সে প্রকল্প পোল্যান্ডের ফ্রিডম অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট (WIN) নামে পরিচিতি ছিল।

উইজনারের লোকেরা বিমানে করে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের সমান মূল্যের সোনার বার, সাব মেশিনগান, রাইফেল, গোলাগুলি এবং টু-ওয়ে রেডিও প্রভৃতি ফেলে পোল্যান্ডে। কিছু প্রবাসী পোলিশ নিয়ে গঠিত 'উইন আউটসাইড' নামের সংগঠনের সাথে একটা বিশ্বস্ত যোগসূত্র গড়ে তোলে। জার্মানি আর ইংল্যান্ডে ছিল তাদের কার্যক্রম। তাদের বিশ্বাস ছিল 'উইন ইনসাইড' একটা শক্তিশালী বাহিনী। পোল্যান্ডের ভেতরে পাঁচশ যোদ্ধা, বিশ হাজার সশস্ত্র পার্টিজান এবং লাখ খানেক সমব্যথী রয়েছে তাদের—সবাই রেড আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

অথচ সবই ছিল অলীক। সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্সের সহযোগিতায় পোলিশ সিক্রেট পুলিশ ১৯৪৭ সালেই উইনকে ধুয়েমুছে ফেলেছে দেশের মাটি থেকে। আর 'উইন ইনসাইড' ছিল ভুয়া, কমিউনিস্ট ট্রিক। ১৯৫০ সালে অজ্ঞাত সূত্র থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক দূত লন্ডনে গিয়েছিল প্রবাসী পোলিশদের একটা খবর দিতে। সেটা ছিল : ওয়ারশতে উইন এখনও বেঁচে আছে এবং দিন দিন বলিষ্ঠ হচ্ছে।

এ খবর জানতে পেরে প্রবাসী পোলিশরা উইজনারের লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে বলে, তাদেরকে দিয়ে শত্রু লাইনের পিছনে একটা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা যাবে। অনেক প্রবাসী, দেশপ্রেমিক পোলিশকে প্যারাড্রপ করে দেশে ফেরত পাঠানো যাবে, এই আশায় প্রায় লাফিয়ে ওঠেন উইজনার। হেড কোয়ার্টার্সে বসে সিআইএ'র নেতারা ভাবতে থাকেন এতদিনে কমিউনিস্টদের বাগে পাওয়া গেছে। লালদের কৌশল কাজে লাগিয়ে লালদেরকেই কুপোকাত করা যাবে। '৫২-এর আগস্ট মাসে এক মিটিংয়ে বিডেল তাঁর ডেপুটিদের উদ্দেশে বলেন, 'পোল্যান্ড হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড প্রতিরোধ যুদ্ধের উন্নতি ঘটানোর জন্য সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল জায়গা।'

উইজনার বলেন: 'এখন "উইন" রাইডিং হাই বা তুঙ্গে আছে।'

ওদিকে সোভিয়েত আর পোলিশ ইন্টেলিজেন্স এই বিশেষ ফাঁদটি পাততে ব্যয় করেছে বছরের পর বছর। ম্যাকমাহন বলেন, 'তারা আমাদের এয়ার অপারেশনের ব্যাপারে জানত। ঠিক করা ছিল, আমরা পোলিশদের ড্রপ করলে তাদেরকে জালে তুলবে কেজিবি আর পোলিশ ইন্টেলিজেন্স। কাজেই এটা সুচিন্তিত পরিকল্পনাই ছিল। শেষ পর্যন্ত চরম বিপর্যয় ঘটল। কিছু মানুষ মরল। সম্ভবত ত্রিশজন। হয়ত আরও বেশি। আমরা ব্যর্থ হলাম।'

টেড শ্যাকলি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'পাঁচ বছরের পরিকল্পনা আর মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করার ফলাফল ক'দিনের মধ্যেই ড্রেন দিয়ে ভেসে যেতে দেখে অফিসারদের যে চেহারা হয়েছিল, তা আমি কোনোদিনও ভুলতে পারবো না। এ অধ্যায়ের সবচেয়ে দুঃখজনক আবিষ্কার ছিল, পোল্যান্ডের "রেজিস্ট্যান্স গ্রুপের" জন্য

সিআইএ'র ড্রপ করা বেশুমার সোনার বার এবং টাকার বড়ো একটা অংশই পাচার হয়ে গিয়েছিল ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির ফান্ডে।'

সিআইএ'র হেনরি লুমিস মন্তব্য করেন, 'এজেন্সি ধরে নিয়েছিল ওএসএস যুদ্ধের সময় পশ্চিম ইওরোপে যে কৌশলে কাজ করেছে, তারাও পূর্ব ইওরোপে সেই কৌশলে কাজ করে সফল হতে পারবে। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না।' হেনরি লুমিস পরে ভয়েস অব আমেরিকার প্রধান হয়েছিলেন।

হেড কোয়ার্টার্স থেকে যিনি পূর্ব ইওরোপের সমস্ত অপারেশন পরিচালনা করতেন, এই ঘটনার পর তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় তিনি পদত্যাগ করেন। বিদায়ের আগে অ্যালেন ডালেস ও ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে পরামর্শ দেন, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে কভার্ট অপারশেন নয়, সায়েন্টিফিক এবং টেকনিক্যাল কৌশলের ওপর নির্ভর করতে হবে সিআইএ'কে। কাল্পনিক রেজিস্ট্যান্স বাহিনীর বিরুদ্ধে যতই কুইক্সোটিক প্যারামিলিটারি মিশন চালানো হোক না কেন, তাতে রাশিয়ানদের ইওরোপ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব হবে না।

ওদিকে জার্মানিতে ম্যাকমাহন মাসের পর মাস সেখানকার কেবল ট্রাফিকের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কোত্থেকে কোন কেবল আসে স্টেশনে, তাতে কী ধরনের বার্তা থাকে ইত্যাদি বোঝার জন্য। এক সময় আচমকা সিদ্ধান্তে পৌঁছান তিনি: 'এখানে আমাদের কিছু করার মতো ক্ষমতা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে নজর বোলানোর মত অন্তর্দৃষ্টির অভাব আছে আমাদের।'

'*এজেন্সি*-এর ভবিষ্যৎ'

পনেরো হাজার মানুষ, বছরের যাবতীয় খরচের জন্য আধা বিলিয়ন ডলারের ফান্ড এবং দেশে-বিদেশে মিলিয়ে মোট পঞ্চাশটা স্টেশন, এই নিয়ে মোটামুটি একটা আকার পেল সিআইএ। প্রবল মনের জোরের অধিকারী বিডেল স্মিথ সংগঠনটিকে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে ফেললেন, যাতে মনে হলো পরের পঞ্চাশ বছরে সেটা অনেকটা এরকমই থাকবে। বিদেশে কাজ করার সুবিধার কথা ভেবে তিনি দ্য অফিস অব পলিসি কো-অর্ডিনেশন এবং দ্য অফিস অব স্পেশাল অপারেশনসকে একটা ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসে পরিণত করেন। আরও কিছু কিছু কাজ করেন যাতে তিনি সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সের সবার তো বটেই, হোয়াইট হাউজেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

তবে তিনি পুরোপুরি পেশাদার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে পরিণত করে যেতে পারেননি সেটাকে। তাই বিদায়ের আগে আফসোস করে বলেছিলেন, 'আমরা এ লাইনের সুপ্রশিক্ষিত মানুষ পাইনি। এমন মানুষ এক কথায় নেই।' অ্যালেন ডালেস

আর ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে কখনও নিজের আয়ত্তে আনতে পারেননি বিডেল স্মিথ। তাঁর কর্তৃত্ব মানেননি দু'জনের কেউ। '৫২ সালের প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশনের এক সপ্তাহ আগে শেষবারের মত এই দু'জনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

অক্টোবরের ২৭ তারিখ এক কনফারেন্সের আয়োজন করেন বিডেল স্মিথ। সিআইএ'র সর্বোচ্চ মহলের ২৬ জন কর্মকর্তা তাতে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, সিআইএ যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের জন্য একদল সুপ্রশিক্ষিত এজেন্টের রিজার্ভ তৈরি করতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এজেন্সিকে তার অপারেশন সীমিত পর্যায়ে রাখতে হবে। এজেন্সি যে সমস্ত কাজ ভালো বোঝে, সেগুলো ছাড়া অনুপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ পাওয়া নিম্নমানের লোকজন নিয়ে সবকিছু করতে গিয়ে পরিস্থিতি যাতে আরও জটিল করে তোলা না হয়, সেদিকে আমাদের সবাইকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।

জার্মানি থেকে জেনারেল ট্রাসকটের পাঠানো ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের ভিত্তিতে বিডেল স্মিথ একটা 'মার্ডার বোর্ড' গঠন করতে নির্দেশ দেন। যে বোর্ড প্রয়োজনে এজেন্সির আজেবাজে কভার্ট অপারেশন বাতিল করে দিতে পারবে। উইজনার তা ঠেকানোর চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগেন। তিনি বলেন, এ ধরনের অপারেশন বন্ধ করাতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে। কারণ এসব লম্বা প্রসেস। অনেক মাস লাগবে কাজ শেষ হতে। ইলেকশনের পর নতুন যে প্রশাসন আসবে, তাদেরকেও সামলাতে হবে সে ধাক্কা। শেষ পর্যন্ত জেনারেল হেরে যান, মার্ডার বোর্ড গঠন করা হলো না।

ডিউইট ডি. আইজেনহাওয়ার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের যত তাঁবেদার রাষ্ট্র আছে, সেগুলোকে দাসত্বের শিকল থেকে ছাড়িয়ে মুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার করে বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি। তাঁর বিজয়ের ফলে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের একজন নতুন ডিরেক্টরের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিডেল স্মিথের কড়া আপত্তি এবং সিনেটে বিরোধী পক্ষের মতামত ছাড়াই অ্যালেন ডালেসকে সিআইএ'র নতুন ডিরেক্টর নির্বাচিত করা হয়।

পরের আট বছর নানান বিপজ্জনক কাজের মধ্য দিয়ে বিডেল স্মিথ যে প্রতিষ্ঠান গড়তে সাহায্য করেছিলেন, পরের আট বছর কভার্ট অ্যাকশন, ঘটনা বিশ্লেষণে চরম অবজ্ঞা ও প্রেসিডেন্টকে নিজের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সঠিক তথ্যের বদলে ধোঁকা দেয়া প্রভৃতি বিপজ্জনক কাজের মধ্যে দিয়ে সেই সিআইএ'র অপূরণীয় ক্ষতি করেন অ্যালেন ডালেস।

দ্বিতীয় খণ্ড

'আজব প্রতিভা'

সিআইএ আইজেনহাওয়ারের অধীনে

১৯৫৩–১৯৬১

'আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই'

অ্যালেন ডালেস সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর হওয়ার এক সপ্তাহ পর, ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ জোসেফ স্ট্যালিনের মৃত্যু হয়। তার ক'দিন পর এজেন্সি বিলাপ করতে থাকে: ক্রেমলিনের ভেতর সম্পর্কে আমাদের কোনো বিশ্বস্ত ইন্টেলিজেন্স নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আমাদের লং রেঞ্জ প্ল্যান, হিসাব-নিকাশ, সবই করা হয়েছে অপর্যাপ্ত প্রমাণের ওপর নির্ভর করে ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার অসন্তুষ্ট হন এসব শুনে। বিরক্ত হয়ে তিনি বলেন, '১৯৪৬ সাল থেকে শুনে আসছি আমাদের সো-কলড্ এক্সপার্টরা অনবরত চিৎকার করে আসছে স্ট্যালিন মারা গেলে কী হবে, আমরা তখন কি করব। ওয়েল, এখন সে মরে গেছে। সরকারি ফাইলপত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখুন কোথাও এ বিষয়ে কোনো প্ল্যান আছে কি-না। আমরা এমনকি এটাও নিশ্চিতভাবে জানি না তার মৃত্যুতে বিশ্ব রাজনীতিতে কি পরিবর্তন আসবে!'

স্ট্যালিনের মৃত্যু সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমেরিকার ভয় আরও বাড়িয়ে দিল। সিআইএ'র ভয় স্ট্যালিনের উত্তরসূরি যে-ই হোন না কেন, তিনি আমেরিকার ওপর অতর্কিতে হামলা করে বসবেন কি-না। কিন্তু তাদের এসব চিন্তা-ভাবনা, উদ্বেগ ছিল একেবারেই অহেতুক। গোটা দুনিয়াকে শাসন করার মতো মাস্টার প্ল্যান স্ট্যালিনের কখনোই ছিল না। সেরকম ক্ষমতা অর্জনের কোনো চেষ্টাও ছিল না তাঁর। স্ট্যালিনের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কাণ্ডারি হন তাঁরই দীর্ঘদিনের সহকর্মী, নিকিতা ক্রুশ্চেভ। তাঁর মতে, আমেরিকার সাথে যুদ্ধের প্রসঙ্গ কখনো উঠলে স্ট্যালিন নাকি 'কাঁপতেন' আর 'শিউরে' উঠতেন।

ক্রুশ্চেভের মতে 'স্ট্যালিন কখনই আমেরিকার সাথে যুদ্ধ বাধানোর মতো উস্কানিমূলক কিছু করেননি। তিনি নিজের দুর্বলতার কথা জানতেন।'

***

জাতীয় নিরাপত্তা নামের অদৃশ্য দানবের কাছে দেশের মানুষের প্রতিটা মুহূর্ত বাঁধা ছিল, প্রতিটা দিন গৌণ ছিল, এটাই সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের রাষ্ট্রটির পতনের অন্যতম মৌলিক কারণ। স্ট্যালিন ও তাঁর উত্তরসূরিরা দেশের ফ্রন্টিয়ার নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন। নেপোলিয়ন ফ্রান্স থেকে এসে আগ্রাসন চালিয়েছেন, হিটলার জার্মানি

থেকে এসে হামলা চালিয়েছেন, এসবই ছিল তার কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্ট্যালিনের একমাত্র কর্মসূচি ছিল গোটা পূর্ব ইওরোপকে নিজের দেশের জন্য হিউম্যান শিল্ড বা মানব ঢালে পরিণত করা।

স্ট্যালিন যখন তাঁর সমস্ত এনার্জি নিজের অভ্যন্তরীণ শত্রুদের শনাক্ত ও খতম করার পিছনে খরচ করেছেন, দেশের নিরীহ, ছাপোষা সাধারণ মানুষকে তখন এক বস্তা আলুর জন্য সুদীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আইজেনহাওয়ারের অধীনের আট বছর আমেরিকানদের শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে কাটানোর কথা ছিল। কিন্তু তা এসেছে অস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের ধরা এবং চিরস্থায়ী সমর অর্থনীতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের ভয় ছিল স্নায়ু যুদ্ধ আমেরিকাকে পঙ্গু করে ফেলতে পারে। তাঁর জেনারেল ও অ্যাডমিরালরা যদি রাজকোষের পথ চিনে ফেলেন, তাহলে তা খালি করে ফেলবেন। তিনি তাঁর কৌশল নির্ধারণ করেন গোপন অস্ত্র, পারমাণবিক বোমা আর কভার্ট অ্যাকশনের ওপর নির্ভর করে। মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের ফাইটার বিমানবাহী রণতরী বা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ারের ফ্লোটিলার চেয়ে অনেক সস্তা ছিল সেগুলো। নিজেদের পর্যাপ্ত পারমাণবিক বোমা থাকলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনও তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু করার সাহস অর্জন করে উঠতে পারবে না। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী কভার্ট অ্যাকশনের মাধ্যমে কমিউনিজমের বিস্তৃতিও ঠেকিয়ে দেয়া যাবে। অথবা তাঁর ঘোষিত নীতি—রোল ব্যাক দ্য রাশিয়ানস বা রাশিয়ানদের আগের সীমান্তে ঠেলে দাও, সেটাও করা সম্ভব হবে।

আইজেনহাওয়ারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জাতির ভাগ্য নির্ভর করে আমেরিকার পারমাণবিক বোমার পরিমাণ আর স্পাই সার্ভিসের ওপর। তাঁর প্রেসিডেন্সির শুরুর দিকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রতিটা মিটিংয়েই কথা উঠত সেসবের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিয়ে। এনএসসি গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে, বিদেশে আমেরিকার ক্ষমতার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে। ট্রুম্যান তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি, কিন্তু আইজেনহাওয়ার ঘামিয়েছেন। এনএসসিকে তিনি ব্যবহার করেছেন একজন ভালো জেনারেল যেমন তাঁর স্টাফদের পরিচালনা করেন, সেভাবে।

অ্যালেন ডালেসকে প্রতি সপ্তাহে একবার করে হোয়াইট হাউজে যেতে হতো। কেবিনেট রুমের বিশাল ওভাল ডেস্কে, বড়ো ভাই ফস্টার ডালেস, সেক্রেটারি অব স্টেট, ডিফেন্স, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান, ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম. নিক্সন ও প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের মুখোমুখি হতে।

পার্ল হারবারে পারমাণবিক বোমা হামলা হবে, আইজেনহাওয়ার সব সময় এই এক দুশ্চিন্তায় ভুগতেন। সিআইএ হাজার চেষ্টা করেও তাঁর এই দুশ্চিন্তা দূর করতে পারেনি। '৫৩ সালে ৫ জুন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিংয়ে অ্যালেন ডালেস জানান, সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনো চোরাগোপ্তা চালিয়ে বসে কি-না, সে বিষয়ে কোনো সতর্কবাণী প্রেসিডেন্টকে জানাতে পারবে না এজেন্সি। তার কয়েক মাস পর এজেন্সি নিজেই আঁচ করে নেয় ১৯৬৯ সালের আগে সোভিয়েতরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল ছোঁড়ার সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে না।

১৯৫৩ সালের আগস্টে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন তার প্রথম ব্যাপক বিধ্বংসী বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়, তখন এজেন্সি পুরোপুরি অন্ধকারে ছিল। কিছুই জানত না। কোনো সতর্ক সংকেত দিতে পারেনি। ছয় সপ্তাহ পর অ্যালেন ডালেস প্রেসিডেন্টকে খবরটা জানান। আইজেনহাওয়ার বিচলিত হয়ে ভাবেন, বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই মস্কোর ওপর সর্বাত্মক পারমাণবিক হামলা চালাবেন কি না। তখন মনে হচ্ছিল সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় বুঝি এসে গেছে। হাতের কাছে যত বোমা আছে, সবগুলো আমরা একযোগে শত্রুর ওপর বর্ষণ করব কি করব না, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসে গেছে।

এ প্রসঙ্গে এনএসসি'-র ডিক্লাসিফাইড মাইনিউটে আছে: 'প্রেসিডেন্ট এই ভয়ঙ্কর প্রসঙ্গটি তোলেন কারণ ওই সময় শত্রুর ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না।' বিশেষ করে আমেরিকার তখন জানার উপায় ছিল না যে মস্কোর হাতে একটাই পারমাণবিক বোমা আছে, নাকি একশোটা আছে। 'আমরা তখন একটা জীবনধারাকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। সেখানে একটা বিপদ ছিল এই, রক্ষার কাজ করতে গিয়ে আমরা অজান্তেই হয়তো এমন একটা পদ্ধতি ডেকে আনতে পারি, যা সেই জীবনধারাকেই বিপদে ফেলে দিতে পারে।

প্রেসিডেন্ট চেয়েছেন সোভিয়েত হুমকি মোকাবেলার উপায় বের করতে এবং আমেরিকাকে গ্যারিসন স্টেটে পরিণত না করেই এ পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখার উপায় খুঁজে বের করতে। প্রেসিডেন্টের মতে গোটা বিষয়টা হবে প্যারাডক্স। স্ববিরোধী, তবে সত্যবর্জিত নয়।

অ্যালেন ডালেস যখন প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করেন, 'রাশিয়ানরা আগামীকাল আমাদের দেশের ওপর পারমাণবিক বোমা হামলা করতে পারে,' প্রেসিডেন্ট তখন বলেন, 'তিনি মনে করেন না সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য খুব বেশি মূল্য দিতে হবে।' কিন্তু সে বিজয়ের বিনিময়ে হয়তো আমেরিকান

গণতন্ত্রকে বলি দেয়ার প্রয়োজন হতো। জয়েন্ট চিফ অব স্টাফরা প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেন, 'পরিস্থিতি সামাল দিতে যা করা প্রয়োজন করব আমরা, তাতে যদি আমেরিকান জীবনধারা পাল্টে ফেলতেও হয়। আমরা সারা বিশ্ব লেহন করতে পারি... যদি অ্যাডলফ হিটলারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজি থাকি।'

আইজেনহাওয়ারের ধারণা ছিল এজেন্সি কভার্ট অ্যাকশনের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারবে। কিন্তু ওই সময় পূর্ব বার্লিনে ঘটে যাওয়া ছোটো একটা যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেল সিআইএ কমিউনিস্টদের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে একেবারেই আনাড়ি। ১৯৫৩ সালের ১৬ ও ১৭ জুন প্রায় ৩ লাখ সত্তর হাজার পূর্ব জার্মান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক সোভিয়েত ও পূর্ব জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অফিস বিল্ডিংয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। কয়েক ডজন পুলিশ কার ভাংচুর করে এবং সোভিয়েত ট্যাংকের গতিরোধের চেষ্টা করে।

সিআইএ প্রথমে যতটা ধারণা করেছিল, তারচেয়ে বহুগুণ বড়ো ছিল সে বিক্ষোভ। কিন্তু বিদ্রোহীদের সে আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারেনি সিআইএ। যদিও ফ্র্যাঙ্ক উইজনার পূর্ব বার্লিনের লোকজনের হাতে ঝুঁকি নিয়ে হলেও অস্ত্র তুলে দেয়ার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু পরে মত পাল্টান তিনি। তাঁর লিবারেশন আর্মি দেখা গেছে কোনো কাজের নয়। ১৮ তারিখ তিনি বলেন, 'এ মুহূর্তে সিআইএ এমন কিছু করবে না যাতে পূর্ব জার্মানদের নতুন করে উস্কে দেয়া হয়।' সেই বিক্ষোভ কঠোর হাতে দমন করেছিল সোভিয়েত ও পূর্ব জার্মান পুলিশ।

পরের সপ্তাহে আইজেনহাওয়ার সিআইএ'কে নির্দেশ দেন পূর্ব জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্য সব তাঁবেদার রাষ্ট্রে লার্জ স্কেলের হামলা চালাতে সক্ষম আন্ডারগ্রাউন্ড অর্গানাইজেশন গড়ে তুলতে। তাতে সেসব দেশের 'পুতুল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অফিশিয়ালদের এলিমিনেট করাকে উৎসাহ' দেয়ার নির্দেশও ছিল। এলিমিনেট অর্থ যা-ই হোক, প্রেসিডেন্টের নির্দেশটা ছিল ফাঁপা। প্রেসিডেন্ট তখন সিআইএ'র দৌড় কতখানি, তাই শিখছিলেন।

সে বছরের গ্রীষ্মে হোয়াইট হাউজের সোলারিয়ামে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে বিশ্বস্ত যে ক'জন আছেন, তাদের সাথে আলোচনা করতে বসলেন আইজেনহাওয়ার। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ, জর্জ কেনান, ফস্টার ডালেস এবং এয়ার ফোর্সের অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেমস আর. ডুলিটল। প্রেসিডেন্ট তাঁদেরকে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রশ্নে আমেরিকার জাতীয় কৌশল নতুন করে নির্ধারণ করার অনুরোধ জানান। সোলারিয়াম প্রজেক্টের শেষ নাগাদ কভার্ট অ্যাকশনের মাধ্যমে রাশিয়াকে তার আগের সীমান্তে 'রোল ব্যাক' করানোর চূড়ান্ত পরিকল্পনার কথা জানানো হয়।

প্রেসিডেন্ট সিআইএ'কে নতুন করে নির্দেশনা দিতে চেষ্টা করেন। সিআইএ শত্রুর বিরুদ্ধে এশিয়ায়, মধ্য প্রাচ্যে, আফ্রিকায় এবং ল্যাটিন আমেরিকায় লড়াই করবে। একযোগে ৪৮টা দেশে ১৭০টা নতুন, বড়ো ধরনের কভার্ট অ্যাকশন প্রকল্প হাতে নেয় এজেন্সি। যে সব দেশ সম্পর্কে এজেন্টরা অল্প জানে এবং সেগুলোর ঐতিহ্য, ভাষা, ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানে না, সেসব দেশে রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধা সামরিক যুদ্ধ করার জন্য মিশন ছিল সেটা।

প্রেসিডেন্ট মাঝেমধ্যে ডালেস ভাইদের সাথে নিভৃতে আলোচনা করে কোনো কভার্ট অপারেশন সম্পর্কে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতেন। অ্যালেনের কোনো নতুন অপারেশনের প্রস্তাব দেয়ার থাকলে সাধারণত বড়ো ভাই ফস্টারকে বলতেন, ফস্টার কোনো ককটেইল পার্টিতে বা ওভাল অফিসে সুযোগ বুঝে তা প্রেসিডেন্টের সামনে তুলতেন। তারপর প্রেসিডেন্টের অনুমোদন জানিয়ে দিতেন অ্যালেনকে। সঙ্গে একটা সতর্কবাণী জানাতে ভুলতেন নাঃ ধরা পড়ে যেয়ো না যেন।

এই দুই ভাই নিভৃতে আলোচনায় কভার্ট অপারেশনের গতি প্রয়োজনমত বদল করতে লাগলেন। কখনও যার যার হেড কোয়ার্টার্স থেকে টেলিফোনে পরস্পরে সাথে আলোচনা করে, কখনও সুইমিং পুলে বোন এলিনরের সামনে সাঁতার কাটার ফাঁকে। এলিনর স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফিসার ছিলেন। ফস্টার ভাবতেন, যে সব দেশ বা সরকার আমেরিকার মিত্র নয়, তাদের মত পাল্টাতে অথবা তাদেরকে ধ্বংস করতে ইউনাইটেড স্টেটসকে যা যা করা প্রয়োজন, তা করতে হবে। অ্যালেনও তাতে সর্বান্তকরণে একমত ছিলেন।

কাজেই আইজেনহাওয়ারের ঐকান্তিক আশীর্বাদে সিক্ত এই দুই ভাই পৃথিবীর মানচিত্রকে নতুন চেহারা দিতে উঠেপড়ে লাগলেন।

'দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতি'

সিআইএ'র পরিচালক হয়ে সংস্থার পাবলিক ইমেজকে চকচকে করার কাজে মন দেন অ্যালেন ডালেস। দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী পাবলিশার, রেডিও, আকর্ষণীয় সিনেটর এবং খবরের কাগজের কলামিস্ট যতো আছে, সবার সাথে তিনি নিয়মিত ওঠা-বসা শুরু করে দেন। ফলে বিশেষ একটি সংস্থার প্রধান হিসেবে তাঁর যেমন গোপনীয়তা রক্ষা করে চলার কথা ছিল, তা আর রইল না। বরং প্রচার-প্রচারণার কারণে ভালোই পরিচিত হয়ে ওঠেন ডালেস।

দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী সাপ্তাহিক *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস*, *দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট* ও নামকরা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনগুলো যারা চালায়, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

রেখে চলতে থাকেন ডালেস। ফলে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। ইচ্ছে করলে টেলিফোনেই কোনো ব্রেকিং নিউজের গতি ঘুরিয়ে দিতে পারতেন তিনি, কোনো বিরক্তিকর সাংবাদিককে প্রয়োজনে হলে মাঠ থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন। *টাইমস*-এর বার্লিন বুরো চিফ অথবা টোকিওর *নিউজউইক*-এর প্রধানকে ভাড়া করতেও পারতেন। পত্রিকার পাতায় খবরের বীজ বোনা ছিল ডালেসের প্রকৃতি।

আমেরিকার নিউজ রুমগুলো নিয়ন্ত্রণ করত সরকারের দ্য অফিস অব ওয়ার ইনফর্মেশনের যুদ্ধকালীন প্রচারণা বিভাগের অভিজ্ঞ লোকজন। অতীতে ওয়াইল্ড বিল ডোনোভানের সাম্রাজ্যের অংশ ছিল সেটা। যাঁরা অ্যালেন ডালেসের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতেন, তাদের মধ্যে ছিলেন মিডিয়া মুঘল হেনরি লিউস এবং তাঁর *টাইম*, *লাইফ* ও *ফরচুন*-এর সম্পাদকরা। আরও ছিল জনপ্রিয় ম্যাগাজিন *প্যারেড*, *স্যাটারডে রিভিউ*, *রিডার্স ডাইজেস্ট* এবং সিবিএস নিউজের সবচেয়ে প্রভাবশালী নির্বাহীরা। ডালেস একটা জনসংযোগ ও প্রচারণা বিভাগও খুলেছিলেন যাতে পঞ্চাশটির বেশি সংবাদ সংস্থাও জড়িত ছিল। এছাড়া ডজনখানেক পাবলিশিং হাউজ এবং পশ্চিম জার্মানির সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রেস ব্যারন, অ্যাক্সেল স্প্রিংগারের মতো লোকের ব্যক্তিগত সমর্থনও ছিল তাঁর প্রতি।

ডালেস নিজেকে দেখাতে চাইতেন একটা পেশাদার স্পাই সার্ভিসের চতুর নেতা হিসেবে। প্রেস তাঁর হুকুম বরদারের মতো সেই ইমেজ ফুটিয়ে তোলার কসরৎ করে যেতো। যদিও সিআইএ'র আর্কাইভস বলে ভিন্ন কথা।

অ্যালেন ডালেস ও তাঁর ডেপুটিদের রোজকার মিটিংয়ের যে সমস্ত মাইনিউট সংরক্ষিত আছে, তার বর্ণনায় এটা স্পষ্ট যে সিআইএ ওই সময় একটা আন্তর্জাতিক সংকট থেকে হোঁচট খেয়ে অভ্যন্তরীণ দুর্যোগের মধ্যে পড়ে চরম নাকানিচোবানি খাচ্ছিল। অবাধ অ্যালকোহলিজম, টাকা-পয়সা নিয়ে কুকর্ম, গণ পদত্যাগ ইত্যাদি সামাল দিতে হিমশিম অবস্থা ছিল তখন।

ব্রিটিশ সহকর্মীকে হত্যার অভিযোগে সিআইএ'র একজন অফিসারকে যে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে, সে বিষয়ে কি করা যায়? সুইটজারল্যান্ডের প্রাক্তন স্টেশন চিফ কেন আত্মহত্যা করে বসল? ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসে প্রতিভাধর এজেন্টের অভাব দূর করা যায় কিভাবে?

এজেন্সির নতুন ইন্সপেক্টর জেনারেল লিম্যান কার্কপ্যাট্রিক পার্সোনেলদের ট্রেইনিং, দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে নিত্য নতুন অনাকাঙ্ক্ষিত খবর দিয়ে চলেছেন। ডালেসকে সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, কোরিয়ার যুদ্ধের সময় যে সব অভিজ্ঞ মিলিটারি অফিসারদের এজেন্সিতে নেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকশো চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। আরও যাচ্ছে, এবং বেশিরভাগই সিআইএ'র প্রতি চরম ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে চাকরি ছাড়ছে।

যুদ্ধের শেষদিকে এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্সের বিভিন্ন অনিয়ম দেখে একদল জুনিয়র ও মধ্যম মানের অফিসার একটা অভ্যন্তরীণ জরিপ চালায়। ১১৫ জন সিআইএ পার্সোনেলের ইন্টারভিউ নেয় তারা। অ্যালেন ডালেসের নতুন চাকরির এক বছর পূর্তির সময় একটা দীর্ঘ, বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেটায় হেড কোয়ার্টার্সের সার্বিক পরিস্থিতিকে তারা বর্ণনা করে 'দ্রুত অবনতিশীল' বলে। রিপোর্টে দাবি করা হয়: 'এজেন্সিতে চৌকস, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের চাকরিতে নেয়া হয় বিদেশের মাটিতে উত্তেজনায় ভরা রোমাঞ্চকর চাকরি দেয়া হবে বলে। কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা আশ্বাস। তার পরিবর্তে তাদেরকে টাইপিস্ট ও মেসেঞ্জারের মতো চাকরি করতে বাধ্য করা হয়। শতশত অফিসারকে তাদের বিদেশের অ্যাসাইনমেন্ট ছেড়ে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। হেড কোয়ার্টার্সে মাসের পর মাস ধরে নতুন কাজের খোঁজে ফিরছে তারা, কিন্তু পাচ্ছে না। এজেন্সির বড়ো বড়ো পদ আঁকড়ে বসে থাকা জড় বুদ্ধির অফিসারদের কারণে যে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, তাকে অংকের হিসেবে মোলানোর চেষ্টা করলে চলবে না। জ্যামিতিক স্তূপের উচ্চতার আকারে দেখতে হবে সেগুলোকে। যে সমস্ত সক্ষম অফিসারকে অতৃপ্তি আর হতাশার কারণে এজেন্সি হারিয়েছে, তাদের মতো অফিসার আর কখনও নিয়োগ করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। এ ক্ষতি অপূরণীয়, হয়তো মেরামতেরও অযোগ্য।'

অফিসাররা কাজ করেন 'দায়িত্বশীল বিভিন্ন পদের অধিকারী অনেকের হয়ে যারা দৃশ্যত জানে না কি করছে,' মন্তব্য করা হয় রিপোর্টে। 'অকল্পনীয় অঙ্কের টাকা ব্যর্থ ওভারসিজ মিশনের নামে অপচয় করা হয়।'

উইজনারের কেস অফিসারদের একজন লেখেন, তিনি যে সমস্ত অপারেশনে কাজ করেছেন, সেসবের বেশিরভাগই ছিল 'নিষ্ফল ও ব্যয়বহুল। সেগুলোর লক্ষ্যই ছিল অযৌক্তিক, কাজের বৈধতা বা অবৈধতার প্রশ্ন তো পরের বিষয়। হেড কোয়ার্টার্সের বা মাঠ পর্যায়ের চাকরি ও সম্মান ধরে রাখার স্বার্থে অপারেশনাল খরচের আকাশচুম্বী স্টেটমেন্ট এবং মিশনের ন্যায্যতা; সফল হোক আর না হোক, সবকিছুকে হোয়াইট ওয়াশ করা হয়েছে।

'এখানে অযোগ্যদের বিশাল বিশাল দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আর সক্ষমদের করিডরে কর্ডউডের (ফায়ারপ্লেসের জন্য সাইজ করা কাঠ) মতো স্তূপ করে রাখা হয়েছে।'

অ্যালেন ডালেস এসব রিপোর্ট চেপে গেছেন। ফলে কিছুই বদলায়নি। প্রায় সাড়ে চার দশক পর, ১৯৯৬ সালে এক কংগ্রেশনাল কমিটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে সিআইএর 'প্রথম থেকে যে পার্সোনেল ক্রাইসিস ছিল, এখনও তা বিদ্যমান... আজও এজেন্সির অভিজ্ঞ লোকের যথেষ্ট অভাব আছে।'

'কাউকে নোংরা কাজটা করতে হবে'

আইজেনহাওয়ার চেয়েছেন সিআইএ'কে প্রেসিডেনশিয়াল ক্ষমতার কার্যকর যন্ত্রের আকার দিতে। ওয়াল্টার বিডেল স্মিথের মাধ্যমে এজেন্সিতে একটা কমান্ড কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে। আর জেনারেলের আশা ছিল আইজেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তাঁকে জয়েন্ট চিফ অব স্টাফদের চেয়ারম্যান করা হবে। কিন্তু তা না করে আন্ডার সেক্রেটারি করায় তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হন। অহঙ্কারী ফস্টার ডালেসের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হতে চাননি তিনি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট চাইতেন। দুই ভাইয়ের সাথে মধ্যস্থতা করার জন্য তাঁকে প্রয়োজন ছিল।

বিডেল স্মিথ ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে তাঁর চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। ওয়াশিংটনে দু'জনে পাশাপাশি থাকতেন। মাঝেমধ্যেই তিনি নিক্সনের বাসায় যেতেন। এ সম্পর্কে নিক্সন বলেছেন: 'কয়েক ঢোঁক পেটে পড়লেই জিভ ঢিলে হয়ে যেতো জেনারেলের। চরিত্রের সাথে খাপ খায় না, এমন সব কথা বলতেন। এক রাতের কথা মনে আছে। আমি আর জেনারেল স্কচ আর সোডা পান করছি... বিডেল খুব আবেগ মাখা কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'আমি আপনাকে আইকি (আইজেনহাওয়ার) সম্পর্কে কিছু বলতে চাই... আমি ছিলাম তার প্র্যাট বয়। সেসব নোংরা কাজ তিনি করতে চান না, সেগুলো কাউকে দিয়ে করিয়ে নেয়ার দরকার ছিল। তাই আমাকে প্রয়োজন পড়েছিল আইকির।'

বিডেল স্মিথ প্রেসিডেন্টের কভার্ট অ্যাকশনের ওভারসিয়ার হিসেবে সে কাজ করেছেন। হোয়াইট হাউজ ও সিআইএ'র সিক্রেট অপারেশনগুলোর মাঝে যোগাযোগ রক্ষার কঠিন দায়িত্বটি পালন করেছেন। নতুন গঠিত অপারেশনস কো-অর্ডিনেটিং বোর্ডের চালিকা শক্তি হিসেবে তিনি প্রেসিডেন্ট আর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সমস্ত গোপন নির্দেশনা সিআইএ'র হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। সেগুলো বাস্তবায়ন করল কি না সিআইএ, সেদিকেও লক্ষ রেখেছেন।

উনিশ মাস প্রেসিডেন্টের কভার্ট অ্যাকশনের প্রো-কনসালের দায়িত্বে ছিলেন ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ। এর মধ্যে মাত্র দুটো কু সাফল্যের সাথে ঘটাতে পেরে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এজেন্সি। ডিক্লাসিফাইড রেকর্ডে আছে চাতুরী নয়, চুপিসারে নয় বা গোপনীয়তার সাথেও নয়, কাজ দুটোয় তারা সফল হয়েছে ঘুষ দেয়া, দমন-পীড়ন আর পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে।

তবে তারা এটা প্রমাণ করতে পেরেছে যে সিআইএ হচ্ছে গণতন্ত্রের অস্ত্র ভাণ্ডারের সিলভার বুলেট। অ্যালেন ডালেস যা আশা করেছিলেন, এজেন্সিকে সেই সৌরভ দিতে পেরেছে এসব অপারেশন।

'সিআইএর একক সাফল্য'

১৯৫৩ সালের জানুয়ারিতে আইজেনহাওয়ার দায়িত্ব নেয়ার ক'দিন পর কিম রুজভেল্টকে হেড কোয়ার্টার্সে ডেকে পাঠান বিডেল স্মিথ। জানতে চান, 'আমাদের ঘোড়ার ডিমের অপারেশন কখন শুরু হচ্ছে?' সিআইএ'র নিকট প্রাচ্যের অপারশেনস চিফ ছিলেন কিম রুজভেল্ট।

তার দু' মাস আগে কিম তেহরানে গিয়েছিলেন তার ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের ঘটিয়ে বসা বড়ো ধরনের একটা কুকর্মের সুযোগ নিতে। তখন ইরানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মোসাদ্দেক। ইংরেজরা তাঁকে ক্ষমতা থেকে হটানোর ষড়যন্ত্র করছে টের পেয়ে তাদের দূতাবাসের সবাইকে ইরান ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন মোসাদ্দেক। ওই সময় রুজভেল্ট গিয়ে এতদিন যে সমস্ত ইরানি স্পাই ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করত, তাদেরকে টাকা-পয়সা দিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেন। দেশে ফেরার পথে লন্ডনে যান তিনি। গিয়ে জানতে পারেন, প্রধান মন্ত্রি উইনস্টন চার্চিল সিআইএ'র কাছে মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছেন। চল্লিশ বছর আগে ইরানের তেল তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, সীমাহীন গৌরবের অধিকারী করেছে। হারানো সেই অতীত আবার ফিরে পেতে চান চার্চিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ অ্যাডমিরালটির প্রথম লর্ড ছিলেন চার্চিল। তখন তিনি রয়্যাল নেভির কয়লা চালিত জাহাজকে জ্বালানি তেলে চালিত জাহাজে রূপান্ত রিত করেন। তিনি অ্যাংলো-পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানির ৫১ শতাংশ ব্রিটিশ সরকারকে কিনে নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। পাঁচ বছর আগে সেই কূপে প্রথম তেলের খনি আবিষ্কার হয় এবং ব্রিটিশরা তার সিংহভাগই নিয়ে যায়। ইরানের তেল চার্চিলের রণতরী বহরকে সচল রাখতেই শুধু সাহায্য করেনি, প্রচুর রাজস্বও আয় হয়েছে তা থেকে। একদিকে যখন ব্রিটানিয়া বিশ্বের সমুদ্র শাসন করেছে, একই সময় ব্রিটিশ, রাশিয়ান ও তুর্কি সৈন্যরা ইরানের উত্তরাঞ্চল পায়ের নিচে পিষ্ট করেছে। মাঠের ফসল নষ্ট করেছে। ফলে সে সময় দুর্ভিক্ষে সম্ভবত দুই মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে উদয় ঘটে এক কোসাক কমান্ডারের। তাঁর নাম রেজা খান। ছলনা করে, শক্তি খাটিয়ে ইরানের ক্ষমতা দখল করেন তিনি। ১৯২৫ সালে নিজেকে দেশের শাহ্ ঘোষণা করেন। ইরানি পার্লামেন্ট মজলিশের চার সদস্যের

একজন, জাতীয়তাবাদী নেতা মোহাম্মদ মোসাদ্দেক তাঁর বিরোধিতা করেন। মজলিশ কিছুদিনের মধ্যে জেনে যায় ব্রিটিশ অয়েল জায়ান্ট, অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি অত্যন্ত সুকৌশলে ইরান সরকারের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লোপাট করেছে। ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা আর রাশিয়ান ভীতি তখন ইরানে এতো ব্যাপক ছিল যে '৩০-এর দশকে সুযোগ বুঝে নাৎসিরা এসে ঘাঁটি গাড়ে সেখানে। ১৯৪১ সালের আগস্টে চার্চিল ও স্ট্যালিন একযোগে হামলা করেন ইরানের ওপর। রেজা খানকে নির্বাসনে পাঠিয়ে তাঁর একুশ বছরের ছেলে, মোহাম্মদ রেজা শাহ্ পাহলভিকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেন।

রাশিয়ান ও ব্রিটিশ বাহিনী যখন ইরান দখল করে, তখন আমেরিকান বাহিনী ইরানের এয়ারপোর্ট আর রাস্তা ব্যবহার করে স্ট্যালিনের জন্য আনুমানিক ১৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক সহায়তা পৌঁছে দেয় সে দেশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার একজনমাত্র জেনারেল, জেনারেল নর্ম্যান শোয়ার্জকফের মৃত্যু হয়েছিল ইরানের মাটিতে, যিনি ইরানের পুলিশ বাহিনীকে সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর ছেলে ১৯৯১ সালে ইরাকে বহুজাতিক বাহিনী পরিচালিত ডেজার্ট স্টর্মের কামন্ডার ছিলেন। তাঁর নামও নর্ম্যান শোয়ার্জকফ ছিল।

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে তেহরানে ওয়ার কনফারেন্স হয় রুজভেল্ট, চার্চিল আর স্ট্যালিনের মধ্যে। কিন্তু কিছুদিন পর ক্ষুধার্ত ইরানীদের ফেলে চলে যায় মিত্র বাহিনী। তেল খনির শ্রমিকরা তখন দিনে পঞ্চাশ সেন্ট করে পারিশ্রমিক পেত। এই সুযোগে তরুণ শাহ ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখেন। যুদ্ধের পর মোসাদ্দেক ব্রিটিশ অয়েল কনসেশনের সাথে নতুন সমঝোতার প্রস্তাব দেন। অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো তেলের রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করে। সেটার আবাদান উপকূলের রিফাইনারি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগার।

ব্রিটিশ তেল কর্মকর্তা আর টেকনিশিয়ানরা যখন প্রাইভেট ক্লাবে খেলত, সুইমিং পুলে জল কেলি করত, ইরানের তেল শ্রমিকরা তখন ঝুপরি ঘরে মানবেতর জীবন যাপন করত। পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের বা পয়ঃনিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না তাদের জন্য। এই অবহেলার কারণে দেশের কমিউনিস্ট পার্টি, তুদেহ পার্টির প্রতি সাধারণ ইরানীদের সমর্থন বাড়তে থাকে। ওই সময় পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল আড়াই হাজার। তেলে ইরানীদের যা মুনাফা হতো, ব্রিটিশদের হতো তার দ্বিগুণ। এ অবস্থায় অর্ধেক অর্ধেক মুনাফার প্রস্তাব করা হলে ব্রিটিশরা প্রত্যাখ্যান করে। তারা রাজনীতিক, খবরের কাগজের সম্পাদক এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত রেডিওর ডিরেক্টরদের ঘুষ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়।

ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের তেহরান চিফ, ক্রিস্টোফার মন্টাগু উডহাউজ তেলের সাথে জড়িতে ব্রিটিশদের সতর্ক করে দেন, তারা নিজেদের জন্য বিপদ ডেকে

আনছেন। অবশেষে ১৯৫১ সালে আসে সেই বিপদ। ইরানের মজলিশ ভোট দিয়ে দেশের তেল সম্পদকে জাতীয়করণ করে। তার ক'দিন পর মোহাম্মদ মোসাদ্দেক দেশের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। জুন মাসের শেষ নাগাদ ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ ইরানের উপকূল ছেড়ে চলে যায়। জুলাইয়ে তেহরানের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত রিপোর্ট করেন, ব্রিটিশরা 'নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত' করছে, মোসাদ্দেককে উৎখাতের চেষ্টা করছে। সেপ্টেম্বরে ব্রিটেন তার মিত্রদের নিয়ে ইরানের তেল বয়কট করার মাধ্যমে দেশটির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল মোসাদ্দেককে উৎখাত করা।

এই সময় চার্চিল আবার প্রধান মন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় ফিরে আসেন। তখন তাঁর বয়স সাতাত্তর। আর মোসদ্দেকের বয়স উনসত্তর। দু'জনেই সমান একগুঁয়ে, জেদী বৃদ্ধ। দু'জনই পাজামা পরা অবস্থায়ও দেশের কাজ করেন। চার্চিলের পরামর্শে ব্রিটিশ কামান্ডাররা প্ল্যান করেন সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে অভিযান চালিয়ে ইরানের তেল ক্ষেত্র আর আবাদান রিফাইনারি দখল করে নেবেন। এ কাজে ঘনিষ্ঠ মিত্র আমেরিকার সাহায়তা আশা করেন চার্চিল। মোসাদ্দেক জাতি সংঘ আর হোয়াইট হউজের কাছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ট্রুম্যানকে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করেন, এর ফলে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বেধে যেতেও পারে।

ট্রুম্যান ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়ে দেন আমেরিকা কখনও এরকম আগ্রাসনে অংশ নেবে না। চার্চিলও পাল্টা দান চালেন। তাঁকে মনে করিয়ে দেন, কোরিয়া যুদ্ধ ছিল আমেরিকার রাজনৈতিক যুদ্ধ। সে যুদ্ধে ব্রিটেন তার পাশে ছিল। তাই এখন সে এইটুকু সমর্থন ওয়াশিংটনের কাছে আশা করতেই পারে।

অবশেষে ১৯৫২ সালের গ্রীষ্মে ঐক্যে পৌছায় দু' পক্ষ।

'সিআইএ'র ত্রুটি-বিচ্যুতি'

ব্রিটিশ স্পাই মন্টি উডহাউজ ওয়াশিংটনে গিয়ে ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ আর ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ২৬ নভেম্বর তারা 'মোসাদ্দেককে ভারসাম্যহীন করা' নিয়ে আলোচনা করেন। ওই সময় ট্রুম্যানের ক্ষমতার পালা প্রায় শেষ, আইজেনহাওয়ার হতে যাচ্ছেন নতুন প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার বিদেশ নীতি ছিল মোসাদ্দেককে সমর্থন করার। অথচ তারপরও সিআইএ তাঁকে গদিচ্যুত করার পরিকল্পনা করতে থাকে হোয়াইট হাউজের অনুমোদন ছাড়াই।

১৯৫৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের নতুন প্রধান ওয়াশিংটনে পৌছান। তাঁর নাম স্যার জন সিনক্লেয়ার। মৃদুভাষী স্কটসম্যান

তিনি। লোকে জানে 'সি' নামে। বন্ধুরা জানে 'সিন্দবাদ' হিসেবে। অ্যালেন ডালেসের সাথে দেখা করেন জন সিনক্রেয়ার, আসন্ন তেহরান কু-র ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে কিম রুজভেল্টের নাম প্রস্তাব করেন। প্ল্যানের নাম রাখা হয় কাঠখোট্টা—'অপারেশন বুট'। রুজভেল্টের প্রস্তাব ছিল সুন্দর একটা নামের: অপারেশন আয়াক্স (Ajax)। ট্রয়ের যুদ্ধের মিথিক্যাল বা পৌরাণিক নায়ক ছিল আয়াক্স (রুজভেল্টের পছন্দ ছিল অদ্ভুত। কারণ গল্প অনুযায়ী আয়াক্স পাগল হয়ে গিয়েছিল। ওই অবস্থায় এক পাল ভেড়া পালন করতো সে যোদ্ধা মনে করে। পরে জ্ঞান ফিরতে সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে একপাল ভেড়া দেখে লজ্জায় আত্মহত্যা করে সে)।

রুজভেল্ট দু' বছর বিভিন্ন রাজনৈতিক দায়িত্ব, প্রচারণা এবং ইরানে সোভিয়েত আগ্রাসন মোকাবেলায় প্যারামিলিটারি অপারেশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এরমধ্যে সিআইএ দশ হাজার উপজাতীয় যোদ্ধার ছয় মাস লড়াই করার মতো পর্যাপ্ত টাকা আর অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে ফেলে। তাকে ইরানের তুদেহ পার্টির মাথাগুলোর ওপর হামলা চালানোর অনুমোদন দেয়াই ছিল। এমনিতেও সেটা ছিল ছোটো দল, অকার্যকর। তারওপর নিষিদ্ধ। কিন্তু তুদেহকে ছেড়ে দেশের মূলধারার রাজনীতিক ও ধর্মীয় দলগুলোকে মোসাদ্দেকের প্রতি বিরূপ করে তোলার কাজে মনে দেন রুজভেল্ট। ঘুষ দেয়াসহ নানান ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম শুরু করেন।

এজেন্সির অফিসার ও তাদের ইরানি এজেন্টরা টাকার বিনিময়ে ভাড়াটে রাজনীতিক, ধর্ম অনুরাগী এবং মাস্তানদের আনুগত্য কিনে নিতে শুরু করে। তুদেহ পার্টির মিছিল রাস্তায় বের হলেই অংশগ্রহণকারীদেরকে গুণ্ডাপাণ্ডারা মারপিট করে, মুসল্লিরা মসজিদ থেকে মোসাদ্দেকের কড়া সমালোচনা করে। ব্রিটেনের মতো দীর্ঘদিন ইরানে বিচরণ করার অভিজ্ঞতা আমেরিকার ছিল না। ব্রিটিশদের মতো বেশি ইরানী এজেন্টও তাদের ছিল না। তবে টাকা ছিল আমেরিকানদের। একটা গরীব দেশে বছরে অন্তত এক মিলিয়ন ডলার খরচ করা ওই আমলে ছিল বিশাল ব্যাপার।

এছাড়া ইরানে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের প্রভাব কেনার যে নেটওয়ার্ক ছিল, তারও সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে থাকে সিআইএ। অ্যাংলোফিলি (anglophile) বা ইংরেজ প্রীতির বাতিকওয়ালা ইরানের রাশিদিয়ান পরিবারের তিন ভাই চালাত সে নেটওয়ার্ক। এই পরিবার ইরানের জাহাজ, ব্যাংক ও রিয়াল এস্টেট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতো। মজলিশের সদস্যদের সাথেও রাশিদিয়ানদের ভালো সম্পর্ক ছিল। তেহরানের স্বীকৃতিবিহীন আইন প্রণেতা, বাজারের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের মুঠোয় ভরে নেয় তারা। সিনেটর, সিনিয়র মিলিটারি অফিসার, প্রকাশক ও সম্পাদক, গুণ্ডাপাণ্ডা এবং মোসাদ্দেকের কেবিনেটের একজন সদস্যকে পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে দলে টেনে নেয়। টাকা ভর্তি কুকির টিনের বিনিময়ে খবর কিনতে থাকে তিন

রাশিদিয়ান। রেজা শাহ্-এর চিফ ম্যানসার্ভেন্টকে পর্যন্ত দলে টেনে নেয় তারা।

৪ মার্চ অ্যালেন ডালেস ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিংয়ে যোগ দেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরান দখল করে নিলে পরিস্থিতি কি হবে, তার ওপর সাত পৃষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত নোট নিয়ে। তিনি কাউন্সিলকে সতর্ক করে বলেন, 'ইরানে এখন ম্যাচিউরড্ রেভোলিউশনারি সেট-আপ রেডি। এই অবস্থায় কমিউনিস্টরা যদি দেশটা দখল করে নেয়, তাহলে সারা মধ্য প্রাচ্যেই আমেরিকান প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। মুক্ত বিশ্বের ষাট ভাগ তেল মস্কোর নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। যুদ্ধের জন্য আমাদের তেলের রিজার্ভ মারাত্মক সঙ্কটে পড়ে যাবে।'

অ্যালেন ডালেস পরামর্শ দেন, এই অবস্থায় আমেরিকায় তেল ও গ্যাসোলিন আপাতত কিছুদিনের জন্য রেশনিংয়ের পদক্ষেপ নিলে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কিছুটা সহজ হবে। সেই সাথে মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত না করে বরং ১শ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তাঁকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কৌশলী ব্রিটিশ স্পাই মন্টি উডহাউস সিআইএ'কে বলেনঃ তারা ইচ্ছে করলে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে নিজেদের মতো করে সমস্যা সামাল দেয়ার পরামর্শ দিয়ে দেখতে পারেন। কিন্তু ইরানের বাস্তব পরিস্থিতি হলো মোসাদ্দেক যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন, রাশিয়ান আগ্রাসনের ঝুঁকি ততোদিন বাড়তেই থাকবে।

কিম রুজভেল্ট নিভৃতে প্রেসিডেন্টকে বোঝান—বেশি চাপাচাপির কারণে যদি মোসাদ্দেক বাম দিকে ঝুঁকে পড়েন, দেশ কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাবে। কিন্তু যদি তাঁকে সঠিক পথে পরিচালনা করা যায়, তাহলে ইরানিয়ান সরকার নিশ্চয়ই আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। রুজভেল্টের কূট কৌশলের কাছে পরাজিত হন মোসাদ্দেক। তেহরানের আমেরিকান দূতাবাসের কাছে 'সোভিয়েত হুমকির' অভিযোগ জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, 'ওয়াশিংটন তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।' আমেরিকান কূটনীতিক, জন এইচ. স্টাটসম্যান ১৯৫৩ সালে তেহরানের আমেরিকান দূতাবাসের ইরানিয়ান অ্যাফেয়ার্সের ইন-চার্জ ছিলেন। মোসাদ্দেককে তিনি ভালো করেই চিনতেন। 'তাঁর ধারণা ছিল ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমেরিকানদের যদি রাশিয়ার ভয় দেখানো হয়, তাহলে আমরা দ্রুত কাজ সেরে ফেলব।' খুব বেশি ভুল ছিল না তাঁর হিসেবে।

ফ্র্যাঙ্ক উইজনার ১৮ মার্চ রুজভেল্ট আর উডহাউজকে বলেন, অ্যালেন ডালেস তেহরান সম্পর্কে প্রাথমিক গো-অ্যাহেড জানিয়েছেন। সিআইএ হেড কোয়ার্টার্স এপ্রিলের ৪ তারিখ তেহরান স্টেশন অফিসে ১ মিলিয়ন ডলার পাঠায়। তবে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার এবং পরিকল্পনায় জড়িত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এর সফলতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

ক'দিন পর প্রেসিডেন্ট এক বাকচাতুরীপূর্ণ ভাষণে 'শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা'র ডাক দেন। ঘোষণা করেন, 'প্রতিটি জাতির নিজের পছন্দমত সরকার গঠন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বেছে নেয়ার অধিকার হবে অপসারণের অসাধ্য' এবং 'এক জাতির অন্য জাতিকে তার নিজস্ব সরকার গঠন প্রশ্নে নির্দেশ দিতে যাওয়া হবে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপের শামিল।' বিষয়টা সিআইএ'র তেহরান স্টেশন চিফ, রজার গোইরানকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি প্রশ্ন করেন, মধ্য প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যের সাথে আমেরিকা কেন হাত মেলাতে চাইছে? তিনি বলেন, এটা ভুল হচ্ছে। আমেরিকার স্বার্থহানী করবে এ নীতি।

অ্যালেন ডালেস তাকে ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠান এবং স্টেশন চিফের পদ থেকে সরিয়ে দেন। ইরানে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন লয় হেন্ডারসন। প্রথম থেকেই তেহরান প্ল্যানের সাথে জড়িত ছিলেন তিনি। ইংরেজরা তার সাথে ইরানের এক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল, দুশ্চরিত্র ফাজলুল্লাহ জাহেদিকে ফ্রন্ট ম্যান হিসেবে জড়াতে যাচ্ছে দেখে তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। কারণ মোসাদ্দেক তাঁকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন: তিনি জানেন জাহেদি ইংরেজদের চর।

তারপরও ব্রিটিশরা জাহেদিকেই মনোনীত করে এবং সিআইএ তাকে সেকেন্ড ফ্রন্ট ম্যান হিসেবে রাখে। এই লোক সব সময় খোলামেলাভাবে তার ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রো-আমেরিকান মনে করা হতো তাঁকে। এপ্রিলের শেষদিকে ইরানের ন্যাশনাল পুলিশ চিফকে কিডন্যাপ ও হত্যা করা হলে ফাজলুল্লাহ জাহেদি গা ঢাকা দেন। এর কারণ আছে। ঘটনার সাথে জড়িত হত্যাকারীরা সবাই তাঁরই অনুসারী ছিল। এগারো সপ্তাহ আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হন জাহেদি।

মে মাসে মোসাদ্দেককে ভারসাম্যহীন করার পরিকল্পনা গতি পায়। তখনও পর্যন্ত আইজেনহাওয়ার অনুমোদন দেননি যদিও, তবে প্ল্যানের চূড়ান্ত খসড়া রচিত হয়ে গেছে। সিআইএ নগদ ৭৫ হাজার ডলার দেয় জাহেদিকে। সেই টাকায় একটা মিলিটারি সেক্রেটারিয়েট দাঁড় করাবেন তিনি। কয়েকজন কর্নেলকে নিয়ে অভ্যুত্থান ঘটাবেন। সিআইএ'র ডিক্লাসিফাইড ইতিহাসে জানা যায়: প্রথমে ঠিক হয় 'ইসলামের যোদ্ধা' নামে একদল ধর্মান্ধ—সিআইএ'র ভাষায় 'সন্ত্রাসী দল'-এর প্রধান মন্ত্রী মোসাদ্দেকের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সমর্থকদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকির মধ্যে দিয়ে প্ল্যান কার্যকরা করা শুরু করবে।

তারপর তারা সম্মানিত ধর্মীয় নেতাদের ওপর এমনভাবে হামলা চালাতে থাকবে, যা দেখে মনে হবে এসব কমিউনিস্টদের কাজ। ওদিকে সিআইএ একই সাথে দেড় লাখ ডলারের প্রচারণা যুদ্ধে নামবে। ইরানের প্রেস ও সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্যাম্ফলেট ও পোস্টার ছড়াবে। তাতে দাবি করা হবে: মোসাদ্দেক তুদেহ পার্টি এবং রাশিয়ার সমর্থক... মোসাদ্দেক ইসলামের শত্রু... মোসাদ্দেক আর্মির নৈতিক চরিত্র

ধ্বংস করছেন... মোসাদ্দেক জেনেশুনে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের চক্রান্ত করছেন... মোসাদ্দেক ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরের পর্যায়: নির্দিষ্ট দিনে জাহেদির মিলিটারি সেক্রেটারিয়েটের নেতৃত্বে কু-র পরিকল্পনাকারীরা আর্মির জেনারেল স্টাফ হেড কোয়ার্টার্স, রেডিও তেহরান ভবন, মোসাদ্দেকের বাড়ি, পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস দখল করে নেবে। মোসাদ্দেক ও তাঁর কেবিনেটের সদস্যদের গ্রেফতার করা হবে। সপ্তাহে আরও ১১ হাজার ডলার করে বরাদ্দ দেয়া হলো। এ টাকা গেল মজলিশের সদস্যদের পকেটে, যাতে আসন্ন নতুন মজলিশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের কিনে নেয়া যায় এবং তারা জাহেদিকে তাদের নতুন প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসাতে পারে। শেষের এ কাজটা করা হবে গোটা বিষয়টি যাতে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। তাহলে জাহেদি শাহের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁকে উদ্ধার করতে ও ক্ষমতায় বসাতে পারবেন।

দুর্বল চিত্ত শাহ্ কি তাঁর ভূমিকা পালন করবেন? রাষ্ট্রদূত হেন্ডারসন মনে করেন না অভ্যুত্থানের প্রতি সমর্থন জানানোর মতো মাজার জোর তাঁর আছে। কিন্তু রুজভেল্ট মনে করেন শাহকে ছাড়া এ উদ্যোগ নিতে যাওয়া নিরর্থক হবে।

১৫ জুন রুজভেল্ট লন্ডনে যান ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তাদের প্ল্যান জানাতে। হেড কোয়ার্টার্সের কনফারেন্স রুমে বৈঠক বসে। রুমের দরজায় "Curb Your Guests" সাইন লাগানো। প্ল্যান নিয়ে কেউ কোনো আপত্তি তুলল না। শত হলেও খরচ-পত্র সব আমেরিকানরাই দিচ্ছে। অভ্যুত্থানের মূল পরিকল্পনা ব্রিটিশরা করে থাকলেও আসল কাজে তাদের নেতারা বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারল না। ২৩ জুন বোস্টনে আমেরিকান পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্থনি এডেনের মেজর অপারেশন করা হয়। একই দিন উইনস্টন চার্চিল এমন কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হন যে আরেকটু হলে মরেই যাচ্ছিলেন। খবরটা চেপে যাওয়া হলো। সিআইএ কিছুই জানতে পারল না।

পরের দুই সপ্তাহে এজেন্সি দু' মাথাওয়ালা চেইন অব কমান্ড সেট করল। একটা নিয়ন্ত্রণ করবে জাহেদির মিলিটারি সেক্রেটারিয়েট। অন্যটা রাজনৈতিক যুদ্ধ আর প্রচারণা যুদ্ধ। দুটো শাখাকেই সরাসরি ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। কিম রুজভেল্ট প্লেনে বৈরুত যাবেন ঠিক হলো। সেখান থেকে সড়ক পথে সিরিয়া ও ইরাক হয়ে যাবেন ইরানে। তারপর রাশিদিয়ান ভাইদের সাথে যোগাযোগ করবেন। সিআইএ প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় থাকল।

জুলাই মাসের ১১ তরিখ এলো সেই সংকেত। এবং ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে প্রায় সবকিছুই এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল।

'আফটার ইউ, ইয়োর ম্যাজেস্টি!'

নির্দিষ্ট দিনের আগেই মিশনের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়। ৭ জুলাই সিআইএ তুদেহ পার্টির রেডিওর খবর মনিটর করছিল। হঠাৎ তারা শুনতে পায় রেডিও ইরানিদেরকে এই বলে সতর্ক করছে যে আমেরিকান সরকার, দেশের ভেতরের কিছু 'স্পাই আর বিশ্বাসঘাতক,' বিশেষ করে 'মেজর জেনারেল জাহেদির সহযোগিতায় প্রধান মন্ত্রী মোসাদ্দেকের সরকারকে "লিকুইডেট" করার ষড়যন্ত্র করছে।' তুদেহ পার্টির মধ্যে বিশ্বস্ত রাজনৈতিক ও ইন্টেলিজেন্স সূত্র ছিল মোসাদ্দেকের। তাদের মারফত সময়মত খবরটা পেয়ে যান তিনি।

ওদিকে সিআইএ আবিষ্কার করে, ক্যু ঘটাতে সাহায্য করার কেউ নেই তাদের পক্ষে। জেনারেল জাহেদির অধীনে একজন সৈন্যও নেই। এজেন্সির কাছে কোনো ম্যাপ নেই, যা দেখে বোঝা যায় তেহরানের কোথায় কোথায় মিলিটারির ঘাঁটি আছে। ইরানি আর্মির রোস্টারও নেই। নিরুপায় কিম রুজভেল্ট ইউএস স্পেশাল অপারেশনস-এর স্রষ্টা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রবার্ট এ. ম্যাকক্লারের সাহায্য কামনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আইজেনহাওয়ারের চিফ ইন্টেলিজেন্স অফিসার ছিলেন তিনি। কোরিয়া যুদ্ধের সময় আর্মির সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার ডিভিশন পরিচালনা করতেন। অ্যালেন ডালেস-ফ্র্যাঙ্ক উইজনার, দু'জনের সাথেই কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে ম্যাকক্লারের, যদিও একজনকেও বিশ্বাস করেন না তিনি।

ম্যাকক্লার তেহরানে আসেন আমেরিকান মিলিটারি অ্যাসিসটেন্স অ্যাডভাইজরি গ্রুপ পরিচালনা করতে। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রুপ ইরানী সেনাবাহিনীর আপ-অ্যান্ড-কামিং অফিসারদের সাপোর্ট, ট্রেইনিং এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে। তেহরানে এসে এজেন্সির ওয়ার অব নার্ভস যুদ্ধের অংশ হিসেবে মোসাদ্দেকের অনুসারী কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন তিনি। ওদিকে কিম রুজভেল্ট অপেক্ষায় থাকেন ম্যাকক্লারের সাড়া পাওয়ার আশায়। আইজেনহাওয়ার জানিয়ে রেখেছেন, ম্যাকক্লার দেশে ফিরলেই যেন ক্যু-র সাফল্যের জন্য তাকে দ্বিতীয় স্টার পরিয়ে দেয়া হয়। তেহরানে ম্যাকক্লারের মিলিটারি অ্যাসিসটেন্স গ্রুপে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে আগে কাজ করেছে, এমন এক কর্নেলকে খুঁজে বের করে তাকে ম্যাকক্লারের সহকারী নিয়োগ করা হয়। সেই কর্নেল গোপনে আরও চল্লিশজন অফিসারকে নিয়োগ করে।

এখন একজন শাহ্ হলেই চলে।

সিআইএ'-র এক কর্নেল, স্টিফেন জে. মিয়েড প্যারিসে যান শাহের যমজ বোন, প্রিন্সেস আশরাফকে নিয়ে আসতে। জনপ্রিয়তা ছিল না, কিন্তু দৃঢ় মনোবলের

অধিকারী ছিলেন এই মহিলা। সিআইএ'র প্ল্যান ছিল তাঁকে নির্বাসন থেকে ফিরে আসতে বলা হবে এবং তিনি শাহের প্রতি জেনারেল জাহেদিকে সমর্থন দিতে বলবেন। কিন্তু প্রিন্সেসকে কোথাও পাওয়া গেল না। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট আসাদুল্লাহ রাশিদিয়ান ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা থেকে খুঁজে বের করে তাঁকে। তারপর আরও দশ দিন ব্যয় হয় প্রিন্সেসকে রাজি করিয়ে তেহরানগামী ফ্লাইটে তুলতে। অবশ্য বিনিময়ে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সকে বড়ো অংকের নগদ এবং একটা মিংক কোট উপহার দিতে হয়েছিল প্রিন্সেসকে। সেই সাথে কর্নেল মিয়েডের তরফ থেকে প্রতিজ্ঞা: যদি কু ব্যর্থ হয়, তাহলে রাজকীয় পরিবারকে আমেরিকা নিয়মিত বড়ো অংকের মাসোহারা দেয়া হবে।

ভাইয়ের সাথে তীব্র বাকযুদ্ধের পর ৩০ জুলাই তেহরান যাত্রা করেন প্রিন্সেস। সিআইএ জেনারেল নর্ম্যান শোয়ার্জকফকে ১ আগস্ট নিয়ে আসে শাহ্‌কে সাহস জোগানোর জন্য। শাহ্ ভয় পাচ্ছিলেন তাঁর প্রাসাদে আড়িপাতা যন্ত্র বসানো আছে, তাই জেনারেলকে গ্র্যান্ড বল রুমে নিয়ে একটা ছোটো টেবিলে বসে ফিসফিস করে বলেন, তিনি অভ্যুত্থানের প্রশ্নে রাজি নন। কারণ বিপদ ঘটে গেলে আর্মি তাকে সহযেগিতা করবে, এমনটা তিনি তা মনে করেন না।

পরের এক সপ্তাহ শাহের প্রাসাদে যাওয়া-আসার মধ্যে দিয়ে কাটান কিম রুজভেল্ট। তাঁকে নির্দয়ের মত চাপাচাপি করেন, সতর্ক করেন সিআইএ'র নির্দেশ অমান্য করলে ইরান কমিউনিস্টদের হাতে পড়তে পারে অথবা দ্বিতীয় কোরিয়ায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেটাই হোক, শাহ্ ও তাঁর পরিবারের সবার মৃত্যুদণ্ড হবে। শাহ্ আতঙ্কিত হয়ে তাঁর কাস্পিয়ান সাগর তীরের রাজকীয় রিসোর্টে পালিয়ে যান। ক্ষিপ্ত রুজভেল্ট রাজকীয় ডিক্রি লেখেন যাতে মোসাদ্দেককে খারিজ করে জেনারেল জাহেদিকে নতুন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করার কথা বলা হয়।

যে কর্নেল শাহের রাজকীয় গার্ড বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন, তাকে সেই ডিক্রি নিয়ে শাহের কাছে পাঠান রুজভেল্ট যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে আসতে। আগস্টের ১২ তারিখ কর্নেল শাহের রাজকীয় রিসোর্টে গিয়ে তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে পরদিনই ফিরে আসেন। রুজভেল্ট আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, সময় হলে মোসাদ্দেকের বাড়িতে গিয়ে বন্দুকের মাথায় ডিক্রিটা দেখাতে হবে। তারপরও যদি সে ক্ষমতা ছাড়তে রাজি না হয়, তাহলে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসতে হবে তাঁকে। এরপর রুজভেল্টের ইরানী এজেন্টরা তেহরানের রাস্তায় নেমে হাঙ্গামা শুরু করে দেয়। খবরের কাগজ আর প্রেস অনবরত নানান প্রচারণা চালাতে থাকে মোসাদ্দেকের নামে:

মোসাদ্দেক কমিউনিস্ট।

মোসাদ্দেক ইহুদী।

সিআইএ'-র ভাড়াটে গুণ্ডারা নামাজ পড়তে আসা মুসল্লীদের ওপর আক্রমণ চালাতে লাগল, মসজিদ নোংরা করতে লাগল। মোসাদ্দেক পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মজলিশ ভেঙে দিলেন। দেশের আইন অনুযায়ী একমাত্র মজলিশই প্রধান মন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারে। সেটা ভেঙে দেয়ায় একদিকে শাহের ডিক্রি যেমন অকেজো হয়ে গেল, অন্যদিকে তেমনি সিআইএ ইরানী সিনেটর ও ডেপুটিদের কিনতে যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করল, তা-ও বলতে গেলে পানিতে গেল।

তবু রুজভেল্ট দমলেন না। ১৪ আগস্ট তিনি হেড কোয়ার্টার্সকে অনুরোধ করলেন জেনারেল জাহেদিকে ঠেকা দিতে জরুরি ভিত্তিতে আরও পাঁচ মিলিয়ন ডলার পাঠাতে। সেই রাতেই অভ্যুত্থান ঘটানোর কথা ছিল। মোসাদ্দেকও তা জানতেন। তিনি তেহরান গ্যারিসন থেকে আর্মি, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি আনিয়ে নিজের বাড়ি ঘেরাও করে রাখার ব্যবস্থা করেন। শাহের রাজকীয় বাহিনী মোসাদ্দেককে যখন অ্যারেস্ট করতে যায়, অনুগত অফিসাররা তখন তাঁকে উদ্ধার করে। জাহেদি রুজভেল্টের অফিসারদের মধ্যে থেকে একজন নতুন আর্মি অফিসার, রকি স্টোনের তত্ত্বাবধানে সিআইএ'র এক সেফ হাউসে গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন পুরোটা সময়। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় সিআইএ'র অভ্যুত্থান। হুড়োহুড়ির মধ্যে সংগঠিত করা কর্নেলেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

রেডিও তেহরান ১৬ আগস্ট সকাল ৫:৪৫ মিনিটে প্রচার করে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে। সিআইএ হেড কোয়ার্টার্স বুঝে উঠতে পারছিল না এরপর তারা কি করবে। ইওরোপে ছুটি কাটানোর জন্য নির্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ আগেই ওয়াশিংটন ছেড়েছেন অ্যালেন ডালেস। আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব ছিল না তাঁর। জানতেন, সবকিছু ঠিকঠাক মতই চলছে। তিনি কোথায় আছেন তা কেউ জানে না। ওদিকে ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের মাথায় কোনো বুদ্ধি খেলছে না। আর কিম রুজভেল্ট নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি বিশ্ববাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন এসব মোসাদ্দেকের চাল। এই ব্যর্থ অভ্যুত্থান তাঁরই কীর্তি।

শাহ্‌কে গল্পটা শোনানো প্রয়োজন। কিন্তু তাঁকে কোথায় পাবেন রুজভেল্ট? তিনি তো আগেই পালিয়েছেন। ইরাকের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, বার্টন ব্যারি কয়েক ঘণ্টা পর জানতে পারেন শাহ্ তখন বাগদাদে। সাহায্যের জন্য নানান জায়গায় ধরনা দিচ্ছেন। বাগদাদে যোগাযোগ করেন রুজভেল্ট। পুরো ঘটনা ব্যারিকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে পরামর্শ দেন তিনি যেন শাহ্‌কে রেডিওতে একটা বিবৃতি দিতে অনুরোধ করেন। যাতে তিনি বলবেন, বামপন্থীদের তৎপরতায় ভয় পেয়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন। বার্টন ব্যারির পরামর্শমত কাজ করেন শাহ্। তারপর নিজের পাইলটকে বলেন বিশ্বের নির্বাসিত রাজাদের রাজধানী রোমের ফ্লাইট প্ল্যান জমা দিতে।

১৬ আগস্ট রাতে রুজভেল্টের এক অফিসার স্টেশনের ইরানী এজেন্টদের নগদ ৫০ হাজার ডলার দিয়ে একদল লোককে নিয়ে মিছিল করতে বলেন। যাদের এমন শ্লোগান দিতে হবে যা শুনে মানুষের সন্দেহ করে তারা কমিউনিস্ট। পরদিন সকালে তার নির্দেশ পালিত হয়। সিআইএ'র টাকা খাওয়া শত শত উচ্ছৃঙ্খল মানুষ বানের পানির মত তেহরানের রাস্তায় নেমে আসে। লুটপাট, সরকারি সম্পত্তি ভাংচুর করে। তুদেহ পার্টির সত্যিকারের সদস্যরাও যোগ দেয় তাদের সাথে।

'কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বুঝে ফেলে এটা সাজানো। কভার্ট অ্যাকশন,' সিআইএ স্টেশনের ডিক্লাসিফাইড রিপোর্টে উল্লেখ আছে। 'তখন তারা ভাংচুরে বাধা দেয় এবং সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে।'

সে রাত নির্ঘুম কাটে কিম রুজভেল্টের। পরদিন, ১৭ আগস্ট সকালে সিআইএ'র বৈরুত স্টেশন চিফ, রয় হেন্ডারসন তেহরান পৌঁছান। কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে তাঁকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে যান কিম রুজভেল্ট। পথে শাহের বাবার উপড়ে ফেলা একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি চোখে পড়ে তাদের। শুধু জুতোসহ দু' পায়ের পাতা আটকে আছে স্তম্ভে, ওপরের অংশ নেই।

দূতাবাসে ফিরে হেন্ডারসন, রুজভেল্ট ও জেনারেল ম্যাকক্লার টানা চার ঘন্টা ধরে মিটিং করেন। নতুন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়ঃ চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হবে। সিআইএ'র টাকা খেয়ে যে সমস্ত সেনা সদস্য তাদের অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত ছিল, ম্যাকক্লারের পরামর্শে জাহেদি সমর্থক আর্মি অফিসাররা তাদের নাম এবং কে কোন গ্যারিসনে আছে, তার তালিকা তৈরি করে দেয়। এজেন্সির ভাড়াটে এজেন্টদের বলা হয় রাস্তায় আরও দাঙ্গাবাজ জড় করতে। লোক পাঠানো হয় শিয়াদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, আয়াতুল্লাহদের কাছে। তাদেরকে মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলা হয়।

কিন্তু ওয়াশিংটনে বসে সিআইএ'র সেরা বিশ্লেষকের সেদিনকার তেহরানের ঘটনাবলী সম্পর্কে লেখা রিপোর্ট পড়ে চরম হতাশায় ভুগতে থাকেন ফ্র্যাঙ্ক উইজনার। সেটা ছিল এরকমঃ তেহরানে মিলিটারি কু ঘটাতে ব্যর্থ হওয়া এবং শাহের বাগদাদ সফরে যাওয়া প্রমাণ করে, পরিস্থিতির ওপর মোসাদ্দেকের এখনও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। এবং এ পরিস্থিতি আগাম জানিয়ে দিচ্ছে, এবার বিরোধীদের ওপর আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবেন ইরানের প্রধান মন্ত্রী।

১৭ আগস্ট গভীর রাতে তেহরানে একটা মেসেজ পাঠান উইজনার। তাতে বলা হয়ঃ কিম রুজভেল্ট ও হেন্ডারসনের কর্মকাণ্ড যে সাফল্যের মুখ দেখবে, তার স্বপক্ষে বিশ্লেষকদের কোনো জোরাল সমর্থন পাওয়া যায়নি। তাই অভ্যুত্থান বাস্তবায়নের কাজ আপাতত স্থগিত করা হোক।

রাত আরও একটু গভীর হতে, দু'টোর খানিক পর, উইজনার উন্মত্তের মতো

টেলিফোন কল প্লেস করেন জন ওয়ালারের নামে। হেড কোয়ার্টার্সের ইরান ডেস্ক ইন-চার্জ জন ওয়ালার। লাইন পেয়ে উইজনার তাকে জানান, রেজা শাহ্ পাহলভি রোমে গেছেন এবং হোটেল এক্সেলশিয়রে উঠেছেন।

'সেখানে একটা টেরিবল, টেরিবল ঘটনা ঘটে গেছে!' বলেন উত্তেজিত উইজনার। 'আন্দাজ করতে পারো সেটা কি?'

ওয়ালার আন্দাজ করতে পারলেন না।

'যতো খারাপ কিছু কল্পনা করতে পারো করো,' উইজনার আবার বললেন।

'দ্রুতগামী ট্যাক্সির নিচে পড়ে মারা গেছেন শাহ্?' ওয়ালার বললেন।

'না, না! না, না!' চেঁচিয়ে উঠে বাধা দিলেন উইজনার। 'জন, তুমি বোধহয় জানতে না অ্যালেন ডালেস তার ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে রোমে গেছে! এবার কল্পনা করো তো কি ঘটে থাকতে পারে?'

'শাহের ওপর গাড়ি তুলে দিয়েছে ডালেস!' বললেন ইরান ডেস্ক প্রধান। 'মেরে ফেলেছে তাঁকে?'

লোকটার রসিকতায় প্রভাবিত হলেন না উইজনার। 'না। শাহ আর ডালেস একই মুহূর্তে এক্সেলশিয়রের রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে হাজির। ডালেসকে তাই বাধ্য হয়ে পিছু হটতে হয়েছে। সসম্মানে বলতে হয়েছে, 'আফটার ইউ, ইয়োর ম্যাজেস্টি (আপনি আগে, মহামান্য শাহ্)!'

'আবেগঘন আলিঙ্গন'

আগস্ট মাসের ১৯ তারিখ। সূর্যোদয়ের সময় এজেন্সির ভাড়া করা বিশাল গুণ্ডা বাহিনী তেহরানের রাস্তায় জড়ো হতে শুরু করল। দেশের দক্ষিণ থেকে বাস-ট্রাক ভর্তি করে উপজাতীয়দের নিয়ে আসা হয়েছে রাজধানীতে। তাদের নেতাদের এজেন্সির পক্ষ থেকে মোটা টাকা দেয়া হয়েছে। তারাও এসেছে। রাষ্ট্রদূত হেন্ডারসনের ডেপুটি চিফ উইলিয়াম রাউনট্রি পরের ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন 'প্রায় তাৎক্ষণিক বিদ্রোহ' বলে।

'বিদ্রোহ শুরু হয় একটা শরীর চর্চার ক্লাব থেকে। সুঠামদেহী যুবকরা সেখানে বুক ডন, ওয়েট লিফটিং ইত্যাদি করে,' রাউনট্রি বলেন। এই ওয়েট লিফটার ও সার্কাসের স্ট্রং ম্যানদের সেদিনের জন্য রিক্রুট করে রেখেছিল সিআইএ। 'তারা মোসাদ্দেক বিরোধী এবং শাহের পক্ষে স্লোগান শুরু করে দেয় এবং মিছিল নিয়ে এগোতে থাকে। মিছিল যতো এগোয়, মানুষের সংখ্যা ততোই বাড়তে থাকে। দেখতে দেখতে বিশাল প্রতিবাদ মিছিলে পরিণত হয় সেটা।

প্রতিবাদী মানুষ মোসাদ্দেক বিরোধী এবং শাহের পক্ষে 'শাহ্ দীর্ঘজীবী হোন!' শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখর করে তোলে। তারা মোসাদ্দেকের কেবিনেট সদস্যদের বাড়িঘরে হামলা করে। পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের আটক করে। চারটা পত্রিকার অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং মোসাদ্দেকের রাজনৈতিক দলের অফিস গুঁড়িয়ে দেয়। মিছিলে দু'জন ধর্মীয় নেতা ছিলেন। একজনের নাম আয়াতুল্লাহ আহমেদ কাশানি। তাঁর সাথে ছিলেন ইরানের পরবর্তীকালের ইসলামী বিপ্লবের নায়ক, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা মুসাভি খোমেনি।

কিম রুজভেল্ট তাঁর ইরানি এজেন্টদের বলেন টেলিগ্রাফ অফিস, প্রোপাগান্ডা বা প্রচারণা অফিস, পুলিশ ও আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের ওপর আক্রমণ করতে। প্রচণ্ড হাঙ্গামায় এর মধ্যে তিনজন মারা গেছে। জেনারেল জাহেদি যেখানে রকি স্টোনের পাহারায় গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন, রুজভেল্ট সেখানে গিয়ে তাঁকে জানান, সময় হয়েছে। নিজেকে প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করতে হবে প্রস্তুত হোন। জাহেদি তখন এতো বেশি ভয় পেয়েছেন, এতো বেশি কাঁপছেন যে রকি স্টোনকেই তাঁর মিলিটারি টিউনিক পরিয়ে দিতে হয়েছিল। সেদিন কম করেও একশ লোকের মৃত্যু হয় তেহরানের রাস্তায়।

এরপর শাহের রাজকীয় বাহিনী সিআইএ'র নির্দেশে মোসাদ্দেকের অত্যন্ত সুরক্ষিত, প্রচুর গার্ডের পাহারাধীন বাড়িতে হামলা চালালে আরও প্রায় দুশো লোকের মৃত্যু হয়। প্রধান মন্ত্রী সংঘর্ষের সময় নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারলেও পরদিন কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিন বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন মোসাদ্দেক। পরে দশ বছর গৃহবন্দি থাকার সময় মারা যান। অভ্যুত্থান সফল হলে কিম রুজভেল্ট জেনারেল জাহেদিকে নগদ এক মিলিয়ন ডলার দেন। নতুন প্রধান মন্ত্রী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিকদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেন জাহেদি। হাজার হাজার রাজবন্দিতে ভরে ওঠে দেশের কারাগার।

এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত রাউনট্রি পরে মন্তব্য করেন: 'পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছে সিআইএ। তারা যেভাবে চেয়েছে সেভাবে কাজ হয়নি সত্যি, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে।' পরে নিকট প্রাচ্যের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট হয়েছিলেন উইলিয়াম রাউনট্রি।

আগস্ট মাসের ২৬ তারিখ বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত কিম রুজভেল্ট লন্ডনে আসেন, দুপুর দু'টোর একটু পর। ১০ নাম্বার ডাউনিং স্ট্রিটে প্রধান মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু মোসাদ্দককে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমে হারানো গৌরব উদ্ধারে বদ্ধপরিকর সেই মানুষটি তখন আর নিজের মাঝে নেই। ইরান নিয়ে মাথা ঘামানোর ক্ষমতা পুরোপুরি লোপ পেয়েছে ততদিনে। চার্চিল তখন অত্যন্ত 'ব্যাড শেপে ছিলেন,' পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন

রুজভেল্ট। 'তাঁর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, দৃষ্টিশক্তি প্রায় বিলীন। স্মৃতিশক্তির অবস্থাও তেমনি। তেহরান নিয়ে তাঁকে মোটেই সচেতন মনে হলো না।' তবে চার্চিল অস্পষ্টভাবে হলেও এটুকু অন্তত মনে করতে পারছিলেন যে, তাঁর 'ওল্ড ফ্রেন্ড' বিডেল স্মিথের সাথে কিম রুজভেল্ট নিশ্চয়ই কোনোভাবে না কোনোভাবে জড়িত।

হোয়াইট হাউজে নায়কোচিত অভ্যর্থনা পান রুজভেল্ট। কভার্ট অ্যাকশন ম্যাজিকের ওপর আস্থা আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠে। 'ইরানের "কু" সম্পর্কে নানান রোমান্টিক গাল-গল্প দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে হোয়াইট হাউজে,' মন্তব্য করেন রে ক্লাইন। সিআইএ'র এক তারকা বিশ্লেষক। 'অ্যালেন ডালেস এক্সপ্লয়টেশন বা সুযোগ সৃষ্টি করে তার সুযোগ নেয়ার জন্য এক ঝুড়ি নাম কিনে ফেলেন।'

কিন্তু হেড কোয়ার্টার্সের সবাই মোসাদ্দেক সরকারের পতনকে বিজয় হিসেবে দেখল না। আপাতদৃষ্টিতে এই চমৎকার সাফল্যের মাঝেও সমস্যা ছিল। তা হলো, এ ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেছে এজেন্সি চাইলেই একটা সরকারের পতন ঘটাতে পারে না। নিজের পছন্দের কাউকে ক্ষমতায় বসাতে পারে না।

রে ক্লাইন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'কাজ আসলে যতটা না করা হয়েছে, তারচেয়ে বেশি আপনাআপনি হয়ে গেছে। সঠিক সময়ে, সঠিক উপায় অবলম্বন এবং জায়গামত সঠিক মাত্রার সহায়তা সরবরাহ করার সমন্বয়ের ফসল ছিল সিআইএ'র তেহরান মিশন। আর কিছু না।' কিছু সেনা সদস্য আর রাস্তার গুণ্ডাদের ভাড়া করে মারপিট ও ভাংচুরের মাধ্যমে কু ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় হিংসাত্মক ঘটনাবলী ঘটানো ছিল পরিস্থিতির মুখ্য নিয়ামক। টাকা হাত বদল হয়েছে এবং টাকা গ্রহণকারী সেইসব হাত সরকার বদল করতে সহায়তা দিয়েছে।

রেজা শাহ্ পাহলভি অবশেষে তাঁর সিংহাসন ফিরে পান। পরের সাধারণ নির্বাচনে সিআইএ'র রাস্তার সেই দাঙ্গাবাজ গ্যাংকে ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক কারচুপি করেন তিনি। তিন বছরের জন্য মার্শাল ল জারি করে দেশের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেন। সিআইএ ও আমেরিকান মিলিটারি মিশনকে তাঁর দেশের জন্য একটা নতুন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস গঠন করে দিতে বলেন রেজা শাহ্। সিআইএ সাভাক (SAVAK) গঠন করে দেয়। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল সংস্থাটিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর চোখ রাখার কাজে ব্যবহার করা। আর শাহ্ চাইছিলেন সাভাক তাঁর ক্ষমতা সুরক্ষা করবে। সাভাক দুই যুগেরও বেশি শাহের শাসন টিকিয়ে রেখেছিল।

তারপর ক্রমে ইসলামী বিশ্বে আমেরিকান ফরেন পলিসির কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠেন ইরানের সম্রাট, রেজা শাহ্ পাহলভি। পরের কয়েক বছর আমেরিকান রাষ্ট্রদূত নয়, সিআইএ'র তেহরান স্টেশন চিফ শাহের কাছে তাঁর দেশের

প্রতিনিধিত্ব করেন। সিআইএ ইরানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে। 'শাহের সাথে আবেগঘন আলিঙ্গনে জড়িয়ে পড়ে এজেন্সি,' বলেছেন অ্যান্ড্রু কিলগোর। তেহরানের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, রিচার্ড হেলমসের সময়কার (১৯৭২-১৯৭৬) স্টেট ডিপার্টমেন্টের পলিটিক্যাল অফিসার।

তিনি বলেন, 'সেই অভ্যুত্থানকে সিআইএ'র সবচেয়ে উজ্জ্বল একক সাফল্য হিসেবে দেখা হতো। আমেরিকার জাতীয় বিজয় হিসেবে বড়াই করা হতো। আমরা একটা দেশের পুরো গতিপথই পাল্টে দিয়েছি এখানে।'

সিআইএ মোসাদ্দেককে হটিয়ে শাহ্কে পুনর্বাসিত করেছে, এ গল্প শুনে শুনে ইরানের একটা প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে সত্যি। তবে সে জন্য এজেন্সি তেহরানের রাস্তায় রাস্তায় যে চরম বিশৃঙ্খলতার নজির সৃষ্টি করেছিল, এক সময় সেটাই ফিরে এসেছিল তার স্রষ্টা, আমেরিকাকে বধ করতে।

নিজ স্বার্থে অন্য দেশের জাতীয়তাবাদী প্রশাসনকে জাদুকরের মতো ভেল্কির মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে বলে যে অহংকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের মনে জন্মেছিল, সেই অহংকার তাদেরকে পরের চল্লিশ বছরের জন্য অত্যন্ত কঠিন এক যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছিল সেন্ট্রাল আমেরিকায়।

'বোমা ফেলুন! রিপিট, বোমা ফেলুন!'

১৯৫৩ সালের ক্রিসমাস ডে'র কয়েক দিন পরের ঘটনা। ফ্লোরিডার এক পুরনো, জরাজীর্ণ এয়ার বেজ ওপা লকা'র এক প্রান্তে নিজের নতুন ক্যাডিলাক পার্ক করলেন কর্নেল আল হ্যানি। গাড়ি থেকে নেমে নিজের নতুন সাম্রাজ্য, এভারগ্লেডের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটা দোতলা ব্যারাক বিল্ডিংয়ের ওপর নজর বোলালেন।

কর্নেল দক্ষিণ কোরিয়ার স্টেশন চিফ থাকার সময় মৃত্যু হয়েছিল কিছু মানুষের। তাদের দেহাবশেষ 'টপ সিক্রেট' নামের পর্দা দিয়ে ঢেকে কবর দিয়ে এসেছেন তিনি। এখন কর্নেলের বয়স উনচল্লিশ। হ্যান্ডসাম, উচ্চতা ছয় ফুট দুই ইঞ্চি। কড়া মাড় দেয়া আর্মি ইউনিফর্মের নিচে পেশীবহুল দেহ। দেখতে লাগে দুর্বৃত্তের মতো। বিয়ে বিচ্ছেদ হয়েছে কিছুদিন আগে। এ মুহূর্তে নতুন দায়িত্বে আছেন। অ্যালেন ডালেসের স্পেশাল ডেপুটি হিসেবে কাজ করছেন অপারশেন সাকসেস-এ। এটা গুয়াতেমালার মিলিটারি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার অপারেশনের নাম।

তিন বছর ধরে গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট জ্যাকোবো আরবেনযকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রস্তুতি চলছে সিআইএ'র। কিম রুজভেল্ট ইরানে সফল অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বিজয়ীর বেশে ফেরার পর নতুন মাত্রা পেয়েছে বিষয়টা। দৃঢ় মনের মানুষ বলে রুজভেল্টকে গুয়াতেমালার দায়িত্বও নিতে বলেছিলেন অ্যালেন ডালেস। কিন্তু তিনি রাজি হননি। কারণ তিনি নিকারাগুয়ায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা যাচাই করতে গিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এজেন্সি সেখানে অন্ধের মতো পা ফেলছে। সিআইএ'র কোনো এজেন্ট নেই গুয়াতেমালায়। আর্মি বা সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসমর্থনও নেই। মিলিটারি আরবেনযের প্রতি বিশ্বস্ত? তাদের আনুগত্য ভাঙা যাবে? সিআইএ'র কোনো ধারণাই নেই সে বিষয়ে।

হ্যানির ওপর নির্দেশ আছে, সিআইএ'র টাকা দিয়ে কেনা এক গুয়াতেমালান কর্নেল, কার্লোস ক্যাস্টিলো আরমাসের সাহায্য নিয়ে দেশের ক্ষমতা দখলের পথ বের করতে হবে তাঁকে। কিন্তু লোকটার কৌশল সুবিধের মনে হয়নি কর্নেলের। সেটায় কেবল বলা হয়েছে, সিআইএ বিদ্রোহী গুয়াতেমালানদের ট্রেইনিং দিয়ে এবং যুদ্ধ করার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গুয়াতেমালা সিটির প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে যাওয়ার

রাস্তা দেখিয়ে দেবে। উইজনার সে খসড়া স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেন জেনারেল ওয়াল্টার বিডেল স্মিথের বিবেচনার জন্য। তিনি নতুন এক সেট আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জায়গামত বসিয়ে দেন অপারেশনের সুবিধা হবে বলে।

'লম্বা লাঠি'

পিস্তল-প্যাকিং জ্যাক পিউরিফয়। এমন অদ্ভুত নাম তিনি কামাই করেছেন ১৯৫০ সালে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে লেফটিস্ট আর লিবারেলদের বের করে দিয়ে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত গ্রিসের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। সেটা ছিল তাঁর প্রথম বিদেশ মিশন। সে সময় এথেন্সে ক্ষমতার কভার্ট আমেরিকান চ্যানেল গঠনে সিআইএ'র সাথে কাজ করেছেন তিনি। নতুন চাকরিস্থল গুয়াতেমালা সিটিতে পৌঁছে পিউরিফয় ওয়াশিংটনে কেবল করেন : আমি গুয়াতেমালায় পৌঁছে গেছি লম্বা লাঠি নিয়ে।

বিডেল স্মিথ হন্ডুরাসে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হিসেবে হুইটিং উইলারকে বেছে নেন। এই লোক ছিলেন সিভিল এয়ার ট্রান্সপোর্ট নামে এক এয়ার লাইনারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৯ সালে ফ্র্যাঙ্ক উইজনার সেটা কিনে নেন এবং নাম পাল্টে রাখেন এশিয়ান এয়ারলাইনার। তখন তিনি হন্ডুরাসে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাইওয়ানের সিএটি (CAT) হেড কোয়ার্টার্স থেকে পাইলটদের ডেকে পাঠান উইলার, বলেন পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত মায়ামি আর হাভানায় গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। রাষ্ট্রদূত টমাস হাইলান নিকারাগুয়ায় যান একনায়ক আনাসতাসিয়ো সমোজার সাথে কাজ করতে। সামোজা সিআইএ'কে কাস্টিলো আরমাসের লোকদের জন্য একটা ট্রেইনিং বেজ তৈরির কাজে সহায়তা করছিলেন।

অ্যালেন ডালেস ওই বছরের ৯ ডিসেম্বর অপারেশন সাকসেস এবং তা সফল করতে তিন মিলিয়ন ডলার আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেন। সেই সাথে অপারেশন সাকসেস-এর ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে আল হ্যানিকে ও চিফ অব পলিটিকাল ওয়ারফেয়ার হিসেবে ট্রেসি বার্নসকে মনোনীত করেন। 'জেন্টেলম্যান স্পাইয়ের' প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল ডালেসের। ট্রেসি বার্নস ছিলেন ঠিক তাই। '৫০-এর দশকে সিআইএ'র অন্য কারও এত সমৃদ্ধ রিজিউমি বা বায়ো-ডেটা ছিল না। গ্রোটন, ইয়েল আর হার্ভার্ড ল স্কুলের মত বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়া ছাত্র ছিলেন তিনি।

লং আইল্যান্ডের হুইটনি এস্টেটে নিজেদের প্রাইভেট গলফ কোর্সের মধ্যে বড়ো হয়েছেন ট্রেসি বার্নস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওএসএস'র নায়ক। আস্ত এক জার্মান গ্যারিসনকে বন্দি করে সিলভার স্টার অর্জন করেছিলেন। সিআইএ'র সবচেয়ে

বাজে ধরনের ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশনের সাথে জড়িতে ছিলেন তিনি। জার্মানি ও ইংল্যান্ডে চিফ অব স্টেশন ছিলেন। তারপর বে অব পিগস-এর দায়িত্ব পান।

বার্নস ও ক্যাস্টিলো আরমাস ১৯৫৪ সালের ২৯ জানুয়ারি ওপা-লকায় পৌঁছে কর্নেল হ্যানির সাথে অপারেশন সাকসেস-এর পরিকল্পনা পাকা করার কাজে হাত দেন। কিন্তু পরদিন ঘুম ভাঙতে আবিষ্কার করেন তাঁদের প্ল্যানের বেলুন ফেটে গেছে। পশ্চিম গোলার্ধের প্রায় সবক'টা প্রভাবশালী পত্রিকায় প্রেসিডেন্ট আরবেনযের 'কাউন্টার রেভোলিউশনারি প্লট'-এর কথা ছাপা হয়েছে বড়ো করে। বলা হয়েছে প্লটের জন্মস্থান নিকারাগুয়ায়, আনাসতাসিয়ো সমোজার খামারবাড়ির রেবেল ট্রেইনিং ক্যাম্পে। আর তা বাস্তবায়নের খরচ বহন করছে 'নর্দার্ন গভর্নমেন্ট'।

খবরটা ফাঁস হয় কর্নেল হ্যানি ও ক্যাস্টিলো আরমাসের লিয়াজোঁ অফিসারের অবহেলায়। সিআইএ'র গোপন কেবল, ডকুমেন্টস গুয়াতেমালা সিটি হোটেলে ফেলে চলে গিয়েছিলেন তিনি। পরে প্যাসিফিক নর্থ ওয়েস্টের গভীর বনে ফায়ার ওয়াচারের চাকরিতে জয়েন করতে বলা হয় এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অফিসারকে।

এই জটিল সন্ধিক্ষণে অল্প সময়ের মধ্যে প্রমাণ হয়ে যায় কর্নেল হ্যানি সিআইএ'র অস্ত্রভাণ্ডারের জন্য উপযুক্ত না। গুয়াতেমালানদের নজর অন্যদিকে সরাতে স্থানীয় খবরের কাগজগুলোয় ছাপানোর মতো নানান ভুয়া খবর আবিষ্কার করতে গিয়ে রীতিমত হাত-পা ছোঁড়া শুরু করে দিয়েছেন তিনি। হেড কোয়ার্টার্সকে পরামর্শ দেন: সম্ভব হলে মানুষ যে সব খবরে বেশি আকৃষ্ট হয়, তেমন খবর ছাপানোর ব্যবস্থা করুন—যেমন ফ্লাইং সসার, গুয়াতেমালার গ্রামাঞ্চলে জন্মহার ছয় গুণ বেড়ে গেছে ইত্যাদি। আজগুবি খবরের আজগুবি হেডলাইনও কল্পনা করতে থাকেন তিনি: স্ট্যালিনের বন্দনা হয় এমন গির্জায় যেতে মানুষকে বাধ্য করছে গুয়াতেমালান আর্মি! সোভিয়েত সাবমেরিন গুয়াতেমালার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাত্রা করেছে!

শেষের কাল্পনিক হেডিংটা ট্রেসি বার্নসের নজর কাড়ে। তাঁর নির্দেশে তিন সপ্তাহ পর সিআইএ নিকারাগুয়ার উপকূলে সোভিয়েত অস্ত্রের একটা বড় চালান ধরা পড়েছে, এমন একটা ঘটনা সাজায়। কাহিনী তৈরি করে: তারা গুয়াতেমলায় কমিউনিস্ট অ্যাসাসিনেশন স্কোয়াডকে অস্ত্র সরবরাহ করছে। কিন্তু প্রেস আর মানুষ তাতে খুব একটা প্রভাবি[illegible] না। সিআইএ'র চার্টারে আছে, কভার্ট অ্যাকশন চালাতে হলে তার পিছনে [illegible]মেরিকার হাত আছে, তা প্রকাশ করা চলবে না। এ নিয়ে উইজনারের অবশ্য [illegible] মাথাব্যথাও ছিল না।

তিনি ডালেসকে বলেন: 'ওই অঞ্চলে অপারেশন চালানো হলে তার পিছনে অনেকেই যে আমাদের হাত দেখতে পাবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু

"হাত দেখতে পাবে" বলে আমরা যদি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকি, তাহলে একটা মারাত্মক প্রশ্ন উঠতে বাধ্য যে কোল্ড ওয়ারের সফল অস্ত্র হিসেবে এটাকে আমরা কখনও আদৌ ব্যবহার করতে পারব কি না।'

উইজনার ভাবতেন একটা অপারেশন ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ল্যান্ডেস্টাইন থাকে, যতক্ষণ সেটা আমেরিকান সরকার ও সাধারণ মানুষের কাছে গোপন থাকে।

কর্নেল আল হ্যানিকে হেড কোয়ার্টার্সে তলব করেন ফ্র্যাঙ্ক উইজনার। বলেন, 'এজেন্সির হাতে অপারেশন সাকসেস-এর মতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ মিশন আর একটিও নেই। এই অপারেশনের সাফল্যের ওপর সিআইএ'র দক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া না হওয়া যতটা নির্ভর করে, ততটা আর কোনো অপারেশনের ক্ষেত্রে করে না। বসকে এই মিশনের ব্যাপারে আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে আপনার তরফ থেকে হেড কোয়ার্টার্স এখনও পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা পায়নি। ডি-ডেতে সেখানে কি ঘটতে যাচ্ছে জানতে পারেনি হেড কোয়ার্টার্স।'

কর্নেল বলেন, অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করা ব্লু প্রিন্ট তিনি নিজের ওপা-লকা ব্যারাকে রেখে এসেছেন। চল্লিশ ফুট লম্বা বুচার পেপারে লেখা কিছু টাইমলাইন সেটা, একটার অন্যটার সাথে সংযুক্ত। দেয়ালে ঝুলিয়ে গুটিয়ে রেখে এসেছেন সে পেপার। ওপা-লকায় গিয়ে সেটা স্টাডি করলেই বোঝা যাবে ডি-ডেতে কি ঘটানো হবে। এই ব্যাখ্যার পর 'হ্যানির বিচার-বুদ্ধির ওপর থেকে আস্থা হারাতে থাকেন উইজনার,' স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন রিচার্ড বিসেল। সম্পূর্ণ আবেগবর্জিত মানুষ তিনি। আরেক গ্রোটন ও ইয়েল-এর উৎপাদন। এক সময় পরিচিত ছিলেন মিস্টার মার্শাল প্ল্যান নামে। বর্তমানে ডালেসের শিক্ষানবিশ অফিসার।

অ্যালেন ডালেসের সিআইএ'র মাথা আর হৃৎপিণ্ড ছিলেন রিচার্ড বিসেল আর ট্রেসি বার্নস। তাদের যদিও কভার্ট অপারেশন পরিচালনা করার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তবু তাদেরকে বলা হলো হ্যানি ওপা-লকায় কি করছে তা দেখে আসতে। পরে বিসেল ও বার্নস জানান, তাঁরা হাইপারকাইনেটিক আল হ্যানির সঙ্গ বেশ উপভোগ করেছেন। 'কর্নেল হ্যানির ব্যাপারে বার্নস খুব আশাবাদী ছিলেন। অপারেশন প্রশ্নেও। আমার বিশ্বাস ছিল এ ধরনের অপারেশনের দায়িত্ব পালনের জন্য হ্যানির মতো অ্যাকটিভিস্ট ও দৃঢ় মনের অধিকারী মানুষেরই প্রয়োজন। আমাদের দু'জনেরই তাকে পছন্দ হয় এবং সে যেভাবে কাজ এগিয়ে নিতে চাইছিল, আমরা তা অনুমোদনও করি। হ্যানির অপারেশন আমার মনে একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। কারণ বে অব পিগস অভিযান শুরু করার আগে আমি নিজের অফিসটাকে তার সেই অফিসের মতো করেই সাজিয়েছিলাম।'

'দুর্দমনীয় কিন্তু অযোগ্য' ক্যাস্টিলো আরমাস (বার্নসের ভাষায়), এবং তার 'খুব ছোটো ও স্বল্প প্রশিক্ষিত বিদ্রোহী বাহিনী' (বিসেলের ভাষায়)-কে আক্রমণ করার জন্য আমেরিকানদের তরফ থেকে সংকেতের অপেক্ষায় আছে কর্নেল হ্যানির সহকারী, রিপ রবার্টসন। কোরিয়ায় সিআইএ'র কিছু অপারেশন পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা আছে শেষের এই লোকের, যার সবগুলোরই পরিণতি ছিল দুর্ভাগ্যজনক।

ক্যাস্টিলো আরমাস ও তার কয়েকশো বিদ্রোহী সৈন্য যখন পাঁচ হাজার সদস্যের গুয়াতেমালান সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালাবে, তখন কি ঘটবে কেউ বলতে পারে না। সিআইএ গুয়াতেমালা সিটিতে একটা কমিউনিস্ট বিরোধী ছাত্র মিছিলের আয়োজন করে। কয়েকশো তরুণের জোরাল প্রতিবাদী দল। কিন্তু উইজনারের ভাষায় সেটা ছিল 'গুন স্কোয়াড' বা আনাড়ির দল। প্রতিরোধ বাহিনী নয়। তাই আরবেনযের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলেন উইজনার।

তার আগে তিনি সিআইএ'র সেরা অফিসারদের অন্যতম, বার্লিন চিফ হেনরি হেকশারকে গুয়াতেমালা সিটিতে পাঠান সিনিয়র মিলিটারি অফিসারদের পরামর্শ দিতে যে, তারা যেন সময়মতো সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তারও আগে হেকশারের নামে প্রতি মাসে ঘুষ হিসেবে খরচ করার জন্য দশ হাজার ডলার বরাদ্দ করা হয়েছিল। টাকার বদৌলতে ইতোমধ্যেই আরবেনযের ক্যাবিনেটের দপ্তরবিহীন মন্ত্রী, কর্নেল এলফেগো মনজনের আনুগত্য কিনে নিয়েছেন হেকশার। তাঁর আশা আরও টাকা খরচ করা হলে আর্মি অফিসারদের অনেককে দলে টানা যাবে। কারণ দ্বৈত চাপে তাদের মধ্যে ভাঙন ধরে গেছে। এক চাপ দেশেটির ওপর আমেরিকার অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা, দ্বিতীয় চাপ যেকোনো মুহূর্তে আমেরিকান আগ্রাসনের ভয়।

কিন্তু খুব শীঘ্রি হেকশার বুঝতে পারেন আমেরিকার তরফ থেকে সত্যি সত্যি হামলা চালানো হলে এ দেশের মিলিটারি আরবেনযকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তাই কর্নেল হ্যানিকে মেসেজ পাঠান তিনি: মীমাংসাসূচক আগুনের ফুলকি হতে হবে আমেরিকার আগুনে উত্তপ্ত—রাজধানীতে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে।

এরপর সিআইএ হেড কোয়ার্টার্স কর্নেল আল হ্যানির কাছে পাঁচ পৃষ্ঠার একটা রোস্টার পাঠায়। গুয়াতেমালার আটান্নজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নামের তালিকা সেটা। সিআইএ'র নির্দেশ, সব ক'জনকে হত্যা করতে হবে। উইজনার ও বার্নস অনুমোদন করেন সে হত্যাকাণ্ড। লিস্টের শেষে উল্লেখ করা হয়, 'প্রত্যেকে সরকারের উঁচু পদে এবং প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে কর্মরত। সবাই কমিউনিস্ট আদর্শ ঘেঁষা। এরকম যে ক'জন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে ও মিলিটারিতে আছেন,

কৌশলগত, মানসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কারণেই তাদেরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া মিলিটারি অ্যাকশন সফল করার জন্য একান্ত জরুরি।' ক্যাস্টিলো আরমাস ও সিআইএ একমত, আরমাস জয়ী হয়ে রাজধানীতে পা রাখার মুহূর্তে অথবা তার পরপরই হত্যাকাণ্ড ঘটানো শুরু হবে।

অপারেশন সাকসেস সম্পর্কে অনেক চালু গল্পের মধ্যে একটার বীজ অ্যালেন ডালেস আমেরিকান প্রেসে বুনেছিলেন। তা ছিল এরকম: এ বিজয় সহিংসতার ওপর নির্ভর করে অর্জিত হয়নি, হয়েছে সুচিন্তিত এসপিওনাজের কারণে। তিনি বলেন, এই চমকপ্রদ কৌশলটা কাজে লাগিয়েছিলেন এক আমেরিকান স্পাই, বাল্টিক সাগর তীরের পোলিশ শহর স্টেটিন-এ। লৌহ যবনিকার উত্তর প্রান্তের শেষ সীমানায় বিনকিউলার দিয়ে পাখি পর্যবেক্ষণ করার সময় তিনি দেখেন আলফহেম (*Alfhem*) নামে একটা মালবাহী জাহাজ আরবেনয সরকারের জন্য অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে তিনি মাইক্রোডটের সাহায্যে মেসেজ পাঠান প্যারিসে, এক অটো পার্টস-এর দোকান মালিক ওরফে সিআইএ'র ডিপ কাভার এজেন্টকে। সেটা ছিল : My God, my God, why hast thou forsaken me? (হে ঈশ্বর! হে প্রভু! আপনি আমাকে কেন পরিত্যাগ করলেন?) অবিশ্বাসীরা (ইহুদীরা) নির্যাতিত যীশুকে ক্রুশে চড়ানোর সময় তিনি ঈশ্বরকে এই প্রশ্ন করেছিলেন বলে বাইবেলে উল্লেখ আছে।

প্যারিস এজেন্ট তৎক্ষণাৎ সেটাকে শর্টওয়েভ রেডিওর সাহায্যে ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেন। এরপর ডালেসের নির্দেশে আরেক সিআইএ এজেন্ট তৎপর হন। আলফহেম যখন বাল্টিক সি ও নর্থ সী-র মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী কিয়েল ক্যানালে যাত্রাবিরতি করে, তখন দ্বিতীয় এজেন্ট গোপনে জাহাজটির কার্গো হোল্ডে কি আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দেয়। অতএব আলফহেম ইওরোপ ছেড়ে আসার আগে থেকেই ওয়াশিংটনের জানা ছিল ওই জাহাজের কার্গো হোল্ডে কি আছে এবং সেটার গন্তব্য কোথায়।

সিআইএ'র অসাধারণ এক সাফল্য! এজেন্সির অনেক ইতিহাসে এই চমৎকার সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একটা ডাহা মিথ্যা। একটা মারাত্মক 'অপারেশনাল মিসটেক' ধামাচাপা দিতে এ গল্প তৈরি করতে হয়েছিল। মিসটেক কারণ দ্বিতীয় এজেন্ট ক্যানালের বন্দরে পৌছার আগেই ছেড়ে গিয়েছিল আলফহেম।

ওদিকে প্রেসিডেন্ট জ্যাকোবো আরবেনয মরিয়া ছিলেন গুয়াতেমালার ওপর আমেরিকার অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ভাঙার জন্য। তিনি ভাবলেন মিলিটারি কর্পসের অফিসারদের নতুন অস্ত্রে সজ্জিত করার মধ্যে দিয়ে তাদের পূর্ণ আনুগত্য লাভ করতে পারবেন। হেনরি হেকশারের রিপোর্টে জানা যায়, ব্যাংক অব গুয়াতেমালা

এক সুইস ব্যাংকের মাধ্যমে ৪.৮৬ মিলিয়ন ডলার চেকশ্লোভাকিয়ান অস্ত্র নির্মাতার কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সিআইএ পরে সে খবরের সূত্র হারিয়ে ফেলে।

পরের চার সপ্তাহ হারানো সূত্রের খোঁজে হন্যে হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে এজেন্সি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। একটা করে দিন গেছে, ইওরোপ ছেড়ে একটু একটু করে সেন্ট্রাল আমেরিকার দিকে এগিয়ে গেছে অস্ত্র বোঝাই ফ্রেইটার। এবং একদিন গুয়াতেমালার পুয়ের্টো ব্যারিয়োস-এ নিরাপদে ডক করে সেটা। নতুন অস্ত্র জাহাজ থেকে আনলোড হওয়া শুরু হয়েছে, এই সময় আমেরিকান দূতাবাসে খবর পৌঁছায় আরবেনয ইওরোপ থেকে আধুনিক রাইফেল, মেশিন গান, হাউইটজার কামানসহ আরও অনেক অস্ত্র আমদানী করেছে।

আসলে যে অস্ত্র এসেছে তার কিছু ছিল জং ধরা, অকেজো। অনেকগুলোয় সোয়াস্তিকা সিলও ছিল যাতে সেগুলোর বয়স আর নির্মাণকারী দেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বিষয়টা প্রচারণা চালানোর একটা সুযোগের সৃষ্টি করে দেয়ায় অস্ত্রের পরিমাণ নিয়ে আমেরিকা মনগড়া প্রচারণা চালাতে থাকে। ফস্টার ডালেসের পরামর্শে স্টেট ডিপার্টমেন্ট অভিযোগ তোলে গুয়াতেমালা এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের খেলার সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে, পশ্চিম গোলার্ধে সোভিয়েত নাশকতামূলক প্লট বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে ইত্যাদি। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ স্পিকার জন ম্যাককরম্যাক বলেন, অস্ত্রের চালানটি আমেরিকার পিছনের আঙিনায় একটা আণবিক বোমা পুঁতে রেখে গেছে।

গুয়াতেমালায় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পিস্তল-প্যাকিং জ্যাক পিউরিফয় বলেন, ইউনাইটেড স্টেটস এখন যুদ্ধাবস্থায় আছে। 'সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া এ সমস্যা থেকে উত্তরণের কোনো পথ নেই,' ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে ২১ মে কেবল করে এ কথা বলেন তিনি। এর তিনদিন পর ইউ. এস. নেভির কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিন আন্তর্জাতিক আইন ভাঙার অপরাধে গুয়াতেমালার পানিসীমা অবরোধ করে। ২৬ মে সিআইএ'র প্লেন এসে প্রেসিডেনশিয়াল প্রাসাদ কম্পাউন্ডের ওপর দিয়ে ঘুরে যায়। কিছু লিফলেট ফেলে দেশের সবচেয়ে এলিট আর্মি ইউনিট, প্রেসিডেনশিয়াল গার্ডের হেড কোয়ার্টার্সের ওপর।

তাত লেখা ছিল : কমিউনিস্ট নাস্তিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করুন! তার একটু নিচে : ক্যাস্টিলো আরমাসের বিরুদ্ধে লড়াই করুন!

একটা চাতুরী ছিল সেটা। তবে ট্রেসি বার্নসের মতে লিফলেটে কি ছিল না ছিল সেটা গুরুতর নয়। গুরুতর ছিল সিআইএ নতুন ধরনের বোমা (লিফলেট) ফেলে সে দেশে, যার সাথে গুয়াতেমালানদের পরিচয় ছিল না।

'আমরা একটা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলাম সেখানে,' এজেন্সির ই. হাওয়ার্ড হান্ট বলেছেন এ কথা। অপারেশনের পলিটিকাল ওয়ারফেয়ার

অফিসার। 'আরবেনয ও তার সেনাবাহিনীকে সন্ত্রস্ত রাখতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান স্টুকা বোমারুগুলো যেমন বেলজিয়াম হল্যান্ড, পোল্যান্ড আর বেলজিয়ামের জনসাধারণকে সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত করে রাখত।'

সিআইএ একটা গোপন রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের মে মাস থেকে চার সপ্তাহ টানা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালায় দেশটির প্রশাসনের বিরুদ্ধে। স্টেশনের নাম ছিল ভয়েস অব লিবারেশন। সেটা পরিচালনা করত সিআইএ'র একজন চুক্তিভুক্ত অফিসার। সৌখিন অভিনেতা ও দক্ষ নাট্য শিল্পী ছিল সে। নাম ডেভিড অটলি ফিলিপস। এই সময়ে, মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ দেশটির রাষ্ট্রীয় রেডিও স্টেশন পূর্ব নির্ধারিত অ্যান্টেনা বদল করার জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগায় সিআইএ। গুয়াতেমালানরা রাষ্ট্রীয় রেডিওর অনুপস্থিতিতে শর্টওয়েভে ভয়েস অব লিবারেশনের প্রচার করা কাল্পনিক বিদ্রোহ, সৈন্যদের পক্ষবদল, সাধারণ মানুষের পান করার পানিতে সরকারি বাহিনীর বিষ মিশিয়ে দেয়া, কিশোরদের জোর করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা ইত্যাদি গিলে চমকানো খবর প্রচার শুনতে শুনতে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

জুনের ৫ তারিখ গুয়াতেমালান এয়ার ফোর্সের অবসরপ্রাপ্ত চিফ প্লেন নিয়ে পালিয়ে পাশের দেশ নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট, আনাসতাসিয়ো সামোজার কৃষিখামারে ল্যান্ড করেন। সেখান থেকেই প্রচারিত হচ্ছিল ভয়েস অব লিবারেশন। অটলি ফিলিপসের লোকেরা হুইস্কি উপহার দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসার কারণ জানতে চায়। পরে চিফের বক্তব্য রেকর্ড করে ভয়েস অব লিবারেশনে প্রচার করা হয়। তার আগে টেপ কাটাচেরা করে সাবেক এয়ার চিফের বক্তব্যকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, দেশবাসী যাতে ভাবে তিনি বিদ্রোহের ডাক দিচ্ছেন।

'ভাবছে অভ্যুত্থান ভুয়া'

পরদিন সাবেক এয়ার চিফের পালিয়ে যাওয়ার কথা ভয়েস অব লিবারেশনে প্রচার হতে শুনে আরবেনযের পাগল হওয়ার দশা। সিআইএ যেমন আশা করেছিল, তাই হয়ে গেলেন তিনি। নিজের এয়ার ফোর্সের আকাশে ওড়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন যাতে আকাশে টহল দেয়ার নাম করে আর কেউ দেশ ছেড়ে পালাতে না পারে। পরে এক অ্যান্টিকমিউনিস্ট ছাত্রনেতার বাড়িতে অভিযান চালান প্রেসিডেন্ট। সে সিআইএ'র ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে অভিযোগ ছিল।

আমেরিকান প্লটের কিছু নমুনা তার বাসায় পাওয়া যায়। এরপর সমস্ত নাগরিক অধিকার বাতিল করে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয় দেশে। সিআইএ সমর্থিত ছাত্রদের ওপর কঠোর নির্যাতন শুরু হয়। অন্তত পঁচাত্তরজন ছাত্রকে গ্রেফতার ও নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। গণকবর দেয়া হয়ে তাদের।

সিআইএ'র গুয়াতেমালা সিটি স্টেশন ৮ জুন ওয়াশিংটনে পাঠানো কেবলে বলে, 'সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।' ঠিক আল হ্যানি যা শুনতে চাইছিলেন। মিথ্যার আগুনে আরও বেশি বেশি জ্বালানি ছিটানোর নির্দেশ দেন তিনি। 'সোভিয়েত পলিটবুরোর এক সদস্যের নেতৃত্বে একদল কমিশার ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা গুয়াতেমালা সিটিতে অবতরণ করেছেন... । দলটি সেনাবাহিনীতে জবরদস্তি লোক ভর্তি করাসহ জবরদস্তি শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টিরও প্রবর্তন করবে এ দেশে। এ বিষয়ে ডিক্রি এরমধ্যেই ছাপানো হয়ে গেছে। ১৬ বছরের ছেলে-মেয়ে সবাইকে এক বছরের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে হবে বিশেষ লেবার ক্যাম্পে... আরবেনয এরমধ্যেই দেশ ছেড়েছেন। রাজকীয় প্রাসাদ থকে তাঁর নামে যে সমস্ত ভাষণ প্রচার করা হচ্ছে, সেসব আসলে সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্সের কাজ।'

কর্নেল আল হ্যানি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিজ উদ্যোগে মাঝেমধ্যে বাজুকা ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ চালিয়ে যেতে থাকেন। কৃষকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার এবং গুয়াতেমালান পুলিশ দেখামাত্র হত্যা করার অননুমোদিত নির্দেশ জারি করতে থাকেন। ফলে ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে নাক গলাতে হয়। তিনি পাল্টা কেবলের মাধ্যমে সতর্ক করেন আল হ্যানিকে, '... এর ফলে গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। প্রচুর নিরীহ মানুষের মৃত্যু হবে তাহলে। দেশবাসীর কমিউনিস্টবিরোধী আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা দিতে পারে বিশ্ববাসী।'

জুন মাসের ১৮ তারিখ ক্যাস্টিলো আরমাস তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত অ্যাসল্ট শুরু করেন, চার বছরেরও বেশি সময় পর। ১৯৮ জনের বিদ্রোহী দল আটলান্টিক মহাসাগর তীরের পুয়ের্টো ব্যারিয়োস আক্রমণ চালায়। কিন্তু পুলিশ বাহিনী আর ডক শ্রমিকদের কাছে পরাজিত হয় তারা। আরও ১২২ জন বিদ্রোহী গুয়াতেমালান আর্মি গ্যারিসন জাকাপা-র দিকে এগিয়ে যায়। তাদের ৩০ জন বাদে বাকিরা হয় নিহত, নয়ত গ্রেফতার হয়। ৬০ জনের তৃতীয় একটা দল এল সালভাদর থেকে যুদ্ধে অংশ নিতে যাত্রা করে।

কিন্তু স্থানীয় পুলিশের হাতে তাদের সবাই আটক হয়। এরপর লেদার জ্যাকেট পরা ক্যাস্টিলো আরমাস হন্ডুরাস থেকে একশজন সহযোদ্ধা নিয়ে নিজ দেশের হালকা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অধীন তিনটা গ্রামের দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন। সীমান্তের কয়েক মাইল দূরে তাঁবু গাড়েন ক্যাস্টিলো। সিআইএ'র কাছে আরও বেশি খাদ্য, মানুষ ও অস্ত্র পাঠানোর অনুরোধ করেন। কোনো লাভ হয়নি। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে

ক্যাস্টিলোর অর্ধেকের বেশি সহযোদ্ধা মারা যায় অথবা ধরা পড়ে সরকারি বাহিনীর হাতে। প্রায় পরাজিত হন ক্যাস্টিলো।

১৯ জুন দুপুরের পর রাষ্ট্রদূত, জ্যাক পিউরিফয় গুয়াতেমালা সিটির আমেরিকান দূতাবাসের নিরাপদ কমিউনিকেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি অ্যালেন ডালেসের কাছে আবেদন জানান : 'বোমা ফেলুন! রিপিট, বোমা ফেলুন!'

তার দুই ঘণ্টার মধ্যে হ্যানি আরেক পত্রবোমা ছাড়েন উইজনারের উদ্দেশে : 'আমরা কি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুয়াতেমালার শেষ আশার আলোটুকুর নিভে যাওয়া দেখব? আমেরিকান বাহিনী পৌঁছানোর আগেই কমিউনিস্ট শত্রুর হাতে শেষ হয়ে যাবে সব আশা? এই শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা গতকাল কোরিয়ায় লড়াই করেছি, আগামীকাল হয়তো ইন্দো-চায়নায় লড়তে হবে।'

উইজনার কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। বিদেশীদের নিয়ে গড়া বাহিনীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া এক কথা, আর আমেরিকান পাইলট পাঠিয়ে অন্য দেশের রাজধানীতে বোমা ফেলা সম্পূর্ণ আরেক কথা। পরদিন, ২০ তারিখ সকালে সিআইএ'র গুয়াতেমালা সিটি স্টেশন রিপোর্ট করে : 'আরবেনয সরকার হৃৎস্পন্দন ফিরে পেতে শুরু করেছে। রাজধানী একদম শান্ত। দোকান-পাট বন্ধ আছে। মানুষ উদাসীন হয়ে পড়েছে। তারা ভাবছে এ অভ্যুত্থান ভুয়া।'

ওদিকে ওয়াশিংটনে সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সের টেনশন সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেছে। ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের বেহাল দশা। আল হ্যানি ও সিআইএ স্টেশনের কাছে কেবল পাঠান তিনি : 'আমেরিকার স্বার্থের হানিকর কিছু ঘটবে না এবং দেশটির সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মোটামুটি উন্নতি ঘটবে, এসব প্রশ্নে নিশ্চয়তা পাওয়ামাত্র আমি বোমা বর্ষণের নির্দেশ দিতে প্রস্তুত... আমরা ভয় করছি ওদের মিলিটারি ইন্সটলেশনে বোমা ফেলা হলে সেনাবাহিনীর সদস্যদের পক্ষত্যাগের হার কমে গিয়ে বরং তাদের সুসংহত হওয়ার হার বাড়বে। আমরা সিভিলিয়ান লক্ষ্যে আঘাত হানার বিপক্ষে। নিরীহ বেসামরিক মানুষ মারা গেলে কমিউনিস্টরা তা নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাবে এবং আপামর জনসাধারণ আমাদের বিপক্ষে একজোট হবে।'

বিসেল এ বিষয়ে অ্যালেন ডালেসকে বলেন, 'আরবেনয সরকারকে উৎখাত করা যাবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।' অনেক বছর পর বিসেল এ প্রসঙ্গে লেখেন : 'ওই সময় সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সে আমরা কেউ বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি ভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তবে এটুকু বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল না যে আমরা ব্যর্থতার একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি।' ক্যাস্টিলো আরমাসকে সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মাত্র তিনটা এফ-৪৭ থান্ডারবোল্ট ফাইটার বম্বারের সীমিত সহায়তা দিয়েছিলেন অ্যালেন ডালেস। তার মধ্যে দুটো আবার আকাশে ওড়ার অনুপযুক্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে বিসেল তাঁর নিজের জীবনীতে উল্লেখ

করেন : 'এজেন্সির এবং তাঁর নিজের সুনাম তখন যায় যায় অবস্থা।'

ডালেস গুয়াতেমালা সিটিতে আরেকবার বোমা বর্ষণ করার গোপন অনুমোদন দেন। জুনের ২২ তারিখ সিআইএ'র প্লেন গুয়াতেমালা সিটির বাইরে একটা অয়েল ট্যাঙ্কে বোমা মেরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ছোটো ট্যাঙ্ক ছিল সেটা, বিশ মিনিটেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। এতে আল হ্যানি রেগে যান। তাঁর মতে এটাকে সাধারণ গুয়াতেমালানরা 'অত্যন্ত দুর্বল আক্রমণ' ভেবে বিরক্ত হয়েছে। তারা 'সিদ্ধান্তহীনতা ও দুর্বলচিত্তের প্রচেষ্টা' হিসেবে দেখেছে সেটাকে। ক্যাস্টিলো আরমাসের এই ধরনের দুর্বল প্রয়াসকে ভুয়া ভাবতে থাকে সাধারণ মানুষ। কমিউনিস্ট বিরোধী ভূমিকা প্রায় উধাও হয়ে যায় তাদের মন থেকে। এরপর হ্যানি সরাসরি ডালেসকে কেবল করে আরও বিমান হামলা চালানোর দাবি জানান।

ডালেস টেলিফোনে উইলিয়াম পওলিকে তলব করেন। আমেরিকার সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ীদের অন্যতম এই লোক। এবং সিআইএ'র কনসালট্যান্ট। '৫২ সালের প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আইজেনহাওয়ারের পার্টি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন পওলি। তাঁকে ডাকার কারণ, একমাত্র এই লোকের দ্বারাই সম্ভব একটা গোপন এয়ার ফোর্সের ব্যবস্থা করা। ডালেস এরপর বিসেলকে পাঠান ওয়াল্টার বিডেল স্মিথের সাথে দেখা করতে। তাঁর সাথে অপারেশন সাকসেস নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করে থাকে সিআইএ।

এজেন্সির ব্যাক-চ্যানেল বা পিছন দরজার অনুরোধ অনুযায়ী এয়ার ক্র্যাফট সরবরাহ করতে রাজি হন জেনারেল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে যায়। ল্যাটিন আমেরিকা বিষয়ক অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট, হেনরি হল্যান্ড এ বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানান। কিছু করার আগে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে যাওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। সেদিনই, অর্থাৎ ২২ জুন দুপুর ২ টা ১৫ মিনিটে ডালেস, পওলি আর হল্যান্ড ওভাল অফিসে যান। প্রেসিডেন্ট তাঁদের কাছে জানতে চান, বিদ্রোহীদের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি।

ডালেস স্বীকার করেন, শূন্য।

সিআইএ যদি আরও প্লেন, বোমা সরবরাহ করে? তাহলে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বিশ পার সেন্ট থাকবে।

আইজেনহাওয়ার এরপর পওলিকে নির্দেশ দেন দেরি না করে প্লেনের ব্যবস্থা করতে। হোয়াইট হাউজ থেকে এক ব্লক দূরের রিগস ব্যাংকে টেলিফোন করেন পওলি। তারপর করেন নিকারাগুয়ান অ্যামবাসাডরকে। ব্যাংক থেকে দেড় লাখ ডলার তুলে অ্যামবাসাডরকে নিয়ে পেন্টাগনে পৌঁছে এক মিলিটারি অফিসারকে টাকাটা দেন। অফিসার অল্প সময়ের মধ্যে তিনটা থান্ডারবোল্টের মালিকানা নিকারাগুয়ান সরকারের নামে ট্রান্সফার করেন। ওইদিনই সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ সশস্ত্র তিনটা থান্ডারবোল্ট পুয়ের্টো রিকো থেকে পানামায় পৌঁছায়।

পরদিন ভোরবেলা আক্রমণ করে নিকারাগুয়ান এয়ার ফোর্স। আরবেনযের অনুগত গুয়াতেমালান আর্মির যে ইউনিট ক্যাস্টিলো আরমাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, ভুল করে তার ওপরেও বোমা বর্ষণ করে সেগুলো। সীমান্ত অভিমুখী সরকারি ট্রুপস ট্রেনের ওপর বোমা, ডাইনামাইট, হ্যান্ড গ্রেনেড, মলোটভ ককটেল ফেলে। আমেরিকান খ্রিস্টান মিশনারিদের পরিচালিত একটা রেডিও স্টেশন উড়িয়ে দেয়, প্যাসিফিক উপকূলের এক ডকে থাকা একটা ব্রিটিশ অয়েল ট্যাংকারও ডুবিয়ে দেয়।

ওদিকে মাটিতে ক্যাস্টিলো আরমাস এক ইঞ্চিও এগোতে পারেননি। যেখানে ছিলেন, সেখানেই বসে আছেন। সিআইএ'কে আরও এয়ার পাওয়ার পাঠানোর আবেদন জানান তিনি। অন্যদিকে গুয়াতেমালা সিটির আমেরিকান দূতাবাসের ছাদে বসানো এক ট্রান্সপন্ডারের মাধ্যমে রেডিও ভয়েস অব লিবারেশনের সিগন্যাল প্রচার হতে লাগল। হাজার হাজার বিদ্রোহী সৈন্য রাজধানী ঘেরাও করতে আসছে দাবি করা হলো খবরে। রাতের বেলা লাউডস্পিকারের ফুল ভলিউম দিয়ে প্রচার করা হতে লাগল আমেরিকান পি-৩৮ ফাইটারের উড়ে যাওয়ার কানে তালা লাগানো হুঙ্কার, রেকর্ড করা অবশ্য। হতাশায় অতিরিক্ত পান করে আধা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেন আরবেনয। তাঁর বুঝতে কষ্ট হয়নি যে আমেরিকার তরফ থেকেই আক্রান্ত হয়েছেন তিনি।

২৫ জুন দুপুরের পর গুয়াতেমালা সিটির সবচেয়ে বড় মিলিটারি ব্যারাকের প্যারেড গ্রাউন্ডে বোমা হামলা চালানো হয়। ফলে সরকারের অনুগত সামরিক অফিসারদের মনোবল ভেঙে যায়। আরবেনয সেদিন রাতে তাঁর ক্যাবিনেটের মিটিং ডাকেন। ঘোষণা করেন আর্মির কিছু কিছু 'এলিমেন্টস্' সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কথাটা সত্যি। এরমধ্যে কিছু অফিসার গোপনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিআইএ'র সাথে হাত মিলিয়ে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করবে।

অ্যামবাসাডর পিউরিফয় ২৭ জুন অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারীদের সাথে পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠকে মিলিত হন। কারণ বিজয় তখন প্রায় হাতের মুঠোয়। এমন সময় আরবেনয পদত্যাগ করে কর্নেল কার্লোস এনরিকে ডিয়াজের হতে ক্ষমতা তুলে দেন। ডিয়াজ সামরিক জান্তা গঠন করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন, ক্যাস্টিলো আরমাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।

হতভম্ব পিউরিফয় ওয়াশিংটনে কেবল পাঠান, 'আমাদেরকে ডাবল-ক্রস করা হয়েছে।' আল হ্যানি প্রতিটা সিআইএ স্টেশনে ডিয়াজকে 'কমি এজেন্ট' বা কমিউনিস্ট এজেন্ট আখ্যা দিয়ে বার্তা পাঠান। *টাইমস* পত্রিকার সাবেক বার্লিন শাখা প্রধান, বর্তমানে সিআইএর সিলভার-টাং এজেন্ট এনো হবিংকে পরদিন ভোরে ডিয়াজের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেন তিনি। সাক্ষাৎ করে একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে হবে : কর্নেল, ইউ আর নট কনভেনিয়েন্ট ফর আমেরিকান ফরেন পলিসি—কর্নেল, আপনি আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতির জন্য অনুকূল নন।

মেসেজের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারামাত্র বাতাসে মিলিয়ে যায় জান্তা। শূন্যস্থান পূরণ করতে এক এক করে আরও চারজন ক্ষমতায় আসে, প্রতিজন আগেরজনের চেয়ে বেশি আমেরিকাপন্থি। এরপর পিউরিফয় দাবি করেন অনেক হয়েছে, সিআইএ'কে এখন স্ট্যান্ড ডাউন করতে হবে। উইজনার ৩০ জুন এজেন্সির সাথে সংশ্লিষ্ট সবার উদ্দেশ্যে কেবল করেন : দ্য সার্জনস টু স্টেপ ব্যাক অ্যান্ড দ্য নার্সেস টু টেকওভার দ্য পেশেন্ট,'—সার্জনদের পিছিয়ে আসতে হবে এবং নার্সদের রোগীর দায়িত্ব নিতে হবে।

জ্যাক পিউরিফয়ের আরও কিছু পদক্ষেপের ফলে দু' মাস পর ক্ষমতায় বসেন ক্যাস্টিলো আরমাস। ওয়াশিংটনে একুশবার তোপধ্বনি করে অভ্যর্থনা জনানো হয় তাঁকে। হোয়াইট হাউজে আয়োজন করা হয় রাষ্ট্রীয় খানাপিনার। ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন সে অনুষ্ঠানে তাঁর উদ্দেশে টোস্ট করতে গিয়ে বলেন : 'ইউনাইটেড স্টেটসে বসে আমরা দেখেছি, দেশপ্রেমিক সাহসী সৈনিকদের নেতৃত্বে গুয়াতেমালার জনগণ কিভাবে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। এটা তাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।'

গুয়াতেমালার প্রথম চল্লিশ বছরের ইতিহাস ছিল সামরিক শাসন, ডেথ স্কোয়াড আর সশস্ত্র নির্যাতনের উপাখ্যানে ভরা।

'অবিশ্বাস্য!'

ইরানের অভ্যুত্থান নিয়ে সিআইএ যে ধরনের রূপকথা প্রচার করেছে, অপারেশন সাকসেস নিয়েও একই কাজ করেছে। তাদের মতে সে মিশন ছিল একটা মাস্টার ওয়ার্ক। কিন্তু সেই বছরের গ্রীষ্মের শেষে গুয়াতেমালার নতুন সিআইএ স্টেশন চিফ হিসেবে যোগ দেয়া জেক এস্টারলিন বলেন, 'আমি মনে করি ওই মিশনে আমাদের সাফল্য বলতে তেমন কিছু ছিল না।'

বিষয়টা আসলেও তাই। অপারেশন সাকসেস সফল হয়েছে বলতে গেলে শক্তি প্রয়োগে নিষ্ঠুরতা অবলম্বন ও 'ঝড়ে বক মরে' ধরনের ভাগ্যের বদৌলতে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ১৯৫৪ সালের ২৯ জুলাই হোয়াইট হাউজে আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ের সময় আরেক কাহিনী ফাঁদে সিআইএ। ব্রিফিংয়ের ড্রেস রিহার্সাল হিসেবে তার আগের রাতে অ্যালেন ডালেস তাঁর জর্জটাউনের বাসভবনে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন ফ্র্যাঙ্ক উইজনার, ট্রেসি বার্নস, ডেভ ফিলিপস, আল হ্যানি, হেনরি হেকশার ও রিপ রবার্টসনকে। সেখানে হ্যানি কোরিয়া যুদ্ধের সময় তাঁর বীরোচিত কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিতে শুরু করলে ডালেস প্রায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন।

'এমন ফালতু গল্প আমি আগে কখনও শুনিনি,' এই বলে তাকে থামিয়ে দেন ডালেস। ফিলিপসকে ভাষণটা নতুন করে রেকর্ড করতে নির্দেশ দেন তিনি।

হোয়াইট হাউজের ইস্ট উইংয়ের এক অন্ধকার রুমে আইজেনহাওয়ারকে অপারেশন সাকসেসের ড্রেসড্-আপ সংস্করণ শোনায় সিআইএ। গল্প শেষে রুমের আলো জ্বলে উঠতে প্রেসিডেন্ট প্যারামিলিটারি রবার্টসনকে প্রশ্ন করেন। 'এ যুদ্ধে ক্যাস্টিলো আরমাস কতজনকে হারিয়েছে?'

মাত্র একজনকে, জবাব দেন রবার্টসন।

'আনবিলিভেবল্!' মন্তব্য করেন প্রেসিডেন্ট। অবিশ্বাস্য!

অভিযানে ক্যাস্টিলো আরমাসের অন্তত তেতাল্লিশজন সহযোদ্ধার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু রবার্টসনের জবাবের প্রতিবাদ কেউ করেনি সেখানে।

সিআইএ'-র ইতিহাসের একটা উল্লেখযোগ্য সময় ছিল সেটা। কভার্ট অ্যাকশন এজেন্সির একটা মুখ্য কার্যক্রমে পরিণত হয় ওই ঘটনার পর থেকে। প্রেসিডেন্টদের কাছে এজেন্সির মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য অকাতরে মিথ্যে কথা বলাও। তাদের মিথ্যে বলার প্রতিফলও ছিল তেমনি।

'তখন ঝড় সামাল দিতে হবে'

'সিআইএ'র সবকিছু গোপনীয়তার মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। তার ব্যয়, তার কর্মদক্ষতা, সাফল্য, তার ব্যর্থতা, সবকিছু,' ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে মনটানার সিনেটর মাইক ম্যানসফিল্ড বলেছিলেন এ কথা।

অ্যালেন ডালেসকে কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্যের কাছে জবাবদিহি করতে হত। তাঁরা সিআইএ'কে সাধারণ মানুষের নজরদারী থেকে রক্ষা করতেন অনানুষ্ঠানিক সশস্ত্র সার্ভিস ও নির্দিষ্ট সিনেট সাব-কমিটির মাধ্যমে। ডালেস তাঁর ডেপুটিদের নিয়মিতই বলতেন 'সিআইএ'র সাফল্যের কাহিনী সরবরাহ করতে' যাতে তিনি পরের বাজেট হিয়ারিঙের সময় তা কাজে লাগাতে পারেন। তাঁর নিজের সাফল্য বলতে তেমন কিছু ছিল না। মাঝেমধ্যে অবশ্য ভালো মানুষ সাজতেন ডালেস।

সিনেটর মাইক ম্যানসফিল্ডের এ সমালোচনার দুই সপ্তাহ পর তিনজন সিনেটরের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন অ্যালেন ডালেস। বৈঠকে ব্রিফিং করেন তিনি নিজে। বলেন, সিআইএ'র একের পর এক কভার্ট অ্যাকশন চালিয়ে যাওয়া স্নায়ু যুদ্ধের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ। অবিবেচকের মতো হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'অপরিকল্পিতভাবে এসব চালাতে গিয়ে এজেন্সির গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। তাছাড়া সতর্কতার সাথে প্রস্তুত করা আর সব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অগ্রগতিও এর ফলে হয় বাধা পায়, নয়ত জানাজানি হয়ে যায়।'

এসব গোপন বিষয় ক্যাপিটল হিলে বিচরণকারী সিনেটরদের কানে যাওয়ার হাত থেকে নিরাপদে রাখা যেতে পারত, কিন্তু সিআইএ'র জন্য মূর্তিমান হুমকি জোসেফ ম্যাককার্থির কারণে তা হয়নি। এই লোকের আরেক নাম ছিল রেড বেইটিং জোসেফ বা 'লাল' ধরার জোসেফ। কোরিয়া যুদ্ধের পর কয়েকজন অধস্তনসহ রাগ করে সিআইএ'র চাকরি ছেড়ে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ইনফর্ম্যান্ট গ্রুপ সৃষ্টি করেন জোসেফ। আইজেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরের কয়েক মাসের মধ্যে অভিযোগের পাহাড় গড়ে তোলেন সিআইএ'র বিরুদ্ধে।

'সিআইএ না জেনে প্রচুর ডাবল এজেন্ট নিজেদের দলে ঢুকিয়ে ফেলেছে, যারা এজেন্সির জন্য কাজ করলেও তলে তলে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের চর।

তাদের আসল কাজ সিআইএ'কে ভুলভাল ডেটা সরবরাহ করা,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে বলেন জোসেফ ম্যাককার্থির চিফ কাউন্সেল, রয় কোহন। ম্যাককার্থির অনেক অভিযোগের মধ্যে এটাও সত্যি ছিল। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে জবাব দেয়ার যে কিছু ছিল না, ডালেস নিজেও তা জানতেন। যদি আমেরিকানরা জানতে পারত 'লাল ভীতির' সেই যুগে ইওরোপ-এশিয়ার সর্বত্র সোভিয়েত ও চীনা ইন্টেলিজেন্সের কাছে বোকা বনেছে এজেন্সি, তাহলে তখনই ধ্বংস হয়ে যেত সিআইএ।

ম্যাককার্থি একবার ডালেসকে বলেছিলেন, তিনি যদি ভেবে থাকেন সিআইএ'কে তদন্তের মুখোমুখি করা যাবে না, তাহলে ভুল হবে। ডিরেক্টর বুঝে ফেলেন তাঁর নিস্তার নেই। তবে সাহস হারাননি তিনি। সিনেটররা সিআইএ'র বিল বান্ডিকে কমিটির সামনে তলব করার উদ্যোগ নিলে তিনি বাধা দেন এবং সফল হন। এক স্কুলে পড়তেন বলে অলগার হিসের ডিফেন্স তহবিলে ৪শ ডলার চাঁদা দিয়েছিলেন বিল বান্ডি, এই অপরাধে তলব করা হয় তাকে। কারণ পরে হিসকে কমিউনিস্ট স্পাই সন্দেহ করা হয় এবং তাকে চাঁদা দেয়ায় বান্ডিকেও তার সতীর্থ ভেবে নিয়েছিল কমিটি। কিন্তু অ্যালেন সিআইএ'কে সিনেটরদের হাতে হেনস্থা হতে দেননি।

অ্যালেন ডালেস এমনকি ম্যাককার্থির বিরুদ্ধেও কভার্ট অপারেশন চালিয়েছেন। এই ক্ল্যান্ডেস্টাইন অভিযানের কথা এজেন্সির এক গোপন সাক্ষাতে উল্লেখ করা হয়েছে। ম্যাককার্থিরই সিনেট কমিটি এবং সেটার আটাশ বছর বয়সী সংখ্যালঘু কাউন্সেল, রবার্ট এফ. কেনেডির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন সেই অফিসার। ২০০৩ সালে সেটা অবমুক্ত করা হয় এবং ২০০৪ সালে সিআইএর ডিক্লাসিফাইড ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সিনেটর ম্যাককার্থির সাথে রেষারেষি শুরু হতে অ্যালেন ডালেস সিআইএ'র কিছু অফিসার নিয়ে একটা টিম তৈরি করেন। উদ্দেশ্য তাদেরকে সিনেটরের বিরুদ্ধে স্পাইগিরিতে নিয়োজিত করা অথবা তাঁর অফিসে আড়িপাতা যন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা। সম্ভব হলে দুটোই করা। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ঠিক জে. এডগার হুভারের মত : নোংরা-আবর্জনা জোগাড় করো। তারপর ছড়িয়ে দাও। জেমস অ্যাংলিটনকে বলা হতো ডালেসের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স জার।

তাঁকে এবং তাঁর স্টাফদের সিনেটরকে ভুলভাল তথ্য সরবরাহ করার উপায় খুঁজে বের করতে বলেছিলেন ডালেস, যাতে সিনেটরের মর্যাদাহানি হয়। অ্যাংলিটন এ জন্য কাজে লাগান এজেন্সির জন্মলগ্নে উইজনারের নিয়োগ করা জেমস ম্যাককারগারকে। সিনেটর ম্যাককার্থির পরিচিত এক আন্ডারগ্রাউন্ড সদস্যের নামে নানান বিভ্রান্তিকর তথ্য পাঠাতে সক্ষম হয় এই লোক।

ডালেস আশ্বস্ত হয়ে মন্তব্য করেন : 'আপনি রিপাবলিককে বাঁচিয়েছেন।'

১৯৫৪ সালে একদিকে ম্যাককার্থির ক্ষমতা কমতে শুরু করে, অন্যদিকে সিআইএ'র বিপদের মাত্রা বাড়তে থাকে। সিনেটর ম্যানসফিল্ড ও তাঁর চৌত্রিশজন সহকর্মী একটা ওভারসাইট কমিটি গঠনের জন্য উত্থাপন করা বিলের প্রতি সমর্থন জানান, এবং একই সাথে এজেন্সিকে নির্দেশ দেন নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে কংগ্রেসকে নিয়মিত ও সার্বক্ষণিকভাবে অবহিত রাখতে (পরের বিশ বছরেও সে বিল পাস হয়নি যদিও)। আরেকদিকে আইজেনহাওয়ারের বিশ্বস্ত সহকর্মী, জেনারেল মার্ক ক্লার্কের নেতৃত্বে একটা কংগ্রেশনাল টাস্ক ফোর্স এজেন্সির কার্যক্রম কিভাবে চলে তা তদন্ত করে দেখার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

ওই বছরের মে মাসের শেষ নাগাদ প্রেসিডেন্টের নামে ৬ পৃষ্ঠার ব্যতিক্রমী একটা চিঠি আসে। প্রেরক এয়ার ফোর্সের এক কর্নেল। সেটা ছিল সিআইএ'র ভেতরকার কোনো হুইসল-ব্লোয়ারের প্রথম সতর্ক সংকেত। প্রেসিডেন্ট চিঠিটা মন দিয়ে পড়েন এবং নিজের কাছে রেখে দেন। ওটার লেখক জিম কেলিস ছিলেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ওএসএস ভ্যাটেরান। গ্রিসে গেরিলা যুদ্ধ করেছেন তিনি, চীনের সংহাইয়ে স্ট্রাটেজিক সার্ভিস ইউনিটের প্রথম স্টেশন চিফ ছিলেন। সিআইএ'র জন্মলগ্নে যে ক'জন অভিজ্ঞ চীনা বিশেষজ্ঞ এজেন্সিতে ছিল, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। ১৯৪৮ সালে গ্রিসে নিহত এক সিবিএস রিপোর্টারের মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করতে তাঁকে গ্রিসে যেতে অনুরোধ করেছিলেন ওয়াইল্ড বিল ডোনোভান। সন্দেহ ছিল এ ঘটনা কমিউনিস্টরা ঘটিয়েছে। কিন্তু তদন্ত শেষে জিম কেলিস নিশ্চিত হন, এথেন্সের আমেরিকার ডানপন্থি মিত্ররা তাকে খুন করেছে। এর সাথে কমিউনিস্টদের সম্পৃক্ততা নেই। যদিও তাঁর এই আবিষ্কার পরে চেপে যাওয়া হয়।

কোরিয়া যুদ্ধে তিনি ছিলেন সিআইএ'র প্যারামিলিটারি অপারেশন্স ও রেজিস্ট্যান্স ফোর্সেসের ইন-চার্জ। তাঁকে ইওরোপ আর এশিয়ায় অনেক ঘটনা সম্পর্কে তদন্তে পাঠিয়েছিলেন ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ। কিন্তু সেসব জায়গায় গিয়ে যে কাজ-কারবার জিম কেলিস দেখেছেন, তা পছন্দ হয়নি। তাই অ্যালেন ডালেস সিআইএ'র দায়িত্ব নেয়ার এক মাস পর চাকরি ছেড়ে দেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে সতর্ক করেন : 'সিআইএ এখন অত্যন্ত বাজে অবস্থায় আছে।' লৌহ যবনিকার ওপারে এজেন্সি বলতে গেলে কোনো অপারেশনই চালাতে পারছে না। ব্রিফিংয়ে সময় এজেন্সির কর্তারা কাল্পনিক সব বিজয়ের কাহিনী ফাঁদলেও আসল কাহিনী 'টপ সিক্রেট' ফাইলে চেপে রাখা হয়।

সত্যি কথাটা হলো: 'সিআইএ সচেতনভাবে হোক আর না হোক, একটা কমিউনিস্ট সিকিউরিটি সার্ভিসকে এক মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল (পোল্যান্ডের উইন WIN অপারেশন। অ্যালেন ডালেস সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। আইজেনহাওয়ারের শপথ নেয়ার তিন সপ্তাহ আগে ফাঁস হয়ে যায় সে মিশনের কথা)। সিআইএ অসচেতনভাবে কমিউনিস্টদের জন্য একটা ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল।' কোরিয়া যুদ্ধের সময় সিউল স্টেশনের তৈরি দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ কথা লিখেছিলেন জিম কেলিস। 'কিন্তু নিজেদের সুনামের ক্ষতি হবে বলে অ্যালেন ডালেস ও তাঁর ডেপুটিরা কংগ্রেসের কাছে চীন ও কোরিয়ার অপারেশন সম্পর্কে মিথ্যে বলেছেন।' জিম ১৯৫২ সালে দূর প্রাচ্য সফরে গিয়ে বিষয়টা নিজে যাচাই করে নিশ্চিত হন : 'সিআইএ'কে বোকা বানানো হয়েছে।'

কেলিস তাঁর তদন্ত রিপোর্টে লিখেছেন : ডালেস প্রেসে এমন সব খবরের বীজ বুনতে থাকেন যাতে নিজের ইমেজ গড়ে ওঠে একজন অমায়িক, পণ্ডিত ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীর মতো। দেশের বিশিষ্ট একজন ইন্টেলিজেন্স বিশেষজ্ঞের মতো। কিন্তু আমরা যারা অ্যালেন ডালেসের অপর পিঠও দেখেছি, তারা জানি এসব আসলে ভুয়া। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে একজন নির্দয়, উচ্চাভিলাষী এবং চরম অযোগ্য সরকারি প্রশাসক হিসেবে দেখি।' এ প্রসঙ্গে কেলিস প্রেসিডেন্টের কাছে 'সিআইএ'কে সাফ করার জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার আবেদনও জানিয়েছিলেন।'

আইজেনহাওয়ার ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের প্রতি যে সমস্ত হুমকি ছিল, সেগুলোকে গোপনে মোকাবেলা করতে চেয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে অপারেশন সাকসেস সফল হয়। তার কিছুদিন পর সোলারিয়াম প্রজেক্ট নিয়ে কর্মরত জেনারেল জিমি ডুলিটল ও মিলিয়নেয়ার উইলিয়াম পওলি ; যিনি গুয়াতেমালা কু সফল করতে প্লেন সরবরাহ করেছিলেন, এই দু'জনকে তিনি নিয়োগ করেন সিআইএ'র কভার্ট অপারেশন চালানোর যোগ্যতা কতখানি আছে, তা যাচাই করে দেখতে।

ডুলিটলকে রিপোর্ট পেশ করার জন্য দশ সপ্তাহ সময় দেয়া হয়। পওলিকে নিয়ে তিনি ফ্র্যাঙ্ক উইজনার ও অ্যালেন ডালেসের সাথে দেখা করেন, জার্মানিতে সিআইএ'র প্রতিটা শাখা এবং লন্ডন শাখা পরিদর্শন করেন। এজেন্সির কাজের সাথে জড়িত আমেরিকান সিনিয়র মিলিটারি ও কূটনৈতিক অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা বিডেল স্মিথের সাথেও আলোচনা করেন। তিনি এই দুই তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেন : 'ডালেস এই পদের তুলনায় বেশি আবেগপ্রবণ। তাকে দেখে যতটা মনে হয়, ভেতরে ভেতরে সে তারচেয়ে অনেক বেশি আবেগপ্রবণ।'

'৫৪ সালের ১৯ অক্টোবর ডুলিটল হোয়াইট হাউজে যান প্রেসিডেন্টের সাথে

দেখা করতে। রিপোর্ট করেন : সিআইএ একটা 'ছড়ানো-ছিটানো বিশাল বেলুনে পরিণত হয়েছে। প্রচুর মানুষ কাজ করে সেখানে, যাদের কেউ কেউ সন্দেহজনক ও অযোগ্য। ডালেসের চারদিকে এমন সব মানুষ আছে, যারা এ কাজে অদক্ষ এবং নিয়ম শৃঙ্খলা কিছুই মানে না।'

ফস্টার ডালেসের 'পারিবারিক বন্ধনের' কথা মাথায় রেখে ডুলিটল তাঁর রিপোর্টে পরামর্শ দেন : 'এজেন্সি সংশ্লিষ্ট সবার জন্য উচিত হবে পারিবারিক সম্পর্ককে পেশাগত সম্পর্কের সাথে গুলিয়ে না ফেলা। এতে কাজের বেলায় কোনো সমস্যা দেখা দিলে একজন আরেকজনকে বাঁচাতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে, সমস্যা ধামাচাপা পড়ে যায়।' এ অবস্থা রোধে তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত সিভিলিয়ানকে নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। প্রেসিডেন্টের হয়ে সিআইএ'র কাজকর্ম তদারক করবে এই কমিটি।

ডুলিটলের রিপোর্টে সতর্ক করা হয় : 'উইজনারের ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের সাথে এমন সব লোক জড়িত, যাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই বলতে গেলে নেই। আর যাদের আছে, তাদের সামান্যই আছে।' ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ছয়টি শাখা, সাতটা জিওগ্রাফিক ডিভিশন এবং চল্লিশটিরও বেশি শাখার প্রতিটা পর্যায়ে 'মরা কাঠ' আছে। রিপোর্টে উইজনারের সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ নতুন করে গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়া হয়। কারণ ব্যাঙের ছাতার মতো বেড়ে ওঠার ফলে যে পরিমাণ কাজের বোঝা এজেন্সির ঘাড়ে চেপেছে, তা পালন করা তার সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। কভার্ট অপারেশনের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে মান নিশ্চিত করা জরুরি বিষয়। বিশাল একদল অযোগ্য লোকের চেয়ে অল্প কিছু যোগ্য মানুষ অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

ডালেস ভালোই জানতেন ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশন তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি জানতেন সিআইএ'র অফিসাররা তাদের অপারেশন চালান কমান্ডারদের চোখের আড়ালে। ডুলিটলের রিপোর্ট তাঁর জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে জানতেন ডালেস, তাই রিপোর্টটা ধামাচাপা দিয়ে ফেলেন। উচ্চপদস্থদের সেটা দেখতে দিতে চাননি তিনি। এমনকি উইজনারকেও না। মূল রিপোর্ট যদিও ২০০১ সাল পর্যন্ত ক্লাসিফাইড ছিল, সেটার আসল বক্তব্য কিন্তু সিকি শতাব্দী আগেই সাধারণ মানুষ জেনে গেছে। সেটায় স্নায়ু যুদ্ধের ওপর একটা প্যাসেজ ছিল এরকম :

> এটা স্পষ্ট যে আমরা এমন এক অদম্য শত্রুর মুখোমুখি হয়েছি, যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো মূল্যে বিশ্বকে নিজের মুঠোয় পোরা। এ ধরনের খেলায় কোনো নিয়ম থাকে না। ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকাকে যদি টিকে থাকতে হয়, তাহলে তাকে নিজের গড়া 'ফেয়ার

প্লে'-র ধারণা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে। কাজের এসপিওনাজ ও কাউন্টার এসপিওনাজ সার্ভিস গড়ে তুলতে হবে। নাশকতা ও অন্তর্ঘাত কিভাবে ঘটাতে হয় শিখতে হবে। শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে যে কৌশল ব্যবহার করে, তারচেয়ে আরও বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদেরকে কিভাবে পরাজিত করা যায়, সেই কৌশল শিখতে হবে। আমেরিকান জনগণকেও এসবে অভ্যস্ত করে তোলার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। পছন্দ না হলেও এ কাজের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হবে তাদেরকে, সমর্থন আদায় করতে হবে সবার।

রিপোর্টে বলা হয় : 'এ জাতির প্রয়োজন একটা কভার্ট মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও আগ্রাসী প্যারামিলিটারি সংস্থার। যেটাকে হতে হবে আমাদের শত্রুর একই ধরনের সংস্থার তুলনায় বেশি কার্যকর, বেশি অনবদ্য এবং বেশি নির্দয়।' কারণ সিআইএ কখনও 'হিউম্যান এজেন্ট ইনফিলট্রেশনের সমস্যার সমাধান করেনি,' বলা হয় সেটায়। 'একবার সীমান্তের ওপারে গেলে; সে প্যারাসুটেই হোক বা অন্য যেভাবেই হোক, ধরা পড়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া পুরোপুরি কঠিন হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিতে আমরা এ পর্যন্ত যে যৎসামান্য তথ্য অর্জন করতে পেরেছি, তা মোটেই উল্লেখ করার মত নয়।'

ডুলিটলের সেই রিপোর্টে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের প্রয়োজনে এসপিওনাজকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার সুপারিশ করা হয়। সেটায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, এই জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো মূল্যই বেশি হয় না।

'আমরা সঠিক প্রশ্নটি উত্থাপন করিনি'

লৌহ যবনিকার ওপারে একজন আমেরিকান গুপ্তচরকে সেট করার জন্য মরিয়া ছিলেন অ্যালেন ডালেস।

১৯৫৩ সালে প্রথম যে সিআইএ অফিসারকে মস্কোয় এ কাজে পাঠানো হয়, তাকে বিপথে চালিত করে তার হাউজমেইড বা গৃহ-পরিচারিকা। মেয়েটি ছিল সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি'র কর্নেল। গোপনে তার গর্হিত অপরাধের ছবি তুলে তাকে ব্ল্যাকমেইল করে সে। সিআইএ চাকরি থেকে বের করে দেয় লোকটিকে। ১৯৫৪ সালে পাঠানো হয় দ্বিতীয়জনকে। মস্কোয় পৌছতে না পৌছতেই তাকে স্পাইংয়ের দায়ে গ্রেপ্তার করে ফিরতি জাহাজে তুলে দেয়া হয়।

এর অল্প ক'দিন পর নিজের একজন বিশেষ সহকারী, জন মোরিকে ডেকে পাঠান ডালেস। এই লোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মস্কোয় গিয়ে থেকে এসেছেন কিছুকাল এবং যুদ্ধের বেশিরভাগ সময় সেখানকার আমেরিকান এমব্যাসির অফিস অব নেভাল ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ডালেস তাকে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসে যোগ দিতে এবং প্রয়োজনীয় ট্রেইনিং নিতে বলেন।

উইজনারের অফিসারদের কেউ আগে কখনও রাশিয়ায় যাননি। ডালেস বলেন, 'তারা টার্গেট সম্পর্কে কিছুই জানে না।'

জন মোরি বলেন, 'আমি অপারেশনের ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'আমার মনে হয় ওরাও জানে না,' জবাব দেন ডালেস।

প্রেসিডেন্ট যে তথ্য সবচেয়ে বেশি কামনা করতেন ; এরকম আনাড়ি মানুষ সেই পারমাণবিক হামলা সম্পর্কে অগ্রিম তথ্য দিয়ে সতর্ক করতে পারবে, এমন ভরসা করা যায় না। পারমাণবিক আক্রমণ হলে কি করতে হবে, তা নিয়ে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সতর্ক করলে প্রেসিডেন্ট অ্যালেন ডালেসকে বলেন : 'আরেকটা পার্ল হারবার ঘটতে দেয়া যাবে না।'

তিনি ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট, জেমস আর. কিলিয়ানকে দায়িত্ব দেন সোভিয়েত ইউনিয়ন যাতে আকাশপথে হামলা চালাতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে। ডুলিটলের রিপোর্টে যে কৌশল খাটানোর প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল—আক্রমণ সম্পর্কে আগাম সতর্ক সংকেত জানানোর জন্য কমিউনিকেশন ও ইলেক্ট্রনিক সার্ভেইল্যান্স ব্যবস্থা গড়ে তোলার; তার ওপর জোর দেন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার।

আরেকদিকে সিআইএ উঠেপড়ে লাগে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থার গোপন রেডিও সিগন্যাল শোনা যায় কি না সেই চেষ্টায়। বার্লিনে এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্সের চিলেকোঠায় চলতে থাকে আরেক তৎপরতা। বেসবলে ভবিষ্যৎ নেই বুঝতে পেরে খেলা ছেড়ে প্রথমে আইনজীবী, তারপর স্পাইয়ের খাতায় নাম লেখানো ও'ব্রিয়েনের নতুন কাজ জুটেছে পূর্ব বার্লিনের পোস্ট অফিস থেকে চুরি করা চিঠিপত্রের ছবি তোলার। এভাবে কাজ করতে গিয়ে একটা নতুন আন্ডারগ্রাউন্ড টেলিকমিউনিকেশনস কেবলের কথা জানা যায়। সোভিয়েত ও পূর্ব জার্মান অফিশিয়ালরা তথ্য আদান-প্রদানের কাজে যেটাকে ব্যবহার করে থাকে। এর ফলে সিআইএ'র এসপিওনাজ কু রূপান্তরিত হয় বার্লিন টানেল প্রকল্পে।

তখন এই আবিষ্কারকে সিআইএ'র সবচেয়ে বড়ো বিজয় আখ্যা দেয়া হয়েছিল। যদিও আইডিয়া ছিল ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের। ১৯৫১ সালে তারা সিআইএকে জানায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই তারা আবিষ্কার করে সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স ভিয়েনার নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অংশে আন্ডারগ্রাউন্ড টেলিকমিউনিকেশনস কেবলস বসিয়েছে এবং ওই পথে তাদের যত বার্তা আসা-যাওয়া করে, ব্রিটিশরা

সেসব নিয়মিত ট্যাপ করে। তারাই সিআইএ'কে বার্লিনে সেই পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছিল।

বার্লিন টানেল সম্পর্কে সিআইএ'র একটা গোপন দলিল লেখা হয় ১৯৬৭ সালের আগস্টে এবং সেটা ডিক্লাসিফাইড হয় ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তাতে তিনটা গুরুতর প্রশ্ন ছিল উইলিয়াম কে. হার্ভের প্রতি। প্রাক্তন এফবিআই এজেন্ট উইলিয়াম হার্ভে ১৯৫২ সালে সিআইএ'র বার্লিন বেজের দায়িত্বে ছিলেন। সারাক্ষণ মদে চুর হয়ে থাকা, কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে বেড়ানো মানুষ।

প্রশ্নগুলো ছিল : এজেন্সির পক্ষে পূর্ব বার্লিনের সোভিয়েত জোনে ১,৪৭৬ ফুট লম্বা টানেল খুঁড়ে দুই ইঞ্চি ডায়ামিটারের কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব ছিল কি, একটা মেজর হাইওয়ের মাত্র সাতাশ ইঞ্চি নিচে দিয়ে? টানেল খোঁড়ার পর স্থানচ্যুত আনুমানিক তিন হাজার টন বেলেমাটি সবার অজান্তে সরিয়ে ফেলা সম্ভব ছিল কি? আমেরিকান জোনের রিফিউজি বস্তির মাঝখানে কোন্ ইন্সটলেশন নির্মাণের মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে টানেল খোঁড়া সম্ভব হয়েছিল?

অ্যালেন ডালেস ও তাঁর ব্রিটিশ কাউন্টারপার্ট, স্যার জন সিনক্লেয়ার ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে এই টানেল অপারেশন সফল করার উদ্দেশ্যে পর পর কয়েকটা বৈঠকে বসেন। অপারেশনের কোড নাম JOINTLY রাখা হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় পরবর্তী গ্রীষ্মে কাজে হাত দেয়া হবে। কাজটা হবে এরকম : খোঁড়াখুঁড়ি যাতে দেখা না যায়, সে জন্য গোটা একটা সিটি ব্লক জুড়ে নির্মাণ করা হবে বিশাল বিল্ডিং। তার ছাদে থাকবে অসংখ্য অ্যান্টেনা, যা দেখে সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স ধরে নেবে পরিবেশ থেকে সিগন্যাল ইন্টারসেপ্ট করার জন্য স্থাপনা তৈরি হচ্ছে। মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে সরানোর কৌশল হিসেবে ব্যবহার হবে সেটা।

আমেরিকানরা টানেল খুঁড়ে পুবদিকে এগিয়ে যাবে, শত্রুপক্ষের কেবলসের নিচ দিয়ে। আর ব্রিটিশরা তাদের ভিয়েনার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে টানেলের শেষ মাথায় একটা খাড়া শ্যাফট খুঁড়বে আর সোভিয়েত ও পূর্ব জার্মান অফিসারদের কথাবার্তা রেকর্ড করার ট্যাপ বসাবে। লন্ডনের এক অফিসে ৩১৭ জন অফিসার সিআইএ'র রেকর্ড থেকে কথোপকথনের মর্মোদ্ধার করবে এবং ওয়াশিংটনে ৩৫০ জন পার্সোনেল সেখানে ইন্টারসেপ্ট করা টেলিটাইপ ট্রান্সমিশন ট্রান্সক্রাইব করবে বা লিখিত আকারে রেকর্ড করবে।

ব্রিটিশদের টেকনিক্যাল সহযোগিতায় আর্মির ইঞ্জিনিয়াররা টানেল খোঁড়ার কাজ শুরু করে। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো যে সমস্যা সব সময়ই দেখা দিয়ে থাকে, তা হলো ইন্টারসেপ্ট করা শব্দগুলোকে সঠিকভাবে অনুবাদ করতে পারা। 'আমাদের যতজন ভাষাবিৎ প্রয়োজন ছিল, ততজন কখনই ছিল না,' লেখা আছে সিআইএ'র সেই ইতিহাসে। এজেন্সির রাশিয়ান ও জার্মান ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ অনুবাদকের অভাব দুঃখজনকভাবে বেশি ছিল।

টানেল নির্মাণের কাজ শেষ হয় ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, এবং ব্রিটিশরা ট্যাপ স্থাপনের কাজে হাত দেয় তার এক মাস পর। মে মাসে শুরু হয় শত্রুপক্ষের তথ্যের প্রবাহ। সোভিয়েত ও পূর্ব জার্মান অফিশিয়ালদের হাজার হাজার ঘণ্টার কথোপকথন ও টেলিটাইপ রেকর্ড করার কাজ শুরু হয়। তাতে ছিল জার্মানি ও পোল্যান্ডের সোভিয়েত পারমাণবিক ও কনভেনশনাল বাহিনী সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তারিত তথ্য। মস্কোর ডিফেন্স মিনিস্ট্রির ভেতরকার নানান স্পর্শকাতর তথ্য ও বার্লিনে সোভিয়েত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য। সেসব বিশ্লেষণ করে সোভিয়েত ও পূর্ব জার্মান সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেকার রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ও সিদ্ধান্তহীনতা সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যায় সিআইএ। সবচেয়ে বড়ো যে লাভ হয়, সেটা ছিল ছদ্মপরিচয়ে থাকা শত শত সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স অফিসারের নাম-পরিচয় জেনে যাওয়া।

৬.৭ মিলিয়ন ডলারের টানেল প্রকল্প এক সময় সাফল্যের সাথে শেষ হয় সিআইএ'র, তা থেকে সংগ্রহ করা তথ্য অনুবাদ করতে সপ্তাহ বা মাস, যা-ই লাগুক না কেন। তবে সবাই নিশ্চিত ছিল ওটার কথা অনন্তকাল চাপা থাকবে না। একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বেই। তাই হলো শেষ পর্যন্ত। পরের বছর এপ্রিল মাসে জানাজানি হয়ে গেল টানেলের কথা। ঘটনা যে এতো তাড়াতাড়ি ঘটবে; এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে, তা অবশ্য কেউ চিন্তা করেনি।

সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো যে, সেই টানেলের কথা ক্রেমলিন শুরু থেকেই জানত। টানেল খোঁড়ার উদ্দেশ্যে মাটিতে সিআইএ'র কোদালের প্রথম কোপ পড়ার আগে থেকেই বিষয়টা জানা ছিল সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্সের। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা সোভিয়েত স্পাই জর্জ ব্লেক তা ফাঁস করে দিয়েছিল। জর্জ ব্লেকের প্রতি মস্কো এতোটাই আস্থাশীল ছিল যে সিআইএ কি করছে জেনেশুনেও এগারো মাস চুপ করে ছিল তারা। কোনো বাধা দেয়নি। ঘটনার অনেক বছর পর ; শুরু থেকেই ঘটনা সম্পর্কে জানত সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স, এ কথা জেনেও সিআইএ আন্তরিকভাবেই মনে করত তারা একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছিল। সিআইএ'র ইতিহাসে লেখা আছে তাদের সেই 'বীর গাথা'।

এ নিয়ে প্রশ্ন আজও আছে : তাহলে কি সোভিয়েত ইউনিয়ন ইচ্ছে করেই টানেল মাধ্যমে ভুয়া তথ্য সরবরাহ করছিল যাতে সিআইএ সেগুলোকে নিজেদের 'আবিষ্কার' ভেবে ভুয়া তৃপ্তি উপভোগ করতে পারে? তবে এজেন্সি যে অন্তত দুটো অমূল্য ও বিরল তথ্য পেয়েছিল ট্যাপ করে, তাতে সন্দেহ নেই। তার একটা হলো সোভিয়েত ও পূর্ব জার্মান সিকিউরিটি ব্যবস্থার মৌলিক ব্লু প্রিন্ট, এবং তাতে এমন কোনো আভাস ছিল না যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে আমেরিকা আক্রান্ত হতে পারে।

সিআইএ'র বার্লিন শাখার ভ্যাটেরান টম পোলগার বলেছেন, 'আমরা যারা রাশিয়া সম্পর্কে একটু বেশি জানি, তাদের কাছে দেশটি ছিল তৃতীয় বিশ্বের একটা পশ্চাৎপদ দেশের মতোই, তবে যেটা নিজেকে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো করে গড়ে তুলতে চাইছে।' কিন্তু ওয়াশিংটনের সর্বোচ্চ মহল এ ধারণা মানতে রাজি ছিল না। পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউজের মতে ক্রেমলিনের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকারই মতো : তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রথম দিনেই শত্রুকে খতম করে দেয়া। হোয়াইট হাউজ ও পেন্টাগনের মিশন ছিল সোভিয়েত মিলিটারির আসল ক্ষমতা কোথায় তা জানা এবং সেসব ধ্বংস করা। আমেরিকান স্পাইরা কাজটা করতে পারবে বলে একটুও ভরসা ছিল না পেন্টাগন বা হোয়াইট হাউজের।

কিন্তু আমেরিকান পারমাণবিক অস্ত্রের সে ক্ষমতা ছিল।

কিলিয়ান রিপোর্ট ছিল সিআইএ'র পুরনো ধাঁচের এসপিওনাজ ছেড়ে আধুনিক টেকনোলজির যুগে পা রাখার শুরু। সে রিপোর্টে আইজেনহাওয়ারকে জানানো হয়, 'রাশিয়ার অভ্যন্তরে কভার্ট অপারেশন চালিয়ে আমরা খুব সামান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই জানতে পেরেছি। তবে বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের আধুনিকায়ন করে আমরা এ অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারি।' রিপোর্টে আইজেনহাওয়ারের প্রতি স্পাই প্লেন ও স্পেস স্যাটেলাইট নির্মাণের অনুরোধ জানানো হয় যাতে সেসব সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশে চক্কর দিতে এবং তার অস্ত্রশস্ত্রের ছবি তুলতে পারে।

সে টেকনোলজি তখন আমেরিকার হাতের নাগালেই ছিল। অ্যালেন ডালেস আর ফ্র্যাঙ্ক উইজনার তাদের অপারেশনের কাজে দু' বছর যাবৎ এতই ব্যস্ত ছিলেন যে ১৯৫২ সালে জুলাই মাসে তাঁদের সহকর্মী, লোফটাস বেকারের পাঠানো মেমোর দিকে নজর দেয়ার সময় পাননি। তিনি ছিলেন ইন্টেলিজেন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর। স্যাটেলাইট ভেহিকেল ফর রিকনাইসন্স-এর উন্নতির জন্য কাজ করছিলেন। তিনি রকেটে করে টেলিভিশন ক্যামেরা স্পেসে পাঠান মহাশূন্যের দূরতম এলাকা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নজর রাখার জন্য।

এ জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উপযুক্ত ক্যামেরা নির্মাণ। প্রতিভাধর বিজ্ঞানী এডউইন ল্যান্ডের আবিষ্কার পোলারয়েড ক্যামেরার সাহায্যে এ কাজে তিনি সফল হবেন, এ আস্থা ছিল লোফটাস বেকারের।

১৯৫৪ সালের নভেম্বরে যখন বার্লিন টানেল খননের কাজ চলছে, তখন কিলিয়ান, ল্যান্ড ও ডালেস ইউ-টু স্পাই প্লেন নির্মাণের বিষয়ে প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইউ-টু স্পাই প্লেন ছিল পেটের কাছে ক্যামেরা ফিট করা শক্তিচালিত গ্লাইডারের মত বিমান। লৌহ যবনিকার আকাশে ভাসমান আমেরিকার চোখ। আইজেনহাওয়ার অনুমোদন দিলেন। সেই সাথে একটা ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন : 'একদিন এসব মেশিনের একটা না একটা ধরা পড়বেই। তখন ঝড় সামাল দিতে হবে আমাদেরকে।'

ডালেস সেই প্লেন নির্মাণের দায়িত্ব দেন ডিক বিসেলকে। তিনি এয়ার ক্র্যাফট নির্মাণের ব্যাপারে কিছু না জানলেও ইউ-টু প্রোগ্রাম যাতে জানাজানি হতে না পারে, সে বিষয়টা অত্যন্ত সুকৌশলে ধামা চাপ দিয়ে রাখেন। প্লেনগুলো যাতে দ্রুত নির্মিত হয়, সে বিষয়ে সহায়তাও করেন। ডিক বিসেল ছিলেন দীর্ঘদেহী, উচ্চাভিলাষী মানুষ। সিআইএ'র হেড কোয়ার্টার্সের করিডরে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একদিন তিনি সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর হবেন। কেননা ডালেস তাঁকে সেরকম আশাই দিয়েছিলেন।

এসপিওনাজের প্রতি দিন দিন অবজ্ঞা আর ঘৃণা বাড়তে থাকে বিসেলের। অন্যদিকে রিচার্ড হেলমস ও তাঁর ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের প্রতি বিরক্তিও বাড়তে থাকে। এর ফলে এই দু'জন এক সময় প্রথমে বুরোক্র্যাটিক প্রতিপক্ষ, পরে একে অপরের জানের শত্রুতে পরিণত হন। একজন নিজের স্পাই বাহিনী, অপরজন গ্যাজেট নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মেতে ওঠেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আগে শুরু হওয়া সেই যুদ্ধ আজও চলছে।

বিসেল ইউ-টু গোয়েন্দা বিমানকে দেখতেন অস্ত্র হিসেবে—সোভিয়েত হুমকির বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী ঘুসি হিসেবে। মস্কো যদি সোভিয়েত আকাশসীমা লঙ্ঘন এবং নিজের ফোর্সের ওপর নজরদারি করা থেকে 'তোমাকে ঠেকানোর ক্ষমতা না রাখে,' তাহলে সেটা তাদের বেইজ্জতি। ইউ-টু প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য তিনি সিআইএ অফিসারদের খুব ছোটো একটা সেল গঠন করেন। এবং ইন্টেলিজেন্স সমন্বয়ের জন্য এজেন্সির জেমস কিউ. রেবারকে অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর নিয়োগ করেন।

তাঁর কাজ ছিল ঠিক করে দেয়া প্লেনগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরের কিসের ছবি তুলবে। কিন্তু পরের দিকে সে দায়িত্ব পেন্টাগন নিয়ে নেয়। তারা ঠিক করে দিতো কি খুঁজতে হবে ইউ-টুকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বোমারু বিমান কতগুলো আছে? কতগুলো নিউক্লিয়ার মিসাইল আছে? কতগুলো ট্যাংক আছে? জীবনের শেষদিকে রেবার বলেছিলেন, 'স্নায়ু যুদ্ধ আমাদেরকে এমন করে দিয়েছিল যে ওইসব ছাড়া আর কিছুর ছবি তোলার চিন্তাই আমাদের মাথায় আসত না।'

'আমরা কখনও সঠিক প্রশ্নটি তুলিনি,' বলেন তিনি। সিআইএ যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরের সঠিক ছবিটি তুলতে পারতো, তাহলে বুঝতো ও দেশের মানুষ নিজেদের প্রতিরক্ষা খাতে যে টাকা বিনিয়োগ করতো, তা ছিল নিতান্তই অল্প। এর অর্থ দুর্বল ছিল শত্রু। সিআইএ'র নেতারা দেশটির ভেতরে সত্যিকার অর্থে ইন্টেলিজেন্স অপারেশন চালাতে পারলে বুঝতেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা জীবনের অতি জরুরি প্রয়োজনগুলোই মেটাতে অক্ষম ছিল।

কোল্ড ওয়ারের চূড়ান্ত যুদ্ধ যে সামরিক না হয়ে অর্থনৈতিকও হতে পারতো, এই সম্ভাবনাটা সব সময় সিআইএ'র কল্পনার বাইরেই ছিল।

'তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেননি'

প্রেসিডেন্ট সিআইএ'র ক্ষমতা-দক্ষতা ইত্যাদি তদন্ত করে দেখার উদ্যোগ নেয়ার ফলে আমেরিকার টেকনোলজিতে একদিকে যেমন একটা বৈপ্লবিক উন্নতি হয়েছে, তেমনি হয়েছে ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের ক্ষেত্রেও। কিন্তু তারপরও এজেন্সি কখনও কোনো গুরুতর সমস্যার গোড়ায় পৌঁছতে পারেনি। জন্মের পর সাত বছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখার বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার মতো ইন্টেলিজেন্সের সমন্বয় ঘটানোর যোগ্যতার উন্মেষ ঘটেনি।

এজেন্সির গোপন তথ্যাবলী নিড-টু-নো বা 'জানতে হবে' ভিত্তিতে ভাগাভাগি করা হতো এবং কাকে কাকে কতোটুকু তথ্য জানাতে হবে, তা ঠিক করে দিতেন অ্যালেন ডালেস স্বয়ং। ১৯৫৪ সালে ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ দায়িত্ব ছেড়ে যাওয়ার পর এজেন্সির কাজকর্মের ওপর নজর রাখার মতো কেউ ছিল না। প্রবল ব্যক্তিত্বের জোরে ডালেসকে লাগাম পরানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু যখন চলে যান, কভার্ট অ্যাকশনের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও তাঁর সাথে বিদায় নেয়। আইজেনহাওয়ার ছাড়া আর কেউ ছিল না তা সামাল দেয়ার মতো।

১৯৫৫ সালে প্রেসিডেন্ট আইন পরিবর্তন করেন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট, হোয়াইট হাউজ ও ডিফেন্স থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটা 'স্পেশাল গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রুপের সদস্য ছিলেন আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট, ডেপুটি সেক্রেটারি অব ডিফেন্স এবং প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাসিসটেন্ট। সিআইএ'র সিক্রেট অপারেশন পর্যালোচনা করার ক্ষমতা দেয়া হয় সেই গ্রুপকে। কিন্তু কভার্ট অপারেশন আগে থেকে অনুমোদন করার কোনো এখতিয়ার তাদের ছিল না। ডালেস ইচ্ছে হলে কোনো ইনফর্মাল বা অনানুষ্ঠানিক লাঞ্চে আসন্ন অপারেশন সম্পর্কে আভাস দিতেন স্পেশাল গ্রুপকে। ইচ্ছে না হলে দিতেন না।

অ্যালেন ডালেসের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়কার ঘটনাবলী নিয়ে লেখা পাঁচ ভলিউমের সিআইএ'র ইতিহাসে আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন কভার্ট অপারেশন সম্পর্কে স্পেশাল গ্রুপের জানার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর অথবা এজেন্সির কাজের বিচার করার মতো অবস্থানে নেই সে গ্রুপ। মনে করতেন, তাঁর সিদ্ধান্তের প্রশ্নে 'কোনো

অনুমোদনেরও প্রয়োজন নেই।'

এজেন্সির পরিচালক, তাঁর ডেপুটি এবং বিদেশের স্টেশন চিফদের ইচ্ছেমতো নিজের নিজের নীতি নির্ধারণ করার স্বাধীনতা ছিল। গোপনে নিজেদের অপারেশনের প্লট তৈরি করার এবং তার ফলাফল বিচার করার স্বাধীনতাও ছিল। নিজের কাছে যেটা সঠিক মনে হতো, হোয়াইট হাউজকে সেটাই করার 'পরামর্শ' দিতেন তিনি।

'কিছু কিছু বিষয় ছিল যেগুলো ডালেস এমনকি প্রেসিডেন্টকেও জানাতো না,' তাঁর বোন গর্ব করে বলতেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীদের। 'ও মনে করে সবকিছুই তাঁকে জানাতে হবে, এটা উচিত নয়।'

'আমরা ওটা অন্যভাবে চালাই'

একটা অস্ত্র সিআইএ অসাধারণ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছে, সেটা হলো নগদ টাকা। বিদেশী রাজনীতিকদের আনুগত্য কিনতে দেদারসে টাকা খরচ করেছে এজেন্সি। এশিয়ার উদীয়মান নতুন শক্তি জাপান থেকে এ কাজ শুরু করে তারা।

সিআইএ আমেরিকান সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় জাপানে তাদের রিক্রুট করা খুব প্রভাবশালী দুই এজেন্টের সহায়তায়। এই দুই এজেন্ট ছিল যুদ্ধ অপরাধী। একজনের নাম নবুসুকে কিশি, আরেকজনের নাম ইওশিয়ো কোদামা। বিশ্ব যুদ্ধ শেষে তারা আমেরিকান বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং টোকিওতে একই সেলে তিন বছর সাজা খাটে। ১৯৪৮ সালের শেষদিকে যেদিন তারা মুক্তি পায়, তার ঠিক আগেরদিন তাদের সঙ্গীদের অনেকের ফাঁসি হয়।

সিআইএ'র সহযোগিতায় পরে নবুসুকে কিশি জাপানের প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হন। আর ইওশিয়ো কোদামা এজেন্সির সহযোগিতায় নিশ্চিত করেন তাঁর মুক্তি এবং দেশের এক নাম্বার গ্যাংস্টারের অবস্থান। তারা দু'জনে মিলে যুদ্ধ পরবর্তী জাপানের রাজনীতিকে কাঙ্ক্ষিত আকার দেন। ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধে আমেরিকা যা যা অপছন্দ করত, তার সবকিছুর প্রতিনিধিত্ব করতেন কিশি ও কোদামা। আর কমিউনিস্ট বিরোধী যুদ্ধে তাঁরা ছিলেন আমেরিকা যা চাইছিল, ঠিক তাই। ওয়াশিংটনের চাহিদা পূরণের মূল হাতিয়ার।

১৯৩০ এর দশকে ইওশিয়ো কোদামা একটা ডানপন্থি যুবদলের নেতা ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা করে দলটি। তাই কারাদণ্ড হয় তাঁর, কিন্তু জাপান সরকার তাঁকে ব্যবহার করে 'জনসমর্থন কেনা' ও আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় স্ট্রাটেজিক ধাতব দ্রব্যাদি কেনার জন্য। জাপানের দখলে থাকা চীনে যুদ্ধের সময়কার সবচেয়ে বড় ব্ল্যাক মার্কেট চালিয়ে কোদামা রিয়ার অ্যাডমিরাল পদবী অর্জন করেন এবং প্রায় ১৭৫ মিলিয়ন ডলারের ব্যক্তিগত সম্পদের মালিক হন।

কারাগার থেকে বের হওয়ার পর কোদামা তাঁর সম্পদের একটা অংশ ভবিষ্যতের আশায় দেশের কনজারভেটিভ রাজনীতিকদের পিছনে খরচ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সিআইএ অপারেশনের অন্যতম চালিকা সদস্য হয়ে ওঠেন। পরে তাঁদেরকে ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করে সিআইএ। কোদামা কোরিয়া যুদ্ধের সময় আমেরিকার টাকায় সে দেশের ব্যবসায়ী, ওএসএস ভ্যাটেরান ও প্রাক্তন

কূটনীতিকদের নিয়ে কাজ করেন একটা দুঃসাহসী কভার্ট অপারেশনের স্বার্থে।

আমেরিকান মিলিটারির টাংসটেন নামে একটা বিশেষ স্ট্র্যাটেজিক মেটাল প্রয়োজন ছিল মিসাইলের জন্য। কোদামার নেটওয়ার্ক জাপানি মিলিটারির ভাণ্ডার থেকে সে জিনিস চোরাচালান করে আমেরিকায় নিয়ে যায়। এ জন্য পেন্টাগন ১০ মিলিয়ন ডলার দেয় কোদামাকে। সিআইএ অপারেশনের কাজে খরচ করার জন্য দেয় ২.৮ মিলিয়ন। তারপর আরও ২ মিলিয়ন বাড়তি খরচ হয় সে অপারেশনে। কিন্তু তাতে সিআইএ'র টোকিও স্টেশনে কোদামার দুর্নাম হয়ে যায়।

তাই ১৯৫৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর টোকিও স্টেশন কোদামা সম্পর্কে ওয়াশিংটনে রিপোর্ট করে : কোদামা একটা জন্ম মিথ্যেবাদী, গ্যাংস্টার, ভণিতাকারী এবং এক কথায় চোর। ইন্টেলিজেন্স অপারেশন চালানোর কাজে একেবারেই অযোগ্য সে। নগদ মুনাফা ছাড়া আর কিছুতেই তার আগ্রহ নেই।'

ফলে কোদিমার সাথে এজেন্সি সম্পর্ক ছিন্ন করে। এরপর তারা নবুসুকে কিশিসহ অন্যান্য রাজনীতিকদের দিকে নজর দেয়। কিশি তখন আমেরিকার দখলমুক্ত দেশের প্রথম নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জাপানের পার্লামেন্ট, ডায়েটের সদস্য।

'এখন আমরা সবাই গণতান্ত্রিক'

জাপানের উদীয়মান কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীল আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত হন নবুসুকে কিশি। ডায়েট সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এক বছরের মধ্যে কোদামার টাকা ও রাজনৈতিক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বৃহত্তর গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণকারী হয়ে ওঠেন তিনি। ক্ষমতায় বসার পর শাসক দল গঠন করেন। যে দল প্রায় আধা শতাব্দী নেতৃত্ব দেয় জাপানকে।

তিনি ১৯৪১ সালে আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন এবং মিউনিশনস বা সামরিক রসদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন। যুদ্ধের পর কিশিকে বন্দি করা হলেও আমেরিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর অনেক মিত্র ছিল। তাঁদের অন্যতম ছিলেন জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণের সময় টোকিওর আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জোসেফ গ্রিউ। ১৯৪২ সালে গ্রিউ টোকিওতে ডিটেনশনে ছিলেন। তখন জাপানি ওয়ার ক্যাবিনেট সদস্য কিশি একদিন তাঁর সাথে গলফ খেলেছিলেন। সেদিন থেকে একে অন্যের বন্ধু তাঁরা। কিশি বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার কিছুদিন পর গ্রিউ হন ফ্রি ইওরোপের জাতীয় কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে কিশি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে যান। সেখানে তাঁর ভাই, দখলদার আমেরিকান বাহিনীর সময়কার চিফ সেক্রেটারি অব

দ্য ক্যাবিনেট, ইসাকু সাতো তাঁকে কয়েদখানার পোশাক পাল্টে পরার জন্য একটা বিজনেস সুট দেন। 'আশ্চর্য না?' সুটটা পরে কিশি ভাইকে বলেন : 'এখন আমরা সবাই গণতান্ত্রিক।'

সাত বছরের ধৈর্য, ত্যাগ আর সঠিক পরিকল্পনা নবুসুকে কিশিকে যুদ্ধ অপরাধের দণ্ড খাটা আসামী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রীতে রূপান্তরিত করে। *নিউজউইক*-এর টোকিও বুরো চিফের কাছ থেকে ইংরেজি শেখেন তিনি, আমেরিকান রাজনীতিকদের সাথে পরিচিত হন একই পত্রিকার ফরেন অ্যাফেয়ার্স এডিটর, হ্যারি কার্ন-এর মাধ্যমে। অ্যালেন ডালেসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন হ্যারি কার্ন। পরবর্তী জীবনে ছিলেন জাপানে সিআইএ'র তথ্যের সূত্র। কিশি আমেরিকান এমব্যাসির অফিশিয়ালদের জাপানে এমনভাবে বপন করেন যেন তাঁরা একেকজন মহামূল্যবান অর্কিড। প্রথমদিকে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে চলাফেরা করতেন তিনি। কারণ তখনও কুখ্যাত ছিলেন। পুলিশ নিয়মিতভাবে লেগে থাকত পিছনে।

১৯৫৪ সালের মে মাসে টোকিওর কাবুকি-জা থিয়েটারে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জগতে পা রাখেন তিনি। অনুষ্ঠানে বিল হাচিনসনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি ছিলেন ওএসএস ভ্যাটেরান। টোকিওর আমেরিকান দূতাবাসের ইনফর্মেশন ও প্রোপাগান্ডা অফিসার। অনুষ্ঠানের মধ্যবিরতির সময় কিশি তাঁকে থিয়েটারের সুসজ্জিত ফইয়ে-তে নিয়ে নিজের অভিজাত জাপানি বন্ধুদের সাথে 'বন্ধু' বলে পরিচয় করিয়ে দেন। ওই সময় এরকম একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ছিল একেবারেই অস্বাভাবিক। তবে সেটা ছিল রাজনৈতিক মঞ্চের ঘটনা—জনসাধারণের সামনে কিশির নিজেকে তুলে ধরা নিজস্ব পদ্ধতি। যাতে সবাইকে বোঝানো যায় তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিরেছেন।

এর পিছনে অবশ্য আমেরিকার বদান্যতাই বেশি কাজ করেছে। এ ঘটনার পরের এক বছর হাচিনসনের লিভিং রুমে ঘনঘন আনাগোনা করেছেন নবুসুকে কিশি। সিআইএ ও স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফিশিয়ালদের সাথে বৈঠকের পর বৈঠক করে গেছেন গোপনে, আমেরিকান সরকারের নীরব সমর্থন পাওয়ার আশায়। পরবর্তী চল্লিশ বছর আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে যে টানা উষ্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল, মিটিংগুলো ছিল তারই গ্রাউন্ডওয়ার্ক।

কিশি আমেরিকানদের আশ্বস্ত করেন, তাঁর স্ট্রাটেজি হবে ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টিকে ধ্বংস করা। নাম বদলে সেটাকে পুনর্গঠিত করা এবং নিজে পরিচালনা করা। তবে তাঁর গঠন করা নতুন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি না হবে লিবারেল, না হবে ডেমোক্র্যাট। বরং সেটা হবে জাপানের রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পোড়া ছাই থেকে জন্ম নেয়া নতুন কিছু। সামন্ত নেতাদের নিয়ে গঠিত একটা ডানপন্থি ক্লাব। প্রথমে পর্দার আড়ালে থেকে কাজ করবেন নবুসুকে কিশি, তারপর সিনিয়র নেতারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাব করলে তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।

কিশি জাপানের পররাষ্ট্র নীতিতে আমেরিকার সুবিধা অনুযায়ী পরিবর্তন আনারও আবেদন জানান। নিশ্চয়তা দেন আমেরিকা তার সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে পারবে সে দেশে এবং পারমাণবিক বোমা মজুত করতে পারবে। যদিও হিরোশিমা-নাগাসাকি ঘটনার পর ওই সময় বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল। এত কিছুর বিনিময়ে আমেরিকার গোপন রাজনৈতিক সমর্থন আশা করেন কিশি।

১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকান সেক্রেটারি অব স্টেট, ফস্টার ডালেস কিশির সাথে দেখা করে আশ্বাস দেন, আমেরিকার সমর্থন তিনি আশা করতে পারেন—যদি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জাপানের রক্ষণশীল দলগুলো আমেরিকার সাথে একজোট হয়ে কাজ করতে রাজি হয়। কারও বুঝতে বাকি ছিল না আমেরিকার সেই সমর্থনের অর্থ কি হবে।

কিশি আমেরিকান দূতাবাসের সিনিয়র পলিটিকাল অফিসার স্যাম বার্গারকে বলেন, আমেরিকার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে একজন নিম্নপদস্থ, প্রায় অচেনা কোনো জাপানিকে নিজেদের প্রাথমিক কন্ট্যাক্ট হিসেবে গ্রহণ করা। দায়িত্বটা পড়ে সিআইএ'র ক্লাইড ম্যাকঅ্যাভয় নামে এক মেরিন ভ্যাটেরানের কাঁধে। ওকিনাওয়া দ্বীপে জাপানিদের ভয়াবহ হামলা থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া ম্যাকঅ্যাভয় রিপোর্টার পরিচয়ে সিআইএ'র একজন হয়ে জাপানে আসেন এবং স্যাম বার্গার তাঁকে কিশির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে বিদেশের মাটিতে সে দেশেরই কোনো রাজনীতিকের সাথে সিআইএ'র গড়ে তোলা সেই বন্ধন ছিল সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন।

'গ্রেট কু'

সিআইএ'র সাথে নতুন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পারস্পরিক সহযোগিতার অলিখিত একটা চুক্তি ছিল। টাকার বিনিময়ে তথ্য। তবে সিআইএ'র মূল কাজ ছিল নবুসুকে কিশির পার্টিকে সমর্থন দিয়ে যাওয়া এবং ইনফর্মার রিক্রুট করা। আমেরিকা টাকার বিনিময়ে এমন সব প্রতিশ্রুতিশীল জাপানি তরুণের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে যাদের এক প্রজন্ম পর পার্লামেন্ট সদস্য, মন্ত্রী ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই দু' পক্ষ মিলে লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে সুসংহত করতে এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলোতে নাশকতা চালাতে থাকে।

এক সময় মিত্রভাবাপন্ন রাজনীতিকদের টাকা দিয়ে কেনার প্রকল্প হাতে নেয় সিআইএ। সাত বছর আগে ইটালিতে তারা যেভাবে এগিয়েছিল, জাপানে তারচেয়ে সতর্কতার সাথে এগোতে থাকে। ইটালিতে সুটকেস বোঝাই নগদ টাকা নিয়ে ফোর স্টার হোটেলে গিয়ে নির্দিষ্ট লোকের হাতে তুলে দেয়া হতো। টোকিওতে তা না করে বিশ্বস্ত আমেরিকান ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করে

সিআইএ। তাদের সাহায্যে জাপানের রাজনৈতিক মিত্রদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয় টাকা। ওই সময় ইউ-টু প্লেন নির্মাণে ব্যস্ত লকহিড কোম্পানির নির্বাহীরা ছিল তাদের অন্যতম। কিশির লক্ষ্য অনুযায়ী নতুন জাপানি ডিফেন্স ফোর্স প্রতিষ্ঠায় নিজেদের যুদ্ধ বিমান কিনতে তাদেরকে প্ররোচিত করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

১৯৫৫ সালের নভেম্বরে জাপানের রক্ষণশীলদের লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ব্যানারের নিচে একত্রিত করেন নবুসুকে কিশি। পার্টির নেতা হিসেবে সিআইএ'কে অনুমতি দেন তাঁর জন্য বাছাই করা রাজনৈতিক সমর্থক ভাড়া করতে, যারা পার্লামেন্টে তাঁর লোকদের আসন পাইয়ে দেবে। ক্ষমতায় যাওয়ার উপায় নিশ্চিত করার ফাঁকে কিশি এজেন্সির সহযোগিতায় নতুন এক জাপান-আমেরিকা নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর কেস অফিসার, সিআইএ'র ক্লাইড ম্যাকঅ্যাভয়ের সহযোগিতায় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জাপানের নতুন পররাষ্ট্র নীতি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যেদিন কিশির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার কথা, সেদিনই ডায়েটে দেশের নতুন নিরাপত্তা চুক্তি নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভোটাভুটির কথা ছিল। এলডিপির সমর্থক বেশি ছিল ডায়েটে। সে দিনটির কথা স্মরণ করে ম্যাকঅ্যাভয় বলেন, 'আমরা দুজন সেদিন একটা গ্রেট কু ঘটিয়ে দিই। জাপান-আমেরিকা চুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জাপানের বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি সেটাকে দেখছে হুমকি হিসেবে। ভোটের দিন তারা ডায়েটে দাঙ্গা বাধানোর পরিকল্পনা করে। সেক্রেটারিয়েটের এক বামপন্থি সোশালিস্ট সদস্যের কাছ থেকে এ খবর আগেই জেনে যাই আমি। লোকটা আমার এজেন্ট ছিল। ওইদিন সম্রাটের সাথেও দেখা করার কথা কিশির। খবরটা জানতে পেরে আমি জরুরি মিটিং ডাকি আমাদের সেফ হাউজে। কিশি কোনোমতে হাজির হন। তাঁকে এ খবর দেয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না, তবু ডায়েটে দাঙ্গার আশঙ্কার কথা তাঁকে জানাই। কিশি কৌশল অবলম্বন করেন। ডায়েট সদস্যদের জন্য সাড়ে দশটা বা এগারোটায় খাওয়ার বিরতি হয়। তখন সবাই বেরিয়ে যায় ডায়েট থেকে। খবর শুনে কিশি তাঁর দলের সদস্যদের সেদিন গোপনে অনুরোধ করেন, তারা যেন খেতে না যান। বিরতির সময় সবাই বেরিয়ে গেলে এলডিপির সদস্যরা ফাঁকা মাঠে গোল দেয়। পাস করিয়ে নেয় বিল।

সেই বছরেরই জুন মাসে, গা থেকে কয়েদির পোশাক খোলার বড়জোর আট বছর পর আমেরিকায় সরকারি সফরে যান নবুসুকে কিশি। ইয়াংকি স্টেডিয়ামে বল ছুড়ে এক গলফ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে কান্ট্রি ক্লাবে এক রাউন্ড গলফ খেলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সন সিনেটে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন আমেরিকার জনগণের এক মহান ও অনুগত বন্ধু হিসেবে। জাপানে তখন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারের ভাগ্নে, ডগলাস

ম্যাকআর্থার দ্বিতীয়। কিশি তাঁকে বলেন, দু' দেশের মধ্যকার নতুন নিরাপত্তা চুক্তি পাস হতে পারে, এবং জাপানে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বামপন্থিদের স্রোতকে দমন করাও যেতে পারে যদি আমেরিকা তাঁকে ক্ষমতা সুসংহত করতে সহায়তা করে।

আমেরিকা তাঁকে যেভাবে চুপি চুপি টাকা দেয়, কিশি তার পরিবর্তন চাইছিলেন। তাঁর ইচ্ছে, আমেরিকা তাঁকে স্থায়ীভাবে আর্থিক সহযোগিতা দেয়ার একটা ব্যবস্থা করুক। তাই তিনি রাষ্ট্রদূতকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, জাপান যদি কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে, তাহলে এশিয়ার বাকি দেশগুলোও বাদ থাকবে না। ফস্টার ডালেস তাঁর প্রস্তাবে রাজি হন। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার জাপান-আমেরিকা নিরাপত্তা চুক্তির স্বার্থে কিশি ও তাঁর দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের জন্য নিয়মিত আর্থিক সহায়তার বিষয়টা অনুমোদন করেন। সে নিয়ম বহাল থাকে। আমেরিকান কর্পোরেট টাইটানরা সে টাকার জোগান দিত। চারজন প্রেসিডেন্টের অধীনে পরের অন্তত পনেরো বছর ধরে চলে টাকার এই প্রবাহ। স্নায়ু যুদ্ধের বাকি সময় জুড়ে জাপানে এক দলের শাসন বজায় রাখতে সহায়তা করে সেই টাকা।

বাকিরাও কিশির দেখানো পথ অনুসরণ করেন। তাদের একজন হলেন ওকিনোরি কায়া। যুদ্ধের সময় তিনি জাপানের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে বিচারের মুখোমুখি হন এই লোক এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৫৫ সালে প্যারোলে মুক্তি পান ওকিনোরি এবং ১৯৫৭ সালে দণ্ড থেকে রেহাই পান। পরে প্রধানমন্ত্রী নবুসুকে কিশির একজন ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা হন তিনি এবং এলডিপির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হন।

এরপর ১৯৫৮ সালে ডায়েটের সদস্য নির্বাচিত হন ওকিনোরি কায়া। তার ঠিক আগে, অথবা ঠিক পরে সিআইএ এজেন্ট হিসেবে তাঁকে রিক্রুট করে। নিযুক্ত হওয়ার পর কায়া আমেরিকায় সফরে যাওয়ার এবং অ্যালেন ডালেসের সাথে সরাসরি দেখা করার ইচ্ছার কথা বলেন। সিআইএ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করে, কিন্তু মানুষটি যেহেতু একজন যুদ্ধ অপরাধী, তাই সে বৈঠকের কথা প্রায় পঞ্চাশ বছর গোপন রাখা হয়। ১৯৫৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কায়া সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সে গিয়ে অ্যালেন ডালেসের সাথে দেখা করেন। তাঁর দেশের ইন্টারনাল সিকিউরিটি কমিটি এবং সিআইএ'র মধ্যে একটা ইন্টেলিজেন্স বিনিময় চুক্তিতে স্বাক্ষর করার প্রস্তাব দেন।

'নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে জাপানের সাথে আমেরিকার চুক্তি হওয়া ছিল অত্যন্ত প্রত্যাশিত এবং সিআইএ'র সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। সবাই তাতে সম্মত ছিল,' দু'জনের আলোচনার মাইনিউট বা রেকর্ডে উল্লেখ আছে এ কথা। ডালেস ছয় মাস পর একটা চিঠি লেখেন কায়াকে : 'আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী আমাদের দু' দেশের সম্পর্কের ওপর কেমন প্রভাব ফেলছে এবং আপনার দেশের পরিস্থিতি কেমন, এই দুই ব্যাপারে আপনার মতামত আমি জানতে খুব আগ্রহী।'

ওকিনোরি কায়ার সাথে এজেন্সির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতার শীর্ষে পৌঁছায় ১৯৬৮ সালে। তখন প্রধানমন্ত্রী ফিসাকু সাতোর রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ছিলেন তিনি। সে বছর জাপানের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ইসু ছিল আমেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীন ওকিনাওয়ায় তাদের সামরিক ঘাঁটি। ওকিনাওয়া ছিল ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ ও পারমাণবিক বোমা গুদামজাত করার ঘাঁটি। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আমেরিকানদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠায় দিন দিন পরিস্থিতি উত্তপ্ত উঠতে থাকে।

সে বছরের ১০ নভেম্বর ছিল জাপানের আঞ্চলিক নির্বাচনের তারিখ। বিরোধী দলগুলো আমেরিকা বিরোধিতার কারণে নির্বাচনে জয়ী হবে এবং সেক্ষেত্রে আমেরিকা ওকিনাওয়া ঘাঁটি সরিয়ে নিতে বাধ্য হবে, এমন একটা পরিস্থিতি তখন। ওই অবস্থায় কায়া নির্বাচনের ফল এলডিপির অনুকূলে নেয়ার জন্য একটা কভার্ট মিশন চালান, কিন্তু অল্পের জন্য ব্যর্থ হয় সেটা। ১৯৭২ সালে ওকিনাওয়া জাপানি কর্তৃপক্ষের অধীনে চলে আসে, কিন্তু সেখানকার আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি আজও আছে। জাপানে সিআইএ'র টাকার প্রবাহ '৭০-এর দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ফলে দেশটির রাজনৈতিক জীবনের কাঠামোগত দুর্নীতিও আরও অনেক বছর পর্যন্ত বহাল থাকে।

‘স্বেচ্ছা অন্ধত্ব’

কর্ভাট অ্যাকশনের সাফল্যে মহাখুশি অ্যালেন ডালেস প্রেসিডেন্টকে ইন্টেলিজেন্স জোগান দেয়ার মূল মিশনের কথা ভুলে গেলেন। তিনি সিআইএ'র বিশ্লেষক ও তাদের কাজকে বিশেষ আমল দিতেন না। হোয়াইট হাউজে সকালবেলার রোজকার মিটিংয়ে পরদিন কী কী বিষয় নিয়ে আলাচনা হবে, সে বিষয়ে কেউ তাঁকে ব্রিফ করতে এলে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকে বাইরে বসিয়ে রাখতেন ডালেস। বেশিরভাগ দিন দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হতো, তারপর এক সময় দরজা খুলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতেন তিনি। ডিনারের ডেট রক্ষার তাড়া আছে বলে ঝড়ের বেগে চলে যেতেন।

‘অ্যালেন ডালেস ব্রিফিংকে পরিমাপ করতেন ওজন বুঝে,’ বলেন সিআইএ'র তিন দশকের অভিজ্ঞ সিনিয়র বিশ্লেষক ডিক লেম্যান। পরে তিনি প্রেসিডেন্টের ডেইলি ব্রিফিংয়ের সমন্বয়কারী হন। ‘তিনি সেগুলো পড়তেন না। আগে ডকুমেন্টের ওজন বুঝতেন, তারপর ঠিক করতেন তা নিয়ে আলোচনা করবেন কি করবেন না।’

এজেন্সির নিজস্ব যে সব বিশ্লেষক ছিলেন, তারা ডালেসের সাথে কোনো জরুরি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রায়ই দেখতেন, ইজি চেয়ারে লাউঞ্জে অলস বসে আছেন ডিরেক্টর। জুতো পরা দু পা সামনের একটা টুলে রেখে নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন মনে টেলিভিশনে বেসবল খেলা উপভোগ করছেন। ওই অবস্থায়ই ব্রিফিং শুনতেন তিনি। ব্রিফকারী যখন আলোচনার জটিল পর্যায়ে পৌঁছতেন, অ্যালেন ডালেস তখন খেলা বিশ্লেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

মানুষের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন তাঁর কাছে কখনই গুরুত্ব পেতো না।

‘সোভিয়েত সিস্টেমকে অভিযুক্ত করো’

অ্যালেন ডালেস আর ফ্র্যাঙ্ক উইজনার একজোট হয়ে পাঁচ বছরে দুশোটার বেশি মেজর কভার্ট অপারেশন চালিয়েছেন দেশের বাইরে। বস্তা বস্তা আমেরিকান ডলার ঢেলেছেন বিভিন্ন দেশের রাজনীতির মাঠে। তার মধ্যে ছিল ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, গ্রিস, ইজিপ্ট, পাকিস্তান, জাপান, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স ও ভিয়েতনাম। এ সময়ের

মধ্যে অনেক দেশের সরকারের পতন ঘটিয়েছে এজেন্সি। কাউকে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে, কাউকে আবার ক্ষমতাহারাও করেছে। কিন্তু আসল শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাগে আনা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে।

১৯৫৫ সালের শেষদিকে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার সিআইএকে পরিচালনা করার আইনে পরিবর্তন আনেন। কভার্ট অ্যাকশনের মাধ্যমে ক্রেমলিনকে বাগে আনা সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে তিনি লিখিতভাবে কোল্ড ওয়ারের শুরুতে এই নতুন আইন করেন। নতুন নির্দেশের পরিচিত হয়—এনএসসি ৫৪১২/২, ডিসেম্বর ২৮, ১৯৫৫ নামে। পনেরো বছর কার্যকর ছিল এ আইন।

সেটার আসল লক্ষ্য ছিল 'কমিউনিজমের জন্য বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি ও সেগুলোকে কাজে লাগানো।' এছাড়া আরও ছিল 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণভুক্ত কোনো দেশ, পার্টি বা ব্যক্তির হুমকির পাল্টা জবাব দেয়া এবং মুক্ত বিশ্বের মানুষকে ইউনাইটেড স্টেটস-এর দিকে আকৃষ্ট করা।' প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল সন্দেহ নেই, ডালেস-উইজনারেরও উদ্দেশ্যও একই ছিল। তবে আইজেনহাওয়ারের পন্থাটা ছিল তাদের চেয়ে অনেক বেশি কোমল আর সূক্ষ্ম।

এর কয়েক সপ্তাহ পর নতুন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট, নিকিতা ক্রুশ্চেভ আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের জন্য এমন এক সমস্যা খাড়া করলেন, যা সম্ভব বলে সিআইএ পর্যন্ত কখনও কল্পনা করেনি। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত কামউনিস্ট পার্টির বারোতম কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে স্ট্যালিনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বসেন তিনি। নিজে এক সময় যাকে অন্ধের মত অনুসরণ করতেন, সেই নেতাকে চূড়ান্ত অহংকারী, নিষ্ঠুর ও স্যাডিস্ট বলে আখ্যা দেন তিনি। বলেন, 'নিজের ক্ষমতা আর গৌরব ধরে রাখতে তিনি যাকে ইচ্ছে বলি দিতেন।'

তাঁর এই ভাষণ সম্পর্কে মার্চ মাসে গুজব কানে আসে সিআইএ'-র। সাথে সাথে তৎপর হয়ে ওঠেন অ্যালেন ডালেস। নিজের লোকদের বলেন, 'সেই ভাষণের একটা কপির জন্য রাজ্য বিলিয়ে দেবো। সোভিয়েত পলিটবুরোর ভেতরের কিছু ইন্টেলিজেন্স জোগাড় করার মতো কেউ কি আছে এজেন্সিতে?

তারপর সচরাচর যেমন হয়ে এসেছে, নিজের অক্ষমতা ঢাকতে টাকার বিনিময়ে বিদেশী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে সিআইএ। এক মাস পর, এপ্রিলে, ইসরায়েলি স্পাইরা জেমস অ্যাংলিটনের হাতে ক্রুশ্চভের ভাষণের টেক্সট তুলে দেয়। ইহুদি রাষ্ট্রটির সাথে সিআইএ'র একমাত্র লিয়াজোঁ ছিল এই লোক। নগদের বিনিময়ে আরব বিশ্ব সম্পর্কেও অনেক তথ্য দিয়ে এজেন্সিকে সহায়তা করেছে তারা। ফলে বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যের প্রশ্নে দিন দিন ইসরাইলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে আমেরিকা। ইসরাইলও সেই সুযোগ ষোলো আনা কাজে লাগায়। পরবর্তী সময়ে যেভাবে হলে নিজেদের সুবিধে, ঠিক

সেভাবেই আমেরিকার সামনে তুলে ধরে মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলোকে।

মে মাসে জর্জ কেনান ও অন্যান্যরা যখন বুঝলেন জেমস অ্যাংলিটনের নিয়ে আসা টেক্সট ভুয়া নয়, আসল, সিআইএ'র ভেতরে বড়ো ধরনের বিতর্কের সূত্রপাত হয় তখন। উইজনার ও অ্যাংলিটন এ খবর মুক্ত বিশ্বের কাছে গোপন রাখতে চাইলেন। কিন্তু সম্ভব হলো না। ফাঁস হয়ে গেল। তার ফলে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলো।

'অ্যাংলিটনের হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয়ার ইচ্ছে ছিল,' বলেছেন রে ক্লাইন, অ্যালেন ডালেসের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ইন্টলিজেন্স বিশ্লেষক। 'যাতে অস্বস্তিতে পড়ে যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তাদের সিকিউরিটি সার্ভিসগুলো। আর সেই ফাঁকে লৌহ যবনিকার ওপাশে যেসব ইমিগ্র্যান্ট গ্রুপ ঘাপটি মেরে আছে, সেগুলোকে অ্যাকটিভেট করে ইউক্রেনকে স্বাধীন করা বা এমনি কিছু একটা মিশন শুরু করে দেয়া যায়।'

কিন্তু সিআইএ সবচেয়ে বেশি চেয়েছিল সোভিয়েত স্পাইদের ফাঁদে ফেলতে। যাতে উইজনারের দীর্ঘদিন ধরে চলা মিশন—রেড ক্যাপকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এটা ছিল ১৯৫২ সালে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী একটা প্রোগ্রাম। নাম রাখা হয় রেইলরোড পোর্টার বা কুলিদের লাল ক্যাপ অনুসারে। রেড ক্যাপের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত নাগরিকদেরকে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সিআইএ'র এজেন্ট হয়ে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। তারা থাকবে 'ডিফেক্টর ইন প্লেস' হিসেবে—যে যার সরকারি দায়িত্বে থেকে আমেরিকার পক্ষে কাজ করবে।

যখন তা আর সম্ভব হবে না, তখন পশ্চিমে পালিয়ে গিয়ে সোভিয়েত সিস্টেম সম্পর্কে মুখ খুলবে তারা। কিন্তু এটা যখনকার কথা, তখন রেড ক্যাপের অধীনে রিক্রুট করা গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েত নাগরিকের সংখ্যা ছিল শূন্য। সিআইএ'র সোভিয়েত ডিভিশনের ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস চালাত এক সঙ্কীর্ণমনা হার্ভার্ড পাস ব্যক্তি, ডানা ডুরান্ড। সে তার পদটি দখল করতে সফল হয় কিছু দুর্ঘটনা, ব্যর্থতা এবং অ্যাংলিটনের সাথে তার যথেষ্ট সখ্যতা ছিল বলে।

২০০৪ সালে ডিক্লাসিফাইড ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ইসু হওয়া এক ইন্সপেক্টর জেনারেলের রিপোর্টে বলা হয় : সোভিয়েত ডিভিশন তখন অকার্যকর ছিল বলে নিজেদের কার্মকাণ্ড সম্পর্কে এমনকি একটা রিপোর্টও দাখিল করতে পারেনি। বলা হয়, ১৯৫৬ সালে রাশিয়ায় সিআইএ'র বিশজন 'নিয়ন্ত্রিত এজেন্ট' ছিল। একজন ছিল নিচু র‍্যাঙ্কের নেভাল ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার, আরেকজন ছিল এক গাইডেড মিসাইল রিসার্চ সায়েন্টিস্টের স্ত্রী। আর যারা ছিল, তাদের কেউ ছিল শ্রমিক, টেলিফোন মেরামতকারী, গ্যারাজ ম্যানেজার, পশু চিকিৎসক, হাই স্কুল শিক্ষক, লকস্মিথ বা তালার কারিগর, রেস্টুরেন্ট কর্মচারী এবং কিছু বেকার। ক্রেমলিন কিভাবে চলে, সে বিষয়ে তাদের কারও কোনো ধারণাই ছিল না।

১৯৫৬ সালের জুন মাসের প্রথম শনিবার সকালে ডালেস তাঁর অফিসে ডেকে পাঠান রে ক্লাইনকে। জিজ্ঞেস করেন, 'উইজনারের কাছে শুনলাম আপনি নাকি ভাবছেন আমাদের ক্রুশ্চেভের ভাষণ প্রকাশ করে দেয়া উচিত?'

যারা দীর্ঘদিন ধরে বুড়ো শয়তান স্ট্যালিনের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, ওটা ফাঁস করা হবে তাদের জন্য একটা চরম বিস্ময়।

'ফর গডস সেক,' জবাব দেন ক্লাইন। 'প্রকাশ করুন ওটা।'

আর্থ্রাইটিস ও গেঁটে বাতে ফুলে কর্কশ হয়ে ওঠা, কাঁপা দুই আঙুলে ভাষণের কপিটা ধরলেন ডালেস। তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। তারপর কার্পেট স্লিপার পরা দু পা ডেস্কে তুলে চশমা কপালের ওপর তুলে দিয়ে বসলেন। 'বাই গোলি! মনে হয় এখন একটা সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত আমার।'

ডালেস টেলিফোনে ভাইয়ের সাথে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে খবরটা ফাঁস হয়ে যায় এবং তিন দিন পর *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ ছাপা হয়। ডালেসের সেই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, তা এজেন্সির কল্পনাতেও ছিল না।

'সিআইএ বিপুল ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে'

পরের কয়েক মাস ক্রুশ্চেভের সেই ভাষণ লৌহ যবনিকার ভেতরের শ্রোতাদের জন্য দিন-রাত প্রচার করে গেল সিআইএ, তার ১শ মিলিয়ন ডলার মূল্যের রেডিও ফ্রি ইওরোপ মিডিয়া মেশিনের মাধ্যমে। তিন হাজারের বেশি প্রবাসী রাশিয়ান বা এমিগ্রি ব্রডকাস্টার, লেখক ও ইঞ্জিনিয়ার তাদের আমেরিকান তত্ত্বাবধানকারীদের সহযোগিতায় আটটি ভাষায় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উনিশ ঘন্টাই প্রচার করে চলল সেটা।

ফল হলো প্রায় আশাতীত। কয়েক মাস আগেই সিআইএ'র সেরা বিশ্লেষকরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ৫০-এর দশকে পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত বিরোধী কোনো বড়ো ধরনের অসহযোগ ইত্যাদি ঘটার তেমন সুযোগ নেই। কিন্তু ভাষণটা প্রচারিত হওয়ার পরপরই পরিস্থিতি পাল্টে গেল। ২৮ জুন পোল্যান্ডের শ্রমিকরা তাদের কমিউনিস্ট শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিল। বেতন কমিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে পথে পথে দাঙ্গা বাধিয়ে দিল। যে বিকনের সাহায্যে রেডিও ফ্রি ইওরোপের প্রচার জ্যাম করা হতো, সেটা ধ্বংস করে দিল।

কিন্তু সিআইএ এমন দারুণ একটা সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলো। ক্ষিপ্ত পোলিশ শ্রমিকদের ক্রোধের আগুন ঘি ঢেলে উস্কে দেয়ার মতো কোনো পদক্ষেপ নেয়ার উচিত ছিল তাদের। কিন্তু ওরকম উপস্থিত চিন্তাই আসেনি তাদের

মাথায়। এক সোভিয়েত ফিল্ড মার্শাল নিজেদের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের নেতৃত্বে পোলিশ আর্মির সহায়তা নিয়ে তেপ্পান্নজন পোলিশকে হত্যা ও শত শত সাধারণ শ্রমিককে বন্দি করল। সিআইএ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারল না।

তবে এর ফলে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল তৎপর হলো। খুঁজতে লাগল সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের কোথাও একটা ফাটল পাওয়া কি না। ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সন বললেন, দেশটি যদি আর কোনো তাঁবেদার রাষ্ট্রের নাগরিকদের আন্দোলনকে এভাবে দমন করতে চায়, তাহলে আমেরিকা সে ঘটনাকে সারাবিশ্বে কমিউস্টি বিরোধী প্রচারণার কাজে ব্যবহার করবে।

এই ধারণাকে কেন্দ্র করে একটা পরিকল্পনা করেন ফস্টার ডালেস। সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত দেশগুলোতে একটা স্বতঃস্ফূর্ত অসহযোগ আন্দোলন আয়োজন করার জন্য প্রেসিডেন্টের অনুমোদন চান। অ্যালেন ডালেস ঠিক করেন, তিনি বেলুনে করে লৌহ যবনিকার ওপাশে লিফলেট, 'ফ্রিডম' মেডেল ইত্যাদি ফেলার ব্যবস্থা করবেন। সাথে থাকবে স্লোগান ও লিবার্টি বেলের ছাপওয়ালা অ্যালুমিনিয়ামের ব্যাজ। তারপর বিশেষভাবে নির্মিত একটা চার ইঞ্জিনের ডিসি-৬ বিমানে চড়ে সাতান্ন দিনের বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন ডালেস। তাঁর যাবতীয় আরাম-আয়েশের জন্য বিলাসবহুল সুইট ছিল সে প্লেনে।

প্রথমে লন্ডনের সিআইএ স্টেশন সফর করেন ডালেস। তারপর যান প্যারিস, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট ও ভিয়েনায়। এরপর রোম, এথেন্স, ইস্তাম্বুল ও তেহরানে যান। সেখান থেকে যথাক্রমে দাহরান, দিল্লি, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, টোকিও, সিউল, ম্যানিলা এবং সবশেষে সায়গনে। তাঁর এ সফর গোপন কিছু ছিল না। সবখানে রাষ্ট্রপ্রধানের মতো সম্মান জানানো হয় ডালেসকে।

রে ক্লাইনের মতে সেটা ছিল 'খুব বেশি প্রচার পাওয়া ক্ল্যান্ডেস্টাইন সফর।' ডালেসের সফরসঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন তিনি। ক্লাইনের ভাষায় অ্যালেনের অধীনে সিআইএ ছিল 'ক্লোকড্ ইয়েট ফ্ল্যামবয়ান্ট' বা আলখাল্লা পরা অথচ বর্ণাঢ্য। তাঁর মতে যেখানে 'বাস্তবে ক্ল্যান্ডেস্টাইন মিশনকে বলি দিয়ে শুধু বিশ্লেষণকে কাপড়ে মুড়ে রাখা হয় অহেতুক গোপনীয়তার ভান করে। যার ফল শেষ পর্যন্ত ক্ষতিকর হতো।'

সেবার যেসব দেশ সফর করেন ডালেস, সেসবের নেতারা যেভাবে তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন, তাতে আরেকটা শিক্ষা হয় ক্লাইনের : সিআইএ বিপুল ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। বিষয়টা ভীতিকর মনে হয়েছে তাঁর।

'অন্ধ'

২২ অক্টোবর, ১৯৫৬। অ্যালেন ডালেস সফর শেষ করে ওয়াশিংটনে ফিরে আসার কয়েকদিন পরের কথা। টেম্পরারি বিল্ডিং 'এল'। অফিসের আলো নিভিয়ে করিডরে বেরিয়ে আসেন ক্লান্ত, অবসন্ন ফ্র্যাঙ্ক উইজনার। প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে করিডরের দেয়ালের। ফ্লোরে বিছানো লাইনোলিয়াম এখানে-সেখানে ক্ষয়ে গেছে। জর্জটাউনের অভিজাত, রাজকীয় বাড়িতে ফিরে নিজের যাত্রার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন তিনি। ইওরোপের বড়ো বড়ো সব সিআইএ স্টেশন সফরে যাবেন। তাঁর বা বস অ্যালেন ডালেস, কেউ ঘুণাক্ষরেও জানেন না অল্পদিনের মধ্যে দুনিয়া কাঁপানো দুটো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। যুদ্ধ যাত্রার জন্য লন্ডন ও প্যারিসে প্লেন রেডি। ওদিকে হাঙ্গেরিয়ানরা বিদ্রোহ করেছে সোভিয়েত উপস্থিতির বিরুদ্ধে।

লন্ডনের উদ্দেশে অন্ধকারে আটলান্টিক পাড়ি ধরেন উইজনার। তাঁর লন্ডন সফরের প্রথম লক্ষ্য ছিল স্যার প্যাট্রিক ডিনের সাথে বেশ কিছুদিন আগে নির্ধারিত ডিনারে অংশ নেয়া। সিনিয়র ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসার তিনি। কথা আছে, তাঁরা মিসরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসেরকে উৎখাত করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন। তিন বছর আগে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন নাসের। এ সমস্যা নিয়ে গত কয়েক মাস থেকেই আলোচনা হচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ আগে স্যার প্যাট্রিক ওয়াশিংটন থেকে ঘুরে গেছেন। তখন দু'জনে একমত হয়েছিলেন, যেভাবেই হোক নাসেরকে ক্ষমতা থেকে হটাতে হবে।

সিআইএ প্রথমদিকে নাসেরকে সমর্থন দেয়। কয়েক মিলিয়ন ডলার দেয় একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় রেডিও স্টেশন স্থাপন করার জন্য। আরও আমেরিকান মিলিটারি ও আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছিল তাঁকে। তারপরও মিসরের ঘটনাবলীতে অবাক না হয়ে উপায় ছিল না এজেন্সির। কেননা কায়রোর আমেরিকান দূতাবাসে স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফিশিয়ালের সাথে সিআইএ'র অফিশিয়ালের পার্থক্যের আনুপাতিক হার ৪:১ হওয়ার পরও তাদের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

সবচেয়ে বড়ো অবাক করার মতো ঘটনা হলো নাসের আর আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে থাকতে চাইছিলেন না। সিআইএ তাঁকে তিন মিলিয়ন ডলার দিয়েছে। তিনি সেখান থেকে কিছু খরচ করে কায়রোর নাইল হিলটন হোটেলের সামনে একটা স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছেন। সেটার নাম রাখ হয়েছে *এল ওয়া'য়েফ রুসফেল* বা রুজভেল্ট স্মৃতিস্তম্ভ। রুজভেল্ট আর সিআইএ মিসরের কাছে অস্ত্র বিক্রির ওয়াদা পূরণ করতে পারেনি বলে নাসের ইজিপশিয়ান কটনের বিনিময়ে রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র আমদানীতে রাজি হন। সবশেষে ১৯৫৬ সালের জুলাইয়ে মধ্য প্রাচ্যের

মানুষের নির্মিত মেরিটাইম ট্রেড রুট, সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে লন্ডন ও প্যারিসকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছেন নাসের।

ব্রিটিশরা নাসেরকে হত্যার প্রস্তাব দেয়। সেই সাথে নীল নদের গতিপথ পরিবর্তন করে মিসরের অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার স্বপ্ন চিরতরে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার পরিকল্পনাও করে। কিন্তু আইজেনহাওয়ার সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এ ক্ষেত্রে সমরশক্তি খাটাতে যাওয়া 'মারাত্মক ভুল' হবে। অন্যদিকে সিআইএ মিসরের বিরুদ্ধে নানান প্রচারণা ও নাশকাতমূলক তৎপরতার পরিকল্পনা করে। এ জন্য আগে থেকেই স্যার প্যাট্রিক ডিনের সাথে উইজনারের আলোচনার দিন ঠিক করা ছিল।

কিন্তু ওয়াশিংটনে তাঁকে না পেয়ে প্রথমে অবাক হন উইজনার, তারপর রেগে ওঠেন। স্যার ডিন তখন প্যারিসের বাইরের এক ভিলায় আরেক মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েল একযোগে মিসরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাতে যাচ্ছে, সেই পরিকল্পনায় ফাইন্যাল টাচ্ দিচ্ছেন। নাসেরের সরকারকে উৎখাত করে শক্তি খটিয়ে সুয়েজ খাল দখল করে নিতে যাচ্ছে দেশ তিনটি। প্রথমে ইসরায়েল মিসর আক্রমণ করবে। তারপর ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে শান্তি রক্ষার ভান করে সুয়েজ দখল করবে।

সিআইএ এসবের কিছুই জানত না। অ্যালেন ডালেস তাই প্রেসিডেন্টকে নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে, ইসরায়েল-ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যৌথ সামরিক অভিযানের বিষয়টি আসলে অবাস্তব। সিআইএ'র চিফ ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট এবং তেল আভিভের আমেরিকান মিলিটারি অ্যাটাশে, দু'জনেই সতর্ক করেছিলেন যে মিসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে যাচ্ছে ইসরায়েল। কিন্তু ডালেস কারও সতর্কবাণী মানতে রাজি না। পুরনো বন্ধু ডগলাস ডিলনের কথাও মানতে রাজি না। ডিলন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন প্যারিসে। তিনিও বলেছিলেন ফ্রান্স যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সিআইএ'র ডিরেক্টর শুনলেন জিম অ্যাংলিটন ও তাঁর ইসরায়েলি কন্ট্যাক্টের কথা। ক্রুশ্চেভের গোপন ভাষণের একটা কপি তুলে দিয়ে ডালেসের দৃষ্টি ঝলসে দিয়েছিল ইসরায়েল। তাই সুয়েজ খাল প্রশ্নে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলতে এবার বানোয়াট তথ্য দিল তেল আভিভ। সুয়েজে নয়, ডালেসকে ডিজইনফর্মেশনের ফাঁদে ফেলতে বলা হলো, মধ্য প্রাচ্যের আর কোথাও সমস্যা ঘটতে যাচ্ছে। সেই অনুযায়ী ২৬ অক্টোবর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিংয়ে প্রেসিডেন্টকে তিনি জানান : জর্ডানের বাদশাহকে হত্যা করা হয়েছে! মিসর খুব শীঘ্রি ইরাক আক্রমণ করবে।

প্রেসিডেন্ট খবর দুটোকে পাশে সরিয়ে রেখে ঘোষণা করলেন : 'আসল খবর এখন হাঙ্গেরিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে।'

দু' দিন আগে বুদাপেস্টের পার্লামেন্ট ভবনের সামনে বিশাল গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রদের নেতৃত্বে। কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ করে তারা। ঘৃণিত স্টেট সিকিউরিটি পুলিশ সরকারি রেডিও স্টেশনের সামনে দ্বিতীয় গণজমায়েতকে বাধা দিতে গেলে শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা। কমিউনিস্ট পার্টির এক মাঝ পর্যায়ের নেতা বিক্ষোভকারীদের গালমন্দ করেন, রেডিও ভবন থেকে একটা গুলি হয়। অমনি শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। সারারাত চলে দাঙ্গা। বুদাপেস্ট সিটি পার্কে আরেকদল বিক্ষোভকারী স্ট্যালিনের মূর্তি টেনে মাটিতে ফেলে সেটাকে টুকরো টুকরো করে।

পরদিন সকালে রেড আর্মি ট্যাংক নিয়ে বুদাপেস্ট শহরের কেন্দ্রে ঢোকে। বিক্ষোভকারীরা কিছু তরুণ সোভিয়েত সৈন্যকে তাদের আন্দোলনে যোগ দিতে রাজি করায় এবং তাদের ট্যাংকের গান ব্যারেলে হাঙ্গেরিয়ান পতাকা লাগিয়ে পার্লামেন্ট ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তাই দেখে রাশিয়ান কমান্ডাররা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কোসাথ স্কয়ারে আচমকা গুলির শব্দ ওঠে, তারপর শুরু হয় প্রচণ্ড গোলাগুলি। কম করেও একশ হাঙ্গেরিয়ানের মৃত্যু হয় সেদিন।

পরদিন, ২৭ অক্টোবর লন্ডনে উইজনারের সাথে যোগাযোগ করেন ডালেস। কভার্ট অ্যাকশন চিফ তখন হাঙ্গেরির রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে ফায়দা তোলার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, তাই করতে প্রস্তুত। কেননা এরকম একটা সুযোগের আশাতেই আট বছর অপেক্ষায় আছেন তিনি। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল তাঁকে নির্দেশ দিল হাঙ্গেরিতে আশার আলো জ্বেলে রাখতে। উইজনার হোয়াইট হাউজকে কথা দেন তিনি ক্যাথলিক গির্জা, কৃষক, এজেন্ট এবং নির্বাসিতদের একত্রিত করে হাঙ্গেরিজুড়ে আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক ও প্যারামিলিটারি ওয়ারফেয়ারের আয়োজন করবেন।

কিন্তু কাজের বেলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। নির্বাসিতদের একটা গ্রুপকে তিনি অস্ট্রিয়া থেকে হাঙ্গেরিতে পাঠিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তারা সীমান্ত অতিক্রম করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। যাদেরকে আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক ও প্যারামিলিটারি ওয়ারফেয়ারের জন্য ভাড়া করতে চেয়েছিলেন, তারা সবাই ছিল মিথ্যেবাদী, চোর। এ জন্যই উইজনার যে একটা ক্ল্যান্ডেস্টাইন রিপোর্টিং নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন হাঙ্গেরির ভেতরে, তা সম্ভব হয়নি। ইওরোপের সর্বত্র মাটির নিচে অস্ত্র-গোলাবারুদ পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে প্রয়োজনের সময় কেউ তা খুঁজে পায়নি।

১৯৫৬ সালের অক্টোবরে হাঙ্গেরিতে সিআইএ'র স্টেশন ছিল না। এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্সেও হাঙ্গেরিয়ান অপারেশনস সেকশন নামে কোনো ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস ছিল না। প্রায় কেউই হাঙ্গেরিয়ান ভাষা জানত না। বিদ্রোহ যখন শুরু হয়, বুদাপেস্টে তখন একজন মাত্র লোক ছিল উইজনারের। তার নাম গেজা কাটোনা।

লোকটা ছিল হাঙ্গেরিয়ান-আমেরিকান। স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিচের স্তরের কেরানী ছিল সে, দিনের ৯৫ ভাগ সময় কাটাত টেবিলের ফাইলপত্রের মধ্যে মুখ গুঁজে। চিঠিপত্র ডাকে দেয়া, স্টেশনারি দ্রব্যাদি কেনাকাটা করা, কাগজপত্র ফাইলে গুছিয়ে রাখা ছিল তার কাজ। বিদ্রোহ শুরু হতে সে-ই ছিল বুদাপেস্টে সিআইএ'র একমাত্র বিশ্বস্ত চোখ ও কান।

হাঙ্গেরির বিদ্রোহ চলে দু' সপ্তাহের মতো। সে সময়কার ঘটনাপ্রবাহ খবরের কাগজে যা ছাপা হয়, সিআইএ তার বাইরে বেশি কিছু জানত না। এজেন্সির কোনো ধারণাই ছিল না যে বিদ্রোহ ঘটতে যাচ্ছে, বা কিভাবে তা ছড়াবে। অথবা সোভিয়েত বাহিনী সেটাকে কঠোর হাতে দমন করবে। হোয়াইট হাউজ যদি সে দেশে অস্ত্র পাঠাতে রাজি হতো, এজেন্সির কোনো ধারণাই ছিল না তা কোথায় পাঠাতে হবে, কার জিম্মায় পাঠাতে হবে। সিআইএ'র গোপন দলিলে হাঙ্গেরিয়ান বিদ্রোহ সম্পর্কে বলা আছে : ওই সময় এজেন্সির ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস ছিল 'অন্ধ'।

'আমাদের কাজ দেখে কখনই মনে হয়নি সেটা একটা ইন্টলিজেন্স এজেন্সি ছিল,' বলা আছে সে দলিলে।

'সময়ের জ্বর'

অক্টোবরের ২৮ তারিখ উইজনার প্যারিসে যান। সেখানে ন্যাটো সম্মেলনে আসা আমেরিকান প্রতিনিধিদলের কিছু বিশ্বস্ত সদস্যের সাথে পূর্ব ইওরোপ প্রশ্নে আলোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিল গ্রিফিথ, রেডিও ফ্রি ইওরোপ মিউনিখ হেড কোয়ার্টার্সের সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজর। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে দেখে আনন্দিত উইজনার প্রচারণা জোরদার করতে বলেন তাঁকে।

উইজনারের অতি উৎসাহের কারণে রেডিও ফ্রি ইওরোপের ডিরেক্টর নিউ ইয়র্ক থেকে মিউনিখের হাঙ্গেরিয়ান স্টাফের কাছে একটা মেমো পাঠান। সেটার ভাষা ছিল এরকম : 'সব ধরনের বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হলো। কোনো নিষেধের বেড়াজাল নেই। রিপিট ; কোনো নিষেধের বেড়াজাল নেই।'

সেদিন সন্ধ্যায় সাধারণ হাঙ্গেরিয়ান নাগরিকদের প্রতি রেইল রোডে স্যাবোটাজ ঘটানোর আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া টেলিফোন লাইন ছিঁড়ে ফেলা, পার্টিজানদের অস্ত্র জোগান দেয়া, সোভিয়েত ট্যাংক উড়িয়ে দেয়া এবং তাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাওয়ারও ডাক দেয়া হয়।

'দিস ইজ আরএফই, দ্য ভয়েস অব ফ্রি হাঙ্গেরি,' ঘোষণা করা হতো রেডিওতে। 'যদি ট্যাংক আক্রমণ করে, তাহলে যতগুলো সম্ভব হালকা অস্ত্র নিয়ে

একযোগে পাল্টা হামলা চালাতে হবে।' শ্রোতাদের 'মলোটভ ককটেল' ছুঁড়ে মারতে পরামর্শ দেয়া হয় এভাবে : '... ওয়াইনের বোতলে এক লিটার গ্যাসোলিন... ট্যাংকের ইঞ্জিনের ওপরের ভেন্টিলেশনের ফাটল দিয়ে ভেতরে ছেড়ে দিন।' ঘোষণা শেষ হতো 'মুক্তি অথবা মৃত্যু,' বলার মধ্য দিয়ে।

হার্ড লাইনারদের চাপে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বের করে দেয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী, ইমরে নাগি সে রাতে রেডিও ভাষণে মস্কোর গত দশ বছরের 'মারাত্মক ভুল' আর 'অপরাধের' নিন্দা জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাশিয়ান সৈন্যদের বুদাপেস্ট ছেড়ে চলে যেতে হবে। হাঙ্গেরির পুরনো স্টেট সিকিউরিটি ফোর্স অবলুপ্ত করতে হবে এবং নতুন সরকার গঠন করতে হবে। সেই সরকার গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে লড়াই করবে। নাগি আরও ঘোষণা করেন, তিনি বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে এক দলীয় শাসন পদ্ধতি বাতিল করে একটা কার্যকর কোয়ালিশন সরকার গঠন করবেন। মস্কোর সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করবেন, হাঙ্গেরিকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করবেন এবং জাতিসংঘ ও আমেরিকার সাহায্য চাইবেন।

নাগি কথামত ক্ষমতায় বসেই হাঙ্গেরি থেকে সোভিয়েত বাহিনীর প্রত্যাহার দাবি করেন। ওদিকে অ্যালেন ডালেস ধরে নেন নাগি ব্যর্থ হবেনই। তাই প্রেসিডেন্টকে জানান, এ অবস্থায় হাঙ্গেরিতে ভ্যাটিকানের প্রতিনিধি কার্ডিনাল মিনডজেন্টিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দেশ শাসন করতে পারেন। কিছুদিন আগে গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। অ্যালেন ডালেসের মত অনুযায়ী সেটাই রেডিও ফ্রি ইওরোপের পার্টি লাইন হয়ে ওঠে। ঘোষণা করা হতে থাকে : 'নবজন্ম লাভ করা হাঙ্গেরি এবং তার ঈশ্বর নিযুক্ত নতুন নেতা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছেন।'

সিআইএ'র রেডিও অহেতুক অভিযোগ করতে থাকে নাগিই দেশে সোভিয়েত বাহিনীকে ডেকে এনেছেন। তাঁকে মিথ্যেবাদী, বিশ্বাসঘাতক ও খুনী বলে অভিযুক্ত করে। এক সময় নাগি কমিউনিস্ট ছিলেন, সেই কারণে সিআইএ তাঁকে চিরদিনের জন্য নিন্দিত করে ছাড়ে। সিআইএ'র তিনটা নতুন ফ্রিকোয়েন্সি থেকে প্রচারণা চালানো হতে থাকে তখন। নির্বাসিত সোভিয়েত সলিডারিস্টরা ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে প্রচার করতে থাকে একদল মুক্তি বাহিনী হাঙ্গেরি সীমান্তের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। সিআইএ ভিয়েনা থেকে লো-ওয়াটেজ প্রচারকে অ্যামপ্লিফাই করে হাঙ্গেরিয়ান পার্টিজানদেরকে জানাতে থাকে, তারা যেন বুদাপেস্টে ফিরে গিয়ে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এথেন্স থেকে সিআইএ'র মনস্তাত্ত্বিক যোদ্ধারা দাবি করতে থাকে দখলদার রাশিয়ানদের ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত।

অ্যালেন ডালেস নভেম্বরের ১ তারিখে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিংয়ে বুদাপেস্টের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে জানান। সে সময় তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তিনি বলেন, 'হাঙ্গেরিতে যা ঘটছে তা

একেবারেই অলৌকিক ঘটনা। কারণ ঘটনাপ্রবাহের প্রতি জনসমর্থন ছিল না বলে সশস্ত্র বাহিনীকে ঠিকমত ব্যবহার করা যায়নি। তাছাড়া হাঙ্গেরিয়ান আর্মির আশি ভাগই বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়েছে এবং তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে।'

কিন্তু ভুল! মারাত্মক ভুল ছিল বাস্তবতা ও ডালেসের জানার মধ্যে। বিদ্রোহীদের হাতে উল্লেখ করার মতো কোনো অস্ত্র ছিলই না। হাঙ্গেরিয়ান আর্মিও তাদের পক্ষে চলে যায়নি। তারা অপেক্ষায় ছিল মস্কো থেকে বয়ে আসা বাতাস কোনদিকে ঘোরে দেখার জন্য। হাঙ্গেরিতে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে ততদিনে ২ লাখের বেশি সৈন্য এবং আড়াই হাজার ট্যাংক মোতায়েন করে ফেলেছে মস্কো।

যেদিন সকালে সোভিয়েত বাহিনী বুদাপেস্টে আগ্রাসন চালায়, সেদিনই রেডিও ফ্রি ইওরোপের হাঙ্গেরিয়ান ঘোষক, জোলটান থুরি তার শ্রোতাদের জানান, 'হাঙ্গেরিয়ান সরকারের ওপর আমেরিকার কাছে মুক্তি বাহিনীর জন্য সামরিক সাহায্য চাওয়ার চাপ ক্রমে বাড়ছে। পরের কয়েক সপ্তাহে পাশের দেশ অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে যাওয়া হাজার হাজার শরণার্থী ডালেসের ঘোষণা প্রচার করে : 'আমেরিকান সাহায্য আসছে।'

কিছুই আসেনি। বরং অ্যালেন ডালেস উল্টো দাবি করেন, সিআইএ রেডিও হাঙ্গেরিয়ারনদের উজ্জীবিত করার মতো কোনো ঘোষণা দেয়নি। প্রেসিডেন্ট তাঁর কথা বিশ্বাস করেন। এ ঘটনার চল্লিশ বছর পর প্রকাশিত রেডিও ফ্রি ইওরোপের সেই সমস্ত ঘোষণার ট্রান্সক্রিপ্ট আলোর মুখ দেখে।

হাঙ্গেরি বিদ্রোহের সেই চারটি দিনে বুদাপেস্টের রাস্তায় রাস্তায় রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল সোভিয়েত সৈন্যরা। হাজার হাজার হাঙ্গেরিয়ানকে নির্বিচারে, চরম নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করে তারা। আরও কয়েক হাজারকে সাইবেরিয়ান প্রিজন ক্যাম্পে নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে আসে। সোভিয়েত আগ্রাসন শুরু হয় নভেম্বরের ৪ তারিখে। সেদিন হাঙ্গেরিয়ান শরণার্থীরা গিয়ে ভিয়েনার আমেরিকান এমব্যাসি ঘেরাও করে। রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কিছু করার আবেদন জানায় ওয়াশিংটনের কাছে।

তাদের প্রশ্ন ছিল : 'আমাদেরকে কেন সাহায্য করা হচ্ছে না?'

'আপনারা জানেন না, আমরা আপনাদের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে আছি?'

বলেছেন তখনকার ভিয়েনা সিআইএ চিফ, পিয়ার ডি সিলভা। তিনি বলেছেন : 'আমি এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি।'

বরং ওই সময় তাঁর ওপর একের পর এক অর্ডার বর্ষিত হয়েছে—সোভিয়েত সৈন্যদের অস্তিত্ববিহীন লিজিয়নের যে সমস্ত সদস্য অস্ত্র ফেলে অস্ট্রিয়ান বর্ডারের দিকে পালাচ্ছে, তাদেরকে একত্রিত করুন।

অ্যালেন ডালেস এই ভুয়া, ব্যাপক পক্ষত্যাগের কথা প্রেসিডেন্টের কানে তুলেছিলেন। অথচ তেমন কিছু ঘটেইনি।

'হেড কোয়ার্টার্স স্রেফ সময়ের জ্বরে ভুগছিল তখন,' বলেন তিনি।

'অদ্ভুত ঘটনা ঘটে থাকে'

৫ নভেম্বর। উইজনার যান সিআইএ'-র ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্টেশনে। সেখানকার চিফ ট্রেসি বার্নস তখন এতটাই বিক্ষিপ্ত আর বেহাল ছিলেন যে কথা পর্যন্ত বলতে পারছিলেন না। ওদিকে রাশিয়ান ট্যাংক বুদাপেস্টে তরুণ-যুবকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে জানতে পেরে উইজনারও ঘুমাতে পারছিলেন না। বার্নসের বাসায় সারারাত বাচ্চাদের রেইল গাড়ি নিয়ে খেলা করে কাটান তিনি।

আইজেনহাওয়ারের দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার খবরে আনন্দিত হননি তিনি। ওদিকে প্রেসিডেন্টও মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে অ্যালেন ডালেসের পাঠানো নতুন বার্তা দেখে খুশি হতে পারেননি। যেটায় ডালেস লিখেছিলেন : সুয়েজ খাল ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে রাশিয়া আড়াই লক্ষ রেড আর্মি পাঠাচ্ছে মিসরে। তাছাড়া হাঙ্গেরিতে চালানো রাশিয়ার বর্বরোচিত সামরিক আগ্রাসন সম্পর্কে তাঁকে সময়মত অবহিত করতে না পারার জন্যও সিআইএ'র ওপর নাখোশ ছিলেন তিনি।

নভেম্বরের ৭ তারিখে উইজনার সিআইএ'র ভিয়েনা স্টেশনে পৌছান। হাঙ্গেরির বর্ডার থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ভিয়েনা। পরিস্থিতি তখন এমন এক পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, মুক্ত বিশ্ববাসীর উদ্দেশে হাঙ্গেরিয়ান পার্টিজানদের পাঠানো শেষ বার্তা অসহায়ের মতো পড়ে যাওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না তাঁর। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মাধ্যমে পাঠানো সে বার্তার ভাষা ছিল : 'WE ARE UNDER HEAVY MACHINE GUN FIRE... GOOD BYE FRIENDS. GOD SAVE OUR SOULS.'

ভিয়েনা থেকে রোমে পালিয়ে যান ফ্র্যাঙ্ক উইজনার। রাতে রোম স্টেশনের সিআইএ এজেন্টদের সাথে ডিনার করেন। তাদের মধ্যে উইলিয়াম কলবিও ছিলেন যিনি পরে সিআইএর ডিরেক্টর হন। নিরীহ মানুষ মরছে, অথচ এজেন্সি তার করণীয় সম্পর্কে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছে না দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন উইজনার। কলবি জানান, তিনি চাইছিলেন হাঙ্গেরিয়ান মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করতে। কিন্তু তা সম্ভব না হওয়ায় এজেন্সির প্যারামিলিটারি গঠনের উদ্দেশ্য পুরোপুরি বিফলে যায়। এজেন্সি সেরকম কোনো আয়োজন করতে পারলে সেটা হতে পারত আমেরিকাকে না জড়িয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হওয়ার মত

উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু উইজনার ঝুঁকি নিতে চাননি। কলবির মতে সে সময় নার্ভাস ব্রেক ডাউনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি।

রোম থেকে এথেন্সে যান উইজনার। সেখানকার স্টেশন চিফ, জন রিচার্ডসন তাঁকে দেখতে পান মানসিকভাবে চূড়ান্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। একনাগাড়ে সিগারেট আর অ্যালকোহল পান করে নিজেকে শান্ত রাখার কসরত করছিলেন তিনি। ওয়াইন পান করতেন সরাসরি বোতল থেকে। গ্লাসে ঢেলে পান করার মতো ধৈর্য ছিল না। রাগে অস্থির ছিলেন নিজের অসহায়ত্ব টের পেয়ে।

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ তিনি হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে আসেন। সেখানে অ্যালেন ডালেস তাঁকে জানান, সিআইএ হাঙ্গেরিতে দখলদার সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার জন্য প্রস্তুত আছে। 'আমরা লড়াই শুরু করার জন্য তৈরি আছি,' বলেন ডালেস। 'কিন্তু সমস্যা হলো রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করার বা ক্লোজ ইন যুদ্ধে জড়ানোর মতো অস্ত্রশস্ত্রের অনেক ঘাটতি আছে আমাদের। বিশেষ করে অ্যান্টি-ট্যাংক ডিভাইসের ঘাটতি মারাত্মক।'

উইজনারের কাছে তিনি জানতে চান, হাঙ্গেরিয়ান অথবা অন্যসব কমিউনিস্ট দেশগুলোর মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে কোন ধরনের অস্ত্র তুলে দেয়া যায় যা দিয়ে তারা লড়াই করতে পারবে। উইজনার ঘুরিয়ে জবাব দেন : 'ইদানীংকার আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী রাশিয়ান কমিউনিজমের জন্য যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, সেসবের বেশিরভাগই অনেক বেশি গভীর। এর ফলে আমেরিকা আর মুক্ত বিশ্বের দেশগুলোর মনে হয় অনেক উপকারই হয়েছে।'

২০ ডিসেম্বর উইজনারকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়। অসম্ভবরকম উত্তেজিত ছিলেন তখন ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের প্রধান। ঘনিষ্ঠরা ভাবলেন পাগল হয়ে গেছেন তিনি। ডাক্তাররা তাঁর অসুখ চিনতে ভুল করেন। একই দিন হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের হাতে সিআইএ'র ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের কর্মকাণ্ডের ওপর একটা আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট তুলে দেয়া হয়। সাধারণ মানুষ যদি সে রিপোর্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারত, তাহলে এজেন্সি তখনই ধ্বংস হয়ে যেত।

রিপোর্টের মূল লেখক ছিলেন রাষ্ট্রদূত কে. ই. ব্রুস। ওয়াশিংটনে উইজনারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। এতই ঘনিষ্ঠ যে, নিজের জর্জটাউনের জমকালো ম্যানসনের কলে গরম পানি আসছে না দেখে এক সকালে শাওয়ার-শেভ সারতে উইজনারের বাসায় ছুটে গিয়েছিলেন। ব্রুস ওএসএস লন্ডন শাখার আমেরিকান অ্যারিস্টোক্র্যাট, ওয়াইল্ড বিল ডোনোভানের দু' নম্বর ছিলেন। এছাড়াও ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের রাষ্ট্রদূত, আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে ওয়াল্টার বিডেল স্মিথের উত্তরসূরি ও ১৯৫০ সালে সিআইএ'র ডিরেক্টর পদের অন্যতম প্রার্থী ছিলেন।

দেশের বাইরে ও ভেতরে সিআইএ যে সব অপারেশন চালাতো, সে সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতেন কে. ই. ব্রুস। তাঁর ব্যক্তিগত ডায়রিতে উল্লেখ আছে, '৪৯

থেকে '৫৬ পর্যন্ত ওয়াশিংটন ও ফ্রান্সে অ্যালেন ডালেস আর ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের সাথে কয়েক ডজনবার গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন তিনি। সকালের নাস্তা, লাঞ্চ, ডিনার এবং ড্রিঙ্ক করেছেন তাঁরা। ডালেসের জন্য তাঁর মনে যে আলাদা ধরনের অনুভূতি ছিল তা ব্রুসের জার্নালের লেখাতেই স্পষ্ট। তাঁকে প্রেসিডেন্টের নতুন ইন্টেলিজেন্স বোর্ড অব কনসাল্ট্যান্টস নিয়োগের জন্য সুপারিশও করেছিলেন ব্রুস।

'তাঁর চোখ' হিসেবে এজেন্সির কাজকর্মের ওপর নজর রাখার জন্য বিশ্বস্ত একজনকে খুঁজছিলেন প্রেসিডেন্ট। '৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে ডুলিটল রিপোর্টের গোপন অনুমোদনের প্রেক্ষিতে তিনি প্রকাশ্যে প্রেসিডেন্ট'স বোর্ড গঠনের কথা জানান। ডায়রিতে ব্রুস লেখেন, তিনি চেয়েছিলেন কনসাল্ট্যান্টরা ছয় মাস পর পর সিআইএ'র কাজের মূল্যায়ন রিপোর্ট পেশ করবে।

অ্যালেন ডালেস ও ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের কাজ আর সিআইএ'র কভার্ট অপারেশনের ওপর নজর রাখার জন্য প্রেসিডেন্টের বিশেষ অনুমতি পেয়েছিলেন তিনি। তবে ব্রুসের যে মনোভব ছিল এই দু'জনের প্রতি, তাঁদের কাজ সম্পর্কে রিপোর্ট করার বেলায়ও সেই পক্ষপাতিত্ব বহল রাখেন তিনি। ফলে তাঁর কোনো টপ সিক্রেট রিপোর্টই ডিক্লাসিফাইড হয়নি। সেসব এতই গোপন রিপোর্ট ছিল যে, সিআইএ'র নিজস্ব ইন-হাউজ ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত খোলামেলা প্রশ্ন করতেন—ডালেস আর উইজনারের কাজ সম্পর্কে কোনো গোপন ফাইলের অস্তিত্ব আদৌ আছে কি না। কিন্তু '৬১ সালে সংশ্লিষ্ট কিছু রেকর্ডের কথা জানা যায়।

ইন্টেলিজেন্স বোর্ডের তৈরি এসব রেকর্ড লেখকের কাছে সংরক্ষিত ছিল। তার কিছু কিছু এই বইয়ে প্রথমবারের মত প্রকাশিত হলো। সেগুলোর মধ্যে একটা ছিল এরকম : 'আমরা নিশ্চিত, '৪৮ সালে এই সরকারের নেয়া ইতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও প্যারামিলিটারি মিশনের ফলাফল কি হবে, তা আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। ওই সময় সিআইএ'র প্রতিদিনকার কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িতরা ছাড়া কারও জানার উপায়ও ছিল না যে কোথায় কি চলছে।'

স্পর্শকাতর ও অত্যন্ত খরচবহুল কভার্ট অপারেশনের পরিকল্পনা করা ও অনুমোদন পাওয়া দিনকে দিন নিয়মিত হয়ে উঠতে থাকে। এ জন্য টাকা আসতে থাকে অজ্ঞাত সূত্র থেকে সংগ্রহ করা সিআইএ'র ফান্ড থেকে। বিপুল পরিমাণ টাকার মালিক সিআইএ নিজের 'কিং মেকিং'-এর দায়িত্ব বেশ উপভোগ করত। বিস্ময়কর ছিল সেসব। সাফল্যকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাততালির সাথে অভিনন্দিত করা হতো। কিন্তু ব্যর্থতার জন্য কাউকে কোনো কৈফিয়তের মুখোমুখি হতে হতো না।

সিআইএ'র কভার্ট অপারেশন পরিচালিত হতো উর্ধ্বতনদের খেয়ালখুশি মতো। বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষার মতো জটিল বিষয়াদীর ক্ষেত্রেও একই

কথা খাটে। এর প্রেক্ষিতে '৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট'স ইন্টেলিজেন্স বোর্ডের এক ফলো-আপ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় : 'এর ফলে একেক সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো যা রীতিমত অবিশ্বাস্য।'

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তাঁর দ্বিতীয় টার্মের পুরোটা সময়ই সিআইএ'র পরিচালন পদ্ধতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে গেছেন। যদিও তিনি এ কথাও বলেন, তিনি জানেন অ্যালেন ডালেসকে শোধরানো তাঁকে দিয়ে সম্ভব হবে না। ডালেস ছাড়া আর কারও পক্ষে সিআইএ'র মতো সংস্থা চালানো যেতে পারে, এমনটাও তিনি মনে করতেন না। 'কারণ এমন অদ্ভুত ধরনের অপারেশন আর কোনো সরকার চালায় না,' বলেছিলেন তিনি। 'তাই এটাকে পরিচালনা করার জন্য তাঁর মতো অদ্ভুত কিসিমের প্রতিভার প্রয়োজনও আছে।'

অ্যালেন ডালেস চাইতেন না তাঁর কাজে কেউ খবরদারী করুক। এসব ক্ষেত্রে ফস্টার ডালেস নীরবে মাথা দুলিয়ে ভাইকে সমর্থন জানাতেন। আমেরিকান সরকারে এঁদের মতো উচ্চপদস্থ ভাইবোনের টিম আর কখনও ছিল না। তবে বয়স আর ক্লান্তির ভারে তাঁরা দিন দিন নুয়ে পড়ছিলেন। অ্যালেনের সাত্ বছরের বড়ো ছিলেন ফস্টার। মৃত্যু দিন দিন এগিয়ে আসছিল অ্যালেনের। দু' বছর পর মারা যান তিনি মারাত্মক এক ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে। তবে তার আগ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেছেন সাহসের সাথে। দেশের স্বার্থে গোটা বিশ্ব চষে বেড়িয়েছেন নিরলসভাবে। কিন্তু ফস্টার দুর্বল হয়ে পড়ায় ছোটো ভাইও সে প্রতিক্রিয়ার শিকার হন।

ভেতরে ভেতরে যে ক্ষয় চলছিল, তার ফলে অস্বস্তিকর মানসিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয় অ্যালেনের মধ্যে। তাঁর সৃষ্টি, ধারণা ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর পাইপের ধোঁয়ার মতো বাতাসে মিলিয়ে যেতে থাকে একসময়। ফস্টারের নানান পদক্ষেপ ব্যর্থ হতে থাকে। অ্যালেন তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র এশিয়া থেকে মধ্য প্রাচ্য পর্যন্ত প্রসারিত করেন। কারণ হিসেবে বলেন, ইওরোপের ঠাণ্ডা লড়াইয়ে হয়তো অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। তাই এখন প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত নতুন লড়াইয়ের মাঠে পা রাখতে হবে।

'পদে পদে ধরা খেয়েছি'

'আপনি মরুভূমির আরবদের সাথে কিছুদিন কাটালেই বুঝতে পারবেন তারা স্বাধীনতা বা মানবিক মর্যাদা ইত্যাদি বোঝে না। দীর্ঘকাল থেকে একনায়কতন্ত্রের অধীনে জীবন কাটিয়েছে। তারা মুক্ত-স্বাধীন সরকার কিভাবে পরিচালনা করবে?' কথাগুলো ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিংয়ে অ্যালেন ডালেস ও তাঁর সদস্যদের উদ্দেশে বলেছিলেন আইজেনহাওয়ার।

কাজেই সেই সনাতন ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যজুড়ে সরকার পরিবর্তন, তাদেরকে নিজেদের ইচ্ছেমতো কাজ করতে রাজি করানোসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করে সিআইএ, এবং তা করতে গিয়ে নজরে আসে সাধারণ মানুষের আনুগত্য লাভ করতে মস্কোর সাথে দেশে দেশে লড়াই করতে হচ্ছে তাদেরকে। 'ভূতাত্ত্বিক দুর্ঘটনায়' ওই অঞ্চলের যে সমস্ত দেশ বিলিয়ন বিলিয়ন ব্যারেল তেলের মালিক হয়েছে, সেগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের পক্ষে টানার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ইরান, ইরাকসহ মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন প্রাচীন রাজধানী থেকে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত চলে গেছে তাদের সেই নতুন, অর্ধেক চাঁদখচিত (মুসলমান দেশসমূহ) যুদ্ধক্ষেত্র।

'যে সমস্ত ইসলামী দেশের রাজনৈতিক নেতা আমেরিকার প্রতি অনুগত নয়, সিআইএ তাদেরকে "অনুমোদিত রাজনৈতিক অ্যাকশনের" শিকার হিসেবে দেখত,' বলেছেন আর্চি রুজভেল্ট—এজেন্সির ইস্তাম্বুল স্টেশন চিফ ও এজেন্সির নিকট প্রাচ্যের জার হিসেবে পরিচিত কিম রুজভেল্টের চাচাত ভাই। ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর নেতাদের অনেককেই টাকা ও পরামর্শ নিয়েছেন তিনি। যখন সম্ভব সিআইএ তাদেরকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাঁর অফিসারদের বেশিরভাগই আরবি ভাষা জানত না। তাদের রীতি-নীতি জানত না, বা যাদেরকে তারা সমর্থন করতে বা ঘুষ দিয়ে দলে টানতে চাইত, তাদের মনের কথা বুঝতে পারত না।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ঈশ্বরবিহীন কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ইসলামি জিহাদ উসকে দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে হোয়াইট হাউজের এক মিটিং-এ তিনি বলেন, 'তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের "ধর্মযুদ্ধ" ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যা যা দরকার, সব করব আমরা।' মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক উইজনার,

ফস্টার ডালেস, নিকট প্রাচ্য বিষয়ক অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট উইলিয়াম রাউনট্রি এবং জয়েন্ট চিফ অব স্টাফরা। ফস্টার ডালেস সে সময় একটা 'গোপন টাস্ক ফোর্স' গঠনের প্রস্তাব দেন। সিআইএ তার মাধ্যমে টাকা আর অস্ত্র পাঠাবে সউদি আরবের বাদশাহ সউদ, জর্ডানের বাদশাহ হোসেন, লেবাননের প্রেসিডেন্ট কামিলে চ্যামন ও ইরাকের প্রেসিডেন্ট নুরি আল সাইদের কাছে।

'কমিউনিজম আর চরমপন্থি আরব জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরক্ষা কবচ হতে পারে এই চার মংগ্রল (কুকুর),' বলেন হ্যারিসন সিমেস, যিনি রাউনট্রির ডান হাত হিসেবে কাজ করতেন এবং পরে জর্ডানে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হন। গোপন টাস্ক ফোর্সের একমাত্র কীর্তি ছিল বাদশাহ হোসেনকে সিআইএ'র মাসোহারার অন্তর্ভুক্ত করা। ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের প্রস্তাব অনুযায়ী এ কাজ করা হয়েছিল। পরের বিশ বছর বাদশাহ নিয়মিতভাবে এজেন্সির টাকা খেয়েছেন।

অস্ত্র সহায়তার বিনিময়ে মধ্য প্রাচ্যের আনুগত্য কেনা সম্ভব না হলে সিআইএ'র সর্বশক্তিমান গোপন অস্ত্র ডলার ছিল। ডলারের বিনিময়ে রাজনৈতিক লড়াই ও ক্ষমতার পালাবদল চলত অহরহ। আরব ও এশিয়ার মাটিতে এ প্রকল্প যদি কোনো প্রভাব ফেলে থাকে, তাহলে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ফস্টার ডালেসের।

'বিষয়টাকে এভাবে দেখা যায়,' বলেন হ্যারিসন সিমেস। 'ফস্টার ডালেস ভেবেছেন এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, উপনিবেশবাদ বিরোধী ও চরম জাতীয়তাবাদীদের পদানত করতে যা যা প্রয়োজন, করতে হবে। তিনি এ বিষয়ে অ্যালেন ডালেসকে ম্যান্ডেট দেন... এবং অ্যালেন ডালেস কিছু লোকের বাঁধন খুলে দেন।'

তার ফল হয়েছে এই, 'এ অঞ্চলের দেশে দেশে অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টাসহ সব কাজে আমরা পদে পদে ধরা খেয়েছি,' বলেন সিমেস।

'সামরিক অভ্যুত্থানের উপযুক্ত সময়'

সিআইএ'র এরকম এক 'ডার্টি ট্রিক' চলে প্রায় এক দশক ধরে। সেটা ছিল সিরিয়ান সরকারকে উৎখাত করার।

১৯৪৯ সালে আমেরিকাপন্থি এক কর্নেল, আদিল শিশাক্লিকে সিরিয়ার ক্ষমতায় বসায় সিআইএ। শিশাক্লি নিয়মিতভাবে আমেরিকার সামরিক সহযোগিতা ও গোপন আর্থিক সহায়তা পেতেন। জর্ডানের রাজধানী দামেস্কের সিআইএ স্টেশন চিফ, মাইল্‌স কোপল্যান্ড কর্নেলকে বলতেন, 'পছন্দ হওয়ার মতো মানুষ, তবে অসৎ, নীতিহীন। আমার জানামতে কখনও নামাজ পড়েনি সে। তবে ধর্মের অসম্মান করেছে। নরহত্যা, ব্যভিচার এবং চুরি, সবই করেছে।'

আদিল শিশাক্‌লি চার বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তারপর বাথ পার্টি, কমিউনিস্ট রাজনীতিক ও সামরিক অফিসাররা তাঁকে সম্মিলিতভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে। এরপর '৫৫ সালের মার্চ মাসে অ্যালেন ডালেসের মনে হয়, সিরিয়ায় আরেকটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর উপযুক্ত সময় হয়েছে। '৫৬ সালের এপ্রিল মাসে এজেন্সির কিম রুজভেল্ট ও তাঁর ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস (এসআইএস)-এর প্রতিপক্ষ, স্যার জর্জ ইয়ং সিরিয়ান আর্মির ডানপন্থি অফিসারদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। প্লট যারা বাস্তবায়ন করবে, তাদেরকে পাঁচ লক্ষ সিরিয়ান পাউন্ড দেয় সিআইএ। কিন্তু সুয়েজ খাল নিয়ে নতুন সমস্যা বাধায় মধ্য প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ বদলে যায়, ফলে সিরিয়া পক্ষ বদল করে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। '৫৬-এর অক্টোবরে আমেরিকা ও ব্রিটেনকে তাদের পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে বাধ্য করে।

'৫৭ সালের এপ্রিলে আবার বিষয়টা সামনে চলে আসে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের ডিফেন্স সেক্রেটারি, ডানকান স্যানডির ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্য ২০০৩ সালে পাওয়া ডকুমেন্টে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। তাতে আছে : 'এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যাতে মনে হবে সিরিয়া তার প্রতিবেশী দেশগুলোর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।' তার সাথে 'সিআইএ ও এসআইএস যোগ করবে নতুন নতুন ষড়যন্ত্র। ইরাক, লেবানন ও জর্ডানে সশস্ত্র তৎপরতা। সেসব এমনভাবে করা হবে যাতে দোষ পড়ে সিরিয়ার ওপর।'

সিআইএ-এসআইএস প্যারামিলিটারি বাহিনী সৃষ্টি করবে আর দামেস্কের মুসলিম ব্রাদারহুডের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেবে। এই অস্থিরতা সিরিয়ান সরকারকে ক্রমে অস্থিতিশীল করে তুলবে। তার সাথে বর্ডারে সিআইএ-এসআইএস'র সৃষ্টি নকল সংঘর্ষ আমেরিকাপন্থি ইরাকি ও জর্ডানি সেনাবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করবে সিরিয়ায় অভিযান চালাতে। সংস্থা দুটি ধরে নেয় এর ফলে যে প্রশাসনই সিরিয়ায় ক্ষমতায় আসুক, টিকে থাকার জন্য তারা প্রথমে দমনমূলক এবং পরে স্বৈরাচারী শাসনের প্রচলন করবে।

সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের দীর্ঘদিনের চিফ, আব্দুল হামিদ সিরাজ দামেস্কের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। রুজভেল্ট সিদ্ধান্ত নেন, মিশনের শুরুতেই তাঁকে মরতে হবে। সেই সাথে দেশের চিফ অব জেনারেল স্টাফ ও কমিউনিস্ট পার্টি প্রধানকেও।

সিআইএ রকি স্টোনকে দামেস্কের নতুন স্টেশন চিফ করে পাঠায়। ইরান অপারেশনের সময় এই লোকের দাঁত কাটা পড়েছিল। আমেরিকান দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি পরিচয়ে এসে সিরিয়ান আর্মি অফিসারদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন তিনি। মতলব হাসিল হলে তাদেরকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ও অফুরন্ত ক্ষমতার অধিকারী করবেন বলে কথা দেন।

কিন্তু আব্দুল হামিদ সিরাজ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রকি স্টোনের উদ্দেশ্য টের

পেয়ে যান। তাঁকে পাকড়াও করার জন্য মঞ্চ সাজানো হয়। 'যে সমস্ত সিরিয়ান আর্মি অফিসারের সাথে স্টোনের যোগাযোগ ছিল, তারা স্টোনের ঘুষের টাকা নিয়ে সরাসরি টেলিভিশনে গিয়ে ঘোষণা করে যে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অসৎ আমেরিকান সরকার তাদেরকে ঘুষ দিয়েছে সিরিয়ার বৈধ সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের জন্য,' কথাগুলো বলেছেন কার্টিস এফ. জোনস। স্টোনের লেজে-গোবরে করে রেখে যাওয়া পরিস্থিতি সামাল দিতে তাঁকে পরে দামেস্কে পাঠানো হয়েছিল।

সিরাজের বাহিনী আমেরিকান দূতাবাস অবরোধ করে স্টোনকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পেটের সমস্ত কথা উগরে দিতে বাধ্য হন তিনি। সিরিয়ানরা তাঁকে দেশবাসীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় ছদ্মবেশী আমেরিকান স্পাই, সিআইএ'র ইরান অপারেশনের অন্যতম ঘুঁটি এবং সিরিয়ান আর্মি অফিসার ও রাজনীতিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রকারী ইত্যাদি বলে।

সিরিয়ায় নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত চার্লস ইয়স্ট বলেন, 'টেলিভিশনে সিআইএ'র এই বিশেষ প্লট নিয়ে চালানো প্রচারণা আজও প্রতিধ্বনিত হয়।'

পরে দামেস্ক কর্তৃপক্ষ রকি স্টোনকে আনুষ্ঠানিকভাবে সে দেশে পারসোনা নন গ্রাটা বা অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। সেবারই প্রথম কোনো আমেরিকান কূটনীতিক বিশ্বের সামনে চিহ্নিত হন স্পাই হিসেবে। এক আরব দেশ থেকে প্রথম বহিষ্কৃত। জবাবে আমেরিকান সরকার সিরিয়ান রাষ্ট্রদূতকে দেশ থেকে বের করে দেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ওয়াশিংটন থেকে তিনিই ছিলেন প্রথম বহিষ্কৃত। স্টোনের বিরুদ্ধে সিরিয়ানদের তোলা সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আমেরিকা। এদিকে স্টোনের সিরিয়ান সহ-ষড়যন্ত্রকারী যারা ছিলেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট কর্নেল আদিল শিশাক্‌লিসহ তাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। দামেস্কের আমেরিকান দূতাবাসের সাথে যে সমস্ত আর্মি অফিসারের সখ্যতা ছিল, তাদেরকেও একে একে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

এই রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে সিরিয়া-মিসর মৈত্রী গড়ে ওঠে : ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মধ্য প্রাচ্যে প্রথম আমেরিকা বিদ্বেষী মনোভাব গড়ে ওঠে। দামেস্কে আমেরিকার সুখ্যাতি দিন দিন পড়তে থাকে, অন্যদিকে রাশিয়ান রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বলয় আকাশচুম্বী হতে থাকে। অদক্ষ হাতের অপরিকল্পিত অভ্যুত্থানের কারণে আমেরিকানরা আর কখনও সাধারণ সিরিয়ান বা দেশের নেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি।

'এ জাতীয় "ফাঁস হওয়া অপারেশনের" সমস্যা হলো এগুলোকে অস্বীকার যতই করা হোক না কেন, লোকে বিশ্বাস করে না,' আইজেনহাওয়ারকে পাঠানো ডেভিড ব্রুসের রিপোর্টে বলা হয় এ কথা। 'আমেরিকার হাত সবার কাছেই পরিষ্কার।'

রিপোর্টে প্রশ্ন করা হয় : 'এ ঘটনায় কি দেশের ক্ষতি হয়নি (জর্ডান, সিরিয়া, মিসর বা অন্যসব জায়গায়)? আমাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানের ক্ষয়ক্ষতি কে নিরূপণ

করবে? এই পানি ঘোলা করার কাজ কি সিআইএ করছে যে কারণে অনেক দেশে আমাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়? আমাদের বর্তমান মিত্রদের ওপর কেমন প্রভাব ফেলছে এ ঘটনা? আগামীকাল আমরা কোথায় থাকব?'

'সিআইএ'র ট্রেনে চড়ে ক্ষমতায় এসেছি'

মে ১৪, ১৯৫৮ সাল। সকালে ডেপুটিদের নিয়ে নিয়মিত মিটিংয়ে বসে কভার্ট অপারেশন চিফকে গা জ্বালানো ভাষায় আক্রমণ করেন অ্যালেন ডালেস। মধ্য প্রাচ্যে সংস্থার পরিচালিত কর্মকাণ্ডের প্রশ্নে 'আত্ম-বিশ্লেষণ' করার পরামর্শ দেন। সিরিয়ার লেজে-গোবরে হয়ে যাওয়া অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা, বিনা সংকেতে বৈরুত আর আলজিয়ার্সে আমেরিকাবিরোধী দাঙ্গা বেধে যাওয়ার কারণ জানতে চান। এসব কি কোনো সর্বব্যাপী পরিকল্পনার অংশ?

ডালেস ও তাঁর ডেপুটিদের অনুমান : 'এসবের পিছনে কমিউনিস্টদের সুতো টানার কারসাজি আছে।' মধ্য প্রাচ্যসহ সারা পৃথিবীতেই এ কাজ করছে তারা। কাজেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠেকাতে সেটার দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে থাকা দেশগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব আমেরিকাপন্থি করে গড়ে তোলার প্রয়োজন বেশি করে অনুভূত হতে থাকে। ইরাকে চাকরিরত সিআইএ অফিসারদের ওপর নির্দেশ ছিল রাজনৈতিক নেতা, মিলিটারি কমান্ডার, নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ও পাওয়ার ব্রোকারদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলার। নগদ টাকা, অস্ত্র ইত্যাদির বিনিময়ে আমেরিকার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিরোধী মৈত্রী গড়ে তোলার।

অথচ '৫৮ সালের ১৪ জুলাই সকালে একদল মিলিটারি অফিসার যখন ইরাকের আমেরিকাপন্থি রাজা নুরী আল সাইদকে হত্যা করে, সিআইএ'র বাগদাদ স্টেশন তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। এ সম্পর্কে বাগদাদের তখনকার আমেরিকান দূতাবাসের এক পলিটিকাল অফিসার, রবার্ট সি. এফ. গর্ডন বলেছিলেন, 'খবর শুনে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ি।'

জেনারেল আব্দেল করিম কাসিমের নেতৃত্বে গঠন করা হয় পরবর্তী সরকার। তারা আগের রাজকীয় আল সাইদের সরকারের আর্কাইভ ঘেঁটে আবিষ্কার করে সিআইএ'র সাথে পুরনো প্রশাসনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাদের প্রায় সবাই নিয়মিত সিআইএ'র টাকা খেতেন। নতুন সরকার গঠনের ক'দিন পর সিআইএ'র সাথে চুক্তিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত এক আমেরিকানকে বাগদাদের হোটেল থেকে অপহরণ করা হলে এজেন্সির স্টেশন অফিসারদের সবাই ভয়ে ইরাক থেকে পালিয়ে যায়।

এরপর অ্যালেন ডালেস ইরাককে 'পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা' বলে

উল্লেখ করতে থাকেন। ওদিকে জেনারেল কাসিম সোভিয়েত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের ইরাকে অবাধে আসা-যাওয়ার সুযোগ দেন। 'কাসিম কমিউনিস্ট, আমাদের হাতে তার নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই,' হোয়াইট হাউজকে পরামর্শ দেয় সিআইএ। 'কিন্তু যদি কমিউনিজমকে ও দেশে প্রতিহত করার ব্যবস্থা না নেয়া হয়, অথবা কমিউনিস্টরা কোনো বড়ো ধরনের কৌশলগত ভুল না করে, তাহলে ইরাক হয়তো কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রণাধীন দেশে রূপান্তরিত হবে।'

এজেন্সির কর্তারা স্বীকার না পারলেন না এই হুমকি মোকাবেলার জন্য কি করা উচিত, তাঁদের কেউই তা জানেন না। সিরিয়ার যুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয় ঘটেছে সিআইএ'র। এরপর পরাজয় ঘটল ইরাকে। মধ্য প্রাচ্যের বাকি অংশের হাতছাড়া হওয়া ঠেকাতে কি করবে এখন এজেন্সি?

ইরাক বিপর্যয়ের পর এজেন্সির নিকট প্রাচ্য ডিভিশনের চিফ, কিম রুজভেল্ট পদত্যাগ করে আমেরিকান অয়েল কোম্পানি কনসাল্ট্যান্টের পেশায় যোগ দেন। '৫০ সাল থেকে এ পদে ছিলেন রুজভেল্ট। তাঁর জায়গায় আসেন জেমস ক্রিচফিল্ড। এজেন্সির জার্মান স্টেশন চিফ, জেনারেল রেইনহার্ড গেহেলেনের দীর্ঘদিনের লিয়াজোঁ। এর কিছুদিন পর ইরাকি বাথ পার্টির গুণ্ডারা বন্দুকযুদ্ধে কাসিমকে হত্যার চেষ্টা করলে ক্রিচফিল্ড তাদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

তাঁর অফিসাররা বিষাক্ত রুমাল ব্যবহার করে কাসিমকে ক্ষমতাচ্যুত করার আরও একটা প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এ কাজে সফল হতে তাদেরকে আরও পাঁচটি বছর অপেক্ষা করতে হয়। তবে অবশেষে তারা সফল হয়েছিল, সেটাই আসল কথা। তারপর ক্ষমতায় আসে বাথ পার্টি। '৬০-এর দশকে এই দলটির অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী আলি সালেহ সা'দি বলেন, 'আমরা সিআইএ'র ট্রেনে চড়ে ক্ষমতায় এসেছি।'

সেই ট্রেনের আরেক চতুর, উচ্চাভিলাষী যাত্রী ছিলেন গুপ্তঘাতক সাদ্দাম হোসেন।

'ভারি অদ্ভুত এক যুদ্ধ'

আমেরিকার চোখে ভূমধ্যসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত গোটা এলাকা ছিল সাদা-কালো। সিআইএ ভাবত নিজেদের কর্তৃত্বের পতন ঠেকাতে এ অঞ্চলের প্রতিটা দেশের রাজধানী; দামেস্ক থেকে জাকার্তা, সব তাদের শক্ত মুঠোয় থাকা চাই। কিন্তু '৫৮ সালে তাদের ইন্দোনেশিয়ার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্ল্যান ভীষণরকম গোলমেলে হয়ে যায়। ঘটনাটা ইন্দোনেশিয়ানদের ক্রোধের আগুনে এতো বেশি ঘি ঢেলে দেয় যে, ফলে আরেকটু হলে রাশিয়া ও চীনের বাইরে তৃতীয় বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েই যাচ্ছিল দেশটিতে। সে আগুন নেভাতে সত্যিকারের যুদ্ধে নামতে হয় ইন্দোনেশিয়াকে। জীবন দিতে হয় হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্তির সংগ্রাম শুরু করে ইন্দোনেশিয়া। প্রেসিডেন্ট সুকর্ন'র নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে সফল হয় দেশটি। তাদের স্বাধীনতাকে আমেরিকা সমর্থন জানায়। কোরিয়ার যুদ্ধের পর এই দেশের ওপর নজর পড়ে সিআইএ'র—যখন এজেন্সি জানতে পারে দেশটির বিশ বিলিয়ন ব্যারেল প্রাকৃতিক তেলের মজুদ আছে, তার নেতা আমেরিকার সাথে মৈত্রী করতে রাজি নন এবং সেখানে কমিউনিস্ট আন্দোলন গতি পেয়েছে।

'৫৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে জমা দেয়া এক রিপোর্টের মাধ্যমে এজেন্সি এ প্রসঙ্গে প্রথম সতর্ক করে প্রশাসনকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে দেরি হয়নি মিলিটারি ও ইকনমিক এইড অর্গানাইজেশন, মিউচুয়াল সিকিউরিটি এজেন্সির ডিরেক্টর হ্যারল্ড স্ট্যাসেনের। তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং ফস্টার ডালেস ও অ্যালেন ডালেসকে জানান, 'ইন্দোনেশিয়ার নতুন সরকারের পতন ঘটানোর বিষয়টা তাঁরা এখন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দেখতে পারেন। সিআইএ'র ধারণা অনুযায়ী দেশটির সরকারে যদি বহু কমিউনিস্টের ইনফিলট্রেশন ঘটেই থাকে, তাহলে সে সরকারকে খাড়া হতে সাহায্য করার বদলে ফেলে দেয়াই ভালো।'

চার মাস পর ইন্দোনেশিয়াসহ আরও কয়েক দেশ সফরে যান নিক্সন। সফর থেকে দেশে ফিরে রিপোর্ট করেন, 'সুকর্ন একেবারেই ননকমিউনিস্ট। দেশবাসী তাঁর কথায় ওঠে-বসে। এই লোককে নিজের আসল "কার্ড" হিসেবে ব্যবহার

করতে পারলে বরং আমেরিকার সুবিধা।' ফস্টার ও অ্যালেন মানতে পারলেন না। সুকর্ন ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি কোল্ড ওয়ারে কোনো পক্ষ নেবেন না। নিরপেক্ষ থাকবেন। কিন্তু ফস্টার ও অ্যালেন তা মেনে নিতে পারেননি।

'৫৫ সালের বসন্তে সুকর্নকে হত্যা করার কথা গুরুত্বের সাথে ভাবতে থাকে সিআইএ। 'এরকম একটা প্রস্তুতি চলছিল,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন রিচার্ড বিসেল। 'একজন গুপ্তঘাতক খুঁজে বের না করা পর্যন্ত পরিকল্পনা অব্যাহত ছিল। তাকে ভাড়া করার কথা ভাবা হচ্ছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি। যে পরিকল্পিত পন্থায় শিকারের কাছে শিকারীর যাওয়ার কথা ছিল, সেটা সৃষ্টি করাই সম্ভব হয়নি।'

'ব্যালটের মাধ্যমে উৎখাত'

এজেন্সি প্রেসিডেন্ট সুকর্নকে হত্যার সম্ভাবনা ঝালাই করছে। ওদিকে সুকর্ন ব্যস্ত বান্দুং রাজ্যে—এশিয়া, আফ্রিকা ও কয়েকটি আরব রাজ্যের মোট ২৯ জন সরকার প্রধানকে নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন নিয়ে। সম্মেলনে আমেরিকা বা রাশিয়ার মিত্র না হয়ে নিজ নিজ রাস্তায় চলার অধিকার আদায়ের জন্য বিশ্বব্যাপী একটা আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সুকর্ন। সম্মেলন শেষ হওয়ার উনিশ দিন পর হোয়াইট হাউজ থেকে সিআইএ'র কাছে একটা নির্দেশ আসে। নাম্বার : এনএসসি ৫৫১৮। ২০০৩ সালে ডিক্লাসিফাইড হয় সেটা।

নির্দেশে এজেন্সিকে ক্ষমতা দেয়া হয় ইন্দোনেশিয়ার ভোটার ও রাজনীতিকদের ইচ্ছেমতো ঘুষ দিয়ে কিনে নেয়ার, যতো বেশি সম্ভব মিত্র সৃষ্টি ও সম্ভাব্য শত্রুকে বিনাশ করার এবং প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করাসহ ইত্যাদি কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাওয়ার। যাতে তিন হাজার মাইলের বেশি এলাকা ও প্রায় এক হাজার জনবসতিপূর্ণ দ্বীপ নিয়ে গঠিত, আশি মিলিয়ন মুসলমানসহ ১৩টি মেজর এথনিক জাতি অধ্যুষিত বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ এই দেশ কমিউনিজমের পথে পা বাড়াতে না পারে।

নির্দেশ অনুযায়ী '৫৫ সালে মাসজুমি পার্টির সিন্দুকে কয়েক দফায় প্রায় এক মিলিয়ন ডলার চালান করে সিআইএ, আসন্ন নির্বাচনে সুকর্নর সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিজয়ী করে আনার স্বার্থে। সেটা ছিল ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তী ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম পার্লামেন্টারি নির্বাচন। কিন্তু ব্যর্থ হয় এজেন্সির চাল। সুকর্নর পার্টি বিজয়ী হয়, মাসজুমি পার্টি হয় দ্বিতীয়। পিকেআই; ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি ১৬ শতাংশ ভোট পেয়ে চতুর্থ হয়। এ ফলাফল উদ্বিগ্ন করে তোলে ওয়াশিংটনকে। সিআইএ তাদের 'পছন্দের রাজনৈতিক দল ও কয়েকজন নেতাকে টাকা দিয়ে যেতে থাকে দেদারসে,' বিসেল মুখে বর্ণনা করা ইতিহাসে উল্লেখ করেন।

পরের বছর, '৫৬ সালে সুকর্ন একযোগে মস্কো, বেইজিং আর ওয়াশিংটন সফর করার পর আবার রেড অ্যালার্ট পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সুকর্ন যখন বলেন তিনি আমেরিকান ধরনের সরকার পছন্দ করেন, হোয়াইট হাউজ চুপ করে শোনে। আবার তিনি সে ধরনের সরকার গঠন করেননি বলে নিজেকে প্রতারিত ভাবে।

সুকর্ন অসম্ভবরকম বাগ্মী ছিলেন। শ্রোতারা তাঁর ভাষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত। তিনি সপ্তাহে তিন থেকে চারবার সাধারণ মানুষের সামনে বক্তব্য রাখতেন। প্রায়ই মিছিল করতেন। মিছিলে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করত তাঁর অনুসারীরা। কিছু আমেরিকান বাস করত ইন্দোনেশিয়ায় যারা দেশটির ভাষা বুঝত। তারা রিপোর্ট করত, সুকর্ন তাঁর ভাষণে একদিন টমাস জেফারসনের উদ্ধৃতি টানেন তো পরদিন কমিউনিস্ট থিয়োরি টানেন। এসব তাঁর ঠোঁটস্থ। সিআইএ আসলে কখনই সুকর্নকে বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু এনএসসি ৫৫১৮ নাম্বারের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে নেয়া এজেন্সির যেকোনো পদক্ষেপ বিনা প্রশ্নে অনুমোদন করতো হোয়াইট হাউজ।

এজেন্সির দূর প্রাচ্য ডিভিশনের নতুন চিফ, আল উলমার এ ধরনের স্বাধীনতা পছন্দ করতেন। এজেন্সিকে এ জন্যই পছন্দ করতেন তিনি। এ ঘটনার চল্লিশ বছর পর তিনি বলেছেন, 'আমরা পৃথিবীর সব জায়গায় গেছি, যা ইচ্ছে হয়েছে করেছি। গড, আমরা অনেক মজাও করেছি।'

আল উলমারের বক্তব্য অনুযায়ী, দীর্ঘদিন এথেন্সের স্টেশন চিফ থাকাকালীন তিনি রাজার হালে চলেছেন, ড্যাম কেয়ার মার্কা জীবন যাপন করেছেন। অনেকটা হলিউডের নামকরা কোনো নায়ক বা রাষ্ট্র প্রধান, এর মাঝামাঝি একটা পর্যায়ের কারও মতো। তিনি অ্যালেন ডালেসকে সুযোগ করে দেন গ্রিসের রানী, ফ্রেডারিকার অন্তরঙ্গ হওয়ার। শিপিং ম্যাগনেটদের সাথে ইয়ট বিহারে যাওয়ার মত বিলাসিতা উপভোগ করার। এর পুরস্কার হিসেবে এজেন্সির দূর প্রাচ্যের চিফ করা হয় উলমারকে।

যখন এ দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে একেবারে কিছুই জানতেন না তিনি, এক ইন্টারভিউতে উলমার বলেছিলেন। কিন্তু অ্যালেন ডালেসের পূর্ণ আস্থা আর নির্ভরতা ছিল তাঁর প্রতি। '৫৬ সালের শেষদিকে ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের সাথে তাঁর একবার আলোচনা হয়েছিল; তাঁর নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটার কিছুদিন আগে। সে কথাও স্পষ্ট মনে আছে আল উলমারের। সে সময় উইজনার বলেছিলেন, আগুনের মধ্যে সুকর্ন'র পা ঠেসে ধরার সময় হয়েছে।

এজেন্সির জাকার্তা স্টেশন চিফ উলমারকে বলেন, দেশটিতে কমিউনিস্টদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার সময় এসে পড়েছে। স্টেশন চিফের নাম ছিল ভাল গুডেল। রাবার শিল্পের ম্যাগনেট ছিলেন তিনি, মানসিকতায় ঔপনিবেশিক প্রভু। ওয়াশিংটনে পাঠানো তাঁর কেবলগুলো ছিল ড্রাগনের নিঃশ্বাসের মত, চামড়া

পোড়ানো আগুনের হলকা ছড়াতো। '৫৭ সালের প্রথম চারটি মাস তাঁর সেই কেবল নিয়ে প্রতি সপ্তাহে হোয়াইট হাউজে মিটিং করতেন অ্যালেন ডালেস। সেগুলোর বক্তব্য ছিল এরকম : পরিস্থিতি গুরুতর... সুকর্ন গুপ্ত কমিউনিস্ট... অস্ত্র পাঠান... !

সুমাত্রা দ্বীপের বিদ্রোহী মনোভাবের আর্মি অফিসাররাই হচ্ছে এ জাতির ভবিষ্যৎ, একবার হেড কোয়ার্টার্সে কেবল পাঠান ভাল গুডেল। তাতে আরও বলেন, 'সুমাত্রানরা লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের অভাব আছে তাদের।'

'৫৭ সালের জুলাই মাসে স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় পিকেআই, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি আগেরবারের চার নম্বর অবস্থান থেকে তৃতীয় বৃহত্তম ক্ষমতাধর পার্টিতে পরিণত হয়েছে। এরপর গুডেল রিপোর্ট পাঠান : 'কমিউনিস্টদের সরকারে অংশ নিতে বলেছেন সুকর্ন।' কারণ ছয় মিলিয়ন ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দিয়েছে। সিআইএ তাদের এই উত্থানকে 'দর্শনীয়' আখ্যা দেয়। এরপর কি সুকর্ন মস্কোর দিকে মুখ ঘোরাবেন, না বেইজিংয়ের দিকে? কারও সামান্যতম ধারণাও ছিল না।

তবে সে দেশে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত, হিউ কামিং একমত হতে পারেননি ভাল গুডেলের সাথে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সুকর্ন'র ওপর আমেরিকার প্রভাবই বেশি। গুডেল প্রথম থেকেই রাষ্ট্রদূত, জন এম. অ্যালিসনের বিরোধী ছিলেন। অ্যালিসন জাকার্তার আগে জাপানে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। তার আগে ছিলেন দূর প্রাচ্যের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট। দু'জনেই যার যার মতে অটল। যদিও কেউ জানেন না আমেরিকা এ সমস্যার সামাধান কূটনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে করবে, নাকি সামরিক শক্তি খাটিয়ে।

জাকার্তার পরিস্থিতি যাচাই করে দেখতে সিআইএ আর হোয়াইট হাউজ, উভয় তরফ থেকেই দূত পাঠানো হয়। অ্যালেন ডালেস পাঠান আল উলমারকে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার পাঠান তাঁর সিকিউরিটি অপারেশনস-এর স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট, এফ. এম. ডিয়ারবর্ন, জুনিয়রকে। ডিয়ারবর্ন প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন, দূর প্রাচ্যে আমেরিকার যে সমস্ত মিত্র দেশ আছে, সেগুলোর কোনোটারই স্থিতিশীলতা নেই। চিয়াং কাই শেক তাইওয়ানে 'একনায়কতন্ত্র' চালাচ্ছেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রেসিডেন্ট দিয়েম চালাচ্ছেন 'ওয়ান ম্যান শো'। লাওসের নেতারা দুর্নীতিবাজ। দক্ষিণ কোরিয়ার সিংম্যান রি ভীষণরকম অজনপ্রিয়।

কিন্তু সুকর্ন'র ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি অন্যরকম, রিপোর্ট করেন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের দূত। দেশটি 'ব্যালটের নাশকতার শিকার।' অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের অনেক বিপদের একটা।

আল উলমার ভাবতেন তিনি ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী কমিউনিস্টবিরোধী বাহিনীর খোঁজ পেয়েছেন। এখন তাদেরকে কেবল অস্ত্র আর নগদ টাকার সহায়তা

দিতে পারলেই চলবে। জাকার্তায় আমেরিকান দূতাবাসের বারান্দায় একদিন রাষ্ট্রদূত অ্যালিসনের সাথে উলমার ও গুডেলের এ নিয়ে সারা দুপুর ধরে তর্ক-বিতর্ক হয়। পরের দু'জন কিছুতেই মানতে রাজি নন ইন্দোনেশিয়ান আর্মির নেতৃস্থানীয় সব অফিসারই পেশাগতভাবে সরকারের প্রতি অনুগত, ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্টবিরোধী এবং রাজনৈতিকভাবে আমেরিকাপন্থি।

তাঁদের ধারণা সিআইএ সুমাত্রার বিদ্রোহী মনোভাবের আর্মি অফিসারদেরকে অস্ত্র আর টাকা দিলেই তারা ইন্দোনেশিয়াকে কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। সুমাত্রাকে ইন্দোনেশিয়ার সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে আলাদা করে ফেলতে এবং জাকার্তা দখল করে নিতে পারবে। উলমার ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে সুকর্নকে 'সংশোধনের অযোগ্য' আর অ্যালিসনকে 'কমিউনিস্টদের প্রতি কোমল' বলে উল্লেখ করেন। ফস্টার ডালেস ও অ্যালেন ডালেস তাই বিশ্বাস করেছিলেন।

কয়েক সপ্তাহ পর সিআইএ'র অনুমোদন অনুযায়ী রাষ্ট্রদূত অ্যালিসনকে জাকার্তা থেকে প্রত্যাহার করে অল্প সময়ের নোটিসে চেকশ্লোভাকিয়ায় নিয়োগ করা হয়। অথচ স্টেট ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে অভিজ্ঞ এশিয়া হ্যান্ডদের অন্যতম ছিলেন এই মানুষটি।

'ফস্টার-অ্যালেনের বিবেচনার প্রতি আমার সন্দেহ আছে,' লিখেছেন অ্যালিসন। 'তাঁরা আসলে এশিয়ানদের ভালো চিনতেন না। সব সময় তাদেরকে পশ্চিমা মান অনুযায়ী পরিমাপ করতেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রশ্নে তাঁরা খুব দ্রুত কিছু একটা করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। তাঁরা জাকার্তা স্টেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বাস করতেন কমিউনিস্টরাই সে দেশের আর্মিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব এজেন্সি চেষ্টা করলে এর বিহিত করতে পারে। অত্যন্ত গুরুতর একটা বিষয়কে এভাবে হেলাফেলা করে ভয়াবহ গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেয়া হয় দেশটিতে।

'আইজেনহাওয়ারের সন্তানেরা'

১৯৫৭ সালের ১ আগস্ট ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে সিআইএ'র রিপোর্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়। অ্যালেন ডালেস বলেন, 'সুকর্ন পয়েন্ট অব নো রিটার্নে চলে গেছেন। এখন তিনি কমিউনিস্টদের হয়ে খেলবেন।' নিক্সন প্রস্তাব করেন, সেক্ষেত্রে আমেরিকার উচিত ইন্দোনেশিয়ান আর্মির মাধ্যমে কমিউনিজম বিরোধীদের সক্রিয় করে তোলা। উইজনার বলেন, সিআইএ একটা বিদ্রোহ ঘটানোর আয়োজন করতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহ শুরু হলে পরিস্থিতির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা যাবে কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। পরদিন তিনি সহকর্মীদের বলেন,

ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। সরকারের সর্বোচ্চ মহল বিষয়টা গভীর উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে।

ফস্টার ডালেস অভ্যুত্থান ঘটানোর পক্ষে জোরাল মত দেন। পাঁচ মাস আগে ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে আসা রাষ্ট্রদূত হিউ কামিং-এর নেতৃত্বে পেন্টাগন আর সিআইএ'র অফিসারদের সমন্বয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখ কমিটি অভ্যুত্থান প্রশ্নে অনুমোদন দেয়। সেই সাথে প্রেসিডেন্টের কাছে সুপারিশ করে ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতা গ্রহণে ইচ্ছুক আর্মি অফিসারদের সামরিক ও আর্থিক সহায়তা দিতে। তবে কভার্ট অপারেশনের ফল নিয়েও প্রশ্ন তোলে কমিটি।

বলা হয়, আমেরিকার প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতায় যে দেশটির জন্ম হয়েছে, বিদ্রোহী অফিসারদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হলে আমেরিকার সাথে সে দেশের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তারওপর যদি বিষয়টা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে কি হবে? এ প্রশ্নের জবাব অনুচ্চারিতই থেকে যায়। এরপর সিআইএ'র রেকর্ড অনুযায়ী ২৫ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার নির্দেশ দেন সুকর্নকে ক্ষমতাচ্যুত করার। তিনটা মিশন অনুমোদন করেন তিনি। প্রথমটা : ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র সুকর্নবিরোধী মিলিটারি কমান্ডারদের কাছে অস্ত্র ও অন্যান্য মিলিটারি এইড পৌঁছে দেয়া ; দ্বিতীয়টা : সুমাত্রা ও সুলাওয়েসি দ্বীপের আর্মি অফিসারদের মনোবল অটুট ও একতা বজায় রাখার বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া এবং তৃতীয়টা : জাভার প্রধান দ্বীপে একক বা সম্মিলিত হামলা যাতে অব্যাহত থাকে, সেদিকে নজর রাখা।

তিনদিন পর সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স নিয়ন্ত্রিত ইনডিয়ান সাপ্তাহিক *ব্লিৎজ* পত্রিকা 'AMERICAN PLOT TO OVERTHROW SUKARNO' শিরোনামে খবরটা ফাঁস করে দেয়। ইন্দোনেশিয়ান প্রেসও এ খবর লুফে নেয়। মোটামুটি বাহাত্তর ঘণ্টার মতো গোপন ছিল কভার্ট অপারেশনের কথা। তারপর হাটে হাঁড়ি ভেঙে যায়। রিচার্ড বিসেল দেশটির আকাশে ইউ-টু ফ্লাইট পাঠিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং আকাশ ও সমুদ্রপথে বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র-গোলাবারুদ পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা করেন। আগে কখনও মিলিটারি প্ল্যানিং করেননি তিনি, তাই কাজটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয় তাঁর। মোট তিন মাস লাগে অপারেশনের প্ল্যান শেষ করতে।

ওদিকে ফ্র্যাঙ্ক উইজনার মালাক্কা উপসাগর তীরের উত্তর সুমাত্রা দ্বীপের উল্টোদিকে, সিঙ্গাপুরের সিআইএ স্টেশনে পৌঁছান পলিটিক্যাল ওয়ারফেয়ারের ছক তৈরি করতে। আল উলমার ক্লার্ক এয়ার ফোর্স বেজে ও ফিলিপিন্সের সুবি উপসাগর নেভাল স্টেশনে এয়ার ফোর্সের ঘাঁটি বসান। এ দুটো ছিল ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় আমেরিকান বেজ। উলমারের দূর প্রাচ্যের অপারেশনস চিফ, জন ম্যাসন ফিলিপিন্সে প্যারামিলিটারি অফিসারদের নিয়ে একটা ছোটো বাহিনী গঠন করেন। তাদের বেশিরভাগই ছিল কোরিয়া যুদ্ধে অংশ নেয়া।

সুমাত্রার হাতে গোনা কিছু বিদ্রোহী সেনাসদস্যের সাথে যোগাযোগ করে তারা। জাভা দ্বীপের উত্তর-পূর্বের সুলাওয়েসির ক্ষমতালোভী কমান্ডারদের একটা গ্রুপের সাথেও দেখা করে। ম্যাসন পেন্টাগনের সাথে পরিকল্পনা করে সুমাত্রা ও সুলাওয়েসির বিদ্রোহীদের হাতে মেশিন গান, কারবাইন, রাইফেল, রকেট লঞ্চার, মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড এবং আট হাজার সৈন্যের যুদ্ধ করার মতো পর্যাপ্ত গোলাগুলির একটা প্যাকেজ সরবরাহ করার পরিকল্পনা করেন। আকাশ ও সাগর, উভয় পথে পাঠানো হবে সেসব। প্রথম চালান নিয়ে সুবিক উপসাগরে পৌছায় ইউএসএস *টমাসটন*। ১৯৫৮ সালের ৮ জানুয়ারি সুমাত্রায় পৌছবে। ম্যাসন ইউএসএস *বুগিল* নামের এক সাবমেরিনে করে সেটাকে অনুসরণ করেন। পরের সপ্তাহে উত্তর সুমাত্রার পাদাং বন্দরে পৌছায় *টমাসটন*। সিঙ্গাপুরের ২২৫ মাইল দক্ষিণে। একদম খোলামেলাভাবে মাল খালাস শুরু হয়। প্রচুর সাধারণ মানুষ তাই দেখতে ভিড় করে।

ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ বিদ্রোহীরা পাদাং দ্বীপে সিআইএ'র নতুন রেডিও স্টেশন থেকে সুহার্তোর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানায়। নতুন সরকার গঠন এবং পাঁচদিনের মধ্যে কমিউনিজম নিষিদ্ধ করার দাবি জানায় তারা। সুকর্ন তখন জাপান সফরে ছিলেন। গেইশা বার ও বাথহাউসের স্বাদ উপভোগ করছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুকর্ন'র সাড়া না পেয়ে তারা একটা বিপ্লবী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে প্রচার করা হয় এক ইংরেজিভাষী খ্রিস্টান, কর্নেল মালুদিন সিমবলনের নাম। রেডিওর মাধ্যমে তারা নিজেদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া প্রচার করে। বিদেশী শক্তিগুলোকে সতর্ক করে ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর ব্যাপারে। ওদিকে সিআইএ ফিলিপিন্সে বিদ্রোহীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্রের দ্বিতীয় প্যাকেজ চালান করার প্রস্তুতি নিয়ে সুকর্ন'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে কি না, সেই খবরের অপেক্ষায় আছে। উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ছাড়াই কয়েকদিন কেটে যায়।

আটদিন পর, ২১ ফেব্রুয়ারি ইন্দোনেশিয়ান এয়ার ফোর্স হামলা চালায় সেন্ট্রাল সুমাত্রায়। বিদ্রোহীদের রেডিও স্টেশন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় কয়েক মিনিটে। তারপর ইন্দোনেশিয়ান নেভি উপকূলে বিদ্রোহীদের যতগুলো অবস্থান ছিল, সব ঘেরাও করে ফেলে। সিআইএ'র ইন্দোনেশিয়ান এজেন্ট ও তাদের আমেরিকান পরামর্শদাতারা পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়।

এজেন্সি হয়তো ভুলেই গিয়েছিল যে এ দেশের কিছু আর্মি কমান্ডার ছিল আমেরিকা ট্রেইনিং পাওয়া, যারা 'দ্য সনস অব আইজেনহাওয়ার' বলে পরিচিত। সেই কমান্ডাররাই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন। সিআইএ'র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে খোদ আইজেনহাওয়ারের সন্তানেরা।

‘এই ক’জনকে একত্রিত করতে পেরেছি’

সুমাত্রায় প্রথম বোমা পড়ার কয়েক ঘন্টা পর টেলিফোনে কথা হয় ফস্টার ডালেস ও অ্যালেন ডালেসের। ফস্টার বলেন তিনি কিছু একটা করতে চান। কিন্তু কি করবেন, কেন করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। ইউনাইটেড স্টেটস যদি পৃথিবীর আরেক মাথার অন্য কোনো দেশের গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে নিজ দেশের মানুষ ও কংগ্রেসকে বোঝানো যায় কিভাবে? অ্যালেন জবাব দেন, আমরা এই ক’জনকেই একত্রিত করতে পেরেছি। তিনি ভাইকে সতর্ক করেন, ‘আমাদের আর যা কিছু করা প্রয়োজন, দ্রুত করতে হবে। হাতে বেশি সময় নেই।’

অ্যালেন ডালেস ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের পরের মিটিংয়ে প্রেসিডেন্টকে জানান, ‘আমেরিকা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে ইন্দোনেশিয়ায়।’ এনএসসি’র মাইনিউটে আছে, ‘তিনি সেখানকার যে চিত্র প্রেসিডেন্টের সামনে তুলে ধরেন, তার বেশিরভাগই ছিল খবরের কাগজ থেকে নেয়া।’

অ্যালেন সতর্ক করে দেন, ‘যদি বিদ্রোহীদের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, তাহলে ইন্দোনেশিয়া কমিউনিস্টদের দখলে চলে যাবে।’ ফস্টার ডালেস বলেন, ‘কিন্তু আমরা তা হতে দিতে পারি না।’ সিআইএ’র এরকম ভুয়া সতর্ক সংকেতই হোয়াইট হাউজের ইন্দোনেশিয়ার হুমকি বিশ্বাস করার কারণ।

অ্যালেন ডালেস এক পর্যায়ে আইজেনহাওয়ারকে বলেন ‘সুকর্ন’র বাহিনী সুমাত্রায় হামলা চালাতে খুব একটা আগ্রহী নয়।’ তার কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেখান থেকে এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্সে খবর আসে : ‘সুকর্ন’র বাহিনী সুমাত্রায় বোমা বর্ষণ করেছে এবং বিদ্রোহীদের সমস্ত শক্ত ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। বিদ্রোহ দমন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে তারা। আকাশ ও সাগর থেকে কেন্দ্রীয় সুমাত্রায় হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারি বাহিনী।’

ওদিকে সিঙ্গাপুরের কাছে আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ জড়ো হতে শুরু করেছে। সুমাত্রা সেখান থেকে আকাশপথে মাত্র দশ মিনিটের দূরত্বে। ইউএসএস *টিকনডেরোগা* নামের বিশাল এক এয়ার ক্র্যাফট ক্যারিয়ার এসে নোঙর ফেলেছে দুটো ডেস্ট্রয়ার এবং একটা হেভি ক্রুজারের পাশে। এয়ার ক্র্যাফট ক্যারিয়ারে রয়েছে দুই ব্যাটালিয়ন মেরিন যোদ্ধা। ৯ মার্চ ইউএস মেরিনের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। তারপর ফস্টার ডালেস প্রকাশ্যে বিবৃতি দিতে গিয়ে সুকর্ন’র নেতৃত্বাধীন ‘কমিউনিস্ট স্বৈরতন্ত্রের’ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ইন্দোনেশিয়ানদের প্রতি খোলামেলা আহ্বান জানান। এর জবাবে সুকর্ন’র আর্মি চিফ, জেনারেল নাসুতিয়ন

একটা এয়ার ফোর্স উইং ও আটটি যুদ্ধ জাহাজে দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য সুমাত্রার উত্তর উপকূলের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেন। জায়গাটা সিঙ্গাপুর হারবারের বারো মাইলের মতো দূরে।

পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে জাকার্তার নতুন আমেরিকান রাষ্টদূত, হাওয়ার্ড জোনস ওয়াশিংটনে সেক্রেটারি অব স্টেট, ফস্টার ডালেসকে কেবল করেন। জানান, জেনারেল নাসুতিয়ন একজন ঘোর অ্যান্টিকমিউনিস্ট। তার বিরুদ্ধে লড়াই হলে বিদ্রোহীদের কোনো সুযোগ জুটবে না। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি।

আইজেনহাওয়ারের সন্তানদের একজন ছিলেন জেনারেল নাসুতিয়নের চিফ অব অপারেশনস, কর্নেল আহমেদ ইয়ানি। কড়া আমেরিকাপন্থি। ফোর্ট লিভেনওয়র্থের ইউএস আর্মি কমান্ড অ্যান্ড জেনারেল স্টাফ কোর্সের গ্রাজুয়েট এবং জাকার্তার আমেরিকান মিলিটারি অ্যাটাশে, মেজর জর্জ বেনসনের বন্ধু। সুমাত্রার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অফেনসিভ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। সুবিধার জন্য বন্ধুর কাছে কিছু ম্যাপ চান নাসুতিয়ন। মেজর কভার্ট অপারেশন সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, কাজেই বিনা দ্বিধায় তাঁকে সাহায্য করেন।

ফিলিপিন্সের ক্লার্ক এয়ার ফোর্স বেজে সিআইএ'র কমান্ডাররা পোলিশ পাইলটদের নেতৃত্বে বাইশ সদস্যের একটা এয়ার ক্রু টিম গঠন করেন। আট বছর আগের দুর্ভাগ্যজনক আলবেনিয়ান অপারেশনের পর থেকেই এজেন্সির পাইলট হিসেবে কাজ করছে তারা। প্রথম ফ্লাইটে তারা সুমাত্রার বিদ্রোহীদের জন্য পাঁচ টন অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং নগদ টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু সে প্লেন ইন্দোনেশিয়ার আকাশ সীমায় ঢুকতেই জেনারেল নাতুসিয়নের টহলদার বাহিনীর চোখে পড়ে যায়। সেটা থেকে যা যা ফেলা হয়, তার সবই খুশি মনে তুলে নিয়ে যায় তারা।

সুলাওয়েসিতেও সিআইএ'র অপারেশন শুরু হয়। আমেরিকান নেভির রিকনাইসন্স মিশন যায় সেখানকার কোন কোন লক্ষ্যে আঘাত হানতে হবে তা চিহ্নিত করতে। তখন আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট বিদ্রোহীরা আমেরিকারই তৈরি .৫০ ক্যালিবারের মেশিন গানের সাহায্যে প্লেনের ওপর গুলিবর্ষণ করে। প্লেন ঘায়েল হলেও ক্র্যাশ ল্যান্ড করা থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যায়। পোলিশ পাইলটরাও নতুন লক্ষ্য সনাক্ত করে।

দু'জন করে পোলিশ ক্রু-র দুটো সেট বি-২৬ প্লেন নিয়ে পৌছায় সুলাওয়েসি এয়ার স্ট্রিপে। তিনটা করে ছয়টা পাঁচশ টনি বোমা আর হেভি মেশিন গান ছিল সেগুলোয়। একটা বি-২৬ ইন্দোনেশিয়ান মিলিটারি এয়ার ফিল্ডে সফল হামলা

চালায়। অন্যটা টেক অফের পরই বিধ্বস্ত হয়। মৃত পাইলটদের বডি ব্যাগে করে তাদের ব্রিটিশ স্ত্রীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তৈরি করা হয় চমৎকার কাহিনী।

এপ্রিলের শেষ নাগাদ সুমাত্রার বিদ্রোহীদের খতম করে ফেলে সুকর্ন'র বাহিনী। তখন সিআইএ'র শেষ ভরসা ছিল সুলাওয়েসি ও তার আশপাশের ছোটো ছোটো কয়েকটি দ্বীপ—দ্বীপপুঞ্জের একেবারে উত্তর-পূর্ব প্রান্তের। সুমাত্রায় সরকারি বাহিনীর তাড়া খেয়ে সিআইএ'র পাঁচজন অফিসার জিপে করে পালাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর ফিউয়েল ফুরিয়ে যেতে গাড়ি ফেলে বনের ভেতর দিয়ে উপকূলে পৌঁছায় তারা। বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রামের দোকান থেকে খাবার চুরি করে খেতে হয়। পরে তারা এক মাছ ধরার ট্রলারের রেডিও থেকে সিঙ্গাপুরের সিআইএ স্টেশনকে নিজেদের অবস্থান জানায়। ইউএসএস *ট্যাং* নামে নেভির এক সাবমেরিন এসে তুলে নেয় তাদের।

এভাবে সুমাত্রার মিশন বাস্তবিকপক্ষে 'কোলাপস' করে। ২৫ এপ্রিল ডিরেক্টর অ্যালেন ডালেস প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের কাছে রিপোর্ট করেন—'বিদ্রোহীদের মধ্যে সুকর্ন'র বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার তেমন স্পৃহা দেখা যায়নি। সৈন্যরা কেন সুকর্ন'র বিরুদ্ধে লড়াই করবে, কমান্ডাররা তাদের বাহিনীর সদস্যদের সে বিষয়ে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা ভারি অদ্ভুত এক যুদ্ধ।'

'তারা আমাকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছে'

আইজেনহাওয়ার এ মিশনের দায় নিতে রাজি ছিলেন না। তাঁর নির্দেশ ছিল 'ইন্দোনেশিয়ার কোনো অপারেশনে আমেরিকান সামরিক বাহিনীর কেউ অংশ নিতে পারবে না।' কিন্তু ডালেস তাঁর নির্দেশ অমান্য করেন।

'৫৮ সালের ১৯ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি দ্বীপে প্লেন থেকে বোমা ও মেশিন গানের গুলি বর্ষণ করা হয়। প্লেনগুলো এজেন্সির ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আর হোয়াইট হাউজে পেশ করার জন্য সিআইএ'র লিখিত ব্রিফিংয়ে সেগুলোকে 'বিদ্রোহীদের প্লেন' দাবি করা হয়। 'সেগুলো আমেরিকান প্লেন ছিল না বা এজেন্সি পার্সোনেলেরা পাইলট করেনি। ইন্দোনেশিয়ান প্লেন ইন্দোনেশিয়ানরা পাইলট করেছে।'

তাদের মধ্যে আল পোপ নামে এক আমেরিকান পাইলট ছিল। ওই সময় তার বয়স ছিল পঁচিশ। সাহসিকতার জন্য পুরস্কারও দেয়া হয় তাকে।

'কমিউনিস্টদের হত্যা করতে ভালো লাগে আমার,' ২০০৫ সালে মন্তব্য করেন আল পোপ। 'যেভাবেই হোক, কমিউনিস্টদের হত্যা করতে পারলে আমি খুশি হতাম।'

২৭ এপ্রিল ছিল আল পোপের প্রথম মিশন। পরের তিন সপ্তাহ তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি সামরিক ও বেসামরিক লক্ষ্যবস্তু এবং উত্তর-পূর্বের কিছু গ্রামে, হারবারে বোমা ও গুলি বর্ষণ করে। অ্যালেন ডালেস মে দিবসের দিন প্রেসিডেন্টকে জানান, এসব হামলা 'প্রায় ফলপ্রসূ হয়েছে। কারণ এর ফলে একটা ব্রিটিশ ও পানামানিয়ান ফ্রেইটার ডুবে গেছে।' অন্যদিকে আমেরিকান দূতাবাসের রিপোর্ট অনুযায়ী শত শত বেসামরিক লোকের মৃত্যু হয়েছে সে হামলায়। চারদিন পর নার্ভাস অ্যালেন ডালেস ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিংয়ে জানান, সেই বোমা বর্ষণের কারণে ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে 'প্রচণ্ড ক্ষোভ' দেখা দিয়েছে। তাদের দাবি আক্রমণে আমেরিকান পাইলটরা অংশ নিয়েছে। অভিযোগ সত্যি, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি অব স্টেটসকে বাধ্য হয়ে তা অস্বীকার করতে হয়েছে।

জাকার্তার আমেরিকান দূতাবাস ও সেনাবাহিনীর প্যাসিফিক অঞ্চলের কমান্ডার, অ্যাডমিরাল ফেলিক্স স্টাম্প ওয়াশিংটনকে সতর্ক করেন, সিআইএ'র ইন্দোনেশিয়া অপারেশন চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আইজেনহাওয়ার সিআইএ'র ডিরেক্টরকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে বলেন। হেড কোয়ার্টার্সের একদল অফিসার হুড়োহুড়ি করে অপারেশনের ঘটনাবলীর দিনপঞ্জী দাঁড় করান প্রেসিডেন্টের অবগতির জন্য। তাতে উল্লেখ করা হয়, যদিও অপারেশন 'জটিল' এবং 'স্পর্শকাতর' ছিল, তবে সেটা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। 'দিনে দিনে' হয়েছে। আকারে বড়ো ও বিস্তৃত ছিল বলে সেটাকে কভার্ট রাখা সম্ভব হয়নি। গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের ব্যর্থতার ফলে এজেন্সির চার্টার ও প্রেসিডেন্টের নির্দেশের সরাসরি ব্যত্যয় ঘটেছে।

মে মাসের ১৮ তারিখ ছিল রবিবার। আল পোপ সেদিনের বেশ অনেকটা সময় কাটান পূর্বাঞ্চলীয় ইন্দোনেশিয়ার আমবন শহরে। নৌবাহিনীর একটা জাহাজ ডুবিয়ে দেন তিনি। মার্কেটে বোমা বর্ষণ করেন এবং একটা গির্জা ধ্বংস করেন। সেদিন সরকারি হিসেবে ছয়জন বেসামরিক এবং সতেরোজন মিলিটারি অফিসার নিহত হয় তাঁর হামলায়। তারপর তিনি এক হাজারেরও বেশি ইন্দোনেশিয়ান ট্রুপবাহী একটা জাহাজের পিছু নেন। কিন্তু একদিকে জাহাজের অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফট গানের ক্রস হেয়ারের মাঝে ছিল তাঁর প্লেন, অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ান এয়ার ফোর্সের একটা ফাইটারও অনুসরণ করছিল সেটাকে। সেটার গোলার আঘাতে ছয় হাজার ফুট উচ্চতায় বিস্ফোরিত হয় আল পোপের প্লেন।

ইন্দোনেশিয়ান রেডিওম্যানকে লাফিয়ে পড়তে বলে তিনি নিজেও সিট ইজেক্ট করে বেইল আউট করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর এক পা প্লেনের লেজে বাড়ি খাওয়ার ফলে নিতম্বের কাছের হাড় গুঁড়ো হয়ে যায়। তাঁর শেষ বোমা জাহাজ থেকে বেশ দূরে পড়ায় ইন্দোনেশিয়ান সৈন্যরা প্রাণে বেঁচে যায়। প্যারাসুটে ভর করে ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে আসেন আল পোপ। প্রচণ্ড ব্যথায় জ্ঞান হারানোর অবস্থা। তাঁর ফ্লাইট সুটের পকেটে ছিল পোপের ব্যক্তিগত রেকর্ড। সেসবের মধ্যে তাঁর ক্লার্ক ফিল্ড অফিসার্স ক্লাবের মেম্বারশিপে কার্ডও ছিল। তিনি আমেরিকান পাইলট, তাঁর সরকারের নির্দেশে ইন্দোনেশিয়ায় বোমা বর্ষণ করেছেন, সেই কার্ডই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল। দেখামাত্র গুলি করা হতে পারত তাঁকে, কিন্তু তা না করে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

'তারা আমাকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়,' বলেছেন আল পোপ। 'তারা বলে, আমি প্রিজনার অব ওয়ার নই। আমার বেলায় জেনিভা কনভেনশন প্রযোজ্য হবে না।'

পোপের নিখোঁজ সংবাদ সেদিনই সন্ধ্যায় এজন্সির হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছায়। এজেন্সির ডিরেক্টর অ্যালেন ডালেস তাঁর ভাই, সেক্রেটারি অব স্টেট, ফস্টার ডালেসের সাথে মিটিংয়ে বসেন। দু'জনেই মেনে নেন এ যুদ্ধে তাদের পরাজয় ঘটেছে। ১৯ মে অ্যালেন ডালেস এক ফ্ল্যাশ কেবল পাঠান তাঁর ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুর স্টেশন চিফদের বরাবরে। সেটার বক্তব্য ছিল : স্ট্যান্ড ডাউন। কাট অফ দ্য মানি। শাট ডাউন দ্য আর্মস পাইপ লাইন। বার্ন দ্য এভিডেন্সেস অ্যান্ড রিট্রিট।

সময়টা আমেরিকার জন্য ছিল পক্ষ পরিবর্তনের। ওয়াশিংটন খুব দ্রুত তার বিদেশ নীতি পাল্টে ফেলে। সিআইএ'র রিপোর্টে এ পরিবর্তন ধরা পড়ে। ২১ মে হোয়াইট হাউজকে জানায় এজেন্সি, ইন্দোনেশিয়ান আর্মি কমিউনিজম দমন করছে। এখন সুকর্ন ইউনাইটেড স্টেটসের স্বার্থ রক্ষা করে চলছেন।

এরপর যতদিন সুকর্ন ক্ষমতায় ছিলেন, সুযোগ পেলেই বিষয়টা তুলতেন তিনি। সিআইএ তাঁর সরকারকে ক্ষমতা থেকে ছুড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল, সে দেশের আর্মি তা জানত। দেশের পলিটিকাল এস্টাবলিশমেন্টও জানত। যার ফলে পরবর্তী উনিশটি বছর সে দেশে কমিউনিস্টদের প্রভাব ও ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে।

'ওরা বলে ইন্দোনেশিয়ায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি,' তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে গিয়ে বলেন আল পোপ। 'কিন্তু ওদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দিয়েছিলাম আমরা। আমি হাজার হাজার কমিউনিস্ট হত্যা করেছি। যদিও তাদের অর্ধেকেই সম্ভবত জানত না কমিউনিজমের অর্থ কি।'

ইন্দোনেশিয়ায় পোপের সার্ভিস রেকর্ড মাত্র এক লাইনে লেখা আছে, হোয়াইট হাউজে পেশ করা সিআইএ'র ২১ মে, ১৯৫৮ সালের ডাহা মিথ্যা এক রিপোর্টে। সেটা এরকম : ১৮ মে বিদ্রোহীদের একটা বি-২৬ আমবনে ভূপাতিত করা হয়েছে।

'আমাদের সমস্যা দিনে দিনে বাড়ছে'

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের চিফ হিসেবে ইন্দোনেশিয়া ছিল ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের শেষ অপারেশন। '৫৮ সালের জুন মাসে বিপর্যস্ত অবস্থায় দূর প্রাচ্য থেকে দেশে ফেরেন তিনি। তারপর গ্রীষ্মের শেষদিকে মানসিক ভারসাম্য পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেন। বিশেষজ্ঞরা তাঁর রোগ নির্ণয় করেন 'সাইকোটিক ম্যানিয়া (psychotic mania)' বা মনোবৈকল্যজনিত বাতিক।

এর লক্ষণ অনেক বছর থেকেই দেখা দিয়েছিল। ইচ্ছাশক্তিবলে পৃথিবীকে বদলে দেয়ার চেষ্টা, ফাঁপা কথামালার বক্তৃতা, একের পর এক সুইসাইডাল মিশন পাঠানো প্রভৃতির মধ্যে। সাইক্রিয়াটিস্ট বা প্রাথমিক সাইকোফার্মাসিউটিক্যালস ব্যবহারের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা সম্ভব ছিল না। তাই বৈদ্যুতিক শকের মাধ্যমে ছয় মাস চিকিৎসা করা হয় উইজনারের। মাথায় ভাইস পরিয়ে সেটার মাধ্যমে এমন মাত্রার বিদ্যুৎ তাঁর দেহের মধ্যে সঞ্চালন করা হতো, যাতে একটা একশ ওয়াটের লাইট বাল্ব জ্বলে। এতে কিছুটা সুস্থ হন উইজনার। কিন্তু তখন আর আগের মতো দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী বা বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন না। সুস্থ হয়ে লন্ডন স্টেশন চিফ হিসেবে কাজে যোগ দেন তিনি।

ইন্দোনেশিয়া মিশন ভেঙে পড়তে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের একের পর এক মিটিংয়ে মস্কোর বিরুদ্ধে নানান অস্পষ্ট অভিযোগ তুলতে এবং আবোল-তাবোল হুমকি দিতে থাকেন ডালেস। প্রেসিডেন্ট শঙ্কা প্রকাশ করতে থাকেন, সিআইএ যা করছে তা বুঝে করছে কি না। একবার তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন : 'অ্যালেন, আপনি কি আমাকে ভয় দিয়ে যুদ্ধে জড়াতে চাইছেন?'

ওদিকে হেড কোয়ার্টার্সে অ্যালেন তাঁর সিনিয়র অফিসারদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে হলে কোথায় যেতে হবে তাঁকে? '৫৮ সালের ২৩ জুন ডেপুটিদের মিটিংয়ে তিনি অভিযোগ করেন : সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে এজেন্সি কোনো কাজের তথ্যই দিতে পারেনি তাঁকে। যা দিয়েছে, তার সবটুকুই ভুয়া।

সিআইএ'র অন্যতম সেরা বিশ্লেষক ও চিফ অব ন্যাশনাল এস্টিমেটস,

অ্যাবট স্মিথ '৫৮ সালে তাঁর অতীতের এক দশকের কাজ সম্পর্কে নিজের জীবনীতে লেখেন : 'আমরা ইউএসএসআর সম্পর্কে একটা কাল্পনিক ছবি তৈরি করে নিয়েছিলাম, এবং যেখানে যা-ই ঘটত, তার সবকিছুর পিছনে দেশটির কাল্পনিক হাত দেখতে পেতাম। ইন্টেলিজেন্স এস্টিমেটরদের এরচেয়ে বড়ো পাপ আর হতে পারে না।'

ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ ইন্টেলিজেন্স বোর্ড অব কনসাল্ট্যান্টস-এর একটা রিপোর্ট পান আইজেনহাওয়ার। তাতে তাঁকে সিআইএকে ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দেয়া হয়। কারণ বোর্ড ভয় পাচ্ছে, 'এজেন্সি তার লক্ষ্য নির্ধারণে, ইন্টেলিজেন্স ইনফর্মেশন সংগ্রহে এবং নিজের অপারেশন সফল করতে, সবকিছুতেই ব্যর্থ হচ্ছে।' সাবেক ডিফেন্স সেক্রেটারি, রবার্ট লভেটের বোর্ড আরও পরামর্শ দেয় কভার্ট অপারেশনের দায়িত্ব অ্যালেন ডালেসের হাতে আর না রাখতে।

ডালেস বরাবরের মত এজেন্সিকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন। তিনি দাবি করেন, সিআইএ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। পরে তিনি হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে নিজের সিনিয়র স্টাফদের বলেন, 'আমাদের সমস্যা দিন দিন বাড়ছে।'

তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, উইজনারকে সরিয়ে নিলেই ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তাঁর জায়গায় বসানোর উপযুক্ত মানুষ অ্যালেন ডালেস পেয়ে গেছেন।

'একবার নিচে নামেন, একবার ওপরে ওঠেন'

১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি রিচার্ড বিসেল সিআইএ'র ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের নতুন চিফ হন। একই দিনে কিউবার ক্ষমতায় বসেন আমেরিকার চোখের কাঁটা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো। সিআইএ ক্যাস্ট্রোকে কেন হুমকি হিসেবে দেখত, ২০০৫ সালে প্রকাশিত এজেন্সির গোপন দলিলে তার বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

এজেন্সি অনেকদিন থেকেই তীক্ষ্ণ নজর রেখে আসছিল ক্যাস্ট্রোর ওপর। তাঁর ব্যাপারে কি করা যায় বুঝে উঠতে পারছিল না। সিআইএ'র হাভানা স্টেশন চিফ তখন জিম নোয়েল। তিনি বলেন, 'অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবজার্ভার মনে করেছিলেন ক্যাস্ট্রোর প্রশাসন বড়জোর কয়েক মাস টিকতে পারবে।' তাঁর অফিসাররা হাভানার কান্ট্রি ক্লাবে বসে সময় নষ্ট করতেন এবং দেরিতে রিপোর্ট দিতেন। এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্সের অনেকে বলতেন, ক্যাস্ট্রোকে এজেন্সির অস্ত্রশস্ত্র, টাকা ইত্যাদি দেয়া উচিত।

সিআইএ'র প্যারামিলিটারি ডিভিশনের চিফ, আল কক্স প্রস্তাব দেন 'ক্যাস্ট্রোর সাথে গোপন সম্পর্ক গড়ে তুলতে' এবং দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে তাঁকে নিয়মিত অস্ত্রশস্ত্র, টাকা ইত্যাদি সরবরাহ করতে। তিনি সিনিয়র অফিসারদের প্রস্তাব দেন, কিউবান নাবিক-ক্রু পরিচালিত জাহাজে করে সে দেশে অস্ত্র-গোলাবারুদ পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু 'সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হবে ক্যাস্ট্রোকে টাকা দেয়া, যাতে তিনি নিজেই অস্ত্র কিনতে পারেন। তবে টাকা এবং অস্ত্রশস্ত্র, দুটোই একযোগে পাঠানো গেলে সবচেয়ে ভালো হবে।'

আল কক্স অ্যালকোহলিক ছিলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনা হয়তো সে জন্য কিছুটা ধোঁয়াটে ছিল। তবে তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই বিষয়টা একইভাবে দেখতেন। ওই সময় এজেন্সির ক্যারিবিয়ান অপারেশন ডেস্ক-এর প্রধান ছিলেন রবার্ট রেনল্ডস। অনেক বছর পর তিনি বলেছিলেন, 'আমার সমস্ত স্টাফ আর আমি, সবাই তখন ফিদেলিস্টাস হয়ে গিয়েছিলাম।'

বাতিস্তাকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করা ফিদেল ক্যাস্ট্রো ১৯৫৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে আমেরিকায় সরকারি সফরে এলে এক সিআইএ অফিসার মুখোমুখি তাঁকে ব্রিফ করেন। তিনি ফিদেলকে 'ল্যাটিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক ও অ্যান্টি-ডিক্টেটর শক্তির এক নতুন আধ্যাত্মিক নেতা' হিসেবে বর্ণনা করেন।

সিআইএ ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে চিনতে ভুল করেছে জেনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার। এ প্রসঙ্গে নিজের জীবনীতে তিনি লেখেন : 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স এক্সপার্টরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বেশ কয়েক মাস সময় পেয়েছে, এবং ঘটনাচক্র তাদেরকে এটাও সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে ক্যাস্ট্রোর ক্ষমতায় আসার সাথে কমিউনিজমও এই গোলার্ধে নাক ঢুকিয়েছে।'

'৫৯ সালের ১১ ডিসেম্বর রিচার্ড বিসেল একটা মেমো পাঠান অ্যালেন ডালেসকে। যার বক্তব্য ছিল : 'ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে *এলিমিনেট* করার বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।' ডালেস পেন্সিল দিয়ে সে মেমো সম্পাদনা করেন। *এলিমিনেশন* শব্দের মধ্যে হত্যা কথাটার আভাস আছে বলে তিনি শব্দটা বদলে *রিমুভাল ফ্রম কিউবা* যোগ করেন এবং পরিকল্পনা এগিয়ে নেয়ার অনুমতি দেন।

ক্যাস্ট্রোকে উৎখাতের জন্য ১৯৬০ সালের ৮ জানুয়ারি বিসেলকে একটা টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন ডালেস। বিসেল যাদেরকে সেটার সদস্য করেন, তারা সবাই ছয় বছর আগে গুয়াতেমালা সরকারের বিরুদ্ধে সিআইএ'র নাশকতামূলক মিশনে জড়িত ছিল। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে বিভ্রান্ত করেন তিনি। কিউবা প্রশ্নে রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বেছে নেন দায়িত্বহীন, লক্ষ্যহীন ট্রেসি বার্নসকে। তবে প্রচারণা চালানোর জন্য উপযুক্ত মানুষকেই নেন। তিনি ছিলেন প্রতিভাধর ডেভ ফিলিপস। তাছাড়া প্যারামিলিটারি ট্রেইনিংয়ের জন্য গাং-হো (gung-ho) বা প্রবল উৎসাহী রিপ রবার্টসনকে এবং পলিটিকাল ফ্রন্ট গ্রুপগুলোকে ম্যানেজ করার জন্য এল. হাওয়ার্ড হান্টকে বেছে নেন তিনি।

তাদের চিফ হিসেবে নেন জেক ইস্টারলাইনকে, যিনি ওয়াশিংটনে 'অপারেশন সাকসেস'-এর ওয়ার রুম পরিচালনা করেছেন। '৫৯ সালে এজেন্সির ভেনিজুয়েলা চিফ থাকার সময় ফিদেল ক্যাস্ট্রোর ওপর তাঁর চোখই প্রথম পড়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেন, একনায়ক ফালগেনসিও বাতিস্তাকে পরাজিত করে বীরদর্পে কারাকাসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো। জনতা চিৎকার করে অভিনন্দিত করছে তাঁকে। 'আর সবার মতো আমিও দেখেছি একটা পরাক্রমশালী শক্তি গোলার্ধে কাজ শুরু করেছে,' বলেছেন ইস্টারল্যান্ড। 'সেটাকে মোকাবেলা করতেই হবে।'

কিউবা টাস্ক ফোর্স প্রধান হিসেবে নিয়োগপত্র নেয়ার জন্য ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে ওয়াশিংটনে ফিরে আসেন ইস্টারলাইন। দলটি সিআইএ'র ভেতরে সিক্রেট সেল হিসেবে আকৃতি পেতে থাকে। এ ব্যাপারে টাকা, ইনফর্মেশন ও সিদ্ধান্ত, সব আসে বিসেলের তরফ থেকে। নিজের স্পাইদের কাজ করানোর ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ ছিল না তাঁর। বেশি আগ্রহ ছিল কিউবার ভেতর থেকে ইন্টলিজেন্স

জোগাড় করার। তিনি কখনও ভেবে দেখেননি ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভ্যুত্থান সফল হলে বা ব্যর্থ হলে কি ঘটবে। ইস্টারলাইন এ প্রসঙ্গে বলেন, আমার মনে হয় না এসব নিয়ে কোনো পর্যায়ে মাথা ঘামানো হয়েছে। আমার ধারণা তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, 'মাই গড! একজন সম্ভাব্য কমিউনিস্টের খোঁজ পেয়েছি আমরা। গুয়াতেমালার আরবেনযের মতো একেও পথ থেকে সরিয়ে দেয়াই ভালো হবে।'

ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশনের চিফ, রিচার্ড বিসেল কখনই কিউবা প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, রিচার্ড হেলমসের সাথে কথা বলেননি। এই দু'জন পরস্পরকে ভীষণ অপছন্দ করতেন। সন্দেহ করতেন। হেলমস কিউবা টাস্ক ফোর্সের কারও মাথায় জন্ম নেয়া একটা সম্ভাবনা নিয়ে মাথা খাটাতে থাকেন। প্রোপাগান্ডা পরিকল্পনা। সেটা ছিল এরকম : সিআইএ'র প্রশিক্ষণ পাওয়া এক কিউবান এজেন্ট একদিন ইস্তাম্বুলের উপকূলে হাজির হয়ে দাবি করবে সে রাজনৈতিক বন্দি। সোভিয়েত জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়েছে। সে দাবি করবে ক্যাস্ট্রো সরকার তার মতো হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করে জাহাজে সাইবেরিয়ার লেবার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সে পরিকল্পনার নাম রাখা হয় 'দ্য ড্রিপিং কিউবান।' পরে হেলমস বাতিল করে দেন সেটা।

১৯৬০ সালের মার্চের ২ তারিখ। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে সিআইএ'র অপারেশন অনুমোদন করার দুই সপ্তাহ আগেই ডালেস ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জানান, অপারেশন এরইমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বিসেলের প্রস্তুত সাত পৃষ্ঠাব্যাপী 'হোয়াট উই আর ডুয়িং ইন কিউবা' শিরোনামের এক রিপোর্টে তার বিস্তারিত ছিল। তাতে দেশটির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ, নাশকতা, রাজনৈতিক প্রচারণা এবং খাবারের সাথে ক্যাস্ট্রোকে এমন এক ওষুধ খাওয়ানোর পরিকল্পনা ছিল, যেটা খেলে তার আচরণ পুরোপুরি পাল্টে যেতো। সাধারণ মানুষের চোখে তাঁর মর্যাদা বলে কিছু থাকত না। নিক্সন তাতে রাজি ছিলেন।

১৭ তারিখ দুপুর আড়াইটায় হোয়াইট হউজে একটা ফোর ম্যান মিটিং বসে। তাতে কিউবায় আগ্রাসন চালানোর কথা চেপে গিয়ে প্রেসিডেন্টকে বলা হয় : তারা হাতের ইশারাতেই ক্যাস্ট্রোকে গদি থেকে ফেলে দিতে পারে। তারা একটা দায়িত্বশীল ও একত্রিত কিউবান বিরোধীদল গঠন করতে পারবে। রিক্রুট করা এজেন্টরা পরিচালনা করবে সেটা। হাভানায় বসানো ক্ল্যান্ডেস্টাইন রেডিও স্টেশন থেকে এমনভাবে সরকার বিরোধী প্রচারণা চালানো হবে যাতে মানুষের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে যায়। পানামার ইউ. এস. আর্মির জাঙ্গল ওয়াফেয়ারের ট্রেইনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ পাওয়া ষাটজন কিউবান দেশে ইনফিলট্রেট করবে। সিআইএ তাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র আর গোলাবারুদ সরবরাহ করে যাবে।

বিসেলের মতে এর ফলে ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে পতন ঘটবে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আছে আর সাড়ে সাত মাস। এক সপ্তাহ আগে নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্রেসিডেনশিয়াল প্রাইমারিতে সিনেটর জন এফ. কেনেডি ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সন বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। কাজেই সময়ের এই হিসেবটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আইজেনহাওয়ারের স্টাফ সেক্রেটারি, জেনারেল অ্যান্ড্রু গুডপেস্টার উপস্থিত থেকে এই মিটিংয়ের খুঁটিনাটি নোট করার এক পর্যায়ে লেখেন : 'প্রেসিডেন্ট তাদেরকে বলেন, এটা খুব ভালো প্ল্যান। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নিরাপত্তার অভাব এবং খবর ফাঁস হওয়া নিয়ে ... সবাইকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তারা এ বিষয়ে কিছু জানে না... এর পিছনে আমাদের হাত আছে তা যেন কিছুতেই প্রকাশ না পায়।'

এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তার চার্টারে যে কোনো ক্ল্যান্ডেস্টাইন মিশনের গোপনীয়তা রক্ষার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। বলা আছে, সেসবের পিছনে প্রেসিডেন্টের হাত আছে তা যেন কোনোমতেই প্রকাশ না পায়। তারপরও, প্রেসিডেন্ট আরও একটু নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যেন কাজটা তাঁর কথামতই হয়।

'এই মিথ্যা কথার জন্য ভুগতে হবে'

প্রেসিডেন্ট ও ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস চিফ, ডিক বিসেলের মধ্যে আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো সিক্রেট, ইউ-টু (U-2) স্পাই প্লেনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখার নীরব লড়াই দিন দিন জোরদার হচ্ছে। ছয় মাস আগে আইজেনহাওয়ারের সাথে ক্যাম্প ডেভিডে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চেভের বৈঠক হয়। তারপর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশে একবারও ইউ-টু ফ্লাইট ওড়ার অনুমতি দেননি তিনি। ক্রুশ্চেভ ফিরে গেছেন প্রেসিডেন্টের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আশা প্রকাশ করার সাহসের প্রশংসা করে। এদিকে আইজেনহাওয়ার চান 'ক্যাম্প ডেভিডের স্পিরিট' হবে তাঁর উত্তরাধিকার।

প্রেসিডেন্ট চাইছিলেন কথিত 'মিসাইল গ্যাপ' কবর দিতে। ইউএস এয়ার ফোর্স, সিআইএ, মিলিটারি ঠিকাদার এবং রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যরা দাবি করে আসছিল রাশিয়া ব্যাপক পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করছে। আসলে কথাটা ঠিক নয়। সোভিয়েত মিলিটারির ক্ষমতা সম্পর্কে সিআইএ যে পরিসংখ্যান দিয়েছে, তা ছিল আন্দাজের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এ বিষয়ে ১৯৫৭ সাল থেকে প্রেসিডেন্টকে নানান পিলে চমকানো রিপোর্ট দাখিল করে আসছিল সিআইএ—রাশিয়া নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড ফিট করা এমন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল বানিয়েছে যা আমেরিকানগুলোর চাইতে অনেক ভালো এবং

অনেক দ্রুতগতির।

১৯৬০ সালে এজেন্সি আরেকটা ভুয়া, কিন্তু পিলে চমকানো হুমকি দেয় সরকারকে। রিপোর্ট করে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্টকে ১৯৬১ সাল নাগাদ পাঁচশ আইসিবিএম (ICBM) বা ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল জমা হবে। ইউএস স্ট্রাটেজিক এয়ার কমান্ড এই হিসেবের ওপর ভিত্তি করে গোপন 'ফাস্ট স্ট্রাইক' প্ল্যান করে। সেটা এরকম : আমেরিকা আক্রান্ত হলে তিন হাজারেরও বেশি নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড ছোঁড়া হবে যাতে ওয়ারশ থেকে বেইজিং পর্যন্ত প্রতিটা শহর ও মিলিটারি আউট পোস্ট ধুলোয় মিশে যায়। কিন্তু বাস্তবে মস্কোর নিউক্লিয়ার মিসাইলের সংখ্যা পাঁচশোর বাড়ির ধারেকাছেও ছিল না। তাদের ছিল মাত্র চারটা।

প্রেসিডেন্ট সাড়ে পাঁচটি বছর ভয়ে ভয়ে ছিলেন যে তাঁদের ইউ-টু গোয়েন্দা বিমানই হয়তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হয়ে উঠবে। যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশ থেকে সেগুলোকে সরিয়ে নেয়া যায়, তাহলে হয়তো দেশটির সাথে শান্তি চুক্তি করার একটা সুযোগ আসতে পারে। ক্যাম্প ডেভিডে ক্রুশ্চেভের সাথে শান্তি আলোচনার পর সিআইএ প্রস্তাবিত নতুন ইউ-টু ফ্লাইটের অনুমতি বাতিল করে দেন প্রেসিডেন্ট। একই সাথে অ্যালেন ডালেসকে আরও একবার মনে করিয়ে দেন, গ্যাজেটের সাহায্যে তাদের মিলিটারি সক্ষমতার খুঁটিনাটি আবিষ্কার করার চেয়ে এসপিওনাজের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য জানাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। যন্ত্র নয়, কেবল স্পাইরা তাঁকে সঠিকভাবে জানাতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য।

প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আসল জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা না করে শুধু ইউ-টু ফ্লাইট চালানো হবে উস্কানিমূলক। মস্কোকে খোঁচা মারার শামিল। এর ফলে তাদের ধারণা হতে পারে আমরা সমস্ত সোভিয়েত মিলিটারি ইন্সটলেশন ধ্বংস করার জন্য চুপিসারে আক্রমণ চালানোর কথা গুরুত্বের সাথে ভাবছি।' ১৯৬০ সালের ১৬ মে প্যারিসে আইজেনহাওয়ার ও নিকিতা ক্রুশ্চেভের আলোচনায় বসার কথা ছিল। প্রেসিডেন্টের ভয় ছিল তাঁর মহামূল্যবান সম্পদ, তাঁর সততা প্রশ্নবিদ্ধ হবে যদি দুই নেতার আলোচনা চলার সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনো ইউ-টু গোয়েন্দা ফ্লাইটকে গোয়েন্দাগিরি করার সময় দেশের মাটিতে ভূপাতিত করতে পারে।

থিয়োরি অনুযায়ী ইউ-টু ফ্লাইটের মিশন অনুমোদন করার ক্ষমতা আছে একমাত্র প্রেসিডেন্টের। কিন্তু বিসেল প্রেসিডেন্টের তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়াল খুশিমত করতেন সে কাজ। সেগুলোর ফ্লাইট প্ল্যানও নিজেই পূর্ণ করতেন। ব্রিটিশ ও চিয়াং কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী চীনের (ফরমোজা, পরে তাইওয়ান) মাধ্যমে গোপনে গোয়েন্দা ফ্লাইট পাঠাতেন। তিনি নিজের জীবনীতে লিখেছেন—অ্যালেন ডালেস জেনে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন যে প্রথম ইউ-টু ফ্লাইট বিসেলের নির্দেশে সরাসরি মস্কো আর লেনিনগ্রাদের ওপর দিয়ে চক্কর মেরেছিল। সিআইএ'র ডিরেক্টর বিষয়টা জানতেন না। বিসেলও তাঁকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি।

বিসেলের কয়েক সপ্তাহের যুক্তিতর্কের পর '৬০ সালের ৯ এপ্রিল আইজেনহাওয়ার রাজি হন মস্কোর আকাশে ইউ-টু ফ্লাইট পাঠাতে। পাকিস্তান থেকে যাত্রা করবে সেটা। ওপরে ওপরে মিশন সফল ছিল। কিন্তু সোভিয়েতরা টের পেয়ে যায় তাদের আকাশসীমা আরও একবার লঙ্ঘিত হয়েছে। এরপর অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ওঠে মস্কো। বিসেল লড়াই করে আরও একটা ফ্লাইট অনুমোদন করান। প্রেসিডেন্ট ২৫ এপ্রিল ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি দেন। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় সেদিন কমিউনিস্ট লক্ষ্যগুলো দেখা সম্ভব হয়নি আকাশ থেকে। বিসেল বাড়তি আরও কয়েকদিন সময় প্রার্থনা করলে আইজেনহাওয়ার ছয়দিন সময় দেন। প্যারিস সম্মেলনের আগে শেষ করতে হবে গোয়েন্দা ফ্লাইট। কিন্তু বিসেল বিশেষ সুবিধার আশায় ডিফেন্স সেক্রেটারি এবং জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেন-দরবার করে গোপনে আরও একটা ফ্লাইটের অনুমতি আদায় করে নেন। তাঁর এই খামখেয়ালিপনার জন্য পরে চরম মূল্য দিতে হয় আমেরিকাকে।

মে দিবসে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের ভয় কঠিন বাস্তবে পরিণত হয়। ইউ-টু গোয়েন্দা ফ্লাইটকে গুলি করে সেন্ট্রাল রাশিয়ায় ফেলে দেয় রাশিয়ান এয়ার ফোর্স। সিআইএ'র পাইলট ফ্রান্সিস গ্যারি পাওয়ার্সকে জীবিত আটক করা হয়। সেদিন অস্থায়ী সেক্রেটারি অব স্টেট ছিলেন সি. ডগলাস ডিলন। তিনি পরে জানান, 'প্রেসিডেন্ট আমাকে বলেছিলেন, অ্যালেন ডালেসের সাথে পরামর্শ করে কিছু একটা করতে। প্লেন খোয়া যাওয়া নিয়ে একটা ঘোষণা দিতে।' নাসা (NASA)-র পক্ষ থেকে পরে জানানো হয় তুরস্কের আকাশে আমেরিকার একটা আবহাওয়া বিমান নিখোঁজ হয়েছে। কিন্তু সেটা ছিল সিআইএ'র গা বাঁচানোর জন্য তৈরি কভার স্টোরি। এজেন্সির ডিরেক্টর এ বিষয়ে হয় কিছু জানতেন না, নয়তো আসল ঘটনা ভুলে গিয়েছিলেন।

'আমরা বুঝতে পারছিলাম না এমনটা কিভাবে ঘটল,' বলেন ডিলন। 'তবে সেই গেরো থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের জন্য জরুরি ছিল।'

কিন্তু বেশ কঠিন হয়ে পড়ে কাজটা। আগের গা বাঁচানোর কাহিনী বহাল রাখার স্বার্থে হোয়াইট হাউজ ও স্টেট ডিপার্টমেন্ট সাতদিন পর্যন্ত আসল খবর চেপে রাখার চেষ্টা করে সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু তাদের মিথ্যার পর্দা দিন দিন পাতলা হতে থাকে। তারপর মে মাসের ৭ তারিখে জানা যায় : 'এ ধরনের ফ্লাইটের অনুমোদন ছিল না।' বিষয়টা ফাঁস হয়ে যেতে আইজেনহাওয়ারের মনের জোর নষ্ট হয়ে যায়। ডিলন বলেন : 'এ বিপর্যয়ের সমস্ত দায়িত্ব তিনি অ্যালেন ডালেসের কাঁধে চাপাতে রাজি ছিলেন না। কারণ তা করতে গেলে সবাই ভাবত দেশে কি চলছে না চলছে, প্রেসিডেন্ট সেসবের কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না।'

৯ মে প্রেসিডেন্ট ওভাল অফিসে পা রেখে সবাইকে শুনিয়ে বলেন : 'আমার পদত্যাগ করতে ইচ্ছে করছে।' ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার ইতিহাসে

সেবারই প্রথম সাধারণ দেশবাসী জানতে পারল যে ন্যাশনাল সিকিউরিটির নামে প্রেসিডেন্ট তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকিতা ক্রুশ্চেভের সাথে তাঁর শীর্ষ সম্মেলন বাতিল হয়ে যায়, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বরফ যেটুকুও বা গলতে শুরু করেছিল, তা আবার নতুন করে জমাট বাঁধতে শুরু করে।

সিআইএ'র স্পাই ফ্লাইট দু' দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনা কম করেও এক দশকের জন্য পিছিয়ে গেল এর ফলে। তারপরও মিসাইল গ্যাপ কমানোর একটা উদ্যোগ নিলেন আইজেনহাওয়ার। কিন্তু বিধ্বস্ত হওয়া ইউ-টু ফ্লাইটের কারণে তা-ও হলো না। মিথ্যুক বলে পরিগণিত হলেন তিনি। অবসরে যাওয়ার পর এ নিয়ে আফসোস করেছেন আইজেনহাওয়ার। বলেছেন : 'আমার প্রেসিডেন্সির সময়কার সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ছিল ইউ-টুর সেই ফ্লাইট। আমি বুঝতে পারিনি যে সেই একটা মিথ্যা কথার মূল্য আমাদেরকে এভাবে শোধ করতে হবে।'

প্রেসিডেন্ট বুঝতে পারেন এত বদনাম নিয়ে ক্ষমতা ছাড়া ঠিক হবে না। তাই বিদায় নেয়ার আগে বিশ্বের যতো জায়গায় সম্ভব পুলিশি ভূমিকা পালন করে যাবেন ঠিক করেন। সেই বছর, '৬০ সাল ছিল সিআইএ'র জন্য একটা চরম দুঃস্বপ্নের বছর। অ্যালেন ডালেস ও তাঁর লোকজন হোয়াইট হাউজে একটা ম্যাপ নিয়ে আসেন। সেটার এশিয়া, আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে অসংখ্য লাল তীর পোঁতা। সিআইএর 'হট স্পট' ছিল জায়গাগুলো। তাছাড়া ইউ-টু ভূপাতিত করার ক্ষোভ তো ছিলই।

ডিক বিসেল ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা নতুন করে আরও জোরদার করেন। ফ্লোরিডার কোরাল গ্যাবলসে নতুন সিআইএ স্টেশন খেলা হয় এ জন্য। নতুন মিশনের নাম রাখা হয় ওয়েভ (WAVE)। বিসেল ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জানান, এ কাজে তাঁর পাঁচশজন প্রশিক্ষিত, নির্বাসিত কিউবান প্রয়োজন পড়বে। তাদেরকে নিয়ে বড়ো টিম গঠন করবেন তিনি। কয়েক সপ্তাহ আগেও সংখ্যাটা মাত্র ষাটজনে সীমিত ছিল।

পানামায় ইউ.এস. আর্মির যে জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার সেন্টার আছে, তা এই অনভিজ্ঞ, বাড়তি ট্রেইনির চাপ সামাল দিতে পারবে না। তাই জেক ইস্টারলাইনকে গুয়াতেমালায় পাঠান বিসেল, সে দেশের প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল ইদিগোরাস ফিউয়েনটেসের সাথে একটা চুক্তিতে পৌছাতে। ইস্টারলাইন রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল ছিলেন, এবং অভিজ্ঞ হুইলার-ডিলার বা রাজনৈতিক রূপরেখা বিশারদ ছিলেন। তিনি সে দেশে ট্রেইনিং ক্যাম্প হিসেবে যে জায়গা বাছাই করেন, সেটাই পরে 'বে অব পিগস' মিশনের মূল ক্যাম্পে পরিণত হয়। সেই ঘাঁটির নিজস্ব এয়ার পোর্ট, নিজস্ব পতিতালয় ও স্বতন্ত্র বিধি-বিধান ছিল।

সিআইএ যখন সেই ক্যাম্পের কর্তৃত্ব নেয়, তখন সেখানকার পরিবেশ 'মোটেও সন্তোষজনক ছিল না,' বলেন মেরিন কর্নেল, জেক হকিনস।

ইস্টারলাইনের টপ প্যারামিলিটারি পরিকল্পনাবিদ। সেখানে তাঁদেরকে 'বন্দি শিবিরে বাস করার মতো' থাকতে হতো। এ পরিস্থিতি পরে 'রাজনৈতিক জটিলতার' সৃষ্টি করে যা 'সামাল দেয়া সিআইএ'র জন্য ভীষণ কঠিন হয়ে ওঠে।' যদিও সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সে ক্যাম্প, গুয়াতেমালার আর্মি সে বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন ছিল। তারপরও সেখানে বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতি এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েলের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি নাগাদ ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে একটা মাফিয়া কন্ট্র্যাক্ট চূড়ান্ত করেন ডিক বিসেল। সিআইএ'র চিফ অব সিকিউরিটি, কর্নেল শেফিল্ড এডওয়ার্ডসের সাথে দেখা করেন তিনি। কর্নেলকে প্রস্তাব দেন তাঁকে এমন একজন গ্যাং স্টারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে যে 'হিট' করতে পারবে। বিষয়টা তিনি ডালেসকে জানান এবং ডালেস সে পরিকল্পনা অনুমোদনও করেন। এজেন্সির এক ঐতিহাসিক এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানেন এই বলে : 'বিসেল সম্ভবত ভেবে বসেছিলেন যে কমান্ডো ব্রিগেড বে অব পিগস-এ পৌঁছানোর আগেই সিআইএ'র পাঠানো আততায়ীর হাতে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মৃত্যু হবে।'

বিসেলের লোকেরা মাফিয়া প্ল্যান সম্পর্কে কিছুই জানত না। তারা অন্য এক হত্যা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছিল। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয়, একজন সিআইএ শুটারকে কিভাবে ফিদেলের শুটিং রেঞ্জের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব? 'একজন রিপ রবার্টসনকে কি তাঁর কাছে পাঠানো সম্ভব যেখান থেকে সে তাঁকে অনায়াসে গুলি করতে পারে?' জানতে চান ডিক ড্রেইন, কিউবা টাস্ক ফোর্সের অপারেশনস চিফ। প্রশ্ন করেন, 'সেরকম কোনো লোমশ, অর্থাৎ দুঃসাহসী কিউবান কি সত্যি পাওয়া যাবে?'

এ প্রশ্নের জবাব সব সময়ই 'না' ছিল। হাজার হাজার নির্বাসিত কিউবান গিজগিজ করে মায়ামিতে, যাদের অনেকেই সিআইএ'র বহুল পরিচিতি লাভ করা কভার্ট অপারেশনে যোগ দেয়ার জন্য মুখিয়ে ছিল। তবে তাদের মধ্যে ক্যাস্ট্রোর স্পাই সংখ্যাও একেবারে কম ছিল না। তাই সিআইএ ক্যাস্ট্রোকে নিয়ে যতই প্ল্যান করে, তার প্রায় সবই ক্যাস্ট্রোর জানা ছিল।

জর্জ ডেভিস নামে এক এফবিআই এজেন্ট কিছুদিন মায়ামিতে ছিলেন। তাঁর মূল কাজ ছিল কফি শপে আর বারে ঘুরে ঘুরে নির্বাসিত কিউবানরা কি নিয়ে আলোচনা করে, তাই শোনা। তিনি 'ওয়েভ' স্টেশনের সিআইএ অফিসারদের পরামর্শ দেন : 'এই সমস্ত বক বক করা কিউবানদের দিয়ে ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করা কোনোদিনও সম্ভব হবে না। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে মেরিন ফোর্স পাঠিয়ে আগ্রাসন চালানো।' ডেভিসের পরামর্শ তাঁর সিআইএ'র সহকর্মীরা হেড কোয়ার্টার্সে পাঠালে প্রত্যাখ্যান করা হয় সেসব।

'৬০ সালের ১৮ আগস্ট অ্যালেন ডালেস ও ডিক বিসেল কিউবা টাস্ক ফোর্স প্রসঙ্গে একান্তে আলোচনা করেন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সাথে। বিশ মিনিটেরও কম স্থায়ী সে বৈঠকে গুয়াতেমালায় পাঁচশ কিউবানের প্যারামিলিটারি ট্রেইনিংয়ের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে আরও ১০.৭৫ মিলিয়ন দাবি করেন বিসেল। তিনি রাজি হন, তবে একটা শর্তে : যদি সব ক'জন জয়েন্ট চিফ, ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স, ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট এবং সিআইএ'র তরফ থেকে নিশ্চয়তা পাওয়া যায় কিউবানদের এই দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব হবে, আমাদের জয় হবে, তাহলে দেয়া হবে। বিসেল দু'বার চেষ্টা করেন আমেরিকান মিলিটারি ফোর্সের নেতৃত্বে কিউবানদের পাঠানোর প্রস্তাব করতে। কিন্তু ডালেস দু'বারই মাঝপথে থামিয়ে দেন তাঁকে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার কোনো সুযোগ দেননি তিনি।

আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম ও সবচেয়ে বড়ো আগ্রাসন শুরু করার আগে আইজেনহাওয়ার সিআইএকে সতর্ক করেন, তাঁরা যেন 'এমন কিছু করে না বসে, যার ধাক্কা সামাল দেয়ার জন্য আমেরিকা প্রস্তুত নয়।'

'আরেক কিউবা এড়াতে'

একই দিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের অন্য এক মিটিংএ অ্যালেন ডালেসকে নির্দেশ দেন আইজেনহাওয়ার, আফ্রিকার ফিদেল ক্যাস্ট্রো—কঙ্গোর প্রধান মন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বাকে *এলিমিনেট* করতে।

প্যাট্রিস লুমুম্বা ছিলেন ঔপনিবেশিক প্রভু বেলজিয়ামের নির্দয় মুঠো থেকে মুক্তি পাওয়া কঙ্গোর নেতা। নির্বাচনে বিজয়ী। ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মে কঙ্গোর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তিনি। দেশ পুনর্গঠনে আমেরিকার সহায়তা কামনা করেন। কিন্তু আমেরিকা করেনি সহায়তা। কারণ সিআইএ'র দৃষ্টিতে লুমুম্বা ছিলেন মাদকাসক্ত কমিউনিস্ট প্রতারক। আমেরিকা সহযোগিতা করছে না দেখে বেলজিয়ান প্যারাট্রুপাররা আবার রাজধানীতে হানা দিলে লুমুম্বা রাশিয়ানদের সাহায্য কামনা করেন। মস্কো দেরি না করে প্লেন, ট্রাক ও টেকনিশিয়ান পাঠিয়ে সাহায্য করে কঙ্গোকে।

যে সপ্তাহে বেলজিয়ান সৈন্য হানা দেয়, ডালেস সেই সপ্তাহেই ব্রাসেলস-এর স্টেশন চিফ ল্যারি ডেভলিনকে কঙ্গোর রাজধানীতে পাঠান সেখানকার দায়িত্ব নিতে এবং লুমুম্বাকে খতম করার কভার্ট অ্যাকশন কি হবে, তা ঠিক করতে। সেখানে ছয় সপ্তাহ থাকার পর হেড কোয়ার্টার্সে কেবল পাঠান ল্যারি ডেভলিন : CONGO EXPERIENCING CLASSIC COMMUNIST EFFORT TAKEOVER... WHETHER OR NOT LUMUMBA ACTUAL COMMIE OR PLAYING COMMIE GAME... THERE MAY BE LITTLE TIME LEFT IN WHICH TO

TAKE ACTION TO AVOID ANOTHER CUBA.

অর্থ : কঙ্গো কমিউনিস্টদের ক্লাসিক দখলের শিকার হতে চলেছে। লুমুম্বা সত্যিকারের কমিউনিস্ট হোক অথবা কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট খেলা করুক, দেশটাকে আরেক কিউবায় পরিণত হওয়া ঠেকানোর কিছুটা সময় এখনও হয়ত আছে।

অ্যালেন ডালেস সেদিন বিকেলেই ডেভলিনের এই মেসেজের সারবত্তা ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিটির মিটিংয়ে প্রকাশ করেন। সে মিটিংয়ে এনএসসি'র পক্ষ থেকে যিনি নোট নিচ্ছিলেন তাঁর নাম রবার্ট জনসন। গোপন সিনেট টেস্টিমনিতে অনেক বছর পর জানা যায়, ডালেসের বক্তব্য শেষ হতে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তাঁর দিকে ফিরে একঘেঁয়ে কণ্ঠে বলেন : 'লুমুম্বাকে এলিমিনেট করতেই হবে।' প্রেসিডেন্টের বলা শেষ হতে পনেরো সেকেন্ডের মতো কবরের নীরবতা বিরাজ করে রুমে। তারপর আবার শুরু হয় মিটিং। আটদিন পর ডালেস পাল্টা কেবল করেন ডেভলিনকে : IN HIGH QUARTERS HERE IT IS THE CLEAR-CUT CONCLUSION THAT IF ILL CONTINUES TO HOLD HIGH OFFICE, THE INEVITABLE RESULT WILL AT BEST BE CHAOS AND AT WORST PAVE THE WAY TO COMMUNIST TAKEOVER OF THE CONGO... WE CONCLUDE THAT HIS REMOVAL MUST BE AN URGENT AND PRIME OBJECTIVE AND THAT UNDER EXISTING CONDITIONS THIS WOULD BE A HIGH PRIORITY OF OUR COVERT ACTION. HENCE WE WISH TO GIVE YOU WIDER AUTHORITY.

অর্থাৎ : এখানকার উচ্চ পর্যায়ের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়েছে, যদি কঙ্গোর প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়, তাহলে ছোটো ফল হবে বিশৃঙ্খলা এবং বড়ো ফল হবে দেশটি দখল করতে কমিউনিস্টদের রাস্তা করে দেয়া। তাই আমরা সিদ্ধান্তে পৌছেছি তাকে সরিয়ে দেয়াটা হবে আমাদের জরুরি এবং প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা হবে আমাদের কভার্ট অ্যাকশনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজ। অতএব আপনাকে আরও বেশি কর্তৃত্ব দেয়া হলো।

সিআইএ'র তুখোড় কেমিস্ট, ক্লাবফুটেড বা বাঁকা পায়ের সিডনি গটলিয়েব একটা এয়ার লাইনের ক্যারি-অন ব্যাগে করে বিষাক্ত টক্সিন ভর্তি অনেকগুলো ছোটো ছোটো শিশি তুলে দেন কঙ্গোর স্টেশন চিফের হাতে। একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জও ছিল ব্যাগের মধ্যে। যা দিয়ে সেই তরল বিষ খাদ্য, পানীয় বা টুথ পেস্টের টিউবের মধ্যে ইঞ্জেক্ট করে দেয়া যাবে। ডেভলিনের দায়িত্ব ছিল লুমুম্বাকে হত্যা করা। ১০ সেপ্টেম্বর বা তার আগে-পিছের এক রাতে বিষয়টা নিয়ে ডেভলিনের অ্যাপার্টমেন্টে আলাপ হয় ডেভলিন ও গটলিয়েবের।

'আমি জানতে চাই এ নির্দেশ কে দিয়েছে?' কেমিস্ট তার হাতে জিনিসগুলো তুলে দিতে ডেভলিন প্রশ্ন করেন। ১৯৯৮ সালে ডিক্লাসিফাইড হওয়া সিআইএ'র গোপন দলিলে আছে এই জবানবন্দি—লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় ডেভলিন শপথ নিয়ে

বলেন, কেমিস্ট এক কথায় জবাব দেন : 'প্রেসিডেন্ট।'

ডেভলিন বলেন, জিনিসগুলো অফিসের সেফে তুলে রাখেন তিনি। কিভাবে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। পরে তিনি নিজেকে বলেন : এই বিষ আমি এখানে এভাবে ফেলে রাখতে পারি না। পরে তিনি শিশিগুলো কঙ্গো নদীর তীরে মাটির নিচে পুঁতে রাখেন। লুমুম্বাকে মেরে ফেলার নির্দেশ আসায় লজ্জা করছিল, বলেন ডেভলিন। তিনি জানেন, কাউকে সরিয়ে দেয়ার আরও বহু কৌশল জানা আছে সিআইএ'র।

এজেন্সি ততদিনে কঙ্গোর নতুন নেতা নির্বাচন করে ফেলেছে। তিনি জোসেফ মোবুতু। 'কঙ্গোর একমাত্র মানুষ যিনি দৃঢ়তার সাথে যেকোনো পদক্ষেপ নিতে সক্ষম,' ২১ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিংয়ে প্রেসিডেন্টের সামনে তাঁর পরিচিতি এভাবে তুলে ধরেন অ্যালেন ডালেস। অক্টোবরের শুরুতে তাঁকে আড়াই লাখ ডলার নগদ সহায়তা পাঠায় এজেন্সি। পরের মাসে পাঠায় অস্ত্রশস্ত্র, গুলি। মোবুতু লুমুম্বাকে পাকড়াও করে তাঁর 'জানের শত্রু' বেলজিয়ানদের হাতে তুলে দেন।

এলিজাবেথভিলের সিআইএ স্টেশনের রিপোর্টে জানা যায়, আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা বসার দুই রাত আগে ফ্লেমিশ অরিজিনের এক বেলজিয়ান অফিসার মেশিন গানের এক পশলা গুলিতে প্যাট্রিস লুমুম্বার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়। সিআইএর পূর্ণ সমর্থন থাকায় পাঁচ বছরের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের পর মোবুতু দেশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। তিনি ছিলেন আফ্রিকায় এজেন্সির পছন্দের মিত্র এবং স্নায়ু যুদ্ধের সময় উপমহাদেশে পরিচালিত প্রতিটা কভার্ট অ্যাকশনের ক্লিয়ারিং-হাউস।

পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিবাজ নেতাদের অন্যতম ছিলেন জোসেফ মোবুতু। আমেরিকার আশীর্বাদে দীর্ঘ তিন দশক দাপটের সাথে একনায়কত্ব চালিয়ে গেছেন। দেশের বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ, ডায়মন্ড, বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য ও স্ট্রাটেজিক মেটাল বিক্রি থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লোপাট করে বিদেশে পাচার করেছেন। নির্বিচারে খুন-খারাবি করেছেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে।

'অসমর্থনযোগ্য অবস্থান'

১৯৬০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসতে থাকে, ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ততোই মনে হচ্ছিল সিআইএ কিউবায় আগ্রাসন চালানোর জন্য একেবারে মুখিয়ে আছে। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ তিনি টাস্ক ফোর্সকে নির্দেশ দেন : এখনই কিছু করে বসবেন না। নির্বাচন আগে শেষ হতে দিন।'

এই দেরি ক্যাস্ট্রোর জন্য আশীর্বাদ হয়ে ওঠে। কিউবান স্পাইরা তাঁকে জানায়, আমেরিকা সম্ভবত কিউবার বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে চাইছে। সুচতুর ক্যাস্ট্রো দ্রুততার সাথে তাঁর মিলিটারি ও ইন্টেলিজেন্স ফোর্স গঠন করে ফেলেন এবং নিজেদের অভিযানে সিআইএ যাদেরকে ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে শক ফোর্স হিসেবে ব্যবহার করবে ভেবেছিল, নিজ দেশের সেইসব রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের পাইকারী হারে গ্রেফতার করেন। ফলে দেশের ভেতরে ক্যাস্ট্রো বিরোধী যে শক্তি ছিল, গ্রীষ্মের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে। অথচ দ্বীপ রাষ্ট্রটিতে কী ঘটছে, সিআইএ তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায়নি। ট্রেসি বার্নস কিউবায় একটা জনমত জরিপের আয়োজন করেন। তাতে দেখা যায় সাধারণ মানুষ ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে অবিশ্বাস্যরকম সমর্থন করে। ফলাফল মনমত না হওয়ায় জরিপ প্রত্যাখ্যান করেন তিনি।

নিজেদের কিউবান মিত্র, শক ফোর্সের জন্য প্লেন থেকে দ্বীপে অস্ত্রশস্ত্র ফেলার একটা উদ্যোগ নেয় সিআইএ। কিন্তু সেটাও শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখ গুয়াতেমালা থেকে সিআইএ'র একটা প্লেন কিউবার উদ্দেশে যাত্রা করে। একশ বিদ্রোহীর জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন গান, রাইফেল, কোল্ট .৪৫ ও পর্যাপ্ত গুলি নিয়ে আসছিল সেটা। খড়ের গাদায় করে জিনিসগুলো কিউবায় ফেলা হয় ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সাত মাইল দূরে। ক্যাস্ট্রোর বাহিনী তুলে নেয় সে সব, এবং অস্ত্র নিতে আসা সিআইএ'র কিউবান এজেন্টকে সেখানেই গুলি করে হত্যা করে। ওদিকে পাইলট ফিরে যাওয়ার সময় পথ হারিয়ে দক্ষিণ মেক্সিকোয় অবতরণ করলে পুলিশ প্লেনটাকে আটক করে। এভাবে একের পর এক ত্রিশটা ফ্লাইট পরিচালনা করে সিআইএ, শেষ পর্যন্ত সফল হয় মাত্র তিনটা।

অক্টোবরের প্রথম দিকে সিআইএ'র বোধোদয় ঘটে কিউবার ভেতরের ক্যাস্ট্রো বিরোধী শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই এজেন্সির। জেক ইস্টারলাইন এ প্রসঙ্গে বলেন : 'ক্যাস্ট্রোর স্পাইরা যে তাদের দলে পেনিট্রেট করেনি, আমার সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম না।' ততদিনে তাঁর বোঝা হয়ে গেছে কোনো ধরনের 'কাঁচা হাতের' নাশকতার সাহায্যে ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।

অন্যদিকে ডিক বিসেল বলেন : 'আমরা কিউবায় ইনফিলট্রেট করার ও সরবরাহ ব্যবস্থা নতুন করে গড়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাজ হয়নি। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই, এখন প্রয়োজন একটা শক অ্যাকশন। ফুল স্কেল আগ্রাসন।'

কিন্তু প্রেসিডেন্টের অনুমোদন বা প্রয়োজনীয় সৈন্যবল, কোনোটাই ছিল না। গুয়াতেমালায় যে পাঁচশ লোককে এ মিশনের জন্য ট্রেইনিং দেয়া হচ্ছিল, তারা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় 'অসম্ভবরকম অল্প।' বিসেল ও ইস্টারলাইন বুঝতে পারছিলেন

ষাট হাজার সৈন্য, ট্যাংক, আর্টিলারি এবং একটা নির্দয়, তুখোড় ইন্টারনাল সিকিউরিটি সার্ভিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে আরও অনেক বড়ো বাহিনীর প্রয়োজন হবে।

বিসেল এক টেলিফোনে মাফিয়ার সাথে যোগাযোগ রাখতেন, আরেক টেলিফোনে হোয়াইট হাউজের সাথে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন খুব কাছে এসে পড়েছে। এই সময়, '৬০ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কিউবা অপারেশনের মূল ধারণা চাপের মুখে ভেঙে পড়ে। ইস্টারলাইন ঘোষণা করেন, এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করা যাবে না। বিসেল জানতেন কথাটা মিথ্যে নয়, কিন্তু তা নিয়ে কাউকে কিছু না বলে আগ্রাসনের কয়েক মাস আগে তিনি নানান চাতুরীর আশ্রয় নেন।

'একবার তিনি নিচে নামেন, একবার ওপরে ওঠেন,' বলেছেন জেক ইস্টারলাইন। নিচে বলতে কিউবা টাস্ক ফোর্সের কাছে, ওপরে বলতে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ও হবু প্রেসিডেন্টের (নিক্সন) কাছে।

নভেম্বরের নির্বাচনে জন এফ. কেনেডির কাছে এক লাখ বিশ হাজারের মতো ভোটে হেরে যান রিচার্ড নিক্সন। রিপাবলিকানদের কারও কারও সন্দেহ হয় শিকাগোর রাজনৈতিক প্রিসিঙ্কটগুলোতে ভোট চুরি করা হয়েছে। অন্য অনেকের মতে পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় ভোট বেচাকেনাও হয়েছে। নিক্সন এর দায় সিআইএ'র কাঁধে চাপান। তিনি ভুল ভেবে বসেন, ডালেস ও বিসেলের মতো 'জর্জটাউন লিবারেলরা' টেলিভিশনে চূড়ান্ত প্রেসিডেনশিয়াল বিতর্কের আগেই কেনেডির কাছে কিউবা মিশন সম্পর্কে সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন। যদিও তাঁর ধারণা ভুল ছিল।

কেনেডি ক্ষমতায় বসেই জে. এডগার হুভার ও অ্যালেন ডালেসকে আবার নিয়োগ দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। এ পরামর্শটা আসে তাঁর বাবার কাছ থেকে। রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য। এডগার হুভার কেনেডি পরিবারের অনেক গভীর, অনেক গোপন কথা জানতেন। সেসবের একটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের এক সন্দেহভাজন নাৎসী স্পাইয়ের সাথে কেনেডির যৌন সম্পর্কের কথা। ডালেসকে সে কথা জানিয়েছিলেন তিনি। কেনেডি পরে কিউবা মিশন সম্পর্কে জানতে পারেন ঠিকই, তবে সে তাঁর বাবার জন্য। আইজেনহাওয়ারের বোর্ড অব ফরেইন ইন্টেলিজেন্স কনসাল্ট্যান্টদের একজন ছিলেন তিনি।

১৮ নভেম্বর ফ্লোরিডার পাম বিচে তাঁর বাবার রিট্রিট বা অবসর যাপন কেন্দ্রে জন এফ. কেনেডির সাথে সাক্ষাৎ করেন অ্যালেন ডালেস ও ডিক বিসেল। তার তিনদিন আগে কিউবা অপারেশন সম্পর্কে বিসেল একটা সিদ্ধান্তমূলক রিপোর্ট পান ইস্টারলাইনের কাছ থেকে। সেটা এরকম : 'দ্বীপ রাষ্ট্রটির ওপর ফিদেল ক্যাস্ট্রো যেভাবে নিজের কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে আমাদের আগের পরিকল্পনা সফল হওয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। দেশটিতে

অসহযোগ আন্দোলন সৃষ্টি করা যাবে বলে আগে যেমন ভাবা হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে সেটাও সম্ভব হবে না। তাছাড়া তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে আগের হামলা পরিকল্পনা সফল করা যাবে কি যাবে না, তা নিয়েও গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এছাড়া ১৫শ থেকে ৩ হাজার সৈন্যের সাহায্যে সৈকতের একাংশ দখল করে এয়ার স্ট্রিপ স্থাপন করার দ্বিতীয় যে পরিকল্পনা ছিল, সেটাও এখন অসম্ভব মনে হচ্ছে। জয়েন্ট এজেন্সি/ডিওডি অ্যাকশন ছাড়া সফল হওয়ার আর কোনো উপায় নেই।'

আরেক কথায় এর সরলসোজা অর্থ হচ্ছে : ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতা থেকে হটাতে হলে ইউনাইটেড স্টেটসকে মেরিন যোদ্ধাদের পাঠাতে হবে সে দেশে।

'আমি সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সে নিজের অফিসে ছিলাম,' অতীত রোমন্থন করতে গিয়ে ইস্টারলাইন বলেন। 'মনে মনে বললাম, "গডড্যামিট! আশা ছিল আমার সতর্কবাণী অনুযায়ী জন কেনেডিকে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলবে বিসেল।" কিন্তু কিছুই বলল না। একটা অসম্ভব মিশন বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়ে গেল।

'পাম বিচ ব্রিফিং সিআইএ'-র কর্ণধারদের "চূড়ান্ত অসমর্থনযোগ্য এক পরিস্থিতির" মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়,' পরে এজেন্সির ঐতিহাসিকদের কাছে মন্তব্য করেন ডিক বিসেল। সেদিনের মিটিং সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা যে নোট নিয়েছিলেন, তাতে দেখা যায় তাদের ইচ্ছা ছিল অতীতের সাফল্য নিয়ে—বিশেষ করে গুয়াতেমালা নিয়ে আলোচনা করার। এছাড়া কিউবা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার আসন্ন কয়েকটি কভার্ট অপারেশন নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের জন্য তা হয়নি। তিনি সেদিনের মিটিংকে 'ন্যারো এজেন্ডায়' সীমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে তিনি প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে যে সমস্ত কভার্ট অপারেশনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই আরেক প্রেসিডেন্টের প্রশাসনের কাছে স্থানান্তরিত হয়।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার কখনও কিউবা মিশন অনুমোদন করেননি। কিন্তু জন এফ. কেনেডির সে কথা জানা ছিল না। তিনি জানতেন ঠিক ততখানি, যতখানি অ্যালেন ডালেস ও ডিক বিসেল তাঁকে জানিয়েছিলেন।

'আট বছরের পরাজয়'

এজেন্সির কাজের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার সমস্ত ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বাইরে থেকে আট বছর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিলেন অ্যালেন ডালেস।

এজেন্সিকে এবং নিজেকে সুরক্ষা করার উপায় আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিশেষ সুখ্যাতি ছিল তাঁর। সব সময় সবকিছু অস্বীকার করে গেছেন, কখনই কোনোকিছুর দায় নিজের কাঁধে নেননি। নিজের কভার্ট অপারেশনের একের পর এক ব্যর্থতাও আড়াল করে গেছেন।

১৯৫৭ সালে সিআইএ'র দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে কেউ যুক্তির কথা বললে বা কেউ সংযমী হতে পরামর্শ দিলে গ্রাহ্য করেননি তিনি। প্রেসিডেন্টের ইন্টেলিজেন্স কনসাল্ট্যান্টরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ রিকমেন্ডেশন পাঠালে তা-ও অগ্রাহ্য করেছেন। নিজের ইন্সপেক্টর জেনারেল রিপোর্ট পাঠালে ফেলে রেখেছেন। নিজের অধীনস্ত দেরকে অসম্মান করেছেন। দুর্ব্যবহার করেছেন সবার সাথে।

'ওই সময় তিনি একজন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত বুড়ো ছিলেন,' বলেন ডিক লেহম্যান। এজেন্সির সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যানালিস্টদের একজন ছিলেন তিনি। 'পেশাদারী আচরণ চূড়ান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তখন মানুষটার। আমাদের সাথে তাঁর আচার-ব্যবহারই বলে দিত মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি।'

ক্ষমতার শেষ দিনগুলোতে আইজেনহাওয়ার বুঝতে পেরেছিলেন নামের সাথে মানায়, এমন কোনো ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস তাঁর কখনও ছিল না। এ সিদ্ধান্তে তিনি পৌছান পুরু এক ফাইল বোঝাই রিপোর্ট পড়ে। তাঁরই নির্দেশ সেসব। সিআইএ পরিবর্তন ঘটানোর আশায় জারি করেছিলেন।

প্রথম রিপোর্টটা ছিল ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬০ সালের। জয়েন্ট স্টাডি গ্রুপের কাজের ওপর। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউ-টু ভূপাতিত করার পর আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের ল্যান্ডস্কেপ সার্ভের জন্য প্রেসিডেন্ট গঠন করেন সেই গ্রুপ। চরম উদ্দেশ্যবিহীন আর বিশৃঙ্খলার এক ছবি। যেটা পরিষ্কার বলে দেয় ডালেস কখনও রাশিয়ার সারপ্রাইজ অ্যাটাকের সমস্যা নিয়ে কাজ করেননি। কখনও মিলিটারি ও সিভিলিয়ান বিশ্লেষণের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেননি। দুর্যোগের সময় জাতিকে সতর্ক করার মতো কোনো ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেননি। সে চেষ্টাও করেননি। আট বছরে দেশের ইন্টেলিজেন্সের কোনো উন্নতি ঘটাতে পারেননি। কেবল একের পর এক কভার্ট অপারেশন চালিয়ে গেছেন যার প্রায় সবগুলোই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখ ফরেইন ইন্টেলিজেন্স অ্যাকটিভিটিজের ওপর প্রেসিডেন্টের বোর্ড অব কনসাল্ট্যান্টস তার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। তাতে কভার্ট অ্যাকশনের ধারণাটিকে 'নতুন করে মূল্যায়ন' করার জন্য বলা হয়। মন্তব্য করা হয় : 'আমরা এমন কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে ব্যর্থ হয়েছি যে সিআইএ পরিচালিত সবগুলো কভার্ট অ্যাকশন প্রোগ্রাম যথাযথ ছিল এবং যে বিপুল টাকা ও অন্যান্য সম্পদ প্রভৃতি সেগুলোর পিছনে ব্যয় হয়েছে, লোকক্ষয় হয়েছে, সেসব যথোপযুক্ত হয়েছে। সিআইএ কভার্ট অ্যাকশনের নামে এই আট বছর

যেভাবে রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক তৎপরতায় চালিয়েছে, তাতে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য, ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিংয়ের কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।'

বোর্ড অব কনসাল্ট্যান্টসের রিপোর্টে সিআইএ থেকে ডিরেক্টর অব সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সকে 'সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলার' বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার আবেদন জানানো হয় প্রেসিডেন্টের কাছে। আরও বলা হয়, ডিরেক্টরের নিজের আসল কর্তব্য আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের সমন্বয় সাধন—ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির হয়ে কোড তৈরি করা, কোড ভাঙ্গা, স্পাই স্যাটেলাইটসমূহের নতুন নতুন সক্ষমতার সাথে তাল মিলিয়ে চলা, মহাশূন্যের ফোটো রিকনাইসন্স সমন্বয় করা এবং আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্সের অন্তহীন সমস্যার মোকাবেলা করা ইত্যাদি। তারপর এজেন্সির বাকি সব কাজও পরিচালনা করতে হয় ডিরেক্টরকে। একসাথে এতকিছু করার সাধ্য অ্যালেন ডালেসের নেই।'

প্রেসিডেন্টের সাথে রিপোর্টটা পর্যালোচনা করার পর তাঁর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এইড, গর্ডন গে লেখেন, 'আমি প্রেসিডেন্টকে মনে করিয়ে দিই, তিনি নিজেও বহুবার এই সাধারণ সমস্যাটির কথা প্রকাশ করেছেন।'

আইকি (আইজেনহাওয়ারের ডাকনাম) জবাবে বলেন, 'আমি চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। কিন্তু অ্যালেন ডালেসকে শোধরাতে পারিনি।'

অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের শেষ সমাবেশে অ্যালেন ডালেস দাবি করেন, 'অনেক কিছুই সুসম্পন্ন হয়েছে। সবকিছুই আমাদের কব্জায় আছে। আমি ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করেছি। অতীতে আমাদের ইন্টেলিজেন্স কখনও এত বেশি করিৎকর্মা, এত বেশি দক্ষ ছিল না। আগের তুলনায় আমাদের সমন্বয় ও সহযোগিতাও অনেক বেড়েছে। কাজেই প্রেসিডেন্টের ইন্টেলিজেন্স বোর্ডের প্রস্তাব উদ্ভট ও অযৌক্তিক। এসব পাগলামী, বেআইনী। তিনি প্রেসিডেন্টকে মনে করিয়ে দেন : 'ইন্টেলিজেন্স কো-অর্ডিনেশন আইন অনুযায়ী এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব আমার। আমি তা ডেলিগেট করতে পারি না। আমার নেতৃত্ব ছাড়া আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স হতো "বাতাসে ভাসমান দেহ।"'

এক সময় রাগে, হতাশায় ফেটে পড়েন আইজেনহওয়ার। বলেন, 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কাঠামোতে খুঁত আছে। এই আত্মতুষ্টি খোঁজার কোনো মানে হয় না। সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে। কাজটা আরও আগেই করা উচিত ছিল আমাদের। পার্ল হারবারের পর থেকে কিছুই বদলায়নি। এ বিষয়ে আমি "আট বছর ধরে পরাজিত হয়েছি। উত্তরসূরির জন্য লিগেসি অব অ্যাশেজ রেখে যাচ্ছি।"

তৃতীয় খণ্ড

হারানো লক্ষ্য

কেনেডি ও জনসনের অধীনে :

১৯৬১–১৯৬৮

‘কেউ জানে না কি করতে হবে’

১৯৬১ সালের ১৯ জানুয়ারি সকালে ওভাল অফিসে প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হন আমেরিকার বিদায়ী এবং নতুন প্রেসিডেন্ট—জেনারেল আইজেনহাওয়ার ও জন এফ. কেনেডি। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির উত্তরাধিকার হাতবদল হয়। আট বছরের জ্ঞান থেকে আইজেনহাওয়ার ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্রাটাজেম (stratagem) বা সমর কৌশল : পারমাণবিক অস্ত্র, কভার্ট অপারেশন ইত্যাদি সম্পর্কে কেনেডিকে জানান। ওভাল অফিস থেকে ক্যাবিনেট রুমে আসেন তাঁরা। পুরনো ও নতুন প্রশাসনের স্টেট, ডিফেন্স ও ট্রেজারি, এই তিন সেক্রেটারির সাথে পরিচিত হন।

‘আইজেনহাওয়ার কিউবায় আমেরিকার গেরিলা অপারেশন চালানো সমর্থন করেন কি না জানতে চান সিনেটর কেনেডি,’ এক রেকর্ড লেখক এভাবেই সেদিনকার ঘটনাবলী রেকর্ড করেন। ‘প্রেসিডেন্ট জবাব দেন, “হ্যাঁ। আমি সমর্থন করি। কারণ আমরা কিউবার সাথে আমেরিকাকে সরাসরি যুদ্ধে জড়াতে দিতে পারি না।” প্রেসিডেন্ট পরামর্শ দেন, একই সাথে নতুন সরকার যদি ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে, সেটা আরও ভালো হয়।’ তাঁর ধারণা, কিউবার ঘটনাকে কাউন্টার ব্যালেন্স করবে ক্যারিবিয়ানের অভ্যুত্থান।

পরদিন ছিল জন এফ. কেনেডির শপথ নেয়ার দিন। ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের চরম দুর্নীতিবাজ ডানপন্থি নেতা, জেনারেলিসিমো রাফায়েল ট্রুজিল্লোর ক্ষমতার ত্রিশ বছর চলছে তখন। আমেরিকার সরকার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সমর্থনই তাঁকে এই তিন দশক ক্ষমতায় থাকতে সহায়তা করেছে। নির্যাতন, জালিয়াতি আর ভয়-ভীতির মাধ্যমে দেশ শাসন করতেন ট্রুজিল্লো।

‘যারা তাঁর শত্রু, তাদেরকে কসাইখানার মাংস ঝোলোনোর হুকের সাথে ঝুলিয়ে বিকৃত আনন্দ পেতেন তিনি। নিজস্ব টর্চার চেম্বার ছিল তাঁর। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিদের হত্যা করার জন্য গুপ্তঘাতকও ছিল,’ কথাগুলো ১৯৬১ সালের শুরুর দিকে বলেছিলেন ডোমিনিকান রিপাবলিকের এক আমেরিকান কূটনীতিক ও কনসাল জেনারেল, হেনরি ডিয়ারবর্ন। ‘কিন্তু তিনি দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। দেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখতেন। জনগণের জন্য নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি করতেন। আমেরিকার জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতেন না, তাই তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক বেশ ভালোই ছিল।’

কিন্তু এক সময় ট্রুজিল্লো দেশবাসীর কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠেন, বলেছেন ডিয়ারবর্ন। 'আমি যে সময় ডোমিনিকান রিপাবলিকে যাই, তখন আমেরিকায় তাঁকে গদি থেকে হঠানোর প্রবল চাপ ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নাগরিক অধিকার ও অন্যান্য গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। গোলার্ধের আরও অনেক জায়গায় বিক্ষোভ চলছিল ট্রুজিল্লোর বিরুদ্ধে। তাঁর ব্যাপারে কিছু একটা করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছিল।'

১৯৬০ সালের আগস্টে ডোমিনিকান রিপাবলিকের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে আমেরিকা। তবে ওয়াশিংটনের বিশেষ নির্দেশে দূতাবাসের কয়েকজন স্পাই ও কর্মচারী রাজধানী সান্টো ডোমিঙ্গোর দূতাবাসে থেকে যায়। তাদের মধ্যে ডিয়ারবর্নও ছিলেন। তাঁকে সেখানকার দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করে যেতে বলা হয়। একই সাথে সিআইএ'র স্টেশন চিফের দায়িত্ব পালন করারও নির্দেশ দেন রিচার্ড বিসেল। কনসাল জেনারেল সম্মতি দেন তাতে।

'৬১ সালের ১৯ জানুয়ারি ডিয়ারবর্নকে জানানো হয়, স্মল আর্মসের একটা চালান ডোমিনিকান রিপাবলিকে যাচ্ছে সেখানকার বিশেষ এক গ্রুপের জন্য। ট্রুজিল্লোকে হত্যা করবে গ্রুপটা। অ্যালেন ডালেসের নির্দেশে এই বিশেষ গ্রুপ কাজ করবে। ডিয়ারবর্ন অনুরোধ করেন কাজটা যারা করবে, সেই ডোমিনিকানদের জন্য তিনটা কারবাইন রাইফেল যেন আমেরিকান দূতাবাসে ফেলে রাখে নেভি পার্সোনেলরা। বিসেলের কভার্ট অ্যাকশন ডেপুটি ট্রেসি বার্নস এ ব্যাপারে সবুজ সংকেত দেন। এরপর সিআইএ তিনটা পয়েন্ট ৩৮ ক্যালিবারের পিস্তল গ্রুপের সদস্যদের হাতে পৌঁছে দেয়। বিসেল অনুমোদন করেন বাড়তি চারটা মেশিন গান ও ২৪০ রাউন্ড গুলি।

নতুন কেনেডি প্রশাসনের কর্তারা অবশ্য শেষের অস্ত্র ও গুলি আমেরিকান কনসুলেটেই রেখে দেন। পৃথিবী যদি জানতে পারে যে আমেরিকা কূটনৈতিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে খুনীদের অস্ত্র সরবরাহ করছে, তাহলে কি ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হবে, এই ভেবে তাঁরা ওগুলো দেননি। ডিয়ারবর্ন একটা কেবল পান, সরাসরি প্রেসিডেন্ট কেনেডি অনুমোদিত। সেটা এরকম : 'ডোমিনিকানরা ট্রুজিল্লোকে হত্যা করলে আমাদের কিছু যায়-আসে না। কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এ বিষয়ে কেউ যেন আমাদেরকে সরাসরি দায়ি করতে না পারে।'

তবে সেরকম কিছু ঘটেনি শেষ পর্যন্ত। বিশেষ টিম দুই সপ্তাহ পর রাফায়েল ট্রুজিল্লোকে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র এজেন্সির সরবরাহ করা হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। সেগুলোয় কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি বটে, তবে আরেকটু হলে স্পষ্ট হয়ে যেত যে এর পিছনে সিআইএ'র হাত ছিল।

আমেরিকার অ্যাটর্নি জেনারেল, রবার্ট এফ. কেনেডি এই হত্যাকাণ্ডের কথা শোনার পর মন্তব্য লিখেছিলেন : 'সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো আমরা আসলে জানি না আমাদেরকে কি করতে হবে।'

কিউবা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সিআইএ, আর ডিক বিসেল ছিলেন সেটার নিয়ন্ত্রক। এই সময় 'সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে লাগল,' বলেছেন জেক ইস্টারলাইন। তবু পিছু পা হলেন না ডিক বিসেল। মিশনের গোপনীয়তা যে অনেক আগেই ফাঁস হয়ে গেছে জেনেও বেপরোয়া তিনি। সিআইএ ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে না মানতে রাজি নন কিছুতেই।

১১ মার্চ চারটা ভিন্ন ভিন্ন প্লট নিয়ে হোয়াইট হাউসে যান বিসেল। কেনেডিকে সেগুলো দেখান। কিন্তু একটা প্লটও সন্তুষ্ট করতে পারেনি প্রেসিডেন্টকে। তিনদিনের মধ্যে আরও ভালো প্লট তৈরি করে আনার নির্দেশ দেন তিনি ক্ল্যান্ডেস্টাইন মিশন প্রধানকে। বিসেলের মাথায় তখন ঘুরছে নতুন ল্যান্ডিং জোনের ভাবনা। বে অব পিগস-এর তিনটা প্রশস্ত সি-বিচের ভাবনা। নতুন অস্থায়ী প্রশাসন গড়ার জন্য সে বিচ উপযুক্ত জায়গা হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন তিনি, 'বিদ্রোহী কিউবানরা' বিচে ল্যান্ড করেই স্ট্রিপগুলো দখল করে নেবে। তারপর সেখানেই গঠিত হবে কিউবার নতুন সরকার। প্রেসিডেন্টকে তিনি আশ্বাস দেন, এ মিশন সফল হবেই।

সিআইএ'র পাঠানো বাহিনী সৈকতে ক্যাস্ট্রোর সৈন্যদের সামনে পড়ে গেলে যুদ্ধ করবে, তারপর পাহাড়ে গা ঢাকা দেবে। কিন্তু যেখানে তারা ল্যান্ড করবে বলে ঠিক হয়েছে, সেই জায়গা ছিল ভীষণ দুর্গম। একেবারেই চলাচলের অযোগ্য। গরানের শিকড় আর হাঁটু সমান নরম, প্যাচপেচে কাদার জন্য বিচের ওই অংশে পা রাখাই দায়। সিআইএ যে সার্ভে ম্যাপ অনুযায়ী মিশনে হাত দিয়েছিল, সেটা ছিল ১৮৯৫ সালের। ওয়াশিংটনের কারও জানা ছিল না সে কথা। ম্যাপে জলাভূমি দেখেই ওটাকে ল্যান্ডিং এরিয়া বানিয়ে ফেলে সিআইএ। কিন্তু ৬০/৬৫ বছরে জায়গাটা যে অনেক বদলে গেছে, তা কেউ বুঝতে পারেনি।

নিজেদের যে সমস্ত মাফিয়া সূত্র ছিল, সিআইএ পরের সপ্তাহে তাদেরকে দিয়ে ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করার অন্যরকম একটা উদ্যোগ নেয়। তাদের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিউবান এজেন্টদের একজন, টনি ভারোনকে বিষ ভরা শিশি ও কয়েক হাজার ডলার দেয়। নির্দেশ দেয়া হয় যেকোনো মূল্যে খাবারের সাথে ক্যাস্ট্রোকে সেই বিষ খাওয়াতে হবে (ইস্টারলাইনের মতে ভারোনা হচ্ছে একটা স্কাউন্ড্রেল, প্রতারক ও চোর)। হাভানার এক রেস্টুরেন্ট কর্মীকে হাত করে তার হাতে বিষ তুলে দেয় ভারোনা। কথা থাকে ক্যাস্ট্রোর আইসক্রিম কোনের মধ্যে বিষ ঢেলে দেবে সে। কিন্তু কিউবান ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা পরে সেই শিশি আবিষ্কার করে ফেলে।

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, কিন্তু প্রেসিডেন্ট অভিযানের অনুমতি দিচ্ছেন না। তিনি আসলে নিশ্চিত হতে পারছেন না অভিযান কিভাবে সফল হবে। বুধবার, ৫ এপ্রিল আবার ডালেস ও বিসেলের সাথে বৈঠকে বসেন কেনেডি। সেদিনও তাঁদের সমর কৌশল পছন্দ হয়নি প্রেসিডেন্টের। পরদিন, ৬ তারিখ তিনি প্রশ্ন করেন : যদি অতর্কিতে হামলা করে ক্যাস্ট্রোর বিমান বাহিনীকে ধ্বংস করেই ফেলা হয়, তাহলে তারা কিউবানদের যে চমক দেয়ার আশা করছে, সেই এলিমেন্ট অব সারপ্রাইজ কি আর থাকবে? কেউ জবাব দিতে পারেনি।

শনিবার, ৮ এপ্রিল রাতে বাসার টেলিফোন একনাগাড়ে বাজছে শুনে সাড়া দেন রিচার্ড বিসেল। জেক ইস্টারলাইনের ফোন। সিআইএ'র ওয়াশিংটন ওয়ার রুম, কোয়ার্টার্স আই থেকে এসেছে। ইস্টারলাইন বলেন প্যারামিলিটারি পার্টনার, কর্নেল হকিনসকে নিয়ে বিসেলের সাথে দেখা করতে চান তিনি। রবিবার সকালে দরজা খুলতেই তাদের দু'জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন বিসেল। অনেক কষ্টে রাগ সামলে রেখেছেন তাঁরা। মার্চ করে ভেতরে ঢুকলেন ইস্টারলাইন ও হকিনস। বিসেলকে জানালেন, কিউবা অপারেশন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু বিসেল তা মানতে রাজি নন। বললেন, এখন আর তা সম্ভব নয়। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হতে যাচ্ছে, এই অবস্থায় সেটা বাতিল বা স্থগিত, কোনোটাই করা যাবে না। ইস্টারলাইন আর হকিনস হুমকি দিলেন সেরকম কিছু হলে তাঁরা পদত্যাগ করবেন। বিসেল তাঁদের দেশপ্রেম ও আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুললে মত পাল্টান ইস্টারলাইন-হকিনস।

ইস্টারলাইন পরে বিসেলকে বলেন, 'বিপর্যয় এড়াতে চাইলে ক্যাস্ট্রোর গোটা এয়ার ফোর্সকে ধ্বংস করে দিতে হবে।' এ কথা তিনি আগেও অনেকবার বলেছেন। সবাই জানে, ক্যাস্ট্রোর ছত্রিশটা ফাইটার প্লেন আছে। সেগুলো যদি আকাশে ওঠার সুযোগ পায়, তাহলে সিআইএ'র ভাড়া করা কিউবান বিদ্রোহীরা তীরে অবতরণ করামাত্র হামলা করবে, বে অব পিগস-এর সৈকত লাল হয়ে উঠবে তাদের রক্তে। বিসেল কথা দেন, তিনি প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে অনুরোধ করবেন যাতে তিনি ক্যাস্ট্রোর বিমান বহর মাটিতেই ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা নেন।

'বিসেল আমাদেরকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলেন ইস্টারলাইন। 'কথা দিয়েছিলেন এয়ার রেইডের কারণে কোনো প্রাণহানী ঘটবে না।'

অথচ শেষ মুহূর্তে রিচার্ড বিসেলই ক্যাস্ট্রোর বিমান বহরকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত আমেরিকান বোমারুর সংখ্যা ষোলো থেকে আট-এ নামিয়ে আনেন। এ কাজ তিনি করেন প্রেসিডেন্টকে খুশি করার জন্য। একটা নীরব অভ্যুত্থান চাইছিলেন তিনি এবং বিসেল তাঁকে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করেছিল সিআইএ তাতে সফল হবে।

১৫ এপ্রিল আটটি আমেরিকান বি-২৬ বোমারু বিমান তিনটা কিউবান এয়ার ফিল্ডে হামলা চালায় এবং সিআইএ ব্রিগেডের ১,৫১১ জন ভাড়াটে যোদ্ধা বে অব পিগস-এর উদ্দেশে যাত্রা করে। বিমান হামলায় পাঁচটা কিউবান ফাইটার ধ্বংস হয় এবং ডজনখানেকের বেশ ক্ষতি হয়। ক্যাস্ট্রোর বিমান বহরের বাকি অর্ধেক থেকে যায় অক্ষত। এ হামলার ব্যাপারে সিআইএ'র কভার স্টোরি ছিল কিউবান এয়ার ফোর্সেরই এক বিদ্রোহী পাইলট এ কাজ ঘটিয়েছে। মিশন শেষে সে ফ্লোরিডায় পালিয়ে গেছে। বিসেল সেদিনই ট্রেসি বার্নসকে নিউ ইয়র্কে পাঠান জাতিসংঘে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, আডলাই স্টিভেনসনকে ঘটনা সম্পর্কে ব্রিফ করতে।

বিসেল ও বার্নস স্টিভেনসনকে বোকা ভেবেছিলেন। তাঁকে নিজেদের এজেন্ট ধরে নিয়েছিলেন। ইরাকে আগ্রাসন চালানোর পর সেক্রেটারি অব স্টেট যেমন করেছিলেন, স্টিভেনসনও তেমনি বে অব পিগস-এর পর তাঁদের শেখানো কাহিনী বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন। তবে কলিন পাওয়েল যা বুঝতে পারেননি, স্টিভেনসন পারদিনই তা ধরে ফেলেন। বুঝে ফেলেন, তাঁকে বোকা বানানো হয়েছে।

সেক্রেটারি অব স্টেট ডিন রাস্ক এমনিতেই সিআইএ'র ওপর রেগে ছিলেন। কারণ সিআইএ অন্য এক মিশন লেজে-গোবরে করে ফেলায় তাঁকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সিঙ্গাপুরের প্রধান মন্ত্রী লি কুয়ান ইউর কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি পাঠাতে হয়েছে। সে দেশের সিক্রেট পুলিশ সিআইএ'র এক সেফ হাউজে ঝটিকা মিশন চালিয়ে সেখানে দেশের এক ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে পেয়ে যায়। জানা গেছে তিনি সিআইএ'র মাসিক ভাতা ভোগী। আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র লি কুয়ান ইউ দাবি করেন, সিআইএ বিষয়টা ধামাচাপা দিতে তাঁকে ৩.৩ মিলিয়ন ডলার ঘুষ সেধেছে।

১৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ছয়টায় স্টিভেনসন নিউ ইয়র্ক থেকে ডিন রাস্ককে কেবল করেন। সতর্ক করে দেন : 'কিউবা প্রশ্নে অসমন্বিত পদক্ষেপ নিতে গিয়ে যেন আরেকটা ইউ-টু ডিজাস্টার ঘটানো না হয়।' সন্ধ্যা সাড়ে নয়টায় প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর, ম্যাকজর্জ বান্ডি ডেকে পাঠান অ্যালেন ডালেসের ডেপুটি ডিরেক্টর, জেনারেল চার্লস পিয়ারে ক্যাবেলকে। বলেন : 'সিআইএ কিউবায় বিমান হামলা চালাতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা বে অব পিগস-এর সৈকতে এয়ার স্ট্রিপ তৈরি করতে পারছে। সোয়া দশটায় ক্যাবেল আর বিসেল হন্তদন্ত হয়ে সেক্রেটারি অব স্টেটের সাত তলার অভিজাত অফিসে হাজির হন।

রাস্ক তাদেরকে জানান সিআইএ'র প্লেন বিচহেড (সৈন্য অবতরণের জন্য প্রথম নির্দিষ্ট জায়গা) সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে পারবে। কিন্তু কিউবান এয়ার ফিল্ড, হারবার অথবা রেডিও স্টেশনের ওপর হামলা করতে পারবে না।

ক্যাবেল পরে এ প্রসঙ্গে লেখেন : 'তিনি জানতে চান আমরা প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে আগ্রহী কি না।' বিসেল ও বার্নসের মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে

আমেরিকা যে অনেক বড়ো রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, আমরা তা বুঝে ফেলি। 'তাই প্রেসিডেন্টের সাথে তারা কথা বলতে চাইবেন বলে মনে হলো না।' বিসেল নিজের মিথ্যা কথার ফাঁদে পড়ে এ নিয়ে আর কথা না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। নিজের জীবনীতে বিষয়টিকে তিনি কাপুরুষতা বলে উল্লেখ করেছিলেন।

ক্যাবেল সিআইএ'র ওয়ার রুমে ফিরে ঘটনা জানাতে জেক ইস্টারলাইনের ইচ্ছে হলো তাঁকে খালি হাতে পিটিয়ে হত্যা করেন। এ প্রসঙ্গে ইস্টারলাইন বলেন : 'এজেন্সি ভাড়াটে কিউবানদের "ড্যাম বিচে সিটিং ডাকের মতো" মরতে পাঠাচ্ছে।'

নিকারাগুয়ার বিমান ঘাঁটিতে সিআইএ'র পাইলটরা আকাশে ওঠার জন্য রেডি, এই সময় ক্যাবেলের মিশন বাতিলের নির্দেশ আসে। সোমবার, ১৭ এপ্রিল ভোর সাড়ে চারটায় ক্যাবেল ফোন করেন ডিন রাস্কের বাসায়। সিআইএ'র কিউবা অভিমুখী অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ বোঝাই জাহাজ বহরের নিরাপত্তায় পাহারাদার প্লেনের ব্যবস্থা করার জন্য প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানাতে বলেন। রাস্ক ফোন করেন 'গ্লেন ওরা' নামে কেনেডির ভার্জিনিয়া রিট্রিটে। কথা বলার সুযোগ করে দেন ক্যাবেলকে।

তাঁর অনুরোধের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, অভিযানের দিন সকালে কিউবায় এয়ার স্ট্রাইক চালানো হবে এমন কোনো খবর তাঁর জানা নেই। ক্যাবেলের পাহারাদার প্লেনের আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেন কেনেডি।

চার ঘন্টা পর কিউবান এয়ার ফোর্সের একটা সি ফিউরি ফাইটার-বম্বার অনেক উঁচু থেকে সাঁ করে বে অব পিগস-এর ওপর নেমে আসে। সেটার পাইলট, আমেরিকায় প্রশিক্ষণ পাওয়া ক্যাপ্টেন এনরিকে কারেরার্স ফিদেল ক্যাস্ট্রোর এয়ার ফোর্সের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। *রিও এসকনডিডো* নামে ঝক্কর মার্কা, জং পড়া বালতি চেহারার এক ফ্রেইটার লক্ষ্য করে ঝাঁপ দেন তিনি। সিআইএ'র সাথে চুক্তি অনুযায়ী নিউ অর্লিয়ন্স থেকে আসছিল সেটা। একই সময় দক্ষিণ-পূর্বে *ব্লাগার* নামের এক ল্যান্ডিং ক্র্যাফট দেখা দেয়। গ্রেস্টোন লিঞ্চ নামে সিআইএ'র এক প্যারামিলিটারি অফিসার সেটার ডেক থেকে পয়েন্ট ৫০ ক্যালিবার মেশিন গান দিয়ে গুলি করে প্লেনটাকে।

রকেটের সাহায্যে তার পাল্টা জবাব দেন ক্যাপ্টেন এনরিকে। *রিও এসকনডিডোর* ফরোয়ার্ড ডেকে, রেইলিংয়ের ছয় ফুট নিচে আঘাত করে রকেট। পঞ্চান্ন গ্যালন এভিয়েশন গ্যাসোলিনের কয়েক ডজন ড্রাম বিস্ফোরিত হয়। তিন হাজার গ্যালন এয়ার ক্র্যাফট ফিউয়েল এবং ফরোয়ার্ড হোল্ডে রাখা ১৪৫ টন গোলাগুলি পুড়ে যায়। ক্রুরা প্রাণ বাঁচাতে জাহাজ ছেড়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটু পর *রিও এসকনডিডো* ভয়াবহ নিনাদে বিস্ফোরিত হয়। বে অব পিগস-এর আধ মাইল এলাকা কিছু সময়ের জন্য বিশাল অগ্নিকুণ্ডের তলায় চাপা পড়ে যায়।

সেখান থেকে ষোলো মাইল দূরের সি বিচে, সিআইএ'র কিউবা মিশনের

হতাহত যোদ্ধাদের মধ্যে থাকা কমান্ডো, রিপ রবার্টসনের সেই কুণ্ড দেখে মনে হলো ক্যাস্ট্রো সম্ভবত আণবিক বোমা ফাটিয়েছেন। কেনেডি ইউএস নেভি প্রধান, অ্যাডমিরাল আর্লেই ব্রুককে নির্দেশ দেন সিআইএকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে। 'ওই অবস্থায় কেউ বুঝতে পারছিল না কি করতে হবে। অপারেশনের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব যাদের, সেই সিআইএ বুঝতেই পারছিল না কি ঘটছে, কি করতে হবে,' ১৮ এপ্রিল অ্যাডমিরাল ব্রুক বলেন এ কথা। 'এ বিষয়ে আমাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। যেটুকুও বা জানানো হয়, তা-ও ছিল অর্ধেক সত্যি।'

দুই রাত ও দিন স্থায়ী হয় বে অব পিগস-এর মরণপণ যুদ্ধ। ক্যাস্ট্রোর কিউবান ও সিআইএ'র কিউবান বাহিনী পরস্পরকে হত্যার নেশায় তাণ্ডব চালায় সেখানে। ১৮ এপ্রিল রাতে বিদ্রোহী ব্রিগেডের কমান্ডার, পেপে সান রোমান প্যারামিলিটারি অফিসার গ্রেস্টোন লিঞ্চকে রেডিও মেসেজ পাঠান : 'আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমরা কতখানি মরিয়া পরিস্থিতির মোকাবেলা করছি? আমাদেরকে সহায়তা করবেন, নাকি কেটে পড়বেন?... প্লিজ, আমাদেরকে ফেলে যাবেন না। আমাদের ট্যাংক নেই, বাজুকার গোলাও ফুরিয়ে গেছে। ভোর হলেই ক্যাস্ট্রোর ট্যাংক বাহিনী আক্রমণ চালাবে। কিন্তু আমরা পিছু হটব না। মরতে হলে এখানে বসেই মরবো।'

সকাল হলো। কোনো সাহায্য এলো না আমেরিকার তরফ থেকে। হাঁটু সমান পানিতে দাঁড়িয়ে রেডিওতে চেঁচাতে লাগলেন সান রোমান : 'আমাদের গুলি ফুরিয়ে গেছে। সি বিচে হাতাহাতি লড়াই চলছে। প্লিজ, সাহায্য পাঠান। আমরা পারছি না সরকারি বাহিনীকে ঠেকাতে। সাহায্য পাঠান।'

বিদ্রোহী ব্রিগেড কমান্ডারের চোখের সামনে, তাঁর আশপাশে হাঁটু সমান, বুক সমান পানিতে দাঁড়িয়ে থাকা কিউবানরা তখন পাখির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মরছে কিউবানদেরই গুলিতে। অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না তাঁর।

'তাদেরকে এয়ার সাপোর্ট দেয়া আমাদের এখতিয়ারের একেবারে বাইরে ছিল,' এজেন্সির এয়ার অপারেশনস চিফ দুপুরে বিসেলকে কেবল করে জানান। 'এরমধ্যে আমরা ৫ জন কিউবান পাইলট, ৬ জন কো-পাইলট, ২ জন আমেরিকান পাইলট ও ১ জন কো-পাইলট হারিয়েছি।' অ্যালাবামা ন্যাশনাল গার্ডের ৪ পাইলটকে চুক্তিতে আনা হয়েছিল এ কাজে। তাদের সবাই মরেছে। অথচ পরে সেইসব পাইলটদের স্ত্রী-পরিজনের কাছে তাদের মৃত্যুর কারণ অনেক বছর পর্যন্ত গোপন রাখা হয়।

'এখনও আমরা আস্থা হারাইনি,' বিসেলকে পাঠানো এয়ার অপারেশনস চিফের কেবলে বলা হয়। 'আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।'

নির্দেশ দেয়ার মতো কিছু ছিল না বিসেলের। ১৯ এপ্রিল দুপুর দুটোর দিকে পুরো হতাশ সান রোমান আমেরিকানদের গালাগালি করেন। গুলি করেন রেডিওতে।

যুদ্ধ বন্ধ করে পরিণতির অপেক্ষায় থাকেন। ষাট ঘণ্টার যুদ্ধ শেষে কিউবান ব্রিগেডের ১,১৮৯ জন ধরা পড়ে, ১১৪ জন নিহত হয়।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রেস্টোন লিঞ্চ লিখেছিলেন : সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে সেবারই প্রথম নিজের দেশের আচরণে লজ্জা পেতে হয়েছে আমাকে।'

একই দিন অ্যাটর্নি জেনারেল, সিনেটর রবার্ট কেনেডি একটা মূল্যবান নোট পাঠান ভাইকে : একটা শো-ডাউনের সময় এসেছে। কারণ আগামী এক বছর বা দুই বছরে পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ হয়ে উঠতে যাচ্ছে। আমরা যদি না চাই সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় তার মিসাইল ঘাঁটি স্থাপন করুক, তাহলে আমেরিকাকে কী করতে হবে তা এখনই ঠিক করা প্রয়োজন।'

'আর কিছু দিয়ে ঢাকো'

প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁর দুই এইডকে বলেন, অ্যালেন ডালেস ওভাল অফিসে আলোচনার সময় তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন বে অব পিগস অপারেশন চোখ বুজে সফল হবে। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমি আইকির (আইজেনহাওয়ার) ডেস্কের সামনে, ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, আমি নিশ্চিত আমাদের গুয়াতেমালা মিশন সফল হবে,' বলেছিলেন ডালেস। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, কিউবা মিশনের সফল হওয়ার সম্ভাবনা গুয়াতেমালা মিশনের চাইতেও অনেক ভালো।'

ডালেস যদি কেনেডিকে এ কথা বলে থাকেন, তাহলে ডাহা মিথ্যা বলেছেন। কারণ তিনি আইকিকে বলেছিলেন গুয়াতেমালায় সিআইএ'র সফল হওয়ার চান্স বড়জোর পাঁচের এক ভাগ—বিমান হামলার সুযোগ না থাকলে শূন্য।

আমেরিকার আক্রমণ যখন শুরু হয়, অ্যালেন ডালেস তখন পুয়ের্টো রিকোয় ভাষণ দিচ্ছিলেন। ওয়াশিংটন থেকে তাঁর লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাওয়া ছিল একটা ভাঁওতাবাজির অংশ। কিন্তু পরে মনে হয়েছে একজন অ্যাডমিরাল নিজের জাহাজকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে তীরে নেমে গেছেন। ডালেসের ওয়াশিংটনে ফিরে আসার কথা স্মরণ করতে গিয়ে ববি কেনেডি বলেন, 'তাঁকে দেখাচ্ছিল জীবন্মৃতের মতো। কম্পিত হাতে মুখ ঢেকে বসেছিলেন তিনি।'

প্রেসিডেন্ট ২২ এপ্রিল ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিং ডাকেন। তাতে উপস্থিত ছিলেন বিপর্যস্ত ডালেস, হোয়াইট হাউজের নতুন মিলিটারি অ্যাডভাইজর জে. ম্যাক্সওয়েল টেইলর, ববি কেনেডি ও অ্যাডমিরাল আর্লেই বার্ক। প্রেসিডেন্ট তাঁদেরকে নির্দেশ দেন, বে অব পিগস ঘটনার ময়না তদন্ত করতে। সেদিন দুপুরের পরই বৈঠকে বসে নতুন গঠিত টেইলর ইনকয়্যারি বোর্ড। ডালেসের মুঠোয় ধরা এক কপি এনএসসি মেমো—৫৪১২/২। যে মেমোবলে ১৯৫৫ সালে কভার্ট

অপারেশন চালানোর প্রেসিডেনশিয়াল অনুমোদন দেয়া হয় সিআইএ'কে।

'সিআইএ'র যে প্যারামিলিটারি অপারেশন চালানো উচিত নয়, সবার আগে আমিই তা বুঝতে পেরেছিলাম,' বোর্ডকে জানান অ্যালেন ডালেস। 'তবে যা হওয়ার হয়ে গেছে। অতীতের সবকিছু ধ্বংস করে আবার নতুনভাবে শুরু করার চেয়ে আমাদের অর্জনগুলো ধরে রাখা জরুরি। যে সমস্ত কাজ ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোকে বর্জন করে চলতে হবে। তারপরের কাজ হবে সবকিছুকে একত্রিত করে আরও কার্যকর কিছু করার উদ্যোগ নেয়া। কাজেই আমাদেরকে এই ৫৪১২ মেমোকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে প্যারামিলিটারি অপারেশন অন্যভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। আমি মনে করি না কাজটা খুব সহজ হবে। আর সবকিছু গোপন রাখাও অত্যন্ত কঠিন হবে।'

টেইলর বোর্ড অল্প দিনের মধ্যে প্রমাণ করে যে কভার্ট অপারেশনের বিকল্প উপায় খুঁজতে হবে। বোর্ডের সাক্ষীদের একজন ছিলেন এজেন্সির সাবেক প্রধান, মৃত্যুপথযাত্রী জেনারেল ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ। তাঁর সেই সাক্ষ্য আজও প্রতিধ্বনিত হয় :

প্রশ্ন : একটা গণতান্ত্রিক দেশে সরকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নিজেদের সমস্ত সম্পদ আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি?

জেনারেল স্মিথ : গণতন্ত্র যুদ্ধ ডেকে আনতে পারে না। যুদ্ধে যেতে হলে আইন পাস করে প্রেসিডেন্টের হাতে বিশেষ বাড়তি ক্ষমতা দিয়ে যেতে হবে। দেশের মানুষ ধরে নেয়, প্রধান নির্বাহীর হাতে যে বাড়তি অধিকার ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, যুদ্ধ শেষে তিনি তা রাষ্ট্র ও জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন : আমরা মাঝেমধ্যে বলে থাকি আমরা বর্তমানে যুদ্ধাবস্থায় আছি।

জেনারেল স্মিথ : ঠিক বলেছেন। কথাটা মিথ্যে নয়।

প্রশ্ন : আপনি বলতে চাইছেন আমরা প্রেসিডেন্টের যুদ্ধকালীন বিশেষ ক্ষমতা সীমিত করে দিই?

জেনারেল স্মিথ : না। তবে এটা ঠিক যে আমেরিকানরা এখন যুদ্ধে জড়িত আছে বলে ভাবছে না। তারা যুদ্ধ বাধাবার কথা ভাবছেও না। আপনি যখন যুদ্ধে জড়াবেন; বিশেষ করে কোল্ড ওয়ার, তখন আপনার বিশেষ একটা এজেন্সি অবশ্যই থাকতে হবে যেটা গোপনে কাজ করতে পারে... আমার মনে হয়

সিআইএ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এতো বেশি জেনে গেছে যে সেটার কভার্ট অপারেশনকে নতুন ছাদ দিয়ে ঢাকতে হবে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন কভার্ট অপারেশনের দায়িত্ব সিআইএ'র হাত থেকে নিয়ে নেয়া উচিত?

জেনারেল স্মিথ : এখন সময় হয়েছে বালতিতে আরেকটা ঢাকনা পরানোর।

এর তিন মাস পর পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মারা যান জেনারেল ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ। সিআইএ'র ইন্সপেক্টর জেনারেল, লেম্যান কার্কপ্যাট্রিক বে অব পিগস প্রশ্নে নিজের ময়না তদন্ত শেষে সিদ্ধান্তে পৌছান, ডালেস ও বিসেল কিউবা মিশন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ও কেনেডি এবং তাঁদের দুই প্রশাসনকে বাস্তব খবরাখবর দেননি। কার্কপ্যাট্রিকের মতে সিআইএ যদি এ কাজ ভবিষ্যতে করতে চায়, তাহলে নিজের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

অ্যালেন ডালেসের ডেপুটি, জেনারেল ক্যাবেল তাঁকে সতর্ক করে দেন তাদের রিপোর্ট যদি শত্রুভাবাপন্ন কারও হাতে পড়ে, তাহলে এজেন্সি ধ্বংস হয়ে যাবে। ডালেস তাঁর সাথে পুরোপুরি একমত হন। তারপর থেকে তিনি লক্ষ্য রাখতেন যেন সমস্ত রিপোর্ট চাপা পড়ে যায়। বিশটার মধ্যে উনিশটা ছাপানো রিপোর্টই ফিরিয়ে এনে ধ্বংস করে ফেলেন ডালেস। যে একটা ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়, প্রায় চল্লিশ বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল সেটা।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডিরেক্টর হিসেবে অবসরে যান অ্যালেন ডালেস। ওয়াশিংটন ডিসির সাত মাইল দূরে, পোটোম্যাক নদীর পশ্চিম তীরে নির্মিত সিআইএ'র নতুন হেড কোয়ার্টার্স ভবনের ফিনিশিং টাচ্ দিচ্ছে তখন শ্রমিকরা। সেটার সেন্ট্রাল লবিতে গসপেল অব জন থেকে একটা উদ্ধৃতি উৎকীর্ণ করার নির্দেশ দেন ডালেস— And ye shall know the truth, and the truth will make you free. বড়ো মেডালের মাঝে উৎকীর্ণ তাঁর একটা ছবিও ঝোলানো হয় সেখানে। ছবিটার চারপাশে লেখা : *Si monumentum requiris circumspice.*

রিচার্ড বিসেল আরও ছয় মাস ছিলেন। পরে এক গোপন সাক্ষ্যে তিনি স্বীকার করেন : 'তাঁর ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের এক্সপার্টরা ছিল অহংকারী। অপদার্থ। সেটা এমন এক জায়গা, যেখানে কেউ কারও পেশাদারী অযোগ্যতার খোঁজ রাখে না।'

বিদায়ের সময় কেনেডি তাঁর ল্যাপেলে ন্যাশনাল সিকিউরিটি মেডাল পরিয়ে দিয়ে বলেন : 'তিনি একটা অক্ষত উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছেন।'

কিন্তু তা ছিল ভগ্ন আস্থার। কারণ পরবর্তী উনিশ বছর কোনো প্রেসিডেন্টই সিআইএ'র ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি।

'নিশানার কেন্দ্রবিন্দুতে বাস করতে হবে'

বে অব পিগস-এর ব্যর্থতার পর প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি রাগে-দুঃখে সিআইএ'কে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলেন। পরে রাগ কমতে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের দায়িত্ব তাঁর ভাই রবার্ট এফ. কেনেডির হাতে তুলে দেন। তাঁর প্রেসিডেন্সির সময় কিছু বিচক্ষণ কাজ হয়েছে। সেসবের মধ্যে এটা ছিল অন্যতম।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী সিনেটর রবার্ট এফ. কেনেডি নির্দয় হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ছেড়ে দেয়া হয় সিআইএ'র অত্যন্ত স্পর্শকাতর ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ভবিষ্যৎ। দুই ভাই মিলে শুরু করেন অভূতপূর্ব উগ্র কভার্ট অ্যাকশন। আইকি তাঁর আট বছরে ১৭০টা মেজর কভার্ট অপারেশন পরিচালনা করেছেন। এই দুই ভাই তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পরিচালনা করেন ১৬৩ টি।

প্রেসিডেন্টের ইচ্ছে ছিল রবার্ট এফ. কেনেডিকে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির পরবর্তী ডিরেক্টরের পদে বসাবেন। কিন্তু রবার্ট কেনেডি ঠিক করেন বে অব পিগস-এর মত ন্যক্কারজনক ঘটনা থেকে যে তাঁর ভাইকে আড়াল করে রাখতে পারবে, ওই পদে তাঁকে বসানো উচিত। চার মাস ধরে বাছাবাছির পর আইজেনহাওয়ারের জ্যেষ্ঠ স্টেটসম্যান জন ম্যাককোনকে পছন্দ হয় তাঁদের। ষাট বছর বয়সী রিপাবলিকান তিনি, কঠোর রক্ষণশীল। ধর্মপ্রাণ রোমান ক্যাথলিক। কমিউনিজম তাঁর দু' চোখের বিষ। '৬০ সালের ইলেকশনে নিক্সন জয়ী হলে ম্যাককোন যে সেক্রেটারি অব ডিফেন্স হতেন, তা প্রায় নিশ্চিত ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চিম উপকূলে জাহাজ নির্মাণের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য গড়ে তোলেন জন ম্যাককোন। তারপর ১৯৪৮ সালে ডিফেন্স সেক্রেটারি জেমস ফোরস্টালের ডেপুটি হিসেবে চাকরিতে যোগ দিয়ে ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্সের প্রথম বাজেট অনুমোদনের ব্যবস্থা করেন। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি এয়ার ফোর্সের আন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন। সে সময় মহাযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে আমেরিকাকে প্রথম ও সত্যিকারের গ্লোবাল মিলিটারি শক্তিতে উন্নীত করেন তিনি। আইজেনহাওয়ারের সময় তাঁর স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যতে দেশে বেশকিছু পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপিত হবে। সে জন্য জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকার জন্য একটা আসনও নিশ্চিত করে রেখেছিলেন জন ম্যাককোন।

রিচার্ড হেলমস ছিলেন ম্যাককোনের কভার্ট অপারেশনস চিফ। হেলমস তাঁর সম্পর্কে বলতেন : 'হলিউডের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়কের মতো' ছিলেন তিনি। সাদা চুল ও লাল থুতনির স্মার্ট বৃদ্ধ ছিলেন। পরতেন গাঢ় রঙের সুট, চোখে দিতেন রিমলেস চশমা। দয়া-মায়া ছিল না অন্তরে। তবে আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচুর। জন ম্যাককোনের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রেড হোয়াইট বলেন, তিনি খুব দ্রুত ববি

কেনেডির ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। এর প্রথম কারণ হচ্ছে তাঁরা দু'জন ধর্মের একই শাখার অনুসারী এবং কমিউনিজমের ঘোর বিরোধী।

অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ল্যাপবোর্ডের বিশাল বাড়িটার নাম ছিল হিকরি হিল। এজেন্সির নতুন হেড কোয়ার্টার্সের মাত্র কয়েকশ গজ দূরে ছিল সেটা। নিজের অফিস জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার সময় ববি কেনেডি প্রায় রোজই একবার করে হেড কোয়ার্টার্সের ঢুঁ মারতেন। ম্যাককোন নিয়মিতভাবে সকাল আটটায় স্টাফ মিটিং করতেন। সেই মিটিংয়ে যোগ দিতেন তিনি। ম্যাককোন তাঁর কাজের অনেক স্মরণীয় দৈনিক রেকর্ড রেখে গেছেন। অনেক হিসেবী আর অসাধারণ ছিল সেসব কাজ। তার অনেকগুলো ২০০৩ ও ২০০৪ সাল ডিক্লাসিফাইড হয়। সেগুলোয় স্নায়ু যুদ্ধের সময়কার অনেক বিপজ্জনক দিনের কথা উল্লেখ আছে।

দায়িত্ব নেয়ার আগে এজেন্সির অপারেশন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেন ম্যাককোন। অ্যালেন ডালেস ও রিচার্ড বিসেলকে নিয়ে ইওরোপ সফর করেন। উত্তর ম্যানিলার কাছে এক পাহাড়ি অবসর যাপন কেন্দ্রে এজেন্সির দূর প্রাচ্যের স্টেশন চিফদের সাথে বৈঠক করেন। তবে ডালেস ও বিসেল তাঁকে ভেতরের সব কথা জানতে দেননি। বিদেশ থেকে আসা ও বিদেশমুখী ফার্স্ট ক্লাস মেইলের চিঠিপত্র খোলা সম্পর্কে ম্যাককোনকে কখনও কিছু জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি তাঁরা।

অথচ সেটা ছিল এজেন্সির সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে বেশিকাল থেকে চলে আসা বেআইনী মিশন। নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মূল পোস্টাল ফ্যাসিলিটিতে ১৯৫২ সাল থেকে এই অপকর্মটি করে আসছিল সিআইএ। এজেন্সির সিকিউরিটি অফিসাররা সেখানকার ফার্স্ট ক্লাস মেইলের চিঠিপত্র খুলত এবং জিম অ্যাংলিটনের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স স্টাফরা তা থেকে তথ্য সংগ্রহ করত। এছাড়া বে অব পিগস-এর কেলেঙ্কারির পর ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করার পরিকল্পনা যে কিছুদিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে, সে কথা ডালেস বা বিসেল, কেউই নতুন ডিরেক্টর ম্যাককোনকে জানাননি। এ কথা জানতে দু বছরেরও বেশি লাগে তাঁর। আর চিঠিপত্র খোলার ঘটনা তিনি জানতে পারেন সারা দেশের মানুষ যখন জেনেছে, তখন।

কেনেডি শপথ নেয়ার পর যে সমস্ত কভার্ট অ্যাকশন ক্লিয়ারিং হাউস বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বে অব পিগস্-এর লজ্জাজনক পরিণতির পর সেগুলোকে আবার চালু করা হয়। প্রেসিডেন্টের ফরেইন ইন্টেলিজেন্স বোর্ডের পরামর্শদাতাদেরও আবার কাজ শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়। স্পেশাল গ্রুপ (পরে এটার নাম হয় ৩০৩ কমিটি) নতুন করে পুনর্গঠিত হয় ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের কাজ দেখাশোনার জন্য। পরের চার বছরের জন্য সেটার চেয়ারম্যান মনোনীত হন প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর – গ্রোটন ও ইয়েল পাস ম্যাকজর্জ

বানডি। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স বিভাগের প্রাক্তন ডিন।

কমিটির বাকি সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ম্যাককোন, জয়েন্ট চিফদের চেয়ারম্যান এবং ডিফেন্স ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র ডেপুটিরা। কিন্তু সিআইএ'র কভার্ট অপারেশন নিয়ে স্পেশাল গ্রুপের সাথে আলোচনা করা হবে কি হবে না, তা বহুদিন পর্যন্ত অমীমাংসিত ছিল। এমন অনেক অপারেশন ছিল যেগুলোর কথা ম্যাককোন বা স্পেশাল গ্রুপের হয় আংশিক জানা ছিল, অথবা একেবারেই জানা ছিল না।

১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে দুই ভাই, জন এফ. কেনেডি ও ববি কেনেডি অত্যন্ত গোপনে কভার্ট অ্যাকশনের জন্য একটা নতুন প্ল্যানিং সেল গঠন করেন। সেটার নাম রাখা হয় Special Group (Augmented)। স্পেশাল গ্রুপ (বৃহত্তর)। সেটা ছিল রবার্ট এফ. কেনেডির আউটফিট। একটাই মিশন ছিল সেটার—ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে উপড়ে ফেলা। নভেম্বরের ২০ তারিখ, নতুন পদে যোগ দেয়ার নয়দিন আগে ম্যাককোনের বাসায় একটা টেলিফোন আসে। ম্যাককোন স্বয়ং রিসিভ করেন এবং জানতে পারেন প্রেসিডেন্ট তাঁকে হোয়াইট হাউসে তলব করেছেন।

পরদিন দুপুরে হোয়াইট হাউসে পৌঁছান ম্যাককোন। দুই কেনেডি তখন বেঢপ আকৃতির একজন সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের সাথে বৈঠক করছেন। তাঁর নাম এড ল্যান্সডেল। বয়স তিপ্পান্ন। দৈহিক বৃদ্ধি অনানুপাতিক হওয়ায় যেমন দৃষ্টিকটু রকম ঢ্যাঙা তিনি, তেমনি কাঠির মতো শুকনো। তাঁর বিশেষত্ব ছিল কাউন্টার ইনসার্জেন্সি। কোরিয়া যুদ্ধের সময় থেকে সিআইএ'র হয়ে কাজ করছেন। ম্যানিলা আর সায়গনে ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের মানুষ হিসেবে কাজ করেছেন। আমেরিকাপন্থি নেতাদের ক্ষমতায় বসতে সহায়তা করেছেন। তাঁকে স্পেশাল গ্রুপ (অগমেন্টেড)-এর নতুন চিফ অব অপারেশনস হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় ম্যাককোনের সাথে।

প্রেসিডেন্ট ব্যাখ্যা করেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ল্যান্সডেল বর্তমানে অ্যাটর্নি জেনারেলের অধীনে নিয়োজিত। কিউবা সমস্যা সমাধানের একটা উপায় খুঁজে বের করা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। প্রেসিডেন্টের আশা ছিল ম্যাককোনও এ বিষয়ে একটা কার্যকর প্ল্যান অব অ্যাকশন আগামী দু' সপ্তাহের মধ্যে উপস্থাপন করবেন। অ্যাটর্নি জেনারেল কিউবা সম্পর্কে নিজের উদ্বেগের কথা জানিয়ে বলেন, এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া একান্তই জরুরি হয়ে পড়েছে। জবাবে ম্যাককোন বলেন, সিআইএ বা কেনেডি প্রশাসনের বাকি অংশ বে অব পিগস-এর অঘটনের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এ জন্যই আমরা তেমন কিছু করতে পারছি না।

ম্যাককোনের বিশ্বাস ছিল সরাসরি যুদ্ধ করা ছাড়া ক্যাস্ট্রোকে কিছুতেই হটানো সম্ভব হবে না, এবং বিশ্বাস করতেন প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, কোনো ধরনের যুদ্ধ চালানোর মত ক্ষমতা ওই সময় সিআইএ'র ছিল না। তিনি প্রেসিডেন্টকে জানান, সিআইএ'র 'ক্লোক অ্যান্ড ড্যাগার' মার্কা পরিচিতি বদলে ফেলার সময় এসেছে।

দেশে দেশে সরকারের পতন ঘটানো, অপছন্দের রাষ্ট্রপ্রধানদের গোপনে হত্যা করা এবং অন্য দেশের রাজনীতিতে নাক গলানো ইত্যাদি বন্ধ করা উচিত।

ম্যাককোন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে মনে করিয়ে দেন বিধান অনুযায়ী এজেন্সি'র একটা মৌলিক দায়িত্ব আছে। সেটা হলো ইউনাইটেড স্টেটসের সংগ্রহ করা '*যাবতীয়* ইন্টেলিজেন্স একত্রিত করা,' সেগুলোকে বিশ্লেষণ করা, মূল্যায়ন করা এবং সবশেষে হোয়াইট হাউজকে রিপোর্ট করা। জন ও রবার্ট কেনেডি তাঁর সাথে একমত হন। ম্যাককোনের ড্রাফট করা এক চিঠিতে স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট। ম্যাককোনকে তাতে 'সরকারের প্রিন্সিপাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাঁর কাজ হবে সকল সূত্র থেকে সংগৃহীত ইন্টেলিজেন্সকে সঠিকভাবে সমন্বিত, পরস্পর সংযুক্ত ও মূল্যায়ন ইত্যাদি করা।

ম্যাককোন বিশ্বাস করতেন, প্রেসিডেন্টের হয়ে দেশের ফরেইন পলিসিকে নতুন করে আকার দেয়ার জন্যই তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এটা কোনোভাবেই দেশের চিফ ইন্টেলিজেন্স অফিসারের ভূমিকা হতে পারে না। যেদিন প্রেসিডেন্ট তাঁকে নতুন পদের জন্য শপথ বাক্য পাঠ করান, সেদিন ম্যাকাকোন বুঝতে পারেন রবার্ট কেনেডি, তেলতেলে জেনারেল ল্যান্সডেল এবং তিনি, এই তিনজনের ওপর ক্যাস্ট্রোর দায়িত্ব পড়েছে। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট কৌতুক করে বলেন, 'এখন থেকে আপনার দিন কাটবে নিশানার কেন্দ্রবিন্দুতে (বুলস আই)। নতুন অবস্থানে আপনাকে স্বাগত।'

'প্রশ্নই আসে না'

কেনেডি শুরু থেকেই বার্লিনের দেয়ালে একটা ছিদ্র তৈরির করার উপায় বের করতে বলে আসছিলেন ম্যাককোনকে। প্রথমে দেয়ালটা ছিল সাধারণ কাঁটাতারের বেড়া। পরে ১৯৬১ সালের আগস্টে সেটাকে কংক্রিটের দেয়ালে রূপান্তরিত করা হয়। কেনেডির ই.ছা পূরণ হলে পশ্চিমা বিশ্বের জন্য রাজনৈতিক ও প্রচারণা যুদ্ধের বিশাল এক হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারত সে ছিদ্র। সিআইএ'র জন্য একটা সোনালি সুযোগ হয়ে উঠতে পারত। প্রমাণ করা যেতো কমিউনিজমের ভয়ে লাখ লাখ মানুষ পালিয়ে আসছে পূর্ব জার্মানি থেকে।

যে সপ্তাহে বার্লিন দেয়াল তোলা হয়, ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি. জনসনকে সেই সপ্তাহেই বার্লিন সফরে পাঠান কেনেডি। সেখানে সিআইএ'র স্টেশন চিফ, বিল গ্রেভার টপ সিক্রেট ব্রিফিংয়ের ব্যবস্থা করেন। মিটিংয়ে বিরাট এক চার্ট দেখানো হয় তাঁকে, যেটায় পূর্ব জার্মানিতে নিয়োজিত প্রতিটা সিআইএ এজেন্টের পূর্ণ বিবরণ ছিল।

'আমি এই ব্রিফিং ম্যাপ দেখেছি,' বলেছিলেন হ্যাভিল্যান্ড স্মিথ, তৎকালীন বার্লিন স্টেশনের এক উদীয়মান তারকা স্পাই। 'সময় থাকতে আপনারা যদি গ্রেভারের কথা শুনতেন, তাহলে আজ কার্লসরুহ্ কম্পাউন্ডের কার্লসহর্স্ট-এ (পূর্ব জার্মানির সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স হেড কোয়ার্টার্স) আমাদের এজেন্ট থাকত। পোলিশ মিলিটারি মিশনে থাকত, চেক মিলিটারি মিশনেও থাকত। আমরা পূর্ব বার্লিনের অক্ষিকোটরের মধ্যে পেনিট্রেট করতে পারতাম। যা হোক, আপনার জানা থাকা দরকার পোলিশ মিলিটারি মিশনে আমরা যাকে পেনিট্রেট করিয়েছি, সে ফুটপাথে খবরের কাগজ বিক্রি করে। আর সোভিয়েত মিলিটারি কম্পাউন্ডে আমাদের যে এজেন্ট আছে, সে একজন *দাচারমেইস্টার* বা মাস্টার রুফার। ঘরবাড়ির ছাদ তৈরির ওস্তাদ কারিগর।'

হ্যাভিল্যান্ডের মতে বার্লিনে এজেন্সির কাজের অগ্রগতি ছিল চরম হতাশাজনক। তাই দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্টের কাছে নিজেদের কাজ সম্পর্কে মিথ্যা বলা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না তাদের।'

বার্লিন দেয়াল নির্মিত হওয়ার পরের সপ্তাহে হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সাথে সাক্ষাৎ করেন সিআইএ'র ইস্টার্ন ইওরোপ ডিভিশনের চিফ, ডেভিড মার্ফি। তখন কেনেডি প্রশাসন পূর্ব জার্মানদেরকে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলার কিছু একটা উপায় খুঁজে বের করার ও সেখানে কভার্ট প্যারামিলিটারি অ্যাকশনের প্ল্যান করার জন্য আমাদের ওপর খুব চাপ দেয়। মার্ফি বলেন, 'কিন্তু সে সময় পূর্ব জার্মানিতে অপারেশন চালানোর প্রশ্নই অবান্তর ছিল।'

এর কারণ ২০০৬ সালে ডিক্লাসিফাইড হওয়া ডকুমেন্ট থেকে জানা যায়। ডেভিড মার্ফির প্রস্তুত ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ ছিল সেটা।

১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসের ৬ তারিখ পশ্চিম জার্মান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চিফ, হেইঞ্জ ফেলফিকে গ্রেপ্তার করে তাঁর নিজের সিকিউরিটি পুলিশ। কারণ তিনি ছিলেন একজন হার্ড কোর বা কঠোর মনোভাবাপন্ন নাৎসি। ১৯৫১ সালে গেহেলেন অর্গানাইজেশনে যোগ দেন তিনি, সিআইএ সেটার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার দুই বছর পর। তারপর একের পর এক পদোন্নতি অর্জন করতে থাকেন। গেহেলেন অর্গানাইজেশন ১৯৫৫ সালে অফিশিয়াল পশ্চিম জার্মান ইন্টেলিজেন্স, বিএনডি-তে রূপান্তরিত হওয়ার পরও তিনি পদোন্নতি পেতে থাকেন।

অথচ ফেলফি প্রথম থেকেই ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের চর। পশ্চিম জার্মান ইন্টেলিজেন্সে পেনিট্রেট করেছিলেন তিনি, তারপর সিআইএ'র বিভিন্ন স্টেশন ও বেজের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জার্মানিতে দায়িত্ব পালনকারী সিআইএ অফিসারদের পূর্ব জার্মানি সম্পর্কে প্রচুর ভুয়া তথ্য পাচার করেছেন। 'লৌহ যবনিকার ওপার থেকে আসা' সেসব তথ্য খাঁটি না ভুয়া, সে বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না।

মার্ফি বলেন, 'ফেলফি বিএনডি'র যেকোনো অপারেশন শুরু করতে, পরিচালনা করতে, এমনকি মাঝপথে তা থামিয়ে দেয়ারও ক্ষমতা রাখতেন। পরেরদিকে সিআইএ'র অপারেশনের বেলায়ও একই ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিলেন তিনি।' ১৯৫৯ সালের জুন থেকে ১৯৬১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় উনত্রিশ মাস মস্কোর বিরুদ্ধে সিআইএ পরিচালিত প্রতিটা অপারেশন সম্পর্কে পূর্ব জার্মান ইন্টেলিজেন্সকে আগেভাগে অবহিত করে গেছেন হেইঞ্জ ফেলফি। সেসবের মধ্যে আছে তাদের সত্তরটার মত মেজর কভার্ট অপারেশনের খবর, শতাধিক সিআইএ অফিসারের আসল পরিচয় এবং প্রায় পনেরো হাজার গোপন তথ্য ফাঁস প্রভৃতি।

ধরা পড়ার আগে জার্মানি ও পূর্বাঞ্চলীয় ইওরোপে সিআইএ'কে প্রায় খোঁড়া করে রেখে যেতে সফল হয়েছিলেন এই মাস্টার স্পাই। সেই বিপুল ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এক দশক লেগে যায় এজেন্সির।

'প্রেসিডেন্ট এখনই কিছু অ্যাকশন চান'

বে অব পিগস ঘটনায় পারিবারিক সম্মান হারানোর বিষয়টা ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল কেনেডিদের। তাদের প্রতিশোধ স্পৃহার কাছে সবকিছু গৌণ হয়ে পড়ে তখন। মুখ্য হয়ে ওঠে ক্যাস্ট্রোকে যেকোনো মূল্যে উৎখাত করা। ১৯৬২ সালের ১৯ জানুয়ারি ববি কেনেডি ম্যাককোনকে বলেন, 'এ ক্ষেত্রে টাকা, সময়, প্রচেষ্টা ও জনসমর্থনসহ যা কিছু প্রয়োজন, সবই কাজে লাগাতে হবে। তবু পিছানো যাবে না।'

কিন্তু ম্যাককোন তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, দেশটির বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সিআইএ বলতে গেলে কিছুই জানে না। কিউবায় সাতাশ বা আটাশজন এজেন্ট ছিল তাদের। তার মধ্যে মাত্র বারোজনের সাথে যোগাযোগ টিকে আছে। বাকিরা মাঝেমধ্যে যোগাযোগ করে। অ্যাটর্নি জেনারেলকে জানান ম্যাককোন, তাদের সাতজন কিউবান এজেন্ট চার সপ্তাহ আগে ধরা পড়ে গেছে। ও দেশে ইনফিলট্রেট করার অল্প ক'দিনের মধ্যে।

রবার্ট এফ. কেনেডির নির্দেশে সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ল্যান্সডেল এ ক্ষেত্রে সিআইএ'কে কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে, তার একটা দীর্ঘ লিস্ট তৈরি করেন। সেগুলো ছিল এরকম : ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার জন্য ক্যাথলিক চার্চ ও কিউবান আন্ডার ওয়ার্ল্ডকে একজোট করতে হবে। প্রশাসনকে ভেতর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে হবে। কিউবান অর্থনীতিতে স্যাবোটাজ ঘটাতে হবে। সিক্রেট পুলিশের মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা ঘটাতে হবে। বায়োলজিক্যাল বা কেমিকাল যুদ্ধের মাধ্যমে দেশের ফসল ধ্বংস করে দিতে হবে। এভাবে ১৯৬২ সালের নভেম্বরে পরবর্তী কংগ্রেশনাল ইলেকশনের আগেই বর্তমান প্রশাসনের পতন ঘটাতে হবে।

'এডের চারদিকে একটা অদৃশ্য প্রভাব বলয় ছিল,' বলেছেন কিউবা ডেস্কের নতুন ডেপুটি চিফ, স্যাম হলপার্ন। ওএসএস ভ্যাটেরান তিনি, ল্যান্সডেলকে এক দশকেরও বেশিকাল ধরে চেনেন। 'অনেকে ল্যান্সডেলকে ম্যাজিশিয়ান গোছের কিছু একটা ভাবে। কিন্তু আমি বলছি তিনি আসলে কি। ল্যান্সডেল মূলত একজন কন ম্যান (বিশ্বস্ত ব্যক্তি)। ধূসর ফ্লানেল সুটধারী কন ম্যান, ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ ম্যান। আপনি তার ক্যাস্ট্রোকে উৎখাত করার প্ল্যানে চোখ বুলিয়ে দেখুন। স্রেফ আহাম্মকী! মেরিন ফোর্স পাঠানো ছাড়া ক্যাস্ট্রোকে উৎখাতের পরিকল্পনা কোনোদিনও সফল হবে না।'

রিচার্ড হেলমসকে সতর্ক করেন স্যাম হলপার্ন : 'কিউবা সম্পর্কে কোনো ইন্টেলিজেন্স নেই সিআইএ'র। আমরা জানি না ও দেশে কি চলছে। ওখানে কে কার পিছনে লেগে আছে। কে কাকে ঘৃণা করে, কে কাকে ভালোবাসে জানবো কি করে? তাদের পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন বা রাষ্ট্র কাঠামো সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। কোথায় গিয়ে কার বিরুদ্ধে লড়াই করবো আমরা?'

চল্লিশ বছর পর ইরাকেও সিআইএ'কে একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

রিচার্ড হেলমস একমত হন হলপার্নের সাথে। ঠিকই বলেছে লোকটা। ল্যান্সডেল আসলে গাঁজাখুরী স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। কিন্তু কেনেডিরা ওসব শুনতে আগ্রহী নন। তারা চান দ্রুত, নীরব স্যাবোটাজের মাধ্যমে ক্যাস্ট্রোকে উৎখাত করতে।

অ্যাটর্নি জেনারেল কোনো যুক্তি মানতে নারাজ। 'যেভাবে হোক কাজটা করতে হবে,' ধমকে ওঠেন তিনি। 'প্রেসিডেন্ট কিছু অ্যাকশন চান। এখনই।'

নিরুপায় হেলমস তাঁকে স্যালিউট করে বেরিয়ে আসেন। লেগে পড়েন কাজে। নতুন একটা ফ্রিস্ট্যান্ডিং টাস্ক ফোর্স গঠন করেন তিনি। রবার্ট কেনেডি আর এড ল্যান্সডেলের কাছে রিপোর্ট করবে সেটা। হেলমস পৃথিবীর সবখান থেকে নিজেদের লোক জড়ো করে সিআইএ'র একটা টিম গঠন করেন শান্তিকালীন ইন্টেলিজেন্স অপারেশন পরিচালনার জন্য। টিমে অন্তর্ভুক্ত করেন ছয়শোর মতো সিআইএ অফিসার ও প্রায় পাঁচ হাজার সিআইএ কন্ট্রাক্টরকে। একই সাথে সাবমেরিন, পেট্রোল বোট, কোস্ট গার্ড কাটার এবং সি প্লেন নিয়ে গঠন করেন ক্যারিবিয়ানের তৃতীয় বৃহত্তম নৌ বাহিনী। বাহিনীর ঘাঁটি হয় গুয়ানতানামো বে।

হেলমস বলেন, এরপর পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউজের তরফ থেকে ফিদেলকে ক্ষমতাচ্যুত করার কিছু 'পাগলাটে পরিকল্পনা' হাজির করা হয়। তার একটা ছিল গুয়ানতানামো হারবারে আমেরিকান জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে এবং একটা আমেরিকান এয়ার লাইনারে ভুয়া সন্ত্রাসী হামলা সাজিয়ে তার 'প্রতিশোধ' নিতে কিউবায় নতুন আগ্রাসন চালানো।

অপারেশনের একটা ছদ্মনাম প্রয়োজন। স্যাম হলপার্ন ভেবেচিন্তে ঠিক করেন নাম হবে মঙ্গুজ (Mongoose), অর্থাৎ বেজি বা নেউল।

যিনি বার্লিনে টানেল নির্মাণ করেছিলেন, সেই উইলিয়াম কে. হার্ভিকে মঙ্গুজ টিম পরিচালনার দায়িত্ব দেন রিচার্ড হেলমস। দায়িত্ব নিয়ে হার্ভি সেটার নাম রাখেন উনবিংশ শতাব্দীর এক আমেরিকান ফ্রিবুটার, ডাকাত অভিযাত্রী উইলিয়াম ওয়াকারের নামে : 'টাস্ক ফোর্স ডাব্লিউ।'

১৮৫০-এর দশকে একটা প্রাইভেট আর্মি বাহিনী নিয়ে সেন্ট্রাল আমেরিকায় গিয়ে নিজেকে নিকারাগুয়ার সম্রাট ঘোষণা করেন এই উইলিয়াম ওয়াকার। এমন একজনের নাম এসবের মধ্যে টেনে আনা ভারী বেখাপ্পা ঠেকে! কিন্তু যারা হার্ভিকে চেনেন, তাদের কাছে এসব তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে যা হোক, কেনেডি ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে হার্ভিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় সিআইএ'র জেমস বন্ড হিসেবে। জন এফ. কেনেডি ছিলেন ইয়েন স্মিথের স্পাই রোমান্সের কড়া ভক্ত। কাজেই হার্ভির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন তিনি। অথচ জেমস বন্ড আর হার্ভির মধ্যে মার্টিনি পান করার ক্ষেত্র ছাড়া আর কোনো দিক থেকেই মিল ছিল না।

স্থূল মানুষ হার্ভি। বড় বড় চোখ, কোটর থেকে অর্ধেক বেরিয়ে থাকে। সব সময় পিস্তল নিয়ে চলাফেরা করেন। লাঞ্চের সময় প্রচুর পান করেন তিনি, আবার কাজে যান বিড়বিড় করতে করতে। জন এফ. কেনেডির সাথে পরিচয়ের দিনটাকে অশ্রাব্য ভাষায় অভিসম্পাত করেন তিনি। ম্যাককোনের এগজিকিউটিভ অ্যাসিসটেন্ট বলেন : 'কেনেডি দ্রুত অ্যাকশন চান। দ্রুত সব প্রশ্নের জবাব চান। কিন্তু হার্ভির পক্ষে এর কোনোটাই সম্ভব ছিল না। তবে তাঁর একটা গোপন অস্ত্র ছিল।'

কেনেডি একটা অ্যাসাসিনেশন স্কোয়াড গঠন করতে দু'বার নির্দেশ দিয়েছিলেন সিআইএ'কে। ১৯৭৫ সালে সিনেট তদন্ত কমিটি ও একটি প্রেসিডেনশিয়াল কমিশনের নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের মুখে রিচার্ড বিসেল জানান, সে নির্দেশ আসে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর, ম্যাকজর্জ বানডি ও তাঁর এইড, ওয়াল্ট রসটোর তরফ থেকে। প্রেসিডেন্টের লোকেরা 'এরকম উৎসাহব্যঞ্জক নির্দেশ কখনই দিতেন না, যদি তাঁরা নিশ্চিত না থাকতেন প্রেসিডেন্ট তা অনুমোদন করবেন।'

বিসেল সে নির্দেশ বিল হার্ভির হাতে দেন। হার্ভি পরের কাজ তাঁর নির্দেশ মতই করেন। দীর্ঘকাল বার্লিন বেজের দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৫৯ সালে হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে আসেন তিনি। বিল হার্ভি বার্লিনে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের কমান্ড ডিভিশন 'ডি'-এর প্রধান ও বেজ চিফ ছিলেন। এই ডিভিশনের অফিসারদের আসল কাজ ছিল বিভিন্ন বিদেশী এমব্যাসি থেকে কোডবুক চুরি করা এবং তাদের গোপন সাঙ্কেতিক বার্তার কোড ভাঙা। তারা নিজেদেরকে গর্বের সাথে সেকেন্ড-স্টোরি মেন বা দোতলার মানুষ বলে পরিচয় দেয়। জটিল জটিল তালা খোলা থেকে শুরু করে

ডাকাতি-গুণ্ডামি, সব কাজই করতে হয় তাদের। এই ডিভিশনের সাথে বিভিন্ন দেশের ওস্তাদ ক্রিমিন্যালদের যোগাযোগ ছিল। আমেরিকান ন্যাশনাল সিকিউরিটির নামে তাদেরকে দিয়ে চুরি, অপহরণ ইত্যাদি করানো হত।

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটা 'এগজিকিউটিভ অ্যাকশন' প্রোগ্রাম চালু করেন বিল হার্ভি। সেটার কোড নাম ছিল রাইফেল। ডিভিশন 'ডি'-এর এক বিদেশী এজেন্টকে নিয়োগ করেন তিনি। লুক্সেমবার্গে বাস করে লোকটা, জন্মভূমি অজ্ঞাত। তাকে দিয়ে ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করানোর ইচ্ছা ছিল হার্ভির। সিআইএ'র রেকর্ডে দেখা যায় ১৯৬২ সালের এপ্রিলে এ বিষয়ে দ্বিতীয় দফা উদ্যোগ নেন হার্ভি। নিউ ইয়র্কে মাফিয়া মবস্টার জন রোজেলির সাথে সাক্ষাৎ করেন। সিআইএ'র অফিস অব মেডিক্যাল সার্ভিসেস'র চিফ অব দ্য অপারেশনস ডিভিশন, ড. এডওয়ার্ড গানের কাছ থেকে কিছু বিষাক্ত পিল সংগ্রহ করেন, যেগুলো ক্যাস্ট্রোর চা বা কফিতে ফেলে দেয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল। তারপর মায়ামি গিয়ে রোজেলির হাতে সেগুলো তুলে দেন। সাথে একটা অস্ত্র বোঝাই ইউ-হল ট্রাকও।

সিআইএ'র সিকিউরিটি চিফ, শেফিল্ড এডওয়ার্ডস ও জেনারেল কাউন্সেল, লরেন্স হিউসটন ১৯৬২ সালের ৭ মে অ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট এফ. কেনেডিকে রাইফেল প্রজেক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। কেনেডি এ কথা জানতে পেরে রাগে ফেটে পড়েন। ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করার প্ল্যানের জন্য নয়, এসবের সাথে মাফিয়াকে জড়ানো হয়েছে বলে। তারপরও সিআইএ'কে বাধা দেয়ার কোনো চেষ্টা করেননি তিনি। ওদিকে তিন মাস আগে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের দায়িত্ব নেয়া রিচার্ড হেলমস রাইফেল প্রজেক্টকে আসল কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন।

এ বিষয়ে ম্যাককোনকে কিছু না জানানোর সিদ্ধান্ত নেন হেলমস। তাঁর ধারণা ছিল তাহলে ধর্মীয়, আইনগত এবং রাজনৈতিক, সব ধরনের বাধা খাড়া করবেন তিনি। আমি একবার এ নিয়ে হেলমসকে প্রশ্ন করি। 'প্রেসিডেন্ট কি সত্যিই চাইছিলেন ক্যাস্ট্রো মারা যাক?' জবাবে তিনি নির্বিকার কণ্ঠে বলেন, 'লিখিত কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু তিনি যে চেয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহও নেই।'

হেলমস ধরে নিয়েছিলেন, শান্তিকালীন সময়ে রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা একটা নৈতিক বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সেখানে কিছু বাস্তব বিবেচনার বিষয়ও ছিল। আপনি যদি অন্য এক দেশের নেতাকে চিরতরে অপসারণের কাজে জড়িত হয়ে পড়েন, তাহলে একটা প্রশ্ন বারবার ঘুরে ফিরে আসবে—এরপর কার পালা?

'তারচেয়েও বড়ো সত্যি কথা, আপনি যদি অন্য কোনো দেশের নেতাকে হত্যা করেন, তাহলে তারা কেন আপনার নেতাদের হত্যা করবে না?'

'সত্যিকারের অনিশ্চয়তা'

সিআইএ'র দায়িত্ব নেয়ার কথা মনে করতে গিয়ে জন ম্যাককোন বলেন, 'তখন সিআইএ ধুঁকছিল' এবং 'তার নৈতিকতা ছিল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। আমার প্রথম সমস্যা ছিল সবার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।'

কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের ছয়টা মাস এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্স ছিল পুরোপুরি বিশৃঙ্খল। ম্যাককোন চেয়ারে বসেই শত শত ক্ল্যান্ডেস্টাইন অফিসারকে বরখাস্ত করেন। তাঁর সময়কার ডেপুটি ডিরেক্টর, জেনারেল এস. কার্টার জানান, প্রথমে 'অ্যাক্সিডেন্ট-প্রোন বা দুর্ঘটনাপ্রবণদের' ধরেন তিনি। তারপর ধরেন 'ওয়াইফ-বিটার বা যারা বউ ঠ্যাঙায়' এবং 'অ্যালকোহল-অ্যাডিক্ট বা অ্যালকোহল আসক্তদের'।

বে অব পিগস-এর ব্যর্থতা, প্রতিক্রিয়া এবং সে জন্য প্রায় প্রতিদিন হোয়াইট হাউজের তরফ থেকে ধমকাধমকির কারণে এজেন্সির ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে, কেউ তা জানত না। এ প্রসঙ্গে ম্যাককোনের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর, লেম্যান কার্কপ্যাট্রিক ১৯৬২ সালের ২৬ জুলাইয়ের এক মেমোরান্ডামে বলেন, 'ওই সময় একটা সত্যিকারের অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল।'

তবে এসবের একমাত্র প্রতিকার যে সত্যিকারের এসপিওনাজে ফিরে যাওয়া, হেলমসের তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কয়েকজন বাদে নিজের সেরা এজেন্টদেরকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব জার্মানির বিভিন্ন ডিভিশন থেকে বের করে এনে কিউবার পিছনে লাগিয়ে দেন তিনি। ফ্লোরিডায় নিজের কমান্ডের অধীনে আরও কিছু অফিসার ছিল। তারা জানত কিভাবে এজেন্ট ও কুরিয়ার পরিচালনা করতে হয় পূর্ব বার্লিনের মতো কমিউনিস্ট শাসিত বিশেষ জায়গায়।

সিআইএ ওপা-লকায় একটা ডিব্রিফিং সেন্টার খোলে কিউবা থেকে এয়ার লাইনার বা প্রাইভেট বোটে করে পালিয়ে আসা শরণার্থীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। প্রায় তেরোশ কিউবানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সেখানে। কিউবা সম্পর্কে প্রচুর রাজনৈতিক, মিলিটারি ও ইকনমিক ইন্টেলিজেন্স সরবরাহ করে তারা। তাছাড়াও নানান ডকুমেন্ট, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র; যেমন পোশাক, কয়েন, সিগারেট ইত্যাদি দিয়ে সিআইএ'কে সাহায্য করে। পরে আমেরিকান এজেন্টদের ছদ্মবেশে কিউবায় ইনফিলট্রেট করার কাজে ব্যবহার হয় সেসব।

সিআইএ'র মায়ামি স্টেশনের দাবি, ১৯৬২ সালে তাদের ৪৫ জন এজেন্ট কিউবা থেকে গোপন তথ্য আদান-প্রদানের কাজ করত। কিউবানরা রাতের আঁধারে বোটে করে এসে সিআইএ'র দশদিনের গোয়েন্দাগিরির ক্র্যাশ কোর্সে অংশ নিত। তারপর দেশে ফিরে যোগ দিত গোয়েন্দা তৎপরতায়। ৫০ মিলিয়ন ডলারের মঙ্গুজ

অপারেশন যে কিউবার ভেতরে সিআইএ'র ক্ষুদ্র একটা স্পাই নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পেরেছিল, সেটাই ছিল এজেন্সির একমাত্র সাফল্য।

ববি কেনেডি সিআইএ'র কমান্ডোদেরকে কিউবার পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহ, বিভিন্ন কারখানা ও চিনিকল উড়িয়ে দিতে বলেছেন বহুবার। এ প্রসঙ্গে বিল হার্ভিকে প্রশ্ন করেছিলেন ল্যান্সডেল, 'সিআইএ সেরকম কিছু করতে পারবে বলে মনে হয়?' হার্ভি তার যে জবাব দেন তা অনেকটা এরকম : আরও একশ মিলিয়ন ডলার ও দু' বছর ব্যয় করলে হয়ত এ কাজে সফল হতে পারবে।

সিআইএ তার অসংখ্য কভার্ট অ্যাকশন নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত ছিল। তাই খোদ ইউনাইটেড স্টেটসের জাতীয় অস্তিত্বের আকাশে দিন দিন যে ঘন কালো মেঘ জমে উঠতে শুরু করেছে, তা তার চোখেই পড়েনি।

'আমরা নিজেদেরকেও বোকা বানিয়েছি'

১৯৬২ সালের ৩০ জুলাই, সোমবার। জন এফ. কেনেডি ওভাল অফিসে সম্পূর্ণ নতুন, একেবারে লেটেস্ট টেপ রেকর্ডিং সিস্টেম চালু করেন। সবে বসানো হয়েছে যন্ত্রটা। তাতে সবার আগে যে আলোচনা তিনি রেকর্ড করেন, সেটা ছিল ব্রাজিল সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক তৎপরতা শুরু করার এবং সে দেশের প্রেসিডেন্ট, জোয়াও গুলার্টকে ক্ষমতাচ্যুত করা নিয়ে।

কেনেডি আর ব্রাজিলের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত লিঙ্কন গর্ডন মিলে দেশটির পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ভোটের গতি ঘোরানো এবং গুলার্টের বিপরীতে 'প্রয়োজন হলে' সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য ৮ মিলিয়ন ডলার খরচের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গর্ডন প্রেসিডেন্টকে বলেন, ব্রাজিলের সিআইএ স্টেশন তাদের সরকারকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবে, ব্রাজিলিয়ান মিলিটারি কোনো অ্যাকশনে গেলে আমেরিকা তার বিরোধিতা করবে না, যদি বোঝা যায় তা... '

'বামপন্থিদের হুমকি ঠেকাতে করা হয়েছে,' প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্য শেষ করেন। তিনি চান না পশ্চিম গোলার্ধের আর কোনো দেশ কিউবা হোক।

এরপর সিআইএ'র হাত হয়ে ব্রাজিলের রাজনৈতিক অঙ্গনে হড়হড় করে ঢুকতে লাগল ডলার। দেশটিতে এজেন্সির এক হাত ছিল আমেরিকান ইন্সটিটিউট ফর ফ্রি লেবার ডেভেলপমেন্ট, অন্য হাত ছিল ব্যবসায়িক ও নাগরিক নেতাদের নতুন সংগঠন, ইন্সটিটিউট ফর দ্য সোশাল রিসার্চ স্টাডিজ। টাকা যেত ব্রাজিলের এমন সব মিলিটারি অফিসার ও রাজনীতিকদের পকেটে, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট গুলার্টের বিরোধী ছিলেন। ব্রাজিলে নতুন নিয়োগ পাওয়া আমেরিকান মিলিটারি অ্যাটাশে, ভারনন ওয়াল্টার্সের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাদের। পরে সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর হয়েছিলেন ভারনন। সিআইএ যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে এ ক্ষেত্রে, মাত্র দু' বছরে তা উঠে আসে। হোয়াইট হাউজের রেকর্ড করা এই কভার্ট অপারেশনের সংক্ষিপ্তসার ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়।

ম্যাককোন সে বছরের ৮ আগস্ট হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সাথে আলোচনা করতে যান। বিষয় : মাও জে দং-এর চীনে বিতাড়িত ন্যাশনালিস্ট

নেতা, চিয়াং কাই-শেকের অনুগত সৈনিকদের প্যারাড্রপ করা। প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করেন তাঁর প্যারামিলিটারি অপারেশন। তবে মিশনের সাফল্য নিয়ে ম্যাককোনের সন্দেহ ছিল। তিনি জানান, চীনা কমিউনিস্ট নেতার সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল আছে। তাছাড়া আমেরিকা শেষবার যে ইউ-টু গোয়েন্দা বিমান চীনা মূল ভূ-খণ্ডের ওপর নজরদারী করতে পাঠিয়েছিল, সেটা তাইওয়ান থেকে আকাশে ওঠার বারো মিনিটের মধ্যে কমিউনিস্ট রেডারে ধরা পড়ে গিয়েছিল।

'ওটা ছিল রসিকতা,' জবাব দেন মাইকেল ফোরস্টাল। কেনেডির ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এইড, পরলোকগত ডিফেন্স সেক্রেটারি জেমস ফোরস্টালের ছেলে। 'প্রেসিডেন্টকে আমরা আরেকটা ইউ-টু বিপর্যয় উপহার দেবো।' প্রেসিডেন্ট ঠাট্টাচ্ছলে জানতে চান এবারের কভার স্টোরি কি হবে? সেদিন সবাই হেসেছিল। এক মাস পর চীনা লাল ফৌজ কিন্তু সত্যি সত্যি একটা ইউ-টু গুলি করে ফেলে দিয়েছিল।

আগস্টের ৯ তারিখ রিচার্ড হেলমস হোয়াইট হাউসে যান হেইতির সরকারকে উৎখাত করা নিয়ে আলোচনা করতে। কিউবার ত্রিশ মাইল দূরের আরেক দ্বীপ দেশ হেইতি। দেশটির সরকার প্রধান ফ্রাঁসোয়া 'পাপা ডক' দুভালিয়ের ছিলেন একনায়ক। তার বিরুদ্ধে ব্যাপক লুটপাটের অভিযোগ ছিল, তিনি আমেরিকান অর্থনৈতিক সহায়তা ফান্ড থেকে দেদারসে চুরি করছেন এবং আমেরিকান সামরিক সমর্থনকে নিজের দুর্নীতিবাজ প্রশাসনকে সহায়তার কাজে ব্যবহার করছেন। কেনেডি হেইতিতে অভ্যুত্থান ঘটানোর অনুমতি দেন। সিআইএ ফ্রাঁসোয়া দুভালিয়েরের তাড়িয়ে দেয়া হেইতিয়ানদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করে। এজেন্সির আশা ছিল তারা যেকোনো মূল্যে সরকার উৎখাত করবে। দুভালিয়েরকে হত্যা করার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়। ম্যাককোন মিশন শুরু করার অনুমতি দেন।

কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এর কৈফিয়ত হিসেবে রিচার্ড হেলমস প্রেসিডেন্টকে জানান, কু-র প্লট তার কাছে খুব একটা সুবিধের মনে হয়নি। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট দুভালিয়েরের পেটোয়া বাহিনী দমন-পীড়নকারী শক্তি। সিআইএ'র প্লট তাই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এ কাজে সহায়তা করার জন্য 'ভেতরের লোক' ভেবে সিআইএ যাকে রিক্রুট করেছিল, সে ছিল দেশের সাবেক কোস্ট গার্ড চিফ। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় তার মধ্যে দায়িত্ব পালনের গরজ বা মনোবল, দুটোরই অভাব আছে। হেলমস বুঝলেন এভাবে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রেসিডেন্ট মত দিলেন, কাজের লোকই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে কু-র চেষ্টা করা বৃথা।

১০ আগস্ট স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাত তলায় সেক্রেটারি অব স্টেট ডিন রাস্কের শানদার কনফারেন্স রুমে বৈঠক করেন জন ম্যাককোন, রবার্ট কেনেডি ও ডিফেন্স

সেক্রেটারি রবার্ট ম্যাকনামারা। বিষয় কিউবা। ম্যাককোনের মনে আছে কিছুদিন আগে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল ক্যাস্ট্রো প্রশাসনের মাথাগুলোকে কেটে ফেলতে হবে। সাথে ক্যাস্ট্রো এবং তাঁর ছোটো ভাই ও ডিফেন্স মিনিস্টার, রাউল ক্যাস্ট্রোকেও। রাউল তখন মস্কো থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র কেনার মিশন সেরে দেশে ফিরেছেন। কিন্তু এখনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আর সেটাকে সুবিধেজনক মনে হয়নি ম্যাককোনের। সামনে বড় বিপদ আসছে মনে হলো ডিরেক্টরের। তাঁর ধারণা সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্যাস্ট্রোকে পারমাণবিক অস্ত্র দিতে যাচ্ছে। সম্ভবত মধ্যম পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল হবে, যেগুলো দিয়ে আমেরিকায় আঘাত হানা যাবে। চার মাসেরও বেশি সময় এই শঙ্কার মধ্যে দিয়ে কেটেছে তার।

একমাত্র ম্যাককোনই সম্ভাব্য হুমকিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি যদি ক্রুশ্চেভ হতাম, তাহলে কিউবায় মিসাইল ঘাঁটি বসিয়ে জুতো পরা পা টেবিলে তুলে দিয়ে আমেরিকাকে বলতাম, "গান ব্যারেলের আরেক মাথার দিকে তাকিয়ে থাকতে কেমন লাগে, ভায়া? এবার এসো, বার্লিন বা আমার পছন্দের অন্য যেকোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করি।" কিন্তু কেউ তার ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। বিশেষজ্ঞরা সবাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, এমনটা কিছুতেই সম্ভব না। ম্যাককোনের সময়কার এজেন্সির ইতিহাসে লেখা আছে : 'তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা।'

সোভিয়েত নেতাদের আচরণ অনুমান করতে পারার সক্ষমতা সিআইএ'র ছিল কি না, তা নিয়ে মানুষের সন্দেহ দিন দিন বাড়ছিল। এজেন্সির বিশ্লেষকদের প্রায় এক দশক পর্যন্ত এ সম্পর্কে ভুল ধারণা ছিল। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে, সিআইএ সে সম্পর্কে মাঝেমধ্যে একটা ভয়ঙ্কর কাল্পনিক ছবি মানুষকে দেখানোর চেষ্টা করত। তাতে ভয় দেখানো হত—সোভিয়েত ইউনিয়ন খুব শীঘ্রি বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর জাতিতে উন্নীত হতে যাচ্ছে। আমরা হবো দ্বিতীয় শ্রেণীর।' কথাগুলো বলেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট, জেরাল্ড ফোর্ড। ১৯৬২ সালে এজেন্সির হাউস কমিটির একজন ছিলেন তিনি। যে কমিটি সিআইএ'কে গোপনে টাকা জোগান দিত।

ফোর্ড বলেন, 'তারা দেয়ালে চার্ট টাঙিয়ে রাখত, পরিসংখ্যান টাঙিয়ে রাখত। তাদের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সার কথা ছিল : সোভিয়েত ইউনিয়ন আগামী দশ বছরের মধ্যে আমেরিকাকে সামরিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ সবদিক থেকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। এসব ছিল ভীতিকর প্রচারণা। আসল সত্য হলো, তাদের ধারণা ছিল ১৮০ ডিগ্রি ভুল। অথচ এরাই ছিল আমাদের সেরা। এরাই ছিল সিআইএ'র তথাকথিত বিশেষজ্ঞ।'

‘বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা’

১৫ আগস্ট জন ম্যাককোন আবার হোয়াইট হাউজে আসেন ব্রিটিশ গিয়ানার প্রধান মন্ত্রী চেড্ডি জাগানকে উৎখাত করা নিয়ে আলোচনা করতে। দক্ষিণ আমেরিকার এক হতদরিদ্র উপনিবেশ ছিল গিয়ানা। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের কাদার রাজ্য।

জাগান ছিলেন ঔপনিবেশিক প্রভু ব্রিটিশদের প্ল্যান্টেশন শ্রমিকের সন্তান। আমেরিকায় ডেন্টিস্ট্রি পড়ে দেশে ফিরে প্র্যাকটিস শুরু করেন তিনি। বিয়ে করেন শিকাগোর এক মার্কসবাদী, জেনেট রোজেনবার্গকে। তিনি প্রথমবার দেশের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন ১৯৫৩ সালে। তার কিছুদিন পর উইনস্টন চার্চিল ঔপনিবেশিক সংবিধান স্থগিত করে গিয়ানার মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং তাদের স্বামী-স্ত্রীকে জেলে ভরে দেয়া হয়। ব্রিটেন কিছুদিন পর গিয়ানার সাংবিধানিক সরকার পুনর্বহাল করলে তারা মুক্তি পান। তারপর জাগান দু’বার পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালের অক্টোবরে তিনি ওভাল অফিস সফর করেন।

‘আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম প্রেসিডেন্ট কেনেডির সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং ব্রিটিশদের কাছ থেকে আমাদের স্বাধীন হওয়ার পক্ষে হোয়াইট হাউজের সমর্থন আদায় করতে,’ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জাগান বলেন। ‘অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও আমুদে স্বভাবের মানুষ ছিলেন কেনেডি। কিন্তু আমেরিকানদের ভয় ছিল আমি গিয়ানাকে রাশিয়ানদের হাতে তুলে দেবো। আমি বলেছি, “এটাই যদি আপনাদের ভয়ের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে জোর দিয়ে বলব, ভয় পাবেন না। আমার দেশে আমি কোনো সোভিয়েত ঘাঁটি গড়ে উঠতে দেবো না।”’

১৯৬১ সালের নভেম্বরে ক্রুশ্চেভের জামাই, রাশিয়ান *ইজভেস্তিয়া* পত্রিকার সম্পাদকের সাথে প্রকাশ্য আলোচনায় জন এফ. কেনেডি বলেন, ‘প্রতিটা মানুষের নিজের পছন্দ অনুযায়ী সরকার বেছে নেয়ার অধিকার থাকা উচিত, আমেরিকা এ ধারণাকে সমর্থন করে। চেড্ডি জাগান একজন মার্কসবাদী হতে পারেন, কিন্তু তা নিয়ে আমেরিকার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কারণ দেশের মানুষ তাকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছে বলে তাকেই ভোট দিয়েছে।’

কেনেডি মুখে যা-ই বলুন, সিআইএ’কে ঠিকই গোপনে নির্দেশ দিয়েছিলেন জাগানকে উৎখাত করার। জাগান দেশে ফেরার কিছুদিন পরই গিয়ানার রাজধানী জর্জটাউনের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে। আগে কখনও শোনা যায়নি, এমন সব রেডিও স্টেশন রাতারাতি গজিয়ে উঠে জাগান বিরোধী প্রচারণায় লেগে পড়ে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। দাঙ্গায় একশোরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। আমেরিকান ইন্সটিটিউট ফর ফ্রি লেবার ডেভেলপমেন্টের

টাকা খেয়ে স্থানীয় লেবার ইউনিয়নগুলো বিদ্রোহ করে। পরে সিআইএ'র কাছ থেকেও টাকা নেয় ইউনিয়নগুলো। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে।

হোয়াইট হাউজের কেনেডির সময়কার কোর্ট হিস্টরিয়ান ও স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট, আর্থার শ্লেসিঙ্গার প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করেন, সিআইএ কি মনে করে তারা একটা সত্যিকারের *কভার্ট* অপারেশন চালাতে পারবে? জাগান যত সন্দেহজনকই হোক, সে জয়ী হোক বা পরাজিত হোক, এমন একটা অপারেশন কি তারা চালাতে পারবে যার সাথে আমেরিকা জড়িত নয় বলে বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করা সম্ভব হবে?

১৯৬২ সালের ১৫ আগস্ট কেনেডি, ম্যাককোন ও প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর ম্যাকজর্জ বানডি হোয়াইট হাউজে বসে সিদ্ধান্ত নেন গিয়ানার ঝামেলা শেষ করে দেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। প্রেসিডেন্ট ২ মিলিয়ন ডলারের ফান্ড অনুমোদন করেন জাগান বিরোধী বিভিন্ন মিশন সফল করতে। অবশেষে পতন হয় চেড্ডি জাগানের। এ নিয়ে পরে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের কাছে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেনেডি বলেন, 'ল্যাটিন আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা। ব্রিটিশ গিয়ানায় কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় থাকলে তার প্রভাব হবে অন্যরকম। তখন কিউবার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর ঝোঁক সামাল দেয়া আমেরিকার পক্ষে কঠিন হবে।'

যে ১৫ আগস্ট জাগানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়, সেই একই দিনে প্রেসিডেন্টের হাতে সিআইএ'র কাউন্টার ইনসার্জেন্সির নতুন ডকট্রিন বা দিক নির্দেশনা তুলে দেন জন ম্যাককোন। তার সাথে ছিল আরেকটা দলিল, যেটায় আরও এগারোটা দেশে সিআইএ'র শুরু হতে যাওয়া কভার্ট অপারেশনের কথা ছিল। দেশগুলো হচ্ছে ভিয়েতনাম, লাওস ও থাইল্যান্ড; ইরান ও পাকিস্তান, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, গুয়াতেমালা ও ভেনিজুয়েলা। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এটা হাইলি ক্লাসিফাইড ডকুমেন্ট,' কেনেডিকে বলেন ম্যাকাকোন। 'কারণ এটায় আমাদের যাবতীয় নোংরা কৌশলের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা আছে।'

ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর ম্যাকজর্জ বানডি হেসে টিপ্পনি কাটেন, 'ওটাকে আপনার সমস্ত অপরাধের চমৎকার কালেকশন বা ডিকশনারিও বলতে পারেন।'

রবার্ট কেনেডি ২১ আগস্ট ম্যাককোনের কাছে জানতে চান, গুয়ানতানামো বে-র আমেরিকান নৌ ঘাঁটিতে এমন একটা ভুয়া হামলা চালানোর ব্যবস্থা করা যায় কি না, যাকে কেন্দ্র করে কিউবায় পূর্ণ মাত্রার সামরিক অভিযান শুরু করতে পারে আমেরিকা? ম্যাককোন আপত্তি জানান। পরদিন জন কেনেডিকে নিভৃতে বলেন, এ ধরনের কিছু করতে যাওয়া হবে মারাত্মক ভুল। একই সাথে তাঁকে সতর্ক করেন,

তার ধারণা সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যম পাল্লার মিসাইল ঘাঁটি বসাচ্ছে কিউবায়। সে ক্ষেত্রে হামলা চালানো হলেই পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তিনি সোভিয়েত মিসাইল বেজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা নিতে বলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সে পরামর্শ কানে না তুলে ভাবতে থাকেন—কিউবায় মিসাইল ঘাঁটি যদি থাকে, তাহলে কি গেরিলা সৈন্য পাঠিয়ে সেগুলো ধ্বংস করা হবে? না সেনাবাহিনী পাঠিয়ে? আর কেউ না হলেও ম্যাককোন একরকম নিশ্চিত ছিলেন, ওগুলো আছে।

ওভাল অফিসে তাদের আলোচনা সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চলে। পরদিন, ২২ আগস্ট তাদের সাথে আলোচনায় যোগ দেন কেনেডির সবচেয়ে বিশ্বস্ত জেনারেল, ম্যাক্সওয়েল টাইলর। কিউবা প্রসঙ্গ তোলার আগে আরও দুটো গোপন মিশন নিয়ে আলোচনা করার কথা বলেন কেনেডি। তার একটা, চীনের মূল ভূ-খণ্ডে এক কুড়ি চীনা কুয়োমিনটাং বা জাতীয়তাবাদী সৈন্য ড্রপ করা প্রসঙ্গে। অন্যটা ছিল ওয়াশিংটনের প্রভাবশালী সাংবাদিকদের অফিসে-বাড়িতে গোপন রেকর্ডিং ডিভাইস বাসানো।

'গোপন খবর ফাঁস হওয়া ঠেকাতে কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি আমরা?' জানতে চান কেনেডি। চার সপ্তাহ আগে *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর রিপোর্টার হ্যানসন বল্ডউইন একটা খবর ছেপে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল এরকম : সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্ভাব্য সামরিক হামলা ঠেকাতে নিজের প্রতিটি আন্ত :মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল ঘাঁটি কংক্রিটের বাঙ্কার দিয়ে সুরক্ষিত করতে যাচ্ছে। বল্ডউইনের সে রিপোর্ট ছিল বিস্তারিত। সিআইএ'র সর্বশেষ বিশ্লেষণও একই রকম ছিল। অনেকের ধারণা সেই রিপোর্টই কোনোভাবে বল্ডউইনের হাতে পড়েছে।

ম্যাককোনকে ভেতরের গোপন তথ্য খবরের কাগজে ছাপা হওয়া ঠেকাতে একটা ডমেস্টিক টাস্ক ফোর্স গঠন করতে নির্দেশ দেন প্রেসিডেন্ট। নির্দেশটা ছিল সিআইএ'র চার্টারের পরিপন্থী—ডমেস্টিক স্পাইং নিষিদ্ধ ছিল। নিক্সনও খবর লিক হওয়া ঠেকাতে সিআইএ'র ভ্যাটেরানদের নিয়ে 'প্লাম্বার্স ইউনিট' গঠন করেছিলেন, অনেক পরে অবশ্য। আমেরিকানদের ওপর গোয়েন্দাগিরি কেনেডি শুরু করেছিলেন সবার আগে।

'এই টাস্ক ফোর্স গঠনের ক্ষেত্রে সিআইএ সম্পূর্ণভাবে... সাথে চুক্তিবদ্ধ। টাস্ক ফোর্সের কাজ হবে লাগাতার তদন্ত চালিয়ে যাওয়া এবং আমার কাছে রিপোর্ট করা,' পরে প্রেসিডেন্টকে জানান ম্যাককোন। বল্ডউইনসহ আরও চারজন সাংবাদিকের ওপর কড়া নজর রেখে চলতে থাকে সিআইএ। '৬২ থেকে '৬৫ সাল পর্যন্ত তাদের খবরের যে সমস্ত সূত্র ছিল, তাদের ওপরেও। কেনেডি এভাবে যে ডমেস্টিক

সার্ভেইল্যান্স সার্ভিস গঠনের দৃষ্টান্ত তৈরি করে রেখে যান, পরবর্তী তিন প্রেসিডেন্ট; জনসন, নিক্সন আর জর্জ ডাব্লিউ বুশ তা অনুসরণ করেন।

ক্রমে সেই মিটিংয়ের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো। গত সাত সপ্তাহ ধরে কিউবার বন্দরে ৩৮ টা সোভিয়েত জাহাজ নোঙর ফেলে আছে, ম্যাককোন জানান প্রেসিডেন্টকে। ওগুলোর কার্গো 'সম্ভবত মিসাইলের পার্টস। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না।' তবে মস্কো যে সে দেশের সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা বাড়ানোর কাজে ব্যস্ত, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ওরা মিসাইল বেজ নির্মাণ করছে কি না, সেটা তো এই প্রশ্ন থেকে আলাদা, তাই না?'

'ওয়েল, না,' জবাব দেন ম্যাককোন। 'আমি মনে করি দুটো বিষয় একই। আমার মতে একযোগে দু'টোই করছে ওরা।'

পরদিন ওয়াশিংটন ছেড়ে লম্বা হানিমুনে যাত্রা করেন ম্যাককোন। এক বিধবাকে সম্প্রতি বিয়ে করেছেন তিনি। নববধূকে নিয়ে প্যারিস এবং ফ্রান্সের দক্ষিণে সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। সেখান থেকে প্রেসিডেন্টকে চিঠি লেখেন ম্যাককোন : 'আমি খুব খুশি হবো আপনি যদি আমাকে তলব করেন। যদি করেন, তাহলে মনের মধ্যে জন্ম নেয়া একটা অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবো।'

'পেরেক মেরে বাক্স আটকে দিন'

২৯ আগস্ট একটা ইউ-টু ফ্লাইট কিউবার আকাশে চক্কর দিয়ে আসে। ওটার তুলে আনা সমস্ত ছবি রাতের মধ্যে প্রসেস করা হয়। পরদিন সিআইএ'র এক বিশ্লেষক সেই ছবি পরখ করে চেঁচিয়ে ওঠেন : একটা স্যাম (সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল) সাইট দেখতে পাচ্ছি! হ্যাঁ, এটা নিঃসন্দেহে সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল। এসএ-টু।

এই মিসাইল দিয়েই রাশিয়ানরা ইউ-টু ফ্লাইট ফেলে দিয়েছিল। একই দিন রাশিয়ার আকাশসীমায় আরও একটা ইউ-টু ফ্লাইট দেখা যায়। মস্কো এর আনুষ্ঠানিক তীব্র প্রতিবাদ জানায় ওয়াশিংটনের কাছে।

কিউবায় স্যাম মিসাইলের ঘাঁটি আছে জানার পর থেকে আমেরিকার নতুন ইউ-টু ফ্লাইট অনুমোদন করার উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। পরে এ প্রসঙ্গে ম্যাককোন বলেন, তার হানিমুনের সময়কার সিআইএ চিফ, জেনারেল কার্টারকে জন এফ. কেনেডি নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'স্যাম সম্পর্কে যত রিপোর্ট আছে, সব ডিপ-সিক্স (সাগরে ফেলে দেয়া বা মাটিতে পুঁতে ফেলা) করুন। বাক্সে ভরে সেটার ডালা পেরেক মেরে আটকে দিন।' তিনি চাননি এ নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোনো হই-

হই শুরু হয়ে যাক, যার প্রভাবে দেশের রাজনীতিও উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। কেননা তখন ইলেকশনের আর মাত্র দু' মাস বাকি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ৯ সেপ্টেম্বর চীনের লাল ফৌজও একটা ইউ-টু ফেলে দেয় তাদের মাটিতে। এরপর থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট আর পেন্টাগনে গোয়েন্দা বিমান এবং তার ঝুঁকির বিষয়টিকে দেখা হতে থাকে সিআইএ'র ভাষায় 'চরম অস্বস্তিকর' বিষয় হিসেবে। এরপর ইউ-টুর পরবর্তী ফ্লাইট বাতিল ঘোষণা করা হয়। কিউবার আকাশে পাঠানোর কথা ছিল সেটাকে। ক্ষিপ্ত ম্যাকজর্জ বানডি কমিটি অন ওভারহেড রিকনাইসন্স ইন-চার্জ, সিআইএ ভ্যাটেরান জেমস কিউ রেবারকে তলব করেন।

'ইউ-টু ফ্লাইট প্ল্যানিংয়ের সাথে এমন কেউ আছে, যে পারমাণবিক যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে চায়?' সরাসরি প্রশ্ন করেন বানডি।

১১ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট কেনেডি এক নিষেধাজ্ঞা জারির মাধমে ইউ-টু ফ্লাইটের কিউঁবার আকাশসীমা লঙ্ঘনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। তার চারদিন পর সোভিয়েত মধ্যম পাল্লার মিসাইলবাহী জাহাজ কিউবার ম্যারিয়েল হারবারে নোঙর ফেলে। আঁতকে ওঠে গোটা পৃথিবী। শুরু হয় রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কায় একটানা পঁয়তাল্লিশ দিন থমকে থাকে সবকিছু। হানিমুনে থাকা ম্যাককোন সারাক্ষণ নজর রাখছিলেন পরিস্থিতির ওপর। তিনি সিআইএ'কে নির্দেশ দেন তারা যেন হোয়াইট হাউজকে 'ডেঞ্জার অব সারপ্রাইজ' সম্পর্কে সতর্ক করে। কিন্তু এজেন্সি অমান্য করে ম্যাককোনের নির্দেশ।

তাদের হিসেবে কিউবায় সোভিয়েত সৈন্য আছে ১০ হাজার। গুয়ানতানামো বে-র নৌ-ঘাঁটিতে আমেরিকার আছে ৪৩ হাজার। আর কিউবানদের সৈন্য সংখ্যা সব মিলিয়ে এক লাখের মতো। যদিও তা ছিল ২ লাখ ৭৫ হাজার। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিউক্লিয়ার সাইট নির্মাণ করছে কিউবায়, এমন সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেয় সিআইএ।

'আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বন্ধু দেশ কিউবায় পারমাণবিক এস্টাবলিশমেন্ট গড়ে তুলবে, এটা সোভিয়েত নীতি বিরোধী,' এই বলে ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত স্পেশাল ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এস্টিমেটের সমাপ্তি টানেন এজেন্সির সেরা এক্সপার্টরা। অনিশ্চিত সিআইএ আরও মন্তব্য করে : 'কিউবায় তাদের মিলিটারি প্রোগ্রামের ভবিষ্যৎ কি হবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সে বিষয়ে এখনও "সম্ভবত" নিশ্চিত নয়।' এজেন্সির এই ভুল ধারণা চল্লিশ বছর যাবৎ বহাল ছিল, অনেকটা ইরাকের আর্সেনাল সম্পর্কে ঠেকে শেখার মতো।

ম্যাককোন একা এ ধারণার বিপক্ষে ছিলেন। সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখ হানিমুন থেকে হেড কোয়ার্টার্সে পাঠানো শেষ বার্তায় তিনি সিআইএ'কে আরও একবার

বিষয়টা ভেবে দেখার অনুরোধ করেন। এক্সপার্টরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাদের সিদ্ধান্তের মূল উপাত্ত, অন্তত আটদিন আগে পাওয়া এক রোড ওয়াচারের মেসেজ নিয়ে আলোচনায় বসে। লোকটা ছিল কিউবান ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে নিচের পর্যায়ের এক ইনফর্মার। তার রিপোর্ট ছিল এরকম : সত্তর ফুট দীর্ঘ সোভিয়েত ট্রাক্টর-ট্রেইলারের একটা বহর ক্যানভাসে ঢাকা রহস্যজনক কার্গো নিয়ে সান ক্রিস্টোবাল শহরের দিকে যাচ্ছে। কার্গোর আকার টেলিফোন পোলের মতো।

'আমি সেই এজেন্টের নাম জানি না,' বলেন সিআইএ'র স্যাম হালপার্ন। 'লোকটা আমাদের জানায় কিউবায় আজব কিছু কর্মকাণ্ড চলছে... এবং তা নিয়ে কমিটি অন ওভারহেড রিকনাইসন্সের সাথে দিনের পর দিন তর্ক-বিতর্ক চলে। অবশেষে কিউবার আকাশে একটা ইউ-টু ফ্লাইট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।'

অক্টোবরের ৪ তারিখ কাজে যোগ দেন জন ম্যাককোন। হোয়াইট হাউজ ইউ-টু ফ্লাইট ব্যান করেছে জেনে রেগে ওঠেন। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ হয়ে গেছে কিউবার আকাশে কোনো গোয়েন্দা প্লেন পাঠানো হয়নি। ববি কেনেডির সাথে স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে ফ্লাইট বন্ধ করার নির্দেশ কে দিয়েছে তা নিয়ে মত বিনিময় (উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়সহ) হয়। কাজটা নিঃসন্দেহে প্রেসিডেন্টের। বৈঠকে ববি কেনেডি স্বীকার করেন, কিউবা সম্পর্কে আরও তথ্য প্রয়োজন। তবে প্রেসিডেন্ট যে সবার আগে দেশটিতে বেশি বেশি স্যাবোটাজ ঘটাতে আগ্রহী, সে কথাও জানান ববি। প্রেসিডেন্ট বলেন, বেশি বেশি কর্মতৎপরতা চালাতে হবে।

তিনি দাবি করেন ম্যাককোন আর ল্যানসডেল কিউবায় এজেন্ট পাঠাবেন। তারা গিয়ে সেখানকার হারবারগুলোতে মাইন বসাবে আর কিউবান সৈন্যদের ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই নির্দেশের ফলে অক্টোবরে পরিচালিত হয় চূড়ান্ত মঙ্গুজ অপারেশন। পারমাণবিক সঙ্কট যখন মধ্য গগনে, তখন সাবমেরিনে করে পঞ্চাশজনের মতো স্পাই ও স্যাবোটিয়ার পাঠানো হয় কিউবায়।

ওদিকে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের চোখ ফাঁকি দিয়ে ৪ অক্টোবরের মধ্যে মোট নিরানব্বইটা নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড কিউবায় জমা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। হ্যারি ট্রুম্যান '৪৫ সালে হিরোশিমায় যে আণবিক বোমা ফেলেছিলেন, তারচেয়ে সত্তর গুণ বেশি শক্তিশালী প্রতিটার ওয়ারহেড। ৫ তারিখ ম্যাককোন কাজে যোগ দিয়েই হোয়াইট হাউজে যান এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কিউবার আকাশে আরও ইউ-টু ফ্লাইট পাঠানোর আবেদন জানান। কিন্তু ম্যাকজর্জ বানডি পাত্তা দেননি। তিনি বলেন, তিনি বুঝে ফেলেছেন কিউবায় তাদের জন্য কোনো হুমকি নেই।

আর যদি হুমকি থাকেও, তাহলে কোথায়, সিআইএ তা ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।

'শতভাগ ইন্টেলিজেন্স চমক'

সোভিয়েত নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড কিউবায় জড় করা হয়েছে, এ কথা সিআইএ জানতে পারে ঘটনা ঘটে যাওয়ার দশদিন পর। তবুও এজেন্সিসহ ক্ষমতাসীনদের অনেকে সেটাকেই বিজয় হিসেবে দেখতে থাকেন।

এর কয়েক মাস পর প্রেসিডেন্টের ফরেইন ইন্টেলিজেন্স বোর্ড এ বিষয়ে রিপোর্ট করে : 'সোভিয়েত কৌশলগত মিসাইলের কিউবায় মোতায়েন করার এই শতভাগ ইন্টেলিজেন্স চমক আমেরিকাকে হজম করতে হয়েছে তার অ্যানালিটিক প্রসেসের ম্যালফাংশন বা বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ক্রটির জন্য।' প্রেসিডেন্ট সিআইএ কর্তৃক 'ইল সার্ভড্' হয়েছেন বা এজেন্সি তাঁকে যথাযথ তথ্য সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছে। বলা হয় : সোভিয়েতরা কি করে না করে, 'গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিশিয়ালদের তার সম্ভাব্য সঠিক ছবিটি দেখাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় এজেন্সি।'

বোর্ড তদন্ত করে আরও জানায়, কিউবায় এজেন্সির যে ক'জন ক্ল্যান্ডেস্টাইন এজেন্ট আছে তারা সংখ্যায় অপ্রতুল। এবং 'এরিয়াল ফোটোগ্রাফিক সার্ভেইল্যান্স' সে দেশের ক্ষেত্রে পুরোপুরি কাজে লাগানো হয় না। রিপোর্টের উপসংহার ছিল এরকম : আমাদের ইন্টেলিজেন্স যেভাবে কিউবা পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছে, সেটা ছিল মারাত্মক ক্রটিপূর্ণ। অনতিবিলম্বে এ পদ্ধতি সংশোধন করা না হলে আমেরিকাকে একসময় এর চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে।

পদ্ধতি আর সংশোধন করা হয়নি। তার পরিণতি হয়েছে এই, সিআইএ ২০০২ সালে ইরাকের হাতে 'ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র' আছে বলে মত দিয়ে আমেরিকাকে মধ্য প্রাচ্যের চোরাবালিতে নিয়ে ফেলেছে।

অবশ্য ম্যাককোনের চাপাচাপির ফলে পরে ফোটোগ্রাফিক সার্ভেইল্যান্সের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হয়। ১৪ অক্টোবরের ঊষালগ্নে স্ট্রাটেজিক এয়ার কমান্ডের এয়ার ফোর্স পাইলট, মেজর রিচার্ড ডি. হেইসার ইউ-টু নিয়ে কিউবার পশ্চিম অঞ্চলের ওপর দিয়ে দ্রুত একটা চক্কর মেরে আসে। মাত্র ছয় মিনিটের চক্করে ৯২৮ টা ছবি তুলে আনে সে। চব্বিশ ঘণ্টা পর সিআইএ'র বিশ্লেষকরা সেগুলোর ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে দেখে, সবচেয়ে বড় আকারের কমিউনিস্ট বোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তারা। ১৫ অক্টোবর সারাদিন সেই ছবি দেখে কাটে বিশ্লেষকদের। বুঝতে বাকি থাকে না মে দিবসের কুচকাওয়াজে মস্কোর রেড স্কয়ারে এগুলোই দেখানো হয় প্রতিবছর। এরপর সেগুলোর টেকনিকাল স্পেসিফিকেশনের দিকে নজর দেয় তারা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস গ্রু (GRU)-এর এক কর্নেল, ওলেগ পেঙ্কোভোস্কির পাঠানো ডকুমেন্ট সেগুলো। তিনি ১৯৬০ সালের গ্রীষ্ম

থেকে শুরু করে টানা চার মাস চেষ্টা করেছেন সিআইএ'-র সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। কিন্তু এজেন্সির অনভিজ্ঞ অফিসাররা ভয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিল। এদিক থেকে ব্যর্থ হয়ে এক সময় ব্রিটিশদের মাধ্যমে সিআইএ'-র সাথে যোগাযোগ করেন পেঙ্কোভোস্কি। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট তুলে দেন তাদের হাতে। সেগুলোর বেশিরভাগই ছিল সোভিয়েত সামরিক ক্ষমতা ও ডকট্রিন সম্পর্কিত। পেঙ্কোভোস্কি ছিলেন ভলান্টিয়ার। সিআইএ'র পক্ষে স্বেচ্ছায় কাজ করা সর্বপ্রথম সোভিয়েত স্পাই। পরে নিজের সার্ভিসের হাতেই ধরা পড়ে যান তিনি।

১৫ তারিখ দুপুরের পর সিআইএ'-র বিশ্লেষকরা নিশ্চিত হয় যে, তাদের চোখের সামনের জিনিসগুলো মধ্যম পাল্লার এসএস-ফোর ব্যালিস্টিক মিসাইল। প্রতিটা এক মেগাটন ওয়ারহেড বহন করতে এবং পশ্চিম কিউবা থেকে ছোঁড়া হলে ওয়াশিংটনের কলজের মধ্যে এসে পড়তে সক্ষম। প্রেসিডেন্ট কেনেডি তখন নিউ ইয়র্কে ছিলেন। পরের মাসে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণায় ব্যস্ত। আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি নির্বাচনের। সে রাতে ম্যাকজর্জ বানডি নিজের বাড়িতে ছিলেন। ফ্রান্সের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, চিপ বোহলেনের সম্মানে দেয়া ফেয়ারওয়েল ডিনার নিয়ে ব্যস্ত। রাত দশটার দিকে তাঁর টেলিফোন বেজে ওঠে।

ফোন করেছেন রে ক্লাইন, সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর। বানডিকে জানান তিনি, 'আমরা যে জিনিস নিয়ে ভয়ে ছিলাম, ছবিতে মনে হয় সেগুলোই দেখা যাচ্ছে।'

রাত সোয়া ন'টায় ছবিগুলো নিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে যান রিচার্ড হেলমস। 'কেনেডি চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরবে বাইরে তাকিয়ে থাকেন,' অতীত স্মরণ করে বলেন হেলমস। 'তারপর আমার দিকে ফিরে অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন, "শিট!" দু' হাত মুঠো পাকিয়ে বুকের কাছে তুলে এমন এক ভঙ্গি করেন, যেন ছায়ার সাথে বক্সিং করতে যাচ্ছেন। তারপর বলেন, "ড্যাম ইট! আমি যে ভয় করছিলাম, ঠিক তাই ঘটেছে।"'

ববি কেনেডি ভাবলেন : 'ক্রুশ্চেভ আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমরাও নিজেদেরকে বোকা বানিয়েছি।'

'ওগুলো বিনিময় করতে পারলে খুশি হতাম'

সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনও কিউবায় পারমাণবিক বোমা মজুদ করবে না, এমন চিন্তা করে নিজেকে বোকা বানিয়েছে সিআইএ। মেজর রিচার্ড ডি. হেইসারের তুলে আনা মধ্যম পাল্লার এসএস-ফোর ব্যালিস্টিক মিসাইল দেখার পরও সে মোহ সহজে ভাংতে চাইছিল না। সোভিয়েত 'মাইন্ড সেট' সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছিল না এজেন্সি। ১৬ অক্টোবর প্রেসিডেন্টের বিলাপে সে কথাই প্রকাশ পায়। 'আমি ওদের ভিউ পয়েন্ট বুঝতে পারছি না,' বলেন তিনি। 'ভীষণ রহস্যময় লাগছে ব্যাপারটা। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান নেই।'

জেনারেল মার্শাল কার্টার তখন দ্বিতীয়বারের মতো সিআইএ'র ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর। কারণ ম্যাককোন সিয়াটল গেছেন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত তার সৎ ছেলের শেষকৃত্যে যোগ দিতে। সকাল সাড়ে ৯ টায় হোয়াইট হাউজের আন্ডার গ্রাউন্ড কমান্ড পোস্ট, সিচুয়েশন রুমে স্পেশাল গ্রুপের এক জরুরি বৈঠকে যোগ দিতে যান মার্শাল কার্টার। রবার্ট কেনেডির করা কিউবায় গোপন হামলার পরিকল্পনা রয়েছে তার সাথে। মঙ্গুজ মিটিংয়ে কেনেডিরা যা বলেন বা করেন, কোনোটাই কার্টারের পছন্দ হয় না। তাঁদের উত্তেজিত কথা শুনলে বা ভাব-ভঙ্গি দেখলে তার বরং ক্ষিপ্ত র‍্যাট টেরিয়ারের কথা মনে পড়ে। রাগে দাঁত বের করে গজরায় যেন। মিটিংয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল আটটা স্যাবোটাজ পরিকল্পনা উত্থাপন করেন প্রেসিডেন্টের অনুমোদনসহ।

মিটিং শেষে সিআইএ'র চিফ ফোটো ইন্টারপ্রিটার, আর্ট লানধাল ও টপ মিসাইল এক্সপার্ট সিডনি গ্রেবিলের সাথে বৈঠক করেন মার্শাল কার্টার। পরে কেবিনেট রুমে ইউ-টু'র তুলে আনা এনলার্জড্ ছবি টাঙানোর ব্যবস্থা করেন। দুপুরের একটু আগে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এস্টাবলিশমেন্টের কর্মকর্তারা সেখানে মিলিত হন।

প্রেসিডেন্ট তাঁর সর্বাধুনিক রেকর্ডিং সিস্টেম অন করেন। তারপর চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু কিউবান মিসাইল সঙ্কট নিয়ে তখনকার মিটিংসমূহের সঠিক সংক্ষিপ্তসার একত্রিত করা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

'গোটা বিষয়টা বিপজ্জনক হয়ে উঠল'

প্রেসিডেন্ট ছবিগুলোর দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করেন, 'কতখানি আধুনিক মিসাইল এগুলো?'

'স্যার, আমরা এ ধরনের ইন্সটলেশন আগে কখনও দেখিনি,' লানধাল বলেন।

'সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরেও না?' কেনেডি জানতে চান।

'না, স্যার।'

'এটা কি ফায়ার করার জন্য প্রস্তুত?'

গ্রেবিল জবাব দেন, 'না, স্যার।'

'হাতে কতক্ষণ আছে... কতক্ষণ পর ফায়ার করা হবে আমরা নিশ্চয়ই জানি না, তাই না?' কেউ জানে না। ওয়ারহেডগুলো কোথায়? ডিফেন্স সেক্রেটারি ম্যাকনামারা জানতে চাইলেন। তা-ও কেউ জানে না। ক্রুশ্চেভ কেন এ কাজ করলেন? ভাবলেন কেনেডি। সেক্রেটারি ডিন রাস্ক পরামর্শ দিলেন : 'শুধু আমরাই সোভিয়েত পারমাণবিক হামলার ভয়ে ভীত নই, ওরাও আমাদের পারমাণবিক হামলার আওতায় আছে। তুরস্কসহ আরও দু'-এক জায়গায় আমাদের মিসাইলও মজুদ আছে।'

প্রেসিডেন্টেরও মোটামুটি ধারণা আছে সে সম্পর্কে। তাঁর নির্দেশেই ওগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে তাক করে বসানো হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট তৎক্ষণাৎ তিনটা স্ট্রাইক প্ল্যান প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। প্রথমটা হবে নেভি জেট বা এয়ার ফোর্স সোভিয়েত মিসাইল ইন্সটলেশন উড়িয়ে দেবে। দ্বিতীয়টা বড় ধরনের বিমান আক্রমণের, এবং তৃতীয়টা পূর্ণ মাত্রার সামরিক অভিযান চালিয়ে কিউবা দখল করে নেয়ার। 'আমাদেরকে অবশ্যই এক নাম্বারে থাকতে হবে,' জোর দিয়ে বলেন প্রেসিডেন্ট। 'মিসাইলগুলো ধ্বংস করতে হবে।' কিউবায় সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে দুপুর একটায় মিটিং শেষ হয়।

বেলা আড়াইটায় নিজের জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের শানদার অফিসে মঙ্গুজ টিমের সদস্যদের উদ্দেশে জিভ দিয়ে চাবুক হানতে শুরু করেন অ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডি। অনবরত নতুন পরামর্শ, নতুন মিশনের আইডিয়া দাবি করতে থাকেন তাদের কাছে। নব্বই মিনিট আগে প্রেসিডেন্টের করা একটা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন তিনি, আমেরিকা যদি অভিযান চালায়, তাহলে কতজন কিউবান ক্যাস্ট্রো প্রশাসনের হয়ে যুদ্ধে যোগ দেবে? এর উত্তর কারও জানা নেই।

বিকেল সাড়ে ছয়টায় কেবিনেট রুম আবার ভরে ওঠে। প্রেসিডেন্ট জানতে চান, এমআরবিএম বা মিডল রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল গুলি করে ধ্বংস করা সম্ভব

কি না। জেনারেল কার্টার বলেন, সম্ভব। কিন্তু এগুলো মোবাইল মিসাইল। স্থানান্তরযোগ্য। এক জায়গা থেকে সহজেই আরেক জায়গায় নিয়ে লুকিয়ে রাখা যায়। কাজেই এটা নিঃসন্দেহে বড় এক সমস্যা।

এরপর প্রেসিডেন্ট কিউবার বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করা নিয়ে ভাবতে গিয়ে টের পান, সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ সম্পর্কে কত সামান্য জ্ঞান রাখেন তিনি। 'লোকটা যে কি করতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে ভুল ধারণা ছিল আমাদের,' অকপটে স্বীকার করেন প্রেসিডেন্ট। 'আমরা ভাবতে পারিনি সে কিউবায় এমআরবিএম ইনস্টল করতে যাচ্ছে।' জন ম্যাককোন ছাড়া কেউ জানত না, বানডি বিড়বিড় করে বলেন। কেন ক্রুশ্চেভ এ কাজ করল?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। 'এতে লাভ কি হলো? গোটা বিষয়টা তো বিপজ্জনক হয়ে উঠল।'

এক মিনিটের অস্বস্তিকর নীরবতার পর ম্যাকজর্জ বানডি বললেন, 'আমাদের প্ল্যান কমপ্লিট, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

আলোচনা দিক বদল করে। 'আমরা কয়েকটা স্যাবোটাজ মিশনের তালিকা প্রস্তুত করেছি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' আবার বলেন বানডি। 'আমার ধারণা আপনি স্যাবোটাজ মিশনের পক্ষে।' তাই ছিলেন কেনেডি। প্ল্যান অনুযায়ী পাঁচজন করে মঙ্গুজ এজেন্ট নিয়ে দশটা টিম গঠিত হয়। সাবমেরিনে করে কিউবায় ইনফিলট্রেট করবে এসব টিম। তাদের ওপর নির্দেশ থাকে, কিউবান হারবারে নোঙর করে থাকা সোভিয়েত জাহাজ আন্ডার ওয়াটার মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। মেশিন গান ও মর্টার দিয়ে তিনটা সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সাইট এবং নিউক্লিয়ার মিসাইল লঞ্চার, সবগুলোর ওপর আক্রমণ চালাতে হবে। এসব পরিকল্পনা নিয়ে দুই কেনেডি অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন। তাঁদের একমাত্র অস্ত্র—ভোঁতা সিআইএ।

টেবিলের ওপর দুটো সামরিক অপশন রেখে মিটিং থেকে বেরিয়ে যান প্রেসিডেন্ট কেনেডি। একটা হচ্ছে কিউবায় চোরাগোপ্তা হামলা, অন্যটা পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযান। জেনারেল কার্টার, ম্যাকনামারা, বানডিসহ আরও কয়েকজনকে রেখে চলে যাওয়ার আগে কেনেডি অনুরোধ করেন, তিনি পরদিন সকালে কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় যোগ দিতে যাওয়ার আগে ম্যাককোন যেন তাঁর সাথে দেখা করেন।

সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর মার্শাল কার্টারের বয়স একষট্টি। খাটো, হোঁৎকা এবং টাক মাথার মানুষ। শাণিত জিভ। আইজেনহাওয়ারের আমলে ছিলেন নর্থ আমেরিকান এয়ার ডিফেন্স কমান্ড বা নোরাড-এর চিফ অব স্টাফ। নিজের দেশের পারমাণবিক স্ট্রাটেজি জানা ছিল তাঁর। প্রেসিডেন্ট রুম থেকে বেরিয়ে যেতেই মার্শাল কার্টার নিজের ভয়ের কথা প্রকাশ করলেন অন্যদের সামনে।

'আমাদের লোক গিয়ে আরেক দেশে সারপ্রাইজ অ্যাটাক চালাবে। রুশদের

মিসাইল ধ্বংস করবে। তাতে কি সমস্যা মিটে যাবে? মোটেই না, সমস্যার শুরু হবে। সেদিন হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিন।'

'আমি যে পন্থা অনুমোদন করেছি'

পরদিন ১৭ অক্টোবর সকাল সাড়ে নয়টায় জন ম্যাককোন ও প্রেসিডেন্ট কেনেডির সাক্ষাৎ হয়। এ বিষয়ে ম্যাককোন তার দৈনিক মেমোতে লেখেন : 'প্রেসিডেন্ট মনে হচ্ছিল খুব দ্রুত কিছু একটা করতে আগ্রহী, কোনোরকম সতর্ক সঙ্কেত ছাড়াই।' পরে ম্যাককোনকে গেটিসবার্গ, পেনসিলভেনিয়ায় যেতে বলেন কেনেডি। সাবেক প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে বিষয়টা জানাতে। দুপুরের দিকে ইউ-টু'র তুলে আনা মিসাইলের ছবিসহ আইজেনহাওয়ারের বাড়িতে পৌঁছান ম্যাককোন। 'তিনিও মনে হয়েছে কেনেডির সাথে একমত ছিলেন (যদিও নির্দিষ্টভাবে অনুমোদন করেননি) মিলিটারি অ্যাকশনের ব্যাপারে,' মেমোতে লেখেন তিনি।

পরে ওয়াশিংটনে ফিরে আসেন ডিরেক্টর। বিচ্ছিন্ন চিন্তা-ভাবনাকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন। উদ্বিগ্ন ছিলেন। আটচল্লিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে পশ্চিম উপকূল থেকে ঘুরে এসেছেন। সেদিন দুপুরে ছয় পাতার নোট লেখেন ম্যাককোন, এবং ২০০৩ সালে ডিক্লাসিফাইড করা হয় সেগুলো। তাঁর লেখায় স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, পারমাণবিক যুদ্ধ ছাড়াই তিনি কিউবা সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজছিলেন।

অতীতে নেতৃস্থানীয় জাহাজ নির্মাতা ছিলেন জন ম্যাককোন। তাই জানেন সাগরে জাহাজের সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা কত ব্যাপক। নোটের শেষে তিনি যে উপসংহার টানেন, তাতে 'কিউবার ওপর সর্বাত্মক অবরোধ আরোপ করতে হবে' বলে পরামর্শ ছিল। 'আক্রমণ করার ভয় দেখিয়ে কিউবাগামী প্রতিটা জাহাজের পথরোধ করতে হবে।'

প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত ববি কেনেডি, ম্যাকনামারা, ডিন রাস্ক প্রমুখের সাথে বৈঠকের পর বৈঠক করেন ম্যাককোন। সবার কাছে কিউবাগামী জাহাজের গতিরোধের স্ট্রাটেজি ব্যাখ্যা করেন। তবে প্রেসিডেন্টের টপ অ্যাডভাইজরদের কেউ তাঁর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন, ম্যাককোনের মেমোতে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার ১৮ অক্টোবর সকাল এগারোটায় ম্যাককোন ও আর্ট লানধাল ইউ-টু'র তোলা নতুন কিছু ছবি নিয়ে হোয়াইট হাউজে যান। সেগুলোয় আছে আরও বড় মিসাইলের ছবি। পাল্লা ২২০০ মাইল। একমাত্র সিয়াটল ছাড়া আমেরিকার যেকোনো বড় শহরে আঘাত হানতে সক্ষম। মিসাইল বেজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে সোভিয়েত সৈন্য। ম্যাকনামারা বলেন, বেজগুলোয় আকস্মিক বিমান হামলা

চালানো হলে কয়েকশো সোভিয়েতের মৃত্যু হবে। তাদের ওপর হামলা চালানোর অর্থ হবে মস্কোর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা। কিউবার বিরুদ্ধে নয়। এরপর আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট জর্জ বিল দু' রাত আগে সিআইএ'র মার্শাল কার্টারের করা একটা মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন: কোর্স অব অ্যাকশন চাই, যার অধীনে পার্ল হারবারের মতো কোনোরকম সতর্কবাণী ছাড়াই আমরা আক্রমণ চালাবো।

'আসল প্রশ্ন হচ্ছে, পারমাণবিক যুদ্ধের শঙ্কা এড়াতে আমরা কী ধরনের পদক্ষেপ নেবো,' প্রেসিডেন্ট বলেন। 'পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটা হবে চূড়ান্ত ব্যর্থতা। যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই সাগর অবরোধ ঘোষণা করা যেতে পারে। যুদ্ধ ঘোষণা করেও সেটা করা যেতে পারে। আমাদের হাতে স্ট্রাইক ওয়ান, টু, থ্রি আছে। তারপর সামরিক অভিযানের পথও খোলা থাকল।'

সেদিন নিজের জাহাজের গতিরোধ করার পরিকল্পনার সমর্থনে দুটো ভোট অর্জন করেন ম্যাককোন। একটা ভোট সাবেক প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের, অন্যটা অ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট এফ. কেনেডির। সংখ্যার দিক থেকে যদিও তাঁরা লঘিষ্ট ছিলেন, তবু এর ফলে স্রোতের গতিপথ ঘুরে যায়। সেদিন মাঝরাতে ওভাল অফিসে বসে প্রেসিডেন্ট তাঁর লুকানো মাইক্রোফোনের উদ্দেশে মন্তব্য করেন : 'কিউবায় সরাসরি আক্রমণ চালানোর প্রশ্নে মতের পরিবর্তন ঘটেছে।'

রবিবার ম্যাককোনকে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠান প্রেসিডেন্ট কেনেডি। বলেন, তিনি ঠিক করেছেন তাঁর পরামর্শ অনুযায়ীই কিউবা সমস্যা সমাধানের কাজ করবেন। ২২ অক্টোবর টেলিভিশন ভাষণের মাধ্যমে তাঁর সেই সিদ্ধান্তের কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি।

'আমি ইমপিচড্ হতে পারি'

হোয়াইট হাউজের ২৩ অক্টোবর শুরু হয় সিআইএ'র ডিরেক্টর ম্যাককোনের ব্রিফিংয়ের মধ্য দিয়ে। কংগ্রেস সদস্য ও কলামিস্টদের ব্রিফ করেন তিনি। কিউবায় সোভিয়েত পারমাণবিক বোমার উপস্থিতির হুমকি সম্পর্কে সময়মতো সতর্ক করে দেশকে মারাত্মক রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে রক্ষা করেছেন বলে প্রেসিডেন্ট ও অ্যাটর্নি জেনারেল আপাতত তাঁকেই চালকের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা চান জাতি সংঘে নিজেদের রাষ্ট্রদূত, আদলাই স্টিভেনসনের মনোবল বাড়িয়ে দেন ম্যাককোন। যাতে রাষ্ট্রদূত দেশের স্বার্থ নিয়ে জোরাল বিতর্ক করতে পারেন।

ব্রিফিং শেষে নিজের চিফ ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট, রে ক্লাইনকে তলব করেন ম্যাককোন। ইউ-টু'র তোলা সমস্ত ছবির কপি নিয়ে নিউ ইয়র্কে স্টিভেনসনের হাতে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলেন। অ্যানালিস্টকে ব্যাখ্যা করেন: নিরাপত্তা পরিষদে

বিষয়টা তুলে ধরার মতো মজবুত করে তুলতে ওগুলোর প্রয়োজন হবে। 'কেননা বে অব পিগস-এর পর থেকে তারা একটু বেকায়দায় আছে। সেই ঘটনার পর স্টিভেনসন কিছু ভুয়া ছবি পেশ করেছিলেন জাতিসংঘে। পরে সেগুলো জাল প্রমাণ হয়।'

পরদিন সকালে প্রেসিডেন্টের বারোজন উর্ধ্বতন জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধ কিভাবে কার্যকর করা হবে তা নিয়ে আলোচনায় বসেন। টেকনিক্যাল দিক থেকে বিষয়টা যুদ্ধেরই নামান্তর। জাতিসংঘের 'করিডর আড্ডা' সম্পর্কে রে ক্লাইনের রিপোর্টে ম্যাককোন জানতে পারেন, সেখানে অনেকের ধারণা কিউবা অভিমুখী সোভিয়েত জাহাজগুলো আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজের নজর এড়িয়ে গন্তব্যে পৌছার চেষ্টা করতে পারে।

'কাল সকালে এই আটটা সোভিয়েত জাহাজকে গন্তব্যের দিকে যেতে দেখলে কি করব আমরা?' প্রশ্ন করেন প্রেসিডেন্ট। 'আমরা কি মোটামুটি নিশ্চিত যে... ' ক্ষণিকের নীরবতা, একটু নার্ভাস হাসি, '... বিষয়টা সামাল দিতে পারব?'

এর জবাব কারও জানা নেই। আবার সংক্ষিপ্ত নীরবতা।

ম্যাককোন বলেন, 'গুলি করে ওগুলোর হাল উড়িয়ে দিতে হবে, তাই না?'

মিটিংয়ের ইতি ঘোষণা করা হয়। কোয়ারেন্টাইন প্রোক্লামেশনে স্বাক্ষর করেন কেনেডি। তারপর দুই ভাই কেবিনেট রুমে কিছু সময় একাকী কাটান।

'ওয়েল,' প্রেসিডেন্ট বলে ওঠেন এক সময়। 'ঘটনাটা এবার মনে হয় সত্যি সত্যি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ও তো নেই। ওরা যদি এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে... জিসাস ক্রাইস্ট! তারপর কি করবে ব্যাটারা?' রবার্ট কেনেডি বলেন, 'এছাড়া আর কোনো উপায় নেই তোমার। আমি বলতে চাইছি... তোমাকে ইমপিচ করা হতে পারে কাজটা না করলে।'

মাথা দোলান কেনেডি। 'ঠিক। আমি ইমপিচড্ হতে পারি।'

২৪ অক্টোবর বুধবার সকাল দশটা থেকে অবরোধ কার্যকর হয়। আমেরিকান সেনাবাহিনী তখন পারমাণবিক যুদ্ধের আগের অবস্থার সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায়। এদিকে ম্যাককোন হোয়াইট হাউজে তাঁর প্রতিদিনকার ব্রিফিং শুরু করেন। সিআইএ'র ডিরেক্টর তার চার্টারের নির্দেশ অনুযায়ী দেশের সবগুলো ইন্টেলিজেন্সকে প্রেসিডেন্ট কেনেডির অধীনে নিয়ে আসেন। সোভিয়েত আর্মি তখনও পূর্ণ মাত্রায় সতর্ক ছিল না, তবে এখন হতে শুরু করেছে, রিপোর্ট করেন ম্যাককোন। তারা হয়ত আটলান্টিকে সাবমেরিনও নিয়োগ করবে নিজেদের বাণিজ্য জাহাজ পাহারা দিয়ে কিউবায় পৌছে দিতে। নতুন ফোটো রিকনাইসন্সে নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড সংরক্ষণের জন্য তৈরি নতুন নতুন স্টোরেজ বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। যদিও ভেতরে কোনো ওয়ারহেড নেই। প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করেন ম্যাককোন, অবরোধের ফলে সোভিয়েতদের মিসাইল লঞ্চিং সাইট নির্মাণের কাজ হয়ত বন্ধ হবে না।

ম্যাকনামারা সোভিয়েত জাহাজ ও সাবমেরিন ইন্টারসেপ্ট করার পরিকল্পনা প্রেসিডেন্টের সামনে পেশ করতে শুরু করেছেন, এই সময় ম্যাককোন বাধা দেন। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এইমাত্র একটা নোট পেলাম... সম্প্রতি যে ছয়টা জাহাজ কিউবান পানি সীমায় শনাক্ত করা হয়েছে... সেগুলো হয় থেমে পড়েছে, নয়ত গতিপথ পাল্টে ফেলেছে।' ডিন রাস্ক জানতে চান, 'কিউবান পানি সীমা বলতে কি বোঝাচ্ছেন?' প্রেসিডেন্ট বলেন, 'কোন ছয়টা জাহাজ? যেগুলো কিউবা থেকে চলে যাচ্ছে, নাকি কিউবার পথে রয়েছে?' ম্যাককোন উঠে পড়েন। 'আমি জেনে আসছি।' রাস্ক বিড়বিড় করে মন্তব্য করেন, 'কিছু পরিবর্তন ঘটেছে তাহলে।'

একটু পর ব্রেকিং নিউজ নিয়ে ফিরলেন ম্যাককোন : যে সোভিয়েত জাহাজগুলো কিউবার দিকে আসছে, সেগুলো এখনও পাঁচশো মাইল দূরে আছে। তবে সেগুলো থেমে পড়েছে অথবা কোর্স বদলে ফেলেছে। এই সময় ডিন রাস্ক ঝুঁকে বসে বানডিকে বলেন, 'আমরা পরস্পরের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। এবার মনে হচ্ছে অন্যজনের চোখের পলক পড়ল। ম্যাককোনের স্ট্রাটেজির প্রথম অংশ ছিল সোভিয়েত জাহাজগুলোকে আমেরিকার কোয়ারেন্টাইন মেনে চলতে বাধ্য করা। দ্বিতীয়টা ছিল আরও কঠিন। তিনি প্রেসিডেন্টকে বারবার মনে করিয়ে দিতে থাকেন, মিসাইল সব আগের জায়গাতেই রয়ে গেছে। ওয়ারহেডগুলো দ্বীপ রাষ্ট্রটির কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে। ফলে বিপদ একটু একটু করে বেড়েই চলেছে।

২৬ অক্টোবর আদলাই স্টিভেনসন হোয়াইট হাউজে জানান, কিউবা থেকে মিসাইল অপসারণে মস্কোকে রাজি করাতে কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাস পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। কিন্তু ম্যাককোন জানেন অত সময় পাওয়া যাবে না। দুপুরের দিকে কিছু বলার জন্য প্রেসিডেন্টকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে যান তিনি। তাদের সাথে ফোটো ইন্টারপ্রিটার আর্ট লানঢাল ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। নতুন ফোটো রিকনাইসন্সে দেখা যায় সোভিয়েতরা কিছু স্বল্প পাল্লার ব্যাটল ফিল্ড নিউক্লিয়ার অস্ত্রও মজুদ করেছে কিউবায়। সেগুলোর ক্যামোফ্লাজড্ মিসাইল লঞ্চার সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রতিটা মিসাইল সাইটের দায়িত্বে রয়েছে পাঁচশোর মত মিলিটারি পার্সোনেল, এবং সেগুলোর পাহারায় রয়েছে আরও তিনশো।

'আমার উদ্বেগ প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে,' প্রেসিডেন্টকে বললেন ডিরেক্টর ম্যাককোন। 'ওরা অন্ধকারে কাজ শুরু করতে পারে। পরদিন সকালে হয়ত দেখব আমাদের দিকে মিসাইল তাক করা হয়ে গেছে। তাই আমি উদ্বিগ্ন হচ্ছি। এর একটা রাজনৈতিক সমাধান বের করতে চাই।'

'তা কিভাবে সম্ভব?' জানতে চান প্রেসিডেন্ট। 'বিকল্প উপায় হতে পারে ফুল স্কেল বিমান হামলা বা সরাসরি সামরিক অভিযান। তাহলে এর বিহিত হতে পারে। কিন্তু তারপরও একটা বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া বাকি থেকে যায়। তা হলো,

সরাসরি সামরিক অভিযান চালানো হলেও সোভিয়েত মিসাইল সাইটগুলোর দখল পেতে প্রচুর রক্ত ঝরাতে হবে আমাদেরকে। কারণ ওদের মিসাইলগুলো আমাদের দিকেই তাক করা আছে। তবে ওরা মিসাইল ফায়ার করবে কি না সেটাও একটা প্রশ্ন।'

'ঠিক বলেছেন,' বললেন ম্যাককোন। প্রেসিডেন্টের চিন্তার লাইন কূটনৈতিক থেকে সামরিক সামাধানের দিকে বাঁক নেয়। 'কূটনৈতিক ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই যা আমরা অনুসরণ করতে পারি। যার মাধ্যমে এই কঠিন জটিলতা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা সম্ভব,' বলেন প্রেসিডেন্ট। 'আরেকটা উপায় হচ্ছে একযোগে বিমান হামলা আর সামরিক অভিযান চালানো। তার অর্থ হবে আক্রান্ত হলে সোভিয়েতরা মিসাইল হামলা চালাবে, এমন আশঙ্কা মাথায় রাখা।'

ম্যাককোন সামরিক অভিযানের বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে বলেন, 'সামরিক অভিযান চালানো হবে অনেক বেশি দায়িত্বপূর্ণ একটা কাজ যা বেশিরভাগ মানুষই বোঝে না,' বলেন তিনি। 'রাশিয়ান আর কিউবানদের হাতে অনেক ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে... সবই অত্যন্ত মারাত্মক। রকেট লঞ্চার, সেলফ-প্রপেলড্ গান ক্যারিয়ার, হাফ-ট্রাক... আগ্রাসন চালানো হলে শত্রু বাহিনীকে অনেক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে। তার পরিণতি যে কি হবে, আগে থেকে তা অনুমান করাও সম্ভব নয়।'

সেই রাতে মস্কো থেকে একটা দীর্ঘ কেবল বার্তা পৌছায় হোয়াইট হাউজে। সেটা ট্রান্সমিট ও রিসিভ করতে ছয় ঘন্টারও বেশি সময় লাগে। বার্তা শেষ হতে রাত ৯টা বেজে যায়। সেটা ছিল প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে লেখা সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভের একটা ব্যক্তিগত চিঠি। তাতে ছিল থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী এবং সেই জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা উপায়—যদি আমেরিকা কথা দেয় তারা কিউবায় অভিযান চালাবে না, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখান থেকে তার সমস্ত মিসাইল প্রত্যাহার করে নেবে।

জন ম্যাককোন ২৭ অক্টোবর শনিবার সকাল দশটায় হোয়াইট হাউজে মিটিং শুরু করেন। মিটিংয়ের শুরুতেই তিনি একটা ভয়ঙ্কর খবর দেন যে, ছয় ঘন্টার মধ্যে সোভিয়েত মিসাইল আমেরিকায় আঘাত হানতে পারে। ম্যাককোনের বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট কেনেডির সামনে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের নিউজ টিকার থেকে একটা বুলেটিন ছিঁড়ে হাজির করা হয়। মস্কোর ডেটলাইনের সে খবরে বলা হয়েছে : প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ গতকাল প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে বলেছেন, মস্কো কিউবা থেকে তার মিসাইল প্রত্যাহার করতে রাজি আছে, যদি আমেরিকা তুরস্ক থেকে তার মিসাইল প্রত্যাহারে একমত হয়।

হই-চই শুরু হয়ে যায় মিটিংয়ে। প্রেসিডেন্ট আর ম্যাককোন ছাড়া অন্য কারও পছন্দ হয়নি প্রস্তাবটা। 'এ সুযোগ হেলায় হারানো ঠিক হবে না,' বলেন কেনেডি।

'ওরা খুব ভাল একটা প্রস্তাব দিয়েছে।'

ম্যাককোন একমত হন। সুনির্দিষ্ট, সিরিয়াস প্রস্তাব। অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। কিভাবে প্রস্তাবের জবাব দেয়া যায় সেই বিতর্কে দিন কেটে গেল। প্রতিটা মুহূর্ত কাটল এক ধরনের ত্রাসের মধ্য দিয়ে। খবর আসে একটা ইউ-টু আলাস্কা উপকূলের কাছে সোভিয়েত আকাশ সীমায় ঢুকে পড়ায় ওদের জেট ধাওয়া করেছে। তারপর সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ম্যাকনামারা ঘোষণা করেন, কিউবার মাটিতে আরেকটা ইউ-টু ফেলে দেয়া হয়েছে। এয়ার ফোর্সের পাইলট মেজর রুডলফ অ্যান্ডারসনের মৃত্যু হয়েছে।

ক্রুদ্ধ জয়েন্ট চিফ অব স্টাফরা জোর দিয়ে বলেন, আগামী ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে কিউবায় ফুল-স্কেল অভিযান শুরু করতে হবে। সাড়ে ছয়টার দিকে কেনেডি মিটিং রুম থেকে বেরিয়ে যান। এরপর আলোচকদের ভাষা হয়ে ওঠে শাণিত, হিংস্র। ম্যাকনামারা বলেন, 'আমরা যখন কিউবা আক্রমণ করব, তখন পূর্ণমাত্রার আক্রমণই চালাব। তার মানে সেটা হবে আগ্রাসন।' অথবা পারমাণবিক যুদ্ধ, বানডি বলে ওঠেন বিড়বিড় করে। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন *হয়ত*,' ম্যাকনামারা আবার বলেন, 'এবং আমার ধারণা *অবশ্যই* আমাদের তুরস্কের মিসাইল সাইটে হামলা চালাবে। তাই যদি হয়, তাহলে আমরা ব্ল্যাক সি-র সোভিয়েত জাহাজ বা বেজে পাল্টা হামলা চালাব।'

সেক্রেটারি অব ডিফেন্স বলেন, 'এর ফলে পরিস্থিতি মারাত্মক বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। 'কিউবায় আক্রমণ চালালে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি না। তবে এড়ানোর সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে আমাদের।' ম্যাকনামারা যোগ করেন, 'এবং পরের বিপর্যয় এড়ানোর একটা উপায় হচ্ছে কিউবা আক্রমণের আগে তুরস্ক থেকে আমাদের মিসাইল প্রত্যাহার করে নেয়া।'

'তাহলে এই বিনিময় প্রস্তাব কেন দেয়া হচ্ছে না!' রাগে প্রায় বিস্ফোরিত হলেন ম্যাককোন। আরও অনেকগুলো কণ্ঠ যোগ দিল তাঁর সাথে। সবার এক কথা, বিনিময় প্রস্তাব দিন! বিনিময় প্রস্তাব দিন! ম্যাককোনের মেজাজ চড়তে লাগল। 'কিউবা সমস্যা সমাধানে তুরস্ক থেকে মিসাইল প্রত্যাহার করতে পারলে আমি খুব খুশি হবো। এখনই এ বিষয়ে কাজ শুরু করতে যাচ্ছি আমি। সে জন্য কারও অনুমতি নিতে যাবো না। আমরা এক সপ্তাহ সময় নষ্ট করেছি। এখন সবাই এ প্রশ্নে একমত।'

সাড়ে সাতটার দিকে প্রেসিডেন্ট কেবিনেট রুমে ফিরে সবাইকে ডিনার খেয়ে নিতে বলেন। তারপর তাঁরা দুই ভাই ওভাল অফিসে রাস্ক, বানডি ও ম্যাকনামারার সাথে মিটিংয়ে বসেন। ম্যাককোনকে বাদ রাখা হয়। তার পরামর্শ নিয়েই আলোচনা হয় সেখানে। প্রেসিডেন্ট সেরকমই একটা কিছু চাইছিলেন। উপস্থিত

সবাইকে মিটিংয়ের বিষয়বস্তু গোপন রাখতে শপথ পড়ানো হয়। ববি কেনেডি সেখান থেকে বেরিয়ে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে নিজের অফিসে যান সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আনাতোলি দবরিনিনের সাথে আলোচনা করতে। সেখানে তিনি দবরিনিনকে জানান, মিসাইল প্রশ্নে আমেরিকা ক্রুশ্চেভের প্রস্তাব মানতে রাজি আছে কুইড প্রো কিউ (quid pro quo) বা বিকল্প ভিত্তিতে। বিকল্প ভিত্তি হচ্ছেঃ বিষয়টা কখনও প্রকাশ করা চলবে না। কেনেডিরা যে ক্রুশ্চেভের সাথে কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন, তার ছবি বা ভিডিও চিত্র দেখানো যাবে না। শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছা অনুযায়ীই কাজ হয়। অ্যাটর্নি জেনারেল ২৭ অক্টোবরের দিনব্যাপী মিটিংয়ের মেমো বদলে ফেলেন। রুশদের সাথে বিনিময়ের যে প্রস্তাব করা হয় সেখানে, তার খসড়াও ডিলিট করে ফেলেন।

এ বিষয়ে সিকি শতাব্দী পর ম্যাককোন বলেন : প্রেসিডেন্ট কেনেডি আর অ্যাটর্নি জেনারেল ববি কেনেডির দাবি ছিল, তুরস্কের মিসাইল নিয়ে তাঁরা কখনই কোনো সোভিয়েত প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করেননি, এবং তা নিয়ে দু' দেশের মধ্যে কোনো চুক্তিও হয়নি। বহু বছর পৃথিবী তাই জানত। জানত একমাত্র প্রেসিডেন্ট কেনেডির অনড় অবস্থান ও ববি কেনেডির কৌশলী শান্তি চুক্তিই দেশকে পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। কিউবা মিসাইল সঙ্কট সমাধানের ব্যাপারে ম্যাককোনের ভূমিকাই যে মুখ্য ছিল, বিংশ শতাব্দীর বাকি প্রায় চার দশক সে খবর কাউকে জানতে দেয়া হয়নি।

এরপর কেনেডিরা ম্যাককোনের বিপক্ষে চলে যান। কারণ সিআইএ ডিরেক্টর গোপনে ফাঁস করে দেন যে তিনিই কিউবা মিসাইল সঙ্কট নিরসনের একমাত্র মাধ্যম ছিলেন। ১৯৬৩ সালের ৪ মার্চ সে খবর *দি ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ ছাপা হয়। সেদিন ববি তার ভাইকে বলেন, প্রেসিডেন্টের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে নিশ্চয়ই সিআইএ এই অপকর্মটি করেছে। গোপন খবর ফাঁস করে দিয়েছে।

জবাবে প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেন, 'ইয়েহ্! হি ইজ আ রিয়েল বাস্টার্ড, দ্যাট জন ম্যাককোন।'

'ফিদেলকে দুনিয়া থেকে হটাতে প্রয়োজনে... '

কিউবা মিসাইল সঙ্কট যখন তুঙ্গে, ম্যাককোন তখন মঙ্গুজ-এর লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করেন এবং সেটার বিপুল প্রাণশক্তিকে পেন্টাগনের জন্য ইন্টলিজেন্স সংগ্রহের কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। তিনি ভেবেছিলেন সফল হবেন। কিন্তু সিআইএ'র বিল হার্ভি ধরে নেন আমেরিকা সামরিক অভিযান চালাতে যাচ্ছে কিউবায়, সেই অনুযায়ী মঙ্গুজ-এর স্যাবোটিয়ারদের আক্রমণ চালাতে নির্দেশ দেন তিনি।

ববি কেনেডি ছিলেন মঙ্গুজ মিশনের সবচেয়ে কড়া সমর্থক। কিন্তু একের পর এক মিশন ব্যর্থ হতে দেখে তিনি বুঝে ফেলেন এ জন্য মঙ্গুজের নেতৃত্ব দায়ী। রাগে ফেটে পড়েন তিনি। তার ক'দিন পর ওয়াশিংটন থেকে উধাও হয়ে যান হার্ভি। রিচার্ড হেলমস তাকে রোমের স্টেশন চিফ করে পাঠিয়ে দেন। তবে যাওয়ার আগে হার্ভি যে জনি রোজেলি নামে এক মাফিয়া হিট ম্যানের সাথে বিদায়ী ভোজে অংশ নিয়েছিলেন, তা এফবিআই'র নজরে পড়ে যায়। রোমে গিয়ে সার্বক্ষণিক মাতাল হার্ভি লাগামছাড়া হয়ে ওঠেন। ববি কেনেডি তাকে যেমন তাড়িয়ে দিয়েছেন, নিজের লোকজনকেও তিনি সেইরকম তাড়া করে বেড়াতে থাকেন।

হেলমস তাকে কিউবার ইন চার্জের পদ থেকে সরিয়ে তাঁর দূর প্রাচ্যের চিফ ডেসমন্ড ফিটজেরাল্ডকে নিয়োগ দেন। ফিটজেরাল্ড ছিলেন হার্ভার্ড পাশ করা মিলিয়নেয়ার। বাস করতেন জর্জ টাউনের লাল ইঁটের তৈরি ম্যানসনে। তাঁর প্যানট্রিতে থাকত একজন বাটলার, গ্যারেজে থাকত লেটেস্ট মডেলের জাগুয়ার। প্রেসিডেন্ট মানুষটাকে পছন্দ করতেন। কারণ তাকে জেমস বন্ডের মতো মনে হত তাঁর। কোরিয়া যুদ্ধের শুরুর দিকে নিউ ইয়র্কের এক ল ফার্মের সাথে জড়িত ছিলেন ফিটজেরাল্ড। ফ্র্যাঙ্ক উইজনার তাকে সেখান থেকে ডেকে নেন এবং ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের দূর প্রাচ্য ডিভিশনের এগজিকিউটিভ অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেন।

বার্মার বিপর্যয়কর লি মাই অপারেশন তত্ত্বাবধান করেন তিনি। তারপর সিআইএ'র চীন মিশনও পরিচালনা করেন, যে মিশনের অধীনে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত শত শত বিদেশী এজেন্টকে চীনে পাঠানোর নামে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। পরে হেড কোয়ার্টার্সের রিপোর্টে সে মিশনকে যখন সময়, টাকা, প্রাণশক্তি ও জনশক্তির অহেতুক অপচয় বলে বর্ণনা করা হয়, তখন দূর প্রাচ্যের ডেপুটি চিফ পদে উন্নীত করা হয় ফিটজেরাল্ডকে। সেখান থেকে '৫৭-'৫৮ সালের ইন্দোনেশিয়া অপারেশনের পরিকল্পনা ও তা পরিচালনা করেন তিনি। দূর প্রাচ্য ডিভিশনের চিফ হিসেবে সিআইএ'র ভিয়েতনাম, লাওস ও তিব্বত অপারেশন বিস্তৃত করেন।

এবার কেনেডিরা তাকে কিউবান মাইন উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। একই সাথে দেশটির কল-কারখানা, পাওয়ার স্টেশন, বাণিজ্যিক জাহাজসহ অর্থকরী সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেন। তাঁদের আশা ছিল এর ফলে সাধারণ মানুষের পাল্টা বিদ্রোহের মুখে ক্যাস্ট্রো ক্ষমতা হারাবেন। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে ববি কেনেডি কিউবা মিশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ফিটজেরাল্ডকে। সেটার মূল ছিল কিউবার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই ক্যাস্ট্রোকে উৎখাত করা—আঠারো মাসের মধ্যে। যেন-তেনভাবে সে চেষ্টা চালাতে গিয়ে ২৫ জন কিউবান এজেন্টকে অহেতুক মৃত্যু বরণ করতে হয়। তারপর একই বছরের গ্রীষ্ম ও বসন্তে ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করার চূড়ান্ত মিশন পরিচালনা করেন ডেসমন্ড ফিটজেরাল্ড।

সিআইএ'র পরিকল্পনা ছিল এ কাজে কিউবা সরকারের ভেতরে অবস্থানকারী তাদের বেস্ট-প্লেসড্ এজেন্ট, রোলান্ডো কুবেলাকে হিট ম্যান হিসেবে ব্যবহার করা হবে। দেমাগী, মুখ ফসকা ও ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল রোলান্ডো কুবেলা। ক্যাস্ট্রোকে সহ্য করতে পারত না। কিউবান আর্মিতে মেজর ছিল লোকটা। এক সময়ে স্পেনে মিলিটারি অ্যাটাশের দায়িত্বেও ছিল। তার দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর রেকর্ড ছিল বেশ সমৃদ্ধ। '৬৩ সালের ১ আগস্ট হেলসিঙ্কিতে সিআইএ'র এক অফিসারের সাথে আলোচনায় সে স্বেচ্ছায় প্রস্তাব দেয়, 'ফিদেলকে ক্ষমতা থেকে হটাতে প্রয়োজনে হত্যা করতে হবে।'

এরপর সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখ সে তার কেস অফিসার, নেস্টর সানচেজের সাথে দেখা করে ব্রাজিলের পোর্টো অ্যালিগ্রিতে। সে সময় রোলান্ডো কুবেলা নিজ দেশের ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট গেমস-এর প্রতিনিধিত্ব করছিল। একদিন পর, ৭ সেপ্টেম্বর সিআইএ জানতে পারে ফিদেল ক্যাস্ট্রো হাভানার ব্রাজিলিয়ান দূতাবাসে এক রিসেপশন পার্টিতে যোগ দেয়ার আহ্বানে রাজি হয়েছেন। সেখানে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক সাংবাদিকের ধৃষ্টতার জবাব দিতে যাবেন তিনি। ক্যাস্ট্রো সেখানে বলেন, 'কিউবান নেতাদের নিয়ে আমেরিকার যদি কোনো বদ মতলব থাকে, তাহলে সে দেশের নেতারাই বিপদে পড়বেন... তারা যদি কিউবান লিডারদের হত্যার কোনো পরিকল্পনায় মদদ দেন, তাহলে তারা নিজেরাও নিরাপদে থাকতে পারবেন না।'

পরেরবার সানচেজ ও কুবেলার সাক্ষাৎ হয় প্যারিসে, অক্টোবরের শুরুর দিকে। কিউবান এজেন্ট সানচেজকে বলে, তার টেলিস্কোপিক সাইটসহ একটা হাই-পাওয়ারড্ রাইফেল প্রয়োজন। ২৯ অক্টোবর ফিটজেরাল্ড প্যারিসে গিয়ে সিআইএ'র এক সেফ হাউজে কুবেলার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

কুবেলার কাছে ফিটজেরাল্ড নিজের পরিচয় দেন রবার্ট কেনেডির ব্যক্তিগত দূত বলে। ফিটজেরাল্ড জানান, সিআইএ তাকে টেলিস্কোপিক সাইটসহ হাই-পাওয়ারড্ রাইফেল সরবরাহ করতেও প্রস্তুত আছে। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, কিউবায় একটা 'সত্যিকারের অভ্যুত্থান' চায় আমেরিকা।

‘হেই, বস্, আমরা ভাল কাজ করেছি না?’

৪ নভেম্বর, ১৯৬৩। সোমবার। ওভাল অফিসে একা বসে আছেন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি। এশিয়ায় নিজেদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র, দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নগো দিন দিয়েম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে এর মধ্যেই যে প্রবল ঘূর্ণিঝড় তোলার আয়োজন করেছেন, সে বিষয়ে মেমো ডিক্টেশন দিচ্ছেন।

‘এ বিষয়ে আমাদেরকে প্রচুর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে,’ বলে থামলেন জেএফকে। অফিসের মধ্যে ছোটাছুটি করতে থাকা নিজের ছেলেমেয়ের সাথে খেলা করলেন কিছুক্ষণ। ‘যে নৃশংস উপায়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে,’ শুরু করলেন আবার, ‘তা আমাদের চরম বিরক্তির উৎপাদন করেছে।’

কিছুদিন আগে কয়েকজন ভিয়েতনামী জেনারেল বিদ্রোহ করে প্রেসিডেন্ট নগো দিন দিয়েমকে হত্যা করেছেন। তাদের মধ্যে সিআইএ'র একজন ছিলেন। তার নাম লুসিয়েন কনেইন। কেনেডির চর ছিলেন তিনি। অনেক বছর পর সেই ঘটনা সম্পর্কে দেয়া এক বিশেষ টেস্টামেন্টে লুসিয়েন স্বীকার করেন, “আমিও সেই ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার ছিলাম।”

লুসিয়েন কনেইনের ডাক নাম ব্ল্যাক লুইগি। তার চালচলন ছিল কর্সিকান গ্যাংস্টারদের মত ড্যাম কেয়ার মার্কা। তিনি ওএসএস'এ যোগ দিয়ে ব্রিটিশদের কাছে সামরিক ট্রেইনিং নেন এবং ফরাসি লাইনের পিছনে প্যারাজাম্প করেন। ১৯৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইন্দোচিনে চলে যান তিনি জাপানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। সে সময় হ্যানয়ে হো চি মিনের সাথে কিছুদিন ছিলেন। ফলে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সেখানেই সিআইএ'র চার্টার মেম্বার হিসেবে যোগ দেন তিনি।

’৫৪ সালে ভিয়েতনামে সিআইএ'র সূচনালগ্নের অফিসার যে ক'জন ছিল, কনেইন ছিলেন তাদের অন্যতম। দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে হো চি মিন ফরাসিদের পরাজিত করার পর জেনিভায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। সেখানে ভিয়েতনাম ভাগ হয়ে উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নামের দুটি দেশের সৃষ্টি হয়। সেই সম্মেলনে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেন আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট, ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ।

পরের নয় বছর ভিয়েতনাম থেকে কমিউনিজম তাড়াতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট দিয়েমকে সব ধরনের সহযোগিতা করে আমেরিকা। ওই সময় কনেইনের পোস্টিং ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী, সায়গনে। সিআইএ'র নতুন মিলিটারি মিশনের কমান্ডার, এড ল্যান্সডেলের অধীনে ছিলেন তিনি। 'ল্যান্সডেলের দায়-দায়িত্ব ছিল অনেক বিস্তৃত,' বলেন সিআইএ'র রুফাস ফিলিপস। 'আক্ষরিক অর্থে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে রক্ষার স্বার্থে যা যা করা প্রয়োজন, এড তাই করতেন।'

কনেইন উত্তর ভিয়েতনামে স্যাবোটাজ মিশন পরিচালনা করতে যান। বোমার সাহায্যে ট্রেন, বাস উড়িয়ে দেয়া, দাহ্য পদার্থ যেমন পেট্রল, ডিজেল ইত্যাদি দূষিত করা ছিল তার প্রধান কাজগুলোর অন্যতম। এছাড়া তিনি সিআইএ'র মাধ্যমে ট্রেইনিং দিয়ে দু'শ ভিয়েতনামিকে কমান্ডো হামলা চালানোর উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন ও হ্যানয়ের বিভিন্ন কবরস্থানে বিপুল পরিমাণের অস্ত্র পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করেন। এরপর প্রেসিডেন্ট দিয়েমকে সাহায্য করতে সায়গনে ফিরে যান।

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী একটি দেশের আধ্যাত্মিক ক্যাথলিক নেতা ছিলেন নগো দিন দিয়েম। সিআইএ তাঁর জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার, অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত বিশাল এক বডিগার্ড বাহিনী এবং অ্যালেন ডালেসের সাথে টেলিফোনের হট লাইন সংযোগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সিক্রেট পুলিশ বাহিনী গঠন করে দেয়। তাদেরকে নিয়ে জনপ্রিয় সিনেমাও নির্মাণ করে। এছাড়া জ্যোতিষবিদ্যার ওপর একটা ম্যাগাজিনও ছাপায় যাতে দাবি করা হয় গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্পূর্ণ দিয়েমের অনুকূলে।

মোটকথা একটা জাতিকে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করানোর কাজে যা যা প্রয়োজন, সিআইএ তার সবকিছুই পুরোদমে শুরু করে দিয়েছিল।

অজ্ঞতা ও আগ্রাসী মনোভাব

১৯৫৯ সাল। উত্তর ভিয়েতনামের 'পিজ্যান্ট' বা কৃষক সৈন্যরা লাওসের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামমুখী একটা গোপন ট্রেইল বা চলার পথ তৈরির কাজে হাত দেয়। পরে হো চি মিন ট্রেইল নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে সেটা। লাওসের ফুটপাথ ভরে ওঠে দক্ষিণ ভিয়েতনামগামী গেরিলা যোদ্ধা আর গুপ্তচরে।

'দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকার স্বার্থ কমিউনিস্টদের কারণে হুমকির মুখে পড়ায় প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশ লাওসকে বিশ্ব রাজনীতির বারুদের পিপা বানিয়ে ফেলা হয়,' বলেছেন লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়েনের আমেরিকান দূতাবাসের তৎকালীন তরুণ স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফিসার, জন গুন্থার ডিন।

এরপর আমেরিকা উঠে পড়ে লাগে লাওসের সরকারকে কিনে ফেলা এবং হো চি মিন ট্রেইল ব্যবহারকারী উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য একটা গেরিলা বাহিনি গঠনে। উত্তর ভিয়েতনাম তার জবাব হিসেবে লাওসে দলে দলে ইনফিলট্রেট করানোর এবং স্থানীয় প্যাথেট লাও কমিউনিস্টদের সামরিক ট্রেইনিং দেয়ার পদক্ষেপ নেয়।

লাওসে সিআইএ'র স্থানীয় স্টেশন চিফ, হেনরি হেকশার ছিলেন আমেরিকার এই রাজনৈতিক কৌশলগত পদক্ষেপের জনক। অতীতে তিনি ছিলেন এজেন্সির বার্লিন বেজ ও গুয়াতেমালা অভ্যুত্থানের অন্যতম ভ্যাটেরান। জুনিয়র কূটনীতিকদের ব্যাগমেন হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন তিনি। অতীত স্মরণ করতে গিয়ে ডিন বলেন, 'একদিন হেকশার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি প্রধান মন্ত্রীকে একটা সুটকেস পৌঁছে দিয়ে আসতে পারব কি না। সুটকেসে অনেক টাকা ছিল।'

সেই নগদ টাকার প্রবাহ লাওসের রাজনৈতিক নেতাদের 'বুঝতে সাহায্য করে যে, সত্যিকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি ভিয়েনতিয়েনের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত নন। সিআইএ'র স্টেশন চিফ,' বলেন ডিন। পরে অন্যান্য দেশের সাথে থাইল্যান্ড, ইনডিয়া ও কম্বোডিয়াতে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ভিয়েনতিয়েন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব ছিল লাও সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাওয়া আর নৌকা যাতে না দোলে তার ব্যবস্থা করা। হেনরি হেকশার নিরপেক্ষ প্রধান মন্ত্রীর বিরোধিতা করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন—এবং তার পতনের কারিগরও ছিলেন। তাই ঘটেছে শেষ পর্যন্ত।

আমেরিকার চাপে একটা অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় লাওসে এবং প্রধান মন্ত্রী ক্ষমতায় বসেন। তাঁর নাম সুভান্না ফুমা। তার কেস অফিসার ছিলেন ধনকুবের ক্যাম্বেল জেমস। একটা রেইল রোড কোম্পানির মালিক। যার পোশাক, চাল-চলন এবং ভাবভঙ্গীতে মনে হত তিনি নিজেকে উনিশ শতকের ব্রিটিশ গ্রেনেডিয়ার মনে করেন। ইয়েল থেকে বের হওয়ার আট বছর পর তিনি লাওসের ভাইসরয় নিয়োজিত হন। তার বসবাসও ছিল সেই রকম।

সে দেশে নিজে একটা জুয়া খেলার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন ক্যাম্বেল জেমস। সেখানে লাওসের নেতাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন তিনি, নিজের প্রভাব বিস্তার করেন। সেই ক্লাবের আসল আকর্ষণ ছিল একটি রুলে (roulette) হুইল। তা-ও আবার জন গুস্থার ডিনের কাছ থেকে ধার করা।

থাই কমান্ডোদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এক জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার ট্রেইনিং স্কুলের প্রধান, সিআইএ'র বিল লেয়ারের সাথে রয়্যাল লাও আর্মির এক জেনারেল, ভাং পাওয়ের পরিচয় হওয়ার পরই লাওসকে কেন্দ্র করে সত্যিকারের যুদ্ধ শুরু হয়। লাও পাহাড়ি উপজাতির মানুষ এই জেনারেল ছিলেন পাহাড়িদের মধ্যে মং নামের

এক জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত বাহিনীর কমান্ডার। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে তিনি ফার ইস্ট ডিভিশনের চিফ, ডেসমন্ড ফিটজেরাল্ডকে এ প্রসঙ্গে রিপোর্ট করেন : 'ভাং পাও বলেছেন, আমরা কমিউনিস্টদের সাথে বসবাস করতে পারছি না। আপনারা আমাদেরকে অস্ত্র দিন, আমরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।'

পরদিন সকালে সিআইএ স্টেশনে ফিটজেরাল্ড এ বিষয়ে একটা রিপোর্ট লিখে ফেলতে বলেন লেয়ারকে। লেয়ার বলেন, 'সেটা ছিল ১৮ পৃষ্ঠার রিপোর্ট। জবাব আসে খুব দ্রুত... সত্যিকারের গো অ্যাহেড জবাব।'

'৬১ সালের শুরুর দিকে, আইজেনহাওয়ার আমলের শেষদিকে মংদের জন্য প্রথম অস্ত্রের চালান ড্রপ করে সিআইএ'র পাইলটরা। ছয় মাস পর ভাং পাও-এর নেতৃত্বে ৯ হাজারেরও বেশি পাহাড়ি মং ও ৩ হাজার প্রশিক্ষিত থাই কমান্ডো কমিউনিস্ট উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সিআইএ লাও মিলিটারির জন্য ভিয়েনতিয়েনে এবং উপজাতীয় নেতাদের জন্য পাহাড়ে অস্ত্র, টাকা, রেডিও আর প্লেন সরবরাহ করতে থাকে। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিশন ছিল হো চি মিন ট্রেইল বন্ধ করে দেয়া। সে বছর চার হাজার দক্ষিণ ভিয়েতনামী অফিশিয়ালের মৃত্যু হয় ভিয়েতকংদের (উত্তর ভিয়েতনামী) হাতে।

কয়েক মাস পর প্রেসিডেন্ট কেনেডি ক্ষমতায় বসেন। তখন থেকে লাওস আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের নিয়তি বদলে যায়। কেনেডি ওই অঞ্চলের বনে-জঙ্গলে মার খেয়ে প্রাণ হারানোর জন্য আমেরিকান সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার করেন। তার বদলে সিআইএ'র ওপর দায়িত্ব দেন যাতে লাওসের উপজাতীয় বাহিনীর লোকসংখ্যা দ্বিগুণ করে উত্তর ভিয়েতনামে সর্বাত্মক গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা সম্ভব হয়।

কেনেডির আমলে যে সমস্ত আমেরিকানকে ওই অঞ্চলে পাঠানো হয়, তারা এমনকি মংদের নামও জানত না। মিও (Meo) বলে ডাকত তাদেরকে। যার অর্থ 'বার্বারিয়ান' ও 'নিগারের' মাঝামাঝি কিছু। এরকম একজনের নাম ছিল ডিক হোম। অতীত স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বেদনামাখা কণ্ঠে বলেন, 'ভিয়েতনামে পাঠানো আমেরিকানদের অজ্ঞতা আর আগ্রাসী মনোভাব ছিল দুঃখজনক। ওই অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান বলতে গেলে ছিল না। তাদের সংস্কৃতি, রাজনীতি, সবার ওপরে মানুষ; যাদেরকে আমরা সাহায্য করতে গিয়েছিলাম, তাদের কোনোকিছু সম্পর্কেই বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। কেনেডি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যেখানে "লাইন এঁকে দিয়েছেন," আমাদের কৌশলগত ইন্টারেস্ট সেখানেই "চাপিয়ে দেয়া" হয়েছে এবং আমরা তাই করেছি।'

সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সে এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর, রবার্ট অ্যামোরি জুনিয়র বলেছেন, 'লাওসে যুদ্ধ করার প্রশ্নে অ্যাক্টিভিস্টরা সবাই একতাবদ্ধ ছিল। তাদের ধারণা ছিল ওটাই বুঝি যুদ্ধ করার জন্য আদর্শ জায়গা।'

'আমরা প্রচুর মিথ্যা আহরণ করেছিলাম'

যে সমস্ত আমেরিকানকে ভিয়েতনামে যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়েছিল, দেশটির ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা একেবারেই কিছু জানত না। তবু সিআইএ'র অফিসাররা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে অগ্রদূত মনে করত।

তারা সায়গন শহরের পরিচালনার ভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। 'সেখানে সিনেমা আর ড্রামা প্রডিউসার বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেলসম্যানের ভুয়া পরিচয়ে কাজ করত সিআইএ'র অফিসাররা। তারা নিজেদেরকে প্রশিক্ষক, অস্ত্র বিশেষজ্ঞ আর ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিত,' বলেছেন অ্যাম্বাসাডর লিওনার্দো নেহের, সায়গনের তখনকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফিসার। 'সেই অফিসারদের কাছে ফান্ড ছিল অবিশ্বাস্যরকম ... ওই আমলে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় উপভোগ করছিল তারা। তখন মানুষের জীবনে যা যা চাই, তার সবকিছুই ছিল তাদের।'

কিন্তু শত্রু সম্পর্কে তাদের যা জানা থাকার দরকার ছিল, সেই ইন্টেলিজেন্স ছিল না একেবারেই। জিনিসটা অর্জনের দায়িত্ব ছিল উইলিয়াম ই. কলবি-র। ১৯৫৯-১৯৬১ পর্যন্ত সায়গনের সিআইএ স্টেশন চিফ ছিলেন তিনি। পরে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের দূর প্রাচ্য ডিভিশনের প্রধান হন।

কলবি অতীতে ওএসএস কমান্ডো ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রু লাইনের পিছনে লড়াই করেছেন। সে কাজ সায়গনেও করেছেন তিনি। প্রায় ২৫০ জন দক্ষিণ ভিয়েতনামীকে উত্তর ভিয়েতনামে প্যারাড্রপ করা দিয়ে প্রজেক্ট টাইগার নামে একটা অপারেশনের শুরু করেন তিনি। তবে দুই বছর পর জানা যায় তাদের মধ্যে ২১৭ জন নিহত অথবা নিখোঁজ হয়েছে, অথবা তারা ডাবল এজেন্ট। কমপক্ষে ১৭ জন করে এজেন্ট নিয়ে গঠিত বাহান্নটা টিমের ব্যাপারে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। তাতে তাদের নিয়তি উল্লেখ করা হয় এভাবে :

'ল্যান্ডিংয়ের পরপরই ধরা পড়েছে।'
'হ্যানয় রেডিও জানায় ধরা পড়েছে।'
'টিম ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।'
'টিম উত্তর ভিয়েতনামিদের নিয়ন্ত্রণে বলে মনে করা হচ্ছে।'
'ল্যান্ড করামাত্র আটক হয়েছে।'
'পক্ষ বদলেছে, খেলা করেছে, খতম করা হয়েছে।'

শেষের মেসেজ প্রমাণ করে আমেরিকা জেনে গিয়েছিল একটা বা দুটো টিম গোপনে উত্তরের হয়ে কাজ করছে, তাই খুঁজে খুঁজে হত্যা করে তার সদস্যদের। প্রজেক্ট

টাইগারের ব্যর্থতার কথা স্নায়ু যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোপন রাখে সিআইএ। বিষয়টা ফাঁস করে উইলিয়াম কলবির সেই সময়কার এক সহকর্মী, প্রজেক্ট টাইগারের ডেপুটি চিফ, ক্যাপ্টেন ডো ভান তিয়েন। তিনি বলেন, শুরু থেকেই তিনি উত্তর ভিয়েতনামের এজেন্ট ছিলেন।

'আমরা প্রচুর মিথ্যা আহরণ করেছি,' আমেরিকান দূতাবাসের পলিটিক্যাল সেকশনের ডেপুটি চিফ রবার্ট বলেছেন বহুবার। 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা জানতাম ওসব মিথ্যে কথা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানতাম না।'

প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬১ সালের অক্টোবরে পরিস্থিতি যাচাই করতে জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেইলরকে হ্যানয়ে পাঠান। জেনারেল সেখান থেকে পাঠানো এক টপ সিক্রেট রিপোর্টে প্রেসিডেন্টকে জানান: 'দক্ষিণ ভিয়েতনাম এ মুহূর্তে চরম আস্থার সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সময় পার করছে। ইউনাইটেড স্টেটসকে এখন আর মুখে নয়, হাতে-কলমে তাদের ওয়াদা রক্ষার প্রমাণ দিতে হবে তারা ভিয়েতনামকে রক্ষা করতে যা যা প্রয়োজন করবে।' জেনারেল আরও লেখেন : 'এর অর্থ কিছু ইউ. এস মিলিটারি ফোর্সও অবশ্যই এ দেশে পাঠাতে হবে।' ওটা ছিল *ডিপ* টপ সিক্রেট বার্তা।

এ যুদ্ধে জয়ী হতে হলে, জেনারেল টেইলর আরও লেখেন, আমেরিকার আরও অনেক স্পাই প্রয়োজন হবে। রিপোর্টের সিক্রেট অ্যানেক্স বা গোপন সংযুক্তিতে সায়গনের তখনকার সিআইএ ডেপুটি চিফ, ডেভিড স্মিথ বলেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারের ভেতরে একটা 'কি ব্যাটেল'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। সায়গন সরকারের অভ্যন্তরে ইনফিলট্রেট করতে হবে আমেরিকানদের। তাদেরকে প্রভাবিত করতে হবে। 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর অ্যাকশন, দুটোই দ্রুততর করতে হবে। 'হয় এই সরকারকে রেখে, নয়ত সরকার পরিবর্তন করে।'

দায়িত্বটা দেয়া হয় লুসিয়েন কনেইনকে।

'দিয়েমকে কেউ পছন্দ করে না'

কনেইন দেশটির রোমান ক্যাথলিক প্রেসিডেন্ট, নগো দিন দিয়েমের আধা-পাগল ভাই, নগো দিন নু'র সাথে কাজ শুরু করেন। কাজটা ছিল স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট বা কৌশলগত ছোটো ছোটো গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা। উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্টদের নাশকতা ঠেকাতে গ্রামের কৃষকদের সেখানে এনে সশস্ত্র পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করা। কনেইন ইউ. এস. আর্মির লেফটেন্যান্ট কর্নেলের ইউনিফর্ম পরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মান্ধাতা আমলের মিলিটারি ও সাংস্কৃতিক কালচারের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন।

'আমি ওই দেশের সব প্রদেশে গিয়েছি, প্রতিটা ইউনিট কমান্ডারের সাথে কথা বলেছি,' বলেন কনেইন। 'তাদের অনেকে ছিল আমার অনেকদিনের পরিচিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে তাদেরকে চিনতাম। তখন অনেকেই বেশ প্রভাবশালী ছিল।' কনেইনের কন্ট্যাক্ট অল্পদিনের মধ্যে ভিয়েতনামে সিআইএ'র সেরা এজেন্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু এমন অনেক বিষয় ছিল যা কনেইন স্বয়ং জানতেন না।

১৯৬৩ সালের ৭ মে ছিল গৌতম বুদ্ধের ২,৫২৭ তম জন্মবার্ষিকী। সেই অনুষ্ঠান দেখতে কনেইন হুয়ে (Hue) যান। সেখানে বড় একদল আর্মির দেখা পান তিনি, তবে তাদের উপস্থিতির কারণ বুঝতে পারেননি। হুয়ে পৌঁছতে পরের প্লেনেই তাকে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়। 'আমি থাকতে চেয়েছিলাম,' বলেন লুসিয়েন কনেইন। 'বুদ্ধের জন্মদিনে অনেক জমকালো অনুষ্ঠান হয় সেখানে। দেখার ইচ্ছা ছিল। বিশেষ করে রাতের বেলা সুগন্ধী ঢালা নদীর বুকে মোমবাতি জ্বালানো নৌকার চলাফেরা করার দৃশ্য ছিল দেখার মত। কিন্তু হলো না।'

পরদিন সকালে দিয়েমের সৈন্যরা দূর-দূরান্ত থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ওপর হামলা চালিয়ে অনেককে হত্যা করে।

'বাস্তবতার সাথে প্রেসিডেন্ট দিয়েমের কোনো সংশ্রব ছিল না,' বলেন কনেইন। তার নীল ইউনির্মের স্কাউট বাহিনী গঠন করা হয়েছিল হিটলার ইয়ুথ-এর আদলে। তার সিআইএ'র ট্রেইনিং পাওয়া বিশেষ বাহিনী আর সিক্রেট পুলিশের লক্ষ্য ছিল একটা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশকে ক্যাথলিক দেশে পরিণত করা। কিন্তু বুদ্ধের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অকারণে বর্বর হামলা চালিয়ে ভিক্ষুদেরকে একটা ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতে পরিণত করেন তিনি। পরের পাঁচ সপ্তাহ ধরে তাদের সরকারবিরোধী বিক্ষোভ-আন্দোলন ক্রমে জোরদার হয়ে উঠতে থাকে।

জুনের ১১ তারিখ হুয়ে শহরের ৭৩ বছর বয়সী এক ভিক্ষু, থিক কুয়াং ডাক সায়গনে রাজপথের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে বসে নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করেন। রয়টারের তোলা মশালের মত প্রজ্জ্বলিত ভিক্ষুর সেই ছবি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। কুয়াং ডাকের শুধু হৃৎপিণ্ডটা পুড়তে বাকি ছিল। এরপর প্রেসিডেন্ট দিয়েম আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। তার সৈন্যবাহিনী প্যাগোডায় প্যাগোডায় হানা দিয়ে নির্বিচারে ভিক্ষু, নারী ও শিশুদের হত্যা করতে থাকে।

'দিয়েমকে কেউ পছন্দ করে না,' এ ঘটনার অল্প ক'দিন পর বলেছিলেন ববি কেনেডি। 'কিন্তু তার হাত থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায়, তার জায়গায় আর কাকে বসানো যায় যে দেশটার দু'ভাগ হওয়া ঠেকাতে পারবে, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে, সেটা ছিল এক বিরাট সমস্যা।'

প্রেসিডেন্ট কেনেডি '৬৩ সালের জুনের শেষ এবং জুলাইয়ের শুরুর দিকে দিয়েমের হাত থকে নিস্তার পাওয়ার উপায় নিয়ে একান্তে আলোচনা শুরু করেন। যদি এ কাজে ভালয় ভালয় উৎরাতে হয়, তাহলে সবচেয়ে ভাল হবে পুরো প্রক্রিয়া গোপনে সেরে ফেলা। অতএব সায়গনে নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে কেনেডি দিয়েম সরকারের উৎখাতের সূচনা করেন। ইনি ছিলেন কর্তৃত্বপূর্ণ

ব্যক্তিত্বের অধিকারী, হেনরি ক্যাবট লজ। কেনেডির এক সময়কার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বি। একবার ম্যাসাচুসেটস-এর সিনেটর হিসেবে এবং পরেরবার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের রানিং মেট হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কেনেডির কাছে হেরে গিয়েছিলেন। তবে কেনেডির এই নিয়োগ খুশিমনেই মেনে নেন লজ। কেননা কেনেডির তরফ থেকে তাকে কথা দেয়া হয়েছিল সায়গনে ভাইসরয়ের সমান মর্যাদা পাবেন তিনি।

আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস, ৪ জুলাই লুসিয়েন কনেইন একটা বার্তা পান জেনারেল ট্রান ভান ডনের কাছ থেকে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জয়েন্ট চিফ অব দি আর্মির ভারপ্রাপ্ত চিফ তিনি। আঠারো বছরেরও বেশি পুরনো তাদের পরিচয়। বার্তাটা ছিল এরকম : *মিট মি অ্যাট ক্যারাভেল হোটেল।*

সেদিনই রাতে ক্যারাভেল হোটেলের বেজমেন্ট নাইটক্লাবে দেখা হয় তাদের। মানুষের ভিড়ে পা রাখা দায় সেখানে, সিগারেটের ধোঁয়ায় চারদিক প্রায় আচ্ছন্ন। কথায় কথায় জেনারেল ডন আভাস দেন, আর্মি প্রেসিডেন্ট দিয়েমের বিরুদ্ধে 'মুভ' করতে যাচ্ছে। 'আমরা ওই পথে গেলে আমেরিকান রিঅ্যাকশন কি হবে?' একটু পর সরাসরি প্রশ্ন করেন জেনারেল।

২৩ আগস্ট এ প্রশ্নের জবাব দেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি।

তিনি তখন হেনিস পোর্টে, মেরুদণ্ডের ব্যথা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বিশেষ ক্রাচের বিছানায় শোয়া। দুই সপ্তাহ আগে স্ত্রী জ্যাকির প্রসব করা মৃত ছেলে, প্যাট্রিকের কথা ভেবে শোকে কাতর। বাইরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। রাত ন'টার পরপরই তাঁর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এইড মাইকেল ফোরস্টালের টেলিফোন আসে। একটা বার্তা প্রেসিডেন্টকে পড়ে শোনান তিনি। ওটা ছিল সায়গনের নতুন রাষ্ট্রদূত, হেনরি ক্যাবট লজের উদ্দেশে একটা 'ইয়োর আইজ ওনলি' ধরনের বার্তা। স্টেট ডিপার্টমেন্টের রজার হিলসম্যানের তৈরি। কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই ওটা অনুমোদন করেন কেনেডি।

বার্তায় হেনরি ক্যাবট লজকে জানানো হয় : 'দিয়েমকে যে রক্ষা করা যাবে না, এ সত্য আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। তাকে হটানোর এবং আর কাউকে তার জায়গায় বসানোর বিস্তারিত পরিকল্পনা করুন।'

হিলসম্যান রিচার্ড হেলমসকে জানান, প্রেসিডেন্ট দিয়েমকে উৎখাতের বিষয়টা অনুমোদন করেছেন কেনেডি। হেলমস কাজটা শেষ করার দায়িত্ব দেন বিল কলবিকে। সিআইএ'র ফার ইস্ট ডিভিশনের নতুন চিফ তিনি। কলবি আসল কাজের দায়িত্ব দেন জন রিচার্ডসনকে। যাকে তিনি এরমধ্যে সায়গনের নতুন সিআইএ চিফ হিসেবে মনোনীত করে রেখেছেন। রিচার্ডসনকে তিনি বলেন : 'এরকম পরিস্থিতিতে এজেন্সিকে অবশ্যই দেশের নীতি নির্ধারকদের নির্দেশ পুরোপুরি মেনে চলতে হবে এবং তার যেভাবে চাইবে, সেভাবেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।' যদিও নির্দেশটা 'দেখে মনে হচ্ছিল ঝোপে আরও পাখি আছে কি না বা সেগুলো কোন গান গাইবে,

তা ঠিকমত না বুঝেই আমরা হাতের সব পাখি ছেড়ে দিচ্ছি।'

আগস্টের ২৯ তারিখ, সায়গনে পা রাখার ৬ষ্ঠ দিনে হেনরি লজ ওয়াশিংটনে একটা কেবল বার্তা পাঠান : 'দিয়েম সরকারকে উৎখাত করতে আমরা কোর্স শুরু করে দিয়েছি। সেখান থেকে আর ফেরার পথ নেই।' রিচার্ড হেলমস হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টর মুখ থেকে বার্তার বক্তব্য শুনলেন। ওটা অনুমোদন করেন কেনেডি, লজকে নির্দেশ দেন : এ অভ্যুত্থানে আমেরিকার জড়িত থাকা এবং লুসিয়েন কনেইনের পরিচয় যাতে গোপন থাকে, কাজ শুরু করার আগে তা নিশ্চিত করে নিতে হবে।

সায়গনে এজেন্সির শান-শওকত দেখে নতুন রাষ্ট্রদূত অসন্তুষ্ট হন। ব্যক্তিগত ডায়রিতে এ বিষয়ে তিনি লেখেন : 'সিআইএ'র অবিশ্বাস্য পরিমাণের টাকা আছে। কূটনীতিকদের চাইতে বড় বাড়িতে বাস করে তারা, বেতনও পায় অনেক বেশি। তাদের অস্ত্র আছে প্রচুর, যন্ত্রপাতিও অনেক আধুনিক।' জন রিচার্ডসনের প্রচুর ক্ষমতা বুঝতে পেরে ঈর্ষান্বিত হন নতুন রাষ্ট্রদূত হেনরি ক্যাবট লজ। তাছাড়া আসল পরিকল্পনায় লুসিয়েন কনেইনের ভূমিকা গোপন রাখতে তিনি যে সতর্কতা অবলম্বন করেন, তাতে রিচার্ডসন ক্ষেপে যান।

কর্তৃত্বপরায়ণ লজ বিষয়টা মেনে নিতে পারেননি। তিনি সিদ্ধান্ত নেন স্টেশন চিফ পাল্টাতে হবে। কাজেই রিচার্ডসনের লেজে আগুন ধরিয়ে দেন তিনি। 'তার পরিচয় ফাঁস করে দেন। খবরের কাগজে তার নাম প্রকাশ করে দেয়া হয়,' ঘটনা ঘটে যাওয়ার আট মাস পর এক ক্লাসিফাইড মৌখিক বর্ণনায় ববি কেনেডি এ কথা বলেন। খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে সায়গন সফরকারী এক বিদেশী সাংবাদিকের কানে খবরটা তোলার ব্যবস্থা করেন হেনরি লজ।

অকল্পনীয় গরম স্কুপে পরিণত হয় খবরটা। রিচার্ডসনকে নামে চিনে ফেলে সবাই। আনপ্রিসিডেন্টেড ব্রিচ অব সিকিউরিটি বা অভাবিতপূর্ব নিরাপত্তা বিচ্যুতি। তাতে বলা হয়, 'ওয়াশিংটন থেকে সাথে করে যে প্ল্যান অব অ্যাকশন তিনি নিয়ে এসেছিলেন, এর ফলে তা বরবাদ হয়ে গেল। কারণ এজেন্সি সেটা আর চালিয়ে নিতে রাজি হলো না। ফলে পরিস্থিতি এমন তপ্ত হয়ে উঠল যে, অনেকেরই মনে হলো হোয়াইট হাউজও হয়ত তা সামাল দিতে পারবে না।

দি নিউ ইয়র্ক টাইমস ও *দি ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ খবর ছাপা হয়। রিচার্ডসনের তিল তিল করে গড়ে তোলা ক্যারিয়ার ওই এক ধাক্কায় খতম হয়ে যায়। চারদিন পর সায়গন ছেড়ে দেশে ফিরে যান তিনি। একটা শোভনীয় সময়ের বিরতি নিয়ে নতুন রাষ্ট্রদূত লজ তার সরকারি বাসভবনে পা রাখেন।

'আমাদের ভাগ্য ভাল যে রিচার্ডসনকে দেশে ডেকে পাঠানো হয়েছিল,' বলেন কনেইনের পুরনো বন্ধু, জেনারেল ডন। 'তারপরও যদি সে সায়গনে থেকে যেত, তাহলে আমাদের এতদিনের পরিকল্পনা চৌপাট হয়ে যেত।

'ইন্টেলিজেন্সের পুরোপুরি অভাব'

৫ অক্টোবর সায়গনের জয়েন্ট জেনারেল স্টাফ হেড কোয়ার্টার্সে জেনারেল ডুয়ং ভান মিন-এর সাথে দেখা করতে যান লুসিয়েন কনেইন। এই জেনারেল 'বিগ মিন' নামেও পরিচিত ছিলেন। কনেইন তার রিপোর্টে বলেন, জেনারেল প্রেসিডেন্ট দিয়েমকে হত্যা করার প্রসঙ্গ তোলেন সে সময়। জানতে চান নতুন জান্তাকে আমেরিকা সমর্থন জানাবে কি না। সিআইএ'র নতুন ভারপ্রাপ্ত স্টেশন চিফ, ডেভ স্মিথ জবাবে বলেন, 'আমরা আপনাদের অ্যাসাসিনেশন প্লটের বিরোধী নই।' মন্তব্যটা রাষ্ট্রদূত লজের কানে সুরেলা মিউজিকের মত শোনায়। ম্যাককোনের কানে শোনায় অভিশপ্ত আওয়াজের মত।

দিয়েমের হত্যাকাণ্ডকে উৎসাহিত করা, অনুমোদন করা, অথবা সমর্থন জানানোর প্রশ্নে স্মিথকে মুখ বুজে থাকতে বলে ওভাল অফিসে যান ম্যাককোন। তার কথায় যাতে এমন আভাস না থাকে যে হোয়াইট হাউজ কোনো হত্যার সাথে জড়িত, সে জন্য ঘুরিয়ে বলেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমি যদি কোনো বেসবল টিমের ম্যানেজার হতাম এবং আমার দলে একজনই পিচার থাকত, তাহলে তাকে আমি মাউন্ডের ওপরেই রাখতাম। সে ভাল পিচার হোক আর না হোক।'

১৭ অক্টোবর স্পেশাল গ্রুপের মিটিংয়ে এবং তার চারদিন পর প্রেসিডেন্টর সাথে তার একক বৈঠকে ম্যাককোন মন্তব্য করেন, আগস্ট মাসে নতুন রাষ্ট্রদূত হেনরি ক্যাবট লজ সায়গনে পা রাখার পর থেকে দেশটির রাজনীতির ক্ষেত্রে আমেরিকান ফরেইন পলিসি অন্ধের মত চলছে। ইন্টেলিজেন্সের পুরোপুরি অভাব রয়েছে। কনেইনকে ঘিরে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তা "অতিরিক্ত বিপজ্জনক।" ইউনাইটেড স্টেটসের জন্য "ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে" এ পরিস্থিতি।

কিন্তু রাষ্ট্রদূত হোয়াইট হাউজকে নিশ্চিত করেন, 'আমার বিশ্বাস আজ পর্যন্ত কনেইনের মাধ্যমে আমরা যে যোগাযোগ রেখে চলেছি, তাতে প্রয়োজন দেখা দিলে এখনও পুরো বিষয়টা অস্বীকার করার পথ আছে' বলে। তিনি বলেন, 'দুই কারণে আমাদের উচিত হবে না অভ্যুত্থানে বাধা সৃষ্টি করা। প্রথমত, পরিস্থিতি দেখে মনে হয় আগামী সরকার বর্তমান সরকারের মত প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খাবে না। দ্বিতীয়ত, একটা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার ওপর আমাদের ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দেয়াটা সুবিবেচনার কাজ হবে না... কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে, সেটাই সম্ভবত একমাত্র পথ যার মাধ্যমে এ দেশের মানুষ সরকার পরিবর্তনের সুযোগ পেতে পারে।'

হোয়াইট হাউজ লুসিয়েন কনেইনের জন্য কিছু সতর্কতামূলক বার্তা পাঠায়। সেসব এরকম : জেনারেলদের পরিকল্পনা জানার চেষ্টা করুন। তাদের উৎসাহ

দেবেন না। লো প্রোফাইলে থাকুন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এসপিওনাজ আর কভার্ট অ্যাকশনের মাঝখানের লাইন অতিক্রম করা হয়ে গেছে। কনেইন আগে থেকেই ব্যাপক পরিচিতি পেয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে ছদ্মপরিচয়ে কাজ করার প্রশ্ন ছিল অবান্তর। 'ভিয়েতনামে আমার প্রোফাইল ছিল অনেক হাই,' বলেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ সবাই জানত তিনি কে, কোন দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাদের বুঝতে বাকি ছিল না সিআইএ'র পয়েন্ট ম্যান আমেরিকার হয়েই কথা বলবে।

কনেইন ২৪ অক্টোবর রাতে জেনারেল ডনের সাথে দেখা করে জানতে পারেন অভ্যুত্থানের আর দশ দিনও বাকি নেই। ২৮ অক্টোবর আবার সাক্ষাৎ হয় দু'জনের। ডন পরে লিখেছিলেন যে কনেইন তাদেরকে 'টাকা, অস্ত্র ইত্যাদি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছি, আমরা চাই তোমরা আমাদের উৎসাহ জোগাও।'

এরপর যে বার্তা জানাতে আসা, সতর্কতার সাথে তা জানান কনেইন – আমেরিকা অভ্যুত্থানের বিপক্ষে। কথাটা শোনার পর জেনারেলদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, সে বিষয়ে নিজের জবানবন্দীতে কনেইন বলেন : এভাবে কাজটা হোক তা আপনাদের পছন্দ হচ্ছে না? ওয়েল, আমরা তাহলে যেভাবে হোক... নিজেদের মত করে কাজ সারব। আপনাদের যখন পছন্দ হচ্ছে না, তখন এ নিয়ে আর কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

ফিরে এসে রাষ্ট্রদূতের কাছে রিপোর্ট করেন তিনি, অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। কোনো উপায় নেই ঠেকানোর। রাষ্ট্রদূত সিআইএ'র রিউফাস ফিলিপসকে প্রেসিডেন্ট দিয়েমের সাথে সাক্ষাৎ করতে পাঠান। প্রসাদে অনেক সময় ধরে যুদ্ধ আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হয় তাদের মধ্যে। তারপর দিয়েম হঠাৎ করে অনেকটা খেলাচ্ছলে প্রশ্ন করেন : 'আমার বিরুদ্ধে নাকি কু হতে যাচ্ছে?'

'আমি সেরকমই আশঙ্কা করছি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।' এ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি দু'জনের।

অর্ডার কে দিয়েছিল?

পহেলা নভেম্বর অভ্যুত্থান ঘটে। সায়গনে তখন দুপুর, ওয়াশিংটনে মাঝরাত। তার কিছু সময় পর দূত মারফত কনেইনকে তলব করেন জেনারেল ডন। কারণটা বুঝতে না পেরে অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকেন তিনি। ব্যস্ত হাতে ইউনিফর্ম পরে নিয়ে একটা পয়েন্ট ৩৮ ক্যালিবারের রিভলভার থাবা দিয়ে তুলে নেন। কাঁধে ঝোলানো ছোটো একটা ব্যাগে সিআইএ'র ৭০ হাজার ডলার ছিল, সেটাও নিয়ে নেন।

রিউফাসকে নিজের শিশু সন্তান ও স্ত্রীর দিকে খেয়াল রাখার অনুরোধ করে ছুটে গিয়ে জিপে ওঠেন তিনি। গোলাগুলির শব্দে মুখর, প্রায় জনশূন্য রাজপথ ধরে ছুটতে থাকেন আর্মির জয়েন্ট জেনারেল স্টাফ হেড কোয়ার্টার্সের দিকে।

অভ্যুত্থানের নেতারা এর মধ্যে সায়গন এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দিয়েছে, শহরের টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে, ঝটিকা হামলা চালিয়ে সেন্ট্রাল পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স ও রেডিও স্টেশন দখল করে নিয়েছে। ওদিকে রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপক ধরপাকড় চলছে। সায়গন সময় দুপুর দু'টোর একটু পর জিপের নিরাপদ কমিউনিকেশনস লিংকের সাহায্যে সিআইএ'র হেড অফিসের সাথে প্রথম যোগাযোগ করেন কনেইন। শেল ও বোমা বর্ষণ, ট্রুপস মুভমেন্ট এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে রিপোর্ট করতে থাকেন। স্টেশন প্রায় রানিং কমেন্ট্রির মত সেগুলোকে এনকোডেড মেসেজের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে হোয়াইট হাউজ আর স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠাতে থাকে। কনেইনের প্রথম ফ্ল্যাশ মেসেজ ছিল এরকম : 'কনেইন অ্যাট জেজিএস এইচকিউএস/ফ্রম জেনস বিগ মিন অ্যান্ড ডন অ্যান্ড আই উইটনেস অবজার্ভেশন।'

তাতে বলা হয় : 'জেনারেলরা টেলিফোনে প্রাসাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না। তারা প্রস্তাব করেছেন : প্রেসিডেন্ট নগো দিন দিয়েম যদি অনতিবিলম্বে পদত্যাগ করেন, তাহলে তার ও তার ভাই নগো দিন নু'র নিরাপদে দেশ ছেড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে গ্যারান্টি দেয়া হবে। কিন্তু যদি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যে প্রাসাদে আক্রমণ চালানো হবে।'

তার এক ঘণ্টারও কিছু পর দ্বিতীয় মেসেজ পাঠান কনেইন। সেটা এরকম : এখনও প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা হয়নি। তিনি হয় 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলবেন, এবং সেখানেই আলোচনার ইতি হবে।

চারটার সামান্য আগে জেনারেল ডন ও তার সঙ্গিরা টেলিফোনে প্রেসিডেন্টকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। তাকে হত্যা করা হবে না কথা দিয়ে বলা হয়, ভাইসহ তিনি বিদেশে চলে যেতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে টেলিফোন করেন তিনি। জানতে চান, অভ্যুত্থানের বিষয়ে আমেরিকান সরকারের মনোভাব কি? লজ জবাব দেন, তাঁর কোনো ধারণা নেই।

'এখন ওয়াশিংটনে ভোর সাড়ে চারটা। সরকারের কোনো ভূমিকা মনে হয় নেই।' একটু বিরতি দিয়ে তিনি আবার বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি, আপনি রিজাইন করলে বিদ্রোহীরা আপনাকে এবং আপনার ভাইকে নিরাপদে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে। আপনি শুনেছেন সে কথা?'

'না,' মিথ্যে বললেন দিয়েম। চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। হয়ত বোঝার চেষ্টা করছেন রাষ্ট্রদূতেরও এর সাথে হাত আছে কি না। তারপর 'আপনি আমার টেলিফোন নাম্বার জানেন,' বলে লাইন কেটে দেন তিনি। তিন ঘণ্টা পর এক চীনা ব্যবসায়ীর

সেফ হাউজে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন প্রেসিডেন্ট ও তার ভাই। এই ব্যবসায়ীর টাকায় দিয়েম তার প্রাইভেট স্পাই নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতেন। প্রাসাদের টেলিফোন লাইনের একটা প্যারালাল লাইন ছিল সেই সেফ হাউজে। দিয়েম ওটার মাধ্যমে বাইরের সাথে যোগাযোগ রেখে চলায় সবাই ভাবছিল প্রাসাদের নিয়ন্ত্রণ এখনও তার হাতেই আছে। সারারাত ধরে যুদ্ধ চলে। বিদ্রোহীদের প্রাসাদ আক্রমণের ফলে একশজনের মত ভিয়েতানামীর মৃত্যু হয়।

ভোর ছয়টার দিকে প্রেসিডেন্ট দিয়েম টেলিফোন করেন জেনারেল বিগ মিনকে। বলেন, তিনি আত্মসমর্পণে রাজি আছেন। জেনারেল কথা দেন, তাহলে তিনিও আগের ওয়াদা অনুযায়ী কাজ করবেন। দিয়েম বলেন, তিনি শহরের চাইনিজ কোয়ার্টারের সেইন্ট ফ্রান্সিস হাভিয়ার গির্জায় অপেক্ষা করবেন। জেনারেল মিন একটা আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার পাঠান তাদেরকে নিয়ে আসতে। নিজের বডিগার্ডদেরকে সেই কনভয় পরিচালনার দায়িত্ব দেন এবং 'ভি'-এর মত করে দুই আঙুল দেখান। ওটা ছিল দু'জনকেই 'খতম করে দাও' ইশারা।

ওদিকে জেনারেল ডন নিজের ট্রুপদের বলেন তার হেড কোয়ার্টার্স খালি করে নিউজ কনফারেন্সের আয়োজন করতে। দ্রুত পালন করা হয় নির্দেশ। সবুজ ফেল্টমোড়া বিরাট এক টেবিল সেট করা হয়। সব রেডি হতে বন্ধু কনেইনের উদ্দেশে জেনারেল বলেন : 'গেট দ্য হেল আউট! আমরা এখন প্রেস কনফারেন্স করব।'

কনেইন বাসায় ফিরে আসেন। বাসায় পা রাখতে না রাখতেই রাষ্ট্রদূত হেনরি ক্যাবট লজের ডাক আসে। 'সেখানে আমাকে বলা হয় প্রেসিডেন্ট দিয়েম কোথায় আছেন খুঁজে বের করতে,' বলেন তিনি। 'আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। ক্লান্ত, বিরক্ত ছিলাম। জানতে চাইলাম, এ নির্দেশ কে দিয়েছে?' আমাকে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট কেনেডির তরফ থেকে এসেছে এই নির্দেশ।

দশটার দিকে শহরের জেনারেল স্টাফ হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছান লুসিয়েন কনেইন। প্রথমে যে জেনারেলকে পান, তার কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, 'তারা দুই ভাই আত্মহত্যা করেছেন। বিগ মিন খবরটা নিশ্চিত করেছেন। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। জানতে চাইলাম, কোথায়? তিনি বলেন, চোলনের ক্যাথলিক চার্চে। ওখানেই আত্মহত্যা করেছেন তারা।' ঘটনার এক যুগ পর সিনেট কমিটির নগো দিন দিয়েম হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সময় কমিটিকে দেয়া নিজের ক্লাসিফাইড জবাবন্দিতে এ কথা উল্লেখ করেন কনেইন।

'আমার ধারণা, আমি তখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি বিগ মিনকে বললাম, 'দেখুন, আপনি একজন বৌদ্ধ। আমি ক্যাথলিক। যদি তারা গির্জায় আত্মহত্যা করে থাকে এবং আজ রাতে প্রিস্ট যদি তাদের স্মরণে ম্যাসের আয়োজন করেন, তাহলে বাইরের বিশ্বে আপনাদের এ গল্প হালে পানি পাবে না। আমার প্রশ্নের জবাব দিন, তারা কোথায়? জেনারেল বলেন, জেনারেল স্টাফ হেড

কোয়ার্টার্সে। কথাটা সত্যি কি না, আমি কি যাচাই করে দেখতে আগ্রহী? আমি মাথা নাড়লাম, না।

""না কেন?" আমি বললাম, "দেখুন, প্রতি এক মিলিয়ন ভিয়েতনামীর মধ্যে যদি একজনও অন্তত বিশ্বাস করে যে প্রেসিডেন্ট গির্জায় আত্মহত্যা করেছেন, আর আমি যদি সত্য উদঘাটন করতে গিয়ে দেখি ঘটনা আসলে অন্যরকম, তাহলে বিপদটা আমারই হবে। তাই যাবো না।"'

এমব্যাসিতে ফিরে রিপোর্ট করেন তিনি : প্রেসিডেন্ট দিয়েম মারা গেছেন। ভেতরের পুরো সত্য প্রকাশ না করে বলেন, 'ভিয়েত প্রতিপক্ষ আমাকে জানিয়েছে আত্মহত্যা ঘটেছে শহরের বাইরের রাস্তায়,' ওয়াশিংটনে পাঠানো কেবলে লিখলেন কনিয়েন। এর জবাবে ভোর ২:৫০ মিনিটে ডিন রাস্কের স্বাক্ষর করা জবাব আসে : দিয়েম ও নু'র আত্মহত্যার খবর এখানকার সবাইকে ঝাঁকি দিয়েছে... আত্মহত্যার কথা সত্যি হলে তা সন্দেহাহীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা জরুরি।'

প্রেসিডেন্ট কেনেডি নভেম্বরের ২ তারিখ, শনিবার রাত ৯:৩৫ মিনিটে হোয়াইট হাউজে একটা অফ দি রেকর্ড মিটিঙে বসেন তাঁর ছোটো ভাই, ম্যাককোন, রাস্ক, ম্যাকনামারা ও জেনারেল টেইলরকে নিয়ে। মিটিং শুরু হওয়ার খানিক পরই সায়গন থেকে আসা একটা ফ্ল্যাশ মেসেজ নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন মাইকেল ফোরস্টাল। সে ঘটনার কথা স্মরণ করতে গিয়ে জেনারেল টেইলর বলেন, প্রেসিডেন্ট বা থেকে লাফিয়ে ওঠেন তাঁকে দেখে এবং 'প্রায় ছুটে বেরিয়ে যান রুম থেকে। তখন তাঁর চেহারায় যে হতাশা দেখেছি, তা আর কখনও দেখিনি।'

ম্যাকজর্জ বানডি ভোর ৬:৩১ মিনিটে রাষ্ট্রদূত লজকে 'ইওর আইজ ওনলি' ধরনের একটা কেবল করেন। তার কপি দেন ম্যাককোন, ম্যাকনামারা আর ডিন রাস্ককে। সেটার বক্তব্য ছিল এরকম : দিয়েম আর নু-র মৃত্যু যে কারণেই হোক, বিষয়টা এখানে বড় রকম ঝাঁকির সৃষ্টি করেছে। পরবর্তী যে সরকার আসবে, তার সুনাম উল্লেখযোগ্য হারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যদি জানা যায় যে প্রেসিডেন্ট ও তার ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের পিছনে তাদের মধ্য থেকে সিনিয়র কেউ জড়িত ছিল। তারা যেন না ভাবে যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এখানে সহজভাবে নেয়া হবে।

সেই শনিবার সায়গনে আমেরিকান দূতাবাসের ডিউটি অফিসার ছিলেন জিম রোজেনথাল। রাষ্ট্রদূত হেনরি লজ তাকে নিচে পাঠান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন অতিথিকে রিসিভ করতে।

'আমি সে দৃশ্য কখনও ভুলব না,' বলেছেন রোজেনথাল। 'দূতাবাসের সামনে এসে থামল সেই গাড়ি। লুসিয়েন কনেইন সামনের সিট থেকে নেমে পিছনের দরজা খুলে স্যালিউট করতে লোকগুলো বেরিয়ে এল। রাষ্ট্রদূত লজ তাদের স্বাগত জানান... সেই তাদেরকে, যারা রাষ্ট্রের প্রধানকে হত্যা করে আমেরিকার দূতাবাসে যেন বলতে এসেছে, 'হেই, বস্, আমরা ভাল কাজ করেছি না?'

'*আমি* ভাবলাম ষড়যন্ত্র'

১৯৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার। এয়ার লাইন ট্রাভেল ব্যাগে করে লুকিয়ে একটা বেলজিয়ান সাব মেশিনগান হোয়াইট হাউজে নিয়ে আসেন রিচার্ড হেলমস।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ভেনিজুয়েলায় ৩ টন অস্ত্র চোরাচালান করতে গেলে সিআইএ আটকে দিয়েছিল, ওটা তার অংশ। হেলমস ওটা জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যান ববি কেনেডিকে দেখাতে। ববি চেয়েছেন ভাইকেও দেখাবেন। ফিদেলের সাথে কিভাবে লড়াই করা যায়, ওভাল অফিসে অনেক সময় ধরে তাই নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে প্রেসিডেন্ট তাঁর রকিং চেয়ার থেকে উঠে জানালা দিয়ে বাইরের গোলাপ বাগানের দিকে নজর দেন।

হেলমস অস্ত্রটা ব্যাগে ভরে বলেন, 'আমি ভাগ্যবান যে সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা এটা নিয়ে আসার বিষয়টা টের পায়নি।' ভাবনায় ডুবে থাকা প্রেসিডেন্ট এদিকে ফিরে তার সাথে হাত মেলালেন। হেসে বললেন, 'হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমাকে আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি এনে দিয়েছে।'

পরের শুক্রবার হেলমস আর ম্যাককোন হেড কোয়ার্টার্সের ডিরেক্টর'স সুইটে বসে স্যান্ডউইচ লাঞ্চ করছিলেন। সপ্তম ফ্লোরের সিলিং পর্যন্ত লম্বা আর প্রশস্ত জানালা দিয়ে দূরে সারি সারি গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। এই সময় ভয়ঙ্কর খবরটা আসে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি গুলি খেয়েছেন!

ম্যাককোন মাথায় ফেডোরা চাপিয়ে ববি কেনেডির বাসার দিকে ছুটলেন। গাড়িতে বেশি হলে এক মিনিটের পথ। হেলমস তাঁর অফিসে গিয়ে একটা বুক মেসেজ ড্রাফট করার চেষ্টা করলেন – একটা জরুরি কেবল, পৃথিবীর প্রতিটা সিআইএ স্টেশনে দ্রুত পাঠাতে হবে। লিন্ডন জনসনের মত চিন্তা-ভাবনা চলছে তাঁর মাথায়।

অতীত স্মরণ করতে গিয়ে জনসন বলেন, 'তখন আমার মাথায় ঘুরছে, ওরা যদি আমাদের প্রেসিডেন্টকে গুলি করে থাকে... পরেরবার তাহলে কাকে করবে? ওয়াশিংটনে কি ঘটবে এখন? কখন মিসাইল উড়ে আসবে? *আমি* ভাবলাম এটা

একটা ষড়যন্ত্র। আমার সাথে আর যারা ছিল, তারাও একই কথা বলল।'

এ সম্পর্কে সিআইএ যা জানতে পেরেছিল, পরের বছরের পুরোটা সময় তার বেশিরভাগই জাতীয় নিরাপত্তার নামে নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে এবং তিনি হত্যা রহস্য উদঘাটনে যে কমিশন গঠন করেছিলেন, সেটার কাছে গোপন করে যায়। এজেন্সির অভ্যন্তরীণ তদন্ত মুখ থুবড়ে পড়ে বিভ্রান্তি আর সন্দেহের কারণে।

এই অধ্যায় রচিত হয়েছে সিআইএ'র রেকর্ড ও সিআইএ'র অফিসারদের শপথ নিয়ে প্রদান করা সাক্ষীর ওপর।

'প্রতিক্রিয়া ছিল বৈদ্যুতিক শকের মত'

২২ নভেম্বর বিশ্বের প্রতিটা সিআইএ স্টেশনে পাঠানো এক মেসেজে রিচার্ড হেলমস বলেন, 'কেনেডির দুঃখজনক মৃত্যুর কারণে আমাদেরকে সব ধরনের অস্বাভাবিক ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপমেন্টের ওপর সতর্ক নজর রাখতে হবে।'

এরকম এক অস্বাভাবিক ঘটনার ওপর প্রথমে চোখ পড়ে হেড কোয়ার্টার্সের চার্লট বাস্টস নামে এক মেয়ের। এজেন্সির মেক্সিকো ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ফাইল রক্ষণাবেক্ষণ করত মেয়েটি। ডালাস রেডিওতে পুলিশের বরাত দিয়ে লি হার্ভি অসওয়াল্ড ধরা পড়ার খবর প্রচার হওয়ার দু' মিনিট পর অসওয়াল্ডের ফাইল নিয়ে জন হুইটেনের খোঁজে হেড কোয়ার্টার্সের করিডরের গোলকধাঁধায় দৌড়ে বেড়ায় সে। হুইটেন ছিলেন মেক্সিকো ও সেন্ট্রাল আমেরিকায় সিআইএ'র কভার্ট অপারেশনস চিফ। ফাইলটায় চোখ বোলাতে গিয়ে চমকে ওঠেন তিনি।

'আমার তখনকার প্রতিক্রিয়া ছিল জোরাল বৈদ্যুতিক শকের মত,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন জন হুইটেন।

ফাইলে নজর কাড়ার মত একটা তথ্য ছিল, সেটা হলো : ১ অক্টোবর রাত ১০:৪৫ মিনিটে নিজেকে লি অসওয়াল্ড নামে পরিচয় দেয়া এক লোক মেক্সিকো সিটির সোভিয়েত দূতাবাসে ফোন করে জানতে চাইছিল, সে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের জন্য যে ভিসার আবেদন জানিয়েছিল তা অনুমোদন করা হয়েছে কি না। মেক্সিকান সিক্রেট পুলিশের সহায়তায় এখানকার সিআইএ অফিস মেক্সিকো সিটির সোভিয়েত ও কিউবান এমব্যাসিতে যে সমস্ত কল আসে-যায়, তার প্রতিটা রেকর্ড করে থাকে। সে প্রকল্পের নাম 'এনভয়'। অসওয়াল্ডের কলও রেকর্ড করেছে এনভয়।

'মেক্সিকোর টেলিফোন ইন্টারসেপ্ট প্রোগ্রাম হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে সক্রিয় অপারেশন,' বলেন হুইটেন। 'জে. এডগার হুভার যতবার মেক্সিকো

স্টেশনের কথা ভাবতেন, ততবারই তাঁর ভেতরে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠত। সেখানকার সোভিয়েত দূতাবাসের ওপর ফোটোগ্রাফিক সার্ভেইল্যান্স চালানোর ব্যবস্থা ছিল সিআইএ'র। তাদের প্রতিটা ইনকামিং-আউটগোয়িং মেইল খুলে দেখা হত।

কিন্তু সেই ইভসড্রপিং বা আড়িপাতা অপারেশন দিনে দিনে এতই বিশাল হয়ে ওঠে যে হাজারো অর্থহীন মেসেজের চাপে স্টেশনেরই তলিয়ে যাওয়ার দশা। তাই ১ অক্টোবরের রেকর্ড করা টেপ বাজিয়ে শুনতে তাদের আটদিন লেগে যায়, যে টেপে লি অসওয়াল্ডের কথা রেকর্ড করা হয়েছিল। সিআইএ হেড কোয়ার্টার্স প্রশ্ন করে : লি হার্ভি অসওয়াল্ড কে? এজেন্সির জানামতে সে ছিল আমেরিকান মেরিন। ১৯৫৯ সালে পক্ষ বদল করে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যায়।

এফবিআই ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে লোকটার নামে যে ফাইল আছে, তাতে সে তার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়েছিল বলে রিপোর্ট ছিল। এছাড়া প্যাসিফিকে আমেরিকার কতগুলো গোপন স্থাপনা আছে, তা মস্কোকে জানিয়ে দেয়ার হুমকিও দিয়েছিল সে। এছাড়া এক রাশিয়ান মেয়েকে বিয়ে করা, ১৯৬২ সালের জুন মাসে আমেরিকায় ফিরে আসা, সব রিপোর্টই ছিল সে ফাইলে।

অসওয়াল্ড সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকার সময় সেখানে 'সিআইএ'র কোনো সূত্র ছিল না যে তার কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট করতে পারে, বা কেজিবি তাকে নিয়ে কি করছে জানাতে পারে।' হুইটেন এক অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে লেখেন : 'সন্দেহ করা হচ্ছে অসওয়াল্ড এবং তার মত পক্ষবদলকারী অন্য যারা আছে, তারা সবাই কেজিব'র মুঠোয় ছিল। আমরা নিশ্চিত ছিলাম তাদের সবাইকে কেজিবি জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এছাড়া তারা সে দেশের যেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবে, সেখানে নিশ্চয়ই কেজিবি'র লোকজন তাদেরকে ঘিরে থাকবে। এমনকি সুবিধামত সময়ে কেজিবি তাদেরকে রিক্রুট করে বিদেশে নিজেদের কোনো মিশনে পাঠাতেও পারে।'

হুইটেনের ধারণা, যে লোকটা প্রেসিডেন্টকে গুলি করেছে সে কমিউনিস্ট এজেন্ট হতে পারে। তিনি টেলিফোনে হেলমসকে মেক্সিকো সিটির এনভয় প্রকল্পের যাবতীয় টেপ ও ট্রান্সক্রিপ্ট পর্যালোচনার নির্দেশ জারি করার অনুরোধ জানান। সিআইএ'র স্টেশন চিফ, উইন স্কট দ্রুত মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টকে টেলিফোন করেন। তাঁর সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা সিআইএ'র ইভসড্রপারদের সাথে সাররাত ধরে অসওয়াল্ডের কণ্ঠ ট্রেস করার চেষ্টা করে।

ম্যাককোন এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্সে ফিরতে অসওয়াল্ডের ফাইলের কথা জানাজানি হয়ে যায়। ছয় ঘণ্টা ধরে একের পর এক কনফারেন্স চলে নিজেদের মধ্যে। সব শেষের মিটিং শুরু হয় রাত সাড়ে ১১ টায়। সে মিটিঙে ম্যাককোন

জানতে পারেন অসওয়াল্ড যে মেক্সিকো সিটির সোভিয়েত দূতাবাসে গিয়েছিল, সিআইএ তা আগেই জানতে পেরেছিল। এ কথা শুনে রাগে দিশাহারা হয়ে পড়েন তিনি। পারলে এইডদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন এমন অবস্থা। মেক্সিকো সিটিতে এজেন্সি যেভাবে পরিচালিত হয়, তাতে অসম্ভব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

২৩ নভেম্বর, শনিবার সকালে সিআইএ'র তদন্ত একটা আকার পায়। জেমস অ্যাংলিটনসহ এজেন্সির বাকি সব ব্যারনের সাথে সাক্ষাৎ করেন ম্যাককোন। অ্যাংলিটন ১৯৫৪ সাল থেকে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফের দায়িত্বে আছেন। তিনি আশায় ছিলেন অসওয়াল্ডের কেস তাকে দেয়া হবে, কিন্তু রাগে উন্মাদ প্রায় হেলমস জন হুইটেনকে দায়িত্বটা দেন। হুইটেন জানতেন একটা ষড়যন্ত্রের জাল কিভাবে খুলতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একজন দক্ষ প্রিজনার অব ওয়ার ইন্টারোগেটর ছিলেন। সিআইএতে যোগ দিয়েছেন ১৯৪৭ সালে।

এজেন্সিতে তিনিই প্রথম পলিগ্রাফ নিয়োগ করেন। ১৯৫০-এর দশকের শুরুর দিকে তিনি জার্মানিতে শত শত ডাবল এজেন্ট, ভুয়া পক্ষবদলকারী ও ভুয়া ইন্টেলিজেন্স প্রস্তুতকারী শনাক্তকরণের কাজে লাই ডিটেক্টর ব্যবহার করেছেন। তিনি বড় ধরনের অনেকগুলো জালিয়াতির ঘটনাও ধরে ফেলেন যার অন্যতম হচ্ছে এজেন্সির ভিয়েনা স্টেশনের কাছে এক বিশ্বস্ত আর্টিস্টের বিক্রি করা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভুয়া কমিউনিকেশনস কোডবুক। আরও একটা বড় ধরনের কেলেঙ্কারি উদঘাটন করেন হুইটেন। ইটালিতে কর্মরত এক এজেন্টকে অ্যাংলিটন নিয়ন্ত্রণ করতেন। যাকে তিনি পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির বিরুদ্ধে লাগিয়েছিলেন।

হুইটেন প্রমাণ করেন লোকটা প্রতারক ও প্যাথলজিক্যাল মিথ্যুক। সেই পাঁচটা ইন্টেলিজেন্সের কাছেই সে ফাঁস করে দিয়েছে সে সিআইএ'র এজেন্ট। শুধু অ্যাংলিটনের এই অপারেশনই উন্মোচন করেননি হুইটেন, আরও করেছেন। যতবার এরকম ঘটেছে, হেলমস ততবারই হুইটেনকে বলেছেন অ্যাংলিটনের সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, প্রায় অন্ধকার রুমে গিয়ে তার সাথে বোঝাপড়া করে আসতে। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে তিক্ততার কমতি ছিল না। তাই অসওয়াল্ড কেসের দায়িত্ব হুইটেনকে দেয়ার পর অ্যাংলিটন বিষয়টা মেনে নিতে পারেননি। হুইটেনের মিশন স্যাবোটাজ করার পদক্ষেপ নেন তিনি।

২৩ নভেম্বর দুপুরের আগেই সিআইএ হেড কোয়ার্টার্স জানতে পেরেছিল সেপ্টেম্বরের শেষে এবং অক্টোবরে মেক্সিকো সিটির সোভিয়েত ও কিউবান দূতাবাস, দুটোতেই বারবার যাওয়া-আসা করেছে অসওয়াল্ড। যতদিন না সোভিয়েত ভিসা ইসু হয় ততদিন কিউবায় গা ঢাকা দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাতে। হেলমসের মতে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র ছিল।

ম্যাককোন দুপুরের একটু পর প্রেসিডেন্ট জনসনকে এসবের সাথে কিউবার জড়িত থাকার কথা জানিয়ে দেন। এলবিজে তখন সাবেক প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সাথে আলোচনা করছিলেন।

১:৩৫ মিনিটে জনসন তাঁর এক পুরনো বন্ধু, ওয়াল স্ট্রিটের এক পাওয়ার ব্রোকার, এডউইন উইজেলের সাথে কথা বলেন। 'বিষয়টা... তুমি যতটা ভাবছ তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল মনে হয় এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা।' মেক্সিকো সিটির আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন টেক্সাসের মানুষ। এলবিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কথা প্রসঙ্গে জনসন তাকে জানান, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে সম্ভবত ক্যাস্ট্রোর হাত আছে।

২৪ নভেম্বর সকালে ম্যাককোন হোয়াইট হাউজে ফিরে যান। নিহত কেনেডির অন্তিম যাত্রা শুরু করার তোড়জোড় চলছে তখন। ম্যাককোন সিআইএ'র কিছু পরিকল্পনার কথা লিন্ডন জনসনকে জানান, যার সাথে কিউবার সরকারকে উৎখাত করার বিষয়টিও ছিল। যদিও জনসনের কোনো ধারণাই ছিল না সিআইএ গত তিন বছর থেকেই ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করার চেষ্টায় আছে। খুব কম লোকই তা জানত। অ্যালেন ডালেস জানতেন। আরও একজন জানতেন, তিনি রিচার্ড হেলমস। তৃতীয়জন ববি কেনেডি। আর চতুর্থজন, খুব সম্ভব ফিদেল ক্যাস্ট্রো। তিনিও জানতেন সিআইএ'র এই প্রচেষ্টার কথা।

একই দিন মেক্সিকো সিটির সিআইএ স্টেশন সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত করে ২৮ সেপ্টেম্বর অসওয়াল্ড ভিসার জন্য ব্যক্তিগতভাবে এক সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স অফিসারের সাথে দেখা করেছিল। তার নাম ভ্যালেরি কসতিকভ। সন্দেহ, সে কেজিবি'র ডিরেক্টরেট ১৩-এর সদস্য। এই ডিরেক্টরেটের কাজ হচ্ছে অ্যাসাসিনেশন বা গুপ্তহত্যা পরিচালনা করা। সিআইএ'র মেক্সিকো সিটি স্টেশন নিজেদের হেড কোয়ার্টার্সে কয়েকজন বিদেশীর নামের তালিকা পাঠায়। তারা মেক্সিকো সিটিতে কেজিবি'র অফিসারের সাথে দেখা করেছিল বলে ধারণা করা হয়।

তাদের একজনের নাম রোলান্ডো কুবেলা, সিআইএ'র কিউবান এজেন্ট। যাকে দিয়ে ক্যাস্ট্রোকে হত্যার চূড়ান্ত পরিকল্পনা কার্যকর করানোর কথা ছিল। কেনেডি নিহত হওয়ার মাত্র দু'দিন আগে কুবেলার সিআইএ কেস অফিসার, নেস্টর স্যানচেজ তাকে কলমের মত দেখতে বিষ ভর্তি একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ দিয়েছিল। সবার মনে প্রশ্ন জাগে : কুবেলা কি ফিদেলের ডাবল এজেন্ট ছিল?

কেনেডির কফিন নিয়ে রাষ্ট্রীয় শবযাত্রা যখন ক্যাপিটল হিলের উদ্দেশে হোয়াইট হাউজ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত, তখন ডালাস পুলিশ স্টেশনে অসওয়াল্ডের গুলি খেয়ে মরার দৃশ্য টেলিভিশনে লাইভ দেখানো হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট জনসন সিআইএ'কে নির্দেশ দেন অসওয়াল্ড সম্পর্কে যা কিছু তথ্য আছে, সব তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে।

হুইটেন সে বিষয়ে খুব দ্রুত একটা সারাংশ লিখে হেলমসকে দেন। হেলমস কয়েক ঘণ্টা পর প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেন সেটা।

সে রিপোর্ট পরে হারিয়ে যায় অথবা ধ্বংস করে ফেলা হয়। হুইটেনের মতে তার মূল কথা ছিল : লি হার্ভি অসওয়াল্ড মস্কোর বা হাভানার এজেন্ট ছিল বলে সিআইএ'র হাতে নিশ্চিত কোনো হার্ড এভিডেন্স ছিল না। তবে হতে পারে হয়ত ছিল, যারই হোক।

'আমরা লঘু পায়ে হাঁটছিলাম'

২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার নতুন প্রেসিডেন্টকে আনুষ্ঠানিক ইন্টেলিজেন্স ব্রিফ করেন জন ম্যাককোন। 'প্রেসিডেন্ট বেশ অবজ্ঞাভরে লক্ষ করেন, জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের কিছু লোক শনিবার প্রস্তাব দেয় কেনেডি হত্যাকাণ্ডের কারণ জানতে স্বাধীন তদন্ত চালানো প্রয়োজন,' ম্যাককোন তাঁর দৈনিক মেমোতে এ কথা লেখেন রেকর্ডের জন্য। 'প্রেসিডেন্ট জনসন তা বাতিল করে দেন।'

বাহাত্তর ঘণ্টা পর জনসন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, আর্ল ওয়ারেনকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে একদিকে তাঁর নেতৃত্বে একটা স্বাধীন তদন্ত কমিশশন গঠনের নির্দেশ দেন, অন্যদিকে কমিশনের অন্য সদস্যদের পাঁচ ঘণ্টা পরপর টেলিফোনে ধমক-ধামক মারতে থাকেন। ববি কেনেডির অনুমোদন নিয়ে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত অ্যালেন ডালেসের বাসায় ফোন করেন প্রেসিডেন্ট জনসন। ডালেস জানতে চান, 'আমার আগের কাজ ও চাকরি আপনি বিবেচনায় নিয়েছেন? জনসন দ্রুত তাঁকে 'হ্যাঁ' বলে আশ্বস্ত করেন। তিনি ফোন রাখামাত্র ডালেস কল করেন জেমস অ্যাংলিটনকে।

বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। প্রেসিডেন্ট তাড়াহুড়ো করছেন যাতে সন্ধ্যার পত্রিকায় খবর ছাপানোর সময় পেরিয়ে যাওয়ার আগেই কমিশনের সদস্যদের একত্রিত করা যায়। বাছাই করা লোকদের নামের তালিকা পরখ করে দেখেন প্রেসিডেন্ট। এ ক্ষেত্রে সতর্কতা রক্ষা করে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'হাউজ অথবা সিনেট বা আর কেউ কথা ছড়িয়ে বেড়াক কেনেডিকে হত্যা করেছে ক্রুশ্চেভ বা ক্যাস্ট্রো, আমরা তা হতে দিতে পারি না,' বলেন প্রেসিডেন্ট।

রাত নয়টার একটু আগে গুরুত্বপূর্ণ একটা কল আসে তাঁর কাছে। কলটা করেছেন সিনেটর রিচার্ড রাসেল, জর্জিয়ার উইন্ডার থেকে। প্রেসিডেন্টর প্রিয় পরামর্শদাতাদের একজন। তাকে ওয়ারেন কমিশনের সদস্য করা হয়েছে, কিন্তু তিনি এ কাজে আগ্রহী নন। তাই নিজের নাম প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাতে ফোন

করেছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জনসনও কিছু শুনতে নারাজ। সিনেটরের অনুরোধের জবাব ফোনে চেঁচিয়ে বলেন তিনি, 'ইউ আর গডড্যামড্ শিওর গনা সার্ভ। আই উইল টেল ইউ দ্যাট (দায়িত্বটা আপনাকে পালন করতে হবে, আমি বলছি)! এ কাজে আপনার নাম আমাদেরকে ব্যবহার করতে দিতে হবে, কারণ আপনি সিআইএ কমিটির প্রধান।' তবে তিনি সতর্ক করেন কেনেডির হত্যাকাণ্ডের পিছনে ক্রুশ্চেভের হাত আছে, এরকম কোনো আলগা কথা বলে বেড়ানো যাবে না।

'ওয়েল,' সিনেটর রাসেল বলেন। 'আমিও মনে করি না ক্রুশ্চেভ সরাসরি এ কাজ করেছেন। 'তবে এর পিছনে যদি ক্যাস্ট্রোর হাত থাকে, আমি অবাক হবো না।'

ওয়ারেন কমিশন সৃষ্টি করার বিষয়টা রিচার্ড হেলমসের জন্য একটা ভয়াবহ উভয় সঙ্কটের কারণ হয়ে ওঠে। 'তিনি বুঝতে পারেন হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা জানাজানি হলে তা সিআইএ'র জন্যে তো বটেই, তার জন্যেও খুব একটা সুখের কথা হবে না। বিষয়টা এমনকি এরকমও হতে পারে ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করতে সিআইএ যে পরিকল্পনা করেছিল, কেনেডিকে হত্যা ছিল তার সমুচিত জবাব। এটা তার এবং এজেন্সির অতীত কার্যকলাপের ওপর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

হেলমস এসব খুব ভাল করেই জানতেন। 'তাই আমরা লঘু পায়ে হাঁটছিলাম,' পনেরো বছর পর এক টপ সিক্রেট জবানবন্দিতে এ কথা স্বীকার করেন তিনি। 'ওই সময় আমরা সন্ত্রস্ত ছিলাম না জানি কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় ভেবে... এরকম কোনো ঘটনার জন্য আরেকটা দেশের সরকারকে দায়ী করাটা ছিল অত্যন্ত নোংরাভাবে কিছু দেখিয়ে বেড়ানোর মত।'

ওদিকে ক্যাস্ট্রোকে উৎখাতের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব বোঝা হয়ে উঠেছিল ববি কেনেডির জন্য। তিনি মুখ বুজে থাকলেন।

প্রেসিডেন্ট জনসন এফবিআই'কে নির্দেশ দেন কেনেডি হত্যাকাণ্ডের কারণ তদন্ত করে দেখতে, আর সিআইএ'কে বলেন তাদেরকে পূর্ণ সমর্থন দিতে। দুই সংস্থার তদন্তে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে, সেসব ওয়ারেন কমিশনকে জানাবার নির্দেশও দেন জনসন। ১৯৬২ সালের প্রথমদিকে সিআইএ, এফবিআই, পেন্টাগন, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ইমিগ্রেশন এবং নেচারালাইজেশন সার্ভিস, সবার হাতে অসওয়াল্ড সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ফাইল রেডি হয়ে যায়। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে নিউ অর্লিয়ন্সে বেশি কিছু সংগঠনের বিরোধীতার মুখোমুখি হতে হয় অসওয়াল্ডকে। সেসবের মধ্যে ছিল কিউবান স্টুডেন্ট ডিরেক্টরেট ও সিআইএ'র টাকায় পরিচালিত একটা ক্যাস্ট্রোবিরোধী গ্রুপ।

এই দুই সংগঠনের সদস্যরা নিজ নিজ কেস অফিসারদের জানিয়েছিল, তাদের সন্দেহ অসওয়াল্ড তাদের মধ্যে ইনফিলট্রেট করার চেষ্টা করছে। সেই বছরের অক্টোবরে এফবিআই জানতে পারে এই লোক 'মাথা খারাপ' কিসিমের মার্কসবাদী।

কিউবার বিপ্লব সমর্থন করে। সহিংস ঘটনা ঘটাতে অত্যন্ত পারঙ্গম সে, এবং সম্প্রতি সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছিল। অক্টোবরের ৩০ তারিখ এফবিআই জানতে পারে লোকটা ডালাসের টেক্সাস স্কুল বুক ডিপোজিটরিতে চাকরি করে।

সংক্ষেপে একজন ক্ষ্যাপা পক্ষবদলকারী। তার নায়ক ফিদেল ক্যাস্ট্রো। সে হাভানা হয়ে যত দ্রুত সম্ভব সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার এবং বিপদ ঘটানোর জন্য ডালাসে প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রার রুট জানতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কাজেই তাকে একজন কমিউনিস্ট এজেন্ট বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে সিআইএ'র।

সিআইএ আর এফবিআই নিজেদের সংগ্রহ করা গোপন তথ্য কখনও পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেখত না। এফবিআই কখনও অসওয়াল্ডকে শনাক্ত করার মত কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের (৯/১১) আগেও তাদের এই হাল ছিল। এটা 'গ্রস ইনকম্পিটেন্সি' বা পুরোপুরি অযোগ্যতা। ১৯৬৩ সালেও তাই ছিল এফবিআই। সে বছরের ১০ ডিসেম্বর জে. এডগার হুভার সংস্থাটি সম্পর্কে এক গোপন মেমোতে ঠিক এই দুটি শব্দই উল্লেখ করেছিলেন। শতাব্দী শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোপনই ছিল সে মেমো।

সংস্থার অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর, কার্থা ডিলোচ এই অনিষ্টকারী কাজ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হওয়ায় তার এজেন্টদের শাস্তি না দিতে হুভারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কারণ 'তাহলে সরাসরি স্বীকার করে নেয়া হবে আমাদের অবহেলার ফলেই প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যাকাণ্ড সফল হতে পেরেছে।' হুবার তাতে কান দেননি। সতেরোজন অফিসারকে শাস্তি দেন তিনি। 'অসওয়াল্ড সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি,' ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে লিখেছিলেন হুভার। 'আমাদের সবার একটা শিক্ষা হওয়া জরুরি ছিল। তবে আমার সন্দেহ তারপরও অনেকেই বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হবে।'

ওয়ারেন কমিশনের সদস্যরা এসবের কিছুই জানত না। কেননা সিআইএ'র জন হুইটেন যখন বিষয়টা জানতে পারেন, তখন তিনিও তা পুরোপুরি চেপে যান। ওয়ারেন কমিশনকে সত্যি কথাটা জানানোর কোনো গরজ তিনিও অনুভব করেননি।

'বিদেশে সিআইএ'র বিভিন্ন স্টেশন থেকে বন্যার মত তথ্য আসতে থাকে। তার থেকে 'সত্য তথ্য' বাছাই করতে গিয়ে গলদঘর্ম অবস্থা হয় হুইটেনের। 'সবগুলোতেই দাবি করা হয় তারা অসওয়াল্ডকে এখানে দেখেছে, সেখানে দেখেছে, সবখানে দেখেছে। নর্থপোল থেকে কঙ্গো পর্যন্ত প্রতিটা জায়গায় যত ষড়যন্ত্রমূলক যত ঘটনার জন্ম হয়েছে, সবখানেই ছিল সে,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে হুইটেন বলেন। হাজার হাজার ভুয়া তথ্য সিআইএ'কে তথ্যের গোলকধাঁধার মধ্যে নিয়ে

ফেলেছিল। তার মধ্য থেকে সত্য উদ্ধার করতে তাঁর এফবিআই'র ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন ছিল। কেনেডি হত্যার দুই সপ্তাহ পর তাঁকে এফবিআই'র অসওয়াল্ড সম্পর্কিত প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে চোখ বোলানোর অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে।

কয়েক বছর পর এ বিষয়ে জবানবন্দি দিতে গিয়ে জন হুইটেন বলেন, 'তখনই আমি প্রথমবারের মত অসওয়াল্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে পারি। এফবিআই সব জানত, কিন্তু আমার সাথে কখনও শেয়ার করেনি।'

এফবিআই কখনই সিআইএ'র সাথে নিয়ম অনুযায়ী তথ্য বিনিময় করেনি, অথচ প্রেসিডেন্টের সেরকমই নির্দেশ ছিল। এফবিআই'র সাথে সিআইএ'র লিয়াজোঁ রক্ষার দায়িত্ব যার ওপর ছিল, তিনি জিম অ্যাংলিটন। কিন্তু হুইটেন বলেন 'অ্যাংলিটন আমাকে কোনদিনও জানায়নি এফবিআই'র সাথে তার কি আলোচনা হচ্ছে বা তাদের কাছ থেকে কী কী তথ্য পাওয়া গেছে।' আবার তদন্তের প্রাথমিক গতিপথ নিজের ইচ্ছামত প্রভাবিত করতে না পেরে হুইটেনের ওপরেই দোষ চাপান তিনি। তাঁর বদনাম করেন এবং সত্য উদ্ধরের চেষ্টা নস্যাৎ করে দেন।

হেলমস আর অ্যাংলিটন যুক্তি করে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা ক্যাস্ট্রোকে হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়ারেন কমিশন বা সিআইএ'র নিজস্ব তদন্তকারীদের কোনো তথ্যই দেবেন না। সেটা ছিল 'তিরস্কারযোগ্য কাজ,' পনেরো বছর পর সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন হুইটেন। তিনি বলেন, 'হেলমস যাবতীয় তথ্য চেপে যান। নইলে তাকে চাকরি হারাতে হত। তার কাছে যে সমস্ত তথ্য ছিল, তাতে কেনেডি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করার উপাদান ছিল। তা করা গেলে আমাদের তদন্তের ফলাফলও ভিন্নরকম হত।'

অসহযোগিতার জন্য ওয়ারেন কমিশনের নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অ্যাংলিটন তাঁর জবানবন্দিতে দাবি করেন, তিনি ও তাঁর স্টাফরা সোভিয়েত-কিউবার যোগসূত্রের বৈশিষ্ট্য যেভাবে শনাক্ত করতে পেরেছেন, ওয়ারেন কামশন সেভাবে পারেনি। 'আমরা বিষয়টিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি,' বলেন তিনি। 'আমরা বেশি গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম... আমরা কেজিবি'র ডিপার্টমেন্ট ১৩ এবং তাদের পুরো ৩০ বছরের নাশকতা আর গুপ্তহত্যা সম্পর্কে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। আমরা তাদের প্রতিটা কেস সম্পর্কে জানি, সেগুলোর মোডাস অপারেন্ডি বা সাধনপদ্ধতিও জানি।' তিনি বলেন, গোপনতম তথ্য অন্যের হাতে তুলে দেয়া অর্থহীন।

অ্যাংলিটনের এই আচরণ ছিল ন্যায়বিচারের প্রতি বড় বাধা। তাঁর আত্মরক্ষার একটাই উপায় ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল কেনেডিকে হত্যা করতে ও তার সাথে নিজেদের জড়িত থাকার বিষয়টা গোপন রাখতে মস্কো একজন ডাবল এজেন্টকে পাঠিয়েছিল।

তাঁর সন্দেহের মানুষটির নাম ছিল ইউরি নসেনকো। ১৯৬৪ সালে কেজিবি'র পক্ষবদলকারী হিসেবে আমেরিকায় আসেন তিনি। অ্যাংলিটন যখন সিআইএ'র তদন্তের ভার হাতে পান, ঠিক তখন। এক অভিজাত সোভিয়েতের বখে যাওয়া সন্তান। তাঁর বাবা ছিলেন দেশের জাহাজ নির্মাণ মন্ত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য। মৃত্যুর পর ক্রেমলিন ওয়ালে কবর দেয়া হয় তাঁকে। ইউরি ১৯৫৩ সালে ২৫ বছর বয়সে কেজিবিতে যোগ দেন। ১৯৫৮ সালে কেজিবির যে সেকশন সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে আসা ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের ওপর নজর রাখত, সেই সেকশনে যোগ দেন তিনি। পরে তাঁকে বদলি করা হয় আমেরিকান ডিপার্টমেন্টে, তাদের দূতাবাসের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখার জন্য। ১৯৬১ ও ১৯৬২, এই দুই বছর সেখানে কাজ করার পর তাঁকে টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি চিফ করা হয়।

বাবার প্রভাব অনেকবার বিপদ থেকে রক্ষা করেছে ইউরিকে। তার বেশিরভাগেরই কারণ ছিল ভদকার প্রতি তাঁর অতিরিক্ত আসক্তি। ১৯৬২ সালের জুন মাসে জেনিভায় আঠারো জাতির নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন ইউরি। সেখানে প্রথম রাতেই মাতাল অবস্থায় মেয়ে নিয়ে মৌজ করতে গিয়ে আক্কেল সেলামী দিতে হয় তাঁকে। সকালে ঘুম ভাঙতে দেখেন মেয়েটি তাঁর সম্বল, ৯শ ডলারের সমান সুইস ফ্রাঁ চুরি করে নিয়ে ভেগেছে। টাকাকড়ির প্রশ্নে কেজিবি'র আইন ছিল অত্যন্ত কড়া।

এরপর সম্মেলনে আসা আমেরিকানদের এক সদস্যকে সিআইএ'র অফিসার বলে শনাক্ত করেন নসেনকো—অথবা বলা ভাল ভুল শনাক্ত করেন। তার নাম ডেভিড মার্ক। এই লোক পাঁচ বছর আগে মস্কোর আমেরিকান দূতাবাসের ইকোনমিক কাউন্সেলর ছিল। স্পাই ছিল না। তবে সিআইএ'র হয়ে মাঝেমধ্যে ছোটখাটো কাজ করত বলে তাকে পারসোনা নন গ্রাটা ঘোষণাও করেছিল মস্কো। তাতে যদিও ডেভিড মার্কের ক্যারিয়ারের কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং পরে তাকে প্রমোশন দিয়ে রাষ্ট্রদূত ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের দুই নম্বর করা হয়।

মার্ক জানান, একদিন দুপুরবেলা অধিবেশন শেষ হতে নসেনকো তাঁর সামনে এসে রাশান ভাষায় বলেন, 'আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই... কিন্তু এখানে না। একদিন আপনার সাথে লাঞ্চ করতে চাই।' শহরের বাইরের এক রেস্টুরেন্টে পরদিন দুপুরে আমরা দেখা করব ঠিক হয়। 'আমি বিষয়টা তক্ষুণি সিআইএ অফিশিয়ালদের জানাই। তারা বলে, "মাই গড! ওই রেস্টুরেন্টে কেন? ওটায় তো সব স্পাইরা যায়!"'

পরদিন দুই সিআইএ অফিসারের ঘনিষ্ঠ নজরদারিতে লাঞ্চ করেন ডেভিড মার্ক ও ইউরি নসেনকো। লাঞ্চের ফাঁকে নসেনকো নিজের বিপদের কথা জানান মার্ককে। বলেন, 'আমি আপনাকে এমন কিছু তথ্য দিতে পারি যা সিআইএ'র কাজে আসবে। তার বিনিময়ে আমি ৯ শ ডলার চাই।'

মার্ক তাকে সতর্ক করেন, 'দেখুন, আপনি যা করতে যাচ্ছেন তা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।' কিন্তু নসেনকো সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। পরদিন আবার বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত হয়। এই খবরে দুই সিনিয়র সিআইএ অফিসার জেনিভায় ছুটে আসেন নসেনকোকে জেরা করতে। একজনের নাম টেনেন্ট ব্যাগলি, সুইস রাজধানী বার্ন-এর সোভিয়েত ডিভিশন অফিসার। দ্বিতীয়জন জর্জ কিসেভল্টার, সিআইএ'র প্রধান রাশিয়ান স্পাই হ্যান্ডলার। তিনি আসেন হেড কোয়ার্টার্স থেকে।

নসেনকো মিটিংয়ে পৌছান ডেভিড মার্কের ভাষায় 'কড়া মাতাল' অবস্থায়। সিআইএ তার কথাবার্তা রেকর্ড করে, কিন্তু পরে রেকর্ডারটা ঠিকমত কাজ না করায় তাদের বেশিরভাগ আলোচনাই অজানা রয়ে যায়। ব্যাগলি ১৯৬২ সালের ১১ জুন হেড অফিসে কেবল করেন নসেনকো 'তার আন্তরিকতা প্রমাণ করেছে,' এবং 'বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর দিয়েছে। সে সম্পূর্ণ আন্তরিক,' বলে। কিন্তু পরের আঠারো মাস অ্যাংলিটন ক্রমাগতভাবে ব্যাগলিকে বোঝাতে থাকেন, তাকে বোকা বানানো হচ্ছে। তিনি গোটা বিষয়টা ভুল দৃষ্টিতে দেখছেন। এভাবে নসেনকোর সমর্থক ব্যাগলিকে তিনি তার প্রতিপক্ষে পরিণত করেন।

নসেনকো মস্কোয় সিআইএ'র হয়ে স্পাইং করতে রাজি হন। একই প্রতিনিধি দলের সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারির শেষদিকে আবারও জেনিভায় আসেন নসেনকো এবং সিআইএ'র হ্যান্ডলারের সাথে দেখা করেন। ওয়ারেন কমিশন যেদিন তার প্রথম সাক্ষীর জবানবন্দি শোনে, সেদিন ছিল ৩ নভেম্বর। সেদিন নসেনকো জানান, তিনি এখনই পক্ষ বদল করতে চান। জানান, কেজিবি'র অসওয়াল্ড ফাইল তিনি দেখেছেন। তাতে এমন কোনো প্রমাণ ছিল না, যাতে বোঝা যায় কেনেডি হত্যার সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নই জড়িত।

কিন্তু অ্যাংলিটন নিশ্চিত লোকটা মিথ্যে বলছে। পরে এ ধারণা ভয়ঙ্কর এক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে ওঠে।

নিজ দেশের অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন নসেনকো। কিন্তু অ্যাংলিটন আগে থেকেই 'নিশ্চিত' যে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো একটা মাস্টার প্লটের ঘুঁটি। তাঁর বিশ্বাস ছিল কেজিবি অনেক আগেই সিআইএ'র উঁচু মহলে পেনিট্রেট করেছে। নইলে সিআইএ'র আলবেনিয়া ও ইউক্রেইন, পোল্যান্ড ও কোরিয়া, কিউবা ও ভিয়েতনাম অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার কারণ আর কি হতে পারে? সিআইএ'র উঁচু মহলে পেনিট্রেট করায় তাদের সব অপারেশনের কথা মস্কো আগে

থেকে জেনে ফেলে বলেই এই অবস্থা। হয়ত মস্কোই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। সিআইএ'র ভেতরে তাদের যে এজেন্ট আছে, তাকে বা তাদেরকে রক্ষা করতেই নসেনকোকে পাঠানো হয়েছে।

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ হিসেবে অ্যাংলিটনের দায়িত্ব ছিল সিআইএ ও তার এজেন্টদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু তিনি ক্ষমতায় থাকতেই অনেক ওলট-পালট ঘটে যায়। ১৯৫৯ সালে মেজর পিওতর পোপভ ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে সিআইএ'র একমাত্র এজেন্ট। তিনি কেজিব'র হাতে ধরা পড়েন এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাঁকে। মস্কোর পক্ষে কাজ করা ব্রিটিশ স্পাই জর্জ ব্লেক, যে সিআইএ'র বার্লিন টানেলের কথা ফাঁস করে দিয়েছিল, ১৯৬১ সালে তার আসল পরিচয় জানাজানি হয়ে যায়। ফলে সিআইএকে চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়ে।

এ ঘটনার ছয় মাস পর জানা যায় অ্যাংলিটনের পশ্চিম জার্মান প্রতিপক্ষ হেইঞ্জ ফেলফিও সোভিয়েত স্পাই। ধরা পড়ার আগে জার্মানি ও পূর্বাঞ্চলীয় ইওরোপে সিআইএ'র অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন বরবাদ করে দিয়ে গেছেন তিনি। তার এক বছর পর কিউবা মিসাইল সঙ্কটের ক্ষেত্রে সিআইএ'র আশার আলো, কর্নেল ওলেগ পেঙ্কোভস্কিকে কেজিবি ধরে ফেলে। '৬২ সালের বসন্তে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। তারপর ১৯৬৩ সালের জানুয়ারিতে কিম ফিলবি কেস।

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাংলিটনের ওস্তাদ, তাঁর শিক্ষক ও মদ গেলার সঙ্গী কিম ফিলবি একদিন হঠাৎ মস্কোয় পালিয়ে যান। পরে প্রমাণ হয় তিনি সোভিয়েত স্পাই ছিলেন। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অফিসার ছিলেন কিম ফিলবি। দীর্ঘ এক যুগ থেকে লোকটাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল। প্রথম যখন তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়, তখন ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ তাঁর সাথে যার যার পরিচয় ছিল, তাদের প্রত্যেককে ফিলবি সম্পর্কে রিপোর্ট করতে বলেছিলেন। বিল হার্ভি জোর দিয়ে দাবি করেছিলেন লোকটা মস্কোর স্পাই, কিন্তু অ্যাংলিটন বরাবরই সে দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলতেন, না। কথাটা ঠিক নয়।

১৯৬৪ সালের বসন্তে, বছরের পর বছর ধরে লাগাতার ব্যর্থতার পর অ্যাংলিটন যেন মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন নসেনকোকে মুঠোয় পেয়ে। ভাবলেন সিআইএ যদি নসেনকোকে ভাঙতে পারে, তাহলে কেজিবি'র মাস্টার প্লট সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। কেনেডি হত্যা রহস্যের জটও খুলবে। রিচার্ড হেলমস কংগ্রেশনাল টেস্টিমনিতে এ বিষয়ে যে সব সমস্যা তুলে ধরেন, ১৯৯৮ সালে ডিক্লাসিফাইড করা হয় সেসব।

রিচার্ড হেলমস : অসওয়াল্ড সম্পর্কে নসেনকোর দেয়া তথ্য যদি সত্যি হয়, তাহলে অসওয়াল্ড আর সোভিয়েত সম্পর্কের একটা নিশ্চিত জবাব পাওয়া যায়। আর যদি তা না হয়, যদি লোকটা মস্কোর নির্দেশেই আমেরিকান সরকারকে ভুল তথ্য দিয়ে থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণ অন্য ইঙ্গিত দেয়। যদি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় লোকটা মিথ্যে বলছে এবং সে সত্যিই কেজিবি'র এজেন্ট, তাহলে আমি এর নিহিতার্থ অন্যরকম ধরে নিতাম।

প্রশ্ন : আরেকটু সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারেন না?

মিস্টার হেলমস : পারি। এর অর্থ আরেকভাবে এরকম দাঁড়ায়, সোভিয়েত সরকারই প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল।

১৯৬৪ সালের এপ্রিলে অ্যাটর্নি জেনারেল, রবার্ট এফ. কেনেডির অনুমোদন নিয়ে নসেনকোকে নিঃসঙ্গ কারাদণ্ড দেয় সিআইএ। প্রথমে তাকে সিআইএ'র এক সেফ হাউজে রাখা হয়, পরে নিয়ে যাওয়া হয় ভার্জিনিয়ার উইলিয়ামসবার্গের বাইরে সিআইএ'র ট্রেইনিং সাইট, ক্যাম্প পিরিতে। কেজিবি গুলাগের লেবার ক্যাম্পে বন্দিদের সাথে যা করত, সিআইএ'র সোভিয়েত ডিভিশনও নসেনকোর সাথে তাই করে।

পানির মত পাতলা চায়ের সাথে সামান্য খাবার দেয়া হত তাঁকে। মাথার ওপর একটা নগ্ন বাল্ব দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা জ্বেলে রাখা হত। তাঁকে সঙ্গ দেয়ার মত কেউ ছিল না। 'আমাকে কখনও পর্যাপ্ত খাবার দেয়া হত না বলে সব সময় ক্ষুধা লেগেই থাকত,' জবানবন্দিতে এ কথা বলেছিলেন ইউরি নসেনকো। ২০০১ সালে ডিক্লাসিফাইড করা হয় সেটা। 'আমার ধারেকাছে কথা বলার মত কেউ ছিল না। আমাকে কিছু পড়তে দেয়া হত না। সিগারেট দেয়া হত না। এমনকি তাজা বাতাসও পৌঁছতে পারত না আমার কাছে।'

২০০১ সালের সন্ত্রাসী হামলার পর সিআইএ গুয়ানতানামো বে-সহ অন্যান্য কারাগারে যাদেরকে আটকে রেখেছিল, তাদের সাথে নসেনকোর জবানবন্দির অনেক মিল আছে। 'গার্ডরা আমাকে ধরে চোখ বেঁধে ফেলে। তারপর হাতকড়া পরিয়ে একটা গাড়িতে করে এয়ারপোর্টে এনে প্লেনে তুলে দেয়,' বলেন নসেনকো। 'পরে আমাকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে লোহার মোটা মোটা গরাদওয়ালা কংক্রিটের রুমে রাখা হয়। সে রুমে স্টিলের সিঙ্গেল কট আর ম্যাট্রেসের বিছানা ছিল।'

এভাবে তিন বছর কঠোর মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় নসেনকোর ওপর। সিআইএ'র বন্দিখানায় টেনেন্ট ব্যাগলি তাকে যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, তার একটা অডিও টেড এজেন্সির ফাইলে রাখা ছিল। তাতে নসেনকোর রাশান ভাষার ক্লান্ত, শ্রান্ত কণ্ঠের করুণ আবেদন : 'সত্যি বলছি... সত্যি বলছি... আমার কথা বিশ্বাস করুন' এবং ব্যাগালির কান ফাটানো হেঁড়ে গলার 'দ্যাট'স বুলশিট! দ্যাট'স বুলশিট! দ্যাট'স বুলশিট!' ছিল। পরে ব্যাগলির সোভিয়েত ডিভিশনের ডেপুটি চিফ পদে প্রমোশন হয়। রিচার্ড হেলমস ডিসটিঙ্গুইশড্ ইন্টেলিজেন্স মেডালও দেন তাকে।

১৯৬৪ সালের গ্রীষ্মের শেষদিকে ওয়ারেন কমিশনকে ইউরি নসেনকোর কথা জানানোর দায়িত্ব পড়ে রিচার্ড হেলমসের ওপর। তিনি প্রধান বিচারপতিকে জানান, প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যার সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন জড়িত নয় বলে মস্কো বারবার যে দাবি জানাচ্ছে, সিআইএ তা মেনে নিতে পারছে না। আর্ল ওয়ারেন তার মন্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টে ইউরি নসেনকো বলে কারও উল্লেখই ছিল না। তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা প্রসঙ্গে হেলমস বলেন, 'আমি জানি তাকে আমরা এভাবে আটকে রাখতে পারি না। এটা আমেরিকার আইনবিরুদ্ধ। আজ যদি তুলনা করার মত পরিস্থিতি থাকত, তাহলে কি ঘটত প্রভু জানেন। আইনের পরিবর্তন ঘটেনি, কাজেই আমি জানি না আপনারা নসেনকোর মত একজনকে নিয়ে কি করতেন। আমরা জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের কাছে দিকনির্দেশনা চাই। কারণ এটা পরিষ্কার যে এই লোকটাকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু এছাড়া আর কি করতে পারি আমরা? আজ আমরা তাকে ছেড়ে দেব এবং এক বছর পর হয়ত বলব, "ওয়েল, লোকটার সাথে তোমাদের এই আচরণ করা একদম ঠিক হয়নি। সে জানত প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে কে হত্যা করেছে।"

এরপর সিআইএ আরেকদল ইন্টারোগেটর পাঠায় নসেনকোকে জেরা করতে। তারা নিশ্চিত হয় লোকটা সত্যি কথাই বলছে। অবশেষে পক্ষবদলের পাঁচ বছর পর ইউরি নসেনকোকে ছেড়ে দেয়া হয়। নগদ ৮০ হাজার ডলার ও নতুন পরিচিতি দেয়া হয়। এছাড়া সিআইএ'র পে-রোলেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাঁকে।

কিন্তু তাতে জিম অ্যাংলিটন ও তার চক্রের কাজ থেমে থাকেনি। কেজিবি'র বিশ্বাসঘাতকের খোঁজে সিআইএ'র সোভিয়েত ডিভিশন তছনছ করে ফেলে তারা। যাদের স্লাভিক ডাকনাম ছিল, তাদেরকেই মূলত শিকার করা হয় এ অভিযানে। একের পর এক ধাপ পেরিয়ে সে অভিযান এমনকি ডিভিশন চিফ পর্যন্ত পৌছে যায় এক সময়। ফলে ১৯৭০-এর দশকে সিআইএ'র সমস্ত রাশিয়ান অপারেশন নির্জীব হয়ে থাকে এক দশক পর্যন্ত।

পক্ষবদলের দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর ইউরি নসেনকোর ইতিহাসের শেষ প্যারা লেখে সিআইএ। স্নায়ু যুদ্ধের শেষদিকে সিআইএ'র রিচ হয়ের কথিত 'মাস্টার প্লট' সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু নসেনকো আমেরিকাকে কী কী দিয়েছে, সে হিসেবও করেন তিনি। কেজিবি যাদের প্রতি আগ্রহী ছিল, এরকম ২০০ জন বিদেশী ও ২৩৮ জন আমেরিকানের পরিচয় প্রকাশ করেছেন তিনি। বিদেশে কর্মরত ৩০০ সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট ও প্রায় ২০০০ কেজিবি অফিসারের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছেন। মস্কোর আমেরিকান দূতাবাসে কেজিবি কোথায় কোথায় ৫২ টা মাইক্রোফোন প্ল্যান্ট করেছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়েছেন। কেজিবি কী কৌশলে বিদেশী কূটনীতিক ও সাংবাদিকদের ব্ল্যাক মেইল করে, তা-ও জানিয়েছেন।

কথিত 'মাস্টার প্লটে' বিশ্বাস করতে হলে আগে চারটা বিষয় বিবেচনা করে দেখতে হবে। প্রথমত, নিজের একজন চরকে রক্ষা করতে মস্কোকে এই সমস্ত তথ্য বিনিময় করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক কমিউনিস্ট পক্ষবদলকারী হচ্ছে প্রতারণাকারী (ডিসেপশন) এজেন্ট। তৃতীয়ত, বিশাল সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স অ্যাপারেটাসের সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকাকে বিপথে চালিত করার জন্য, এবং চতুর্থত, কেনেডি হত্যাকাণ্ডের পিছনে একটা দুর্ভেদ্য কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র রয়েছে।

রিচার্ড হেলমসের জন্য বিষয়টা একটা খোলা বই হয়েই থাকল। তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত সোভিয়েত ও কিউবান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস নিজেদের স্বস্থানের পরিবর্তন না ঘটাবে, ততদিন ওটা খোলাই থাকবে। কেনেডিকে হত্যার কাজটা হয় কোনো উন্মাদ পথিকের; সস্তা রাইফেল আর সাত ডলার দামের স্কোপের, নয়ত আসল সত্যটা আরও অনেক, অনেক ভয়ঙ্কর।

এলবিজে বা প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি. জনসন তাঁর শাসনামলের শেষ সময়েও যেমন বলতেন : 'ক্যাস্ট্রোকে ধরার চেষ্টায় ছিলেন জন এফ. কেনেডি, কিন্তু ক্যাস্ট্রোই তাঁকে আগে পেড়ে ফেলেছে।'

'অলক্ষুণে ভেসে চলা'

কেনেডিদের কভার্ট অপারেশন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি. জনসনকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। তাঁকে বহুবার বলতে শোনা গেছে দিয়েমকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার উচিত শাস্তি হচ্ছে ডালাসের ঘটনা (প্রেসিডেন্ট কেনেডির নিহত হওয়া)। 'আমরা একদল গুণ্ডা একজোট হয়ে তার মৃত্যু চেয়ে চেয়ে দেখেছি।' জনসনের শাসনামলের প্রথম বছরে একের পর এক অভ্যুত্থানে সায়গন বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে, সন্ত্রাসীদের হাতে বহু আমেরিকান প্রাণ হারিয়েছে। জনসন যে ভয়টা বেশি করতেন; সিআইএ'র রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের হাতিয়ারে পরিণত হওয়া, সেটা আরও পাকাপোক্ত হয়েছে।

এক পর্যায়ে তিনি টের পান কভার্ট অপারেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে ববি কেনেডি অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ববিকে তাঁর প্রেসিডেন্সির একজন প্রধান শত্রু হিসেবে দেখতে থাকেন। ১৯৬৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর ওভাল অফিসের এক জরুরি বৈঠকে জন ম্যাককোনকে সরাসরি প্রশ্ন করেন তিনি : ববি কেনেডি সরকারি পদ আদৌ ছাড়বেন কি না। ছাড়লে কবে ছাড়বেন।

ম্যাককোন বলেন : 'অ্যাটর্নি জেনারেল স্বপদে বহাল থাকতে চান, তবে প্রেসিডেন্ট তাঁকে ইন্টেলিজেন্সের কাজকর্ম, এনএসসি'র সমস্যা বা কাউন্টারসার্জেন্সির প্রশ্নে কতখানি জড়িত হতে দেবেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর মর্জির ওপর নির্ভর করে।'

জনসনের মর্জি অল্পদিনেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের চাবুকওয়ালা রিং মাস্টারের দায়িত্ব পালনের দিন ফুরিয়ে গেছে ববি কেনেডির। অতএব সাত মাস পর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয় তাঁকে।

ম্যাককোন সায়গন থেকে ফিরে ২৮ ডিসেম্বর সকালে টেক্সাসে প্রেসিডেন্ট জনসনের র‍্যাঞ্চে যান নাস্তা করতে এবং তাঁর নির্দেশনা নিতে। প্রেসিডেন্ট আলোচনার শুরুতেই সিআইএ'র 'ক্লোক অ্যান্ড ড্যাগার' ইমেজ বদল করার ওপর গুরুত্ব দেন। ম্যাককোন নিজেও তাই চাইছিলেন। কেননা এজেন্সির একমাত্র আইনগত ভূমিকা হওয়ার কথা ছিল ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট করা। ষড়যন্ত্র পাকানো আর বিদেশের সরকার উৎখাত করা নয়।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে খুবই চিন্তিত ও বিরক্ত। কারণ দেশে-বিদেশে যখনই তাঁর নাম উচ্চারিত হয়, তখনই সিআইএ'র নামও উচ্চারিত হয়। একই সাথে উচ্চারিত হয় 'ডার্টি ট্রিক' শব্দটা।

রাতে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি. জনসন ঘুমাতে পারতেন না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতেন আর ভাবতেন, ভিয়েতনামে ব্যাপক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কি ঠিক হবে? নাকি সৈন্য ফিরিয়ে আনবেন? আমেরিকার সহায়তা না পেলে যে সায়গনের পতন হবে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাই বলে দেশটিতে হাজার হাজার সৈন্য পাঠিয়ে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ানোর ইচ্ছা ছিল না তাঁর। আবার ইচ্ছা হলেই যে সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেবেন, সে উপায়ও ছিল না।

তাঁর সামনে একমাত্র সমাধান ছিল কূটনীতি আর কভার্ট অ্যাকশন।

'কেউ ইন্টেলিজেন্স চালাতে পারে না'

১৯৬৪ সালের শুরুর দিকে খারাপ খবর ছাড়া প্রেসিডন্টকে দেয়ার কিছু ছিল না ম্যাককোন ও তাঁর সায়গন স্টেশন চিফ পিয়ার ডি সিলভার। ম্যাককোন পরিস্থিতি নিয়ে 'চূড়ান্ত উদ্বিগ্ন' ছিলেন। ভাবতেন, 'যেটার ওপর নির্ভর করে আমরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করেছি, তার গোড়াতেই গলদ ছিল।' তিনি হোয়াইট হাউজ আর কংগ্রেসকে সতর্ক করেন, 'ভিয়েতকংরা প্রচুর সহায়তা পাচ্ছে উত্তর ভিয়েতনাম এবং সম্ভবত আরও কোনো জায়গা থেকে। এই সহায়তার পরিমাণ ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে। এসব ঠেকাতে বর্ডার সিল করা, উপকূলরেখা বা সমস্ত পানিপথ আটকে দেয়া কঠিন কাজ হবে। তবে তা একেবারে অসম্ভব হবে না।'

সিআইএ'র সায়গন স্টেশন উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে দু'বছরের প্যারামিলিটারি প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপক প্রাণহানি আর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সেটা বন্ধ করে দিতে হয়। পেন্টাগন তা আবার শুরু করার প্রস্তাব দেয়। এই পরিকল্পনার অধীন প্ল্যান ৩৪এ ছিল এক বছরের সিরিজ কভার্ট মিশন। উদ্দেশ্য, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও লাওসে নাশকতার ইতি ঘটাতে হ্যানয়কে বাধ্য করা। তবে সিআইএ'র মূল উদ্দেশ্য ছিল এয়ারবোর্ন অপারেশন চালানো—ও দেশে ইন্টেলিজেন্স ও কমান্ডো টিম ড্রপ করা। উপকূলজুড়ে মেরিটাইম অ্যাসল্টও ছিল তার মধ্যে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যরা অপারেশন চালাবে। তাদেরকে সাহায্য করবে আমেরিকায় প্রশিক্ষিত চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার কমান্ডোরা। তবে ম্যাককোন ধরেই নিয়েছিলেন এতে হো চি মিনের মনোবলের কোনো পরিবর্তন হবে না।

নির্দেশ অনুযায়ী সিআইএ তার এশিয়ান প্যারামিলিটারি নেটওয়ার্কের দায়িত্ব পেন্টাগনের ভিয়েতনাম স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপের হাতে তুল দেয়। রিচার্ড হেলমস সিআইএ'র এই অলক্ষুণে ভেসে চলার বিরুদ্ধে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন, এসব আনকনভেনশনাল কাজ এজেন্সিকে এজপিওনাজসহ ওই জাতীয় কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে এজেন্সির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর লিম্যান কার্কপ্যাট্রিক ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'সিআইএ, তার ধ্বংসাবশেষ ও ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস, সবকিছু গিলে ফেলতে যাচ্ছে জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ।

মার্চ মাসে ম্যাককোন আর ম্যাকনামারাকে সায়গনের পরিস্থিতি দেখে আসতে পাঠান প্রেসিডেন্ট জনসন। ক'দিন পর ওয়াশিংটনে ফিরে ডিরেক্টর রিপোর্ট করেন, যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সুবিধের মনে হচ্ছে না। কিন্তু ম্যাকনামারা বলেন উল্টো কথা। 'সবকিছু অত্যন্ত ভাল চলছে,' এলবিজে'র প্রেসিডেনশিয়াল লাইব্রেরির জন্য দেয়া মৌখিক ইতিহাস বর্ণনার সময় ম্যাকনামারার এই মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেন ম্যাককোন। তিনি বলেন, 'আমরা ধারণা যতদিন পর্যন্ত হো চি মিন ট্রেইল উন্মুক্ত থাকবে, মানুষজন আর মালপত্র অবাধে এপার-ওপার করতে পারবে, ততদিন আমাদের বলা মোটেই ঠিক হবে না যে সবকিছু ভাল চলছে।'

সেই মন্তব্য থেকে শুরু হয় ডিরেক্টর জন ম্যাককোনের ক্যারিয়ারের পতন। লিন্ডন জনসন তাঁর জন্য ওভাল অফিসের দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর থেকে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের সাথে সিআইএ'র যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে ডিরেক্টরের লেখা সপ্তাহে দু'টো করে রিপোর্ট। প্রেসিডেন্টের যদি মর্জি হয়; যখন হয়, সেগুলো পড়েন। তা-ও অবসরে। ম্যাককোন এপ্রিলের ২২ তারিখ ম্যাকজর্জ বান্ডিকে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট সরাসরি তাঁর কাছ থেকে ইন্টেলিজেন্স ব্রিফিং নিচ্ছেন না বলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। অথচ প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমলে সেই নিয়মই ছিল। তারও আগে, আইজেনহাওয়ারের আমলেও তাই ছিল।'

কথাটা এক সময় জনসনের কানে যায়। তাই মে মাসে ম্যাককোনের সাথে বার্নিং ট্রি কান্ট্রি ক্লাবে গলফ খেলার ব্যবস্থা করেন তিনি। কিন্তু অক্টোবরের আগে ঠিকমত আলোচনা করার সুযোগ হয়নি দু'জনের। প্রেসিডেন্ট এগারো মাস দায়িত্ব পালনের পর ম্যাককোনের কাছে জানতে চান সিআইএ কতবড় সংস্থা, সেটা চালাতে বছরে কত টাকা প্রয়োজন হয় এবং সেটা তাঁকে ঠিক কিভাবে সহায়তা দিতে পারে। ডিরেক্টর যে সমস্ত পরামর্শ দেন তা বিফলে যায়। প্রেসিডেন্টের কানকে খবর না শোনানো গেলে তার ক্ষমতা মূল্যহীন। কাজেই ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সিআইএর ভবিষ্যৎ মাঝ দরিয়ায় হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া মাঝিবিহীন নৌকার মত বিপজ্জনকভাবে এদিক-ওদিক করতে থাকে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ম্যাককোন আর ম্যাকনামারার মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়ায় প্রমাণ হয় ভেতরে গভীর রাজনৈতিক ফাটল আছে। আইন অনুযায়ী

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর হচ্ছেন আমেরিকার সমস্ত ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি নিয়ে গঠিত বোর্ডের চেয়ারম্যান। কিন্তু পেন্টাগন তা হতে দেয়নি। তারা দুই দশক ধরে চেষ্টা করেছে ডিরেক্টর যাতে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকতে বাধ্য হন, সেই ব্যবস্থা করতে। এখন সাধারণ মানুষ যাকে 'দি ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি' বলে, তার নেতৃত্বের দায় চাপাতে। ছয় বছর যাবত প্রেসিডেন্টের বোর্ড অব ইন্টেলিজেন্সের পরামর্শদাতারা তাঁকে বুঝিয়েছে যে সিআইএ'র ডিরেক্টর কমিউনিটি পরিচালনা করবেন এবং একজন চিফ অপারেটিং অফিসার সিআইএ 'ম্যানেজ' করার চেষ্টা করবেন।

অ্যালেন ডালেস দৃঢ়তার সাথে এই আইডিয়ার বিরোধিতা করেন। স্পষ্ট জানিয়ে দেন কভার্ট অ্যাকশন ছাড়া আর কোনোদিকে নজর দিতে পারবেন না তিনি। আর ম্যাককোন বারবার বলতে থাকেন, তিনি এই 'ক্লোক অ্যান্ড ড্যাগার' বিজনেস থেকে বেরিয়ে যেতে চান। তারপরও ১৯৬৪ সালে এজেন্সির বাজেটের দুই তৃতীয়াংশ আর ম্যাককোনের ৯০ শতাংশ সময় ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের পিছনে ব্যয় করতে হয়। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের ওপর নিজের আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব আরোপের উদ্যোগও নিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি কখনও। পদে পদে পেন্টাগন তাকে খাটো করতে থাকে। অবহেলা করতে থাকে।

আগের দশকে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের তিনটা বড় শাখা গড়ে ওঠে। আইন অনুযায়ী সবগুলোই ডিরেক্টরের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার কথা, কিন্তু তা কাগজে-কলমেই থেকে যায়। বাস্তবে হয়নি। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান ইলেক্ট্রনিক ইভসড্রপিং আর্ম বা ইলেক্ট্রনিক আড়িপাতা কার্যক্রম এনএসএ বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির দেখাশোনা করার কথা ছিল। কোরিয়া যুদ্ধের বিস্ময়কর ধাক্কায় অনেকটাই পর্যুদস্ত আমেরিকার জন্য প্রয়োজনীয় এনএসএ'র জন্ম হয় ১৯৫২ সালে। ওয়াল্টার বিডেল স্মিথের আবেদনে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান সৃষ্টি করেন এই সংস্থা। অথচ সেটার টাকা ও যাবতীয় ক্ষমতা থেকে যায় সেক্রেটারি অব ডিফেন্সের হাতে। ম্যাকনামারাও নিয়ন্ত্রণ করতেন নতুন ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। যেটা তিনিই সৃষ্টি করেন বে অব পিগস-এর কেলেঙ্কারির পর। উদ্দেশ্য ছিল আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স ও মেরিনদের সংগ্রহ করা সমস্ত তথ্যের সমন্বয় ঘটানো। আরও ছিল ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল রিকনাইসন্স অফিস। সেটার কাজ ছিল স্পাই স্যাটেলাইট প্রস্তুত করা।

১৯৬৪ সালের বসন্তে এয়ার ফোর্স জেনারেলরা সিআইএ'র কাছ থেকে প্রোগ্রাম বিলিয়ন-ডলার-এ-ইয়ারের কর্তৃত্ব কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এতে ভঙ্গুর প্রতিষ্ঠানটির কাঠামোয় ফাটল ধরে। ম্যাককোন রাগে পেটে পড়েন এর ফলে। ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'মনে হয় প্রেসিডেন্টকে ফোন করা উচিত আমার। এজেন্সির জন্য নতুন

ডিরেক্টর খুঁজে নিতে বলা উচিত... পেন্টাগনের বুরোক্র্যাটরা পরিস্থিতি খুব ঘোলাটে করে তুলেছে যাতে ইন্টেলিজেন্স সংস্থা কেউ চালাতে না পারে।'

ম্যাককোন সেই গ্রীষ্মেই রিজাইন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লিন্ডন জনসন তাকে অন্তত প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের দিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যেতে নির্দেশ দেন। তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

'উড়ন্ত মাছ গুলি করে মারছিল'

আমেরিকান কংগ্রেসে গালফ অব টনকিন প্রস্তাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধ অনুমোদন করা হয়। প্রেসিডেন্ট ও পেন্টাগনের পক্ষ থেকে ৪ আগস্ট টনকিন উপসাগরের আন্তর্জাতিক পানিসীমায় আমেরিকান জাহাজের ওপর উত্তর ভিয়েতনামী কর্তৃপক্ষের বিনা উস্কানীতে আক্রমণ চালানোর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে আমেরিকা এই পদক্ষেপ নিচ্ছে, এই বলে একটি প্রস্তাব জোর করে কংগ্রেসে গুঁজে দেয়া হয় এবং পাশ করিয়ে নেয়া হয়। আক্রমণের যাবতীয় ইন্টেলিজেন্স একত্রিত ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব যাদের ছিল, সেই এনএসএ জানায় উত্তর ভিয়েতনাম যে হামলা চালিয়েছে, তার প্রমাণ লোহার খাঁচায় রয়েছে—অর্থাৎ প্রকাশ করা যাবে না। রবার্ট ম্যাকনামারাও শপথ করে বলেছিলেন, কথাটা সত্যি। ইউ.এস. নেভির ভিয়েতনাম যুদ্ধের অফিশিয়াল ইতিহাসে সেটাকে কনক্লুসিভ বা সিদ্ধান্তমূলক বলে দায় শেষ করা হয়েছে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ কোনো ভুল বোঝাবুঝির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটেনি। ভুয়া ইন্টেলিজেন্সের ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক মিথ্যার পর মিথ্যাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। সিআইএ যদি নিজ চার্টার অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করত, ম্যাককোন যদি নিজের ওপর অর্পিত আইনের দায়-দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারতেন, তাহলে সমস্ত ভুয়া ইন্টেলিজেন্স কয়েক ঘন্টার মধ্যে আলোচনার কেন্দ্র থেকে হারিয়ে যেত। ২০০৫ সালের নভেম্বরে এনএসএ'র প্রকাশ করা এক 'হাইলি ডিটেইলড কনফেশনে' জানা যায় ভিয়েতনামের যুদ্ধের সত্যিকারের কারণ কি ছিল।

১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে পেন্টাগন ও সিআইএ নিশ্চিত হয়, ছয় মাস আগে তাদের পরিচালিত OPLAN 34A একের পর এক অর্থহীন বিরক্তি উৎপাদন ছাড়া কিছু ছিল না। ম্যাককোন যেমন আশঙ্কা করেছিলেন, OPLAN 34A মিশন শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। এজেন্সির মেরিন, টাকার গাউজিমানের নেতৃত্বে উত্তর ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে সাগরে একের পর এক কমান্ডো আক্রমণ চালায় আমেরিকা। কয়েক বছর পর এই লোকই হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার সর্বশেষ নিহত ব্যক্তি। নিজ সৈন্যদের প্রেরণা জোগাতে আমেরিকা উত্তরের ওপর নজরদারি

বাড়িয়ে দেয়। শত্রুর বার্তা প্রবাহের কোড ভাঙতে; কারিগরি টার্মে যাকে সিগন্যালস ইন্টেলিজেন্স বা SIGINT বলে – নেভি আড়িপাতা প্রোগ্রামে হাত দেয়। সে অপারেশনের কোড নাম ছিল ডেসোটো।

আমেরিকার মিশন শুরু হয় কার্গো কন্টেইনারের সমান একেকটা কালো বাক্সের ভেতরে। ডেস্ট্রয়ারের ডেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত সেগুলো। প্রতিটার ভেতরে থাকত অ্যান্টেনা ও মনিটর। সেগুলো পরিচালনা করত নেভাল সিকিউরিটি গ্রুপের এক ডজন অফিসার। ভিয়েতনাম উপকূলে ঘোরাঘুরি করত ডেস্ট্রয়ারগুলো, উত্তর ভিয়েতনামী মিলিটারি বার্তা আদান-প্রদান শুনত। পরে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে ডিসাইফার ও অনুবাদ করা হত সেগুলো।

জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ ক্যাপ্টেন জন হেরিকের নেতৃত্বে ইউএসএস *ম্যাডক্স*কে ডেসোটো মিশিনে পাঠায়। ইউ. এস. নেভির কমান্ডো অভিযান প্রশ্নে উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিক্রিয়া 'স্টিমিউলেট অ্যান্ড রেকর্ড' করতে। জন হেরিককে নির্দেশ দেয় হয় গালফ অব টনকিনে পৌছে উত্তর ভিয়েতনামের উপকূলরেখা থেকে আট মাইল দূর দিয়ে চার নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে হবে তাঁকে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী প্রতিটি দেশেরই সাগরের বারো মাইল পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ এলাকা, কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামের এই অধিকার আমেরিকা কখনও স্বীকার করত না। '৬৪ সালের জুলাইয়ের শেষ এবং আগস্টের প্রথম রাতে হন মি দ্বীপে OPLAN 34A হামলা প্রত্যক্ষ করে *ম্যাডক্স*। উত্তরের পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতিও দেখতে পায়—সোভিয়েত টর্পেডো আর মেশিনগান পেট্রল বোটে তোলা হচ্ছে।

পরদিন দুপুরে ক্যাপ্টেন জন হেরিক দেখতে পান তিনটা পেট্রল বোট *ম্যাডক্স*-এর দিকে এগিয়ে আসছে। দূরে অপেক্ষমাণ সপ্তম নৌ-বহরের প্রতিটা জাহাজকে তখনই ফ্ল্যাশ মেসেজ পাঠান হেরিক : প্রয়োজন বুঝলে তিনি ওগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বেন। ডেস্ট্রয়ার *টার্নার জয়* ও বিমানবাহী রণপোত *টিকনডেরোগা*'র সাহায্য চান তিনি। দুপুর তিনটার সামান্য পর আগুয়ান উত্তর ভিয়েতনামী পেট্রল বোটগুলো লক্ষ্য করে তিনবার গুলি করেন ক্যাপ্টেন হেরিক—এ কথা পেন্টাগন বা হোয়াইট হাউজ কখনও স্বীকার করেনি। তারা সব সময় দাবি করে এসেছে, ভিয়েতনামীরাই প্রথমে গুলি ছুঁড়েছে। *ম্যাডক্স*-এর গোলাগুলি চলতে থাকার মাঝেই চারটা এফ-৮ ই জেট সেখানে পৌছে যায় এবং পেট্রল বোটগুলো উড়িয়ে দেয়।

চারজন উত্তর ভিয়েতনামীর মৃত্যু হয় এবং দুটো বোটের প্রচুর ক্ষতি হয়। তৃতীয় বোটটারও তখন যায় যায় অবস্থা। তাদের ক্যাপ্টেন পালিয়ে গিয়ে উপকূলীয় ইনলেটে আশ্রয় নিয়ে হাইফং-এর নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকে। এত ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে *ম্যাডক্স*-এর খোলে মাত্র একটা মেশিনগানের গুলি লেগেছিল। ৩ আগস্ট প্রেসিডেন্ট জনসন জানান, ইউ. এস. নেভি গালফ অব টনকিনে টহল চালিয়ে যাবে। ওদিকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করে, হ্যানয়ের কাছে আমেরিকা তার

প্রথম ডিপ্লোম্যাটিক নোট পাঠিয়ে দিয়েছে। তাতে 'আবার বিনা উস্কানীতে সামরিক হামলা চালানো হলে তার ভয়াবহ পরিণতি' সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে হ্যানয়কে। অথচ একই সময় OPLAN 34A-এর অধীনে সে দেশের আরেক দ্বীপ, হন মাই-এর রেডার স্টেশনে হামলা চালায় একটা ইউ. এস. মেরিটাইম টিম।

৪ আগস্টের রাত ছিল প্রবল ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ। সে রাতে আমেরিকান ডেস্ট্রয়ারগুলোর প্রত্যেক ক্যাপ্টেন, সপ্তম নৌ-বহরের প্রত্যেক কমান্ডার ও পেন্টাগনে তাদের সমস্ত নেতাকে একটা জরুরি সতর্কবার্তা পাঠায় ওই অঞ্চলের SIGINT অপারেটররা। সেটার সারমর্ম এরকম : ২ আগস্ট হন মি দ্বীপে যে তিনটি উত্তর ভিয়েতনামী পেট্রল বোটের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল, সেগুলো ফিরে আসছে।

ওয়াশিংটনে রবার্ট ম্যাকনামারা ফোন করেন প্রেসিডেন্টকে। গালফ অব টনকিনের রাত দশটায় ওয়াশিংটনের সকাল দশটা বাজে। ওই সময় আমেরিকান ডেস্ট্রয়ারগুলো থেকে একটা ফ্ল্যাশ মেসেজ আসে : শত্রু হামলা চালিয়েছে তাদের ওপর।

ম্যাডক্স ও *টার্নার জয়*-এর অপারেটররা পরে রিপোর্ট করে, রাতের আঁধারে কিছু ভৌতিক কালো ছোপকে সাগরে ছোটাছুটি করতে দেখে তাদের ক্যাপ্টেনরা গোলা ছুঁড়েছে। ২০০৫ সালে ডিক্লাসিফাইড হওয়া এনএসএ'র এক রিপোর্টে জানা যায়, 'দুটো আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ অন্ধকার গালফ অব টনকিনে উন্মত্তের মত চক্কর খাচ্ছিল। টার্নার জয় ৩শ গোলা ছুঁড়েছে পাগলের মত।' দুটোই পরস্পরকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল যেন। এই হাই স্পিড ছোটাছুটি বাড়তি টর্পেডোর সোনার রিপোর্টের কারণ হয়ে ওঠে।' ও দুটো পরস্পরের ছায়াকে গুলি করছিল।

প্রেসিডেন্ট তৎক্ষণাৎ নিদের্শ জারি করেন, সেই রাতেই উত্তর ভিয়েতনামের যত নৌ-ঘাঁটি আছে, সবগুলোয় বিমান আক্রমণ চালাতে হবে।

এক ঘণ্টার মধ্যে *ম্যাডক্স*-এর ক্যাপ্টেন জন হেরিক ওয়াশিংটনে রিপোর্ট পাঠান : 'ENTIRE ACTION LEAVES MANY DOUBTS (গোটা কর্মকাণ্ড অনেক সন্দেহের জন্ম দিয়েছে)।' নব্বই মিনিট পর ওয়াশিংটনের সন্দেহ দূর হয়। এনএসএ প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি অব স্টেটকে জানায়, তারা একটা উত্তর ভিয়েতনামী নেভাল কমিউনিকে বা ইশতেহার ইন্টারসেপ্ট করেছে। ওটায় বলা হয়েছে : 'SACRIFICED TWO SHIPS AND ALL THE REST ARE OKAY (দুটো জাহাজ বিসর্জন দিতে হয়েছে। বাকি সব ঠিক আছে)।'

কিন্তু বিমান হামলা শুরু হওয়ার পর এনএসএ দিনের ইন্টারসেপ্ট করা সমস্ত উত্তর ভিয়েতনামী কমিউনিকেশন পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখে নতুন কোনো বার্তা নেই। দক্ষিণ ভিয়েতনামে এবং ফিলিপিনসে SIGINT-এর আড়িপাতার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই নিজ নিজ সংগ্রহ আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখে নতুন কিছু নেই।

এনএসএ প্রেসিডেন্টকে যে ইন্টারসেপ্ট করা বার্তা দিয়েছিল, তার সবকিছু আবার খতিয়ে দেখা হলো। অনুবাদ, ইন্টারসেপশনের সময়ের সিল, সব।

দেখা গেল বার্তাটা ভুল পড়া ও ভুল বোঝা হয়েছে। ওটা আসলে ছিল : 'WE SACRIFICED TWO COMRADES BUT ALL ARE BRAVE (দুই কমরেডকে বিসর্জন দিয়েছি, কিন্তু বাকি সবাই অকুতোভয়)।' বার্তাটা কম্পোজ করা হয় ৪ আগস্ট, *ম্যাডক্স* ও *টার্নার জয়* কমিউনিস্ট পেট্রল বোটগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করার একটু আগে অথবা ঠিক আক্রমণ করার মুহূর্তে। তবে সেই রাতের ঘটনা নিয়ে ছিল না সেটা, ছিল ২ আগস্টের প্রথম আক্রমণ নিয়ে।

ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে ভয়াবহ সত্যটাকে ধামাচাপা দিয়ে ফেলে এনএসএ। কাউকে কিছু জানতে দেয়নি। সংস্থার বিশ্লেষক, বহু ভাষাবিৎ বার্তাটা বারবার পরীক্ষা করে দেখেছে – তৃতীয়বার, চতুর্থবার, পঞ্চমবার। সময়ের সিল পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছে প্রত্যেকে, এমনকি সন্দেহবাদীরা পর্যন্ত। তারপর মুখ বুজে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে ৫ থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ঘটে যাওয়া পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার অ্যাকশন পরবর্তী রিপোর্ট ও তার সারাংশ একত্রিত করে একটা বিস্তারিত দিনপঞ্জী তৈরি করেছে এনএসএ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষক ও মিলিটারি কমান্ডারদের জন্য—গালফ অব টনকিন ইতিহাসের অফিশিয়াল সংস্করণ।

তবে এনএসএ'র কেউ একজন হয়ত বিবেকের তাড়নায় চুপ থাকার শপথ ভেঙে 'ম্যাকনামারার হাতে SIGINT-এর একটা বার্তা তুলে দেয় যেটা তিনি প্রেসিডেন্টকে দেখিয়েছেন। যেটাকে 'দ্বিতীয় আক্রমণের' প্রমাণ ভেবেছিল এনএসএ,' বলেছেন রে ক্লাইন, সিআইএ'র তৎকালীন ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্স। 'এবং জনসন ঠিক সেটাই খুঁজছিলেন।'

যৌক্তিক হিসেবে গালফ অব টনকিন থেকে আসা SIGINT-এর প্রতিটি বার্তার ওপর কড়া নজর বোলানোর কাজটা অবশ্যই সিআইএ'র ছিল। তার অন্তর্নিহিত অর্থ তারই স্বাধীনভাবে অনুধাবন করার কথা ছিল। কিন্তু তারা সে দায়িত্ব পালন করেনি। পরে আর কিছু করার ছিলও না। কেননা 'অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। ইউ. এস. এয়ার ফোর্স বোমা বর্ষণ করতে রওনা হয়ে গেছে।'

২০০৫ সালের নভেম্বরে ডিক্লাসিফাইড হওয়া এনএসএ'র স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলা হয়েছে : গালফ থেকে আসা বিপুল পরিমাণের রিপোর্টে ঠিকমত চোখ বোলালেই দেখা যেত, আমেরিকান জাহাজের ওপর আসলে কোনো আক্রমণই ঘটেনি। ৪ আগস্ট টনকিন উপসাগরের সেই ঘটনার ওপর পাঠানো নিজের রিপোর্টের সমর্থনে SIGINT ইচ্ছা করেই ভুল বার্তা পাঠিয়েছে।'

প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন দুই মাস ধরে উত্তর ভিয়েতনামে বামা ফেলার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তাঁর নির্দেশে ১৯৬৪ সালের জুন মাসে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজরের ভাই ও দূর প্রাচ্যের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট এবং

সিআইএ'র অ্যানালিস্ট, বিল বান্ডি একটা ওয়ার রেজোলিউশন কংগ্রেসে পাঠান। ভুয়া ইন্টেলিজেন্সের ওপর নির্ভর করে তৈরি পলিসি সফল হয়। আমেরিকান কংগ্রেস ৭ আগস্ট সর্বসম্মতিক্রমে ভিয়েতনাম যুদ্ধ অনুমোদন করে ৪১৬–০ ভোটে। সিনেটে ভোট পড়ে পক্ষে ৮৮, বিপক্ষে ২।

'গ্রিক ট্রাজেডি ছিল সেটা,' বলেন রে ক্লাইন। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের প্রত্যাঘাত। একই ট্রাজেডি চার দশক পর ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের ভাণ্ডার সম্পর্কে আরেক ভুয়া ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আরেক যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্টের অভিলাষ পূরণ করতে আরবের চোরাগর্তে নিয়ে ফেলে আমেরিকাকে।

সেদিন গালফ অব টনকিনে সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল প্রেসিডেন্ট জনসন তা জানতে পারেন চার বছর পর। তারপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'হেল! স্টুপিড সোলজারগুলো তাহলে উড়ন্ত মাছ গুলি করে মারছিল!'

‘প্রজ্ঞার চেয়ে বেশি শক্তি খাটাচ্ছি’

‘ভিয়েতনাম এক দশক ধরে আমার চরম দুঃস্বপ্নের কারণ ছিল,’ রিচার্ড হেলমসের ডায়েরিতে লেখা আছে কথাটা। তিনি ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস চিফ থেকে পদোন্নতি পেয়ে যতদিন এজেন্সি প্রধান ছিলেন, ততদিন ভিয়েতনাম যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। ‘চোখের পাতায় সর্বক্ষণ চেপে থাকা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মত। ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণে আমাদেরকে এমন সব কর্মকাণ্ডে জড়াতে হয়, যা কোনোদিন সফলতার মুখ দেখবে বা আমাদের ইচ্ছা পূরণ হবে, এমনটা কখনও মনে হয়নি।’

তিনি লিখেছেন ‘যত ধরনের পদ্ধতি-কৌশল ছিল, সবগুলো অনুসরণ করেছে আমাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ফিল্ড অফিসাররা। তারপরও হ্যানয় সরকারের ভেতরে পা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ওই সময়ে এজেন্সির ভেতরে আমাদের এই একটা ব্যর্থতা ছিল সবচেয়ে হতাশাজনক। আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না ওই সরকারের সর্বোচ্চ মহলে কি চলছে। জানতে পারছিলাম না ওরা কিভাবে পলিসি তৈরি করে অথবা কে বা কারা তৈরি করে।’ আমাদের এই ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থতার একমাত্র কারণ ছিল ভিয়েতনামের ইতিহাস, তাদের সমাজ আর মাতৃভাষা সম্পর্কে আমাদের জাতীয় অজ্ঞতা, বলেন হেলমস।

আমরা সেসব জানার বিষয়টাকে আমল দেইনি, তাই বুঝতে পারিনি যে আমরা ওই জাতি সম্পর্কে আসলে কতখানি জানি না।

‘সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় ছিল আমাদের অজ্ঞতা,’ এলবিজে’র লাইব্রেরির জন্য রেকর্ড করা ইতিহাসের মৌখিক বর্ণনায় তিনি বলেন, ‘বা নির্দোষত্ব যা-ই বলুন না কেন, সে জন্যই আমাদের অনেক সিদ্ধান্ত পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।’

লিন্ডন জনসনও ঘুমের মধ্যে ভিয়েতনাম সম্পর্কে বারবার একই দুঃস্বপ্ন দেখতেন। যদি তিনি উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রশ্নে কখনও দ্বিধায় ভোগেন বা দুর্বলতায় ভোগেন, বা পরাজিত হন, তাহলে ‘রবার্ট কেনেডি হাজির হয়ে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন। সবাইকে জানিয়ে দেবেন দক্ষিণ কোরিয়াকে কেনেডির দেয়া ওয়াদা আমি ভঙ্গ করেছি। আমি কাপুরুষ। দুর্বল চিত্তের, মেরুদণ্ডহীন পুরুষ। ওহ্, আমি দেখতে পাচ্ছি সেইদিন আসছে। রোজ রাতে স্বপ্নে দেখি একটা লম্বা, খোলা জায়গায় মাটিতে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি আমি। দূরে হাজার হাজার মানুষ কথা বলছে। তারা চিৎকার করতে করতে আমার দিকে ছুটে আসছে। তারস্বরে বলছে : ‘কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক!’

দক্ষিণের কমিউনিস্ট গেরিলা, ভিয়েতকংদের শক্তিমত্তা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এক নতুন রাষ্ট্রদূত, স্পেশাল গ্রুপের (কাউন্টার ইনসার্জেন্সি) জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেইলর ও ফার ইস্ট ডিভিশনের চিফ, বিল কলবি গুপ্ত সন্ত্রাসীদের দমনে একটা নতুন স্ট্রাটেজি খুঁজতে থাকেন। 'কাউন্টার ইনসার্জেন্সি একটা হাস্যকর যুদ্ধের সিংহনিনাদে পরিণত হয়েছে,' বলেছেন রবার্ট আমোরি। নয় বছর সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্সের দায়িত্ব পালন করে হোয়াইট হাউজের ক্লাসিফাইড প্রোগ্রামের বাজেট অফিসার পদে যোগ দেন তিনি। বিষয়টা একেকজন একেকভাবে বুঝত। কিন্তু ববি কেনেডি এর সঠিক অর্থ বুঝতেন। 'আমাদের যা দরকার, তা হলো কিছু মানুষ যারা বন্দুক দিয়ে গুলি ছুঁড়তে পারে,' বলতেন তিনি।

১৯৬৪ সালের ১৬ নভেম্বর সিআইএ'র সায়গন চিফ, পিয়ার ডি সিলভা'র পাঠানো বোমার মত একটা ডকুমেন্ট এসে ল্যান্ড করে হেড কোয়ার্টার্সে, জন ম্যাককোনের ডেস্কে। সেটার শিরোনাম : আওয়ার কাউন্টার ইনসার্জেন্সি এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড ইটস ইমপ্লিকেশনস। হেলমস ও কলবি তা অনুমোদন করেন। সেটা ছিল 'ম্যাকনামারার ওয়ারকে ম্যাককোন'স ওয়ারে পরিণত করা সম্পর্কিত। তবে এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর মার্শাল কার্টার এ কাজ না করতে খোলামেলা সতর্ক করেন তার বসকে।

ডি সিলভা'র ইচ্ছা ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে সিআইএ'র ক্ষমতা আরও বাড়ানো যাতে প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করে সবগুলো প্রদেশে টহল দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় এবং ভিয়েতকংদের খতম করা যায়। এ জন্য জাতীয় পুলিশ প্রধান ও ইন্টেরিয়র মন্ত্রীর সহায়তায় এক অসাধু লেবার ইউনিয়ন নেতার কাছ থেকে দেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বিশাল এক এস্টেট কিনে নেন তিনি। একটা কাউন্টারইনসার্জেন্সি ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আয়োজন করে তাতে সিভিলিয়ানদের অংশ নেয়ার আহ্বান জানান।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকানরা যখন জনসনকে পূর্ণ মেয়াদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে ব্যস্ত, ডি সিলভা তখন অনভিজ্ঞ, হবু কাউন্টার ইনসার্জেন্টদের কাজের অগ্রগতি দেখতে নতুন কেনা এস্টেটে যান। তার অফিসাররা চল্লিশজন করে তিনটা গ্রুপ, অর্থাৎ একশ বিশজন ভিয়েতনামীকে রিক্রুট করে ট্রেইনিং দেয়া শেষ করেছে এবং তারা ১৬৭ জন ভিয়েতকংকে হত্যা করেছে। তাদের পক্ষে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৬ জনের। ডি সিলভা চাইলেন, আরও পাঁচ হাজার দক্ষিণ ভিয়েতনামীকে রিক্রুট করে আকাশ পথে তার এস্টেটে নিয়ে

যাবেন। সেখানে তিন মাসের এক কোর্সে সিআইএ অফিসার ও মিলিটারি অ্যাডভাইজরদের দিয়ে তাদেরকে সামরিক ও রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হবে। তারপর তারা ডি সিলভা'র ভাষায় 'কাউন্টার টেরর টিম হয়ে ফিরে আসবে এবং ভিয়েতকংদের হত্যা করবে।'

ডি সিলভা'র ওপর এজেন্সি চিফ জন ম্যাককোনের অপরিসীম আস্থা ছিল। তাই এ কাজে অনুমোদন দিতে দেরি করেননি তিনি। যদিও বুঝতে পারছিলেন এ যুদ্ধে তাদের হার অবধারিত। সিলভা'র ডকুমেন্ট হেড কোয়ার্টার্সে যেদিন পৌঁছায়, তার পরদিন তিনি দ্বিতীয়বারের মত প্রেসিডেন্টের কাছে তার পদত্যাগপত্র জমা দেন। সেদিনও ডিরেক্টরের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন প্রেসিডেন্ট। শেষবারের মত নয় যদিও।

বাধ্য হয়ে থেকে যেতে হয় ম্যাককোনকে, ওদিকে একের পর এক জটিলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। তিনি আর প্রেসিডেন্ট, দু'জনেই ডোমিনো (বল নাচে পরিচয় গোপন রাখার জন্য যে মুখোশ ব্যবহার করা হয়) থিয়োরিতে বিশ্বাস করেন। ম্যাককোন ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট, রিপ্রেজেন্টেটিভ জেরাল্ড আর. ফোর্ডকে জানান, 'যদি কমিউনিস্টদের হাতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পতন হয়, তাহলে লাওস আর কম্বোডিয়াও নিঃসন্দেহে যাবে। তারপর থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া আর ফিলিপিন্স, সবই যাবে। যার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পড়বে মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ওপর।' তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে আমেরিকা ভিয়েতকংদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকে থাকতে পারবে না।

ডি সিলভা শত্রু চেনা ও তাদের স্ট্রাটেজি অনুধাবন করতে পারার ক্ষেত্রে এজেন্সি 'অন্ধ' ছিল বলে পরে আফসোস করেছিলেন। 'গ্রামে গ্রামে ভিয়েতকংরা যে আতঙ্ক ছড়াত, তা যেমন উদ্দেশ্যপূর্ণ ছিল, তেমনি ভীতিকর,' লিখেছেন তিনি। 'কৃষকরা তাদেরকে খেতে দিত, তাদের হয়ে কাজ করত, তাদেরকে লুকিয়ে রাখত এবং যে সমস্ত গোপন খবর তাদের প্রয়োজন হত, সবই সরবরাহ করত।'

১৯৬৪ সালের শেষদিকে ভিয়েতকংরা যুদ্ধ রাজধানীতে নিয়ে আসে। 'সায়গনে বারবার হামলা চালাতে থাকে তারা। সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করা হামলা, প্রতিটাই সফল ছিল,' লিখেছেন ডি সিলভা। 'আমেরিকার সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, রবার্ট ম্যাকনামারা একবার এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাওয়ার পথে হাইওয়েতে পুঁতে রাখা বোমার হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান। বড়দিনের ছুটিতে সায়গনের ব্যাচেলর'স কোয়ার্টার্স ধ্বংস হয়ে যায় প্রচণ্ড শক্তিশালী কার বোমার আঘাতে। লোকসান ক্রমাগত বাড়তে থাকে আত্মঘাতী বোমাবাজদের ইচ্ছামত তৎপরতায়।

'পরের বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি সেন্ট্রাল হাইল্যান্ডের প্লেইকু'র আমেরিকান ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায় ভিয়েতকংরা। তাতে আটজন আমেরিকানের মৃত্যু হয়।

গোলাগুলি বন্ধ হতে একজন ভিয়েতকংয়ের মৃতদেহ খুঁজে পায় আমেরিকানরা। তার ব্যাকপ্যাকে প্রেইকু ঘাঁটির একটা বিস্তারিত ম্যাপ ছিল।

'আমাদের অনেক অস্ত্র থাকলেও ওদের স্পাই অনেক ছিল। তাদের কাজ ছিল পরিচ্ছন্ন। ওখানেই মার খেয়ে গেছি আমরা।'

চারদিন পর ধৈর্য হারান প্রেসিডেন্ট জনসন। ডাম্ব বোমা, ক্লাস্টার বোমা আর নাপাম বোমা ফেলা হয় ভিয়েতনামে। হোয়াইট হাউজ সায়গনের সিআইএ চিফের কাছে জরুরি বার্তা পাঠায় সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চেয়ে। সেখানকার সবচেয়ে অভিজ্ঞ ভিয়েতনাম ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষক জর্জ. ডাব্লিউ অ্যালেন জানান, শত্রুকে বোমার ভয় দেখিয়ে পিছু হটানো যাবে না। তারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাদের মনোবলের অভাব নেই। কিন্তু রাষ্ট্রদূত ম্যাক্সওয়েল টেইলর সে রিপোর্ট ঠেকিয়ে দেন। তাতে যত হতাশাব্যঞ্জক কথা, মন্তব্য ছিল, সব ডিলিট করে ওয়াশিংটনে পাঠান। সিআইএ'র যারা ওই সময় সায়গনে ছিল, তারা দেখল দুঃসংবাদকে পাত্তা দেয়া হয় না। রাজনৈতিক জেনারেল, সিভিলিয়ান কমান্ডার ও এজেন্সির কর্মকর্তা, প্রতিটা স্তরে ইন্টেলিজেন্স নিয়ে দুর্নীতি চলছে।

মার্চের ৮ তারিখ আমেরিকান মেরিনরা ফুল ব্যাটল ড্রেসে দা নাং-এ ল্যান্ড করে। সুন্দরী মেয়েরা বিজয় মালা দিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানায়। হ্যানয়ে হো চি মিন নিজের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

৩০ মার্চ সকালে পিয়ার ডি সিলভা সায়গনে দূতাবাসের দোতলায়, সিআইএ স্টেশনে নিজের অফিসে বসা। এক অফিসারের সাথে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে বাইরের দিকে চোখ যায় তাঁর। একটু পর দেখতে পান এক লোক ধূসর রঙের পুরনো একটা সেডান দুই হাতে ঠেলে নিয়ে আসছে, যেন ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে বা আর কিছু। কি মনে হতে ডি সিলভা গাড়ির ভেতরে কে আছে দেখতে গিয়ে আঁতকে ওঠেন।

ড্রাইভিং সিটের ওপর ডেটোনেটর পুড়ছে!

'পলকে আমার পৃথিবীর মোশন স্লো হয়ে গেল, গুতে পরিণত হলাম আমি,' সেই ভয়াবহ স্মৃতির কথা স্মরণ করতে গিয়ে বলেন ডি সিলভা। 'রিসিভারটা তখনও আমার হাতে। কিছু চিন্তা-ভাবনা না করেই ঝাঁপ দিলাম। কিন্তু আমার দেহ মেঝে স্পর্শ করার আগেই ভয়াবহ শব্দে বাইরের কার বোমা বিস্ফোরিত হলো।'

উড়ন্ত কাচ ও ধাতবের চলটার ঘষায় ডি সিলভা'র চোখ, কান ও গলা কেটে গেল মারাত্মকভাবে। বিস্ফোরণে কম করেও এক কুড়ি পথচারী ও ডি সিলভা'র বাইশ বছর বয়সী মেয়ে সেক্রেটারি মরল। স্টেশনের ভেতরে থাকা দুই সিআইএ অফিসার চিরদিনের মত দৃষ্টিশক্তি হারাল। আহত হলো আরও ষাটজন সিআইএ এবং দূতাবাস কর্মচারী। জর্জ অ্যালেনও ভালোরকম আহত হলেন। ডি সিলভার

বাঁ চোখ ক্রমে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা তাকে ঠেসে পেইন কিলার খাওয়াল, তারপর পুরু ব্যান্ডেজে গোটা মাথা মুড়ে দিয়ে জানাল: তিনি যদি সায়গন না ছাড়েন, তাহলে বাকি চোখটাও হারাতে হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট ভেবে পেলেন না যে শত্রুকে দেখা যায় না, তার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করবেন! 'ওখানে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে যার মাথায় যথেষ্ট ঘিলু আছে, যে আমাদের হিট করার মত একটা বিশেষ জায়গা খুঁজে বের করতে পারবে,' সায়গনে রাত নামতে চরম বিরক্তির সাথে বলেন তিনি। আরও কয়েক হাজার সৈন্য ভিয়েতনামে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, ঠিক করেন বোমা বর্ষণের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু সিআইএ'র ডিরেক্টরের সাথে একবারও বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেননি প্রেসিডেন্ট জনসন।

'এ যুদ্ধে আমরা জিততে পারব না'

২ এপ্রিল, ১৯৬৫। লিন্ডন জনসন একজন উত্তরসূরি নির্বাচন করার সাথে সাথে জন ম্যাককোন শেষবারের মত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। যাওয়ার সময় প্রেসিডেন্টের জন্য একটা চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রেখে যান তিনি : 'দিন যাবে, সপ্তাহ যাবে, সেই সাথে আশা করা যায় আমাদের ওপর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ করার চাপও ক্রমাগত বাড়বে। এ চাপ বিভিন্ন দিক থেকে আসবে। আমেরিকান জনগণের তরফ থেকে, প্রেসের তরফ থেকে, জাতি সংঘ এবং বিশ্বের বাদবাকি অংশের সমস্ত জায়গা থেকে। এই অপারেশনের ক্ষেত্রে সময় আমাদের বিপক্ষে চলে যাবে। আমার বিশ্বাস উত্তর ভিয়েতনামীরাও সেইদিনের প্রতীক্ষায় আছে।'

হ্যারল্ড ফোর্ড নিজের বিশ্লেষণে বলেন : 'ভিয়েতনামের বাস্তবতা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। সেখানে প্রজ্ঞার চেয়ে বেশি শক্তি খাটাচ্ছি।' ম্যাককোনেরও সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না সে বিষয়ে। তিনি ম্যাকনামারাকে বলেছিলেন, যুদ্ধের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে জাতি। এ যুদ্ধে আমাদের জয় নিয়ে সন্দেহ আছে। প্রেসিডেন্টকে আরও একবার সতর্ক করেন ম্যাককোন। 'আমরা বনে-জঙ্গলে এমন এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি, যে যুদ্ধে জয়ী হতে পারব না। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারাটাও অত্যন্ত জটিল হয়ে দেখা দেবে।'

লিন্ডন জনসন অনেক আগে থেকেই জন ম্যাককোনের সতর্কবাণীকে গুরুত্ব দেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। বিদায় নেয়ার আগে ডিরেক্টর জেনেই গেছেন, তাঁর ভাবনা-চিন্তা প্রেসিডেন্টের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। জনসনও আগের প্রেসিডেন্টদের মত ছিলেন। এজেন্সির কথা তিনি শুনতেন, যতক্ষণ নিজের

ভাবনা-চিন্তার সাথে এজেন্সি তাল মিলিয়ে চলত। যখন দুটো মিলত না, এজেন্সির রিপোর্ট ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিতেন।

'ইন্টেলিজেন্স গাইদের কাজ কেমন, সে সম্পর্কে একটা উপমা দিচ্ছি,' মাঝেমধ্যে বলতেন তিনি। 'আমি যখন ছোটো, তখন টেক্সাসে আমাদের একটা গাই গরু ছিল বিসি নামে। আমি রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বিসির দুধ দোয়াতাম। একদিন অনেক দুধ দিল বিসি। বালতি প্রায় ভরে উঠেছে। আমিও খুশিমনে হাত চালাচ্ছি। বিসির দিকে খেয়াল ছিল না। বুড়ি বিসি এই সুযোগে গু মাখানো লেজটা ঘুরিয়ে বালতিতে চুবিয়ে দিল বুড়ি বিসি। আমার এত পরিশ্রম বরবাদ করে দিল। ইন্টেলিজেন্স গাইরাও (ছিল এই কাজ) তাই করে। আপনি অনেক কষ্টে একটা কাজ গুছিয়ে আনবেন, এরা তার মধ্যে গু মাখানো লেজ ভরে দেবে।'

'নিম্নমুখী দীর্ঘ পতনের শুরু'

একজন 'গ্রেট ম্যান' খুঁজতে উঠেপড়ে লাগলেন প্রেসিডেন্ট, যিনি সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর হিসেবে দেশের সেবা করতে পারবেন—এবং 'প্রয়োজন হলে দেশরক্ষার স্বার্থে ফিউজের গোড়ায় আগুন দিতেও পারবেন।'

এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর, মার্শাল কার্টার এ পদে বাইরের কাউকে নিয়োগ না দেয়ার বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে দেন। বলেন, কোনো মিলিটারি ইয়েস-ম্যানকে এ দায়িত্ব দেয়া হবে 'মারাত্মক ভুল।' আর যদি কোনো রাজনৈতিক ভাঁড়কে পছন্দ করা হয়, সেটা 'বিপর্যয়' ডেকে আনবে।' যদি হোয়াইট হাউজ মনে করে সিআইএ'র ভেতরে এ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত কেউ নেই, তাহলে 'তাদের উচিত এজেন্সি বন্ধ ঘোষণা করে ইন্ডিয়ানদের হাতে তুলে দেয়া।'

প্রেসিডেন্টের এনএসএ বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি টিমের সদস্য ছিলেন পাঁচজন। জন ম্যাককোন, রবার্ট ম্যাকনামারা, ডিন রাস্ক, ম্যাকজর্জ বানডি আর রিচার্ড হেলমস। সবার ধারণা ছিল শেষেরজনই নতুন ডিরেক্টর হবেন। কিন্তু ১৯৬৫ সালের ৬ এপ্রিল একেবারে অন্য জগতের একজনকে হোয়াইট হাউজে তলব করেন জনসন। তিনি উনষাট বছর বয়সী এক রিটায়ার্ড অ্যাডমিরাল, রেড র‍্যাবর্ন। টেক্সাসের ডেকাটুরের মানুষ। এই লোকের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা ছিল প্রেসিডেন্ট জনসনের।

১৯৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় রেড র‍্যাবর্ন এক প্রাইভেট টিভি বিজ্ঞাপনে জনসনের প্রতিপক্ষ, অ্যারিজোনার রিপাবলিকান প্রার্থী সিনেটর ব্যারি গোল্ডওয়াটারকে নতুন প্রেসিডেন্ট হওয়ার 'পুরোপুরি অযোগ্য' মন্তব্য করে জনসনের মন জয় করে নিয়েছিলেন। এছাড়া কংগ্রেসে তার কিছু প্রভাবশালী বন্ধুও ছিল। অমায়িক মানুষ, অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রির মত লোভনীয় পেশার সাথে জড়িত। পাম স্প্রিংস-এ বিস্তীর্ণ র‍্যাঞ্চের মালিক, যেখান থেকে জনসনের প্রিয় গলফ কোর্স, বার্নিং ট্রি কান্ট্রি ক্লাবের এগারতম ফেয়ারওয়ে দেখা যায়।

টেলিফোনে কমান্ডার ইন চিফের গলা শুনেই সাবেক অ্যাডমিরাল অ্যাটেনশন হয়ে যান। 'এখন আপনাকে প্রয়োজন,' তাঁকে বলেন জনসন। 'খুব বেশিরকম প্রয়োজন এবং খুব দ্রুত।' একান্তে অনেকক্ষণ আলোচনার পর র‍্যাবর্ন বুঝতে

পারেন প্রেসিডেন্ট কেন তাকে ডেকেছেন। তিনি চাইছেন অ্যাডমিরাল সিআইএ'র প্রধানের পদে যোগ দিন। জনসন তাঁকে কথা দেন, বেশি ভারী কাজগুলো নতুন ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে রিচার্ড হেলমস সামাল দেবেন। 'লাঞ্চের পর চাইলে একটু ঘুমিয়ে নিতেও পারবেন,' বলেন জনসন। 'আমরা আপনাকে দিয়ে বেশি কাজ করাব না।' তারপর দেশোয়ালি (দু'জনই টেক্সাসের মানুষ) ভাই হিসেবে ঠাট্টা করে বলেন, 'আমি জানি ঘণ্টা বাজলে বুড়ো যুদ্ধের ঘোড়া কি করতে পারে।'

১৯৬৫ সালের ২৮ এপ্রিল রেড র‍্যাবর্ন নতুন পদে যোগ দেন। তার শপথ উপলক্ষে হোয়াইট হাউজে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন জনসন। তাতে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এ কাজের জন্য উপযুক্ত মানুষের খোঁজে তিনি দেশের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত চষে ফেলেছেন। শেষ পর্যন্ত এই একজনকেই পেয়েছেন যিনি এ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম।

নতুন ডিরেক্টর কৃতজ্ঞতায় চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। সেটাই সম্ভবত তার জীবনের সর্বশেষ আনন্দঘন মুহূর্ত ছিল।

একই দিন ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ডোমিনিকান রিপাবলিক নতুন করে বিস্ফোরিত হয়। ১৯৬১ সালে আমেরিকা-সমর্থিত হত্যাকাণ্ডে একনায়ক রাফায়েল ট্রুজিল্লো নিহত হওয়ার পর দেশটাকে পুরোপুরি নিজেদের কবজায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল আমেরিকা, কিন্তু পারেনি। দেশটির অভ্যন্তরীণ সমস্যাও মেটেনি। বিদ্রোহীরা আজও রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় সরকারি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছে। জনসন সিদ্ধান্ত নেন সেখানে আরও চার হাজার মেরিন, কিছু এফবিআই এজেন্ট এবং স্থানীয় সিআইএ স্টেশনের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল পাঠাবেন। ১৯২৮ সালের পর ল্যাটিন আমেরিকায় সেটাই ছিল ইউ. এস. বাহিনীর সবচেয়ে বড় অবতরণ এবং বে অব পিগস'র পর প্রথম আর্মস অ্যাডভেঞ্চার বা সশস্ত্র অভিযান।

সেদিন রাতেরবেলা হোয়াইট হাউজের এক ফুল-ড্রেস মিটিংয়ে এজেন্সির নতুন ডিরেক্টর, রেড র‍্যাবর্ন কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই বলেন ডোমিনিকান রিপাবলিকের বিদ্রোহীদের কিউবা নিয়ন্ত্রণ করে। 'আমার মতে এটা মিস্টার ক্যাস্ট্রোর শুরু করা বিদ্রোহ,' পরদিন সকালে প্রেসিডেন্টের সাথে ফোনালাপে আবারও একই কথা বলেন তিনি। 'সন্দেহ নেই, ক্যাস্ট্রো নিজের সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য এসব করছে।'

প্রেসিডেন্ট জানতে চান, 'ও দেশে ক্যাস্ট্রোর কত টেররিস্ট আছে?'

র‍্যাবর্ন জবাব দেন : 'ওয়েল, আমরা এ পর্যন্ত ৮ জনকে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করতে পেরেছি। সকাল ছয়টায় তাদের নামের তালিকা আমি হোয়াউট হাউজে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন সিচুয়েশন রুমে থাকার কথা সেটার। তাদের পরিচয়, তারা কে কি করছে, কে কোন ট্রেইনিং পেয়েছে, সব আছে তালিকায়।' সেই আটজন 'ক্যাস্ট্রো টেররিস্ট'-এর বিষয় সিআইএ'র মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে :

'ক্যাস্ট্রো প্রশাসনই যে ডোমিনিকান রিপাবলিকের বিদ্রোহের সাথে সরাসরি জড়িত, এমন কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।'

প্রেসিডেন্ট ফোন রেখে সিদ্ধান্ত নেন, বিদ্রোহ দমন করতে আরও এক হাজার মেরিন পাঠাবেন দেশটিতে। সিআইএ ডোমিনিকান রিপাবলিকের সমস্যা নিয়ে কোনো সতর্কবাণী পাঠিয়েছে? ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজরকে জিজ্ঞেস করেন তিনি। 'না, পাঠায়নি,' জবাব দেন ম্যাকজর্জ বানডি।

এপ্রিলের ৩০ তারিখ ডোমিনিকান রিপাবলিকে আড়াই হাজার প্যারাট্রুপার অবতরণ করার পর জনসন তাঁর ব্যক্তিগত আইনজীবী অ্যাবি ফোরটাসকে বলেন, 'আমাদের সিআইএ বলছে এটা পুরোপুরি... ক্যাস্ট্রো অপারেশন। তারা *বলছে* কথাটা সত্যি। *ওদের* ভেতরে সিআইএ'র *নিজস্ব* যারা আছে, তারা জানিয়েছে।... কোনো সন্দেহ নেই যে এটা একটা ক্যাস্ট্রো অপারেশন... গোলার্ধের অন্যান্য জায়গায় ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করছে তারা। ভিয়েতনামের সাথে যে কমিউনিস্টিক প্যাটার্ন জড়িত, এটা তার একটা অংশও হতে পারে... ও দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিপর্যয় আমাদের জন্য সবচেয়ে খারাপ যে পরিণতি বয়ে আনতে পারে, তা হলো ক্যাস্ট্রোর ডোমিনিকান রিপাবলিক দখল করে নেয়া।' এরপর প্রেসিডেন্ট সান্টো ডোমিঙ্গোয় আরও ছয় হাজার সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু ম্যাকনামারা বিশ্বাস করতে পারেননি র‍্যাবর্নকে। তার মনে হয়েছে নতুন ডিরেক্টর যা বলছেন, তা সত্যি নয়। 'সিআইএ'র হাতে এসবের ডকুমেন্ট আছে মনে করেন না আপনি?' প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করেন সেক্রেটারি অব স্টেটকে। 'না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আমি মনে করি না,' বলেন ম্যাকনামারা। 'ক্যাস্ট্রো কিছু করছে কি না তা নিশ্চিত নয়। বিদ্রোহীদের বড়জোর ট্রেইনিং দিয়ে থাকতে পারে ক্যাস্ট্রো, এর বেশি কিছু প্রমাণ করতে হলে আপনাকে অনেক বেগ পেতে হবে। ওরকম ট্রেইনিং তো আমরাও অনেককেই দিয়েছি।'

কিছু সময় চুপ করে থাকেন প্রেসিডেন্ট। তারপর বলেন, 'ওয়েল, নাউ, আপনি কি মনে করেন না বিষয়টা নিয়ে আমি, আপনি আর র‍্যাবর্নের মধ্যে আলোচনা হওয়া উচিত? সিআইএ আমাকে বলেছে এসবের নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্যাস্ট্রো। একটু পর বলেছে আটজন বিদ্রোহী এর সাথে জড়িত। তারপর আবার বলে আটান্নজন ...'

'আমি এ গল্প বিশ্বাস করি না,' একঘেয়ে কণ্ঠে জবাব দেন ম্যাকনামারা।

তারপরও প্রেসিডেন্ট আমেরিকান নাগরিকদের উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে ঘোষণা করেন, 'কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রকারীদের' ডোমিনিকান রিপাবলিকে 'আরেকটা কমিউনিস্ট সরকার গঠন করতে' কিছুতেই দেবেন না তিনি।

ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের বিপর্যয় সম্পর্কে রেড র‍্যাবর্নের রিপোর্ট এলবিজে'র যে ক্ষতি করেছিল, ইউ-টু সেই একই ক্ষতি করেছিল আইজেনহাওয়ারের এবং বে অব পিগস করেছিল কেনেডির। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান প্রেস জনসন সম্পর্কে মন্তব্য

করে, তাঁর প্রশাসনে 'ক্রেডিবিলিটি গ্যাপ' বা বিশ্বাসযোগ্যতার ফাঁক আছে। ১৯৬৫ সালের ২৩ মে ছাপা হয় এ মন্তব্য। হুলের মত বিঁধল সেটা। জনসন প্রশাসনের গায়ে ছাপ পড়ে গেল।

এ ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট আর কোনোদিন তাঁর নতুন ডিরেক্টরের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেননি।

র‍্যাবর্নের টলটলায়মান নির্দেশনার ফলে হেড কোয়ার্টার্সের সবার মনোবল ভেঙে পড়ার দশা হলো। 'বিষয়টা ছিল বেদনাদায়ক,' বলেন রে ক্লাইন, ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্স। 'এর ফলে এজেন্সির নিম্নমুখী দীর্ঘ পতনের শুরু হয়।' একটা তিক্ত কৌতুক সবার মুখে মুখে ঘুরতে লাগল : অ্যালেন ডালেস একটা সুখী জাহাজ চালিয়েছেন, ম্যাককোন চালিয়েছেন আঁটোসাটো জাহাজ, আর র‍্যাবর্ন চালাচ্ছেন ডুবু ডুবু জাহাজ।

'বেচারা র‍্যাবর্ন!' বলেন রেড হোয়াইট, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে র‍্যাবর্নের থার্ড-ইন-কমান্ডার। 'রোজ ভোর সাড়ে ছয়টায় অফিসে আসতেন তিনি। নাস্তা খেয়ে অপেক্ষায় থাকতেন প্রেসিডেন্টের ডাক আসার।' কিন্তু আসেনি। আর কোনোদিন তাকে নিজের অফিসে তলব করেননি জনসন। বিষয়টা বেদনাদায়ক ছিল। স্পষ্ট ছিল যে রেড র‍্যাবর্ন 'সিআইএ পরিচালনা করার উপযুক্ত ছিলেন না,' বলেন হোয়াইট। হতভাগ্য অ্যাডমিরালকে খোলা মাঠে 'সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। যদি আপনি তার সাথে কোনো দেশ নিয়ে কথা বলতে যান, তিনি বলতে পারতেন না দেশটা আফ্রিকায়, না দক্ষিণ আমেরিকায়।'

নতুন ডিরেক্টর নিজেকে আরও বেশি খেলো করেন কংগ্রেসের কাছে একটা গোপন সাক্ষ্য দিতে গিয়ে। তার প্রেক্ষিতে রিচার্ড রাসেল প্রেসিডেন্ট জনসনকে সতর্ক করেন এই বলে : 'র‍্যাবর্নের একটাই ব্যর্থতা আছে যা তাকে কঠিন সমস্যায় ফেলতে যাচ্ছে। তা হলো তিনি কখনও নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করেন না... আপনি যদি কখনও তাকে বিদায় করেন, তাহলে রিচার্ড হেলমসকে তার জায়গায় বসাবেন। এ ক্ষেত্রে আর সবার চেয়ে তার জ্ঞান যথেষ্ট বেশি।'

র‍্যাবর্ন যখন উপায় হাতড়ে বেড়িয়েছেন, রিচার্ড হেলমস তখন সাফল্যের সাথে সিআইএ পরিচালনা করেছেন। সে বছর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তিনটা মেজর কভার্ট-অ্যাকশন পরিচালনা করেন তিনি। প্রতিটাই প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের শুরু করে যাওয়া। পরে কেনেডি জোরদার করেন সেগুলোকে। তাদের হাল ধরেন যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট জনসন, রিচার্ড নিক্সন, জেরাল্ড ফোর্ড। সেগুলোর একটা ছিল লাওসে হো চি মিন ট্রেইল বন্ধ করার লড়াই, দ্বিতীয়টা থাইল্যান্ডের নির্বাচনে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে জয়ী করা এবং সর্বশেষ, ইন্দোনেশিয়ায় যে সমস্ত নেতা অগণিত কমিউনিস্টকে কচুকাটা করেছে, তাদেরকে গোপন সমর্থন জানানো। এই তিন দেশই প্রেসিডেন্টদের কাছে ডোমিনো ছিল। সিআইএ'র প্রতি তাদের নির্দেশ

ছিল দেশগুলোকে এক সারিতে রাখার। তাঁদের ভয় ছিল, সেগুলোর একটার পতন হলে ভিয়েতনামেরও পতন হবে।

এলবিজে ২ জুলাই ভিয়েতনাম যুদ্ধ আরও জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করতে আইজেনহাওয়ারকে ডেকে পাঠান। তখন ভিয়েতনামে আমেরিকান মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৪৬ জনে। প্রেসিডেন্ট দিয়েমের মৃত্যুর পর নবম জান্তা সবে ক্ষমতা দখল করেছে। জান্তা প্রধান একজন পাইলট, নাম নগুয়েন চাও কি। এই লোক অতীতে সিআইএ'র হয়ে কাজ করেছেন। তাদের মিশন প্যারামিলিটারি বাহিনী নিয়ে মৃত্যুর মুখে ড্রপ করে এসেছেন। তাঁর সাথে নগুয়েন ভ্যান থিউ নামে আরেক জেনারেলও ছিলেন যিনি পরে প্রেসিডেন্ট হন। কি ছিলেন বদমেজাজি, দুর্বিনীত। থিউ মহা দুর্নীতিবাজ।

জনসন প্রশ্ন করেন, 'আপনার কি মনে হয় ভিয়েতকংদের পরাজিত করতে পারব আমরা?' সাবেক প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার জবাব দেন, 'তা নির্ভর করবে ভাল ইন্টেলিজেন্সের ওপর। ওটাই হলো সবচেয়ে কঠিন বিষয়।'

'একটা পবিত্র যুদ্ধ'

লাওসের যুদ্ধ ইন্টেলিজেন্স যুদ্ধের দিকে মোড় নিল। দুই পরাশক্তি ও তাদের মিত্রদের স্বাক্ষর করা চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক বিদেশী যোদ্ধার সে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানকার নতুন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম সালিভান নিজে বিষয়টা তদারকি করেছেন যাতে চুক্তির শর্ত ঠিকমত পালন করা হয়। কিন্তু হ্যানয় সে চুক্তি মানেনি। কমিউনিস্ট প্যাথেট লাও বাহিনীকে সহায়তা করতে নিজের হাজার হাজার সৈন্য উত্তরে রেখে দেয় দেশটি। ওদিকে সিআইএ-ও তাই করে। নিজের স্পাই ও ছায়াবাহিনীকে রেখে দেয় যার যার জায়গায়। স্টেশন চিফ ও অফিসারদের প্রতি নির্দেশ থাকল গোপনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার।

১৯৬৫ সালের গ্রীষ্মে ভিয়েতনামে হাজার হাজার সৈন্য পাঠান প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি. জনসন। সিআইএ'র ৩০ জনের মত অফিসার লাওসের যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকে। এজেন্সির পাইলটরা তাদের জন্য মিলিটারি রসদ সরবরাহ করে যেতে থাকে নিয়মিত। মং উপজাতির সদস্যরা হো চি মিন ট্রেইল ও তার আশপাশে সিআইএ'র হয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে বর্ডারের ওপাশে সিআইএ'র বিল লেয়ার থাই কমান্ডোদের ট্রেইনিং দিচ্ছে।

বিল লেয়ার লাওসে এজেন্সির যুদ্ধ পরিচালনা করত উদর্ন নামের এক জায়গায় সিআইএ ও পেন্টাগনের তৈরি গোপন ঘাঁটি থেকে। মেকং নদীর ওপারে, থাইল্যান্ডে ছিল সেটা। লেয়ারের বয়স চল্লিশ। চৌদ্দ বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়

সিআইএ'র হয়ে কাজ করছে সে। আদি পুরুষরা টেক্সাসের হলেও এক থাই রমনীকে বিয়ে করেছে সে। ঝাল কাঁচা মরিচ দিয়ে চটচটে ভাত মেখে খায়। পান করে মংদের ফায়ারওয়াটার বা কড়া অ্যালকোহলিক লিকার। লাওসে বাতাস যখন উল্টোদিকে বয়, তখন সে সত্য গোপন করে যায়। সিআইএ'র অফিসাররা মারা গেলে ক্লাসিফাইড করে রাখে। কেননা যুদ্ধ যথাসম্ভব 'অদৃশ্য' রাখার নির্দেশ আছে তার ওপর।

'প্রথমদিকে এসব গোপন রাখার কারণ ছিল আমরা যখন ওই দেশে যাই,' বিল লেয়ার বলেন, 'তখন সরকারের আসল উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না... আর পরে যখন সিদ্ধান্ত হলো সবকিছু গোপন রাখতে হবে, তখন তা থেকে সরে আসা খুব কঠিন হয়ে উঠল।'

লাওসে সিআইএ'র হয়ে সবচেয়ে কঠিন লড়াই করেছে অ্যান্থনি পশেপনি। সবার কাছে টনি পো নামে পরিচিত ছিল সে। ১৯৬৫ সালে তারও বয়স ছিল চল্লিশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইও জিমায় (Iwo Jima) আহত হয় তরুণ টনি পো। পরে কোরিয়া যুদ্ধে সিআইএ'র প্যারামিলিটারি মিশনে অংশ নেয়। ১৯৫৮ সালে ইন্দোনেশিয়ায় সিআইএ সমর্থিত অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে এজেন্সি যে পাঁচ অফিসার সুমাত্রা থেকে সাবমেরিনে করে পালিয়ে যায়, টনি পো ছিল তাদের একজন।

সেন্ট্রাল লাওসের লং তিয়েং উপত্যকায় সিআইএ'র ঘাঁটিতে থাকত অ্যান্থনি পশেপনি ওরফে টনি পো। রাজধানী ভিয়েন তিয়েনের একশ মাইলের মত উত্তরে। তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল এক বোতল স্কচ, অথবা মংদের রাইস হুইস্কি। সিআইএ'র সিক্রেট ওয়ারের ফিল্ড কমান্ডার ছিল এই লোক। নিজের মং অধস্তন ও থাই সৈন্যদের সাথে নিয়ে হাইল্যান্ড ট্রেইল ও উপত্যকার পথঘাট চষে বেড়াত। স্থানীয়দের চাইতে বেশি স্থানীয় ছিল লোকটা। কিছুটা পাগলাটে হয়ে উঠেছিল স্বভাবে।

'ওই লোকই যত রাজ্যের উদ্ভট কাজকর্ম করে বেড়াত,' অভিযোগের কণ্ঠে বলেন লেয়ার। 'আমি জানি তাকে যদি দেশে ফিরিয়ে নেয়া হত, তাহলে ব্যাটা হেড কোয়ার্টার্সে পাঁচ মিনিটও টিকতে পারত না। ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হত। তবে এজেন্সিতে এমন লোকেরও অভাব ছিল না যারা লোকটাকে পছন্দ করত। পছন্দ করত কারণ তারা আমাদের যুদ্ধের ধারেকাছেও ছিল না। যুদ্ধের আঁচ তাদের গায়ে লাগেনি। তারা দূর থেকে কেবল কাহিনী শুনেছে আর বাহবা দিয়েছে। তবে টনি পো'র কিছু ভাল কাজও অবশ্যই ছিল। এজেন্সির বিগ হুইলরা সেসব জানত, তাই লোকটার বিরুদ্ধে কখনও একটা আঙুলও তোলেনি কেউ।'

যুদ্ধে জয়ী হলে এবং শত্রুপক্ষের কাউকে ধরতে পারলে পো নিজের সৈন্যদের নির্দেশ দিত তাদের কান কেটে নিতে। একটা সবুজ সেলোফেন ব্যাগে কাটা কান

জমা করত লোকটা। ১৯৬৫ সালে সেই কাটা কানের ব্যাগ নিয়ে ভিয়েন তিয়েন রওনা হয় সে। এজেন্সির ডেপুটি চিফ, জিম লিলির ডেস্কের ওপর ধপাস্ করে রাখে ব্যাগটা। ভেতরের জিনিসগুলো চিনতে পেরে সেদিন আঁতকে উঠেছিলেন আইভি লিগের বিগ শট্। অ্যান্থনি পশেপনিও সেরকম আশাই করেছিল।

১৯৫১ সালে ইয়েল থেকে পাশ করে বেরিয়েই সিআইএ'তে যোগ দেন লিলি। প্রথমে কিছুদিন কাজ করেন দূর প্রাচ্য ডিভিশনে। কোরিয়া যুদ্ধের সময় চীনে এজেন্ট ড্রপিং এবং জাতীয়তাবাদী বা কুয়োমিনটাংদের সাথে প্রতারণা করে কাটান তিনি। পরে সিআইএ'র বেইজং স্টেশন চিফ, এবং পরে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৫ সালের মে মাসে লাওসে ডেপুটি স্টেশন চিফ হিসেবে যোগ দেন জিম লিলি। তারপর বসের অনুপস্থিতিতে হন ভারপ্রাপ্ত প্রধান। ভিয়েন তিয়েনে রাজনৈতিক যুদ্ধের দিকে তাঁর মনোযোগ ছিল বেশি।

সেখানে সিআইএ'র নগদ টাকা আসত আমাদের 'জাতি গঠন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে,' বলেন জিম লিলি। 'এ দেশের যে সমস্ত রাজনীতিক আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলে, আমরা তাদেরকে প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে থাকি।' পরের নির্বাচনে লাওসের জাতীয় সংসদের সাতান্নটা আসনের মধ্যে চুয়ান্নটা আসনেই সিআইএ নির্বাচিত নেতারা জয়ী হন বটে, কিন্তু ভিয়েন তিয়েন ছিল কঠিন জায়গা।

'আমরা দেখেছি এখানে আমাদের কয়েকটা হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করেছে। আমাদের কিছু তরুণ সৈন্য মারা গেছে,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে বলেন লিলি। 'অনেক অভ্যুত্থান, বন্যাসহ বেশকিছু বিষয় আমাদেরকে সামাল দিতে হয়েছে। আমাদের মধ্যে যারা এসবে অভ্যস্ত নয়, তাদের অনেকে পাগলও হয়ে গেছে।'

বেশি তাপমাত্রার কোনো জায়গায় আমেরিকানদের নিযুক্ত করা হলে যেসব সমস্যা বেশি দেখা দেয়, তার অন্যতম হলো নারী, অ্যালকোহল আর পাগলামী। ভিয়েন তিয়েনেও এর সবই ছিল। শহরের হোয়াইট রোজ নামের এক নাইট ক্লাবে প্রায় রাতেই এ জাতীয় কিছু না কিছু ঘটত। একটা ঘটনার ব্যাপারে লিলি বলেন, 'ওয়াশিংটন থেকে একটা কংগ্রেশনাল টিম এসেছে ভিয়েন তিয়েনে। দিনেরবেলা আমাদের সিনিয়র এক অফিসার তাদেরকে সেখানকার যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করেন। সেই রাতেই হোয়াইট রোজ নাইট ক্লাবে গিয়ে কংগ্রেশনাল টিম দেখে বিশালদেহী এক আমেরিকান পুরো ন্যাংটা হয়ে বারের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে – "আই ওয়ান্ট ইট নাউ!" এক হোস্টেস মিনি স্কার্ট তুলে তার মুখের ওপর বসে পড়তে সে শান্ত হয়। লোকটা ছিল সিআইএ'র সেই সিনিয়র অফিসার। যিনি কংগ্রেশনাল টিমকে ব্রিফ করছিলেন।'

লাওসে কমিউনিস্ট টার্গেট নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করতে, হো চি মিন ট্রেইলের ফুটপাথ নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করতে এবং শত্রুকে বধ করতে সিআইএ'র ভিয়েন তিয়েন স্টেশনকে যথেষ্ট লড়াই করতে হয়েছে। লিলি বলেন, 'উপজাতীয়দের নিয়ে

বাহিনী গঠন করতে চেয়েছি আমরা। তারা রিপোর্ট করত, অনেক উত্তর ভিয়েতনামী তাদের হাতে মারা গেছে। আমার ধারণা তারা মৃতের সংখ্যা কিছুটা হলেও বাড়িয়ে বলত। আমাদের বোমা বর্ষণের জায়গা তারা নির্দিষ্ট করে দিত। ১৯৬৫ সালে আমাদের বিমান বাহিনী চারবার লাওসের বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর বোমা ফেলেছে। মাত্র একদিন আগে রাষ্ট্রদূত সালিভান যে গ্রামে শুভেচ্ছা সফর করে এসেছেন, পরদিন সেই গ্রামের ওপর বোমা ফেলেছে আমাদের এয়ার ফোর্স।

বিল লেয়ারের কারণে সেই হামলা চালানো হয়। সিআইএ'র এক পাইলটকে উদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন তিনি। লোকটা ভুল জায়গায় অবতরণ করে প্যাথেট লাও বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে বোমা ফেলার নির্দেশ দেন বিল লেয়ার। তারপরও আসল জায়গা ছেড়ে বিশ মাইল দূরের ভুল গ্রামে বোমা ফেলা হয়। সেই পাইলট, আর্নি ব্রেসকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে হ্যানয় হিলটনে আট বছর কাটাতে হয়।

১৯৬৫ সালের জুন মাসে উত্তর ভিয়েতনামের চল্লিশ মাইল অভ্যন্তরে ভাং পাও'র সেরা অফিসারদের একজন নিহত হন। হেলিকপ্টারের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে নিচের জঙ্গলে আমেরিকার এক নিরুদ্দেশ পাইলটকে খোঁজার সময় গুলি করে ফেলে দেয়া হয় তাঁকে। আগস্টে ভিয়েন তিয়েনের বাইরে, মেকং নদীতে এক আমেরিকান হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হলে লুইস অজিবওয়ে নিহত হন। উত্তর-পশ্চিম লাওসের সিআইএ ঘাঁটি প্রধান ছিলেন এই লোক। দুর্ঘটনায় তাঁর এক সহকর্মীরও মৃত্যু হয়, লাও আর্মির এক কর্নেল। ওয়াশিংটনে সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সের প্রবেশ পথের মেঝেতে লুইস অজিবওয়ে স্মরণে একটা নক্ষত্র খচিত হয়। অক্টোবরে কম্বোডিয়ান বর্ডারের কাছে আরও একটা হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে সিআইএ'র এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার দুই ছেলে মাইক ডুয়েল ও মাইক ম্যালনি নিহত হয়। আরও একজোড়া নক্ষত্র খচিত হয় হেড কোয়ার্টার্সের প্রবেশ পথের মেঝেতে।

লাওসে সিআইএ'র যুদ্ধ শুরু হয়েছিল প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত উপযুক্ত, সক্ষম একটা গোষ্ঠী আমরা অবশেষে পেয়েছি। যারা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে এক সময় পরাজিত করতে পারবে। 'এটা একটা পবিত্র যুদ্ধ। ভালো যুদ্ধ।'

এরপর লং তিয়েং-এর সিআইএ আউটপোস্ট বিস্তৃত হতে শুরু করে। নতুন নতুন রাস্তা, ওয়্যারহাউস ও ব্যারাক ইত্যাদি একের পর এক নির্মিত হতে থাকে। ট্রাক, জিপ, বুলডোজার আমদানি হতে থাকে। আরও বড় এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণ করা হয়, বেশি বেশি সামরিক ফ্লাইট আসা-যাওয়া করতে থাকে। এয়ার সাপোর্ট, অস্ত্র ও গোলা-বারুদের পরিমাণ আরও বহুগুণ বাড়ানো হয়। সিআইএ'র প্লেন এসে আকাশ থেকে বিপুল পরিমাণে চাল ফেলে দিয়ে যাচ্ছে দেখে সোনায় সোহাগা অবস্থা হয় মংদের। তারা চাষাবাদ বন্ধ করে দেয়।

'আমাদের জনবল দ্বিগুণ, তিনগুণ বাড়িয়ে ফেলা হয়,' বলেন এজেন্সির ভিয়েন তিয়েন'র ডেপুটি চিফ, জিম লিলি। 'যে সমস্ত নতুন অফিসারকে বিভিন্ন জায়গা থেকে বদলি করে আনা হয়, তারা লাওসকে সত্যিকারের প্যারামিলিটারি সমস্যা হিসেবে দেখতে শুরু করে। যদিও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের বিশেষ একটা ধারণা ছিল না... পরিস্থিতি অনেকটা ভিয়েতনামের মত হয়ে ওঠে। এরপর সবকিছু আমাদের আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে শুরু করে।'

সে অধ্যায় শুরু হয় ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে, যখন বিল কলবি লাওসে আসেন। ইন্সপেকশন টুরে লং তিয়েন যান। ভিয়েতনাম যুদ্ধ তখন ভয়ঙ্করত্বের দিক থেকে শীর্ষে উঠে গেছে। বছরের শেষদিকে এসে আরও এক লাখ চুরাশি হাজার আমেরিকান সৈন্য পাঠানো হয় সেখানে। উত্তর ভিয়েতনামকে পরাজিত করার চাবিকাঠি তখনও হো চি মিন ট্রেইলের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। কেননা আমেরিকানরা যত দ্রুত কমিউনিস্ট গেরিলা খতম করে, হ্যানয় তারচেয়েও অনেক দ্রুতগতিতে তার নতুন নতুন গেরিলা বাহিনী আর অস্ত্রশস্ত্র পাঠায় ওই ট্রেইল দিয়ে।

অবস্থা দেখে বিল কলবি হতোদ্যম হয়ে পড়েন। লাওসের সবগুলো স্ট্রাটেজিক আউটপোস্টই শত্রু বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এমনকি ভিয়েন তিয়েনের শহরতলী পর্যন্ত। নতুন একজন স্টেশন চিফ চেয়ে পাঠান তিনি। ঠাণ্ডা মাথার কিন্তু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এমন একজনকে। এরকমই একজন ছিলেন টেড শ্যাকলি।

'একটা দৃষ্টান্তমূলক সাফল্যের কাহিনি'

ডাক যখন আসে, শ্যাকলি তখন সিআইএ'র বার্লিন চিফ। ছয় মাসও পুরো হয়নি এ দায়িত্ব নিয়েছেন। এর আগে তিনি মায়ামিতে থেকে ক্যাস্ট্রোকে উৎখাতের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন দীর্ঘদিন যাবৎ। তাঁর ক্যারিয়ারের ওপর তীক্ষ্ণ নজর ছিল সোভিয়েত, কিউবান ও পূর্ব জার্মানদের। কখনও এশিয়ার ধারেকাছেও আসেননি শ্যাকলি। ডাক আসতে থাইল্যান্ডের উদর্ন ঘাঁটিতে পৌঁছে যান তিনি। আমেরিকান বুলডোজার তখন সেখানকার মাটি, লাল-ক্লে সমান করায় ব্যস্ত। আরেকদিকে চলছে সিআইএ'র যে সব জেট প্লেন ভিয়েতনামে আক্রমণ চালায়, সেগুলোর ক্যামোফ্লাজিং পেইন্টিং। সেখানে বোমা সাজিয়ে রাখা একটা শেলফ দেখে টেড শ্যাকলির মনে হলো : এখানে কেউ থিয়োরি মেনে কাজ করে না।

যুদ্ধকে শত্রুর ঘাড়ের ওপর নিয়ে যেতে চাইলেন শ্যাকলি, তাৎক্ষণিক ফলাফল আশা করলেন। ডেপুটি জিম লিলিকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কাজে হাত দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে একে অন্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন

তারা। লিলির মতে টেড শ্যাকলি 'উচ্চাভিলাষী, কঠোর মনোভাবাপন্ন এবং নির্দয়' মানুষ ছিলেন। 'তিনি লাওসে একটা পূর্ণাঙ্গ স্টেশন গড়ে তুলে নতুন আঙ্গিকে যুদ্ধ পরিচালনা করতে চাইছিলেন,' বলে মন্তব্য করেন লিলি। 'তার প্রধান লক্ষ্য ছিল হো চি মিন ট্রেইল তছনছ করে দেয়া। সে জন্য কাজও শুরু করে দেন। শ্যাকলি বসে বসে সময় নষ্ট করতে চাননি। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ইচ্ছে ছিল তার।'

শ্যাকলি নিজের বিশ্বস্ত কিছু লোক নিয়ে আসেন মায়ামি স্টেশন ও বার্লিন বেজ থেকে। তাদেরকে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেন স্থানীয়দের নিয়ে ভিলেজ মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে তাদেরকে যুদ্ধে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। মিলিশিয়ারা হো চি মিন ট্রেইলে গোয়েন্দাগিরি শুরু করতে সেখানে যুদ্ধ কমে যায়। লাওসের সবখানে নতুন নতুন সিআইএ ঘাঁটি নির্মাণ করেন শ্যাকলি। তাঁর অধীনে যে সমস্ত সিআইএ অফিসার কাজ করত, তাদের সংখ্যা ক্রমে সাত গুণ বেড়ে যায়। ত্রিশ থেকে আড়াইশজনে উঠে আসে। তাঁর নেতৃত্বের সময় লাও প্যারামিলিটারি বাহিনীর সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে চল্লিশ হাজারে দাঁড়ায়।

লাওসে বোমা বর্ষণ যাতে ব্যর্থ না হয় বা ভুল জায়গায় বোমা না পড়ে, সে জন্য মিলিশিয়াদের ফরোয়ার্ড এয়ার কন্ট্রোলার হিসেবে ব্যবহার করতেন তিনি। তাদের নির্দেশ করা জায়গাতেই বোমা ফেলা হত। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ-পূর্ব লাওসের উনত্রিশটা সিআইএ রোড ওয়াচ প্রায় একযোগে জানায়, উদর্নের সিআইএ ঘাঁটিতে যাওয়ার ট্রেইলে শত্রুর মুভমেন্ট লক্ষ্য করা গেছে। আমেরিকান বোমারু গিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

আমেরিকান এয়ার ফোর্স হাজার হাজার বোমা ফেলে লাওসের শ্যামল-সবুজ জঙ্গলকে বিরাণ ভূমিতে পরিণত করে। বি-৫২ বোমারু বিমান উত্তর ভিয়েতনামে ঢুকে গ্রামের পর গ্রাম ও হো চি মিন ট্রেইলের মাথা ধ্বংস করে। আর্মি আর নেভি কমান্ডো পাঠিয়ে ট্রেইলের যে মাথা দক্ষিণ ভিয়েতনামে ঢুকেছে, সেখানে তাণ্ডব চালিয়ে ট্রেইলের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করে।

এরপর ক্ষয়ক্ষতি আর মৃতের সংখ্যা হিসেব করতে গিয়ে শ্যাকলি সিদ্ধান্তে পৌছান, 'স্থানীয় পাহাড়ি উপজাতি ও আমেরিকান মিলিটারি টেকনোলজি একত্রিত হয়ে ইরেগুলার ওয়ারফেয়ারের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে এবং আমেরিকান নীতি নির্ধারকদের হাতে একটা প্রয়োজনীয় তবে নতুন অস্ত্র তুলে দিয়েছে। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্টসহ সংশ্লিষ্ট সবাই শ্যাকলির রিপোর্ট পড়ে জানতে পারেন কত হাজার লাও কমান্ডো রিক্রুট করা হয়েছে, প্রতি মাসে কতজন করে কমিউনিস্ট সৈন্য নিহত হয়েছে, কতগুলো মিশন সাফল্যের সাথে শেষ হয়েছে ইত্যাদি। তারপর তাঁর কাজকে 'অ্যান এক্সামপ্লারি সাকসেস স্টোরি' বা দৃষ্টান্তমূলক সাফল্যের কাহিনী বলে উল্লেখ করা হয়। শ্যাকলি যুদ্ধে জয় হয়েছে ভেবে আত্মতৃপ্তি ভোগ করতে থাকেন।

লাওসে সিআইএ'র যুদ্ধ চালিয়ে যেতে শত শত মিলিয়ন ডলার স্রোতের পানির

মত পাঠাতে থাকে এজেন্সি। কিন্তু হো চি মিন ট্রেইলে কমিউনিস্ট বাহিনীর পদচারণাও থেমে থাকেনি, তারাও স্রোতের মত আসছে তো আসছেই।

'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নোঙর ভূমি'

থাইল্যান্ডে অলীক গণতন্ত্র সৃষ্টির নামে প্রতারণা করতে গিয়ে আরও জটিল রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় সিআইএ'কে।

১৯৫৩ সালে ওয়াল্টার বিডেল স্মিথ ও দুই ভাই, অ্যালেন ডালেস-ফস্টার ডালেস এক অসাধারণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদূত করে ব্যাংককে পাঠান। তাঁর নাম ওয়াইল্ড বিল ডোনোভান। বয়স সত্তর। একটা লড়াই তখনও বাকি ছিল তাঁর। 'রাষ্ট্রদূত ডোনোভান প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে জানান, তাঁরা থাইল্যান্ডে পা রাখার একটা ব্যবস্থা করে ওই অঞ্চলের যে সমস্ত দেশে কমিউনিজম মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে, সেসব দেশে নাক ঢোকানোর চেষ্টা করবেন,' বলেন বিল টমাস। রাষ্ট্রদূতের ব্যাংককের চিফ ইনফর্মেশন অফিসার। 'তাতে টাকা কোনো বাধা হবে না।'

কোরিয়া যুদ্ধের পর এই ডোনোভান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সবখানে সিআইএ'র কভার্ট অপারেশনের একেবারে বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। থাইল্যান্ডে তাঁর সহায়তাকারী ছিল চল্লিশ হাজার তাগড়া, গাট্টাগোট্টা থাই ন্যাশনাল পুলিশ। তাদের কমান্ডার ছিল আফিম ব্যবসার এক রাজা, আমেরিকান দূতাবাস মোটা ভাতা দিত তাকে। এজেন্সি ও সংখ্যার দিক থেকে দ্রুত বাড়তে থাকা আমেরিকান মিলিটারি অ্যাসিসটেন্স গ্রুপ থাই মিলিটারিকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করত। তাদের কমান্ডার ছিল ব্যাংককের পতিতা পল্লী, শূকরের কসাইখানা ও লিকার ওয়্যারহাউজের নিয়ন্ত্রক।

ডোনোভান প্রকাশ্যে থাই জেনারেলদের গণতন্ত্রের রক্ষক বলতেন। এজেন্সি উদর্নে নিজেদের ঘাঁটি তৈরির কাজে তাদের সহায়তা নিয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক সময়কার কভার্ট অ্যাকশনের নার্ভ সেন্টার ছিল সেটা। ৯/১১-এর পরে হয়ে ওঠে সংস্কারপন্থি মুসলমানদের গোপন বন্দি শিবির ও ইন্টারোগেশন সেন্টার। ডোনোভান বিদায় নেয়ার এক দশক পরও থাইল্যান্ড ছিল মিলিটারি একনায়কতন্ত্রের অধীনে। ১৯৬৫ সালে ওয়াশিংটনের চাপে পড়ে থাই জেনারেলরা ঘোষণা করেন, কোনো একদিন তারা দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। কিন্তু তাদের ভয় ছিল তাহলে বামপন্থিরা জয়ী হবে। অতএব সিআইএ সে দেশে নিজস্ব ব্র্যান্ডের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সৃষ্টির ও তা রক্ষার জন্য মাঠে নামে।

ওই বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর রিচার্ড হেলমস, কভার্ট অপারেশনস চিফ ডেসমন্ড

ফিটজেরাল্ড এবং দূর প্রাচ্যের ব্যারন, বিল কলবি হোয়াইট হাউজকে একটা প্রস্তাব দেন। সেটা এরকম : থাইল্যান্ডে একটা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে সেটাকে আর্থিক সহায়তা দেয়া, সেটার পক্ষে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার মত জনসমর্থন জোগাড় করা এবং পার্লামেন্টের জন্য কিছু বাছাই করা প্রার্থীর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তাদের এই পরিকল্পনাকে কড়া সমর্থন জানায় আমেরিকার থাই রাষ্ট্রদূত, ধূর্ত ও উচ্চাভিলাষী গ্রাহাম মার্টিন। এই লোক সিআইএ'কে ব্যক্তিগত ক্যাশ বাক্স আর পুলিশ বাহিনী ভাবত।

সমস্যাটা ছিল বেশ নাজুক। সেই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় : 'থাইল্যান্ড আজও সামরিক আইনের অধীনে শাসিত হয়। সেখানে রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি পাওয়া যায় না।' থাই জেনারেলরা আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির সাথে সংশ্লিষ্ট কিছুই করেননি।' তবে পরে রাষ্ট্রদূত ও সিআইএ'র চাপে তারা একটা নতুন রাজনৈতিক পার্টি গঠনে একযোগে কাজ করতে রাজি হন। বিনিময়ে সিআইএ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দেবে নতুন রাজনৈতিক মেশিন খাড়া করতে। উদ্দেশ্য : বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্ব বহাল রাখা এবং যে নতুন পার্টি গঠন করা হবে, সেটা যাতে সাফল্যের সাথে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

এজেন্সি জানায় তারা 'আক্ষরিক অর্থেই তৃণমূল পর্যায় থেকে একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গঠন শুরু করবে। যাতে থাইল্যান্ড স্থিতিশীল প্রো-ওয়েস্টার্ন মিত্র দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার নোঙর ভূমিতে পরিণত হতে পারে।'

প্রেসিডেন্ট জনসন ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে এ পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার স্বার্থে থাইল্যান্ডের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত জরুরি ছিল।

'ঢেউয়ের মাথায় চড়ে তীরে পৌছেছি'

সিআইএ হোয়াইট হাউজকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে আমেরিকা যদি ইন্দোনেশিয়ায় প্রভাব হারায়, তাহলে ভিয়েতনাম যুদ্ধে জয়ী হলেও তা অর্থহীন হয়ে যাবে। তখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলমান অধ্যুষিত দেশটির জন্য একজন উপযুক্ত নেতা খুঁজে বের করতে এজেন্সি কঠোর পরিশ্রম করছিল।

এমন সময়, ১৯৬৫ সালের ১ অক্টোবরের গভীর রাতে এক ভয়াবহ রাজনৈতিক ভূমিকম্পের আঘাতে কেঁপে ওঠে দ্বীপ দেশটি। সিআইএ ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালানোর সাত বছর পর সেই রাতে প্রেসিডেন্ট সুকর্নো গোপনে

নিজের সরকারের বিরুদ্ধেই অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বসেন। দুই দশক একটানা ক্ষমতায় থাকার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য আর বিচার-বিবেচনাবোধ, দু'টোতেই মরচে ধরে গিয়েছিল। তাই নিজের দাপট বহাল রাখতে ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি, পিকেআই'র সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় সুকর্নকে। তাতে বরং কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিই বেড়েছে বহুগুণ। আমেরিকা অতীতে ইন্দোনেশিয়ার স্বার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হেনেছিল বলে লাগাতার প্রচারণার কারণে দলে নতুন সদস্য যোগ দিয়েছে বিপুল পরিমাণে। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়ন। রাশিয়া ও চীনের বাইরে তৃতীয় বৃহত্তম কমিউনিস্ট সংস্থায় পরিণত হয়েছে তখন পিকেআই।

সুকর্নোর বাম রাজনীতির দিকে ঝোঁকা ছিল একটা মারাত্মক ভুল। সেই রাতে জাকার্তায় আর্মি চিফ অব স্টাফসহ অন্তত পাঁচজন জেনারেলকে হত্যা করা হয়। রাষ্ট্র পরিচালিত রেডিও জানায়, প্রেসিডেন্ট ও জাতিকে সিআইএ'র হাত থেকে রক্ষার স্বার্থে একটা রেভোলিউশনারি কাউন্সিল ক্ষমতা দখল করেছে। জাকার্তায় আর্মির ভেতরে বা সরকারি প্রশাসনে সিআইএ স্টেশনের বন্ধু বলতে ছিল মাত্র কয়েকজন। এজেন্সির একজন সুপ্রতিষ্ঠিত এজেন্ট ছিলেন প্রশাসনের মধ্যে, তাঁর নাম আদম মালিক। ৪৮ বছর বয়সী একজন প্রাক্তন মার্ক্সবাদী। অতীতে মস্কোয় ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি। পরে হন দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী।

১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্টের সাথে সম্পর্ক স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর জাকার্তার এক সেফ হাউজে সিআইএ'র ক্লাইড ম্যাকঅ্যাভয় নামে এক এজেন্টের সাথে সাক্ষাৎ হয় আদম মালিকের। ম্যাকঅ্যাভয় ছিলেন কভার্ট অপারেটর। এক দশক আগে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বাছাইয়ের কাজে এজেন্সিকে সাহায্য করেছিলেন তিনি। তাঁকে ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল পিকেআই ও সরকারের মধ্যে পেনিট্রেট করতে।

'আমি আদম মালিককে রিক্রুট করি এবং তাকে চালাতাম,' এ কথা ২০০৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেন ম্যাকঅ্যাভয়। 'ইন্দোনেশিয়ায় আমাদের রিক্রুট করা সর্বোচ্চ পদমর্যাদার ছিল সে।' তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল দু'জনের এক বন্ধু। তিনি ছিলেন জাকার্তার এক জাপানি ব্যবসায়ী এবং জাপানি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সদস্য। ম্যাকঅ্যাভয় ও মালিকের মধ্যে খবর আদান-প্রদানের কাজ করতেন তিনি। আদম মালিকের রিক্রুটমেন্টের পরে সিআইএ ইন্দোনেশিয়ায় কভার্ট অ্যাকশন চালানোর অনুমতি পায়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাম ও ডানপন্থি রাজনীতিকদের মাঝখানে একটা রাজনৈতিক গোঁজ ভরে দেয়া।

তারপর চরম আতঙ্কের মধ্য দিয়ে কয়েক সপ্তাহ কাটতে '৬৫ সালের পহেলা অক্টোবর ইন্দোনেশিয়া নামের দেশটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

সিআইএ বেশ কিছুদিন থেকে চেষ্টা করছিল সেন্ট্রাল জাভার সুলতান বা শাসক, আদম মালিক ও আর্মির এক জেনারেল সুহার্তো, এই ত্রয়ীর সমন্বয়ে দেশের একটা ছায়া সরকার গঠন করার। আদম মালিক সিআইএ'র সাথে তার পুরনো সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে ইন্দোনেশিয়ার নতুন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, মার্শাল গ্রিনের সাথে একের পর এক গোপন বৈঠকের মাধ্যমে এ ধরনের একটা আয়োজন পাকাপোক্ত করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, তিনি আদম মালিকের সাথে গোপনে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। সেসব সাক্ষাতে তিনি স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যান সুহার্তো ও আদম মালিক চাইছেন, নিজেদের পরিচালিত নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন, কাপ-গেস্টাপু (Kap-Gestapu)-র মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়াকে কমিউনিজমের কবল থেকে উদ্ধার করতে।

'আমার দূতাবাসে এমার্জেন্সি যোগাযোগের জন্য ১৪ টা ওয়াকি-টকি ছিল,' বলেন রাষ্ট্রদূত গ্রিন। 'তার সবগুলোই আমি সুহার্তোর হাতে তুলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম যাতে তাঁর নিজের এবং তাঁর টপ অফিসারদের নিরাপত্তা বজায় থাকে।' সিআইএ-ও মনিটর করতে পারত তারা কে কী করছে। 'আমি এ প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনে রিপোর্ট পাঠালে অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে আমাকে পাল্টা টেলিগ্রাম করতেন বিল বানডি।' তৎকালীন দূর প্রাচ্যের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট। গ্রিনের ত্রিশ বছরের পুরনো বন্ধু। গ্রোটনে একসাথে লেখাপড়া করেছেন দু'জনে।

'৬৫ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি নাগাদ আদম মালিক আমেরিকান দূতাবাসের সিনিয়র পলিটিক্যাল অফিসার, বব মার্টেনসের কাছে নিজের এক এইডকে পাঠান। মালিক মস্কোতে রাষ্ট্রদূত থাকার সময় বব মার্টেনসও সেখানকার আমেরিকান দূতাবাসে ছিলেন। মালিকের এইডের হাতে ৬৭ জন পিকেআই নেতার একটা আনক্লাসিফাইড নামের তালিকা তুলে দেন মার্টেনস। নামগুলো কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন প্রেস ক্লিপিং থেকে সংগ্রহ করা।

মার্টেনসের মতে 'ওটা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের নামের তালিকা ছিল না। ওটা ছিল অকমিউনিস্টদের জন্য একটা অবলম্বন, যারা নিজেদের জীবন বাঁচাতে লড়াই করে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে ইন্দোনেশিয়ায় সেই সময়ে কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্টদের জীবন-মরণ লড়াই নিয়ে নানারকম সন্দেহ ছিল। অকমিউনিস্টরা যাতে বেঞ্চের ওপাশে বসা মানুষগুলোর পরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারে, সে জন্যই আসলে তালিকাটা দেয়া হয়েছিল।' তবে তালিকা হাতবদল হওয়ার দু' সপ্তাহ পর রাষ্ট্রদূত গ্রিন ও জাকার্তার সিআইএ স্টেশন চিফ, হিউ টোভার খবর পান ইস্টার্ন ও সেন্ট্রাল জাভায় ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চলছে। জেনারেল সুহার্তোর আশীর্বাদপুষ্ট সিভিলিয়ান শক ট্রুপ হাজার হাজার মানুষকে খতম করে চলেছে।

ম্যাকজর্জ বানডি ও তাঁর ভাই বিল বানডি সিদ্ধান্ত নেন সুহার্তো আর কাপ-

গেস্টাপু আমেরিকার নগদ সহায়তা পাওয়ার দাবি রাখে। তবে গ্রিন তাদেরকে সতর্ক করেন, ও দেশে রাজনৈতিক জটিলতা অত্যন্ত প্রবল। তাই পেন্টাগন বা স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে সরাসরি কোনো সাহায্য পাঠানো ঠিক হবে না। কথাটা শেষ পর্যন্ত গোপন থাকবে না। তারপর তিন গ্রোটনিয়ান ; জাকার্তার রাষ্ট্রদূত, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর ও দূর প্রাচ্যের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট মিলে সিদ্ধান্ত নেন – টাকা দেয়া হবে সিআইএ'র মাধ্যমে।

তাঁরা একমত হন ইন্দোনেশিয়ান আর্মিকে এই শর্তে ৫ মিলিয়ন ডলারের মেডিক্যাল সাপ্লাই সরবরাহ করা হবে যে, তারা নগদ ডলারের বিনিময়ে সেগুলো বিক্রি করে দেবে। একই সাথে নেতৃস্থানীয় আর্মির অফিসারদের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতমানের কমিউনিকেশনস ইকুইপমেন্টও পাঠানো হয়। অন্যদিকে সিআইএ'র হিউ টোভারের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রদূত গ্রিন একটা কেবল পাঠান বিল বানডিকে। তাতে আদম মালিকের জন্য পঞ্চাশ মিলিয়ন রুপিয়া (১০,০০০ ইউ. এস. ডলার) নগদ সহায়তা চাওয়া হয়।

সহিংসতার ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের আঘাতে টালমাটাল হয়ে ওঠে ইন্দোনেশিয়া। জেনারেল সুহার্তো আর কাপ-গেস্টাপুর হাতে কচুকাটা হতে থাকে হাজার হাজার কমিউনিস্ট। রাষ্ট্রদূত গ্রিন পরে ক্যাপিটল হিলে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিউবার্ট এইচ. হামফ্রেকে জানান, সেই 'ব্লাড বাথ' বা রক্তস্নানে ৩ থেকে ৪ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট কথা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি অনেক বছর থেকে আদম মালিককে চেনেন। আর রাষ্ট্রদূত তার পরিচিতদের মধ্যে আদম মালিক সবচেয়ে চতুর আর ধূর্ত বলে প্রশংসা করেন।

মালিক পরে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী হন। সে সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে ওভাল অফিসে বিশ মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেয়া হয় তাকে। তারা বেশিরভাগ সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করে কাটান। শেষ সময়ে লিন্ডন জনসন বলেন, তিনি ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক বিষয়াবলী গভীর আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মালিক ও সুহার্তোকে তিনি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। মালিক আমেরিকার সহায়তায় পরে জাতি সংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

রাষ্ট্রদূত মার্শাল গ্রিন পরে সিনেট ফরেইন রিলেশন্স কমিটির জন্য পেশ করা রিপোর্টে সেই সহিংসতায় মৃতের সংখ্যা সংশোধন করে বলেন, 'আমার ধারণা সংখ্যাটা ৫ লাখের কাছাকাছি হবে,' ২০০৭ সালের মার্চে ডিক্লাসিফাইড হওয়া অতীতের এক সাক্ষ্যে এর উল্লেখ আছে। 'অফ কোর্স, সঠিক সংখ্যা কেউ বলতে পারবে না। আমরা হিসেবটা করেছি যে সমস্ত গ্রাম জনশূন্য হয়েছে, সেগুলোর জনসংখ্যার আন্দাজে।

কমিটির চেয়ারম্যান, আরকানসো'র সিনেটর জে. উইলিয়াম ফুলব্রাইট এরপর সরাসরি প্রশ্ন করেন, 'আমরা এই অভ্যুত্থানে জড়িত ছিলাম?'

'নো, স্যার,' বলেন গ্রিন।

'আমরা কি অভ্যুত্থানের আগের উদ্যোগের সাথে কোনোভাবে জড়িত ছিলাম?'

'না। আমি তা মনে করি না।'

'সিআইএ এতে কোনো ভূমিকা রাখেনি?' আবার প্রশ্ন করেন ফুলব্রাইট।

'ইউ মিন ১৯৫৮ সালে?' গ্রিন ইতস্তত করেন। এজেন্সিই সেই অভ্যুত্থান আসল হোতা ছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িত ছিল। 'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না আমি। কি ঘটেছিল আমি সঠিক জানি না।'

ঝুঁকিপূর্ণ একটা মুহূর্ত। চরম বিপর্যয়কর একটা অপারেশন এবং কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যুর সাথে এজেন্সির জড়িত থাকার বিষয়টা প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে – কিন্তু সিনেটর এ নিয়ে আর প্রশ্ন তুললেন না। 'তাহলে আপনি জানেন না এর সাথে সিআইএ জড়িত ছিল কি না, কেমন?' ফুলব্রাইট বলেন। 'অর্থাৎ এই কু'র সাথে কোনোভাবেই আমরা জড়িত নই।'

'না, স্যার,' বলেন মার্শাল গ্রিন। 'নিশ্চয়ই না!'

ইন্দোনেশিয়ার নতুন প্রশাসন প্রায় দশ লাখ মানুষকে জেলে পুরে দিয়েছিল এ ঘটনার পর। অনেককে দশকের পর দশক কাটাতে হয় সেখানে। অনেকে মরেও গেছে। স্নায়ুযুদ্ধের বাকি সময়টা সামরিক একনায়কতান্ত্রিক দেশ ছিল ইন্দোনেশিয়া। সেই সময়কার দমন-পীড়ন আজও প্রতিধ্বনিত হয় দেশটির আকাশে-বাতাসে।

ইন্দোনেশিয়া থেকে কমিউনিজম তাড়ানোর নামে যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা আর রক্তস্নান চলে, আমেরিকা দীর্ঘ চল্লিশ বছর সেই ঘটনার সাথে নিজের কোনোরকম সম্পর্ক ছিল বলে স্বীকার করেনি। মার্শাল গ্রিন এ প্রসঙ্গে বলেন : 'আমরা কোনো ঢেউ সৃষ্টি করিনি। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে তীরে পৌঁছেছি কেবল।'

'গভীরভাবে উদ্বিগ্ন'

বিশ বছর আগে ফ্র্যাঙ্ক উইজনার আর রিচার্ড হেলমস একই প্লেনে ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়েছিলেন বার্লিন থেকে। সেদিন তাদের চিন্তা ছিল সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি নামে কোনোদিন কিছু সৃষ্টি হবে কি? তারপর দু'জনেই ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের নেতৃত্ব দিয়ে দিনে দিনে উঁচু অবস্থানে পৌঁছেছেন। বর্তমানে একজন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করতে যাচ্ছেন, অন্যজন তলিয়ে যাচ্ছেন অতলে।

শেষের দিকে মাসের পর মাস কেটে যেত, ফ্র্যাঙ্ক উইজনার তাঁর জর্জটাউনের শানদার বাসা থেকে বের হতেন না। এক জায়গায় ঝিম্ মেরে বসে থাকতেন। গভীর হতাশায় দিন-রাত হুইস্কি পান করতেন। সিআইএ যে সব গোপন তথ্য সঙ্গোপনে রেখেছে, তার মধ্যে একটা ছিল নিজের প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের একজন, ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে কয়েক বছর থেকে প্রায় নিয়মিতভাবে পাগলাগারদে যাওয়া-আসা করতে হয়েছে। ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় দফা মানসিক অসুস্থতা দেখা দিলে তাঁকে লন্ডনের স্টেশন চিফের পদ থেকে অবসরে যেতে বাধ্য করা হয়।

অ্যাডলফ হিটলারের ব্যাপারে পাগল ছিলেন উইজনার। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতেন, এটা-সেটা দেখতেন। উইজনার জানতেন তিনি আর কখনও ভাল হবেন না। ১৯৬৫ সালের ২৯ অক্টোবর সিআইএ'র পুরনো বন্ধু জো ব্রায়ানকে নিয়ে নিজের এস্টেটে শিকার করতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর, মেরিল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে। কিন্তু শিকার করা আর হয়নি। সেদিন দুপুরে উইজনার গ্রামের বাড়িতে শটগানের গুলিতে নিজের খুলি উড়িয়ে দেন। ন্যাশনাল ক্যাথিড্রালে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত জমকালো। আর্লিংটন ন্যাশনাল সিমেট্রিতে সমাহিত করা হয় উইজনারকে। ফলকে লেখা হয় : Lieutenant, United States Navy.

স্নায়ুযুদ্ধের টিম স্পিরিট ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হতে বসেছে। ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে সমাহিত করার কয়েকদিন পর ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্স, রে ক্লাইন নতুন ডিরেক্টর, রেড র‍্যাবর্নকে জবাই করেন।

ক্লাইন আগেই কয়েকবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন, নতুন ডিরেক্টর দেশ ও জাতির প্রতি মারাত্মক এক হুমকি। ১৯৬৬ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রেসিডেন্টের ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজরি বোর্ডের চেয়ারম্যান, ক্লার্ক ক্লিফোর্ড ইন্টেলিজেন্স বোর্ড সিআইএ'র নেতৃত্বের সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বলে ম্যাকজর্জ বানডিকে জানান। ক'দিন পর *ওয়াশিংটন স্টার*-এ ছাপা হয়, রেড র‍্যাবর্ন বরখাস্ত হতে যাচ্ছেন। বহাল থাকার জন্য অ্যাডমিরাল মরিয়া হয়ে ওঠেন। প্রেসিডেন্টের এইড বিল মোয়ার্স-এর কাছে নিজের 'কীর্তির' একটা দীর্ঘ তালিকা পাঠান, যার বেশিরভাগই এজেন্সি আগেই পচা-বাসি, অনুৎপাদনশীল বলে বাতিল করে দিয়েছিল। এছাড়া প্রেসিডেন্টকে খবর ও তথ্য সরবরাহের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সার্ভিসের অপারেশনস সেন্টার খোলেন তিনি। ভিয়েতনামে কাউন্টার টেরর টিমের সংখ্যা দ্বিগুণ করেন এবং সায়গনে এজেন্সির কাজের মাত্রা তিনগুণ বাড়িয়ে দেন। তিনি হোয়াইট হাউজকে আশ্বাস দেন হেড কোয়ার্টার্সে এবং বিদেশে, সবখানে এজেন্সির সাথে সংশ্লিষ্ট সবার মনোবল তুঙ্গে রয়েছে। '৬৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রেসিডেন্ট অ্যাডমিরালের রিপোর্টগুলোয় চোখ বোলান। তারপর বিরক্ত হয়ে ম্যাকজর্জ বানডিকে ফোন করেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর হিসেবে অর্থহীন, হতাশাজনক পাঁচটি বছর কাটানোর পর বানডি তখন ত্যক্ত-বিরক্ত।

পদত্যাগ করার প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছেন।

র‍্যাবর্নের মাথায় "*এই বাস্তবতা* একেবারেই নেই যে তাঁকে উপযুক্ত সমীহ্ করা হচ্ছে না বা তিনি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না,' বলেন প্রেসিডেন্ট। 'তিনি ভাবছেন অনেক উন্নতি করেছেন তিনি। তার সব কাজই সফল। আমার মনে হয় হেলমস তাকে এরকম ভাবতে শিখিয়েছে।'

সেই সপ্তাহে বানডি পদত্যাগ করেন। এলবিজে ৩০৩ কমিটি নামে পরিচিত কভার্ট-অ্যাকশন রিভিউ বোর্ডের ইন-চার্জ পদে কাউকে মনোনীত করলেন না। যে সমস্ত অপারেশনে হোয়াইট হাউজের মন দেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে ডোমিনিকান রিপাবলিকের ইলেকশন 'ফিক্স' করা, নিউ ইয়র্কে নির্বাসিত সে দেশের সাবেক প্রেসিডেন্টের স্বার্থে তা ঝুলে থাকল। কঙ্গোর একনায়কের জন্য অস্ত্রের চালান ও টাকা পাঠানোর জরুরি কাজটিও পড়ে থাকল। '৬৬ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসের পুরো ষাট দিনই ইন-চার্জের চেয়ার খালি রাখলেন প্রেসিডেন্ট জনসন।

তাঁর ইচ্ছে ছিল বিল মোয়ার্স ৩০৩ কমিটির দায়িত্ব নিন। মে মাসের ৫ তারিখ এ নিয়ে মিটিংও হয়। কিন্তু কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে শিউরে ওঠেন তিনি। বিনয়ের সাথে এই বিরল সম্মান ফিরিয়ে দেন। এরপর প্রেসিডেন্ট তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত 'ইয়া' বলিয়ে ওয়াল্ট হুইটম্যান রসটোকে ম্যাকজর্জ বানডির জায়গায় এবং ৩০৩ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন। সেই মাসেই কমিটি থেমে থাকা অপারেশনে হাত দেয় এবং চুয়ান্নটা মেজর কভার্ট অ্যাকশন অনুমোদন করে। সেগুলোর বেশিরভাগই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চলমান যুদ্ধের সমর্থনে।

অবশেষে ১৯৬৬ সালের জুন মাসের তৃতীয় শনিবার হোয়াইট হাউজের অপারেটর প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে একটা কল প্লেস করে রিচার্ড হেলমসের বাসায়।

তিপ্পান্ন বছর বয়স হেলমসের। চুলের গোড়া ধূসর হতে শুরু করেছে। নিয়মিত টেনিস খেলার কারণে দেহের কোথাও তখনও মেদ জমার সুযোগ পায়নি। ছিমছাম। প্রতিদিন ভোর সাড়ে ছয়টায় নিজের পুরনো কালো ক্যাডিলাক চালিয়ে অফিসে যান তিনি, শনিবারসহ। স্ত্রী জুলিয়া শিল্ডস একজন ভাস্কর। স্বামীর চেয়ে ছয় বছরের বড়। বিবাহিত জীবন সাতাশ বছরের। তাঁদের ছেলে কলেজে পড়ে। টেলিফোন ধরেই হেলমস বুঝলেন তাঁর মনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।

৩০ জুন হোয়াইট হাউজে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাদ্য বাজানোর জন্য প্রেসিডেন্ট মেরিন ব্যান্ড তলব করেন। সেদিন থেকে প্রায় ২০ হাজার মানুষের কমান্ডার হন রিচার্ড হেলমস। যাদের এক তৃতীয়াংশই বিদেশে গোয়েন্দাগিরিতে নিয়োজিত। এজেন্সির বার্ষিক বাজেট তখন ১ বিলিয়ন ডলার। সেদিন থেকে ওয়াশিংটনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতে লাগলেন তিনি।

‘তখনই বুঝেছি আমরা এ যুদ্ধে জয়ী হতে পারব না’

রিচার্ড হেলমস যখন সিআইএ’র দায়িত্ব পান, তখন বাইরের বিশ্বে আড়াই লক্ষ আমেরিকান সৈন্য যুদ্ধ করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক হাজার কভার্ট অপারেশন চলছে এবং দেশে তিন হাজার ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট বা বিশ্লেষক ক্রমবর্ধমান বিপর্যয়ের খোরাকে পরিণত হচ্ছে।

এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্সেও একটা যুদ্ধ ঘোট পাকিয়ে উঠছে। আমেরিকা যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে কি না, বিশ্লেষকদের কাজ তা বিচার-বিবেচনা করে দেখা। অন্যদিকে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের কাজ যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করা। বেশিরভাগ বিশ্লেষক ছিল হতাশাবাদী। অপারেটরদের বেশিরভাগ ছিল গাং-হো বা অতি উৎসাহী। তারা আলাদা আলাদা জগতে কাজ করে। হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিটা ডিরেক্টরেটের মাঝখানে পাহারায় থাকে সশস্ত্র গার্ড। নিজেকে সার্কাসের রাইডার মনে হতে লাগল রিচার্ড হেলমসের। ‘দুই ঘোড়ার পিঠে পা দিয়ে দাঁড়ানো। ঘোড়াগুলো খেয়াল খুশিমত চলছে।’

হেলমস যে গ্রীষ্মে সিআইএ’র দায়িত্ব নেন, সেই গ্রীষ্মে কয়েকশ নতুন রিক্রুট এজেন্সির কাজে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে তেইশ বছরের এক যুবক ছিল। ইনডিয়ানা ইউনিভার্সিটির ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র। বিনা খরচে ওয়াশিংটনে যাওয়ার ইচ্ছা থেকে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিল সে।

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের একজন ভবিষ্যৎ ডিরেক্টর এবং সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, বব গেটস এজেন্সির বাসে করে উঁচু চেইন লিঙ্ক ফেন্স ও কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যেকার এক ড্রাইভওয়ে ধরে যাচ্ছিলেন। এক সময় অনাকর্ষণীয় চেহারার ছাদ ভর্তি অ্যান্টেনাওয়ালা একটা সাততলা ভবনে প্রবেশ করে তার বাস।

‘বিল্ডিংয়ের ভেতরটা ছিল একেবারেই সাদামাটা,’ অতীত স্মরণ করতে গিয়ে বলেন বব গেটস। ‘বিভ্রান্তিকর। লম্বা, ডেকোরেশনবিহীন করিডর। লাইনোলিয়াম বিছানো আছে মেঝেতে। কর্মীদের জন্য ছোটো ছোটো কিউবিকল আছে। মেটালের তৈরি সরকারি ফার্নিচার। চেহারায় মনে হচ্ছিল বিরাট কোনো ইনশিওরেন্স কোম্পানির অফিস হবে। কিন্তু সেটা তা ছিল না।’

সিআইএ গেটসকে নব্বই দিনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট নিয়োগ করে মিজৌরির হোয়াইটম্যান এয়ার ফোর্স বেজে পাঠিয়ে দেয় নিউক্লিয়ার টার্গেটিং সায়েন্স শিখতে। অনভিজ্ঞ সিআইএ বিশ্লেষকের ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে একটা গা শিউরানো দৃশ্য চোখে পড়ে সেখানে। সেটা হলো ইউনাইটেড স্টেটসের পাইলটের অভাব দেখা দিয়েছে। চুল পেকে সাদা হয়ে যাওয়া কর্নেলদের ভিয়েতনামে বোমা ফেলতে পাঠানো হচ্ছে।

গেটসের মনে আছে, সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'তখনই বুঝেছি আমরা এ যুদ্ধে জয়ী হতে পারব না।'

'সিআইএ'র রিপোর্ট? গুলি মারো!'

হেলমস ও তাঁর দূর প্রাচ্য প্রধান, বিল কলবি ছিলেন পেশাদার কভার্ট অপারেটর। প্রেসিডেন্টকে লেখা তাদের রিপোর্টে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের দিন যে ফুরিয়ে যায়নি, তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হত। হেলমস জানান প্রেসিডেন্টকে, 'ভিয়েতনামে ইউ. এস. প্রোগ্রামের সবটুকু বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এজেন্সির পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাবে।' সায়গন স্টেশন থেকে কলবিও একইরকম বার্তা পাঠান। অন্যদিকে হেলমসের ভিয়েতনাম অ্যাফেয়ার বিষয়ক স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট জর্জ কারভারের রিপোর্টেও হোয়াইট হাউজের জন্য অনেক আশার বাণী থাকত।

তবে সিআইএ'র যারা সেরা বিশ্লেষক ছিলেন, তারা *দি ভিয়েতনামিজ কমিউনিস্টস উইল টু পারসিস্টস* নামে একটা বই আকারের স্টাডি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন যেটায় বলা হয় : আমেরিকা যা-ই করুক না কেন, শত্রুকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারবে না। সম্ভবত ডজনখানেক টপ এইডও একমত ছিলেন বিশ্লেষকদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে।

১৯৬৬ সালের ২৬ আগস্ট সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, রবার্ট ম্যাকনামারা রিপোর্টটি পড়েন। তারপর হেলমসকে অনুরোধ করেন ভিয়েতনামে সিআইএ'র বিশেষজ্ঞদের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারীদের নামের একটা তালিকা তাঁকে দিতে। এই নির্দেশ যখন দেয়া হয়, তখন সেখানকার বিশেষজ্ঞদের প্রধান কারভার ছুটিতে ছিলেন। কাজেই তাঁর ডেপুটি, জর্জ অ্যালেনকে পেন্টাগনে তলব করা হয় সেক্রেটারি অব ডিফেন্সের সাথে দেখা করার জন্য। রবার্ট ম্যাকনামারার সাথে অ্যালেনের প্রথম ও একমাত্র মুখোমুখি বৈঠক ছিল সেটা। সকাল ১০:৩০ মিনিটে শুরু হয় আধঘণ্টা স্থায়ী মিটিং। লিন্ডন জনসন প্রেসিডেন্ট থাকার সময় সেটাই ছিল পেন্টাগন ও সিআইএর মধ্যেকার একমাত্র ও সত্যিকারের মিটিং।

আলোচনার শুরুতেই ম্যাকনামারা জেনে অবাক হন যে অ্যালেন ভিয়েতনামে

একটানা সতেরো বছর ধরে কাজ করছেন। দেশ ও জাতির স্বার্থে নিজেকে এভাবে নিবেদিত করে দেয়া দ্বিতীয় আর কেউ আছে কি না তিনি জানতেন না। ওয়েল, বলেন ম্যাকনামারা। তাহলে তো যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে কিছু না কিছু ধারণা দিতে পারবেন আপনি। জর্জ অ্যালেন বলেন, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স জানতে চাইছিলেন তাঁর জায়গায় আমি হলে কি করতাম।

'ঠিক করলাম, যা বলার মন খুলে বলব,' বলেন জর্জ অ্যালেন। 'সবার আগে ও দেশে আমেরিকান সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো বন্ধ করুন। উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ করুন। হ্যানয়ের সাথে সিজ-ফায়ারের বিষয়ে সমঝোতা করুন।' ম্যাকনামারা তাঁর মেয়ে সেক্রেটারিকে লাঞ্চের আগের সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়ে প্রশ্ন করেন, কেন? আমেরিকাকে আপনি এশিয়ার কর্তৃত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বলছেন কেন? অ্যালেন জবাব দেন, যুদ্ধের মাঠের ঝুঁকির চেয়ে আলোচনার টেবিলের ঝুঁকি অনেক কম, তাই বলছি। আমেরিকা যদি বোমা ফেলা থামিয়ে রাশিয়া-চীন ও তাদের এশিয়ান মিত্রদের সাথে শান্তি আলোচনায় বসে, তাহলে হয়ত এখনও সম্মান বজায় রেখে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হবে।

ত্রিশ মিনিটের জায়গায় নব্বই মিনিট গড়ায় মিটিং। তারপর তিনটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন ম্যাকনামারা। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কত সৈন্য নামানো হয়েছে, সে বিষয়ে সিআইএ'র কাছে বিস্তারিত জানতে চান তিনি। নিজের এইডদের নির্দেশ দেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের যাবতীয় গোপন ইতিহাস, পেন্টাগন পেপারস্ একত্রিত করে তাঁর সামনে হাজির করতে – ১৯৫৪ সাল থেকে।

১৯ সেপ্টেম্বর ম্যাকনামারা টেলিফোন করেন প্রেসিডেন্টকে। বলেন : 'আমি গোটা বিষয়টা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করে নিশ্চিত হয়েছি, উত্তর ভিয়েতনামে বোমা ফেলা যত শীঘ্রি সম্ভব বন্ধ করা উচিত আমাদের। আমার মনে হয় আমাদের আরও একটা বিষয় বিবেচনা করা উচিত। সেটা হলো, ভিয়েতনামে আমাদের সৈন্য সংখ্যার সিলিং বেঁধে দেয়া। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমাদের উদাসীন থেকে সৈন্য সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িয়ে ছয় লাখ, সাত লাখ করা ঠিক হবে না।' এত কথার জবাবে প্রেসিডেন্ট কেবল একটা 'ঘোঁৎ' জাতীয় শব্দ করেন।

অনেক দেরিতে হলেও ম্যাকনামারা বুঝতে পেরেছিলেন, ভিয়েতনামে যারা আমেরিকান সৈন্যদের কাতারে কাতারে হত্যা করছে, তাদের শক্তি আর উদ্যম সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না তাদের। এটা ছিল মারাত্মক একটা ভুল। অনেক বছর পর একই ভুল ইরাকের ব্যাপারেও করে আমেরিকা। সায়গনের মিলিটারি কমান্ডার ও হেড কোয়ার্টার্সের বিশ্লেষকদের হিসেবে দেখা গেল বিস্তর ফারাক আছে। একদল বলে আমেরিকান আর্মি মোট ৩ লাখ ভিয়েতনামী সৈন্যের মোকাবেলা করেছে। আরেকদল বলে ৫ লাখের মোকাবেলা করেছে।

তফাৎটা ছিল অন্যখানে–গেরিলা, অনিয়মিত, মিলিশিয়া ও ইউনিফর্মবিহীন

সৈন্য সংখ্যা ইত্যাদির মধ্যে। দুই বছরের পাইকারী বোমা বর্ষণ ও আমেরিকান সৈন্যদের বিরতিহীন আক্রমণের পরও যদি শত্রুর পাঁচ লাখ সৈন্যও অবশিষ্ট থেকে যায় এবং তাদের মনোবল অটুট থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সে যুদ্ধে কোনোদিনও জয়ী হওয়া যাবে না। কিন্তু তা মানতে রাজি ছিলেন না দক্ষিণ ভিয়েতনামের আমেরিকান মিলিটারি কমান্ডার, জেনারেল উইলিয়াম ওয়েস্টমোরল্যান্ড ও তাঁর এইড রবার্ট কোমার ওরফে 'ব্লোটর্চ বব'। কোমার সিআইএ'র চার্টার সদস্য। ওয়েস্টমোরল্যান্ডের 'ফিনিক্স' নামের নতুন একটা কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অভিযান পরিচালনা করেন। এই লোক এলবিজের জন্য একের পর এক 'আইজ ওনলি' মেমো পাঠান যার প্রতিটায় বিজয় দোরগোড়ায় এসে পড়েছে বলে মিথ্যা আশ্বাস থাকত। তার কথায় আমরা জয়ী হব কি হব না সেটা কোনো বিষয় ছিল না, বিষয় ছিল আমরা কত তাড়াতাড়ি বিজয়ী হব।

এই নিয়ে বিতর্ক চলে মাসের পর মাস। রিচার্ড হেলমস বিতর্কের ইতি টানতে কারভারকে সায়গনে পাঠান ওয়েস্টমোরল্যান্ড ও কোমারের সাথে আলোচনা করতে। কিন্তু আলোচনা সুবিধের হয়নি। মিলিটারি পাথরের দেয়ালের মত বাধা হয়ে থাকে। ১৯৬৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর একটা পর্যায় পৌঁছায় সে বিতর্ক।

ডিনারের টেবিলে এক ঘণ্টার একক ভাষণের পর কোমার বলেন, 'আপনাদেরকে এই অবস্থান থেকে পিছু হটতে হবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ প্রশ্নে ভেতরের কথা জানাজানি হলে 'গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হবে এবং আমরা এখানে যা অর্জন করার চেষ্টায় আছি তার সবকিছুর গোড়ায় পানি ঢেলে দেয়া হবে।' কারভার ডিরেক্টরকে কেবল করে জানান, মিলিটারি মত পাল্টাতে রাজি নয়। তারা প্রমাণ করতে চায় তাদের কথাই ঠিক। তারা 'নিজেদের সাফল্য সম্পর্কে প্রেস তথা জনগণকে প্রভাবিত করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই ইমেজ নষ্ট হওয়ার ভয়ে কিছু না বলার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছে।' কারভার দক্ষিণ ভিয়েতনামে অনিয়মিত ভিয়েতকং গেরিলার সংখ্যা 'রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য ৪ লাখের কিছু বেশি হবে' বলে জানিয়েছেন। মিলিটারি যেহেতু আগে থেকে পাবলিক রিলেশন্সের ভিত্তিতে মোট সংখ্যা ঠিক করে রেখেছে, সেহেতু আমাদের আর সামনে বাড়ার উপায় নেই (আপনি অন্যরকম নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত)।

হেলমস দ্রুত কিছু একটা করার গরজ অনুভব করেন। কড়া নজর রাখেন যাতে সিআইএ'র সমস্ত রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের পছন্দের পলিসি অনুযায়ী হয়। ভিয়েতকংদের সংখ্যা প্রশ্নে তিনি ডেপুটিকে কেবল পাঠান। বলেন, 'ইট ডিড'নট মিন এ ড্যাম।' এজেন্সি এ সংখ্যা ২ লাখ ৯৯ হাজার বা তার কিছু কম ধরে নেয়। কারভার পাল্টা কেবল করেন ডিরেক্টরকে : 'বৃত্ত এখন চতুষ্কোণ হয়ে গেছে।'

ভিয়েতনাম সম্পর্কিত খবরাখবর চেপে যাওয়া বা ভুয়া খবর প্রচারের অনেক লম্বা ইতিহাস আছে। ১৯৬৩ সালের বসন্তে জন ম্যাককোনের ওপর পেন্টাগনের

তরফ থেকে প্রচণ্ড চাপ আসে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারের ভেতরের 'ভেরি গ্রেট উইকনেস' সম্পর্কে একটা হতাশাব্যঞ্জক পরিসংখ্যান প্রকাশ করার জন্য। সেনা সদস্যদের ভঙ্গুর মনোবল, ইন্টেলিজেন্সের ব্যর্থতা ও মিলিটারিতে কমিউনিস্ট পেনিট্রেশনের প্রসঙ্গও থাকবে তাতে। নির্দেশ অনুযায়ী সিআইএ সেটা নতুন করে লেখে : 'আমাদের বিশ্বাস কমিউনিস্টদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।' তার কয়েক সপ্তাহ পর হুয়ে শহরে দাঙ্গা বেঁধে যায়। তারপরই এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়া এবং প্রেসিডেন্ট দিয়েমকে হত্যা করার প্লট রচিত হয়।

সিআইএ'র ওপর চাপ কখনও শিথিল হয়নি। ম্যাকজর্জ বানডির জায়গায় আসা প্রেসিডেন্টের নতুন সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর, প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে বিশ্বস্ত 'ইয়া' বলিয়ে ওয়াল্ট হুইটম্যান রসটো এজেন্সিকে অনবরত নির্দেশ দিতেন যুদ্ধের খবর যাতে হোয়াইট হাউজের মতামতের অনুকূলে যায় তা নিশ্চিত করতে। 'আপনি কোন পক্ষের বলুন তো?' প্রায়ই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতেন তিনি। কিন্তু হেলমস যেদিন বৃত্তকে চতুষ্কোণে পরিণত করেন, সেদিন সিআইএ'র একটা নির্দয় রকম সত্য রিপোর্ট হোয়াইট হাউজে পাঠিয়ে দেন হুইটম্যান রসটো।

রিপোর্টের ফরোয়ার্ডিংয়ে তিনি লেখেন : 'দি অ্যাটাচড্ পেপার ইজ সেনসিটিভ, পার্টিকুলারলি... সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি স্পর্শকাতর, বিশেষ করে যদি এর অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যায়।' প্রেসিডেন্টকে লেখা হেলমসের চিঠি শুরু হয় এভাবে : 'সরকারের আর কোনো অফিশিয়ালকে এ চিঠি দেয়া হয়নি। দেয়া হবেও না।' শক্তিশালী বিস্ফোরকের সাথে তুলনীয় ছিল সেটা। শিরোনাম ছিল : ইমপ্লিকেশনস্ অব অ্যান আনফেভারেবল আউটকাম ইন ভিয়েতনাম... ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিকূল পরিণতির নিহিত অর্থ। যেটার সার কথা ছিল : আপন ঐতিহ্য ও জনসাধারণের আচরণ-অনুভূতির বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ ইউ. এস মিলিটারির বিদ্রোহ দমন করার ক্ষমতা নেই। বিশেষ করে সেটা যদি বড় ধরনের, প্রবলভাবে জনসমর্থিত ও মরিয়া হয়... রাজনৈতিকভাবে চতুর প্রতিপক্ষ, যোগ্য, নিবেদিতপ্রাণ ও সম্পদশালী কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই।'

সায়গনে সিআইএ'র বিশ্লেষকরা নিজেদের নব নব আবিষ্কার নিয়ে মাতোয়ারা। যত বেশি ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করছে, ততই টের পাচ্ছে এতদিন কত অল্প জানত তারা। কিন্তু তার রিপোর্টে ওয়াশিংটনের বিশেষ কিছু আসল-গেল না। কারণ পৃথিবীতে এর আগে আর কোনো যুদ্ধ হয়নি যার সম্পর্কে কমান্ডারদের হাতে এত বেশি ইন্টলিজেন্স, বন্দি করা শত্রুর ডকুমেন্ট ছিল। যুদ্ধবন্দিদের ওপর এত নির্মম নির্যাতন, এত ইলেক্ট্রনিক ইন্টারসেপশন, ওভারহেড রিকনাইসন্স, ফ্রন্ট লাইন থেকে কাদায়-রক্তে মাখামাখি দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সায়গন স্টেশনে নিয়ে আসা ফিল্ড রিপোর্ট, সেগুলোর সতর্ক বিশ্লেষণ, পরিসংখ্যান যাচাই, সবকিছুর ত্রৈমাসিক সংশ্লেষণ প্রভৃতি

ছিল। এমন অভূতপূর্ব ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। কাজেই ওয়াশিংটন ভাবল, সিআইএ'র রিপোর্ট গুলি মারো।

ওয়াশিংটনের পুরনো এক টর্পেডো ফ্যাক্টরি ভবনে আজও ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়কার সেইসব ইন্টলিজেন্স সংরক্ষিত আছে – রোল করে রাখা আট মাইল দীর্ঘ মাইক্রোফিল্ম। পেন্টাগন থেকে বেশি দূরে নয় সে ভবন।

এত বেশি ইন্টেলিজেন্স এত বেশি অর্থহীন হতে পারে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনাও অভূতপূর্ব—আর কখনও ঘটেনি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের উৎপত্তি হয় আমেরিকার নেতাদের একে অপরের ও জনগণের উদ্দেশে ক্রমাগত মিথ্যাচারের ফলে। হোয়াইট হাউজ আর পেন্টাগন শেষ পর্যন্ত জনগণকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে গেছে যুদ্ধ ভালো চলছে। কিন্তু আসলে কি ঘটেছিল পৃথিবীর বাদবাকি সবাই তা ভালোই জানে।

রাজনৈতিক হাইড্রোজেন বোমা

১৯৬৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রিচার্ড হেলমস আলবুকার্ক যান আমেরিকার পারমাণবিক-অস্ত্র ল্যাবরেটরিতে সারাদিনের টুরে। সিআইএ'র উত্তেজিত এক কমিউনিকেন্স অফিসার সেখানে হোয়াইট হাউজের এক মেসেজ নিয়ে হোটেল রুমে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মেসেজটা ছিল : রিটার্ন টু ওয়াশিংটন ইমিডিয়েটলি।

র‍্যাম্পার্টস নামে কিছুটা বাম ঘেঁষা মাসিক পত্রিকা এই মর্মে একটা খবর ছাপাতে যাচ্ছে, আমেরিকান কলেজিয়ানদের পৃথিবীব্যাপী সম্মানিত গ্রুপ, ন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অনেক বছর ধরে এজেন্সির কাছ থেকে মোটা অঙ্কের বৃত্তি পেয়ে আসছিল। সিআইএ হেড কোয়ার্টার্স এইমাত্র হোয়াইট হাউজকে জানিয়েছে যে প্রাইভেট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ফাউন্ডেশন প্রভৃতির সাথে সিআইএ'র জড়িত থাকার প্রশ্ন নিয়ে বড় ধরনের বিক্ষোভ হতে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলীর সাথে সিআইএ'র জড়িয়ে পড়ার জন্য অপবাদ দেয়া হতে পারে এজেন্সিকে। দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে ইচ্ছেমত ব্যবহারের মাধ্যমে বিপদে ফেলার অভিযোগও উঠতে পারে। এ জন্য সম্ভবত প্রশাসনের ওপর আক্রমণ আসতে পারে।

খবর জানাজানি হওয়ামাত্র প্রেসিডেন্ট জনসন ঘোষণা করেন, স্টেট ডিপার্টমেন্টের দুই নাম্বার ব্যক্তিত্ব, নিক কাটজেনবাখ এ অভিযোগের সত্যতা পর্যালোচনা করে দেখার কাজে নেতৃত্ব দেবেন। রিজার্ড হেলমসই একমাত্র জানতেন ভেতরে ভেতরে কি চলছে। 'এলবিজে আমার ওপরেই এজেন্সির পোড়া বাদাম আগুন থেকে তুলে আনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।'

দি নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার জেমস রেসটন লক্ষ করেন সিআইএ'র সাথে নির্দিষ্ট কিছু অজ্ঞাতনামা রেডিও স্টেশনের, পাবলিকেশন্স ও লেবার ইউনিয়নেরও গোপন যোগাযোগ আছে এবং তা নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। সোজা কথায় সিআইএ'র দুই দশকের গোপন কাজের ওপর থেকে পর্দা সরে গেছে। রেডিও ফ্রি ইওরোপ, রেডিও লিবার্টি কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম এজেন্সির সৃষ্টি বলে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া আর যত প্রভাবশালী লিটল ম্যাগাজিন অ্যান্টি কমিউনিস্ট লিবারেল লেফট-এর তিলক কপালে নিয়ে প্রকাশিত ও ব্যাপকহারে প্রচারিত হয়েছে, যত সম্মানজনক, বহুল পরিচিত গ্রুপ; যেগুলো সিআইএ'র জন্য টাকা ও

মানুষ সরবরাহ করেছে, যেমন ফোর্ড ফাউন্ডেশন এবং এশিয়া ফাউন্ডেশন, সবগুলোই সিআইএ'র সাথে সংশ্লিষ্ট ডামি কর্পোরেশন ও ফ্রন্ট অর্গানাইজেশন। একটার পরিচয় ফাঁস হতেই বাকিগুলোর পরিচয়ও ফাঁস হয়ে গেছে।

এজেন্সির ইতিহাসে রেডিও স্টেশনগুলোই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী পলিটিকাল ওয়ারফেয়ার অপারেশন। সিআইএ সেগুলোর পিছনে প্রায় ৪শ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে, লৌহ যবনিকার ওপাশের যে মিলিয়ন মিলিয়ন শ্রোতা সেগুলোর অনুষ্ঠান শুনেছে, তারা প্রচারিত প্রতিটি শব্দ অনুমোদন করেছে। কিন্তু যখনই প্রমাণ হয়েছে সেগুলো সিআইএ'র ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করেছে, তখনই সমস্ত প্রচারণার আইনগত ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে।

সিআইএ একটা তাসের ঘর নির্মাণ করেছে, হেলমস জানতেন সে কথা। বিভিন্ন রেডিও ও ফাউন্ডেশনের প্রতি সিআইএ'র সমর্থন আর কিছু না, এজেন্সি পরিচালিত সবচেয়ে বড় কিছু কভার্ট প্রোগ্রাম ছিল। সেসবের মধ্যে সত্যিকারের ক্ল্যান্ডেস্টাইন বলে কিছু ছিল না। হেলমস দশ বছর আগে উইজনারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন গোপন ভর্তুকি খাত বাতিল করে দিতে এবং রেডিও পরিচালনার বিষয়টা স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওপর ছেড়ে দিতে। তারা প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে এ জন্য প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন বলে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তা আর করা হয়নি।

১৯৬১ সাল থেকে সেক্রেটারি অব স্টেট, ডিন রাস্ক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আসছিলেন যে সিআইএ'র সিন্দুক থেকে যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিভিন্ন ছাত্র গ্রুপ ও প্রাইভেট ফাউন্ডেশনে যায়, সে কাহিনী এখন ওপেন সিক্রেট। দেশে-বিদেশে, সবখানে মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এক বছর ধরে *র‍্যাম্পার্টস* এজেন্সির রেডারের আওতায় ছিল। সেটার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে হেলমস একটা মেমো পাঠিয়েছিলেন হোয়াইট হাউজের বিল মোয়ার্সকে।

যখন কভার্ট অ্যাকশন নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্ন উঠল, তখন দেখা গেল অবহেলার অপরাধে সিআইএ একাই দায়ী নয়। বছরের পর বছর হোয়াইট হাউজ, পেন্টাগন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট, সবাই সিআইএ'র ওপর নজরদারি করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির সময় উদ্বোধন করা কভার্ট অপারেশনের তিনশরও বেশি মেজর অপারেশন এর মধ্যে হয়ে গেছে, একমাত্র রিচার্ড হেলমস ছাড়া তখনকার ক্ষমতাসীনদের মধ্যে তেমন কেউ জানতই না তার বেশিরভাগের কথা।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক ইন্টেলিজেন্স অফিসার এ বিষয়ে ১৯৬৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রিপোর্ট করেন : 'কিছু নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম কিভাবে পরিচালিত হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানের অভাব ছিল আমাদের। তাছাড়া চলমান বিভিন্ন মেজর

প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমরা ঠিকমত পর্যালোচনাও করতাম না।'

সিআইএ'র ওপর নজর রাখার ও ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের পিছনে খরচ করার জন্য যে মেকানিজম সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেটা কাজ করছিল না। কখনও করেওনি। হোয়াইট হাউজ, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এবং কংগ্রেস, সবখানেই একটা ধারণা কাজ করছিল যে এজেন্সি নিয়ন্ত্রণের কিছুটা বাইরে চলে গেছে।

'তাদের মনে যা ছিল, তা হলো লোকটাকে হত্যা করা'

১৯৬৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট জনসন টেলিফোন করেন ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, রামসি ক্লার্ককে।

তার পাঁচ সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্ট ও সিন্ডিকেটেড কলামিস্ট ড্রিউ পিয়ারসন হোয়াইট হাউজে এক ঘণ্টা ধরে কিছু একটা নিয়ে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করেন। পিয়ারসনের কলামের নাম শুধু শুধু *ওয়াশিংটন-মেরি-গো রাউন্ড* ছিল না। পিয়ারসন সেদিন সিআইএ'র বিল হার্ভির ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মাফিয়া নেতা জন রোজেলির একটা গল্প বলে জনসনের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। রোজেলি ছিল সিনেটর রবার্ট এফ. কেনেডির জানের শত্রু।

'গল্পটা ছিল সিআইএ'র... কিউবার নেতা ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করার জন্য হত্যাকারী পাঠানো প্রসঙ্গে,' এলবিজে বলেন রামসি ক্লার্ককে। 'এটা অবিশ্বাস্য।' এ বিষয়ে তিনি যা শুনেছেন তা এরকম : তারা বে অব পিগস-এর ব্যর্থতার পর এ কাজে এক লোককে নিয়োগ করেছিল। তাকে আরও কয়েকজনের সাথে সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে আসা হয়। সেখানে এজেন্সির কর্তারা ও অ্যাটর্নি জেনারেল তাকে নির্দেশ দেন ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করার... বিষাক্ত পিল ছিল।'

এ কাহিনী লোকমুখে ঘুরতে থাকে। ঘটনার অপ্রকাশিত সমাপ্তি কেমন হতে পারে ভেবে প্রেসিডেন্ট জনসন রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন : ক্যাস্ট্রো ষড়যন্ত্রকারীদের ধরে ফেলে নির্যাতন চালান, তারা বাধ্য হয়ে সব কথা স্বীকার করে... এরপর ক্যাস্ট্রো বলেন, 'ওকে, সেসব নিয়ে আমরা পরে মাথা ঘামাব।'

তারপর অসওয়াল্ডসহ একটা বিশেষ দলকে তলব করেন ক্যাস্ট্রো। তাদেরকে নির্দেশ দেন, 'যাও। কাজ শেষ করে এসো।' কাজটা ছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডিকে হত্যা করা।

জনসন রামসি ক্লার্ককে নির্দেশ দেন সিআইএ, মাফিয়া এবং ববি কেনেডির সংযোগের বিষয়ে এফবিআই কি জানে, তা তদন্ত করে দেখতে। ৩ মার্চ প্রকাশিত পিয়ারসনের কলামের শিরোনাম ছিল : প্রেসিডেন্ট জনসন রাজনৈতিক হাউড্রোজেন

বোমার ওপরে বসে আছেন। একটা অনিশ্চিত সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়, সিনেটর রবার্ট কেনেডি অতীতে সম্ভবত একটা গুপ্তহত্যার প্লট অনুমোদন করেছিলেন যেটা দুর্ভাগ্যবশত তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাকফায়ার করে।'

রিপোর্টটা ববি কেনেডিকে ভীষণরকম ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। পরদিন রিচার্ড হেলমসের সাথে লাঞ্চ করেন তিনি। ক্যাস্ট্রোকে হত্যার বিষয়ে মাফিয়ার সাথে কেনেডির যোগাযোগ সম্পর্কিত যে একমাত্র মেমোটা সিআইএ'র কাছে ছিল, সেটা ববিকে দেখান ডিরেক্টর। দু'দিন পর এফবিআই নির্দেশমত প্রেসিডেন্টের জন্য এ সম্পর্কিত একটা রিপোর্ট লেখা শেষ করে। সেটার শিরোনাম ছিল : ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করতে কিউবায় হুডলাম পাঠানোর ইচ্ছা ছিল সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির। বিষয়টা স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত : সিআইএ ক্যাস্ট্রোকে হত্যার চেষ্টা করেছে। এজেন্সি এ কাজের জন্য মাফিয়া সদস্যদের ভাড়া করেছিল। এটা প্রমাণিত যে অ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডি এ বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বিষয়টা নিয়ে দুই সপ্তাহ চিন্তা-ভাবনার পর হেলমসকে নির্দেশ দেন ক্যাস্ট্রো, ট্রুজিল্লো ও দিয়েমের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্লটগুলো সম্পর্কে এজেন্সির একটা অফিশিয়াল তদন্ত করতে। এজেন্সির ইন্সপেক্টর জেনারেল জন ইয়ারম্যানকে কাজটা শুরু করার নির্দেশ দেন হেলমস। যারা এসব বিষয়ে জানত, ইয়ারম্যান তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে তলব করেন একজন একজন করে। এই তিন ঘটনা সম্পর্কে সিআইএ'র যত ফাইল ছিল, একে একে সব নিজের কাছে আনিয়ে নেন। তারপর একটা বিস্তারিত রিপোর্ট প্রস্তুত করেন ধীরেসুস্থে।

অন্যদিকে সেক্রেটারি অব স্টেট, ডিন রাস্ক স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইন্টেলিজেন্স বুরো চিফ, টম হিউজকে নির্দেশ দেন সিআইএ'র সমস্ত কভার্ট অপারেশন নিয়ে তার নিজের একটা স্বাধীন পর্যালোচনা তৈরি করতে। মে মাসের ৫ তারিখ নিজের ঝাড়বাতি জ্বলা অফিসে হিউজ ও কাটজেনবাখের সাথে বৈঠকে বসেন ডিন রাস্ক। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস প্রেসিডেন্ট সরাসরি বন্ধ করে দেবেন কি না, সেটাই ছিল তাদের সেদিনকার মূল বিবেচ্য বিষয়। হিউজের বিশ্বাস বিদেশী রাজনীতিকদের কিনে নেয়া, বিদেশে কু'র প্রতি সমর্থন জানানো এবং বিদেশী বিদ্রোহীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য পাঠানো ইত্যাদির কারণে আমেরিকান মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটতে পারে। তিনি প্রস্তাব দেন আমেরিকা কভার্ট অ্যাকশন ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনবে। এ কাজ করা হবে কেবল জাতীয় নিরাপত্তা বা জাতীয় স্বার্থের প্রতি হুমকি প্রতিহত করতে। ডিন রাস্ক বৈঠকের সিদ্ধান্তের কথা হেলমসকে জানান। হেলমস দ্বিমত পোষণ করেননি।

একই সপ্তাহে সিআইএ'র ইন্সপেক্টর জেনারেলের লেখা ১৩৩ পৃষ্ঠার খসড়া রিপোর্ট অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পড়েন তিনি। তাতে বলা হয় প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও স্বৈরশাসক ট্রুজিল্লো'র হত্যাকাণ্ডকে 'উৎসাহিত করলেও ঘটনাগুলো আমেরিকার

নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না।' কিন্তু সেটায় ক্যাস্ট্রোকে হত্যার ষড়যন্ত্রের বিষয়টার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এড়িয়ে যাওয়া হয়। বলা হয়, 'ক্যাস্ট্রোর ব্যাপারে এজেন্সির অফিসাররা কেনেডি প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলের প্রচণ্ড চাপে পড়ে কিছু করতে বাধ্য হয়েছেন, এ কথা আমরা জোর দিয়ে দাবি করতে পারি না।' সেটায় আরও বলা হয়, 'আমরা যাচাই করে দেখেছি লোকে ভাসা ভাসা বলে "ক্যাস্ট্রোর ব্যাপারে কিছু করা হয়েছে।" এতে মোটামুটি এটাই বোঝা যায় যে, 'তাদের মনে যা ছিল, তা হলো লোকটাকে হত্যা করা।'

কেনেডি বিষয়টা অনুমোদন করেছিলেন কি না, তা প্রকাশ করার জন্য জনসন সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে চাপ থাকলেও রিপোর্টে সে বিষয়টা চেপে যাওয়া হয়। এর জবাব যিনি দিতে পারতেন, সেই সিনেটর রবার্ট কেনেডি তখন আমেরিকান পতাকার অবমাননাকরীর জন্য ফেডারেল সাজার মাত্রা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বিল উপস্থাপনের কাজ কো-স্পনসরের কাজে ব্যস্ত। রিপোর্টে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের প্রধান যে ক'জন ছিলেন, তাদের সবাইকে জড়ানো হয়।

অ্যালেন ডালেস, রিচার্ড বিসেল, রিচার্ড হেলমস ও ডেসমন্ড ফিটজেরাল্ড, সবাইকে। তাদের সবার বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়। বিশেষ করে ডেসমন্ড ফিটজেরাল্ডের কাঁধে বেশিরকম দোষ চাপানো হয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, যে সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হন, সেই সপ্তাহে ফিটজেরাল্ড কিউবান এজেন্ট রোলান্ডো কুবেলাকে টেলিস্কোপসহ হাই-পাওয়ারড্ রাইফেল দেয়ার কথা বলেন এবং কুবেলা প্রতিজ্ঞা করেছিল ক্যাস্ট্রোকে সে খতম করবেই। ফিটজেরাল্ড যদিও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ অভিযোগ অস্বীকার করেন, কিন্তু তা কারও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি।

১০ মে ইন্সপেক্টর জেনারেলের রিপোর্টের ওপর হাতে লেখা নিজের একটা নোট ব্রিফকেসে ভরে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে যান হেলমস। সেদিন দু'জনের কি নিয়ে কথা হয়, জানামতে তার কোনো রেকর্ডের অস্তিত্ব নেই। ২৩ তারিখ সিনেটর রিচার্ড রাসেলের সিআইএ সাব-কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেন রিচার্ড হেলমস। এজেন্সির কাজ-কারবার সম্পর্কে বাইরের অন্য যে কারও চাইতে অনেক বেশি জানতেন সিনেটর রাসেল। ওয়াশিংটনের অন্য যে কারও চাইতে প্রেসিডেন্টের অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা প্রসঙ্গে হেলমসের কাছে জানতে চান, এজেন্সির 'সাবেক কর্মকর্তাদের মুখ বন্ধ রাখার সক্ষমতা সিআইএ'র আছে কি না।

প্রেসিডেন্ট জনসনের সাথে একান্ত আলোচনা সেরে হেলমস হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে যান এবং ইন্সপেক্টর জেনারেলের তৈরি রিপোর্টের প্রতিটা কাগজের টুকরো যাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়, তা নিশ্চিত করেন। একটামাত্র কপি বাকি ছিল, সেটা তিনি নিজের সেফে লক করে রেখেছিলেন। পরের ষাট বছর সেটা সেই সেফেই পড়ে

ছিল। কেউ স্পর্শও করেনি।

হেলমস খুব ভাল করেই জানতেন যে, যে সিআইএ অফিসার ক্যাস্ট্রো ষড়যন্ত্রের সমস্ত গোপন খবর জানতেন, তিনি হলেন বিপজ্জনক রকম অস্থিতিশীল চরিত্রের বিল হার্ভি। অতিরিক্ত মদ পান করার জন্য রোমের স্টেশন চিফের পদ থেকে কিছুদিন আগে তাকে বরখাস্ত করা হলেও নিয়মিত বেতন দেয়া হচ্ছে এবং তিনি হেড কোয়ার্টার্সের এ-করিডর সে-করিডর করে বেড়াচ্ছেন। ১৯৬৭ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে হেলমস তাঁর অফিসে ডেস ফিটজেরাল্ড ও জিম অ্যাংলিটনের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকের বিষয় ছিল হার্ভিকে নিয়ে কি করা যায়।

পরে তারা হার্ভিকে এমন কায়দা করে এজেন্সি থেকে বিদায় করে দেন, যাতে তার নিয়মিত অবসরে যেতে কোনোরকম বাধার মুখে পড়তে না হয়। এরপর একদিন সিআইএ'র সিকিউরিটি ডিরেক্টর, হাওয়ার্ড অসবর্ন লাঞ্চ করতে যান বিল হার্ভিকে নিয়ে। সেখানে কথায় কথায় টের পান এজেন্সি ও ডিরেক্টরকে কি অপরিসীম ঘৃণা করেন তিনি। বিল হার্ভির ইচ্ছা ছিল যদি তাকে কখনও কোণঠাসা করে ফেলা হয়, তাহলে দুটোকেই ব্ল্যাক মেইল করবেন।

মৃত্যুর আগে আরেকবার সিআইএ'র হেড কোয়ার্টার্সে উদয় হবেন তিনি।

'একজন মোহাচ্ছন্ন মানুষ'

হেলমসের পেশাদারী জীবনের ভয়াবহ বিপদ গেছে ১৯৬৭ সালের বসন্তকালে। সেবারের পুরোটা মওসুম এক নতুন, গুরুতর সঙ্কটের মুখোমুখি থাকতে হয় তাকে। গুপ্তহত্যার প্লট সম্পর্কিত শক্তিশালী টাইম বোমার মত ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সঙ্কট। সেটা হলো : তার সেরা অফিসারদের কয়েকজন জিম অ্যাংলিটনের ষড়যন্ত্র তত্ত্বের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

স্ট্যালিন পরবর্তী সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ পলিট বুরোতে পার্টি কংগ্রেসে দেয়া গোপন ভাষণে স্ট্যালিনের নীতির কড়া নিন্দা করেছিলেন। সেই ভাষণের টেপ ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এজেন্সির হাতে তুলে দিয়েছিলেন জিম অ্যাংলিটন। তাই এতদিন সিআইএতে সব সময় তিনি একটা বিশেষ মর্যাদা পেয়ে এসেছেন। ইসরাইল বিষয়ক সবকিছুর দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। এফবিআই'র সাথে সিআইএ'র লিয়াজোঁ রক্ষা করতেন তিনি, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রধানও ছিলেন তিনি। এজেন্সিতে মূলত কমিউনিস্ট প্রেনিট্রেশন ঠেকানোই ছিল পরেরটার কাজ। কিন্তু মস্কো পরিচালিত তথাকথিত 'মাস্টার প্লট' সম্পর্কে তাঁর যে দর্শন ছিল, তা এজেন্সির কেউ বিশ্বাস করত না।

রিচার্ড হেলমস সিআইএ'র ডিরেক্টর থাকার সময়কার এক গোপন ইতিহাস ডিক্লাসিফাই করা হয় ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেটায় অ্যাংলিটনের কাজের সঠিক ধারা সম্পর্কে জানা যায়।

> ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ অ্যাংলিটন এমন কিছু ধারণা পোষণ করতে থাকেন, যা সঠিক হলে আমেরিকার ভয়াবহ বিপদ ঘটতে পারত। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন একদল দক্ষ নেতা সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালনা করেন। পশ্চিমা দুনিয়ার প্রতি তাঁদের ঘৃণা আর বৈরীতা অপরিসীম, কৃপাহীন। আন্তর্জাতিক কমিউনিজম একশিলা স্তম্ভের মতই মজবুত আর দৃঢ় আছে। মস্কো আর বেইজিংয়ের মধ্যে বৈরীতার যে কথা শোনা যায়, তা স্রেফ ডিজইনফর্মেশন প্রচারণা। একটি 'সমন্বিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচারণায় লিপ্ত সমাজতান্ত্রিক ব্লক,' ১৯৬৬ সালে অ্যাংলিটন লিখেছেন, 'বিভক্তি, বিবর্তন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক বিপর্যয় (এবং) ভাল ও মন্দ কমিউনিজমের নানান ভুয়া গল্প ফেঁদেছে বিভ্রান্ত পশ্চিমা জগতের সামনে আয়নার উষর প্রান্তরের। এই কৌশলগত চাতুরির পরিকল্পনা যখন পশ্চিমা বিশ্বের ঐক্য ভাঙতে সফল হবে, তখন মস্কোর জন্য মুক্ত বিশ্বের দেশগুলোকে এক এক করে নিজের ঝোলায় ভরে নেয়া সহজ হবে। অ্যাংলিটনের দৃষ্টিতে একমাত্র পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো একে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখে এবং বড় ধরনের বিপর্যয় ঠেকাতে পারে। সোভিয়েতরা যেহেতু পশ্চিমের এ ধরনের প্রতিটি সার্ভিসে প্রেনিট্রেট করে বসে আছে, সেহেতু তাদের সভ্যতার ভাগ্য নির্ভর করে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এক্সপার্টদের হাতে।

অ্যাংলিটন অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন—'ঢিলাঢালা ও অসংলগ্ন চিন্তাধারার মানুষ, যার থিয়োরি সরকারি রেকর্ডের বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে তার তেমন গুরুত্ব থাকে না,' সিআইএ'র এক অফিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টে তার সম্পর্কে এ মন্তব্য করা হয়। তার ওপর আস্থা রাখার পরিণতি হয় ভয়াবহ।

তার নির্দেশে ১৯৬৭ সালের বসন্তেও পক্ষ ত্যাগকারী সোভিয়েত সিকিউরিটি অফিসার ইউরি নসেনকোর বেআইনী কারাভোগের শাস্তি অব্যাহত রাখা হয়। ওই সময় নসেনকোর বেআইনী কারাবাসের তিন বছর পুরো হয়ে গেছে। তাকে সিআইএ'র এক কারাগারে অমানবিক জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয় সে মস্কোর

পক্ষে গুপ্তচরগিরি করছে, এজেন্সির সোভিয়েত ডিভিশনের অফিসারদের এমন ভুল ধারণার কারণে। একরাশ মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। শুধু তা-ই নয়, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কর্তৃপক্ষ কোনো সোভিয়েত পক্ষ ত্যাগকারী বা রিক্রুট করা সে দেশের এজেন্টদের একটা কথাও বিশ্বাস করত না।

'এমনকি এজেন্সির বিশ্বস্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে পর্যন্ত দৈব-সংযোগ ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (সারকামস্টানশিয়াল এভিডেন্স) ভিত্তিতে নানান ঠুনকো অভিযোগে এনে তাদেরকে সন্দেহের তালিকায় ফেলা হত,' হেলমসের সময়কার সিআইএ'র গোপন ইতিহাসে এ কথা লেখা আছে। 'বিভিন্ন সোভিয়েত লক্ষ্যের বিরুদ্ধে চলমান সমস্ত অপারেশন বন্ধ করে দেয়া হয়, নতুন অপারেশনের অনুমোদন দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। পক্ষত্যাগকারী এবং দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সূত্রগুলোর সরবরাহ করা অনেক মূল্যবান খবর ভুয়া বলে অগ্রাহ্য করা হতে থাকে।'

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ভেতরে অ্যাংলিটনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গ্রুপ দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। 'শত্রুর ডিজইনফর্মেশনের ফাঁদে পা দেয়ার পরিবর্তে আমরা নিজেরাই বরং নিজেদেরকে বিভ্রান্ত করছিলাম,' একজন সিনিয়র সোভিয়েত ডিভিশন অফিসার, লিওনার্ড ম্যাককয় এক মেমোতে এ কথা লিখেছিলেন এবং সেটা হেলমসের প্রথম চোখে পড়ে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে। এই অফিসার পরে ডিরেক্টরকে জানান, 'অ্যাংলিটনিয়ান মাইন্ডসেট আমাদের সোভিয়েত বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে একেবারে স্থবির করে ফেলেছে।'

মে মাসে এজেন্সির অফিস অব সিকিউরিটি'র ডিরেক্টর, হাওয়ার্ড অসবর্ন রিচার্ড হেলমসকে বলেন, নসেনকো কেস একটি নৈতিক ও আইনগত বিভীষিকা। তার ওপর ভিত্তি করে হেলমস এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর, অ্যাডমিরাল রিউফাস টেইলরকে নসেনকো মামলার সমাপ্তি টানার চেষ্টা করতে বলেন। টেইলর তার জবাবে লেখা পাল্টা এক রিপোর্টে উল্লেখ করেন, নসেনকোর ডাবল এজেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই অসম্ভব। ডিরেক্টরের উচিত এখনই এজেন্সির সোভিয়েত ডিভিশন ভেঙেচুরে নতুনভাবে গঠন করা এবং বন্দিকে মুক্ত করে দেয়াসহ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে বাতাস দূষণমুক্ত করা।

এজেন্সির জন্য ভালো হবে, এমন কোনো ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট জিম অ্যাংলিটন বা তার স্টাফরা বলতে গেলে কখনও তৈরি করেনি। অ্যাংলিটন নিজেকেই তাঁর যাবতীয় কাজের একমাত্র 'কাস্টমার' ভাবতেন এবং নিজের কোনো সিদ্ধান্ত রিপোর্ট আকারে জমা দিতে চাইতেন না। তাঁর জন্য ইওরোপে এজেন্সির স্টেশন চিফরা অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনার শিকার হয়েছেন, মিত্র দেশগুলোর ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসকে অনুপযুক্ত ভাবা হয়েছে ও 'হেড কোয়ার্টার্সের কুয়োর পানি বিষাক্ত হয়েছে' অর্থাৎ পরিবেশ দূষিত হয়েছে। সবই হয়েছে, শুধু একটা জিনিস হয়নি—সোভিয়েত ডিভিশনে কোনোদিন, কোনোকালে মস্কোর চর ছিল, এরকম দাবির সমর্থনে তিনি

বা তাঁর স্টাফরা কখনও এক কণা প্রমাণও হাজির করতে পারেননি।

অ্যাডমিরাল টেইলরের কথামত হেলমস বিশ্বাস করতেন, 'অ্যাংলিটন মোহাচ্ছন্ন ছিলেন।' এ জন্য হেলমসের মনে খেদ থাকলেও অ্যাংলিটনকে তিনিও অনেক মূল্যবান ভাবতেন। অবশ্য তাঁকে সরিয়ে দেয়াটাও তাঁর জন্য কঠিন ছিল। কেননা ক্রুশ্চেভের গোপন ভাষণের টেপ এজেন্সির হাতে তুলে দিয়ে তিনি শুরুতেই যে আস্থার জায়গাটা দখল করে নিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁকে সরানো যে কারও জন্যই কঠিন হত। তাঁর সমস্ত অপরাধ ওই একটা টেপের ওজনের কাছে চাপা পড়ে যেত।

কাজেই তাঁর অনিষ্টকর ক্যারিয়ার এজেন্সির জন্য যতই ক্ষত আর হুজ্জত-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে থাকুক না কেন, হেলমস কখনও অ্যাংলিটনের বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি। কেন? প্রথমত, জিম অ্যাংলিটন যে দুই দশক কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাথা ছিলেন, তার মধ্যে কোনো বিশ্বাসঘাতক বা সোভিয়েত স্পাই সিআইএ'র ভেতরে পেনিট্রেট করতে পারেনি। এ জন্য হেলমস তাঁর প্রতি অসম্ভব কৃতজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয়ত, সঠিক সময়ে আরব-ইসরাইলের মধ্যেকার ৬ দিনব্যাপী ইয়ম কিপ্পুর যুদ্ধ সম্পর্কে হেলমসের করা ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্টের যে আকাশচুম্বী আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন, তার বেশিরভাগ কৃতিত্বই অ্যাংলিটনের।

ইসরাইল ১৯৬৭ সালের ৫ জুন মিশর, সিরিয়া এবং জর্ডানের ওপর একযোগে আক্রমণ চালায়। সিআইএ বিষয়টা টের পেয়েছিল। তার কিছুদিন আগে থেকে ইসরাইলীরা হোয়াইট হাউজ আর স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে আসছিল, তারা অনেক বড় বিপদের মধ্যে আছে। হেলমস এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট জনসনকে জানান, এটা তেল আভিভের হিসেবী পদক্ষেপ। আমেরিকার সামরিক সহায়তা আদায় করার জন্য নির্জলা মিথ্যা বলছে ইসরাইলীরা। ইসরাইল যে কোনো মুহূর্তে, যেকোনো জায়গায় আক্রমণ চালাবে এবং কয়েকদিনের মধ্যে জিতে যাবে। হেলমসের মুখ থেকে এমন সব খবর শুনে জনসন খুব আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

এই গোপন খবরের আসল সূত্র ছিলেন অ্যাংলিটন। ইসরাইলী ইন্টেলিজেন্স মোসাদের সর্বোচ্চ মহলে তাঁর যে সমস্ত বন্ধু ছিল, তাদের মুখ থেকে এ খবর পান তিনি। এবং সেটা তিনি গোপনে একমাত্র হেলমসকেই জানিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কথাই সত্যি হয়। 'এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যেতে জনসনের হোয়াইট হাউজে হেলমসের সম্মান এবং প্রভাব হাজারগুণ বেড়ে যায়,' সিআইএ'র ইতিহাসে লেখা আছে এ কথা। 'এর ফলে হেলমসের পদ যেমন পাকাপোক্ত হয়, তেমনি হয় জিম অ্যাংলিটনের পদও।'

সিআইএ'র টার্গেট 'বুল'স আই' ভেদ করতে পারায় এলবিজে সাঙ্ঘাতিক প্রভাবিত হন। হেলমস এজেন্সির ঐতিহাসিকদের সামনে অতীত স্মরণ করতে গিয়ে অত্যন্ত গর্বের সাথে জানান : সেই ঘটনার পরই প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন অনুধাবন

করেন 'তাঁর জীবনে ইন্টেলিজেন্স একটা ভূমিকা রেখেছে, এবং সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এবং সেবারই প্রথম প্রেসিডেন্ট সত্যি সত্যি টের পান, 'সবার না থাকলেও এইসব ইন্টেলিজেন্স ফেলোর অন্তর্দৃষ্টি সত্যিই আছে।'

প্রেসিডেন্টের টুইসডে লাঞ্চ নামে পরিচিত ওয়াশিংটনের সেরা লাঞ্চের টেবিলে হেলমসের জন্য আসনের বিশেষ ব্যবস্থা করেন জনসন। মঙ্গলবার সেই টেবিলে লাঞ্চ খেয়ে থাকেন সরকারের সর্বোচ্চ কাউন্সিল। রিচার্ড হেলমস যার নাম দিয়েছেন ম্যাজিক ইনার সার্কেল—সেক্রেটারি অব স্টেট, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স এবং জয়েন্ট চিফদের চেয়ারম্যান। পরের আঠারো মাস সপ্তাহে একবার করে এই অসাধারণ সম্মানে অভিসিক্ত হন সিআইএ'র ডিরেক্টর। আর এজেন্সি লাভ করে সিআইএ'র সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন ছিল তাই-প্রেসিডেন্টের সার্বক্ষণিক খবরদারী।

'প্রচুর পানির কল'

হেলমস সিআইএ'র যাবতীয় গোপন খবর দেশের ভেতরেই এজেন্সির নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইতেন। আশা করতেন এজেন্সির কারণে বিদেশে যেনকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। ওই সময় বিশ্বের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল, তাতে এজেন্সির অনেক কভার্ট অপারেশনই ছিল হাইড্রোজেন বোমার মত ভয়ঙ্কর।

১৯৬৭ সালের জুন মাসে ডেসমন্ড ফিটজেরাল্ডকে বিদেশের মাটিতে কভার্ট অপারেশনের সাথে জড়িত এজেন্সির প্রত্যেকের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে বলেন হেলমস। তাদেরকে ঘিরে যাতে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় থাকে তা নিশ্চিত করার এবং জানাজানি হয়ে যেতে পারে, এমন সব মিশন বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। কারণ নতুন কোনো স্ক্যান্ডাল বা এজেন্সির কাজে সাধারণ মানুষের নাক গলানোর মত ঘটনা সহ্য করার অবস্থা ছিল না সিআইএ'র। বোঝাটা বেশি ভারী হয়ে গিয়েছিল ফিটজেরাল্ডের জন্য, তাই কাজ শুরু করার পাঁচ সপ্তাহ পর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সাথে টেনিস খেলার সময় হার্ট অ্যাটাকে মারা যান তিনি। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের মতই—ছাপ্পান্ন বছর।

ফিটজেরাল্ডের শেষকৃত্যের পর হেলমস তার এক পুরনো বন্ধুকে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের নেতা নির্বাচিত করেন। নাম টমাস হারকিউলিস কারামেসিনেস। বন্ধুদের কাছে পরিচিত ছিলেন টম কে নামে। সিআইএ'র একজন চার্টার মেম্বার ও সাবেক এথেন্স স্টেশন চিফ। মেরুদণ্ডের প্রচণ্ড ব্যথায় প্রায় পঙ্গু ছিলেন মানুষটা। হেলমস আর তিনি ১৯৬৭ সালের পুরো গ্রীষ্ম ও বসন্তকাল ধরে সিআইএ'র বিশ্বব্যাপী চলমান প্রত্যেকটা কভার্ট অপারেশনের খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করেছেন। এজেন্সির কাছে বিশ্বের কোনো দেশই নিরপেক্ষ অঞ্চল ছিল না, তাই হেলমসের ইচ্ছে ছিল

এজেন্সি যেন গোটা বিশ্বে তার থাবা বিস্তার করতে পারে।

প্রেসিডেন্ট জনসনের অনুমোদন পেয়ে সিআইএ তখন একটা বেদনাদায়ক, চরম স্পর্শকাতর অপরেশন সবে শুরু করেছে সায়গনে। সেটার কোড নাম বাটার কাপ। এজেন্সি চেষ্টা করছিল উত্তর ভিয়েতনামের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা রাজনৈতিকভাবে বিচক্ষণ, সেইসব ভিয়েতকংদের রিক্রুট করে একটা শান্তি সন্ধানী মিশন গঠন করতে এবং একটা ক্ল্যান্ডেস্টাইন রেডিও ট্রান্সমিটারসহ তাদেরকে হ্যানয়ে ফেরত পাঠাতে। উদ্দেশ্য ছিল তারা আমেরিকার হয়ে শত্রুপক্ষের সর্বোচ্চ স্ত রের সাথে শান্তি আলোচনা চালাবে। কোনো লাভ হয়নি তাতে।

বেশ কিছু আমেরিকাপন্থি দেশে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে ওয়াশিংটন নিজেই সেগুলো চালাত। যেমন পানামায়। আশা ছিল একদিন সেইসব পার্টির নেতাদের মস্কো সফরের আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তারা গিয়ে মস্কোর ডকট্রিন সম্পর্কে জানতে পারবে। কিন্তু এর ফলে সিআইএ'র যে শিক্ষা হয়, তা হলো ক্রেমলিনে পেনিট্রেট করার আশা তাদের প্রায় নেই। হেলমস চেষ্টা করছিলেন সিআইএ'র সর্বপ্রথম ডিপ-কভার অফিসারদেরকে একত্রিত করতে। এই ক্যাডারের সদস্যরা ছিল এক কথায় স্পাই—ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টবিহীন। আন্তর্জাতিক আইনজীবী অথবা ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যান হিসেবে কাজ করত তারা। প্রোগ্রামের কোড নাম ছিল গ্লোব। প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ গ্লোবকে কার্যকর করার চেষ্টা চলে, কিন্তু ততদিনে তাদের সংখ্যা কমে এক ডজন বা তার কিছু বেশিতে ঠেকেছে।

ভালো একটা অপারেশন খাড়া করতে বছরের পর বছর লাগে। এ বিষয়ে হেলমস একবার বলেন : 'আগে আপনাকে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। তারপর কাজের লোক জোগাড় করতে হবে। এবং অপারেশন সফল করতে হলে সেই কাঠামোতে প্রচুর পানির কল বসাতে হবে।'

কিন্তু ধৈর্য, আদাজল খেয়ে লেগে থাকা, টাকা এবং চাতুরী, কমিউনিজমের সাথে লড়াই করার জন্য এসব যথেষ্ট ছিল না। সে জন্য প্রয়োজন ছিল আমেরিকার বন্ধু দেশগুলোর শাসকদের এবং তাদের সিআইএ'র ট্রেইনিং পাওয়া সিক্রেট পুলিশ ও প্যারামিলিটারি বাহিনীর হাতে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার তুলে দেয়ার। ওভারসিজ ইন্টারনাল সিকিউরিটি প্রোগ্রাম নামে ওয়ান-সাইজ-ফিটস্-অল বা 'সকল কাজের কাজী' জাতীয় একটা পরিকল্পনা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার। পেন্টাগন ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় সিআইএ পরিচালনা করত সে মিশন। সেটার মেনিফেস্টো লিখেছিলেন এজেন্সির সিউল স্টেশনের বিশ্বস্ত আর্টিস্ট এবং গুয়াতেমালার অপারেশন সাকসেস-এর ফিল্ড কমান্ডার, আল হ্যানি।

হ্যানির প্রস্তাব ছিল তৃতীয় বিশ্বের মিত্র দেশগুলোর হাতে পর্যাপ্ত অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের মাধ্যমে আমেরিকার বিশ্বব্যাপী পুলিশি ব্যবস্থা কায়েম করার। 'ওয়াশিংটন কিছু অগণতান্ত্রিক সরকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত ঋণ দিয়ে থাকে, এটা

নীতিগতভাবে ঠিক নয়,' বলেন তিনি। 'এটা তাদেরকে ক্ষমতায় পাকাপোক্তভাবে গেড়ে বসার কাজে সাহায্য করে। তবে আমেরিকা এমন কোনো পদক্ষেপও নিতে পারে না যাতে মুক্ত বিশ্বের যে সমস্ত দেশ আমাদের আদর্শের সাথে তাল রেখে চলে, শুধু তাদেরকেই সহায়তা দেবে এবং বাদবাকি রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সামরিক জান্তা উৎখাত করবে। তাতে সে নিজেকেই নিঃসঙ্গ করে তুলবে।'

আইজেনহাওয়ারের ওভারসিজ ইন্টারনাল সিকিউরিটি প্রোগ্রামের অধীনে পঁচিশটি দেশের মোট ৭,৭১,২১৭ জন মিলিটারি ও পুলিশ অফিসারকে ট্রেইনিং দেয় আমেরিকা। যেসব দেশে সিআইএ কভার্ট অ্যাকশন চালিয়েছে, ট্রেইনিংপ্রাপ্তরা ছিল সেইসব দেশের। এছাড়া কম্বোডিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, ইরান, ইরাক, লাওস, পেরু, ফিলিপিনস, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর থাইল্যান্ডের সিক্রেট পুলিশ বাহিনী গড়ে দেয় আমেরিকা। এই দেশগুলোর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ বাহিনী স্থানীয় সিআইএ স্টেশনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলত। পানামায় একটা ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমি এবং টেক্সাসের লস ফ্রেসনস্-এ একটি 'বম্ব স্কুলও' প্রতিষ্ঠা করে সিআইএ। সেখানে সেন্ট্রাল ও দক্ষিণ আমেরিকান অফিসারদের ট্রেইনিং দেয়া হত। এল সালভাদর ও হন্ডুরাসের ভবিষ্যৎ ডেথ স্কোয়াডের হোতাদের প্রায় সবাই সেখান থেকেই গ্রাজুয়েশন করে।

কখনও কখনও তাদের ক্লাসরুম থেকে টর্চার চেম্বারের দূরত্ব থাকত মাত্র কয়েক কদমের। সিআইএ'র আইজেনহাওয়ার ও কেনেডির সময়কার চিফ অব দ্য ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেট রবার্ট অ্যামরি বলেন, 'সিআইএ'র বিচরণক্ষেত্র ছিল বিপজ্জনক। তারা গেস্টাপো ধরনের নির্যাতনী ট্যাকটিকসও শেখাত।'

১৯৬০-এর দশকে সিআইএ'র কাজের পরিধি ল্যাটিন আমেরিকায় নাটকীয়ভাবে প্রসারিত হয়ে পড়ে। 'ক্যাস্ট্রো ছিল এর একমাত্র কারণ,' বলেছেন টম পোলগার, সিআইএ'র বার্লিন বেজ ভ্যাটেরান। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ল্যাটিন আমেরিকান ডিভিশনের চিফ অব ফরেইন ইন্টেলিজেন্স স্টাফের দায়িত্বও পালন করেন তিনি। 'সিআইএ ও ল্যাটিন আমেরিকার আমেরিকাপন্থি দেশগুলোর একটাই ভয় ছিল, সেটা হলো ফিদেল ক্যাস্ট্রো।'

পোলগার বলেন, 'আমার মিশন ছিল ল্যাটিন আমেরিকান স্টেশনগুলোর মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবা সম্পর্কে ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করা। এ ধরনের কাজে সফল হতে হলে প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল সরকারের, যেগুলো আমেরিকান সরকারকে সহযোগিতা করবে।'

সিআইএ এগারোটা ল্যাটিন আমেরিকান দেশের নেতাদের সহযোগিতা করত। দেশগুলো হচ্ছে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, দি ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, গুয়াতেমালা, গিয়ানা, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া, পেরু ও ভেনিজুয়েলা।

বন্ধুভাবাপন্ন কোনো সরকার ক্ষমতায় বসলে তাদের ওপর পাঁচ উপায়ে প্রভাব বিস্তার করত সিআইএ'র স্টেশন চিফ। 'সে তখন তাদের ফরেইন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস হয়ে যেত,' বলেন পোলগার। 'বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা থাকত না। তাই সপ্তাহে একবার করে সিআইএ স্টেশন চিফকে ব্রিফিং করতে হত তাদের। তাদের যা যা প্রয়োজন, তা মেটাতে হত। নগদ টাকা পেলে তার সবাই খুশি হত। এছাড়া অস্ত্র আর ট্রেইনিং তো আছেই। তার সাথে বিনা খরচায় ফোর্ট ব্র্যাগ বা ওয়াশিংটনে বেড়ানোর রাজকীয় সুযোগ-সুবিধাও ছিল।'

ল্যাটিন আমেরিকার সামরিক জান্তারা ওয়াশিংটনের জন্য সুবিধাজনক ছিল। রাজনৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা সামাল দিতে একমাত্র তারাই ছিল সক্ষম। ওইসব দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ছিল যথেষ্ট ভাল।

কেনেডির শুরু করে যাওয়া কাউন্টার ইনসার্জেন্সি মিশনসমূহ লিন্ডন বি. জনসনের আমলে যেখানে যেখানে আইকির ইন্টারনাল সিকিউরিটি প্রোগ্রামের প্রসার ঘটেছিল, সেসব জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে। ওই সময় সিআইএ'র মিলিটারি ও রাজনৈতিক মিত্রের সংখ্যাও বেশ বেড়ে যায়। দুই উপমহাদেশে সতর্কতার সাথে রোপণ করা একনায়কদের সহায়তায় সিআইএ ১৯৬৭ সালে তার স্নায়ু যুদ্ধের সময়কার সবচেয়ে বড় বিজয় অর্জন করে বিপ্লবী চে গেভারাকে শিকার করার মাধ্যমে।

'তোমরা একজন মানুষকে হত্যা করছ'

কিউবান বিপ্লবে অংশ নেয়া সৈনিক ও স্পাইদের কাছে চে গেভারা ছিলেন জীবন্ত প্রতীকের মত। তাদের অনেকে পরে সুদূর কঙ্গোর আউটপোস্টেও দায়িত্ব পালন করে, যেখানে লৌহমানব জোসেফ মবুতুর ক্ষমতা সিমবা নামের অখ্যাত এক বিদ্রোহী শক্তির হুমকির মুখে পড়েছিল। ১৯৬৪ সালে সিমবা যোদ্ধারাই স্ট্যানলিভিল থেকে সিআইএ'র ঘাঁটি প্রধানকে অপহরণ করেছিল।

কঙ্গো ছিল স্নায়ু যুদ্ধের ককপিট। আর জোসেফ মবুতু ও সিআইএ ছিল পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী। কঙ্গোতে গ্যারি গুজেনস ছিল সিআইএ'র তিন নাম্বার ব্যক্তি। ওই অঞ্চলে একটা নতুন, শক্তিশালী বাহিনী গঠন করার প্রস্তাব দেন তিনি। যেটার কাজ হবে আফ্রিকা মহাদেশে সোভিয়েত ও কিউবান প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

'মবুতু আমাকে একটা বাড়ি, সাতজন অফিসার আর ছয়টা ফোকসওয়াগেন গাড়ি দেয়। আর আমি তার অফিসারদের শেখাই কিভাবে সার্ভেইল্যান্স বা কারও ওপর নজরদারী করতে হয়,' বলেন গ্যারি গুজেনস। 'এরপর আমরা একটা কঙ্গোলিজ

সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করি যেটা সিআইএ'র কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। আমরাই সেটাকে নির্দেশ দিতাম, পরিচালনা করতাম। এক সময় প্রেসিডেন্টের সুনজর পড়ে সেটার কর্মাকাণ্ডের ওপর এবং তিনি সার্ভিসের যাবতীয় অপারেশনাল খরচাদী সরকারি খাত থেকে মেটানোর ব্যবস্থা করেন। আমি সে টাকা নিয়ে মবুতুর হাতে তুলে দিতাম।'

মবুতু যখন যা খুশি চাইত এবং সিআইএ সেসব সরবরাহ করত—নগদ টাকা, অস্ত্রশস্ত্র, প্লেন, পাইলট, একজন ব্যক্তিগত চিকিৎসক, ওয়াশিংটনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যম, সবকিছু। ওই সময়ের মধ্যে সিআইএ আফ্রিকার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে নিজেদের বেজ, স্টেশন ইত্যাদি তৈরি করে নেয়।

স্নায়ু যুদ্ধের সময় আফ্রিকার লেক ট্যাঙ্গানিকার পশ্চিম তীরে চে'র বাহিনী এবং সিআইএ ও তার কিউবান সহযোগীরা এক বিখ্যাত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। জায়গাটা ছিল আফ্রিকার প্রাণকেন্দ্রে। রিকয়েললেস রাইফেল আর যুদ্ধ বিমানের বলে বলীয়ান হয়ে এজেন্সির বাহিনী নিয়ে চে'র কয়েক হাজার সিমবা ও শ'খানেক কিউবান সৈন্য বাহিনীর ওপর হামলা চালায়। আক্রান্ত হওয়ার পর ক্যাস্ট্রোর পক্ষ থেকে চে'র উদ্দেশে নির্দেশ আসে : সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া এড়িয়ে চলো (*el jefe maximo*)।

ফলে চে অপমানজনক রিট্রিটে বাধ্য হন। পিছু হটে আটলান্টিক পাড়ি দেন এই বিপ্লবী। ইচ্ছে ছিল ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেবেন। একদিন বলিভিয়ায় পৌছান তিনি সদলবলে। দুর্গম পর্বতে আরোহণ করেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সিআইএ'র চোখে ধরা পড়ে যান। ওই সময় হতদরিদ্র বলিভিয়ার শাসক ছিল ক্ষমতা জবর দখলকারী দক্ষিণপন্থি এক জেনারেল, রেনে বেরিয়েনটোস। জবর দখল সম্পন্ন করতে সিআইএ তাকে এক মিলিয়ন ডলারেরও বেশি দিয়েছিল। এজেন্সির ভাষায় সে টাকা খরচ হয় 'অনুপ্রাণিত করার' পিছনে, যাতে দেশটিতে আমেরিকার প্রতি অনুগত একটি স্থিতিশীল সরকার গঠন করা যায়। জেনারেল বেশ সাফল্যের সাথেই তার দায়িত্ব পালন করেন, প্রতিপক্ষ শক্তিগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে ক্ষমতা দখল করেন।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ল্যাটিন আমেরিকা ডিভিশনের চিফ বিল ব্রোই এ প্রসঙ্গে সন্তুষ্টির সাথে হেলমসকে লিখেছিলেন : '৩ জুলাই (১৯৬৬) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রেনে বেরিয়েনটোস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই নতুন অ্যাকশন তার জন্য আরেক সাফল্য বয়ে এনেছে।' সিআইএ তার বেরিয়েনটোস ফাইল হোয়াইট হাউজে পাঠিয়ে দেয়। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর ওয়াল্ট রসটো সেটা প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দিয়ে বলেন : 'আগামী ২০ তারিখ বুধবার জেনারেল বেরিয়েনটোসের সাথে লাঞ্চ করার সময় সে আপনাকে কেন ধন্যবাদ জানাবে, এটায় তার ব্যাখ্যা আছে।'

১৯৬৭ সালের এপ্রিলে বেরিয়েনটোস লা পাজ'র আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, ডগলাস হেন্ডারসনকে জানান তার কিছু অফিসার বলিভিয়ার দুর্গম পর্বতে চে গেভারাকে ট্র্যাক করেছে। হেন্ডারসন সেই সপ্তাহেই ওয়াশিংটন যাচ্ছিলেন। সেখানে পৌঁছে খবরটা

ডেসমন্ড ফিটজেরাল্ডকে জানান তিনি। জবাবে ফিটজেরাল্ড বলেন : 'ওটা চে হতে পারে না। আমাদের ধারণা লোকটা ডোমিনিকান রিপাবলিকে মারা গেছে।' তারপরও সিআইএ বে অব পিগস-এর দুই ভ্যাটেরানকে পাঠায় আমেরিকায় প্রশিক্ষণ পাওয়া বলিভিয়ান রেঞ্জারদের দলে যোগ দিতে, যারা চে'র পিছনে লেগে ছিল।

সিআইএ'র কিউবান যোদ্ধাদের মধ্যে একজন ছিল ফেলিক্স রডরিগেজ। বলিভিয়া থেকে অনেক রিপোর্ট পাঠিয়েছিল সে, যেগুলো ২০০৪ সালে ডিক্লাসিফাইড করা হয়। পাহাড়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ এবং চে'র আটক হওয়া সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা কল্প-কাহিনীর বিপরীতে রডরিগেজের সেই রিপোর্টগুলোই ছিল আসল ঘটনা চাক্ষুস করা একমাত্র সাক্ষীর রেকর্ড। হিগুয়েরাস গ্রাম থেকে লা পাজ'র সিআইএ স্টেশন চিফ, জন টিলটনকে রেডিও মেসেজ পাঠাত রডরিগেজ। টিলটন সে মেসেজ রিলে করত বিল ব্রোই ও হেড কোয়ার্টার্সের টম পোলগারকে। এরপর সে রিপোর্ট যেত হেলমসের টেবিলে, এবং সেখান থেকে হোয়াইট হাউজে।

১৯৬৭ সালের ৮ অক্টোবর বলিভিয়ান রেঞ্জারদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধের পর ধরা পড়েন চে গেভারা। দক্ষিণ আমেরিকায় তাঁর আরেক ভিয়েতনাম সৃষ্টির স্বপ্ন বাষ্প হয়ে উবে যায় বলিভিয়ান হাইল্যান্ডের পাতলা বাতাসে। যুদ্ধে এক পায়ে কিছুটা আঘাত পান তিনি, নইলে পুরোপুরি সুস্থই ছিলেন। ঘটনাস্থলের কাছের এক ছোটো স্কুল ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে রডরিগেজ জানতে পারে, লা পাজ'র বলিভিয়ান হাই কমান্ড পরদিন চে গেভারার ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

ওই সময় রডরিগেজ রিপোর্ট করে : 'আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কাজটা অত্যন্ত কঠিন।'

পরদিন সকালে চে'র জবানবন্দী নেয়ার চেষ্টা করে রডরিগেজ। স্কুলের মেঝেতে দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিলেন নন্দিত বিপ্লবী। হাত ও পায়ের গোড়ালি মজবুত করে বাঁধা। পাশেই পড়ে আছে দুই কিউবান সহযোদ্ধার মৃতদেহ। কঙ্গোর লড়াই আর কিউবান বিপ্লব নিয়ে কথা হয় তাদের মধ্যে। চে কথা প্রসঙ্গে রডরিগেজকে জানান, ক্যাস্ট্রো যে সব রাজনৈতিক শত্রু হত্যা করেছেন, তাদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি হবে না। অবশ্য বে অব পিগস বা ওই জাতীয় সশস্ত্র সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা বাদে। রডরিগেজের ভাষ্য অনুযায়ী 'তারপর নিজের বর্তমান অবস্থার কথা মনে পড়তে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসেছিলেন চে।'

রডরিগেজ লিখেছেন : চে ধরা পড়ায় গেরিলা আন্দোলন মারাত্মক এক ঝাঁকি খায়... চে দাবি করেন, এক সময় না এক সময় তাঁর আদর্শের জয় হবেই। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে পালিয়ে যাওয়ার এক্সফিলট্রেশন রুট ঠিক না করেই বলিভিয়ায় ঢুকেছিলেন তিনি। এতে বোঝা যায় জয় বা পরাজয় যেটাই হোক, মেনে নেবেন বলেই এ দেশে পা রেখেছিলেন চে।'

১১:৫০ মিনিটে হাই কমান্ডের নির্দেশ আসে তাকে মেরে ফেলার। 'এক ঝাঁক

গুলি বর্ষণের মধ্যে দিয়ে দুপুর ১:১৫ মিনিটের সময় চে'র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।' এরপর টিলটনকে শেষ রেডিও মেসেজ পাঠায় রডরিগেজ : 'গেভারার শেষ কথা ছিল : "আমার স্ত্রীকে বলবে সে যেন আবার বিয়ে করে। আর ফিদেলকে বলবে, দক্ষিণ আমেরিকার মাটিতেই আবার একদিন বিপ্লবের সূর্য উঠবে।"'

হত্যাকারীদের উদ্দেশে চে'র শেষ কথা ছিল : 'মনে রেখো, তোমরা একজন মানুষকে হত্যা করছ।'

চে'র মৃত্যু সম্পর্কে টিলটন হেড কোয়ার্টার্সকে যখন নিশ্চিত করে, তখন সেখানে ডিউটি অফিসার ছিল টম পোলগার। সে প্রশ্ন করে : 'চে'র ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাঠাতে পারেন?'

'আমি আঙুল পাঠিয়ে দিতে পারি,' জবাব টিলটনের। 'হত্যাকারীরা চে'র হাত কেটে নিয়েছে।'

'অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে'

মিশন পরিচালনায় নানামুখী ভুল-ভ্রান্তির কারণে আনন্দে উল্লসিত হওয়ার মত সুযোগ হেলমস ও তাঁর অফিসারদের ভাগ্যে খুব কমই জুটত। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মিশর ডেস্ক একবার নিকট প্রাচ্যের নতুন অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট, লিউক ব্যাটেলকে মেসেজ পাঠায় : 'সিআইএ আবারও বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে।'

সেটা হলো মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের অভিযোগ তুলেছেন, সিআইএ তাঁর সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করছে। এটা একেবারে নতুন ছিল না এবং নাসের তা অকারণেও করেননি। 'সিআইএ'র ধারণা ছিল এ ধরনের অভিযোগ কার্পেটের তলায় গুঁজে রাখা যাবে,' ব্যাটেলকে পাঠানো বার্তায় উল্লেখ করা হয়। 'এরকম ঘটতে দেয়া উচিত হবে না।'

ব্যাটেল জানতেন মিশরে সিআইএ'র কর্মকাণ্ড ছিল আরোপিত বা চাপিয়ে দেয়া। অতীতে তিনি কায়রোতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তখন এজেন্সির এক অসতর্ক কেস অফিসার ফাঁস করে দেয় যে কায়রোর একটি নামকরা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, মুস্তাফা আমিনের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমিন ছিলেন প্রেসিডেন্ট নাসেরের ঘনিষ্ঠ। আমেরিকার অনুকূলে খবর ছাপানো এবং নাসেরের খবরাখবরের বিনিময়ে সিআইএ তাকে মোটা টাকা দিত। আমিনের সাথে এজেন্সির সম্পর্কের প্রশ্নে কায়রো স্টেশন চিফ ব্যাটেলকে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন।

ব্যাটেল বলেন, 'সিআইএ'র কাছ থেকে নিয়মিত টাকা পেত আমিন। ব্রুস ওডেল (কেস অফিসার) মুস্তাফা আমিনের সাথে নিয়মিত বৈঠক করত। আমাকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে মিশরে টাকা-পয়সা লেনদেনের কোনো ঘটনা ঘটছে না,

কিন্তু আমিনকে গ্রেফতারের সময় এ ধরনের একটা ছবি দেখানো হয়।' এ ঘটনা সারা বিশ্বে নিউজ হেড লাইন হয় এবং কূটনীতিকের ছদ্মাবরণে কাজ করা ওডেলকে সেই লেনদেনের হোতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আমিনকে গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে গ্রেফতার এবং নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর নয় বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

হেলমস সিআইএ'র ভেতরে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস ছিল এজেন্সির ২০তম জন্মবার্ষিকী। হেলমসের আশা ছিল ওইদিন প্রেসিডেন্ট জনসন ভার্জিনিয়ার ল্যাংলিতে এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্সে আসবেন এবং কর্মীদের সামবেশে ভাষণ দেবেন। কিন্তু এলবিজে কখনই সেখানে যাননি। তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট হামফ্রেকে পাঠিয়ে দেন। হামফ্রে সেখানে যে ভাষণ দেন, তা সবার মনমত হয়। তিনি বলেন, 'আপনাদেরকে সমালোচনার শিকার হতে হবে। তাদের সমালোচনা কখনও হয় না, যারা কোনো কাজ করে না। তাই আমি কখনও এজেন্সিকে বেকার দেখতে চাই না।'

সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখ কভার্ট অ্যাকশনের জন্য নতুন গাইড লাইন তৈরি করেন হেলমস এবং এজেন্সির প্রতিটা স্টেশনে পাঠিয়ে দেন। সিআইএ'র ইতিহাসে সেবারই প্রথমবারের মত প্রতিটা স্টেশন চিফ ও তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভুল করে বসার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়। 'রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর প্রতিটা প্রকল্প ভালমত পর্যালোচনা করে নিন,' বলা হয় তাতে। 'কভার্ট অ্যাকশনের সাথে জড়িত পে রোলের আওতাভুক্ত সমস্ত বিদেশী রাজনীতিক; সে সরকারি দলের বা বিরোধী দলেরই হোক অথবা নির্দিষ্ট কোনো সামরিক অফিসার হোক, সবার পরিচয় বিস্তারিত জানাতে হবে হেড কোয়ার্টার্সকে। রিপোর্ট করার মত নয়, এমন ক্ষুদ্র অঙ্কের টাকা কভার্ট অ্যাকশনের পিছনে খরচ করা যাবে না। আমাদের অবশ্য বিবেচ্য হতে হবে এজেন্সির কর্মকাণ্ডের সাথে রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতা এবং ইউ.এস ফরেন পলিসির সাথে সম্পৃক্ততার গভীরতা।'

এরপর থেকে বিদেশী এজেন্ট, তৃতীয় শ্রেণীর খবরের কাগজ, নিজেদের পরিচালিত রাজনৈতিক দলসহ অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে সিআইএ'র স্রোতের মত টাকা পাঠানোর প্রবণতা কমতে কমতে প্রায় থেমে যায়। পশ্চিম ইওরোপে যে সমস্ত বড় বড় রাজনৈতিক ওয়ারফেয়ার অপারেশন চালু ছিল, সেগুলোর সংখ্যা একেবারে কমে আসে। সিআইএ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তপ্ত যুদ্ধক্ষেত্র আর মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার শীতল যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর।

কিন্তু আমেরিকাতেও তখন একটা নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। রিচার্ড হেলমসকে আমেরিকানদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করার দায়িত্ব দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। সেটা ছিল রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে স্পর্শকাতর অপারেশন।

'বিদেশী কমিউনিস্টদের খুঁজে বের করো'

প্রেসিডেন্ট জনসনের ভয় ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন তাঁকে হোয়াইট হাউস ছাড়া করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই করল সেই কাজটি।

১৯৬৭ সালের অক্টোবরে অল্প কয়েকজন সিআইএ বিশ্লেষক প্রথমবারের মত ওয়াশিংটনে যুদ্ধবিরোধী মিছিলে অংশ নেয়। যারা সেই মিছিলে ছিল, প্রেসিডেন্ট তাদেরকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে দেখতে থাকেন। তিনি ভাবতেন সে আন্দোলনের পিছনে টাকা ঢালছে মস্কো আর বেইজিং। এর প্রমাণ চাইছিলেন প্রেসিডেন্ট, রিচার্ড হেলমসকে তা হাজির করার নির্দেশও দেন তিনি।

হেলমস প্রেসিডেন্টকে মনে করিয়ে দেন আমেরিকানদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করার ক্ষেত্রে সিআইএ'র আইনগত বাধা আছে। জবাবে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁকে বলেছেন, 'আমি সে বিষয়ে সচেতন আছি। তারপরও আমি চাই আপনি বিষয়টার পিছনে লেগে থাকুন। কারণ যেসব বিদেশী কমিউনিস্ট আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনধিকার নাক গলাচ্ছে, তাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন।'

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নির্দেশ পেয়ে সিআইএ'র পরিচালক সরাসরি আইন ভাঙেন এবং পার্ট টাইম গুপ্ত পুলিশ বাহিনী প্রধানে পরিণত হন। সিআইএ একটা অভ্যন্তরীণ সার্ভেইল্যান্স অপারেশন হাতে নেয়, কোড নাম ছিল 'ক্যাওয়াস'। প্রায় সাত বছর চলে সে অপারেশন। আমেরিকান নাগরিকদের ওপর গোয়েন্দাগিরি চালানোর জন্য হেলমস নতুন একটা স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপের সৃষ্টি করেন এবং সেটাকে সুকৌশলে অ্যাংলিটনের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বাহিনীর আস্তিনে গুঁজে রাখেন। এগারোজন সিআইএ অফিসার সাধারণ আমেরিকানদের মত লম্বা চুল রাখতে শুরু করেন, নিউ লেফটদের সাঙ্কেতিক ভাষা শেখেন এবং আমেরিকা ও ইওরোপের বিভিন্ন শান্তিবাদী দলে ইনফিলট্রেট করতে থাকেন। এজেন্সি একটা কম্পিউটার ইনডেক্স তৈরি করে যাতে ৩ লক্ষ আমেরিকানের নাম ও সংস্থার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একই সাথে তৈরি করা হয় ৭ হাজার ২শ নাগরিক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত ফাইল। এই স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ সারা আমেরিকায়

পুলিশের সহায়তায় গোপনে কাজ শুরু করে। কিন্তু চরম বাম ও যুদ্ধের মূলধারার বিরোধীদের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজনরেখা টানতে ব্যর্থ হয়ে শান্তি আন্দোলনে জড়িত সব বড় বড় সংগঠনের ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করে। হেলমস ও সেক্রেটারি অব ডিফেন্সের মাধ্যমে প্রচার হওয়া প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি তার সুবিশাল আড়িপাতার ক্ষমতাকে আমেরিকান নাগরিকদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়।

প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের কনজার্ভেটিভদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শান্তি পূর্ণভাবে যুদ্ধের প্রতিবাদকারী ও জাতিগত (সাদা-কালো) দাঙ্গার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। আমেরিকা প্রবল ঝড়ের কবলে পড়া নৌযানের মতো হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা চাইছিলেন সিআইএ প্রমাণ করুক এসবের পিছনের চালিকাশক্তি হচ্ছে কমিউনিস্টরা। তাদের ইচ্ছা পূরণে সিআইএ যথাসাধ্য চেষ্টাও করে।

১৯৬৭ সালে আমেরিকার প্রতিটা ঘেটো (অতীতে সংখ্যালঘু বা সুবিধাবঞ্চিতদের বসবাসের নির্দিষ্ট পাড়া বা মহল্লা) একেকটা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়, ৭৫ টা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দাঙ্গা জাতিকে ভীষণরকম বিপর্যস্ত করে তোলে। মারা যায় ৮৮ জন, আহত হয় ১,৩৯৭ জন, গ্রেফতার করা হয় ১৬,৩৮৯ জনকে, অভিযুক্ত হয় ২,১৫৭ জন এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৬৬৪.৫ মিলিয়ন ডলার। ডেট্রয়েটে ৪৩ জন নিহত হয়, নিউআর্কে ২৬ জন। ওদিকে নিউ ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলিস, সান ফ্রান্সিসকো, বোস্টন, সিনসিনাটি, ডেটন, ক্লিভল্যান্ড, ইয়ংসটাউন, টলেডো, পিওরিয়া, দেস মোইনস, উইচিটা, বার্মিংহ্যাম এবং টামপার রাস্তায় রাস্তায় ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত মানুষ তাণ্ডবে জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠছে টের পেয়ে আরকানসো'র ডেমোক্র্যাট ও তদন্ত বিষয়ক সিনেট স্থায়ী সাব-কমিটির চেয়ারম্যান, সিনেটর জন ম্যাকক্লিলান চিঠি লেখেন এজেন্সি'র ডিরেক্টর হেলমসের কাছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশজুড়ে জাতিগত দাঙ্গা সৃষ্টির পিছনে যে কালোদেরকে উসকে দিয়েছে বলা হচ্ছে, সে বিষয়ে জানতে চান।

ম্যাকক্লিলান বলেন, 'মস্কো আফ্রিকার ঘানায় কালোদের জন্য একটা এসপিওনাজ বা স্যাবোটাজ স্কুল খুলেছে,' এবং আমেরিকানরাই সেখানে ইন্সট্রাক্টরের দায়িত্ব পালন করে। 'এই ইন্সট্রাক্টররা ক্যালিফোর্নিয়ার কোথাও থেকে এসেছে,' চিঠিতে লেখেন সিনেটর। 'সাব-কমিটির খুবই সুবিধা হবে যদি এইসব আমেরিকান ইন্সট্রাক্টর বা শিস্যদের কারও পরিচিতি সিআইএ জানাতে পারে।'

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস সহযোগিতা করে। টম কারানেসিনেস ১৯৬৭ সালের ৩১ অক্টোবর এক মায়ামি কিউবানের সরবরাহ করা অসমর্থিত, গুবজবনির্ভর খবর হোয়াইট হাউজে পাঠিয়ে দেন। সেটা ছিল এরকম : 'একটা নিগ্রো ট্রেইনিং ক্যাম্প' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে স্যান্টিয়াগো ডি কিউবার কাছের সমুদ্র সৈকতে।

সেখানে 'নিগ্রোদেরকে আমেরিকার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক অপারেশন চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।' তাতে আরও বলা হয়, 'সেখানে সোভিয়েত ইন্সট্রাক্টররা তাদেরকে ইংরেজিও শেখায়। ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের এইসব বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের আসল উদ্দেশ্য এ দেশে নিগ্রো বিপ্লব শুরু করা। সেখানকার ট্রেইনিং প্রোগ্রামের সাথে জড়িত ১৫০ জন নিগ্রো এরমধ্যেই আমেরিকায় ঢুকে পড়েছে।'

এই বার্তা পেয়ে প্রেসিডেন্ট জনসন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। '৬৭ সালের ৪ নভেম্বর, শনিবার, দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের এক ভাষণে রিচার্ড হেলমস, ডিন রাস্ক ও রবার্ট ম্যাকনামারার উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমি কমিউনিস্টদের এই ষড়যন্ত্র বসে বসে দেখব না। এরা কমিউনিস্ট প্লেন বোঝাই করে আমেরিকার সবখানে দলে দলে লোক পাঠাচ্ছে, এমন দৃশ্য দেখে দেখে আমার পেট ভরে গেছে। আমি চাই কেউ সতর্ক দৃষ্টি রাখুক কে দেশ থেকে বাইরে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে ইত্যাদি জানতে।' শেষের মন্তব্যটা নির্দিষ্টভাবে হেলমেসকে উদ্দেশ করেই বলা।

কিন্তু সিআইএ কখনও কণা পরিমাণ প্রমাণও জোগাড় করতে পারেনি যাতে স্পষ্ট হয় যে আমেরিকান বাম বা কালোদের আন্দোলনের পিছনে কোনো বিদেশী শক্তির ইন্ধন আছে। হতাশ হওয়ার মত এই 'প্রমাণ জোগাড় করতে না পারার' বিষয়টা হেলমস ১৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্টকে জানান। তিনি রিপোর্ট করেন, দেশের বামপন্থি রাজনীতিকদের কারও কারও মস্কো বা হ্যানয়ের প্রতি আদর্শিক আসক্তি থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু কোনো প্রমাণ তিনি হাজির করতে পারেননি যাতে বোঝা যায় এইসব রাজনীতিকের কর্মকাণ্ডের পিছনে বাইরের কোনো দেশের হাত আছে। প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দেন তল্লাশী আরও জোরদার করার। তারপরও সেসবের মধ্যে সিআইএ'র চার্টারবিরোধী কিছু পাওয়া যায়নি।

তবে যুদ্ধ রোজ রাতেরবেলা লক্ষ লক্ষ আমেরিকানের ড্রইংরুমে হানা দিতে থাকে—টেলিভিশনের পর্দায়। ১৯৬৮ সালের ৩১ জানুয়ারি ৪ লক্ষ কমিউনিস্ট সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রায় প্রতিটা বড় শহর ও মিলিটারি গ্যারিসনে হানা দেয়। প্রথম আক্রমণ হয় টেট শহরে, চাঁদের নতুন বছরের প্রথম দিনে। এছাড়া সায়গনসহ বড় বড় আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি, হুয়ে ও খে শান অবরোধ করা হয়। পরদিন, ১ ফেব্রুয়ারি টেলিভিশন ও স্টিল ক্যামেরায় তোলা ছবিতে সায়গন পুলিশ চিফের নিষ্ঠুরতার দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে মানুষ। সদর রাস্তায় এক ভিয়েতকং বন্দিকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে মারে সে। এভাবে চলতে থাকে।

যদিও আমেরিকানদের পাল্টা আক্রমণের মাত্রা ছিল অকল্পনীয়। কেবল খে শানের চারপাশেই ১ লক্ষ টন বোমা বর্ষণ করে আমেরিকা। সেটা ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার ভয়াবহ মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়। হেলমস জানান, আমেরিকা টেট অফেন্সিভ সম্পর্কে অনুমানই করতে পারেনি, কেননা ইন্টেলিজেন্স সূত্রের অভাবে এ বিষয়ে শত্রুর মনোভাব এমনকি আঁচ পর্যন্ত করতে পারেনি সিআইএ।

১১ ফেব্রুয়ারি হেলমস তাঁর প্রত্যেক ভিয়েতনাম বিশেষজ্ঞকে হেড কোয়ার্টার্সে একত্রিত করেন। তাদের একজন, জর্জ কারভার তখনও আশাবাদী ছিলেন। যদিও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মিটিংয়ে উপস্থিত সবাই একমত হন সায়গনের আমেরিকান জেনারেল, ওয়েস্টমোরল্যান্ডের যৌক্তিক কোনো সমর কৌশল নেই। সেখানে আরও আমেরিকান সৈন্য পাঠানো অর্থহীন। যদি দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার ও সেনাবাহিনী একজোট হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই না করে, তাহলে আমেরিকা সে দেশে থেকে বেরিয়ে আসবে। তিনি জর্জ অ্যালেনকে সায়গনে পাঠান ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং প্রেসিডেন্ট থিউ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কাই-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে।

সায়গনে গিয়ে অ্যালেন দেখতে পান দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনীর মনোবল বলতে গেলে চুরমার হয়ে গেছে, এবং প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট, একে অন্যের জানের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। আমেরিকান সৈন্যরা তাদের শহর রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, স্পাইরা আতঙ্কিত। মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে তাদের। ১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফু-তে ফরাসীদের চূড়ান্ত পরাজয়ের ১৪ বছর পর আমেরিকার বিরুদ্ধে হ্যানয়ের এই বিজয় হচ্ছে তাদের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক বিজয়।

হেলমস নিজে এই হতাশাজনক খবর প্রেসিডেন্ট জনসনকে জানান। প্রেসিডেন্ট আশাহত হন বটে, কিন্তু এই টেক্সানের পর্বত-প্রমাণ রাজনৈতিক অভিলাষ তখনও তাঁকে পুরোপুরি ছেড়ে যায়নি।

১৯ ফেব্রুয়ারি হ্যানয় দ্বিতীয় দফা আক্রমণ চালায় টেট-এর ওপর। জনসন এবার নিভৃতে পরামর্শ করেন আইজেনহাওয়ারের সাথে। তার পরদিন, হোয়াইট হাউজের টুইসডে লাঞ্চ টেবিলে নীরবে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শোনেন হেলমস।

'আইজেনহাওয়ারের মতে দেশের ইতিহাসে অন্য যেকোনো জেনারেলের চেয়ে ওয়েস্টমোরল্যান্ড অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন,' বলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমি জানতে চাইলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আপনার কমান্ডের অধীনে মিত্র বাহিনীর কত সৈন্য ছিল?' তিনি জানান, ৫ মিলিয়ন। 'আমি বললাম, ওয়েস্টমোরল্যান্ডের অধীনে আছে মাত্র ৫ লক্ষ। সে কিভাবে ইতিহাসে অন্য যে কোনো জেনারেলের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে?'

তিনি বলেন, 'এটা অন্য ধরনের যুদ্ধ। ওয়েস্টমোরল্যান্ড তাঁর শত্রুকে চেনেন না।'

এক সময় জনসন বুঝলেন, ভিয়েতনামে সিআইএ'র ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থতাকে কোনো স্ট্রাটেজির মাধ্যমেই শোধরানো যাবে না। যে শত্রু তার অচেনা, অজানা, তাকে আমেরিকা পরাজিত করতে পারে না। কয়েক সপ্তাহ পর জনসন ঘোষণা করেন, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হচ্ছেন না।

চতুর্থ খণ্ড

'ভাঁড়গুলোকে ঝেড়ে ফেলো'

নিক্সন ও ফোর্ডের অধীনে :

১৯৬৮-১৯৭৭ :

'ভাঁড়গুলো ল্যাংলিতে কোন ঘোড়ার ডিম করছে?'

নতুন বস রিচার্ড নিক্সন হবেন না রবার্ট কেনেডি হবেন, তা নিয়ে ১৯৬৮ সালের বসন্তে বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলেন রিচার্ড হেলমস। বড় ভাই প্রেসিডেন্ট থাকতে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে রবার্ট কেনেডি সিআইএ'র ক্ষমতার প্রচণ্ড অপব্যবহার করেছেন। এজেন্সির ঘাড়ের ওপর বসে থেকেছেন, হেলমসের সাথে শীতল আচরণ করেছেন। তবে নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালাতে গিয়ে জুন মাসে তিনি নিহত হলে সত্যি সত্যি আঘাত পান হেলমস। যদিও খুব বেশি দুঃখ পাননি। কারণ তিনি যে আঘাত দিয়ে গেছেন, হেলমসকে তার দাগ দীর্ঘদিন বয়ে বেড়াতে হয়েছে।

রিচার্ড নিক্সন ছিলেন আরেক সমস্যা। হেলমস জানতেন তাঁর অসন্তুষ্টি কতখানি গভীর হতে পারে। সিআইএ পূর্বাঞ্চলীয় অভিজাত, লিবারেলস, জর্জটাউন গুজব আর কেনেডির লোকজনে বোঝাই, এমন একটা ধারণা ছিল নিক্সনের। ১৯৬০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে যাওয়াকে নিক্সন জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয় ভাবতেন। সে জন্য তিনি যে সিআইএ'কেই দায়ী ভাবতেন, তা ছিল ওপেন সিক্রেট। নিক্সনকে ভুল বোঝানো হয়েছিল যে তাঁর যাবতীয় গোপন তথ্য ইত্যাদি অ্যালেন ডালেস গোপনে ফাঁস করে দেয়ায় টেলিভিশনের প্রেসিডেনশিয়াল বিতর্কে তিনি কেনেডির চেয়ে কম পয়েন্ট পেয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে লেখা নিজের জীবনী *সিক্স ক্রাইসিস* -এ নিক্সন লিখেছেন, তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে সিআইএ থেকে পৃথক একটা সংগঠন গড়তেন যেটার কাজ হত কভার্ট অপারেশন চালানো। এজেন্সির হৃৎপিণ্ড কেটে ফেলার মত খোলামেলা হুমকি ছিল সেটা।

১৯৬৮ সালের ১০ আগস্ট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নিক্সন আর হেলমস তাদের প্রথম দীর্ঘ আলোচনায় মিলিত হন। প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁদেরকে টেক্সাসে নিজের এলবিজে র‍্যাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে নিক্সনকে ভূরিভোজ করিয়ে একটা খোলা কনভার্টিবলে করে নিজের র‍্যাঞ্চের পুরোটা ঘুরিয়ে দেখান জনসন। তারপর বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে হেলমসের সাথে আলোচনা করেন : চেকস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার মুখোমুখি অবস্থান প্রসঙ্গ, বিশ্বের সকল বিপ্লবী

আন্দোলনের প্রতি ক্যাস্ট্রোর ক্রমাগত সমর্থন, এবং সবশেষে আমেরিকা আর উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যেকার গোপন শান্তি চুক্তি।

হেলমসের দিকে ফিরে নিক্সন একটা চোখা প্রশ্ন করেন, 'ওরা সত্যি মনে করে আমরা যুদ্ধে হেরে গিয়েছি?'

'উত্তর ভিয়েতনামীদের দৃঢ় বিশ্বাস, দিয়েন বিয়েন ফু-র পরে এটাই তাদের বড় বিজয়,' জবাব দেন হেলমস। নিক্সন এ ধরনের কিছু শুনতে রাজি ছিলেন না।

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার তিনদিন পর নিক্সন ফোন করেন এলবিজে র‍্যাঞ্চে। 'হেলমস সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' সাবেক প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করেন তিনি। 'আপনি হলে তাকে এই পদে বহাল রাখতেন?'

'হ্যাঁ, রাখতাম,' জবাব দেন জনসন। 'লোকটা অত্যন্ত যোগ্য। স্পষ্টবাদী এবং অনুগত। ও আপনাকে যা বাস্তব তাই বলবে।'

এটা ছিল অনেক উঁচু প্রশংসা। রিচার্ড হেলমস পুরো এক বছর এবং আরও ছয় মাস প্রেসিডেন্টের সাথে এক টেবিলে লাঞ্চে যোগ দেয়ার সুযোগ পেয়ে এলবিজে'র বেশিরকম আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন ও 'অতিমাত্রায় দক্ষ পেশাদার' হিসেবে ওয়াশিংটনে সুনাম অর্জন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সিআইএ বিশ বছর সাধনার পর বিশ্লেষকদের একটা ক্যাডার সৃষ্টি করতে পেরেছে যারা সোভিয়েত হুমকি সম্পর্কে পুরোপুরি সতর্ক। তারা একটা ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস তৈরি করতে পেরেছে যেটা সঙ্গোপনে এসপিওনাজ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে সক্ষম। নিজেকে তিনি প্রেসিডেন্টের সেবায় নিয়োজিত একজন অনুগত সৈনিক হিসেবে দেখতেন।

হেলমস খুব তাড়াতাড়িই টের পাবেন আনুগত্যের মূল্য কত।

'নিরাময়ের অযোগ্য কভার্ট'

'রিচার্ড নিক্সন কখনও কাউকে বিশ্বাস করতেন না,' বিশ বছর পর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন রিচার্ড হেলমস। 'তিনি ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন, সেই সূত্রে একজিকিউটিভ ব্রাঞ্চেরও প্রধান, অথচ তারপরও তিনি সারাক্ষণ একে-তাকে বলে বেড়াতেন এয়ারফোর্স ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ করলেও ওদের পশ্চাদ্দেশ স্পর্শ করতে পারছে না। স্টেট ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে একদল স্ট্রাইপড্ সুটধারী ককটেইলে আসক্ত কূটনীতিকের আখড়া। এজেন্সি ভিয়েতনামে বিজয় অর্জন করতে পারল না... ' ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি... 'ওরা অকর্মন্য, ওরা নির্বোধ, ওরা এইরকম, ওরা সেইরকম।'

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি। হোয়াইট হাউজের টুইসডে লাঞ্চের টেবিলে তখনকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর, হেনরি কিসিঞ্জারের সামনে মুখ দিয়ে

সিআইএ'র নাড়িভুঁড়ি কাটাচেরা করছিলেন নিক্সন। কিসিঞ্জার নীরবে শুনেই চলেছেন, মুখে কথা নেই। হেলমস সেদিনের কথা স্মরণ করতে গিয়ে বলেন, 'আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে তাঁর বাঁকা কথা কিসিঞ্জারকে কাঁটার মত বিঁধছিল।'

'দু'জনই নিরাময়ের অযোগ্য কভার্ট ছিলেন। তবে হার্ভার্ড পড়ুয়া কিসিঞ্জার ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা ছিল তাঁর,' বলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালক, টমাস হিউজেস। 'সংশোধনের অতীত স্বার্থপর ছিলেন। তবে নিক্সন ছিলেন বেশি স্বচ্ছ। তাঁরা একটা সমঝোতায় পৌঁছান যে ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশন তারা নিজেরাই পরিকল্পনা করবেন, পরিচালনা করবেন এবং নিয়ন্ত্রণ করবেন। কভার্ট অ্যাকশন আর এসপিওনাজ তাঁদের ব্যক্তিগত সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করার হাতিয়ার। নিক্সন সেই হাতিয়ার ব্যবহার করে হোয়াইট হাউজকে একটা রাজনৈতিক দুর্গে পরিণত করেন। আর কিসিঞ্জার হন; তার এইড রজার মরিসের বক্তব্য অনুযায়ী ন্যাশনাল সিকিউরিটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান।

আত্মরক্ষার জন্য অগ্রাধিকারমূলক উদ্যোগ হিসেবে হেলমস একটা কমিটি অব ওয়াইজ মেন গঠন করেন কভার্ট অপারেশনস স্টাডি গ্রুপ হিসেবে। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট করবে এই গ্রুপ। তার প্রধান ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের এক সময়কার ডানহাত, ফ্র্যাঙ্কলিন লিন্ডসে। এ গ্রুপের প্রথমদিকের সদস্য ছিলেন রিচার্ড বিসেল ও লেম্যান কার্কপ্যাট্রিক। এ গ্রুপে আরও প্রায় আধা ডজন হার্ভার্ড প্রফেসর ছিলেন যারা হোয়াইট হাউজ, পেন্টাগন, স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও সিআইএ'র হয়ে কাজ করেছেন। তাদের কেউ কেউ জানতেন প্রেসিডেন্ট যে-ই হোন না কেন, হেনরি কিসিঞ্জারই হবেন পরবর্তী ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর। কারণ কিসিঞ্জার একযোগে নিক্সন ও হামফ্রের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। তাদের কেউ তাঁকে ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবেননি।

১৯৬৮ সালের ১ ডিসেম্বর 'সিক্রেট গ্রুপ' তার গোপন রিপোর্ট পেশ করে। সেটার এক সুপারিশে হেনরি কিসিঞ্জার সন্তুষ্ট হন। সেটা ছিল এরকম : প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউজের একজন সিনিয়র অফিশিয়ালকে সমস্ত কভার্ট অপারেশন 'ওয়াচ' করার দায়িত্ব দেবেন। কিসিঞ্জার শুধু 'ওয়াচ' করবেন না, সেগুলো পরিচালনা করবেন। রিপোর্টে বলা হয় নতুন প্রেসিডেন্ট যেন সিআইএ'র ডিরেক্টরকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন যখন কোনো অপারেশন চালানো অসম্ভব মনে হবে, তখন তিনি সরাসরি 'না' বলবেন। নিক্সন সে পরামর্শ কখনও পাত্তা দেননি।

'কভার্ট অপারেশন কোনো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য কদাচ অর্জন করতে পারবে,' বলা হয় তাতে। 'একটা কভার্ট অপারেশনে বড়জোর কিছু সময় পাওয়া যেতে পারে, নয়ত একটা অভ্যুত্থান বিলম্বিত করতে পারে, অথবা প্রকাশ্য কোনো পদ্ধতি

ব্যবহারের মাধ্যমে একটা সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়, যার ফলে এক সময়ে না এক সময়ে উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে।' নিক্সন এসব বুঝতেনই না।

'একজন লোক, একটা রাজনৈতিক দল, অথবা একটা ক্ষমতাসীন সরকারকে সিআইএ'র কভার্ট সহায়তায় ক্ষত-বিক্ষত করা যায় বা ধ্বংস করা যায়,' বলা হয় সে রিপোর্টে। 'বিনিময়ে ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশনের কথা ফাঁস হলে আমেরিকাকে সারা পৃথিবীর মতামত শুনতে হয়। জাতীয় অধিকার বা মানবাধিকারের প্রশ্নে আমেরিকার অবস্থান নিয়ে কথা ওঠে। অনেক আমেরিকানের; বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহল ও যুবক শ্রেণীর মনে ধারণা জন্মায় তাদের দেশ 'ডার্টি ট্রিকস' খাটাতে ব্যস্ত আছে বলে।

এ ধরনের কিছু কিছু ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ার কারণেই "নিউ লেফট" দলগুলো আজকাল হালে পানি পেতে শুরু করেছে, নইলে মামলা উল্টোটা হতে পারত। পৃথিবীব্যাপী নিজের প্রভাব বলয় সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে আমেরিকা সবার আগে রয়েছে। এই ভূমিকার কারণে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও কার্যকারিতা এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, এটা এখন আর কারও অজানা নেই যে আমরা গোপনে এমনসব কর্মকাণ্ডের ভেতরেও নাক গলাচ্ছি, যা হয়ত অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।' নিক্সন ও কিসিঞ্জার ইচ্ছে করেই এসব পরামর্শ অগ্রাহ্য করতেন।

'আমাদের ধারণা সিআইএ বেশিরকম ভোঁতা হয়ে গেছে,' রিপোর্টের উপসংহারে মন্তব্য করা হয়। 'গত বিশ বছরে প্রায় সমস্ত সিনিয়র অফিশিয়াল... একটা জোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন এবং অন্তর্মুখী হয়ে পড়ার... এছাড়া উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্পের অভাব... ' শেষের এই কথাটা বিশ্বাস করেছিলেন নিক্সন। তাই সিআইএ'র ইনার সার্কেলে ইনফিলট্রেট করার আয়োজন করেন তিনি। কাজটা শুরু করেন মেরিন লে. জেনারেল রবার্ট কাশম্যানের নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে। নিক্সন ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকার সময় কাশম্যান সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন হেলমসের অধীনে। কাশম্যানের নতুন মিশন ছিল প্রেসিডেন্টের জন্য আমেরিকান স্পাইদের ওপর স্পাইং করা।

জনসনকে যেমন রোজ ইন্টেলিজেন্স সার-সংক্ষেপ পাঠানো হত, নিক্সনের সহানুভূতি আদায় করার আশায় সেই কাজ আবার শুরু করে সিআইএ। নিউ ইয়র্কের পিয়েরে হোটেলের থার্টি নাইনথ ফ্লোরে নিক্সনের সুইটে সেসব স্তূপ করা হত। একটু একটু করে উঁচু হতে থাকে সে স্তূপ। ডিসেম্বরে কিসিঞ্জার খবর পাঠান, নিক্সন দেখবেন না ওসব। একই সাথে সংশ্লিষ্টদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে প্রেসিডেন্টকে কিছু জানাতে হলে তাঁর মাধ্যমে যেতে হবে। তারপর থেকে হেলমস অথবা সিআইএ'র আর কোনো কর্মকর্তা সরাসরি নিক্সনের সাথে দেখা করার সুযোগ পাননি।

শুরু থেকেই কিসিঞ্জার সিআইএ'র অপারেশনসকে বজ্র আঁটুনির মধ্যে আটকে ফেলেন। ১৯৬৭-'৬৮ সালে সিআইএ'র ৩০৩ কমিটির ওভারসিয়াররা কভার্ট অ্যাকশনের কোর্স নিয়ে প্রাণবন্ত বিতর্ক করেছেন। কিন্তু সে দিন গত হয়েছে। হেনরি কিসিঞ্জার সবার মাথার ওপরে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করে দেন। হেলমস, অ্যাটর্নি জেনারেল জন মিচেল এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও পেন্টাগনের দু' নাম্বার কর্তাব্যক্তি, সবার মাথার ওপরে। বিষয়টা রাতারাতি ওয়ান ম্যান শো হয়ে ওঠে। নিক্সনের বত্রিশ মাসের প্রশাসনের সময় ৩০৩ কমিটি টেকনিক্যালি প্রায় চল্লিশটার মত কভার্ট অ্যাকশন অনুমোদন করে, অথচ তার একটা নিয়েও আলোচনা বা বিতর্ক হয়নি। নিক্সন প্রশাসনের কভার্ট অ্যাকশনের চারভাগের তিনভাগ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো আলোচনাই কমিটিতে হয়নি। সমস্ত ব্ল্যাক অপারেশন অনুমোদন করতেন কিসিঞ্জার স্বয়ং।

১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট নাগরিকদের টেলিফোনে আড়িপাতার পদক্ষেপ নেন যাতে সরকারের ভেতরের খবর-তথ্য লিক হওয়া ঠেকানো যায়। তাঁর ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর করেন আরও একটু বেশি। ১৯৬২ সাল থেকে পরপর তিনজন প্রেসিডেন্ট সিআইএ'র প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছেন আমেরিকানদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা এজেন্সির চার্টার ইচ্ছে করেই অগ্রাহ্য করেন। নিক্সন বিশ্বাস করতেন জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে যেকোনো প্রেসিডেনশিয়াল পদক্ষেপই বৈধ। তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে একমাত্র জর্জ ডাব্লিউ বুশ এই কাজটি করেছেন অনেক দক্ষতার সাথে।

'রুশদের কঠিন মার লাগাও'

নিক্সন আর কিসিঞ্জার যে মাত্রার ক্ল্যান্ডেস্টাইন মিশন চালিয়েছেন, তা ছিল সিআইএ'র আওতার বাইরে। তাঁরা দেশের শত্রুদের সাথে গোপন ডিল করলে ; চিন, সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা উত্তর ভিয়েতনামের সাথে, সিআইএ সে সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানতে পারত না। নিক্সন-কিসিঞ্জারের পক্ষ থেকে এ গোপনীয়তার কারণও ছিল। সিআইএ'র বিশেষজ্ঞরা কমিউনিস্ট বিশ্বের সৈন্য সংখ্যা, বিশেষ করে সোভিয়েত সামরিক শক্তি সম্পর্কে যে সমস্ত হিসাব-নিকাশ দিতেন, এই দু'জন তা বিশ্বাস করতেন না।

এ বিষয়ে ১৯৬৯ সালের ১৮ জুন হেলমসকে নিক্সন বলন, 'আমি বলছি না যে তারা ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে। তবে আমি চাই আপনারা সতর্কতার সাথে মতামত আর ফ্যাক্টসকে আলাদা করে পরিবেশন করবেন।'

তিনি বলেন, 'ফ্যাক্ট হচ্ছে ১৯৬৫, '৬৬, '৬৭, '৬৮, এই চার বছরের

ইন্টেলিজেন্স প্রজেকশন আমি দেখেছি। সেগুলোয় রাশিয়ানদের যা যা আছে বলে দাবি করা হয়েছে, তার ৫০ ভাগই বাস্তবে নেই। আমাদেরকে ফ্যাক্টস দিয়ে শুরু করতে হবে। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে হার্ড ফ্যাক্টের ভিত্তিতে। এবার বুঝেছেন?'

আমেরিকার ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের নক-আউট নিউক্লিয়ার স্ট্রাইক চালানোর মত যন্ত্রপাতি বা ইচ্ছা, কোনোটাই নেই, এজেন্সির এমন ধারণার কথা শুনে ভীষণ রেগে যান নিক্সন। সিআইএ'র সোভিয়েত স্ট্রাটেজিক ফোর্স সম্পর্কিত এস্টিমেটকে 'ইউজলেস' বলে উড়িয়ে দেন। হোয়াইট হাউজ প্রশ্ন তোলে : 'এজেন্সি কার পক্ষ হয়ে কাজ করে? ওসব রেখে আসুন আমরা সবাই মিলে তথ্য-প্রমাণ কাটছাঁট করি।'

তাই করেন হেলমস। ১৯৬৯ সালে সোভিয়েত নিউক্লিয়ার ফোর্স সম্পর্কে সিআইএ'র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাসেজ ইরেজ করে হোয়াইট হাউজের মর্জিমত এস্টিমেট কাটছাঁট করে চলতে শুরু করেন। হোয়াইট হাউজের সাথে তাঁর 'সমানতালে' এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টা এজেন্সির বিশ্লেষকরা ভালোভাবে নিতে পারেনি। হেলমস এর রেকর্ড সংরক্ষণ করতে গিয়ে লেখেন, 'তাদের দৃষ্টিতে আমি এজেন্সির একটা মৌলিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে আপোষ করে ফেলেছি। সেটা হলো : প্রাপ্য সকল ডেটা মূল্যায়ন করা ও তার ভিত্তিতে উপসংহার টানার নির্দেশ পালন করার বাধ্যবাধকতা, আমেরিকার নীতি যা-ই হোক না কেন।'

কিন্তু হেলমস ঝুঁকি নেননি নিক্সন প্রশাসনের সাথে যুদ্ধ করার। তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে আমরা প্রশাসনের সাথে বিতর্কে হেরে যাব। তাহলে ভবিষ্যতে এজেন্সির স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যেতে পারত।' তাঁর বিশ্লেষকরা অভিযোগ করেন সত্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করার এবং অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে না পারার ব্যর্থতা সম্পর্কে। কিন্তু সবই অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়।

সিআইএ তখন স্পাই স্যাটেলাইটের তোলা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কিত ফটো স্টাডির কাজ করছে। স্পেস থেকে সোভিয়েত সামরিক শক্তির দাপট অনুধাবন করার চেষ্টায় টেলিভিশন ক্যামেরা সজ্জিত পরবর্তী প্রজন্মের স্পাই স্যাটেলাইট নিয়ে কাজ করছে। হেলমস বিশ্বাস করতেন গ্যাজেট কখনও স্পাইয়ের বিকল্প হতে পারে না। তিনি নিক্সনকে কথা দেন, তিনি আমেরিকাকে এমনভাবে ক্ষমতাশালী করে তুলবেন যাতে ক'দিন পর হেলসিঙ্কিতে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হতে যাওয়া SALT (Strategic Arms Limitation Treaty) চুক্তি মেনে চলতে মস্কোকে বাধ্য করা যায়।

কিন্তু স্পাই স্যাটেলাইট যত ছবি তুলুক আর যত ডেটাই সংগ্রহ করুক, সোভিয়েত সামরিক ক্ষমতার সত্যিকারের ছবিটা কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না। ১৯৬০-এর দশকে এজেন্সি সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক শক্তিকে খাটো করে দেখেছিল বলে নিক্সন সঠিক সমালোচনাই করেছেন এজেন্সির। তিনি যতদিন

প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ততদিনই এ নিয়ে এজেন্সির নিন্দা করেছেন। তার ফল আরও তেরো বছর পর হাতেনাতে পাওয়া গেছে। নিক্সনের সময় থেকে স্নায়ু যুদ্ধের অন্তিম দিনগুলো পর্যন্ত সোভিয়েত কৌশলগত পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে সিআইএ যা হিসেব করে এসেছে, সবই ছিল অতিরঞ্জিত। তারপরও তিনি সিআইএ'র ওপর নির্ভর করে ছিলেন, যেন তারা প্রতি বাঁকে বাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। শুধু মস্কোতে নয়, দুনিয়ার যেখানে সোভিয়েত স্বার্থ আছে, সেখানেই।

'আজ এনএসসি'র মিটিং শেষে ড. হেনরি কিসিঞ্জার ও আমাকে নিজের ওভাল অফিসে ডেকে পাঠান প্রেসিডেন্ট নিক্সন। সেখানে আমাদের প্রায় ২৫ মিনিটের বৈঠক হয়। বৈঠকে SALT, লাওস, কম্বোডিয়া, কিউবা এবং ব্ল্যাক অপারেশনসহ আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়,' ১৯৭০ সালের ২৫ মার্চ তারিখের মেমোতে এভাবে লিখেছেন হেলমস। ড. কিসিঞ্জারের ব্ল্যাক অপারেশনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে প্রেসিডেন্ট আমাকেও নির্দেশ দেন রুশদের মার লাগাতে। কঠিন মার। যেখানে সম্ভব, সেখানেই। তিনি বলেন, 'জাস্ট গো অ্যাহেড, অ্যান্ড কিপ ড. কিসিঞ্জার ইনফর্মড।'

হেলমস বলেন, 'সেদিন এ বিষয়ে তাঁর যে প্রবল আগ্রহ আমি দেখেছি, তা ছিল রীতিমত বিস্ময়কর। এরপর বিভিন্ন দেশের নির্বাচন নিয়ে কথা হয়। এটাও প্রেসিডেন্টর প্রিয় বিষয়। টাকা এবং রাজনীতি, দুটোই তাঁর অত্যন্ত পছন্দের ছিল।'

'চেনা পথে হাঁটা নিরাপদ'

সিআইএ স্নায়ু যুদ্ধের পুরোটা সময় পশ্চিম ইওরোপের রাজনীতিকদের গোপনে সহায়তা দিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে আছেন জার্মানির চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ট, ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী গাই মলেট এবং প্রত্যেক ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটকে, যাঁরা ইটালির জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

সিআইএ রোম, নেপলস ও মিলানের প্রভাব ঝোলায় ভরতে বিশ বছর সাধনা করেছে, খরচ করেছে ৬৫ মিলিয়ন ডলার। ১৯৬৫ সালে ইটালিতে চালানো এজেন্সির কভার্ট-অ্যাকশন প্রোগ্রামকে ম্যাকজর্জ বানডি আখ্যা দিয়েছিলেন 'বার্ষিক লজ্জা' বলে। তবু সেটা চলতে থাকে। ইটালির রাজনীতিতে বিদেশীদের নাক গলানোর অধ্যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে। 'ফ্যাসিস্ট, কমিউনিস্ট, নাজী, ব্রিটিশ ও ফরাসীরা অতীতে যে পথে হেঁটেছে, ওয়াশিংটনও সেই পথ অনুসরণ করে,' বলেছেন টমাস ফিনা, মিলানের নিক্সন প্রশাসনের কনসাল জেনারেল। সিআইএ ইটালির 'রাজনৈতিক দলগুলোকে নগদ টাকা সাহায্য দিত।

আবার দলগুলোর কাছ থেকে টাকা তুলে স্বতন্ত্র রাজনীতিকদের দিত, অন্যদের না। বই ছাপাতে টাকা দিত। রেডিও প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু ছাপাতে টাকা দিত। খবরের কাগজকে টাকা দিত। সাংবাদিকদের টাকা দিত,' বলেছেন ফিনা। সিআইএ'র 'নগদ টাকা ছিল, রাজনৈতিক সম্পদ ছিল, বন্ধু ছিল, আর ছিল ব্ল্যাকমেইল করার মত ক্ষমতা।'

নিক্সন আর কিসিঞ্জার সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেন। তাঁদের হাতিয়ার ছিলেন সিআইএ'র রোম স্টেশন চিফ ও অ্যাম্বাসাডর গ্রাহাম মার্টিন। কিসিঞ্জার মার্টিনকে ডাকতেন 'দ্যাট কোল্ড-আইড ফেলো' বা সেই শীতল চোখের লোকটি বলে। কথাটা তিনি বলতেন সৌজন্য প্রকাশ করতে। মার্টিনের প্রধান রাজনৈতিক কর্মকর্তা, রবার্ট বারবার তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'ক্ষমতা প্রয়োগে যে যতখানি সম্ভব নিষ্ঠুর হতে পারে, মার্টিন তাকে ততখানি পছন্দ করতেন।' অন্য আমেরিকান কূটনীতিকদের কাছে তিনি অদ্ভুত বা ছায়াময়। 'ঠাণ্ডা বাইম মাছের ঝুড়ির মত পিছলা।'

প্যারিসের আমেরিকান দূতাবাসে বিশ বছর আগে মার্শাল প্ল্যান ফান্ডকে সিআইএ'র ক্যাশে রূপান্তর করেন গ্রাহাম মার্টিন। তিনি ১৯৬৫ থেকে '৬৮ সাল পর্যন্ত থাইল্যান্ডে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনের সময় সিআইএ'র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। আর কোনো কূটনীতিক তাঁর মত এত গভীরভাবে কভার্ট অপারেশনের অনুরক্ত ছিলেন না।

নিক্সন লোকটাকে ভয়ঙ্কর কিছু ভাবতেন। 'গ্রাহাম মার্টিনের ওপর আমার দৃঢ় ব্যক্তিগত আস্থা আছে,' কিসিঞ্জারকে ১৯৬৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এ কথা বলেন প্রেসিডেন্ট। সাথে সাথে মেশিন চালু হয়ে যায়।

ইটালিতে গ্রাহাম মার্টিনকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেয়া ছিল এক বিশাল ধনী, ডানপন্থি আমেরিকান, পিয়ের ট্যালেন্টির হাতের কাজ। রোমে থাকতেন তিনি। ১৯৬৮ সালে নিক্সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণায় সাহায্যের জন্য সেখানকার রাজনৈতিক মিত্র ও বন্ধুদের কাছ থেকে লাখ লাখ ডলার সংগ্রহ করেন ট্যালেন্টি। তারপর থেকে ট্যালেন্টির জন্য হোয়াইট হাউজের দরজা নিক্সন প্রশাসনের শেষদিন পর্যন্ত উন্মুক্ত ছিল। কিসিঞ্জারের মিলিটারি এইড, কর্নেল আলেকজান্ডার এম. হেইগ জুনিয়রের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন ট্যালেন্টি। তাকে সতর্ক করতে গিয়েছিলেন, সমাজতান্ত্রিকরা ইটালির ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। সাথে একটা প্রস্তাব ছিল—বামপন্থিদের প্রতিহত করতে একজন নতুন রাষ্ট্রদূতের প্রয়োজন। গ্রাহাম মার্টিনের নাম প্রস্তাব করেন তিনি এবং তা সাথে সাথে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মার্টিন প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে তাঁকে ও কিসিঞ্জারকে বোঝান, 'এ কাজে তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। পেরেকের মত কঠিন। ইটালিয়ান রাজনীতিতে পালাবদল ঘটাতে তিনিই পারেন।' বলেন তার ডেপুটি, ওয়েলস স্ট্যাবলার।

আরও বলেন তিনি, 'মার্টিনের মনে হলো চেনা পথে হাঁটাই নিরাপদ।' ইটালিতে আমেরিকান কভার্ট অ্যাকশন নতুনভাবে শুরু করার বেলায় তারও কম-বেশি ভূমিকা ছিল। নিক্সনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পাওয়ার পর ১৯৭০ সালে নতুন দায়িত্বে যোগ দেন মার্টিন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট ও ইটালিয়ান নিওফ্যাসিস্টদের মধ্যে ২৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিতরণ করা হয়। টাকা 'পিছনের রুমে' ভাগাভাগি হত। আমেরিকান দূতাবাসের মধ্যেকার সিআইএ স্টেশনে। 'অ্যাম্বাসাডর, আমি আর এজেন্সির স্টেশন চিফ মিলে টাকা ভাগ করতাম,' বলেন স্ট্যাবলার। 'কিছু টাকা দেয়া হত বিভিন্ন দলকে, ব্যক্তিবিশেষকে। মাঝেমধ্যে স্টেশন চিফ বা আমি কিছু একটা সুপারিশ করতাম। কিন্তু চূড়ান্ত অনুমোদন দিতেন অ্যাম্বাসাডর মার্টিন।' সিআইএ স্টেশন চিফের নাম ছিল রকি স্টোন। ইরানে অভ্যুত্থানের ও সিরিয়ান সরকারকে উৎখাত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার অন্যতম নায়ক। ওই ঘটনার তিন বছর পর রোমে বদলি হয়ে আসেন স্টোন, সোভিয়েত ডিভিশনের চিফ অব অপারেশনস হয়ে।

মূলধারার ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের হাতে ৬ মিলিয়ন ডলার তুলে দিয়েছিলেন তিনি। আরও কয়েক মিলিয়ন গেছে সেইসব কমিটির হাতে, যেগুলো পার্টির মধ্যে আল্ট্রা কনজার্ভেটিভ পলিসি ভরে দিয়েছিল। এছাড়া আন্ডারগ্রাউন্ড ফার-রাইটদের হাতে গেছে আরও কয়েক মিলিয়ন।

প্রেসিডেন্টের কাছে মার্টিন যেমন প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলেন, নগদ টাকা ইটালির রাজনীতির চেহারা সেভাবেই বদলে দেয়। যাকে তিনি সমর্থন দিয়েছিলেন, সেই গুইলিয়ো আন্দ্রেয়োত্তি সিআইএ'র টাকার জোরে নির্বাচনে জয়ী হন। কিন্তু ফার রাইটদের যে টাকা দেয়া হয়েছিল, সে টাকা ১৯৭০ সালে একটা ব্যর্থ নিওফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানের পিছনে ব্যয় হয়। রাইট উইংদের দেয়া টাকা সন্ত্রাসী হামলাসহ বিভিন্ন কাজে লাগে। যেসব হামলার জন্য ইটালিয়ান ইন্টেলিজেন্স চরম বামপন্থিদের অভিযুক্ত করে। সে টাকা যুদ্ধ পরবর্তী ইটালিতে জঘন্য রাজনৈতিক স্ক্যান্ডালেরও জন্ম দেয়। পার্লামেন্টারি তদন্তে জানা যায়, ইটালিয়ান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের প্রধান, জেনারেল ভিটো মিসেলি সিআইএ'র কাছ থেকে কম করে হলেও নগদে ৮ লাখ ডলার নিয়েছেন। দেশের ক্ষমতা দখলের অভিযোগে জেনারেলের কারাদণ্ড হয়। ওদিকে ইটালির কয়েক দশকের সবচেয়ে দৃঢ় রাজনীতিক, গুইলিয়ো আন্দ্রেয়োত্তির জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে হত্যাসহ বিভিন্ন ক্রিমিন্যাল চার্জের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

ইটালিতে আমেরিকার রাজনৈতিক প্রভাব কেনার অধ্যায় চূড়ান্তভাবে তখন শেষ হয়, গ্রাহাম মার্টিন যখন রোম ছেড়ে সায়গনের পথে যাত্রা করেন— দক্ষিণ ভিয়েতনামে শেষ আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করতে।

'ভবিষ্যতের ভাঁড়ারে কি আছে সে বিষয়ে আমরা সচেতন'

১৯৬৯ ও ১৯৭০, এই দুই বছর নিক্সন আর কিসিঞ্জার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের গোপন রাজনৈতিক যুদ্ধ বিস্তারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা এজেন্সিকে নির্দেশ দেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট থিউর জন্য ৭ লাখ ২৫ হাজার ডলারের ব্যবস্থা করাসহ, সায়গনের মিডিয়াকে নিজেদের মর্জিমত চালানোর ব্যবস্থা করতে, থাইল্যান্ডের নির্বাচনের আয়োজন করতে এবং ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া আর লাওসে কভার্ট কমান্ডো আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিতে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন নিক্সন। এই সময় রিচার্ড হেলমস তাঁকে লাওসে দীর্ঘদিন থেকে চলমান সিআইএ'র যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেন। 'ওই দেশে আমাদের ৩৯ হাজার অনিয়মিত সৈন্য আছে। এজেন্সির হয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ছে। তারা স্থানীয় মং উপজাতির। জেনারেল ভাং পো'র নেতৃত্বে ১৯৬০ সালে গঠিত এই বাহিনী আট বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভাং পাও আহতদের জায়গায় ১৩-১৪ বছরের কিশোরদের দিয়ে যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হচ্ছেন... উত্তর ভিয়েতনামীদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে এত বছর তাদেরকে দিয়ে প্যারামিলিটারি সেন্সে যতদূর করা সম্ভব সিআইএ করেছে।'

জবাবে প্রেসিডেন্ট মংদের সহায়তা করার জন্য একটা নতুন থাই প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করার ব্যবস্থা নিতে বলেন হেলমসকে। কিসিঞ্জার জানতে চান, লাওসের কোথায় বি-৫২ দিয়ে বোমা ফেললে ভালো হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের ক্ল্যান্ডেস্টাইন যুদ্ধ যখন জোরদার হচ্ছে, নিক্সন আর কিসিঞ্জার তখন গোপনে চেয়ারম্যান মাও জে দং-এর সাথে বন্ধুত্ব করার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন। চীনে পৌঁছানোর পথ সুগম করতে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত সিআইএ'র সমস্ত অপারেশন স্থগিত করা হয়। অথচ তার আগের দশকে চীনের কমিউনিস্ট প্রশাসনের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ করতে সিআইএ তিব্বতের গেরিলাদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র প্যারাড্রপ করেছে। তিব্বতিরা যুদ্ধ করেছে তাদের আধ্যাত্মিক নেতা, চোদ্দতম দালাই লামা, তেনজেন গিয়াতসুর পক্ষে। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সে মিশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যখন অ্যালেন ডালেস ও ডেসমন্ড ফিটজেরাল্ড প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে ব্রিফ করেন, 'তখন প্রেসিডেন্টের সন্দেহ হয়েছিল যে, সে লড়াই চীনা লাল ফৌজের নিষ্ঠুরতার তুলনায় আরও বেশি নিষ্ঠুর, আরও বেশি দমনমূলক হবে কি না।'

আইকি অনুমোদন করেন সে প্রকল্প, এজেন্সি কলোরাডোর রকি মাউন্টেইনে তিব্বতি গেরিলাদের জন্য ট্রেইনিং ক্যাম্প স্থাপন করে। এ জন্য দালাই লামাকে বছরে দেয়া হত নগদ ১ লাখ আশি হাজার ডলার। এছাড়া নিউ ইয়র্ক ও জেনিভায় তিব্বত হাউস নির্মাণ করে দেয়া হয় তাদের আনঅফিশিয়াল দূতাবাস হিসেবে ব্যবহারের জন্য। উদ্দেশ্য ছিল মুক্ত তিব্বতের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখা এবং চীনের পশ্চিমাঞ্চলের রেড আর্মিকে পদে পদে অপদস্থ করা। নিক্সন-কিসিঞ্জারের চীন সফরের প্রস্তুতির সময় পর্যন্ত সে প্রচেষ্টার ফল হয়েছে চিনাদের হাতে কয়েক ডজন তিবব্বতী যোদ্ধার মৃত্যু এবং এক খণ্ডযুদ্ধে চীনা বাহিনীর হাত থেকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীক, রক্তাক্ত কাস্তে আঁকা প্যাডের কাগজে টাইপ করা মূল্যবান একটা ডকুমেন্ট উদ্ধার।

১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে তিব্বতের প্রতিরোধ বাহিনীর জন্য সিআইএ আরও ২.৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করার আবেদন জানায়। আঠারশো সদস্যের প্যারামিলিটারি বাহিনীকে লড়াই বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয় প্রয়োজনে পরে আবার তাদেরকে নিয়োগ দেয়া হবে বলে। সেই থেকে দালাই লামাকে প্রতি বছর কেবল নগদ সাহায্যই দিয়ে আসছে সিআইএ। প্রতিরোধ যুদ্ধসহ আর সব বন্ধ, পরিত্যক্ত। হেনরি কিসিঞ্জার 'মৈত্রী গড়ার স্বার্থে' চীনের বিরুদ্ধে ২১ বছর ধরে চালিয়ে আসা সিআইএ'র ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশন ড্রেনের পানিতে ভাসিয়ে দেন।

কোরিয়া যুদ্ধের কমান্ডো হামলার শেষ পরিণতি হয় তাইপে আর সিউল থেকে চালানো অর্থহীন রেডিও প্রচারণা, মূল ভূ-খণ্ডে প্লেন থেকে লিফলেট ফেলা, টোকিও আর হং কংয়ে ভুয়া খবরের বীজ বোনা এবং এজেন্সির মতে 'বিশ্বব্যাপী পিপল'স রিপাবলিক অব চায়নার মুখে কালি লাগানো ও বাধা প্রদান' ইত্যাদি। তাইওয়ানকে মুক্ত করার 'হোপলেস' চেষ্টায় জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই শেকের সাথে শ্রম দিয়ে চলেছে সিআইএ। তারা জানে না নিক্সন ও কিসিঞ্জার বেইজিং যাচ্ছেন চেয়ারম্যান মাও জে দং ও প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই-এর সাথে সখ্যতা গড়তে।

অবশেষে চৌ এন লাই-এর সাথে বসেন কিসিঞ্জার। প্রধান মন্ত্রী জানতে চান সিআইএ'র লেটেস্ট ফ্রি তাইওয়ান অভিযান কোন পর্যায়ে আছে? কিসিঞ্জারের জবাব শুনে অবাক হন তিনি। 'সিআইএ'র হাত নেই এসবের সঙ্গে?'

কিসিঞ্জার আশ্বস্ত করেন সিআইএ'র যোগ্যতাকে তিনি 'ভাস্টলি ওভারএস্টিমেট' করেছেন। অর্থাৎ ওরকম ক্ষেত্রে এজেন্সি সফল হওয়ার যোগ্য নয়।

'বলেন কি, সারা পৃথিবীতে আলোচনা হচ্ছে এর সাথে সিআইএ জড়িত,' অবাক হন চীনা প্রধান মন্ত্রী। 'পৃথিবীর যেখানে যা-ই ঘটুক, সবার আগে সিআইএ'রই তো নাম ওঠে।'

'তা ঠিক,' কিসিঞ্জারের জবাব। 'ওসব হলো তোষামোদ। সিআইএ'র প্রাপ্য নয়।'

কিসিঞ্জার ব্যক্তিগতভাবে সিআইএ'র কভার্ট অপারেশন অনুমোদন করেন জানতে পেরে চৌ এন লাই বিস্ময়াভিভূত হন। তিনি সন্দেহ করেন, এজেন্সি এখনও পিপল'স রিপাবলিকের স্বার্থ বিরোধী নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিসিঞ্জার এর জবাবে বলেন, সিআইএ'র বেশিরভাগ অফিসারই 'দীর্ঘ ও দুর্বোধ্য রিপোর্ট লিখে থাকেন, কিন্তু কোনো বিপ্লব ঘটান না।'

'আপনি বললেন বিপ্লব,' বলেন চীনা প্রধান মন্ত্রী। 'আমরা কিন্তু নাশকতা বলেছি।'

'অথবা নাশকতা,' প্রতিপক্ষের কথা লুফে নিয়ে বলেন কিসিঞ্জার। 'আমি বুঝি। নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের প্রশ্নে আমরা সচেতন। নিজেদের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কিছুই তাদেরকে আমরা করতে দেব না।'

পুরনো এক অধ্যায়ের যবনিকাপাত হলো। সিআইএ'র জন্য দীর্ঘদিন চীন থেকে দূরে সরে থাকার যুগের সূত্রপাত হলো।

'গণতন্ত্র কাজ করে না'

ভিয়েতনাম যুদ্ধের একটা অনুকূল পরিণতি যাতে হয়, সেই আশায় যা কিছু সম্ভব করেছে সিআইএ। প্রেসিডেন্ট নিক্সন দায়িত্ব নেয়ার তিন সপ্তাহ পর এজেন্সির অনেক বড় একটা উদ্যোগ সাফল্যের মুখ দেখে থাইল্যান্ডে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

সামরিক জান্তা এগারো বছর থাইল্যান্ড শাসন করেছে, অন্যদিকে দেশটির সামরিক ঘাঁটিগুলোতে হাজার হাজার আমেরিকান সৈন্য হ্যানয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় আছে।

সিআইএ'র ইলেকশন অপারশেনের কোড নাম ছিল 'লোটাস।' নগদ টাকার সরাসরি কারবার ছিল তাদের—টাকা নাও, আমাদের মর্জিমত কাজ করো। ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রদূত গ্রাহাম মার্টিন এই পথ আবিষ্কার এবং প্রেসিডেন্ট জনসন তা অনুমোদন করেন। নিক্সন সেটা রিঅ্যাফার্মড করেন। ব্যাংককের সিআইএ স্টেশন 'লোটাস' নিয়ে মাঠে নামে, জান্তাকে নগদ নারায়ণের লোভ দেখিয়ে নির্বাচন আয়োজন করতে রাজি করায়। জেনারেলরা মেনে নেন। '৬৮ ও '৬৯ সালে সিআইএ থাই রাজনীতির মাঠে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে, বিনিময়ে ইউনিফর্ম পরা সামরিক বাহিনীর লোকজন ভোল পাল্টে শাসক দলে পরিণত হয় এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। সিআইএ'র ব্যাগম্যান ছিল আমেরিকায় নিযুক্ত থাই রাষ্ট্রদূত, পোট সারাসিন। '৫২ থেকে '৫৭ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন সারাসিন। '৫৭ থেকে '৬৪ পর্যন্ত ছিলেন সাউথইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশনের

প্রধান। জান্তার বেসামরিক ফ্রন্ট ম্যান ছিলেন তিনি।

নির্বাচন হলো এবং জান্তা ভালভাবেই জয়ী হলো। কিন্তু গণতন্ত্রের নানান ফ্যাকড়ার কারণে শাসকরা অল্পদিনেই ধৈর্য হারাল। রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সংবিধান স্থগিত ও জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সরে এল তারা। সারাসিন সিভিলিয়ান পোশাকে জান্তার প্রধান পদেই থাকলেন। জেনারেলদের ব্যাংককের আমেরিকান দূতাবাসে হাজির হয়ে আমেরিকানদের কাছে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে বললেন। তারা জানাল গণতন্ত্রের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আছে এবং তারা যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছে নিজেদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু 'পরিষ্কার বোঝা গেছে থাইল্যান্ডে গণতন্ত্র কাজ করছে না।'

পরিস্থিতির কারণে সিআইএ'র কভার্ট অ্যাকশনের কিছু করার উপায় ছিল না। কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্টকে জানান, এর ফলে ওয়াশিংটন-ব্যাংককের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে না। 'থাই বিপ্লবী কাউন্সিলের নেতারা সেই একই দলের, যাদের জয় করতে আমরা শুরু থেকেই কাজ করে আসছি,' বলেন কিসিঞ্জার। 'আমরা আশা করি এর ফলে থাইল্যান্ডে আমাদের কার্যক্রম বাধা পাবে না।'

'সিআইএ'র জার্কদের কাজে লাগান'

১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট সিআইএকে নির্দেশ দেন কম্বোডিয়া নিয়ে অবিলম্বে কাজ শুরু করতে। এক বছরের পরিকল্পনার পর একটা টেকনিক্যালি নিরপেক্ষ দেশের মধ্যেকার সন্দেহজনক ভিয়েতকং গেরিলা লক্ষ্যবস্তুর ওপর মার্চের ১৭ তারিখে আমেরিকার বোমা ফেলার অভিযান শুরু হয়। সিআইএ ও পেন্টাগনের সন্দেহ অনুযায়ী মোটা ছয়টা কমিউনিস্ট ঘাঁটিতে মোট ১,০৮,৮২৩ টন বোমা ফেলা হয় বি-৫২ বোমারু বিমান থেকে। যদিও তাদের সন্দেহ সঠিক ছিল না। তাদের মতে সেগুলো ছিল উত্তর ভিয়েতনামের লুকনো কমান্ড সেন্টার।

হেলমস কম্বোডিয়ায় সিআইএর একটা অফিস খোলার চেষ্টায় ছিলেন, এই সময় দেশটির ডানপন্থি প্রধান মন্ত্রী লন নল ক্ষমতা দখল করেন। এমন একদিনে তিনি ক্ষমতায় বসেন, যেদিন বোমা বর্ষণ শুরু হয়। এই অভ্যুত্থান সিআইএসহ আমেরিকার প্রশাসনকে বড় রকমের একটা ঝাঁকি দিয়ে যায়।

নিক্সন রাগে ফেটে পড়েন। চিৎকার করে বলেন, 'ভাঁড়গুলো ল্যাংলিতে বসে কোন ঘোড়ার ডিম করছে? সিআইএ'র জার্কদের কম্বোডিয়ায় কাজে লাগান,' নির্দেশ দেন তিনি। হেলমসকে বলেন, লন নলের জন্য কয়েক হাজার একে-৪৭ রাইফেল পাঠিয়ে দিতে, এবং এক লক্ষ লিফলেট ছাপিয়ে বিশ্বের সবখানে ছড়িয়ে দিতে। লিফলেটের বক্তব্য হবে আমেরিকা আগ্রাসন চালাতে প্রস্তুত। সিআইএকে আরও নির্দেশ দেন কম্বোডিয়ার নতুন নেতাকে ১০ মিলিয়ন ডলার পাঠিয়ে দিতে। 'লন নলের হাতে পৌঁছে দিতে হবে,' জোর দিয়ে বলেন নিক্সন।

কম্বোডিয়ান সমুদ্র বন্দর সিহানুকভিল হয়ে শত্রুর হাতে কি পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ পৌঁছায়, নিক্সন তার একটা সঠিক হিসাব দাবি করেছিলেন। এজেন্সি পাঁচ বছর চেষ্টা করেও জবাবটা বের করতে পারেনি। পরে নিক্সন প্রস্তাব করেন, যদি উপযুক্ত কম্বোডিয়ান জেনারেলদের ঘুষ দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে পথের মধ্যে অস্ত্র পাচারের গতি রোধ করা যাবে। হেলমস তাতে মৃদু আপত্তি জানান। জেনারেলরা অস্ত্রের ডিলে এমনিতেই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামাই করছে। তাদের আনুগত্য ভাড়া করা বা কেনার মত ফান্ড সিআইএ'র নেই। তার অভিমত প্রেসিডেন্টকে প্রভাবিত করতে পারল না। ১৮ জুলাই ফরেইন ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজরি বোর্ডের সাথে মিটিংএ দক্ষতার অভাব নিয়ে এজেন্সিকে ভালোরকম ধোলাই করেন নিক্সন।

'সিআইএ বলেছে সিহানুকভিল দিয়ে যে পরিমাণ অস্ত্র আসে তা নিতান্তই অল্প,' বলেন নিক্সন। আসলে ওই বন্দর দিয়ে তিনভাগের দুই ভাগ কমিউনিস্ট অস্ত্র আসে কম্বোডিয়ায়। 'এটার মত অত্যন্ত সাধারণ একটা বিষয়েই যদি এজেন্সি এতবড় ভুল করে,' প্রশ্ন করেন নিক্সন। 'এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রসঙ্গে তার অ্যাসেসমেন্টের ওপর আমরা কিভাবে নির্ভর করব?'

তিনি বলেন, 'ইন্টেলিজেন্সের পিছনে আমেরিকা প্রতি বছর ছয় বিলিয়ন ডলার খরচ করে থাকে। বিনিময়ে যে সামান্য তথ্য সরবরাহ করা হয়, তারচেয়ে অনেক বেশি পাওয়ার কথা এজেন্সির।' বোর্ডের মাইনিউটে নিক্সনের ক্রমান্বয়ে চড়তে থাকা ক্রোধের বিষয়টা রেকর্ড করা হয়। তিনি বলেন, ইন্টেলিজেন্স নিয়ে মিথ্যাচার সহ্য করবেন না তিনি। যদি ইন্টেলিজেন্সের কর্মক্ষমতা অপর্যাপ্ত হয়, অথবা যদি এমন হয় ইন্টেলিজেন্স কোনো ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, তাহলে তিনি তা স্পষ্টভাবে জানতে চান। কোনো বিকৃত মূল্যায়ন পরিবেশন করা হোক চান না তিনি।

'তিনি বুঝতে পেরেছেন ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি অতীতে একাধিকবার কঠিন মার খেয়েছে। তাই তাদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মে গেছে যে যথাসম্ভব আকর্ষণহীন করে ইন্টেলিজেন্স পরিবেশন করলে নতুন করে আর মার খেতে হবে না,' উল্লেখ আছে মাইনিউটে। 'তাঁর মতে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট যারা এভাবে বিকৃত করে পরিবেশন করে, তাদেরকে চাকরি থেকে বের করে দেয়া উচিত।'

এরকম স্পর্শকাতর মুহূর্তে নিক্সন সিআইএকে নির্দেশ দেন চিলির সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করতে।

'আমেরিকা এর সামরিক সমাধান চায়'

১৯৭০ সালে পশ্চিম গোলার্ধের প্রায় প্রতিটি দেশে; টেক্সাস বর্ডার থেকে টিয়েরা ডেল ফুগো পর্যন্ত সবখানে সিআইএ'র প্রভাব অনুভূত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন মেক্সিকো প্রশ্নে সেখানকার স্টেশন চিফের সাথে ডিল করতেন, রাষ্ট্রদূতের সাথে না। তাছাড়া সিআইএ'র ডিরেক্টরের পক্ষ থেকে নিক্সনকে নিজের বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে নিউ ইয়ার্স ডে ব্রিফিং করা হত। হন্ডুরাসের মিলিটারি জান্তার প্রতি আমেরিকা সমর্থন জানিয়েছে, এ কথা প্রশাসনকে জানিয়েছিল এজেন্সির পরপর দু'জন স্টেশন চিফ। আগে এ ধরনের কাজ সব সময় রাষ্ট্রদূতদের দিয়ে করানো হত।

কিছু ল্যাটিন আমেরিকান দেশের শাসক কেবল মুখে মুখে নয়, গণতন্ত্রের আদর্শ এবং আইনের শাসন অনুসরণও করেছে সে সময়ে। তার মধ্যে একটা ছিল চিলি। অথচ সেখানেও সিআইএ'র মতে একটা 'লাল' হুমকি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে চিলির প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনে সম্ভাব্য বিজয়ী প্রার্থী ছিলেন বামপন্থি নেতা সালভাদর আয়েন্দে। সিআইএ'র পছন্দের প্রার্থী, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট পার্টির সমর্থন পাওয়া মধ্যপন্থি রাডোমিরো টমিকের আশা সেবার প্রায় ছিলই না বলতে গেলে। ডানপন্থি জরগে আলেসান্দ্রির জোরালো আমেরিকাপন্থী ট্র্যাক রেকর্ড ছিল, কিন্তু দুর্নীতিবাজ ছিল লোকটা। আমেরিকান অ্যাম্বাসাডর, এডওয়ার্ড কোরির দৃষ্টিতে সমর্থন পাওয়ার যোগ্য ছিল না সে।

আগে একবার আয়েন্দেকে পরাজিত করেছিল সিআইএ। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিলির নির্বাচনের দুই বছরেরও বেশি আগে প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁর বিরুদ্ধে নাশকতা চালাতে একটা পলিটিক্যাল-ওয়ারফেয়ার প্রোগ্রাম অনুমোদন করেছিলেন। এ জন্য চিলির রাজনৈতিক অঙ্গনে মোটামুটি তিন মিলিয়ন ডলার বিলিয়েছে সিআইএ। তাতে কাজও হয়েছে ভালো। এক ডলারের বিনিময়ে এক ভোট পড়ে আমেরিকাপন্থি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট এডুয়ার্ডো ফ্রেই'র বাক্সে। প্রেসিডেন্ট জনসনও সে মিশন অনুমোদন করেন, তবে তাঁর সময় চিলির ভোট কেনা হয়েছিল আরও কম দামে। সিআইএ টাকার বিনিময়ে রোমান ক্যাথলিক গির্জা ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে কভার্ট অ্যান্টি-আয়েন্দে মিশনে লাগিয়ে দেয়।

চিলিয়ান মিলিটারি কমান্ড ও জাতীয় পুলিশকেও লাগায় তাঁর বিরুদ্ধে। সেক্রেটারি অব স্টেট ডিন রাস্ক পরে প্রেসিডেন্টকে জানান, ফ্রেই'র বিজয় ছিল 'গণতন্ত্রের বিজয় উল্লাস।' এ বিজয় সফল হয়েছে 'এজেন্সির ভালো কাজের জন্য।'

প্রেসিডেন্ট ফ্রেই ছয় বছর ক্ষমতায় ছিলেন। চিলির সংবিধানে কারও একবারের বেশি ক্ষমতায় থাকার বিধান ছিল না। কাজেই ছয় বছর পর আবার প্রশ্ন ওঠে, এবার আয়েন্দেকে ঠেকানো যায় কিভাবে? রিচার্ড হেলমস মাসের পর মাস ধরে হোয়াইট হাউজকে সতর্ক করে আসছিলেন, যদি চিলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, তাহলে নতুন একটা কভার্ট অ্যাকশন অনুমোদন করতে হবে এবং দ্রুত। বিদেশের ইলেকশনের ফল নিজেদের মর্জিমত করতে সময় যেমন বেশি লাগে, তেমনি টাকাও লাগে। চিলির রাজধানী স্যান্টিয়াগোতে যিনি এজেন্সির স্টেশন চিফ ছিলেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য—হেনরি হেকশার। বার্লিনে বসে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে স্পাইং করেছেন তিনি, গুয়াতেমালার সরকার পতনে সাহায্য করেছেন এবং লাওসকে পথ দেখিয়ে আমেরিকার ঝোলায় পুরেছেন। তিনি পরের নির্বাচনে আয়েন্দের বিপরীতে দাঁড়ানোর জন্য ডানপন্থি আলেসান্দ্রির প্রতি জোরাল সমর্থন জানান।

হেনরি কিসিঞ্জারের সময়ের অভাব ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটা সত্যিকারের যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত তিনি। চিলি সম্পর্কে তার বিখ্যাত মতামত ছিল, চিলি অ্যান্টার্কটিকার হার্ট লক্ষ্য করে ড্যাগার ধরে রেখেছে। ১৯৭০ সালের মার্চে আয়েন্দেকে ধ্বংস করতে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ডলারের একটা পলিটিক্যাল ওয়ারফেয়ার প্রোগ্রাম অনুমোদন করেন তিনি। জুন মাসের ২৭ তারিখ তার সাথে আরও এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার যোগ করে কিসিঞ্জার বলেন, 'দেশের মানুষ দায়িত্বহীন বলে লোকটা চিলিকে কেন মার্কসবাদী বানাতে চাইছে আমি বুঝি না।'

১৯৭০ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে সিআইএ মিশন সফল করার কাজে হাত দেয়। এজেন্সির স্টেনোগ্রাফারের মত কাজ করে এমন কিছু নামকরা সাংবাদিককে ডেকে তারা আয়েন্দে বিরোধী প্রচারণার মাল-মশলা গেলাতে থাকে। 'এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ করার মত ছিল *টাইম*-এর একটা প্রচ্ছদ কাহিনী। সেটা প্রস্তুত করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল সিআইএ'র। একটা ইন-হাউজ এজেন্সি রিপোর্ট ছিল সেটা। ইওরোপে ভ্যাটিকানের সিনিয়র রিপ্রেজেনটেটিভ আর পশ্চিম জার্মানি ও ইটালির ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক নেতারা সিআইএ'র নির্দেশে আয়েন্দেকে ঠেকাতে লড়াই করেছে। আর চিলিতে যা ঘটেছে তা এরকম : পোস্টার্স অয়্যার প্রিন্টেড, নিউজ স্টোরিজ প্ল্যান্টেড, এডিটরিয়াল কমেন্ট এনকারেজড্, রিউমারস হুইসপারড্, লিফলেটস স্ট্রিয়ন, অ্যান্ড প্যাম্ফলেটস ডিস্ট্রিবিউটেড (পোস্টার ছাপানো হয়েছে, খবর রোপণ করা হয়েছে, সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতে উৎসাহিত করা হয়েছে, গুজব কান থেকে কানে ছড়ানো হয়েছে, লিফলেট ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং প্যাম্ফলেট বিতরণ করা হয়েছে)।

'এতসব আয়োজনের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভোটারদেরকে আতঙ্কিত করে তোলা। তাদেরকে বোঝানো যে, আয়েন্দে জয়ী হলে চিলির গণতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকি থাকবে,' বলেছেন হেলমস। 'সেটা ছিল আমাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা, কিন্তু তার প্রভাব মনে হচ্ছিল সামান্যই পড়েছে।'

রাষ্ট্রদূত কোরির মনে হয়েছে এজেন্সির কাজ অত্যন্ত দুঃখজনক, অপেশাদারসুলভ ছিল। 'পৃথিবীর আর কোথাও এরকম ভয়াবহ প্রচারণা যুদ্ধ আমার চোখে পড়েনি,' অনেক বছর পর বলেছেন তিনি। 'আমি বলি সিআইএ'র যারা এ ধরনের ত্রাস সৃষ্টির প্রচারণা চালাতে সাহায্য করেছিল তারা সবাই একেকটা আহাম্মক। আর সিআইএ'কে বলি, এই আহাম্মকের দলকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করা উচিত ছিল চিলি এবং চিলিয়ানদেরকে ঠিকমত চিনতে না পারার অপরাধে। এই একই জিনিস আমি ১৯৪৮ সালে ইটালিতেও দেখেছি।'

৪ সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে আয়েন্দে জয়ী হন ১.৫ পার সেন্ট মার্জিনে। তাঁর ভাগে ভোট পড়ে ৩৭ পার সেন্টেরও কম। চিলির আইন অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পঞ্চাশ দিন পর নির্বাচনের ফল এবং বিজয়ীকে কংগ্রেসের অনুমোদন করার কথা। স্রেফ একটা আইনগত আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

'আরেক ভিয়েতনাম সৃষ্টি করবেন না'

ভোটের আগেই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত করে দেয়ার অভিজ্ঞতা যথেষ্টই আছে সিআইএ'র। তবে ভোট হয়ে যাওয়ার পরে ফল নির্ধারণের কাজ কখনও কোথাও করেনি এজেন্সি। চিলির ক্ষেত্রে সে কাজ করার জন্য হাতে মাত্র সাত সপ্তাহ ছিল।

একটা অভ্যুত্থান ঘটানো যায় কি না কিসিঞ্জার তা যাচাই করে দেখতে বললেন হেলমসকে। তেমন সুযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। ১৯৩২ সাল থেকেই চিলি একটি গণতান্ত্রিক দেশ এবং তাদের সামরিক বাহিনীর মধ্যে কখনও ক্ষমতা দখল করার চেষ্টাও ছিল না। হেলমস সেখানকার স্টেশন চিফ হেনরি হেকশারকে খবর পাঠান চিলির সামরিক অফিসারদের মধ্যে যাদেরকে উপযুক্ত মনে হবে, তাদের সাথে যোগাযোগ করে আয়েন্দেকে খতম করার একটা উপায় বের করতে।

সেরকম কোনো সুযোগ ছিল না হেকশারের। তবে অগাস্টিন এডওয়ার্ডসের সাথে পরিচয় ছিল তাঁর। চিলির অন্যতম সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর মানুষ। দেশের বেশিরভাগ কপার খনির মালিক, সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পত্রিকা *এল মারকারিও* এবং দেশের একমাত্র পেপসি-কোলা বোতলজাত করার প্ল্যান্টেরও মালিক। নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে অন্তরঙ্গ বন্ধু, ডোনাল্ড কেনডালের সাথে দেখা করার জন্য উত্তরে চললেন হেকশার। পেপসির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও প্রেসিডেন্ট

নিক্সনের মূল্যবান ফাইনান্সিয়াল সমর্থক এই লোক।

১৪ সেপ্টেম্বর কিসিঞ্জারের সাথে কফি পান করেন এডওয়ার্ডস আর কেনডাল। তারপর 'কেনডাল নিক্সনের সাথ দেখা করেন এবং আয়েন্দে যাতে ক্ষমতায় বসতে না পারেন, সে বিষয়ে তাঁর সাহায্য চান,' বলেন হেলমস (কেনডাল পরে তাঁর এই ভূমিকার কথা অস্বীকার করেন এবং হেলমস তাতে অসন্তুষ্ট হন)। হেলমস আর এডওয়ার্ডস দুপুরে ওয়াশিংটন হিলটনে আয়েন্দের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানোর সময় ঠিক করা নিয়ে আলোচনা করেন। সেদিনই কিসিঞ্জার আড়াই লাখ ডলার অনুমোদন করেন চিলির রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরু করার জন্য। এডওয়ার্ডসকে দেয়া হয় নগদ ১.৯৫ মিলিয়ন। সে টাকা থেকে *এল মারকারিওকে* বড় একটা অঙ্ক দেয়া হয় আয়েন্দে বিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্য।

রিচার্ড হেলমস একইদিন সকালে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেসের সিআইএ স্টেশন চিফ, টম পোলগারের সাথে যোগাযোগ করেন। তাকে নির্দেশ দেন আর্জেন্টিনার সামরিক জান্তা, জেনারেল আলেজান্দ্রো লানুসকে নিয়ে পরের প্লেনে ওয়াশিংটনের পথে যাত্রা করতে। এই জেনারেল অনুভূতিহীন মানুষ। ষাটের দশকে একটা ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর চার বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় তাঁকে। ১৫ তারিখ এই দু'জন সিআইএ'র হেড কোয়ার্টার্সে ডিরেক্টরের সুইটে গিয়ে হেলমস কখন নিক্সন-কিসিঞ্জারের সাথে মিটিং সেরে ফিরবেন সেই অপেক্ষায় থাকেন।

'ফেরার পর হেলমসকে খুব নার্ভাস লাগছিল,' বলেন পোলগার। উপযুক্ত কারণও ছিল তার। নিক্সন তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সবার অজান্তে চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর আয়োজন করতে। সেক্রেটারি অব স্টেট, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, চিলির রাষ্ট্রদূত বা সিআইএ'র স্টেশন চিফ, কাউকে বলা চলবে না সে কথা। একটা নোটপ্যাডে প্রেসিডেন্টের নির্দেশ টুকে এনেছিলেন হেলমস। সেগুলো ছিল এরকম :

> সম্ভাবনা দশভাগের এক ভাগ, তবু চিলিকে 'উদ্ধার' করতে হবে...
> ১০,০০০,০০০ ডলার বরাদ্দ...
> আমাদের সেরা লোকজন...
> ওদের অর্থনীতির বারোটা বাজাতে হবে...

কিসিঞ্জারকে 'খেলার একটা ছক' দেয়ার জন্য হেলমসের হাতে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় আছে, আয়েন্দেকে প্রতিহত করার জন্য আছে উনচল্লিশ দিন।

রিচার্ড হেলমসকে পঁচিশ বছর ধরে চেনেন টম পোলগার। ১৯৪৫ সালে বার্লিন বেসে একযোগে কাজ শুরু করেছিলেন তাঁরা। পুরনো বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে হতাশার ঝলক দেখতে পান পোলগার। এক সময় জেনারেল লানুসের দিকে

ফিরলেন হেলমস, জানতে চান আয়েন্দেকে উৎখাত করার ব্যাপারে তাদেরকে কি ধরনের সাহায্য করতে পারে তাঁর জান্তা।

জবাব দেয়ার আগে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স চিফের দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল। তারপর বলেন, 'মিস্টার হেলমস, আপনাদের ভিয়েতনাম তো একটা আছেই, আমার জন্য আরেকটা সৃষ্টি করবেন না।'

'বাপকা বেটা জেনারেল চাই'

১৬ সেপ্টেম্বর বেশ সকালেই কভার্ট-অ্যাকশন চিফ, টম কারামেসিনস ও অন্য সাতজন সিনিয়র কর্মকর্তার সাথে বৈঠকে বসেন হেলমস। ঘোষণা করেন 'প্রেসিডেন্ট চান এজেন্সি আয়েন্দের ক্ষমতায় বসা প্রতিহত করুক।' এ বিষয়ে কারামেসিনসকে সর্বময় ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়।

আয়েন্দে হটাও অপারেশনকে সিআইএ দু'ভাগে ভাগ করে নেয়। ট্র্যাক ওয়ান এবং ট্র্যাক টু। প্রথমটা রাজনৈতিক যুদ্ধ, অর্থনৈতিক চাপ, প্রচারণা এবং কূটনৈতিক চাপ। সিদ্ধান্ত হয় চিলিয়ান সিনেট সদস্যদের পর্যাপ্ত ভোট কেনা হবে যাতে তারা সিনেটের আয়েন্দেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনুমোদন করার পথ রুদ্ধ করে দিতে পারে। যদি সে পরিকল্পনায় কাজ না হয়, তাহলে রাষ্ট্রদূত কোরি আরেক প্ল্যান কার্যকর করার কাজে হাত দেবেন। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ফ্রেই-'র সাথে দেখা করে তাঁকে একটা সাংবিধানিক অভ্যুত্থান ঘটাতে রাজি করবেন। সর্বশেষ উপায় হিসেবে রিজার্ভ থাকল : চিলির জনসাধারণকে চরমভাবে বঞ্চিত করার এবং দারিদ্র্যের জন্য আমেরিকা সরকার তীব্র নিন্দা জানাবে। কোরি পরামর্শ দেন, আয়েন্দেকে বাধ্য করতে হবে দেশকে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করতে। সাথে একটা গণআন্দোলনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

ট্র্যাক টু ছিল সামরিক অভ্যুত্থান। এ বিষয়ে কোরির তেমন ধারণা ছিল না। কিন্তু হেলমস বলেন, প্রেসিডেন্টের নির্দেশ এসবের মধ্যে হেনরি হেকশারকে ঢোকানো চলবে না। তিনি টম পোলগারকে আর্জেন্টিনায় ফিরে গিয়ে হেকশারকে উৎসাহ জুগিয়ে যেতে বলেন। হেকশার ও পোলগার; এজেন্সির বার্লিন বেসের দুই ওল্ড বয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে একে অন্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এজেন্সির যে ক'জন সেরা অফিসার ছিল, তাদের অন্যতম। দু'জনেরই ধারণা ট্র্যাক টু হচ্ছে ফুল'স এরান্ড বা অর্থহীন প্রচেষ্টা।

হেলমস ব্রাজিলের স্টেশন চিফ, ডেভিড অ্যাটলি ফিলিপসকে ডেকে পাঠান চিলির টাস্ক ফোর্সকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। ১৯৫০ সাল থেকে সিআইএ'র সাথে জড়িত এই লোক। গুয়াতেমালা ও ডোমিনিকান রিপাবলিকের ভ্যাটেরান। এজেন্সির

সেরা প্রচারণা আর্টিস্ট। ট্র্যাক ওয়ানে তার কিছু করার ছিল না। 'আমার মত যে একবার চিলিতে কিছুকাল থেকে এসেছে, সে জানে একজন চিলিয়ান সিনেটরকে ঘুষ দিয়ে আপনি হয়ত পার পেয়ে যাবেন। কিন্তু দু'জনকে? কখনও পার পাবেন না। তিনজনকে? একেবারেই অসম্ভব,' বলেন ডেভিড অ্যাটলি ফিলিপস। 'ওরা বাঁশি বাজিয়ে দেবে। তারা গণতান্ত্রিক, অনেক আগে থেকেই ছিল।'

ট্র্যাক টু সম্পর্কে তিনি বলেন, 'চিলিয়ান মিলিটারি গণতান্ত্রিক সততার প্রতীক।' তাদের কমান্ডার, জেনারেল রেনে শ্নেইডারের কাছে সংবিধান বড়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, মিলিটারি সব সময় সংবিধানের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে এবং রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে।

ট্র্যাক ওয়ান সফল করার জন্য ফিলিপসের তেইশজন সাংবাদিক ছিল যারা তার কাছ থেকে নিয়মিত ভাতা পেয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পানি ঘোলা করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের ডাক পড়ত ফিলিপসের দরবারে। এই ফিলিপস এবং তার সহকর্মীরা মিলে মারাত্মক এক অ্যান্টি-আয়েন্দে গল্প তৈরি করে যেটা পরে *টাইম*-এ ছাপা হয়। ট্র্যাক টু সফল করার জন্য তার হাতে ছিল ভুয়া পাসপোর্টধারী এক দল ফলস্-ফ্ল্যাগ ডিপ কভার সিআইএ এজেন্ট। তাদের কেউ কলম্বিয়ান ব্যবসায়ী, কেউ আর্জেন্টাইন চোরাচালানী, এবং কেউ বা বলিভিয়ার মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসার।

২৭ সেপ্টেম্বর ফলস্-ফ্ল্যাগধারীরা স্যান্টিয়াগো আমেরিকান দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে, কর্নেল পল উইমার্টের সাথে দেখা করে। তাঁকে একজন চিলিয়ান অফিসার খুঁজে বের করতে বলে যে আয়েন্দেকে উৎখাত করতে পারবে। নিকট অতীতে চিলিতে এ ধরনের কাজ অল্প যে ক'জন করতে গিয়েছিল, জেনারেল রবার্ট ভিয়াক্স তাদের একজন। তার কথা ভাবা হলো। কিন্তু তার সতীর্থ অফিসারদের কেউ কেউ বলল লোকটা ভীষণ বোকা, কেউ বা তাকে পাগল বলেও আখ্যা দিল।

৬ অক্টোবর ফলস্-ফ্ল্যাগধারীদের একজন জেনারেল ভিয়াক্সের সাথে দেখা করে বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে। এর কয়েক ঘন্টার মধ্যে অ্যাম্বাসাডর কোরি প্রথমবারের মত জানতে পারেন সিআইএ তলে তলে অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করছে। এ নিয়ে হেনরি হেকশারের সাথে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা হয় তাঁর। 'তোমাকে বুঝতে হবে আমি তোমার পরিচালক। বুঝতে না পারলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দেশে ফিরে যেতে হবে তোমাকে,' অ্যাম্বাসাডর বলেন।

কিসিঞ্জারকে কেবল করেন, 'আমি মর্মাহত, আতঙ্কিত। চিলিতে অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টাকে আপনাদের তরফ থেকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করা হলে আমেরিকাকে বে অব পিগস্-এর মত অপমানজনক ব্যর্থতার স্বাদ আরেকবার নিতে হতে পারে।'

কিসিঞ্জার অ্যাম্বাসাডরকে অনধিকার চর্চা করতে বারণ করে আরেকবার হেলমসকে ডেকে পাঠান হোয়াইট হাউজে। নতুন বৈঠকে স্যান্টিয়াগোর সিআইএ স্টেশনে নিচের ফ্ল্যাশ কেবল পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয় :

> CONTACT THE MILITARY AND LET THEM KNOW USG (U.S.GOVT.) WANTS A MILITARY SOLUTION, AND THAT WE WILL SUPPORT THEM NOW AND LATER... CREAT AT LEAST SOME SORT OF COUP CLIMATE... SPONSOR A MILITARY MOVE. (মিলিটারির সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদেরকে জানান আমেরিকা সরকার এর সামরিক সমাধান চায়, এবং আমরা তাদেরকে এখন ও পরে সমর্থন জানাব... অন্তত অভ্যুত্থানের মত এক ধরনের পরিবেশ তৈরি করুন... মিলিটারি মুভমেন্টের দায়িত্ব নিন)।

কেবল পাঠানোর কয়েক ঘন্টা পর, ৭ অক্টোবর সায়গন, ব্যাংকক, ভিয়েতনাম এবং টোকিওতে দুই সপ্তাহের ইন্সপেকশন টুরে বেরিয়ে পড়েন হেলমস। সেদিন হেনরি হেকশার চেষ্টা করেন জেনারেল ভিয়াক্সের সাথে জোট বেঁধে অভ্যুত্থান ঘটানোর প্ল্যান থেকে সরে আসার। ওয়াশিংটনকে জানান তিনি, 'জেনারেল ভিয়াক্সকে যদি ক্ষমতায় বসানো হয়, সেটা চিলি এবং মুক্ত বিশ্বের জন্য একটা ট্রাজেডিতে পরিণত হবে... তার অভ্যুত্থানে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে।'

সতর্কবাণীটা ওয়াশিংটনে পাত্তা পায়নি। তিনদিন পর ১০ অক্টোবর, আয়েন্দের ক্ষমতায় বসার মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি থাকতে হেকশার আরেকবার তার ওপরওয়ালাদের পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টায় ওয়াশিংটনে নতুন বার্তা পাঠান : 'আপনারা চেয়েছেন চিলিতে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে। ভিয়াক্স সমাধানের মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ফর্মুলা দিয়েছি যা রক্তপাতহীন হবে বলে মনে হয় না। ঘটনার সাথে আমেরিকার সংশ্লিষ্টতা চেপে রাখা কিছুতেই সম্ভব হবে না। হেড কোয়ার্টার্সের কাউন্টারপার্ট যে সমস্ত প্ল্যান প্রস্তাব করেছে, স্টেশন টিম সেগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যাচাই করে দেখেছে। আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তার কোনোটার সফল হওয়ার দূরতম সম্ভাবনাও নেই। অতএব ভিয়াক্স বাজি, উঁচু ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আপনাদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে।'

হেড কোয়ার্টার্স দ্বিধায় পড়ে যায়।

১৩ অক্টোবর হেকশার আরেকটা খবর কেবল করেন হেড অফিসকে : 'ভিয়াক্স চিলিয়ান আর্মির কমান্ডার ইন চিফ, কড়া সংবিধান ভক্ত জেনারেল শ্নেইডারকে অপহরণ করার কথা ভাবছেন।' কিসিঞ্জার কারামেসিনেসকে ডেকে

পাঠান। ১৬ তারিখ কারামেসিনেস কেবলের মাধ্যমে তাঁর নির্দেশ পাঠান হেকশারকে :

IT IS FIRM AND CONTIUNING POLICY THAT ALLENDE BE OVERTHROWN BY A COUP...IT WAS DETERMINDED THAT A VIAUX COUP ATTEMPT CARRIED BY HIM ALONE WITH THE FORCES NOW AT HIS DISPOSAL WOULD FAIL... ENCOURAGE HIM TO JOIN FORCES WITH OTHER COUP PLANNERS... GREAT AND CONTINUING INTEREST IN THE ACTIVITIES OF... VALENZUELA ET AL AND WE WISH THEM OPTIMUM GOOD FORTUNE. (এটা দৃঢ় ও চলমান নীতি যে আয়েন্দেকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই উৎখাত হতে হবে... এটা নিশ্চিত, ভিয়ক্সের সাথের লোকজনকে নিয়ে সে একা অভ্যুত্থান ঘটাতে গেলে তা ব্যর্থ হবে... তাকে অন্যান্য আগ্রহী অভ্যুত্থানকারীদের সাথে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করুন... প্রবল ও চলমান আগ্রহ ভ্যালেনজুয়েলা এট আল-এর কর্মকাণ্ডে এবং আমরা তাদের সৌভাগ্য কামনা করি)।

স্যান্টিয়াগো গ্যারিসন প্রধান জেনারেল ক্যামিলো ভ্যালেনজুয়েলা ছয়দিন আগে সিআইএ'র সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি জানান কাজটা করতে তিনি আগ্রহী, হয়ত সক্ষমও হবেন, কিন্তু তিনি ভয়ও পাচ্ছেন। ১৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় ভ্যালেনজুয়েলার অফিসারদের একজন সিআইএ'র সাথে যোগাযোগ করে টাকা ও দিক-নির্দেশনার জন্য। সে বলে : 'আমাদের চাই একজন বাপকা বেটা জেনারেল।'

পরদিন রাতে ভ্যালেনজুয়েলা তার দুজন কর্নেলকে গোপনে সাক্ষাৎ করতে পাঠান এজেন্সির ইউনিফর্মধারী প্রতিনিধি, কর্নেল উইমার্টের সাথে। তাদের যে প্ল্যান, তা প্রায় ভিয়ক্সের প্ল্যানের মতই ছিল—জেনারেল শ্নেইডারকে অপহরণ করা। তাকে আর্জেন্টিনায় নিয়ে যাওয়া, কংগ্রেস বিলুপ্ত ঘোষণা করা এবং সশস্ত্র বাহিনীর নামে ক্ষমতা গ্রহণ করা। তাদেরকে নগদ ৫০ হাজার ডলার, তিনটা সাব মেশিনগান এবং এক থলি ভর্তি টিয়ার গ্যাস দেয়া হয়। হেড কোয়ার্টার্স থেকে টম কামারেসিনসের অনুমোদন নিয়ে দেয়া হয় সেসব।

১৯ অক্টোবর, সিনেট অনুমোদনের মাত্র পাঁচদিন বাকি থাকতে হেকশার জানান ট্র্যাক টু 'এতটাই অপেশাদারী এবং নিরাপত্তাহীন যে চিলির প্রেক্ষাপটে সেটার সফল হওয়ার চান্স আছে।' আরেক কথায় সিআইএ আয়েন্দের ক্ষমতায় যাওয়া ঠেকাতে চায়, এ কথা এত বেশি চিলিয়ান মিলিটারি অফিসার জানে যে বলা যায় না, কু সত্যি সত্যি ঘটে যেতেও পারে। 'প্রতিটা আগ্রহী মিলিটারি পার্টি আমাদের অবস্থান সম্পর্কে খুব ভালো জানে,' ২০ অক্টোবরের এক সিআইএ মেমোতে লেখা হয় এ কথা। পরদিন রিচার্ড হেলমস তাঁর দু' সপ্তাহের সফর শেষ

করে ওয়াশিংটনে ফিরে আসেন।

২২ অক্টোবর। আর মাত্র পঞ্চাশ ঘণ্টা বাকি কংগ্রেসের নির্বাচনের ফল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। একদল অস্ত্রধারী অফিসে যাওয়ার সময় জেনারেল শ্নেইডারের গাড়ির ওপর হামলা চালায়। একের পর এক গুলি করা হয় তাঁকে। হাসপাতালে গুলি অপসারণের অপারেশন চলার সময় মৃত্যু হয় জেনারেলের। তার খানিক আগে সালভাদর আয়েন্দেকে ১৫৩-৩৫ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী এবং সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে কংগ্রেস।

জেনারেল শ্নেইডারকে কে হত্যা করেছে, তা জানতে বেশ সময় লাগে সিআইএ'র। হেড কোয়ার্টার্সে ডেভ ফিলিপস ধারণা করেন সিআইএ'র মেশিনগানই কাজটা করেছে। তবে তিনি আশ্বস্ত হন যে কাজটা ভিয়ক্সের লোকের, ভ্যালেনজুয়েলার লোকের নয়। সিআইএ'র যে প্লেনটা প্রস্তুত রাখা হয়েছিল অপহৃত জেনারেল শ্নেইডারকে স্যান্টিয়াগোর বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে বলে, সেটায় করে দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় যে সমস্ত চিলিয়ান অফিসার এজেন্সির টাকা ও মেশিনগান পেয়েছিল, তাদেরকে।

'সে বুয়েনস আইরেসে আসে পকেটে পিস্তল নিয়ে। এসে বলে, "আমি বিরাট সমস্যায় পড়েছি। তোমাদেরকে সাহয্য করতে হবে আমাকে,' " অতীত স্মরণ করেন টম পোলগার। এজেন্সি চিলিতে ভোট কেনার মাধ্যমে মিশন শুরু করেছিল, আর শেষ করল হবু খুনীদের জন্য অটোম্যাটিক অস্ত্র চোরাচালান করে আনার মধ্যে দিয়ে।

'সিআইএ'র এক পয়সাও দাম নেই'

এতকিছু করার পরও আয়েন্দের ক্ষমতায় বসা ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ায় এজেন্সির ওপর মহাখাপ্পা হয়ে ওঠে হোয়াইট হাউজ। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকজনের বিশ্বাস জন্মায়, সিআইএ'তে ঘোট পাকিয়ে ওঠা একটা লিবারেল ষড়যন্ত্র চিলির কভার্ট অ্যাকশনে নাশকতা ঘটিয়েছে। আলেকজান্ডার হেইগ ওই সময় নতুন পদোন্নতি পাওয়া জেনারেল এবং কিসিঞ্জারের অপরিহার্য ডানহাত ছিলেন। তিনি বলেন, 'অপারেশন ব্যর্থ হয়েছে কারণ সিআইএ'র অফিসাররা তাদের চূড়ান্ত অ্যাসেসমেন্ট ও কভার্ট অ্যাকশনের সংশোধনমূলক প্রস্তাবকে রাজনৈতিক অনুভূতির সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন।' হেলমসের অধীনে যে প্রভাবশালী বামপন্থি স্লট আছে, সেটাকে লাইনে আনার এখনই উপযুক্ত সময়, তাঁর বসকে পরামর্শ দেন হেইগ। 'যে চিন্তা-চেতনা, প্রক্রিয়া বা ধারণাসংক্রান্ত

বুনিয়াদের ওপর সিআইএ'র কভার্ট-প্রোগ্রাম পরিচালিত হওয়া উচিত, তাকে ভালো করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা দরকার।'

নিক্সন ঘোষণা করেন হেলমস তাঁর চাকরিতে থাকতে পারেন, যদি নিজের ঘর পরিষ্কার রাখতে পারেন। ডিরেক্টর প্রতিজ্ঞা করেন তাঁর ছয় ডেপুটির চারজনকে বরখাস্ত করবেন তিনি। কেবল টম কামারেসিনস বহাল থাকবেন কভার্ট-অ্যাকশনের জন্য, এবং কার্ল ডুকেট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির জন্য। এক মেমোতে তিনি কিসিঞ্জারকে পরোক্ষে সতর্ক করে বলেন, ক্রমাগত শুদ্ধিকরণের ফলে তার লোকদের নৈতিক শক্তি ও নিজেদের দেশসেবায় নিয়োজিত রাখার মনোবল হুমকির মুখে পড়তে পারে। এর বিপরীতে প্রেসিডেন্ট হুমকির পর হুমকি দিতে থাকেন এজেন্সির চামড়া থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার উশুল করে নেয়া হবে। সে সময়কার বাজেট ডিরেক্টর, জর্জ পি শুলজ বলেন, 'নিক্সন তখন নিয়মিত গালমন্দ করতেন এজেন্সিকে। তাঁকে বলতেন, "আপনি ওদের বাজেট বর্তমানের তুলনায় এক তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনুন। না, অর্ধেক করে ফেলুন।" আমি সেসব গুরুত্বের সাথে নিতাম না।'

নিক্সন কিন্তু মশকরা করছিলেন না। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে কিসিঞ্জারের এক এইড তাঁকে অনুরোধ করেন, 'আপনি ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করুন যাতে তিনি সিআইএ'র বাজেট এত না কমান। তাহলে ভয়াবহ সমস্যা দেখা দিতে পারে।' কিন্তু প্রেসিডেন্টকে নরম করা যায়নি। পরের দুই বছর তিনি এজেন্সির গলায় ছুরি ধরে রেখেছিলেন।

পরিস্থিতি দেখে সবার মনে হতে লাগল নিক্সনের হোয়াইট হাউজ বুঝি সিআইএ'র বারোটা বাজাতে উঠেপড়ে লেগেছে। আসলে তিনি ওটাকে উদ্ধার করতে চাইছিলেন। সেই মাসে কিসিঞ্জার ও শুলজ বাজেট অফিসের ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ দেন এক উচ্চাভিলাষীকে, তার নাম জেমস পি. শ্লেসিঙ্গার। তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয় রিচার্ড হেলমস কোন কোন ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করছেন, তিন মাস পর পর সে সম্পর্কে রিভিউ রিপোর্ট দাখিল করার। একচল্লিশ বছর বয়স শ্লেসিঙ্গারের। অসময়ে সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। হার্ভার্ডে কিসিঞ্জারের ক্লাসমেট ছিলেন। বিচক্ষণতায় কোনো অংশে কম যান না তিনি কিসিঞ্জারের চেয়ে। তবে কিসিঞ্জারের মত কপটতা, প্রবঞ্চনা, ভান-ভণিতা জানতেন না। প্রশাসনের সমস্ত পরগাছা আর মরা গাছ উপড়ে ফেলে নিক্সনের হোয়াইট হাউজে যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছিলেন শ্লেসিঙ্গার।

তিনি রিপোর্ট করেন, ইন্টেলিজেন্সের খরচ আকাশ ছুঁতে চলেছে অথচ কাজের মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। সাত হাজার বিশ্লেষক ডেটার রাজ্যে সাঁতার কেটেও সিআইএ'র কাজের ধারা বুঝে উঠতে পারেনি। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ছয় হাজার অফিসারের একজনও কমিউনিস্ট বিশ্বের হাই কাউন্সিলে পেনিট্রেট করতে

পারেনি। সিআইএ'র ডিরেক্টরের কভার্ট-অ্যাকশন পরিচালনা আর ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট প্রস্তুত করা ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না, আবার সেসব রিপোর্ট নিক্সন বা কিসিঞ্জার খুব কমই পড়তেন। এজেন্সি নিক্সনের গ্লোবাল অ্যামবিশন বা বৈশ্বিক অভিলাষকে সমর্থন জানাতে পারেনি—চীনের জন্য দরজা খুলে দেয়া, সোভিয়েতদের সাথে এক কাতারে শামিল হওয়া, আমেরিকান শর্তের অধীনে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো ইত্যাদি। 'কোনো নিশ্চয়তা নেই যে ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি তার বর্তমান কাঠামো অনুযায়ী এই সমস্ত সমস্যার সামাধানে সফল হবে,' মন্তব্য করেন শ্লেসিঙ্গার।

১৯৪৭ সাল থেকে চলে আসা সেকেলে আমেরিকান এসপিওনাজকে নতুন করে আকার দেয়ার প্রস্তাব করেন তিনি। ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর হিসেবে পরিচিত নতুন এক জার হোয়াইট হাউজে বসে কাজ করবে। ইন্টেলিজেন্স সাম্রাজ্য দেখাশোনা করবে। সিআইএকে বিলোপ করে তার জায়গায় একটা নতুন এজেন্সি গঠন করা হবে। কভার্ট অ্যাকশন আর এসপিওনাজ পরিচালনা করবে।

নতুন এই পরামর্শ প্রকাশ করে মেমো লেখেন শ্লেসিঙ্গার, 'এটা হবে আমেরিকান সরকারের হাতে নেয়া স্মরণকালের সবচেয়ে বিতর্কিত গাটফাইট বা সাহস ও সংকল্পের লড়াই।' কিন্তু সমস্যা হলো সিআইএ'র জন্মদাতা ছিল কংগ্রেস। তার এই নবজন্মে কংগ্রেসের অনুমোদন থাকতে হবে। কিন্তু নিক্সন তা মানতে রাজি নন। তিনি কাজটা গোপনে করতে চাইলেন। কিসিঞ্জারকে তিনি নির্দেশ দেন পুরো এক মাস তাঁকে আর কিছু করতে হবে না, শুধু তাঁর ইচ্ছা সফল করার কাজে লেগে থাকতে হবে। কিন্তু কিসিঞ্জার তাতে রাজি হতে পারেননি।

আয়েন্দে চিলির ক্ষমতায় বসার দীর্ঘ এক বছর পর অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। প্রেসিডেন্ট সরাসরি হেলমসকে নির্দেশ দেন সিআইএ'র দায়িত্ব তাঁর ডেপুটি; নিক্সনের ভাড়াটে বন্দুক–জেনারেল কাশ্যম্যানের হাতে তুলে দিতে এবং ইন্টেলিজেন্স সাম্রাজ্যের মাথা, সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যেতে। হেলমস কৌশলে, তলোয়ার যুদ্ধের তাৎক্ষণিক প্রত্যাঘাতের মত ক্ষিপ্রগতিতে সে আঘাত এড়িয়ে যান। কাশম্যানকে ফ্রিজের এত গভীরে ভরে রাখেন যে বেচারা দিশা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মেরিন কম্যান্ডান্ট হিসেবে বদলির আবেদন জানান।

এই ঘটনার পর শ্লেসিঙ্গারের পরামর্শের মৃত্যু ঘটে, রিচার্ড নিক্সনের মনের রাজ্য ছাড়া অবশ্য। 'ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে পবিত্র গরু,' বলেন ক্ষিপ্ত নিক্সন। 'ক্ষমতায় থাকতে এ বিষয়ে কিছুই করিনি আমরা। সিআইএ'র এক পয়সাও দাম নেই।'

মনে মনে রিচার্ড হেলমসকে তাড়ানোর ফন্দি আঁটতে থাকেন তিনি।

সিআইএ কখনও সালভাদর আয়েন্দের পিছু ছাড়েনি। টম কারামেসিনসের মতে 'ট্র্যাক টু আসলে শেষ হয়নি কখনও।' তাঁর নোট অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ হোয়াইট হাউজের এক মিটিংয়ে এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হয়। 'সে মিটিংয়ে কিসিঞ্জার ডেভিল'স অ্যাডভোকেটের ভূমিকা পালন করেন। সিআইএ'র চিলি অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপন্থিদের সমর্থন করা,' বলেন তিনি। 'আয়েন্দে যখন তা নয়, তাহলে কেন আমরা চরমপন্থিদের সমর্থন জানাচ্ছি না?'

পরে তাই করে এজেন্সি। নিক্সনের অনুমোদিত ১০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে দেশটিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার বীজ বোনে। সেই বীজ থেকে চারা জন্মায় ১৯৭১ সালে। এজেন্সির নতুন ল্যাটিন আমেরিকান ডিভিশন চিফ, টেড শ্যাকলি তার সুপিরিয়রদের বলেন, তার অফিসাররা চিলির গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারদের ওপর 'আমাদের প্রভাব চাপিয়ে দেবে যাতে তারা অভ্যুত্থান সমর্থনকারীদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্যান্টিয়াগোর নতুন স্টেশন চিফ, রে ওয়ারেন সামরিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ঘাত সৃষ্টিকারী একদল মানুষ দিয়ে একটা জাল তৈরি করেন যে জাল চিলিয়ান মিলিটারিকে তাদের সাংবিধানিক ভিত্তি বদলে দেয়ার চেষ্টা করে। এই সময় প্রেসিডেন্ট আয়েন্দেও মারাত্মক একটা ভুল করে বসেন। সিআইএর হটকারীতার জবাবে একটা ছায়া আর্মি গঠন করেন 'গ্রুপ ডি অ্যামিগোস ডেল প্রেসিডেন্টি বা প্রেসিডেন্টের বন্ধু' নামে। ফিদেল ক্যাস্ট্রো সে বাহিনীকে সমর্থন দেন। চিলিয়ান মিলিটারি বিষয়টা মেনে নিতে পারেনি।

আয়েন্দে নির্বাচিত হওয়ার প্রায় তিন বছর পর জ্যাক ডিভাইন নামে স্যান্টিয়াগোর এক তরুণ সিআইএ অফিসার একটা বুলেটিন ফ্ল্যাশ করে যেটা সরাসরি কিসিঞ্জারের হাতে গিয়ে পড়ে। সেটায় বলা হয়ঃ চিলিয়ান মিলিটারির যে সমস্ত সদস্য প্রেসিডেন্ট আয়েন্দেকে উৎখাত করতে আগ্রহী, তাদের গুরুত্বপূর্ণ একজনের পক্ষ থেকে কয়েক মিনিট অথবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভ্যুত্থানে সাহায্য করার জন্য বার্তা পাঠানো হবে।

১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সকালের দিকে সে অভ্যুত্থান ঘটে। গোটা বিষয়টা অত্যন্ত দ্রুত ঘটে যায়। সালভাদর আয়েন্দে ধরা পড়তে যাচ্ছেন দেখে প্রেসিডেনশিয়াল প্রাসাদে অটোম্যাটিক রাইফেলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ফিদেল ক্যাস্ট্রো উপহার দিয়েছিলেন সেটা। দুপুরে মিলিটারির পক্ষ থেকে ক্ষমতা দখল করেন জেনারল অগাস্টো পিনোশে। সিআইএ কালবিলম্ব না করে নতুন

সামরিক জান্তার সাথে লিয়াজোঁ স্থাপন করে। পিনোশে ক্ষমতায় বসেন চরম নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে। ৩ হাজার দুইশো মানুষকে হত্যা করা হয়। জেলে পোরা হয় ও নির্যাতন চালানো হয় আরও হাজার হাজার চিলিয়ানকে। সেই দমনমূলক অভিযানের নাম ছিল ক্যারাভান অব ডেথ।

স্নায়ু যুদ্ধের পর কংগ্রেসে দেয়া এক জবানবন্দিতে এজেন্সি স্বীকার করে, সিআইএ'র কিছু সদস্য চিলির গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সেসব গোপন করা, দুটো ক্ষেত্রের সাথেই জড়িত ছিল।' মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের মধ্যে প্রধান ছিল পিনোশের অধীন চিলিয়ান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের চিফ, কর্নেল ম্যানুয়েল কন্ট্রেরাস। পরে এজেন্সির ভাতাভোগী এজেন্টে পরিণত হয় সে। চিলির অভ্যুত্থানের দুই বছর পর ভার্জিনিয়ায় এজেন্সির অনেক সিনিয়র অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করে। ততদিনে হেড কোয়ার্টার্সে জানাজানি হয়ে গেছে অভ্যুত্থানের পরে চিলির হাজার হাজার হত্যা ও নির্যাতনের জন্য লোকটা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। ১৯৭৬ সালে নিজেকে আরও বিখ্যাত করে তোলে একটা সন্ত্রাসী ঘটনার মাধ্যমে। আমেরিকায় আয়েন্দের রাষ্ট্রদূত অরলান্ডো লেটেলিয়ার এবং তার আমেরিকান এইড, রনি মফিটকে হত্যা করে এই কর্নেল। হোয়াইট হাউজের চোদ্দ ব্লক দূরে কার বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় তাদের। সেই হত্যার বিচারের জন্য কন্ট্রেরাসকে পাকড়াও করা হলে সে উল্টো ভয় দেখায় : এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলে সে বিশ্বকে জানিয়ে দেবে তার ও সিআইএ'র সম্পর্কের কথা। ফলে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। এজেন্সির কোনো সন্দেহ নেই তাদের নিজেদের মাটিতে কন্ট্রেরাসের এই সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পিছনে অবশ্যই পিনোশের অনুমোদন ছিল।

পিনোশে প্রশাসন সতেরো বছর চিলির ক্ষমতায় ছিল। তারপর অরলান্ডো লেটেলিয়ারের হত্যার অভিযোগে চিলিয়ান কোর্ট কন্ট্রেরাসকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে একানব্বই বছর বয়সে পিনোশের মৃত্যু হয়। পাইকারী নরহত্যার অভিযোগ ছিল তাঁর নামে। বিদেশের গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা ছিল ২৮ মিলিয়ন ডলার। ক্যারাভান অভ ডেথের অনিবার্য পরিণতি থেকে বেঁচে যাওয়া ভুক্তভোগীরা হেনরি কিসিঞ্জারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন জানিয়েছিল চিলি, আর্জেন্টিনা, স্পেন এবং ফ্রান্সের কোর্টে। তিনি সেক্রেটারি অব স্টেটের দায়িত্ব পালনের সময় হোয়াইট হাউজের তরফ থেকে সতর্ক করে দেয়া হয় তাঁকে : যে একটা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাকে সামনে এগিয়ে দেয়, তাকে সেই কাজের প্রকৃত ও সম্ভাব্য পরিণতি ভোগ করার জন্য দায়ী করা হতে পারে।

'সিআইএ তার কভার্ট-অ্যাকশন মেশিনারিতে "স্টপ' আর "গো" বাটন বসাতে অক্ষম ছিল,' বলেন এজেন্সির চিলিয়ান টাস্ক ফোর্স প্রধান, ডেভ ফিলিপস।

'আমি ভেবেছি মিলিটারি কু হলে স্যান্টিয়াগোর পথে পথে অন্তত দু সপ্তাহের গোপন যুদ্ধ চলবে। দেশের বাকি অংশে মাসের পর মাস লড়াই চলবে, শত শত মানুষের মৃত্যু হবে।' প্রথম দফা ট্র্যাক টু ব্যর্থ হওয়ার পাঁচ বছর পর সিনেট কমিটির সামনে গোপন জবানবন্দিতে এ কথা বলেন ডেভ ফিলিপস। 'ঈশ্বর জানেন, আমিও জানি আমি যা করেছি তাতে মাত্র এক ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল।'

ইন্টারোগেটর তাঁকে প্রশ্ন করেন : 'গুপ্তহত্যায় একজনের মৃত্যু আর অভ্যুত্থানে হাজারজনের মৃত্যুর মাঝে আপনি পার্থক্য নির্ণয় করেন কিভাবে?'

ফিলিপস পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমারু বিমান চালানোর সময় আমি একটা টার্গেট বাটন টিপে শত শত, এবং হয়ত হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছি। তার পার্থক্য আমি কিভাবে নির্ণয় করব, স্যার?'

'আমরা অনেক "হেল" ধরতে যাচ্ছি'

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সময়, ১৯৭১ সালের বসন্তে সরকারের গোপন নজরদারীর মাত্রা তুঙ্গে পৌছে যায়। সিআইএ, এনএসএ এবং এফবিআই সাধারণ আমেরিকানদের ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করে। কিসিঞ্জারকে সব বিষয়ে অবহিত রাখতে ডিফেন্স সেক্রেটারি মেলভিন লেয়ার্ড ও জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ ব্যবহার করছিলেন ইলেক্ট্রনিক আড়িপাতা যন্ত্র, সাথে গোয়েন্দাগিরি তো ছিলই। নিক্সন তাঁর দুই উত্তরসূরি, কেনেডি ও জনসনের তুলনায় একটু এগিয়ে ছিলেন। তিনি হোয়াইট হাউজ ও ক্যাম্প ডেভিডে অতি আধুনিক ভয়েস অ্যাকটিভেটেড মাইক্রোফোন প্ল্যান্ট করেন। নিজের ও কিসিঞ্জারের ঘনিষ্ঠ এইড আর ওয়াশিংটনের অনেক প্রখ্যাত রিপোর্টারকেও মাইক্রোফোনের আওতায় নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য প্রেসের কাছে খবর লিক হওয়া ঠেকানো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি সেসব। জুন মাসে *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পেন্টাগন পেপারস থেকে সারাংশ প্রকাশ করতে শুরু করে। পেন্টাগন পেপারস ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের গোপন ইতিহাস, চার বছর আগে ডিফেন্স সেক্রেটারি রবার্ট ম্যাকনামারার প্রস্তুত করা। এসব গোপন কাগজ পত্রিকার হাতে পড়ে ড্যানিয়েল এলিসবার্গ নামে পেন্টাগনের সাবেক এক হুইজ কিডের মাধ্যমে, কিসিঞ্জার তাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের কনসাল্ট্যান্ট হিসেবে। সান ক্লিমেন্টে নিক্সনের ক্যালিফোর্নিয়া কম্পাউন্ডেও তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন কিসিঞ্জার।

এমন আস্থাভাজনের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে রাগে ফেটে পড়েন কিসিঞ্জার। নিক্সনও ভীষণ ক্ষেপে যান। গোপন খবর লিক হওয়া ঠেকাতে নিজের অভ্যন্তরীণ পলিসি চিফ, জন এরলিখম্যানের সাহায্য চান। তিনি কয়েকজনকে নিয়ে একটা টিম গঠন করেন—দি প্লামার্স নামে। তার নেতৃত্ব দেয়া হয় অল্প কিছুদিন আগে অবসরে যাওয়া এক সিআইএ অফিসারকে। গুয়াতেমালা ও বে অব পিগস-এ গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই লোকের।

রাষ্ট্রদূত স্যাম হার্টের কাছে এভারেট হাওয়ার্ড হান্ট, জুনিয়র ছিলেন এক 'অনন্য চরিত্র'। ১৯৫০-এর শেষদিকে তিনি যখন উরুগুয়েতে সিআইএ'র স্টেশন চিফ

ছিলেন, তখন তার সাথে পরিচয় হয় স্যাম হার্টের। তাঁর মতে হাওয়ার্ড হান্ট ছিলেন 'সম্পূর্ণ আত্ম-সমাহিত, একেবারেই নীতি-নৈতিকতাবর্জিত এবং নিজের ও আশপাশের সবার জন্য বিপদজনক। তার সম্পর্কে যতদূর জেনেছি, তাতে এটা স্পষ্ট যে একটা বিপর্যয় থেকে আরেকটার মধ্যে গিয়ে পড়ে সে। বিপদের মাত্রা প্রতিবার আগেরবারের চেয়ে বেশি হয়। যে পথ দিয়ে যায় পিছনে ঝড় তুলে, সবকিছু উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে যায়।'

হান্ট ১৯৫০ সালে সিআইএ'তে যোগ দেয়ার সময় ছিলেন রোমান্টিক যুবক, শীতল যোদ্ধা। তারপর হয়ে ওঠেন কল্পনাপ্রবণ, প্রতিভা খরচ করেন ভালো কিছু গোয়েন্দা উপন্যাস লেখার পিছনে। এক বছরেরও কম সময় পর সিআইএ'র চাকরি ছাড়েন তিনি নিক্সনের এইড, চাক কলসনের অন্য এক কাজের প্রস্তাব পেয়ে। কাজটা ছিল হোয়াইট হাউজের হয়ে সিক্রেট অপারেশন পরিচালনা করার। মায়ামি গিয়ে পুরনো সঙ্গী কিউবান-আমেরিকান বার্নার্ড পারকারের সাথে দেখা করেন হান্ট। সঙ্গী তখন রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়ী। বে অব পিগস-এর নিহতদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভের কাছে কাজ নিয়ে আলোচনা হয় তাদের মধ্যে।

'কাজটাকে হাওয়ার্ড জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বলে দাবি করে,' বলেন পারকার। 'আমি তাকে জিজ্ঞেস করি সে কার প্রতিনিধিত্ব করছে। সে যা জবাব দেয় তা সত্যিই কল্পনার বাইরে ছিল আমার। সে বলে, হোয়াইট হাউজ উঁচু স্তরের একটা দলে আছে সে, কাজ করছে সরাসরি প্রেসিডেন্টের নির্দেশের অধীনে।' পারকার ও হাওয়ার্ড সেখান থেকে আরও চারজন মায়ামি কিউবানকে নিয়োগ করে। ইউজেনিও মার্টিনেজ তাদের একজন। এই লোক সিআইএ'র হয়ে মায়ামি থেকে কিউবা পর্যন্ত তিনশোর মত সমুদ্রগামী মিশন পরিচালনা করেছে। হেড কোয়ার্টার্স থেকে নিয়মিত একশ ডলার ভাতা পায় ইউজেনিও মার্টিনেজ।

১৯৭১ সালের ৭ জুলাই এরলিখম্যান সিআইএ'র ভেতরকার নিক্সনের স্পাইকে ফোন করেন। তিনি ডেপুটি ডিরেক্টর, জেনারেল কাশম্যান। প্রেসিডেন্টের এইড তাকে জানান হাওয়ার্ড হান্ট তাঁকে সরাসরি টেলিফোন করবেন এবং তাঁর সাহায্য চাইবেন। এরলিখম্যান বলেন, 'সে প্রেসিডেন্টের হয়ে কাজ করে।' এ কথা শোনার পর হান্ট কিছু কিছু জিনিস দাবি করেন। তাঁর পুরনো সেক্রেটারিকে ফেরত চান তিনি। নিউ ইয়র্কে নিরাপদ টেলিফোনসহ একটা অফিস, সর্বাধুনিক টেপ রেকর্ডার, একটা সিআইএ ক্যামেরা যেটা দিয়ে বেভারলি হিলসের এলসবার্গের সাইক্রিয়াটিস্টের অফিসে অনুপ্রবেশের ছবি তোলা হবে, এবং সিআইএ সেই ফিলম ডেভেলপ করে দেবে ইত্যাদি। কাশম্যান ডিরেক্টর হেলমসকে জানান, এজেন্সি হান্টকে ছদ্মবেশ ধারণের এক সেট জিনিসপত্র দিয়েছে। তার মধ্যে আছে একটা লাল পরচুলা, একটা ভয়েস অ্যালার্টিং ডিভাইস ও একটা ভুয়া পরিচয়পত্র।

তারপর হোয়াইট হাউজ এজেন্সিকে নির্দেশ দেয় ড্যানিয়েল এলসবার্গের

সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করে দিতে। সিআইএ চার্টার অনুযায়ী এ কাজ সরাসরি নিষিদ্ধ। কোনো আমেরিকানের ওপর গোয়েন্দাগিরি করার অধিকার নেই সিআইএ'র। কিন্তু হেলমস মেনে নেন সে দাবি। ১৯৭১ সালের নভেম্বরে কাশম্যানকে এজেন্সি থেকে বের করে দেন হেলমস। কয়েক মাস খোঁজাখুঁজির পর উপযুক্ত প্রার্থীর খোঁজ পান নিক্সন। তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভারনন ওয়াল্টার্স।

এই জেনারেল প্রায় দুই দশক বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের হয়ে অসংখ্য গোপন মিশন পরিচালনা করেছেন। কিন্তু ১৯৭২ সালের ২ মে তিনি এজেন্সির নতুন ডেপুটি ডিরেক্টর হয়ে যোগ দেয়ার আগে পর্যন্ত হেলমস তাঁকে দেখেননি।

'আমি একটা চলমান মিশন থেকে এসেছি যেটা সম্পর্কে সিআইএ কিছুই জানে না,' জেনারেল ওয়াল্টার বলেন হেলমসকে।

হেলমস বলেন, 'আমি আপনার কথা শুনেছি। ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

আমি বলি, 'ওয়েল, আমি তিন বছর চীনা ও ভিয়েতনামীদের সাথে নেগোশিয়েট করেছি। আমি হেনরি কিসিঞ্জারকে পনেরোবার প্যারিসে অত্যন্ত গোপনে আনা-নেয়া করেছি যার কথা আপনি বা আর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানে না।'

হেলমস প্রভাবিত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নতুন ডেপুটির আনুগত্য নিয়ে ভাবতে বাধ্য হন।

'বনের প্রতিটা গাছ পড়ে যাবে'

শনিবারের গভীর রাত। জুন ১৭, ১৯৭২। সিআইএ'র অফিস অব সিকিউরিটির চিফ হাওয়ার্ড অসবর্ন টেলিফোন করেন হেলমসের বাসায়। ডিরেক্টরের মন বলল কলটা কোনো সুখবর নিয়ে আসেনি। কাজেই দু'জনের সেদিনের ফোনালাপ স্পষ্ট মনে আছে হেলমসের।

'ডিক, এখনও জেগে আছ?'

'হ্যাঁ, হাওয়ার্ড।'

'শুনলাম ওয়াটারগেটে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ন্যাশনাল হেড কোয়ার্টার্স থেকে পাঁচ লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। চার কিউবান এবং জিম ম্যাককর্ড। ব্রেক ইন মামলা।

'ম্যাককর্ড? তোমার দোকান থেকে রিটায়ার করা?'

'দু' বছর আগে।'

'কিউবানরা কোথাকার? মায়ামির, না হাভানার?

'মায়ামি... এ দেশে আছে কয়েক বছর থেকে।'

'পরিচিত কেউ আছে?'

'এখনও জানি না।'

'অপারেশনের লোকজন ডেকে নাও... মায়ামিতে কাজ শুরু করতে বলো। লোকগুলোর রেকর্ড চেক করো। এইটুকুই?'

'এ তো অর্ধেকও না,' অসবর্ন বললেন। 'এর সাথে হাওয়ার্ড হান্টও জড়িত আছে মনে হয়।'

হাওয়ার্ডের নাম শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন হেলমস। 'ওখানে কি করছিল লোকগুলো?'

একটা চিন্তা ঢোকে তাঁর মাথায়। ম্যাককর্ড ইলেক্ট্রনিকস আড়িপাতা যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ। আর হান্ট কাজ করে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের হয়ে, এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে অয়্যারট্যাপিং (টেলিফোনে আড়িপাতা)-এর। এটা ফেডারেল ক্রাইম। খাটের কিনারায় বসে এফবিআইয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, এল. প্যাট্রিক গ্রে'র খোঁজে একের পর এক টেলফোন করতে থাকেন ডিরেক্টর। লস অ্যাঞ্জেলিসের এক হোটেলে তাঁকে পাওয়া গেল। তাঁর বস, এডগার হুভার ছয় সপ্তাহ আগে মারা যাওয়ায় এখন তিনিই এফবিআইয়ের পরিচালক। হেলমস খুব সতর্কতার সাথে তাকে ঘটনা খুলে বলেন—ওয়াটারগেটে ধরা পড়া বার্গলাররা হোয়াইট হাউসের হয়ে কাজ করছে। এর সাথে সিআইএ *মোটেই জড়িত নয়*। বুঝতে পেরেছ? ওকে, গুড নাইট।

১৯ জুন সোমবার সকাল নয়টা। হেড কোয়ার্টার্সে সিনিয়র অফিসারদের সাথে মিটিংয়ে বসেন হেলমস। এজেন্সির বর্তমান একজিকিউটিভ ডিরেক্টর, বিল কলবির মনে আছে সেদিন হেলমস বলছিলেন, 'উই আর গোয়িং টু ক্যাচ এ লট অব হেল্, কারণ ধরা পড়া সবাই সিআইএ'র প্রাক্তন সদস্য এবং এরা হোয়াইট হাউজের হয়ে কাজ করছিল। পরদিন *দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট* এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব ওভাল অফিসের কাঁধে চাপিয়ে দিল। আজও পর্যন্ত কেউ যদিও নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এ কাজ অনুমোদন করেছিলেন কি না।

শুক্রবার, ২৩ জুন নিক্সন তাঁর অসম্ভব দক্ষ চিফ অব স্টাফ এইচ. আর. হেলডিম্যানকে বলেন হেলমস আর ওয়াল্টার্সকে হোয়াইট হাউজে ডেকে পাঠাতে এবং এফবিআইকে ন্যাশনাল সিকিউরিটির নামে এসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ওয়াল্টার্স টেলিফোনে গ্রে-কে চুপ থাকতে বলেন। কিন্তু সোমবার, ২৬ তারিখ জটিলতা দেখা দেয়। নিক্সনের কাউন্সেল, জন ডিন ওয়াল্টার্সকে নির্দেশ দেন কারাগারে থাকা ছয়জন সিআইএ ভ্যাটেরানের জন্য বড় অঙ্কের 'সূত্রহীন' ক্যাশের ব্যবস্থা করতে। পরদিন ডিন আবার টাকার কথা বলেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্টকে জানান 'চুপ রাখার' জন্য দুই বছরের মধ্যে এক মিলিয়ন ডলার দিতে হবে। হেলমস অথবা ওয়াল্টার্স, একজন দেশে না থাকলে অন্যজন সিআইএ'র ব্ল্যাক বাজেট থেকে গোপন পেমেন্টের মাধ্যমে এ টাকা পৌঁছে দিতেন। আমেরিকান সরকারের কেবল এই দুই অফিসারই পারেন আইনগতভাবে সুটকসে ভর্তি টাকা হোয়াইট হাউজে পৌঁছে দিতে, এবং নিক্সন জানতেন সে কথা।

'আমরা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় টাকা পৌছে দিতে পারি,' পরে স্বীকার করেন হেলমস। আমরা রাজ্যের মধ্যস্থতার কাজ করি। আমাদের কখনও কালো টাকার প্রয়োজন হয় না।' কিন্তু সেই ঘটনায় প্রেসিডেন্টের কথামত টাকা পৌছে দিলে সিআইএ খতম হয়ে যেত। হোয়াইট হাউজকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী সহযোগিতা করার জন্য আমার জেলই শুধু হত না, এজেন্সির বিশ্বাসযোগ্যতাও চিরতরে খতম হয়ে যেত।'

তাই নিক্সনের কাউন্সেলের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন রিচার্ড হেলমস। হোয়াইট হাউজের চাপ থেকে বাঁচতে এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডের ইন্টেলিজেন্স আউটপোস্ট পরিদর্শনের নামে দু' সপ্তাহের জন্য দেশ থেকে কেটে পড়েন। ওয়াল্টার্স হন ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর। এক সপ্তাহ পর এফবিআই ধৈর্য হারায়, বিদ্রোহ করতে শুরু করে তাদের এজেন্টরা। এফবিআই ডিরেক্টর, এল. প্যাট্রিক গ্রে দাবি করেন সিআইএ যদি তাদের এ বিষয়ে তদন্ত করতে দিতে না চায়, তাহলে তাদেরকে লিখিত অর্ডার দিতে হবে যে ন্যাশনাল সিকিউরিটির নামে তারা ওয়াটারগেট ঘটনার তদন্ত স্থগিত রাখতে চায়। দুই ডিরেক্টরই উপলব্ধি করেন পরিস্থিতি কোনদিকে গড়াতে শুরু করেছে। ৬ জুলাই সামনাসামনি আলাপ হয় দু'জনের। তারপর গ্রে প্রেসিডেন্টের রিট্রিট, সান ক্লিমেন্টে টেলিফোন করে নিজের অবস্থানের কথা জানান নিক্সনকে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন নিক্সন। অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করে লাইনে, তারপর বলেন, 'গো অ্যাহেড উইথ ইওর ইনভেস্টিগেশন।'

হেলমস বিদেশ সফর শেষ করে দেশে ফেরেন জুলাইয়ের শেষদিকে। জিম ম্যাককর্ড তখন বিচার ও পাঁচ বছরের নিশ্চিত কারাদণ্ড হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। আইনজীবীর মাধ্যমে সিআইএ'কে পাঠানো এক বার্তায় তিনি জানান, প্রেসিডেন্টের লোকজন চাইছে তিনি যেন কোর্টে বলেন, ওয়াটারগেটের ব্রেক-ইন ঘটনা সিআইএ'র পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে। সিআইএ'র এক এইড বলেছে, এর দায়-দায়িত্ব সিআইএ বহন করুক। তাহলে আমি প্রেসিডেনশিয়াল ক্ষমার সুযোগ পাবো।

জিম ম্যাককর্ড সে চিঠির জবাবে লিখেছেন : যদি হেলমসের চাকরি যায় এবং এই ঘটনার দায়িত্ব সিআইএ'র ঘাড়ে চাপানো হয়, তাহলে বনের প্রতিটা গাছ পড়ে যাবে। মরুভূমি হয়ে যাবে। গোটা বিষয়টা এ মুহূর্তে ঋজু আছে। তারা যদি সত্যিকারের ঘটনাটা প্রকাশ করে দেয়, তাহলেই সবদিক রক্ষা হয়।'

'খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে'

রিচার্ড নিক্সন ১৯৭২ সালের ৭ নভেম্বর পুনর্নির্বাচিত হন। তাঁর বিজয় ছিল ইতিহাসের অন্যতম ল্যান্ডস্লাইড বিজয়। সেদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সিআইএ আর স্টেট ডিপার্টমেন্টকে লৌহ মুষ্টিতে পরিচালনা করবেন, পুরনোগুলোকে ধ্বংস করে নতুন

ইমেজে গড়ার স্বার্থে।

হেনরি কিসিঞ্জার ৯ নভেম্বর হেলমসকে সরিয়ে জেমস শ্লেসিঙ্গারকে ডিরেক্টর নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন। সে সময় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। নিক্সন জবাব দেন, 'খুব ভালো পরামর্শ।'

১৩ নভেম্বর তিনি কিসিঞ্জারকে বলেন, ফরেইন সার্ভিস তিনি 'রান' করাতে চান। অর্থাৎ 'রুইন' করতে – পুরনো ফরেইন সার্ভিসকে বিলুপ্ত করে নতুন সার্ভিস গড়তে চান। ওএসএস ভ্যাটেরান ও রিপাবলিকান তহবিল সংগ্রহকারী উইলিয়াস জে. কেসিকে এ কাজে নিয়োগ করেন তিনি। ১৯৬৮ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তাঁকে সিআইএ'র ডিরেক্টর বানাতে। কিন্তু নিক্সন তাঁকে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান পদে বসান। দ্বিতীয় দফায় ইকনোমিক অ্যাফেয়ারের আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট করা হবে। তাঁর আসল কাজ হবে নিক্সনের স্যাবোটিয়ার হিসেবে কাজ করা—নিক্সনের মতে 'ডিপার্টমেন্টকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা।'

২০ নভেম্বর ক্যাম্প ডেভিডে এক বৈঠক চলার সময় রিচার্ড হেলমসকে বরখাস্ত করেন নিক্সন। মস্কোয় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দেন। দীর্ঘ, অস্বস্তিকর বিরতির পর হেলমস বলেন, 'দেখুন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমাকে মস্কোয় পাঠানো খুব একটা ভালো কাজ হবে বলে আমি মনে করি না।'

'হয়ত হবে না,' শীতল জবাব দেন নিক্সন।

হেলমস মস্কোর বদলে ইরানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নিক্সন রাজি হন। তাঁদের মধ্যে সমঝোতা হয় ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস; তাঁর ষাটমত জন্মদিন পর্যন্ত হেলমস নতুন পদে বহাল থাকবেন। ষাট বছর সিআইএ'র অবসর নেয়ার বছর। কিন্তু নিক্সন শেষ পর্যন্ত কথা রাখেননি। 'লোকটা ছিল শিট!' এ কাহিনী বলার সময় রাগে একটু একটু কাঁপছিলেন হেলমস।

মৃত্যুর দিন পর্যন্ত হেলমসের বিশ্বাস ছিল, নিক্সন তাঁকে বরখাস্ত করেছেন তিনি ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির দায়িত্ব নিতে আপত্তি জানিয়েছেন বলে। কিন্তু রেকর্ডে দেখা গেছে, ওয়াটারগেট ঘটনার অনেক আগেই হেলমসকে চাকরি থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন প্রেসিডেন্ট। কারণ তাঁর ধারণা ছিল হেলমস তাঁকে *ধরার প্রস্তুতি* নিচ্ছেন।

'কি মনে হয় তোমার, তোমার ক্ষমতা হারানোর পিছনে সিআইএ'র কোনো ষড়যন্ত্র ছিল?' পদত্যাগে বাধ্য হওয়ার এক দশক পর নিক্সনকে এ প্রশ্ন করেন তাঁর বন্ধু এবং সাবেক এইড, ফ্র্যাঙ্ক গ্যানন।

'অনেকে তাই মনে করে,' জবাব দিয়েছিলেন নিক্সন। 'সিআইএ'র মোটিভ ছিল। আমি যে ওদের কাজে অসন্তুষ্ট ছিলাম, বিশেষ করে বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে ওদের বিভিন্ন রিপোর্ট, সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শক্তির মাত্রা নিয়ে বাড়াবাড়ি... তারপর পৃথিবীর অন্যসব সমস্যা নিয়ে... ওরা তা জানত। তাই বলা যায় ওদের মোটিভ ছিল।'

'তোমার কি মনে হয় ওরা তোমাকে ভয় পেত?'

'কোনো সন্দেহ নেই। ভয় করার কারণ ছিল ওদের।'

নভেম্বরের ২১ তারিখ জেমস শ্লেসিঙ্গারকে সিআইএ'র দায়িত্ব নিতে আহ্বান করেন নিক্সন। শ্লেসিঙ্গার সন্তুষ্ট হন। নিক্সনও নিশ্চিন্ত হন, কেননা 'নিজের মানুষকে বসানো গেছে সেখানে... আই মিন, গায়ে আর. এন (রিচার্ড নিক্সন) টাট্টু আঁকা ছিল, এমন একজনকে,' বলেছেন হেলমস। কেসির মত শ্লেসিঙ্গারেরও একই নির্দেশ ছিলঃ সব ওলট-পালট করে দিতে হবে। 'ভাঁড়দের তাড়িয়ে দাও এখান থেকে,' প্রেসিডেন্ট অর্ডার দিতে থাকেন। 'ওদের কি কাজ এখানে?'

২৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট সিআইএ'র কাজের নতুন নির্দেশনা অনুমোদন করেন। কিসিঞ্জার যদিও আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ চাইছিলেন, নিক্সন রাজি হননি। তিনি বলেন, 'শ্লেসিঙ্গারই এজেন্সির দায়িত্বে থাকবে।' কারণ যদি কংগ্রেস কখনও 'আভাস পর্যন্ত পায় যে প্রেসিডেন্ট ইন্টেলিজেন্স কর্মকাণ্ডের দায়িত্বও কিসিঞ্জারের হাতে তুলে দিয়েছেন, তাহলে মাথায় নরক ভেঙে পড়বে... তাছাড়া হেনরির অত সময় কোথায়?'

নিক্সন ও তাঁর অনুগতরা সিআইএ'র সমস্ত ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করবে জানা কথা, তাই বিদায় নেয়ার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু গোপন ফাইল ধ্বংস করে দিয়ে যান রিচার্ড হেলমস। ১৯৭৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি শেষ অফিস করেন তিনি।

'হেলমস বিদায় নেয়ার সময় হেড কোয়ার্টার্সের মূল প্রবেশ পথে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল সবাই। প্রত্যেকের চোখে পানি, একটা চোখও শুকনো দেখিনি আমি,' বলেছেন ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের টপ এইড, স্যাম হালপার্ন। 'বুঝতে কারও বাকি ছিল না যে, পরদিন থেকে তাদের খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে।'

'সিক্রেট সার্ভিসের ধারণা বদলাতে'

সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস হিসেবে সিআইএ'র পতন শুরু হয় যেদিন হেলমস বিদায় নেন আর শ্লেসিঙ্গার ডিরেক্টর হন, সেদিন থেকে।

সিআইএ'র পরিচালক হিসেবে সতেরো সপ্তাহ দায়িত্ব পালন করেন শ্লেসিঙ্গার। এইটুকু সময়ের মধ্যে পাঁচশোর মত বিশ্লেষক আর ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের সাথে জড়িত ও দেশ-বিদেশের আরও প্রায় হাজারখানেক কর্মীকে ছাঁটাই করেন তিনি। বিদেশে যারা ছিলেন, তারা হঠাৎ করে কোডেড বার্তা পেতে থাকেন। কারও স্বাক্ষর নেই বার্তায়। সবগুলোর একটাই বক্তব্য, চাকরি নেই। শ্লেসিঙ্গারকেও একের পর এক প্রাণের হুমকি পাঠানো হতে থাকে অজ্ঞাত সূত্র থেকে। ফলে তিনি নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে বাধ্য হন।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের নতুন প্রধান হিসেবে বিল কলবির নাম ঘোষণা করেন তিনি, তারপর তাঁকে ব্যাখ্যা করতে বসেন 'এখনই উপযুক্ত সময় "সিক্রেট সার্ভিসের" ধারণা বদলে দেয়ার।' টেকনোক্র্যাসির উদয় হয়েছে, এবং দীর্ঘ পঁচিশ বছর যারা এ খেলায় অংশ নিয়েছে তাদের দিন খতম হয়ে গেছে। 'ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেটরদের ভূমিকা আর প্রভাব সম্পর্কে হাইপার সন্দেহবাদী ছিলেন জেমস শ্লেসিঙ্গার,' বলেন বিল কলবি। তিনি ধারণা করতেন, সিআইএ পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দেয়ার ফলে এজেন্সির প্রতি সুবিচার করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটা আরও সতেজ হয়েছে। এতদিন সেখানে 'ওল্ড বয়' আসলেই অনেক বেশি ছিল, একে অন্যের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা ছাড়া তাদের তেমন কোনো কাজ ছিল না। স্পাই গেম খেলত তারা, সুখে-শান্তিতে দিন পার করত।

ওল্ড বয়রা দাবি করত সিআইএ'র দেশের বাইরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লাল চীনের বিরুদ্ধে অঘোষিত সংগ্রামের একটা অংশ ছিল। সে কায়রো থেকেই হোক অথবা কাঠমান্ডু, সবখান থেকেই মস্কো আর বেইজিংয়ের বিরুদ্ধে 'তথাকথিত' যুদ্ধ করেছে তারা। কিন্তু নিক্সন আর কিসিঞ্জার যেই কমিউনিস্ট বিশ্বের নেতাদের সাথে গ্লাসে গ্লাস ঠুকলেন, কি ঘটল তারপর? শান্তি আর শান্তি। নিক্সনের কূটনীতি কোল্ড-ওয়ার ও ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস, দুটোরই ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে।

কলবি দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই সিআইএ'র কর্মকাণ্ডের ওপর দ্রুত একটা সার্ভে চালান। দেখতে পান এক দশক আগে সিআইএ'র যে বাজেট ধরা হত, তার অর্ধেকই খরচ হয়ে যেত ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস চালাতে। কিন্তু নিক্সনের নতুন নীতি কার্যকর হওয়ার পর তা দশ পার সেন্টেরও নিচে নেমে এসেছে। নতুন প্রতিভা নিয়োগ করার বিষয়টা প্রায় থেমে পড়েছে। এর আসল কারণ ভিয়েতনাম যুদ্ধ। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত। সদ্য পাশ করা মেধাবী কলেজ গ্রাজুয়েটদের নিয়োগ করার অনুকূল পরিবেশ নেই। ছাত্ররাও সিআইএ'তে চাকরি করতে রাজি নয়, বরং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তারা রিক্রুটমেন্টে বাধা দিচ্ছে। সেনাবাহিনীতে যদি যুগ যুগ ধরে চলে আসা বাধ্যতামূলক ভর্তি হওয়ার রেওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেটা সিআইএ'র জন্যও ভাল ফল বয়ে আনবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এখনও আমেরিকান স্পাইদের জন্য অজানা-অচেনা ভূখণ্ডই রয়ে গেছে। উত্তর কোরিয়া আর উত্তর ভিয়েতনাম তো আরও অজানা। সিআইএ এসব বিষয়ে মিত্র দেশগুলোর ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের তথ্য কিনে আনছে। তৃতীয় বিশ্বের যে সব দেশে আমেরিকার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের সহায়তা পায়, সেগুলোর নেতারাও এ বিষয়ে যতটা সম্ভব সেবা দিয়ে চলেছে।

সোভিয়েত ডিভিশন জিম অ্যাংলিটনের ষড়যন্ত্রের থিয়োরির কারণে এখন পর্যন্ত পক্ষাঘাতে ভুগছে। আমেরিকান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দায়িত্বে আছেন তিনি। 'অ্যাংলিটন আমাদের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছেন,' ক্ষোভের সাথে বলেন '৬০ ও '৭০-এর দশকে বিভিন্ন সোভিয়েত লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলা যিনি পরিচালনা করেন, সিআইএ'র সেই হাভিল্যান্ড স্মিথ। 'আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।'

বিল কলবির অপছন্দের অনেক কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম ছিল অ্যালকোহলে আসক্ত স্পাইক্যাচারদের নিয়ে কি করা যায় ভেবে বের করা। জিম অ্যাংলিটন সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, কলবি নিজেই মস্কোর স্পাই। কলবি চেষ্টা করেছেন শ্লেসিঙ্গারকে দিয়ে অ্যাংলিটনকে বরখাস্ত করাতে। কিন্তু কাজ হয়নি। রাজি হননি নতুন ডিরেক্টর।

'এজেন্সির চার্টারের বাইরে'

শ্লেসিঙ্গার বলেছেন, তিনি CIA-কে দেখেন the central intelligence agency হিসেবে। ছোটো হাতের 'c' 'i' 'a'। কারণ তাঁর মতে কিসিঞ্জারের অধীনে NSC-র অন্যতম উপাদানে পরিণত হওয়া ছাড়া তেমন পরিবর্তন হয়নি সেটার। কিসিঞ্জারের ইচ্ছা ছিল সিআইএ'কে ডেপুটি ডিরেক্টর ভারনন ওয়াল্টার্সের হাতে তুলে দিয়ে নিজে

ন্যাশনাল রিকনাইসন্স অফিসের গোয়েন্দা স্যাটেলাইট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির ইলেক্ট্রনিক আড়িপাতা কার্যক্রম আর ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মিলিটারি রিপোর্ট ইত্যাদি ডিল করবেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করার। সে কথা তিনি প্রেসিডেন্টের সামনে উত্থাপনও করেছেন।

কিন্তু তাঁর সেই আকাশছোঁয়া অভিলাষ ভেঙে খান খান হয়ে যায় অপরাধ প্রবণতা বেশি বেড়ে যাওয়া এবং হোয়াইট হাউজের কেলেঙ্কারির কারণে। 'ওয়াটারগেট ঘটনা ক্রমে সবকিছু গ্রাস করে ফেলতে শুরু করে,' মন্তব্য করেন শ্লেসিঙ্গার। 'এবং আমি যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এজেন্সিতে যোগ দিয়েছিলাম, তা ক্রমে আত্মরক্ষার প্রয়োজন আর এজেন্সিকে টিকিয়ে রাখার লড়াইতে পরিণত হয়।'

শ্লেসিঙ্গারের ধারণা ছিল কিভাবে এজেন্সিকে উদ্ধার করা সম্ভব।

তাঁর ধারণা ছিল ওয়াটারগেটে যা যা ঘটেছে, সবই তাঁকে জানানো হয়েছে। কিন্তু হাওয়ার্ড হান্ট সিআইএ'র টেকনিক্যাল সাহায্যতা নিয়ে ড্যানিয়েল এলসবার্গের অফিসে ঢুকেছিলেন বলে স্বীকার করার পর জোর আঘাত পান তিনি। সংস্থারই কিছু ফাইল সম্পর্কে সিআইএ'র পর্যালোচনায় বেরিয়ে আসে হান্টের তোলা ছবি, জিম ম্যাককর্ডের চিঠি, যেটাকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য লেখা হয়েছে বলেও ধরে নেয়া যেতে পারে।

রাগে ফেটে পড়েন নতুন ডিরেক্টর। তাঁর রাগ দেখে ঘাবড়ে যান বিল কলবি। ওদিকে রাগে চিৎকার করে নির্দেশ দিতে থাকেন শ্লেসিঙ্গার – 'সবাইকে বরখাস্ত করো! অফিস বিল্ডিং উন্মুক্ত করে দাও, দেয়ালের প্লাস্টার তুলে ফেলো! ফ্লোর বোর্ড তুলে ফেলো! কোথায় কি লুকনো আছে খুঁজে বের করো!'

রাগ পড়তে একটা নোট লেখেন তিনি, এজেন্সির প্রত্যেকের জন্য একটা অভূতপূর্ব কড়া নির্দেশ জারি করেন। সেটা ছিল এরকম :

> আমি এজেন্সির প্রত্যেক সিনিয়র অফিশিয়ালকে নির্দেশ দিচ্ছি এ মুহূর্তে যে যা-ই করছেন, বা অতীতে যে যা করেছেন এবং তার মধ্যে যদি এজেন্সির আইনসিদ্ধ চার্টারের পরিপন্থী কিছু করে থাকেন, তাহলে সবকিছু আমাকে জানান। এখন থেকে সিআইএ'র চার্টার পরিপন্থী কোনো কাজে কেউ যেন অংশ না নেয়, সে বিষয়ে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হলো। কারও যদি জানা থাকে এজেন্সি পৃথিবীর কোথাও নিজের চার্টার বিরোধী কাজে লিপ্ত আছে, তাহলে নির্ভয়ে আমাকে টেলিফোন করুন।

সিআইএ'র চার্টার যতই অস্পষ্ট হোক, একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা আছে : এজেন্সি কখনও সিক্রেট পুলিশ হতে পারবে না। তারপরও নিজের নাগরিকদের

ওপর গোয়েন্দাগিরি করেছে আমেরিকা। তাদের টেলিফোনে আড়ি পেতেছে, প্রথম শ্রেণীর মেইল খুলেছে, এবং হোয়াইট হাউজের নির্দেশে মানুষ হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছে।

শ্লেসিঙ্গারের সেই ঐতিহাসিক নির্দেশ ইসু করা হয় ১৯৭৩ সালের ৯ মে, এবং তা কার্যকর হয় তাৎক্ষণিকভাবে। সেদিন থেকেই ওয়াটারগেট নিক্সনকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লাগে। তিনি বাধ্য হন হোয়াইট হাউজের জন্য গার্ড ভাড়া করতে। কেননা হোয়াইট হাউজের নতুন চিফ অব স্টাফ, জেনারেল আলেকজান্ডার হেইগ ছাড়া সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

এজেন্সি ডিরেক্টরের নির্দেশ জারি হওয়ার কয়েক ঘন্টা পর হেইগ টেলিফোন করেন বিল কলবিকে। জানান, অ্যাটর্নি জেনারেল পদত্যাগ করছেন। সেক্রেটারি অব ডিফেন্স আসছেন তাঁর জায়গায়। শ্লেসিঙ্গার সিআইএ ছেড়ে পেন্টাগনে যোগ দিচ্ছেন, এবং প্রেসিডেন্ট চান কলবি সিআইএ'র নতুন ডিরেক্টর হোন। তখন সরকার অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, তাই কলবি সেপ্টেম্বরের আগে শপথ নেননি। চার মাসের জন্য জেনারেল ওয়াল্টার্স এজেন্সির ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর থাকেন, তারপর কলবি হন নতুন ডিরেক্টর।

কলবির বয়স তখন ৫৩ বছর। যৌবনের পুরোটা সময় তিনি কভার্ট অ্যাকশনের অবতার ছিলেন। ১৯৭৩ সালের পুরো বসন্তে তাঁকে শ্লেসিঙ্গারের হিটম্যান হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ওই সময় অ্যানোরেক্সিয়া বা ক্ষুধাহীনতা রোগে তাঁর বড় মেয়ের মৃত্যু হয়। ২১ মে সিআইএ'র অতীত অপরাধ সম্পর্কিত রেকর্ড পড়তে শুরু করেন কলবি। মোট ৬৯৩ টা অপরাধের ঘটনা ছিল সেটায়। সেই সপ্তাহেই ওয়াটারগেট মামলা সিনেটে ওঠে। নিজেদের এইড আর সাংবাদিকদের টেলিফোনে নিক্সন ও কিসিঞ্জারের আড়িপাতার খবর জানাজানি হয়ে যায়। ওয়াটারগেট মামলা তদন্তের জন্য স্পেশাল প্রসিকিউটর নিয়োগ দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

কলবি ছিলেন মনেপ্রাণে রোমান ক্যাথলিক। তিনি বিশ্বাস করেন মারাত্মক অপরাধ করলে তার প্রতিফল ভোগ করতে হয়। রেকর্ড পড়ে এই প্রথমবারের মত তিনি জানতে পারেন ফিদেল ক্যাস্ট্রোবিরোধী প্লটে রবার্ট এফ. কেনেডির কি ভূমিকা ছিল। তাছাড়া সিআইএ'র গোপন কারাগার, মন-নিয়ন্ত্রণ এক্সপেরিমেন্ট, এবং মানুষ গিনিপিগের ওপর তাদের অজান্তে ড্রাগ টেস্ট প্রভৃতির কথাও জানতে পারেন। সিআইএ'র টেলিফোনে আড়িপাতা এবং সাংবাদিক বা সাধারণ মানুষের ওপর নজর রাখার বিষয়টা তার বিবেককে পীড়া দেয়নি, কারণ কাজগুলো তিনজন প্রেসিডেন্ট; কেনেডি, জনসন ও নিক্সনের সরাসরি নির্দেশে করা হয়েছে। পরে রেকর্ড লকারে তালা মেরে রাখেন কলবি। সিআইএ'কে সঠিক পথে চালানোর চেষ্টায় লাগেন।

ওদিকে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির অসহনীয় চাপে হোয়াইট হাউজ মনে হলো দিনে দিনে ভেঙে পড়তে বসেছে। একেক সময় কলবির মনে হত সিআইএ-ও হয়তো ভেঙে পড়ছে। একটা বিষয় খারাপ ছিল না যে নিক্সন বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে সরবরাহ করা ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে চোখ বোলাতেন না। ১৯৭৩ সালে যখন মুসলমানদের পবিত্র মাস রমজান ও ইহুদীদের ইয়ম কিপ্পুর একযোগে শুরু হয়, তখন ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিশর। ইসরাইলের দখল করা এলাকার অনেক ভেতরে ঢুকে যায় ইজিপশিয়ান বাহিনী। কিন্তু সিআইএ মধ্য প্রাচ্যের আকাশে জমে ওঠা কালো মেঘের বার্তা পড়তে ভুল করে তখন। ১৯৬৭ সালের ৬ দিনের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ সম্পর্কে এজেন্সির ভবিষ্যদ্বাণী ছিল নির্ভুল, অথচ '৭৩ সালে ঘটে তার উল্টোটা। 'যুদ্ধ বাধার মাত্র একদিন আগে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যুদ্ধ হবে না,' বলেন কলবি।

এজেন্সি যুদ্ধ বাধার কয়েক ঘণ্টা আগেও হোয়াইট হাউজকে নিশ্চয়তা দিয়ে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল, সেটা হুবহু এরকম : এক্সারসাইজেস আর মোর রিয়েলিস্টিক দ্যান ইউজুয়াল। বাট দেয়ার উইল বি নো ওয়ার।

'একটা ক্লাসিক ফ্যাসিস্ট আদর্শ'

৭ মার্চ, ১৯৭৩। নিক্সন ওভাল অফিসে টম পাপ্পাস নামে এক গ্রিক-আমেরিকান বিজনেস ম্যাগনেটের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই লোক পলিটিক্যাল ফিক্সার, সিআইএ'র বন্ধু। ১৯৬৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় প্রচার অভিযানে সহায়তা করার জন্য গ্রিক মিলিটারি জান্তার নেতাদের তরফ থেকে নগদ ৫,৪৯,০০০ হাজার ডলার উপহার হিসেবে নিক্সনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। টাকাটা আমেরিকায় আসে গোপনে, গ্রিক ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস KYP-এর মাধ্যমে। এ ঘটনা নিক্সনের হোয়াইট হাউজের আরেক কালো অধ্যায় হয়ে আছে।

সেদিন আবারও নিক্সনের জন্য লাখ লাখ ডলারের অফার নিয়ে এসেছিলেন টম পাপ্পাস। যারা ওয়াটারগেট ব্রেক-ইনের দায়ে জেল খাটছে, তাদের মুখ বন্ধ রাখার মূল্য হিসেবে। এ টাকার বেশিরভাগই এসেছে গ্রিক মিলিটারি জান্তার সমর্থক দলের সদস্য 'কর্নেলদের' তরফ থেকে। গ্রিক জান্তা ১৯৬৭ সালে ক্ষমতা দখল করে জর্জ পাপাডোপুলসের নেতৃত্বে। পাপাডোপুলস অ্যালেন ডালেসের আমল থেকে সিআইএ'র ভাড়াটে এজেন্ট ছিলেন। সিআইএ'র সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা করে চলে KYP।

প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পাপ্পাসকে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ জানান। 'আপনি আমাকে সাহায্য করার জন্য কি অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় আছেন বুঝি,' বলেন তিনি।

'এই কর্নেলরা বছরের পর বছর ধরে কু-র প্লট প্রস্তুত করেছে,' বলেছিলেন রবার্ট কিলি, পরে তিনি গ্রিসের আমেরিকান অ্যাম্বাসাডর হিসেবে যোগ দেন। 'ওরা ফ্যাসিস্ট ছিল। ফ্যাসিজমের ক্লাসিক বর্ণনার সাথে অবিকল মিলে যায় ওদের চরিত্র। ১৯২০-এর দশকে মুসোলিনির ফ্যাসিজম যেমন ছিল। কর্পোরেট স্টেট, সমস্ত ইন্ডাস্টি আর সমস্ত ইউনিয়নকে একত্রিত করা... পার্লামেন্ট নেই, ট্রেন ঠিক সময়মত চলে, অত্যন্ত কড়া নিয়মকানুন, আর সেন্সরশিপ... একেবারে একটা ক্লাসিক ফ্যাসিস্ট আদর্শ।'

গ্রিক মিলিটারি ও ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা সিআইএ'র পর পর সাতজন এথেন্স স্টেশন চিফের সাথে কাজ করেছে। তার মধ্যে একজন ছিল তাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার নাম টমাস হারকিউলিস কারামেসিনেস। সে ছিল রিচার্ড হেলমসের অধীনে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের গ্রিক-আমেরিকান মিশন চিফ। গ্রিকরা সব সময়

বিশ্বাস করে এসেছে 'সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি হচ্ছে হোয়াইট হাউজে পৌঁছার একটি কার্যকর ও সরাসরি রাস্তা,' বলেছেন নরবার্ট আনশুৎজ। ১৯৬৭ সালে অভ্যুত্থানের সময় গ্রিসে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি।

এত সখ্যতার পরও সিআইএ টেরই পায়নি কর্নেলরা কি ঘটাতে যাচ্ছে। কু ঘটে যাওয়ার পর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না আমেরিকানদের। 'একমাত্র ওই ঘটনার পর আমি রিচার্ড হেলমসকে সত্যিকারের রাগতে দেখেছি,' বলেছেন ভ্যাটেরান অ্যানালিস্ট ও কারেন্ট-ইন্টেলিজেন্স প্রধান, ডিক লেম্যান। 'গ্রিক জেনারেলরা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত একটা সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করছিল। আমরা জানতাম সে পরিকল্পনার কথা, কিন্তু সেটা পোক্ত হয়েছিল না।

এরমধ্যে কর্নেলরা কোনোরকম সতর্কবাণী ছাড়াই বাজিমাত করে ফেলে। হেলমস আশা করছিলেন তাঁকে জেনারেলদের অভ্যুত্থানের বিষয়ে জানানো হবে। তাই তিনি কু হওয়ার খবর পেয়ে ভাবলেন জেনারেলদের কু-ই হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু পরে যখন জানলেন ওটা কর্নেলদের কু, তখন খুব রেগে যান তিনি,' বলেন লেম্যান। অবস্থা বেগতিক টের পেয়ে এথেন্স থেকে কেবলের পর কেবলের মাধ্যমে হেলমসকে শান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি।

কর্নেলদের প্রতি আমেরিকার অফিশিয়াল প্রতিক্রিয়া ছিল শীতল ও দূরাগত। কিন্তু বেশিদিন থাকেনি সে অবস্থা। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে নিক্সন হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করার পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এথেন্সের মিলিটারি জান্তা টম পাপ্পাসকে মধ্যস্থতার জন্য কাজে লাগায়। এই লোক এথেন্সে সিআইএ'র সাথে টানা বিশ বছর কাজ করেছেন। কর্নেলদের দূত হিসেবে গোপনে নগদ টাকা তুলে দিয়েছেন নিক্সনের হাতে। ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পিরো অ্যাগনিউর হাতে। পরেরজন ছিলেন আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষমতাধর গ্রিক-আমেরিকান।

টাকায় কাজ হয়। প্রথমে অ্যাগনিউ অফিশিয়াল সফরে এথেন্সে যান, তারপর একে একে যেতে শুরু করেন সেক্রেটারি অব স্টেট, ডিফেন্স, কমার্স। গ্রিক জান্তার কাছে ট্যাঙ্ক বিক্রি করে আমেরিকা, প্লেন আর আর্টিলারি বিক্রি করে। সিআইএ'র এথেন্স স্টেশন এটাকে ভাল চোখে দেখেনি। তারা তর্ক তোলে, 'কর্নেলদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা হলে তারা গণতন্ত্রের দিকে ফিরে যাবে,' বলেছেন আর্চার কে. ব্লাড, এথেন্সের আমেরিকান দূতাবাসের একজন রাজনৈতিক অফিসার। 'কথাটা মিথ্যা ছিল। কিন্তু যদি আপনি জান্তার বিষয়ে জটিল কিছু বলে ফেলেন, সিআইএ রাগে ফেটে পড়বে।'

১৯৭৩ সালে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র আমেরিকার সাথেই গ্রিক জান্তার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। অথচ এই জান্তা তার রাজনৈতিক শত্রুদের ওপর অমানুষিক

নির্যাতন চালাত, তাদেরকে বন্দি করে রাখত। 'যে লোক গ্রিকদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাত, সিআইএ'র স্টেশন চিফ তার সাথে বিছানায় ছিল,' বলেছেন চার্লস স্টুয়ার্ড কেনেডি, এথেন্সের আমেরিকান কনসাল জেনারেল। 'বেমানান লোকজনের সাথে এজেন্সির বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল।'

হেনরি টাসকা নামে রিচার্ড নিক্সনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেন, 'মনে হত অ্যাম্বাসাডরের ওপর অনুচিত প্রভাব খাটাত সিআইএ।'

১৯৭৪ সালের বসন্তে জেনারেল দিমিত্রিওস ইওয়ানিদিস জান্তার নেতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সিআইএ'র সাথে বাইশ বছর ধরে কাজ করে আসছিলেন তিনি। তার সাথে আমেরিকা সরকারের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল সিআইএ। অ্যাম্বাসাডর বা আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটিক এস্টাবলিশমেন্ট সেসবের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারত না। গ্রিক জান্তার জন্য এথেন্সের সিআইএ স্টেশন চিফ, জিম পটস ছিলেন আমেরিকান সরকার। এথেন্সে এজেন্সির 'একটা বড় ধরনের অ্যাসেট ছিল। দেশটা যে চালাত, তার সাথে তাদের সখ্যতা ছিল। তারা চাইত না তার মাঝখানে কেউ ঢুকে ডিসটার্ব করুক,' বলেছেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের টমাস বয়াট। সাইপ্রাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেস্ক অফিসার।

'মাথামোটা জেনারেল'

সাইপ্রাস ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ। তুরস্ক উপকূলের চল্লিশ মাইল এবং এথেন্স থেকে পাঁচশো মাইল দূরে এর অবস্থান। এই দ্বীপের একটা অংশ গ্রিকদের দখলে, বাকি অংশ হযরত মোহাম্মদের (দ.) সময় থেকে মুসলমানরা দখল করে রেখেছে। সাইপ্রিয়ট নেতা, আর্চবিশপ ম্যাকারিওসকে ভীষণ ঘৃণা করে গ্রিক কর্নেলরা। সব সময় তাকে উৎখাতের ফিকিরে থাকে। সাইপ্রাসে আমেরিকান ডিপুটি চিফ অব মিশন, উইলয়াম ক্রফোর্ড সে সম্পর্কে অল্প-স্বল্প জানতে পেরেছেন।

'আমি এথেন্সে যাই। আমার কাছে এমন কিছু নিশ্চিত প্রমাণ ছিল যাতে বোঝা যচ্ছিল তারা তাসের ঘরটা ভেঙে ফেলতে যাচ্ছে,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে বলেন উইলিয়াম ক্রফোর্ড। 'আমাদের এথেন্স স্টেশন চিফ অবশ্য খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন তা সম্ভব নয়। একেবারেই অসম্ভব। আমার সাথে কিছুতেই একমত হ'ত পারছিলেন না তিনি। ক্রফোর্ডের মতে গ্রিক কর্নেলদের সাথে আমেরিকার ত্রিশ বছরের ঘনিষ্ঠ স'ম্পর্ক। দুই পক্ষ একসঙ্গে কাজ করে আসছে এত বছর, অতএব তিনি নিশ্চিত জানেন যে, তাদের অজান্তে এমন বোকামী গ্রিকরা করতেই পারে না।'

১৯৭৪ সাল নাগাদ টম বয়াট মোটামুটি বুঝে ফেলেন এথেন্সে এজেন্সির যে সমস্ত বন্ধুরা আছে, তারা ম্যাকারিওসের পাট চুকিয়ে ফেলতে চায়। তিনি এথেন্সের

রাষ্ট্রদূত তাসকার কাছে কেবল বার্তা পাঠান। তাতে লেখেন : 'আপনি দেরি না করে জেনারেল দিমিত্রিওস ইওয়ানিদিসের সাথে খোলামেলা আলোচনা করুন। তাঁকে জানান, সাইপ্রাস পরিস্থিতিকে পুঁজি করে গ্রিক সরকারের পানি ঘোলা করা জাতীয় যেকোনো প্রচেষ্টার; ওভার্ট অথবা ক্ল্যান্ডেস্টাইন, যা-ই হোক না কেন, কড়া বিরোধিতা করবে আমেরিকা।' জেনারেলকে জানান, 'আমরা নির্দিষ্টভাবে ম্যাকারিওসকে উৎখাত ও সাইপ্রাসে এথেন্সপন্থি কোনো সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর প্রচেষ্টার বিরোধিতা করব। কারণ যদি সেরকম হটকারী পদক্ষেপ নেয়া হয় তাহলে তুরস্ক আগ্রাসন চালাবে, এবং তার ফল আমাদের কোনো পক্ষের জন্যই শুভ হবে না।'

কিন্তু রাষ্ট্রদূত তাসকা জীবনে কখনও জেনারেল দিমিত্রিওস ইওয়ানিদিসের সাথে কথা বলেননি, বা বলার সুযোগ পাননি। কারণ ওই ধরনের কাজের দায়িত্ব নির্দিষ্ট ছিল এথেন্সের সিআইএ স্টেশন চিফের জন্য।

১২ জুলাই, শনিবার, ১৯৭৪। স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটা কেবল আসে এথেন্সের সিআইএ স্টেশন থেকে। নিশ্চিন্ত থাকুন, বার্তার শুরুটা ছিল এরকম। জেনারেল বা জান্তা আর্চবিশপ ম্যাকারিওসকে উৎখাত করার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। 'অতএব আর চিন্তা কি?' অতীত রোমন্থন করে বললেন বয়াট। 'আমি বাসায় চলে যাই। সোমবার ভোর ৩ টার সময় স্টেট ডিপার্টমেন্টের অপারেশনস সেন্টার থেকে একটা টেলিফোন আসে। কলার বলে, 'আপনি তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসুন।'

গ্রিক জান্তা সাইপ্রাসে হামলা চালিয়েছে নাকি? হুড়োহুড়ি করে স্টেট ডিপার্টমেন্টে পৌছান টম বয়াট। এক কমিউনিকেশনস অফিসার দুই টুকরো কাগজ রাখে তাঁর সামনে। একটা প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিঞ্জারের জন্য সিআইএ'র ইন্টেলিজেন্স ব্রিফ : 'আমাদেরকে জেনারেল দিমিত্রিওস ইওয়ানিদিসের পক্ষ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে তাঁর দেশ সাইপ্রাসে অভিযান চালাবে না। দ্বিতীয় বার্তাটা সাইপ্রাসের আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের পাঠানো বার্তার বক্তব্য : 'সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে আগুন জ্বলছে। সাইপ্রিয়ট বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে।'

আঙ্কারা থেকে আসা একটা ফ্ল্যাশ মেসেজে বলা হয়, তুর্কি বাহিনী সংগঠিত হতে শুরু করেছে। গ্রিক আর তুর্কি বাহিনী, দুটোই ন্যাটোর সদস্য এবং আমেরিকায় ট্রেইনিং পাওয়া, আমেরিকান অস্ত্রে সজ্জিত। সাইপ্রাসকে কেন্দ্র করে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়ে আছে দুই বাহিনী। তুর্কিরা এরমধ্যেই দ্বীপটির উত্তর সৈকতে অবতরণ করেছে, আমেরিকান ট্যাঙ্ক ও আর্টিলারির সাহায্যে দুই ভাগ করে ফেলেছে সাইপ্রাসকে। তাদের অংশে বসবাসকারী গ্রিক সাইপ্রিয়ট, এবং গ্রিকদের অংশে বসবাসকারী তুর্কী সাইপ্রিয়ট, উভয়কেই পাইকারী হারে

কচুকাটা করছে প্রতিপক্ষ। গোটা জুলাই মাসজুড়ে সিআইএ রিপোর্ট করে, গ্রিক জনগণ ও আর্মি জেনারেল দিমিত্রিওস ইওয়ানিদিসকে দৃঢ় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দু' পক্ষের প্রকৃত যুদ্ধ যখন শুরু হয়, গ্রিক জান্তা খুব দ্রুত পরাজিত হয়।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে ওয়াশিংটনকে সময়মত জানাতে না পারার বিষয়টা সিআইএ'র জন্য নতুন কিছু নয়। এজেন্সির খাতায় চোখ বোলালে তাদের এরকম ব্যর্থতার রেকর্ড অনেক পাওয়া যাবে। কোরিয়া যুদ্ধ থেকে শুরু হয়েছে সিআইএ'র এই ব্যর্থতার পালা। কেবল '৭৪ সালেই আমেরিকা বড় ধরনের দুটো ধাক্কা খেয়েছে সিআইএ'র কারণে। একটা হলো পর্তুগালে বামপন্থি মিলিটারি অভ্যুত্থান, দ্বিতীয়টা ইনডিয়ার নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ। পরের ধাক্কাটা ছিল ভীষণ কঠিন ধাক্কা। তারপরও বলতে হয় গ্রিসের বিষয়টা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার। ওখানে যাদের সম্পর্কে ওয়াশিংটনকে সতর্ক করার কথা ছিল, তাদের সাথে বিছানায় ছিল সিআইএ।

'তাহলে বুঝুন আমাদের অবস্থা,' অনেক বছর পর বলেছেন টম বয়াট। 'দোর্দণ্ড প্রতাপ আমেরিকার গোটা ইন্টেলিজেন্স এস্টাবলিশমেন্ট নিয়ে বসে আছি, অথচ একজন মাথামোটা ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের কারণে সব বরবাদ হয়ে গেল।'

'ভয়াবহ মূল্য'

১৯৭৪ সালের ৮ আগস্ট পদত্যাগ করেন রিচার্ড নিক্সন। চূড়ান্ত আঘাতটা আসে তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে—তিনি সিআইএকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটির নামে এফবিআই'র তদন্ত কাজে বাধা দিতে।

পরদিন, সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিঞ্জার টম বয়াটের পাঠানো এক রিপোর্ট পান। তাতে বলা হয় : সিআইএ এথেন্সে নিজেদের কাজ সম্পর্কে যা যা বলেছে সব মিথ্যা। সরকারকে ইচ্ছা করে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। তাদের মিথ্যাচারের জন্যই গ্রিস, তুরস্ক আর সাইপ্রাস যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

পরের সপ্তাহে সাইপ্রাসের আমেরিকান দূতাবাস লক্ষ্য করে তুমুল গুলিবৃষ্টি হয়। সে ঘটনায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত রজার পি. ডেভিসের মৃত্যু হয়। একটা বুলেট সরাসরি তাঁর হৃৎপিণ্ডে বেঁধে। এথেন্সে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী আমেরিকান দূতাবাস ঘেরাও করে বিভিন্ন স্লোগান দেয় এবং ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। সেখানে নতুন যোগ দেয়া অ্যাম্বাসাডরের নাম জ্যাক কুবিশ। অভিজ্ঞ কূটনীতিক তিনি, কিসিঞ্জারের বাছাই করা। নিক্সনের পদত্যাগের দিন তাকে বাছাই করা হয়।

জ্যাক কুশ এথেন্সে পৌঁছে একজন নতুন স্টেশন চিফ পাঠাতে অনুরোধ করেন। সিআইএ রিচার্ড ওয়েলচকে পাঠায়। ওয়েলচ হার্ভার্ড থেকে গ্রিক ভাষা

শিখেছেন এবং স্টেশন চিফ হিসেবে পেরু আর গুয়াতেমালায় কাজ করেছেন। ওয়েলচ এথেন্সের পুরনো এজেন্সি ভবনেই ওঠেন। সবার পরিচিত ভবন। 'এটা ছিল খুব বিপজ্জনক,' বলেন রাষ্ট্রদূত কুবিশ। 'আমি তার জন্য শহরের আরেক জায়গায় নতুন একটা বাড়ির ব্যবস্থাও করেছিলাম। আমি চেয়েছি তিনি কে, এ কথা যেন সহজে জানাজানি না হয়।' তখন এথেন্সের যে পরিস্থিতি ছিল, তাতেই সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল।

'কিন্তু ওয়েলচ বা তাঁর স্ত্রী, কেউই সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। কেউই ভাবেননি এথেন্সে তাদের ভয়ের কোনো কারণ থাকতে পারে।'

২৫ ডিসেম্বর অ্যাম্বাসাডরের বাড়িতে বড়দিনের পার্টিতে যোগ দিতে যান ওয়েলচ ও তাঁর স্ত্রী। সিআইএ ম্যানসন থেকে কয়েক ব্লক দূরে সেটা। পার্টি শেষে ডেরায় ফিরে ওয়েলচ দেখেন একটা ছোটো কার দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ড্রাইভওয়েতে। ভেতরে চারজন লোক বসা। ড্রাইভার বাদে বাকি তিনজন এসে স্টেশন চিফকে নিজের গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে। তারপর খুব কাছ থেকে পয়েন্ট ৪৫ দিয়ে তিনটা গুলি করা হয় ওয়েলচের বুকে, তৎক্ষণাৎ মারা যান তিনি,' বলেন কুবিশ। 'ঘাতকরা দ্রুত পালিয়ে যায়।'

সিআইএ'র কোনো স্টেশন চিফের আততায়ীর হাত মৃত্যু সেই প্রথম। তবে এটা অতীতের কাজের ধারারই একটা অংশ।

রাষ্ট্রদূত বলেন, জীবনে প্রথমবারের মত তিনি এথেন্সে দেখেছেন, 'আমেরিকান সরকারকে কী ভয়াবহ মূল্য দিতে হলো... এক দমনমূলক সরকারের সাথে অতিরিক্ত দহরম-মহরম থাকার কারণে।

আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করার সুযোগ সিআইএ'কে দিয়ে নিজেদের পায়ে যে কুড়াল মারা হয়েছিল, ওয়েলচের অকাল মৃত্যুর জন্য সেটাও আংশিক দায়ী।

'সিআইএ ধ্বংস হয়ে যাবে'

'ক্লাসিফাইড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারে আমাদের যে সমস্যা আছে, আমি সেই সমস্যা উল্লেখ করে আজকের কার্যক্রম শুরু করছি,' ১৯৭৪ সালের ৭ অক্টোবর হোয়াইট হাউজের কেবিনেট রুমে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রথম সভা এই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে শুরু করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড আর. ফোর্ড।

ওয়াটারগেট ফাঁড়া থেকে রেহাই পাওয়া মহারথীরা—সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিঞ্জার, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স জেমস শ্লেসিঙ্গার, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর ওয়াল্টার্স এবং উচ্চাভিলাষী ও প্রভাবশালী হোয়াইট হাউজ স্টাফ, ডোনাল্ড রামসফেল্ড, প্রত্যেকে ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন সর্বশেষ লিকের খবর জানতে পেরে। সেটা হলো প্রায় সবগুলো প্রভাবশালী পত্রিকায় ছাপা হওয়া একটা খবর : ইসরায়েল ও মিশরের কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র রফতানী করতে যাচ্ছে আমেরিকা। পত্রিকায় এমনকি ইসরায়েলের কেনাকাটার লিস্ট এবং তার বিপরীতে আমেরিকা যে জবাব দিয়েছে, তা-ও ছাপা হয়েছে।

'এসব আর সহ্য করা যায় না,' বলেন নতুন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু এসব কিভাবে প্রতিহত করা সম্ভব, তার অনেকগুলো অপশন নিয়ে ডন রামসফেল্ডের সাথে আলোচনা করেছি আমি।' প্রেসিডেন্ট আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা উপায় খুঁজে বের করতে বলেন যাতে খবরের কাগজের এসব স্পর্শকাতর খবর ছাপানো বন্ধ করা যায়।

'আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্র নেই,' বলেন শ্লেসিঙ্গার। 'আমাদের অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টস দরকার। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ওরকম কিছু প্রয়োগ করতে যাওয়া ঠিক হবে না।'

গোপনীয়তার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে জাতীয় নিরাপত্তার নামে প্রেসিডেন্টদের একের পর এক মিথ্যা বলার কারণে : ইউ-টু স্পাই প্লেন ওয়েদার প্লেন; আমেরিকা কিউবায় আগ্রাসন চালাবে না; গালফ অভ টনকিনে আমাদের জাহাজকে আক্রমণ করা হয়েছে; ভিয়েতনাম যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত ইত্যাদি ইত্যাদি। রিচার্ড নিক্সনের পতন প্রমাণ করে দিয়েছে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এইসব ডাহা মিথ্যা বেশিদিন চলতে পারে না।

হোয়াইট হাউজের সাথে সিআইএ'র অবস্থানের একটা নতুন সীমারেখা টানা হবে আশা করে বিল কলবি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি জানতেন গোপনীয়তা বারবার ভঙ্গ হওয়ার কারণে এজেন্সির টিকে থাকাই হুমকির মুখে পড়েছে। ফোর্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই তাঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখে চলছেন কলবি। প্রেসিডেন্ট'স ডেইলি ব্রিফের একটা করে কপি বার্তাবহক মারফত নিয়মিত পাঠিয়ে আসছেন তাঁকে।

প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবে যাওয়া একটা সোভিয়েত সাবমেরিন তুলে পরীক্ষা করার জন্য সিআইএ'র ৪০০ মিলিয়ন ডলারের একটা গোপন প্রকল্প ছিল, সেটার কথাও ফোর্ডকে জানান তিনি (নিজের ভারে মাঝখান থেকে দু' ভাগ হয়ে যাওয়ায় সাবমেরিনটাকে তোলা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি)। কলবি চেয়েছেন 'প্রেসিডেন্ট যা যা জানবেন, ভাইস প্রেসিডেন্টও তাই জানবেন।' তিনি বলেন 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ট্রুম্যান যেমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলেন, আমি চাইনি তেমন কিছু আবার ঘটুক।'

অবশ্য প্রেসিডেন্ট ফোর্ড কখনও তাঁকে টেলিফোন করেননি বা দেখা করতে চাননি। আইজেনহাওয়ারের অধীনে যেমন ছিল, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলকে ফোর্ড সেভাবেই পুনর্বহাল করেন। ওই সময় কলবিকে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু ওভাল অফিসে ঢোকার সুযোগ কখনও পাননি তিনি। সব জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে নিজেকে জড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও চিরকাল বহিরাগতই থেকে গেছেন। কিসিঞ্জার ও হেইগ ছিলেন ফোর্ডের হোয়াইট হাউজের দ্বাররক্ষক আর অভিভাবক, তাই ইনার সার্কেলে পা রাখার সুযোগ হয়নি। তাছাড়া সিআইএ'র সুনাম ফিরিয়ে আনতে যেটুকু সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে তারও মৃত্যু হয়।

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর এক সাংবাদিক, সাইমুর হারশ প্রথম আবিষ্কার করেন সিআইএ গোপনে আমেরিকানদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে। তারপর থেকে তিনি আঠার মত এজেন্সির পিছনে লেগে ছিলেন। ডিসেম্বরের ২০ তারিখ, শুক্রবার কলবির দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎকার নেয়ার সুযোগ পান হারশ। কলবি তাদের আলাপ-আলোচনা গোপনে রেকর্ড করে রাখেন। সাইমুর হারশকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন বেআইনী নজরদারী আসলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তা নিয়ে বেশি কথা না বলাই ভাল। 'আমার মনে হয় পারিবারিক গোপন জিনিসপত্র কুজিটে রেখে দেয়াই ভাল। তাদের সাক্ষাৎকার ২২ ডিসেম্বর, রবিবার, প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয় ব্যানার হেডিংয়ে :

HUGE C.I.A. OPERATION REPORTED IN U.S. AGAINST ANTI-WAR FORCES.

কলবি সিআইএ'কে রক্ষার চেষ্টা করেন এই বেআইনী ডমেস্টিক সার্ভেইল্যান্সের

কর্মটি অতীতে জিম অ্যাংলিটনও করেছিলেন বলে, যিনি এফ.বি.আই'র সাথে জোট বেঁধে একটানা বিশ বছর ধরে ফার্স্ট-ক্লাস মেইল খুলে চেক করেছেন। অ্যাংলিটনকে সপ্তম তলায় নিজের অফিসরুমে ডেকে বরখাস্ত করেন কলবি।

'মরা বিড়াল বেরিয়ে আসবে'

শ্লেসিঙ্গারের সময় এজেন্সিতে যে সব গোপন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, কিসিঞ্জারকে তা বিস্তারিত জানাতে বড়দিনের ছুটির সময় তাঁকে বিশাল একটা নোট পাঠান কলবি। ওয়াটারগেটের ঘা তখনও দগদগে, এমন সময় নতুন এই বিষয়গুলি প্রকাশ হয়ে গেলে সমস্যা আরও বাড়বে। কিসিঞ্জার সেটাকে সিঙ্গেল স্পেসের পাঁচ পৃষ্ঠার মেমো করে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে পড়তে দেন। মূল মেমোয় উল্লেখ করা কয়েকটা ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করতে কংগ্রেসের ১৯৭৫ সালের পুরোটা লেগে গিয়েছিল।

কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্টকে জানান, অভিযোগ অনুযায়ী সিআইএ বামদের ওপর স্পাইং, পত্রিকার সাংবাদিকদের টেলিফোনে আড়িপাতা ও তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা, বেআইনী তল্লাশী এবং ডাক বিভাগের অগুণতি স্যাক খুলে ভেতরের চিঠিপত্র চেক, সবই করেছিল। শুধু তাই নয়, আরও আছে এবং সেগুলো আরও খারাপ। 'দি হররস বুক' বলতে তিনি কলবির নোট থেকে যা জেনেছেন, তা প্রেসিডেন্টকে বিস্তারিত জানাতে কিসিঞ্জারের হিম্মত হয়নি। তবে এটা জানিয়েছেন যে সিআইএ'র কিছু কিছু কাজ 'পরিষ্কার বেআইনী ছিল'। অন্যগুলোও ছিল 'নৈতিকতা বিরোধী।' এক দশক হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্-এ সিআইএ'র সাবকমিটির সদস্য ছিলেন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড, কিন্তু কখনও তিনি শোনেননি–ডোমেস্টিক স্পাইং, মাইন্ড কন্ট্রোল, অ্যাসাসিনেশন অ্যাটেম্পট প্রভৃতি ছিল সিআইএ'র কাজ উদ্ধারের অস্ত্র, এবং এসবের শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নায়ক, বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে সম্মানিত রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সময়ে।

১৯৭৫ সালের ৩ জানুয়ারি, শুক্রবার, আরেকটা বুলেটিন পান প্রেসিডেন্ট। এটা এসেছে অ্যাকটিং অ্যাটর্নি জেনারেল, লরেন্স সিলবারম্যানের তরফ থেকে। সিআইএ'র কুকর্মের একটা পুরু ফাইলের কথা জানতে পেরেছেন তিনি। কলবির অফিসের সেফে আছে সেটা। সিলবারম্যানের বিশ্বাস ফাইলটার মধ্যে অনেক ফেডারেল অপরাধের তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে। দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রয়োগকারী অফিসার সিআইএ'র ডিরেক্টরকে ইঁদুরের ফাঁদে ফেলেছেন। ফাইলটা তাঁকে অ্যাটর্নি জেনারেলের হাতে তুলে দিতে হবে, নইলে ন্যায়বিচারে বাধা দেয়ার অপরাধে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

সিলবারম্যান পরে ফেডারেল আপিল কোর্টের বিচারপতি ও ২০০৫-এ সিআইএ'র বিপর্যয়কারী কর্মকাণ্ডের তদন্ত দলের প্রধান হন। তিনি '৭৫ সালের সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিআইএ'র ডিরেক্টর হওয়ার খুব কাছে চলে গিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ফোর্ড তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ওই পদে যোগ দিতে। কিন্তু এজেন্সির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত সিলবারম্যান সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। 'কারণ আমি জানতাম এজেন্সি প্রবল ঝড়ের মুখে পড়তে যাচ্ছে,' বলেন তিনি।

৩ জানুয়ারির মেমোতে সিলবারম্যান দুটো প্রসঙ্গ তোলেন। একটা হলো সিআইএ কর্তৃক কতিপয় বিদেশী নেতার গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা, এবং অপরটা হলো মিস্টার হেলমস সম্ভবত ইরানে তাঁর নিয়োগের সময়কার শুনানীতে সত্যি বলার শপথ নিয়েও মিথ্যা বলেছেন। সে সময় চিলির প্রেসিডেন্ট আয়েন্দেকে উৎখাত করা সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, সিআইএ'র কি এ বিষয়ে কোনো ভূমিকা ছিল? হেলমস জবাব দেন, নো, স্যার। পরে হেলমসকে ফেডারেল জাজের সামনে তলব করা হয় চিলি সম্পর্কে মিথ্যা বলা এবং কংগ্রেসকে পুরো সত্যি কথা না বলার অপরাধে।

প্রেসিডেন্ট ফোর্ড সেদিন সন্ধ্যায় কিসিঞ্জার, ভাইস প্রেসিডেন্ট নেলসন রকফেলার ও ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে বলেন, ভেতরের কথা ফাঁস হয়ে গেলে সিআইএ ধ্বংস হয়ে যাবে। পরদিন, ৪ তারিখ দুপুরে হেলমস হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে হাজির হন। 'আমরা বড় ঝামেলায় আছি,' প্রেসিডেন্ট বলেন তাঁকে। 'আমরা ঠিক করেছি সিআইএ'র ডোমেস্টিক কর্মকাণ্ডের ওপর একটা তদন্ত চালাব। তবে জনগণের চাপে আমাদেরকে যদি তার বাইরে যেতে হয়, সেটা হয়ত দুঃখজনক হবে। আমি ধরে নিচ্ছি আপনি যা যা করেছেন, সঠিক করেছেন। কিন্তু যদি আমাদেরকে ব্যাপক স্কেলের তদন্তে হাত দিতে হয়, সে ক্ষেত্রে কি হবে?'

বিপদ চিনতে ভুল হলো না হেলমসের। বললেন, 'তাহলে অনেক মৃত বিড়াল জেগে উঠবে। আমি এজেন্সিতে থাকার সময় ঘরে-বাইরে কোথায় কি কি ঘটেছে সব আমি জানি না। হয়ত কেউই জানে না। তবে আমি এটুকু জানি, যদি মৃত বিড়ালরা জেগে ওঠে, তাহলে আমিও মুখ খুলব।'

হেলমস কিসিঞ্জারকে জানান, ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে হত্যার পরিকল্পনা ববি কেনেডির মাথা থেকে বেরিয়েছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ করেছেন। কিসিঞ্জার খবরটা প্রেসিডেন্টের কানে তোলেন। একটা অজানা ভয় চেপে বসে ওভাল অফিসে। ওয়ারেন কমিশনে চাকরির মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের এত উঁচুতে উঠে আসতে পেরেছেন ফোর্ড। এখন তিনি বুঝতে পারছেন, কেনেডি হত্যার পিছনে এমন কিছু ছিল যার সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তাঁর। বাকি জীবন কেনেডি গুপ্তহত্যার পাজলের হারানো টুকরোগুলো তাঁকে তাড়িয়ে ফিরেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ওয়ারেন কমিশনের কাছে এজেন্সির প্রমাণ চেপে যাওয়ার বিষয়টিকে

তিনি 'অযৌক্তিক' বলে আখ্যা দেন। 'তাদের হাতে যে সমস্ত ডেটা ছিল, তার সব আমাদেরকে না দিয়ে সিআইএ ভুল করেছে। আমাদেরকে পুরো কাহিনী জানতে দেবে না বলে তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা-ও ছিল ভুল।'

হোয়াইট হাউজ এরপর সিআইএ'র ওপর আটটা ভিন্ন ভিন্ন কংগ্রেশনাল তদন্ত ও শুনানীর সম্মুখীন হয়। রামসফেল্ড ব্যাখ্যা করেন হোয়াইট হাউজ কিভাবে সেগুলোকে রকফেলার কমিশন; যার সদস্যরা হবে রিপাবলিকান এবং ডানপন্থি, তাদের মাধ্যমে পাস করিয়ে আনবে। তাদের একজনের নাম ফাইলে লেখা হয়েও গেছে। তিনি পলিটিক্যাল কমেন্টেটর, স্ক্রিন অ্যাক্টর'স গিল্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ক্যালিফোর্নিয়ার সাবেক গভর্নর, রোনাল্ড রিগ্যান।

'চূড়ান্ত রিপোর্ট কি হবে?' জানতে চান প্রেসিডেন্ট ফোর্ড। কিসিঞ্জার জবাব দেন, 'কলবিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। 'যদি তার মুখ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে এইসব নোংরা কেচ্ছা কারও অজানা থাকবে না।'

উপস্থিত সবাই এ প্রস্তাবে রাজি হন। কারণ ক্ষতি যা হওয়ার হয়েছে, এখন পরবর্তী ধাক্কা সামাল দেয়ার স্বার্থকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৬ জানুয়ারি, ১৯৭৫, প্রেসিডেন্ট ফোর্ড *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার প্রকাশক আর সিনিয়র এডিটরদের সম্মানে হোয়াইট হাউসে লাঞ্চ পার্টির আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সিআইএ'র অতীত নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করা হবে না। যদি অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়গুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান থেকে পরবর্তী সবাই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

'কোন কোন বিষয়ে?' প্রশ্ন করেন এক এডিটর।

ফোর্ড জবাব দেন, 'গুপ্তহত্যা।'

প্রেসিডেন্টের এই অকপট স্বীকারোক্তি না এডিটরদের সেটাকে চেপে যাওয়ার প্রচেষ্টা, কোনটা বেশি হতবাক করার মত ছিল বলা মুশকিল।

নিক্সনের পদত্যাগের তিন মাস পর নির্বাচিত নতুন কংগ্রেস স্মরণাতীতকালের মধ্যে সবচেয়ে উদারপন্থি ছিল। প্রেসিডেন্ট ফোর্ড ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ রামসফেল্ডকে বলেন, 'সিআইএ'র তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার প্ল্যান কিভাবে করা হবে, সেটাই এখন প্রশ্ন।' রামসফেল্ড প্রেসিডেন্টদের জন্য একটা ড্যামেজ-লিমিটিং অপারেশন পরিচালনা করার আবেদন জানান।

২৮ মার্চ শ্লেসিঙ্গার প্রেসিডেন্টকে জানান, সিআইএ'র অপারেশনের গুরুত্ব কমানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। 'সিআইএ'র মধ্যে তিক্ত বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে,' বলেন তিনি, অথচ এর বীজ তিনিই বুনেছেন। আরও বলেন তিনি, ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস 'ক্লান্ত ও বুড়ো এজন্টে ভর্তি, যারা গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে পারে। কংগ্রেসের সাথে কলবির বেশিরকম দহরম-মহরম লক্ষ্য করা যাচ্ছে।'

গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ার আশঙ্কা দিন দিন বাড়তেই থাকে।

'সায়গন সাইনিং অফ'

১৯৭৫ সালের ২ এপ্রিল বিল কলবি হোয়াইট হাউজকে সতর্ক করেন, আমেরিকা একটা যুদ্ধে পরাজিত হতে যাচ্ছে।'

'আমাকে একটা কথা বলুন,' কিসিঞ্জার বলেন। 'ওখানে এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের একটা লাইন বসানোর সুযোগ আছে, যেখানে বসে উত্তর ভিয়েতনামীদের এগিয়ে আসা বন্ধ করা যায়?'

ম্যাপের একটা জায়গায় টোকা দিলেন কলবি। 'সায়গনের উত্তরে, এখানে আছে।'

'দ্যাট'স্ হোপলেস!' চরম হতাশায় চেঁচিয়ে উঠলেন শ্লেসিঙ্গার।

'দক্ষিণ ভিয়েতনামের পতন হতে যাচ্ছে?' জানতে চান কিসিঞ্জার। কলবির মনে হলো পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

'আমার মনে হয় অ্যাম্বাসাডর গ্রাহাম মার্টিনের এখন একটা ইভ্যাকুয়েশন প্ল্যান প্রস্তুত করা প্রয়োজন,' বলেন কিসিঞ্জার। 'আমরা কৃতজ্ঞ... এটা আমাদের কর্তব্য, যারা আমাদের ওপর আস্থাশীল ছিল তাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে হবে... যারা আমাদের ফিনিক্স প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছে, তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে।'

ফিনিক্স প্রোগ্রাম ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের নিয়ে গঠন করা প্যারামিলিটারি বাহিনী। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এর নেতৃত্বে ছিলেন সিভিলিয়ান বিল কলবি। অ্যাম্বাসাডর র‍্যাঙ্ক নিয়ে। ফিনিক্সের কাজ ছিল পাইকারী গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন। মোটামুটি পঁচিশ হাজার সন্দেহভাজন ভিয়েতকংকে হত্যা করেছে ফিনিক্স।

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো,' কলবি বলেন, 'আমরা কি এখন সায়গনের চারদিকে দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে তুলব?' নাকি মুখরক্ষার জন্য... সম্ভবত প্রাণরক্ষার জন্য সমঝোতা চুক্তি করতে বসব উত্তর ভিয়েতনামীদের সাথে? যাতে বিনা রক্তপাতে রাজধানী ছেড়ে সরে পড়া যায়?'

'কোনো সমঝোতা হবে না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন কিসিঞ্জার। 'যতক্ষণ আমি এই চেয়ারে আছি, ততক্ষণ অন্তত না। সায়গনে অস্ত্রের চালান পাঠাতে থাকুন... আর উত্তর ও দক্ষিণকেই সমস্যার সমাধান করতে দিন। আমরা কিছু রক্ষা করতে পারব না।'

'আর কিছু না হোক, প্রাণ বাঁচানোর জন্য তো করতে পারি!' কলবি জবাব দিলেন। কিন্তু কিসিঞ্জার তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। শান্তিপূর্ণভাবে যুদ্ধ শেষ করার স্বার্থেও তিনি আপোষ করতে রাজি নন।

৯ এপ্রিল বিল কলবি হোয়াইট হাউজে যান প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে সামগ্রিক বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে। তাঁকে জানান যে কমিউনিস্ট বাহিনী অপ্রতিরোধ্য গতিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের অনেক কাছে এসে পড়েছে। একই সাথে লাওস ও কম্বোডিয়ার রাজধানীরও পতন হতে যাচ্ছে। সামরিক ও ইন্টেলিজেন্স বাহিনীর সহায়তায় বিশ বছর ধরে চালিয়ে আসা আমেরিকার কঠোর লড়াইয়ের ফল এ মুহূর্তে ড্রেনের পানির সাথে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

'কমিউনিস্ট বাহিনী নতুন রাউন্ড শুরু করেছে, তাদের মূল লক্ষ্য সায়গনের পতন,' ওইদিন প্রেসিডেন্ট ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলকে জানান কলবি। 'এখন যতজন আমেরিকান ও আমেরিকান-ভিয়েতনামীকে সম্ভব বের করে আনতে হবে সে দেশ থেকে,' বলেন তিনি। কারণ সায়গনের পতন হওয়ামাত্র ভয়াবহ দাঙ্গা বেধে যাবে। দক্ষিণ ভিয়েতনামী বা আমেরিকান যে-ই সেখানে থাকবে, তাকেই মরতে হবে। প্রাণে বাঁচবে না একজনও।

'উত্তর ভিয়েতনামের ১৮ টা ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন এখন দক্ষিণ ভিয়েতনামে আছে,' বলেন কলবি। 'আমাদের বিশ্বাস যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য যে কৌশলে কাজ হবে, সেই কৌশলই অনুসরণ করবে ওরা।'

দুই মাস সেখানে কাটিয়েছেন তিনি। যেখানে ছয় হাজার আমেরিকান মিলিটারি অফিসার, স্পাই, কূটনীতিক, এবং সরকারি ত্রাণ কর্মীরা এখনও প্রাণান্ত পরিশ্রম করছে, আর বড়জোর তিন সপ্তাহের মধ্যে সেই সায়গনের পতন হতে যাচ্ছে। কলবি প্রেসিডেন্টকে বলেন কংগ্রেসের কাছে পর্যাপ্ত টাকা অনুমোদনের আবেদন জানাতে। যে টাকায় এক বা দুই মিলিয়ন দক্ষিণ ভিয়েতনামীকে সে দেশ থেকে বের করে আনা যাবে। আমেরিকার ইতিহাসে যেটা হবে সর্ববৃহৎ এমার্জেন্সি ইভ্যাকুয়েশন।

কলবির সতর্কবাণী ওয়াশিংটনের কারও কান পর্যন্ত পৌঁছায়নি। হোয়াইট হাউজ, কংগ্রেস, পেন্টাগন, কারও কানে না। এমনকি সায়গনে যিনি আমেরিকান অ্যাম্বাসাডর ছিলেন, সেই গ্রাহাম মার্টিনের কানেও না। তবে একজন বিপদ ঠিকই টের পেয়েছিলেন, তিনি সিআইএ'র স্টেশন চিফ টম পোলগার।

'আমরা হেরে গেলাম'

ভোর ৪ টা। ২৯ এপ্রিল, ১৯৭৫। রকেট আর আর্টিলারির মুহুর্মুহু হুঙ্কারের শব্দে ঘুম ভাঙে টম পোলগারের। এয়ারপোর্টের সবকিছুতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে সিআইএ'র শাটল সার্ভিসের জন্য সাতটা এয়ার আমেরিকা হেলিকপ্টার ছিল, সবগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে কমিউনিস্ট বাহিনীর রকেট ও আর্টিলারির হামলায়। পোলগারকে কয়েকশ মানুষকে দেখাশোনা করতে হত। তার মধ্যে যারা আমেরিকান, তারা একটা বড় সমস্যা। যে সমস্ত ভিয়েতনামী সিআইএ'র জন্য কাজ করে, এবং তাদের পরিবার-পরিজন, তারাও আরেক সমস্যা। তারা এখন দেশ ছাড়তে মরিয়া। কিন্তু এই অবস্থায় ফিক্সড্ ডানার এয়ারক্র্যাফট এই এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করানো বা এখান থেকে আকাশে ওড়ানো, দুটোই বিষম কঠিন কাজ।

নীল শার্ট ও ট্যান স্ল্যাকস পরে নিলেন চিন্তিত পোলগার। অনেকদিনের অভ্যাসবশে এক হাত আপনাআপনি পাসপোর্টের দিকে চলে গেল। ওটা পকেটে ভরে ছুটলেন আমেরিকান এমব্যাসির দিকে। চল্লিশ লক্ষ মানুষের শহর সায়গন এ মুহূর্তে বিরাণ প্রান্তর। একে দিনের আলো ফোটেনি তখনও, তার ওপর চব্বিশ ঘন্টা কারফিউ চলছে। কাজেই রাস্তা-ঘাট এ মুহূর্তে একদম ফাঁকা। অ্যাম্বাসাডার গ্রাহাম মার্টিনকে খবর দেন পোলগার। এম্ফিসেমা আর ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছেন তিনি। একটা ফুসফুসের অসুখ, অন্যটা ঠাণ্ডাজনিত। ঠিকমত কথাই বলতে পারছিলেন না তিনি।

ওখান থেকে কিসিঞ্জার ও প্রশান্ত মহাসাগরী এলাকার আমেরিকান ইন চিফ, অ্যাডমিরাল নোয়েল গেইলারের সাথে যোগাযোগ করেন পোলগার। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সাবেক পরিচালক এই অ্যাডমিরাল। তাদের মাধ্যমে নতুন নির্দেশ পান তিনি। অপ্রয়োজনীয়দের ইভ্যাকুয়েশন পিছিয়ে দিন। কিসিঞ্জারের তরফ থেকে কাকে নেয়া হবে, কাকে নেয়া হবে না এবং তাদেরকে কিভাবে হ্যানয় থেকে বের করে আনা হবে, এসব ছাড়া আর কোনো নির্দেশনা পাওয়া গেল না।

দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনীর পতন শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে ভয়াবহরকম বিশৃঙ্খলা চলছে। জাতীয় পুলিশ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। নির্জন, শান্ত রাস্তায় ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের ছোটাছুটি, নৈরাজ্য আর অরাজকতা চলছে।

প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের নির্দেশ আসে দূতাবাসের লোকসংখ্যা কমাতে হবে। ছয়শো থেকে দেড়শোতে নামিয়ে আনতে হবে। তাদের মধ্যে পঞ্চাশজন থাকবে

সিআইএ অফিসার। পোলগার ভেবে পেলেন না বাকি দেড়শোই বা কেন থাকবে! সায়গনের পতনের পর উত্তর ভিয়েতনামীরা এখানে আমেরিকান দূতাবাসকে কাজ করার সুযোগ দেবে, বিষয়টা মেনে নিতে পারলেন না তিনি।

দূতাবাস ভবনের ভেতরে হুলস্থূল কাণ্ড চলছে তখন। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ মানুষ নিক্সন আর কিসিঞ্জারের ছবি আছাড় মেরে ভাঙছে, গায়ের ঝাল মেটাতে ছবির ওপর উন্মত্তের মত লাফালাফি করছে। পোলগারের ভাষায়, তাঁদের দূতাবাস তখন 'রিংমাস্টারবিহীন তেত্রিশ রিংয়ের সার্কাসে পরিণত হয়েছে।'

১১:৩৮ মিনিটে ফোর্ডের নতুন নির্দেশ আসে। সায়গনের আমেরিকান দূতাবাস বন্ধ করে দিতে হবে। এর অর্থ, আবার রাত নামার আগেই আমেরিকানদের সায়গন ছেড়ে চলে যেতে হবে। হাজার হাজার আতঙ্কিত ভিয়েতনামী দূতাবাস ঘেরাও করে রেখেছে। মরিয়া জনতার একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল। এখান থেকে বের হওয়ার একটাই মাত্র পথ আছে–সেটা হলো এখানকার পার্কিং লট থেকে একটা গোপন প্যাসেজ পাশের ফরাসী দূতাবাসের বাগান পর্যন্ত গেছে। ওই পথে বেরিয়ে যাওয়া। রাষ্ট্রদূত মার্টিন ওই পথে স্ত্রী ও ব্যক্তিগত কর্মচারীদের পাঠিয়ে দিলেন। পোলগার নিজের বাসার অবস্থা জানতে ফোন করলেন, মেইড জানাল তাঁর জন্য কয়েকজন ভিজিটর অপেক্ষা করছেন। একজন ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার, একজন তিন-তারকা জেনারেল, দক্ষিণ ভিয়েতনামের কমিউনিকেশনস ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রধান, চিফ অব প্রটোকল, কয়েকজন সিনিয়র মিলিটারি অফিসার এবং তাদের পরিবার-পরিজন। এছাড়া আরও কিছু ভিয়তনামী আছে যারা সিআইএ'র জন্য কাজ করত।

প্রেসিডেন্ট ফোর্ড ইভ্যাকুয়েশন অর্ডার জারি করার তিন ঘণ্টা পর উপকূলের আশি মাইল দূর থেকে আমেরিকান উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার বহরের প্রথমটা এসে পৌঁছল। মেরিন পাইলটরা তাদের চূড়ান্ত দক্ষতা আর দুঃসাহস দেখাল সেদিন–হাজারখানেক আমেরিকান ও ছয় হাজারের মত ভিয়েতনামীকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিল। তখনকার তোলা এক বিখ্যাত ছবি আছে এরকম : শেষ উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার সায়গন ছেড়ে যাচ্ছে, এক বাড়ির ছাদে ল্যান্ড করেছে সেটা। বহু মানুষ সেটায় ওঠার চেষ্টা করছে। ল্যাডারে পা রাখার জন্য ঠেলাঠেলি করছে। ওই ছবিটাকে অনেকদিন পর্যন্ত 'দূতাবাসের ছাদের ছবি' বলে ভুল ক্যাপশন লাগিয়ে প্রচার করা হয়েছে। ওটা আসলে সিআইএ'র এক সেফ হাউজের ছাদের দৃশ্য ছিল। হেলিকপ্টারে ওঠার চেষ্টা যারা করছিল তারা টম পোলগারের বন্ধু।

পোলগার ওইদিন সন্ধ্যায় সিআইএ'র সমস্ত ফাইল, কেবল আর কোডবুক এক জায়গায় করে আগুন ধরিয়ে সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দেন। মাঝরাতের

একটু পর সায়গনকে ফেয়ারওয়েল জানিয়ে শেষ বার্তা কম্পোজ করেন তিনি। সেই ঐতিহাসিক বার্তা ছিল এরকম : `THIS WILL BE THE FINAL MESSAGE FROM SAIGON STATION... IT HAS BEEN A LONG FIGHT AND WE HAVE LOST... THOSE WHO FAIL TO LEARN FROM HISTORY ARE FORCED TO REPEAT IT. LET US HOPE THAT WE WILL NOT HAVE ANOTHER VIETNAM EXPERIENCE AND THAT WE HAVE LEARNED OUR LESSON. SAIGON SIGNING OFF (এটি সায়গন স্টেশন থেকে পাঠানো চূড়ান্ত বার্তা। এ যুদ্ধ ছিল দীর্ঘদিনের এবং আমরা হেরে গেলাম... যারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয় তারা তার পূনরাবৃত্তি ঘটতে বাধ্য করে। আমরা আশা করি আমাদের শিক্ষা হয়ে গেছে এবং আর যেন কোনো ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা আমাদের না হয়। বিদায় সায়গন)।'

বার্তা দেশে পাঠিয়ে দেন টম পোলগার।

'পনেরো বছরের কঠিন সংগ্রাম কোনো কাজেই আসেনি'

লাওসে সিআইএ'র দেড় দশকের যুদ্ধ সায়গনের দুই সপ্তাহ পর শেষ হয়, চুনাপাথরের শ্যাফট ঘেরা এক উপত্যকায়—এজেন্সির মূল আউটপোস্টে। কমিউনিস্ট বাহিনী চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছে সেটা। উপত্যকার ওপরের রিজে, যেদিকে চোখ যায় পিঁপড়ার মত গিজগিজ করছে উত্তর ভিয়েতনামী বাহিনী। নিচে, উপত্যকার ভাঙাচোরা এয়ারস্ট্রিপে দেশ ছাড়ার অস্থির অপেক্ষায় আছে স্থানীয় হাজার হাজার মং; সিআইএ'র প্যারামিলিটারি বাহিনী এবং তাদের পরিবার-পরিজন। কিন্তু এত বছরের একনিষ্ঠ সেবকদের রক্ষা করার কোনো পরিকল্পনা সিআইএ'র ছিল না।

সিআইএ'র একজন অফিসার, জেরি ড্যানিয়েলস লং তিয়েং-এ থেকে যান। এক সময়ের মনটানা স্মোক জাম্পার তিনি, মং বন্ধুরা তাঁকে চেনে 'স্কাই' নামে। জেরি ড্যানিয়েলসের বয়স তেত্রিশ, লাওসে প্রায় দশ বছর থেকেছেন। জেনারেল ভাং পাও'র কেস অফিসার ছিলেন। জেনারেল পাও ১৯৬০ সাল থেকে লাওসে সিআইএ'র সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছিলেন। ড্যানিয়েলস সেই সাত সিআইএ অফিসারের একজন, যাদেরকে লাওসের রাজা তাদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অর্ডার অব দ্য মিলিয়ন এলিফেন্টস এবং হোয়াইট প্যারাসল পদকে ভূষিত করেছিলেন। এরকম আরও দু'জন ছিলেন বিল লেয়ার ও টেড শ্যাকলি।

ড্যানিয়েলস আর লাওসের সিআইএ চিফ, ডান আরনল্ড মং বন্ধুদের ইভ্যাকুয়েট করার জন্য লং তিয়েং-এ প্লেন পাঠানোর আবেদন জানিয়েছিলেন। লাওস যুদ্ধের সমাপ্তির ইতিহাস মুখে বর্ণনা করার সময় এ কথা জানান আরনল্ড। বলেন : 'ওদেরকে দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প ছিল না।' কিন্তু কোনো প্লেন পাঠানো হয়নি। 'অবশ্যই ওয়াশিংটনের অনুমোদন প্রয়োজন হয়, এবং এ ধরনের কাজ করা হয় সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে,' বলেন আরনল্ড। 'আমার মেসেজ সিআইএ থেকে হোয়াইট হাউজে গেছে... ওয়াশিংটনকে বারবার অনুরোধ জানানো হয়েছে মংদের জন্য জরুরিভাবে অতিরিক্ত এয়ারলিফটের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু সিদ্ধান্ত ঠেকে যায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক স্তরে।'

১২ মে, ১৯৭৫। থাইল্যান্ডে নিজের ভাড়া করা প্লেন বহরের শেষ দুই সি-৪৬ ঘষেমেজে প্রস্তুত করে সিআইএ। ডিসি-৩ আকারের প্লেন ওগুলো। মালিক এক প্রাইভেট কোম্পানি—কন্টিনেন্টাল এয়ার সার্ভিস। সিআইএ'র সাথে চুক্তিবদ্ধ কাম্পানি। সেই প্লেনগুলো বছরের পর বছর কার্গো নিয়ে গেছে লং তিয়েং এয়ারস্ট্রিপে, কিন্তু ফিরেছে সব সময় খালি অবস্থায়। লং তিয়েং থেকে কেউ কখনও প্যাসেঞ্জার ভর্তি সি-৪৬ উড়তে দেখেনি। ওগুলোর যাত্রী ধারণ ক্ষমতা ৩৫। সংখ্যাটা দ্বিগুণ করে অবশেষে মংদের পরিবহন করার কাজ শুরু হয়। দেরিতে যদিও।

১৩ মে, ব্যাংকক। থাইল্যান্ডের চিফ অব দি ইউ. এস. মিলিটারি অ্যাসিসটেন্স কমান্ড, এয়ার ফোর্স ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হেইনি অ্যাডারহল্ট অজ্ঞাত এক লোকের টেলিফোন পান। লোকটা জানায়, 'আমেরিকা মং প্যারামিলিটারি সদস্যদের লং তিয়েং এয়ারস্ট্রিপে ফেলে রেখেছে। তাদের উদ্ধারে কিছু করছে না।' লোকটা অ্যাডারহল্টকে অনুরোধ করে মংদের বাঁচাতে সেখানে যত দ্রুত সম্ভব মাঝারি আকারের সি-১৩০ কার্গো প্লেন পাঠাতে। অ্যাডারহল্ট এক পাইলটকে খুঁজে বের তাকে নগদ পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে লং তিয়েং স্ট্রিপে যেতে অনুরোধ করেন। সেদিন দুপুরের পর সি-১৩০ নিয়ে লং তিয়েং পৌঁছায় সে। প্রাণভয়ে ভীত শত শত মং হুড়মুড় করে প্লেনে উঠে পড়ে। পরদিন সকালে ব্যাংককে ফিরে আসে সেটা।

সিআইএ'র জেরি ড্যানিয়েলস উদ্ধার অভিযান ও জেনারেল ভাং পাও'র বডিগার্ডের দায়িত্বে ছিলেন, একই সাথে ফ্লাইট কন্ট্রোলারের দায়িত্বেও। অর্থাৎ তার ওপরই নির্ভরশীল ছিল পঞ্চাশ হাজার ভীত, আতঙ্কিত মং-এর বাঁচামরা। কিন্তু তিনি বা ভাং পাও কখন যে অন্যদের রেখে সটকে পড়েছেন, কেউ লক্ষ্য করেনি। ১৪ তারিখ সকালে যখন সেই সি-১৩০ দ্বিতীয় দফা উদ্ধার অভিযানে আসে, তখন পিছনের কার্গো হোল্ডের দরজা খোলামাত্র হাজার হাজার মং ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটার ওপর। মরিয়া মানুষগুলোর চেহারায় ফুটে ওঠা রাগ, হতাশা, আতঙ্ক, ক্ষোভ, কান্না, সব মিলিয়ে অবর্ণনীয় এক দৃশ্যের অবতারণা হয়। ভাং পাও গোপনে কয়েক মাইল

দূরের এক কপ্টার ল্যান্ডিং জোনে চলে যান, সিআইএ'র পাইলটা তাঁকে নিয়ে দ্রুত সরে পড়ে।

ড্যানিয়েলস কোনো এক ফাঁকে নিজের জন্য একটা প্লেন ভাড়ায় এনে সটকে পড়েন। সেটার ফ্লাইট লগে লেখা ছিল : '... চতুর্দিকে চরম বিশৃঙ্খলা ... ১০:১৭ মিনিটে টেক অফ করি আমরা এবং একই সাথে লং তিয়েং, লাওসে সিআইএ'র দীর্ঘ দেড় দশকের অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।'

লাওস যুদ্ধের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল লগ্নে লং তিয়েং-এ উপস্থিত সিআইএ'র এক চুক্তিভিত্তিক পাইলট, ক্যাপ্টেন জ্যাক নটস অডিও টেপে তখনকার ঘটনাবলীর বিবরণী ধারণ করেছিলেন। তিনি বলেন : ড্যানিয়েলস তাঁর ব্রিফকেস ও এক কেস অলিম্পিয়া বিয়ারসহ নিজের সাদা-নীল ফোর্ড ব্রঙ্কোতে করে ল্যান্ডিং জোনে আসেন।

'মাটিতে পা রেখেই জমে যান তিনি,' বলেন জ্যাক নটস। ব্যাকসিট থেকে ব্রিফকেস বের করে রেডিওতে কথা বলা শুরু করেন। তারপর ভিড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি করেন। এর-ওর সাথে কথা বলার ফাঁকে ঘন ঘন স্যালিউট করছিলেন। মনে হচ্ছিল নিজের জিপটাকে করছেন, আসলে না। অকাজে অনেক বছর এ দেশে থেকেছেন, সে কথা স্মরণ করেই কাজটা করেন তিনি।'

রিচার্ড হেলমস লাওস যুদ্ধকে 'যে যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি' বলতেন। যদিও সেটা কিভাবে বোঝা কঠিন। ফোর্ড-কিসিঞ্জার জোর করে একটা রাজনৈতিক সমঝোতা চাপিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, লাওস কমিউনিস্টরা নিয়ন্ত্রণ করবে। 'তারপর আমরা লাওস ছেড়ে চলে আসি,' বলেন সিআইএ'র ডিক হলম। পঁয়ত্রিশ বছর আগে লাওসেই তাঁর সিআইএ'র ক্যারিয়ারের শুরু হয়েছিল। মংদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল, তাদের অনেকের শেষ জায়গা হয় রিফিউজি ক্যাম্প। বাকিরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

'তাদের জীবনাচরণের ধারা ধ্বংস হয়ে গেল,' লিখেছেন হলম। 'আর কোনোদিন তারা লাওসে ফিরে যেতে পারবে না। যুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে যারা আমাদের সাথে এত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করল, আমেরিকা তাদের প্রশ্নে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।'

লং তিয়েং ঘটনার সাত বছর পর, চল্লিশ বছর বয়সে ব্যাংককে নিজ অ্যাপার্টমেন্টে গ্যাস পয়জনিংয়ে মারা যান জেরি ড্যানিয়েলস। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন কি না কেউ জানে না।

'অকার্যকর ও ভীত'

পরাজিত শহরের মত সিআইএ'কে চটের ব্যাগে ভরে ফেলা হয়। কংগ্রেশনাল কমিটি তার ফাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকে, সিনেট তার কভার্ট অ্যাকশনের দিকে মন দেয়, হাউজ তার এসপিওনাজ ও বিশ্লেষণের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে। ওয়াশিংটনের দেয়ালে দেয়ালে মাথার খুলি, হাড় ও ইস্কাপনের টেক্কাসহ বিল কলবির হাতে লেখা পোস্টার সাঁটানো হয়। এজেন্সির সিনিয়র অফিসাররা ব্যক্তিগত ও পেশাগত বিপর্যয়ের কথা ভেবে আশঙ্কায় ভুগতে থাকেন। হোয়াইট হাউজ রাজনৈতিক বিনাশের ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট ১৩ অক্টোবর ওভাল অফিসে সপারিষদ মিটিংয়ে বসেন পরিস্থিতির গভীরতা বোঝার চেষ্টায়।

'অফিশিয়াল ডকুমেন্টে যদি প্রমাণ হয় সরকার কোনো গুপ্তহত্যার সাথে জড়িত, তাহলে সেটা হবে বিদেশ নীতির বিপর্যয়,' বিল কলবি প্রেসিডেন্টকে জানান। 'ওরা সেনসিটিভ কভার্ট অপারেশনগুলোও খতিয়ে দেখবে, লাওসের মত কেস।' কংগ্রেসকে ঠেকাতে হোয়াইট হাউজ কোর্টে যাবে? 'আইনের লড়াইয়ের চেয়ে আমাদের জন্য রাজনৈতিক কনফার্মেশনই ভাল হবে,' বলেন ডোনাল্ড রামসফেল্ড। অক্টোবরের শেষ নাগাদ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে কেবিনটেকে জোর ঝাঁকি লাগান ফোর্ড।

এই উদ্যোগের নাম রাখা হয় হ্যালোইন ম্যাসাকার। শ্লেসিঙ্গারকে বরখাস্ত করা হয়, ডন রামসফেল্ড হন সেক্রেটারি অব স্টেট। ডিক চেইনি তাঁর পদে, অর্থাৎ হোয়াইট হাউজের চিফ অব স্টাফ পদে যোগ দেন। ওদিকে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড মধ্যযুগীয় কায়দায় ১৯৭৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিল কলবিকে বরখাস্ত করে জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশকে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের পরবর্তী ডিরেক্টর পদে নিয়োগ দেন। ফোর্ডের এই সিদ্ধান্ত ছিল এক কথায় অদ্ভুত।

বুশ জেনারেল ছিলেন না, অ্যাডমিরাল ছিলেন না, এমনকি স্পাইও ছিলেন না। বলতে গেলে ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। একজন খাঁটি এবং সাধারণ রাজনীতিক ছিলেন তিনি। প্রেসকট বুশ ছিলেন তাঁর বাবা,

কানেকটিকাটের ইউ.এস. সিনেটর, এবং অ্যালেন ডালেসের অন্তরঙ্গ বন্ধু। পরে তেল ব্যবসায় ভাগ্য ফেরাতে টেক্সাসে চলে যান বুশ। কংগ্রেস সদস্য ছিলেন দু' দফা। দু'বার সিনেটের জন্য লড়াই করে পরাজিত হন। বাইশ মাস জাতিসংঘের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সময় ছিলেন নিক্সনের রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটিরি চেয়ারম্যান।

১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে নিক্সন তাঁকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রায় বানিয়েই ফেলেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। এটা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের জন্য কঠিন আঘাত ছিল। তারপর বুশের জন্য সান্ত্বনা পুরস্কার ছিল কোনো গুরুত্বপূর্ণ দেশে সম্মানজনক রাষ্ট্রদূতের পদ বেছে নেয়া। বুশ চীনকে বেছে নেন। বেইজিংয়ে কাজ করার সময় বুশ দেখেছেন পুরু প্রিজমের (ত্রিপার্শ্বকাচ ; কাচের নিরেট টিউবের মত তবে তিনকোনা, যা সাদা আলোকে রংধনুর মত নানান রংয়ে রূপান্তরিত করে) মধ্য দিয়ে সিআইএ'র চীনাদেরকে দেখার সংগ্রাম, ভয়েস অব আমেরিকার রিপোর্ট আর পুরনো খবরের কাগজের ক্লিপিংস ইত্যাদির ওপর নির্ভরতা।

১৯৭৬ সালের শেষদিকে সিআইএ'র ডিরেক্টর হন তিনি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সংস্থাটির কামকর্ম ভাল লেগে যায়। বিশেষ করে সেটার কাজের গোপনীয়তা, কর্মীদের পারস্পরিক সহমর্মিতা, বিভিন্ন গ্যাজেট, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। সিআইএ ছিল বিলিয়ন ডলার বাজেটের কঙ্কাল আর খুলি। 'আমার সারাজীবনের কাজের মধ্যে এটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ছিল,' মার্চ মাসে এক বন্ধুকে লিখেছিলেন ওয়াকার বুশ। এজেন্সি প্রধান হওয়ার এগারো মাসের মাথায় হেড কোয়ার্টার্সের সবার মনোবল বাড়ানোর ব্যবস্থা করেন তিনি, সব ধরনের সমালোচনা থেকে এজেন্সিকে আগলে রাখেন এবং নিজের আকাশ সমান উঁচু অভিলাষ চরিতার্থ করার স্বার্থে এজেন্সিকে কাজে লাগান।

এর বাইরে তাঁর বিশেষ কোনো অর্জন ছিল না। শুরু থেকেই ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ডের সাথে তিক্ততার শুরু হয় বুশের। ইন্টেলিজেন্স বাজেটের ৮০ ভাগ রামসফেল্ড নিয়ন্ত্রণ করেন। 'এ টাকা আমার,' বলতেন তিনি। স্পাই স্যাটেলাইট, ইলেক্ট্রনিক সার্ভেইল্যান্স ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, আমেরিকান সৈন্যদের জন্য এগুলো যুদ্ধের সহায়ক। এসবের পিছনে খরচও সেইরকম। যদিও আমেরিকান সেনাবাহিনী তখন কোথাও যুদ্ধ করছিল না, রামসফেল্ড তবু বুশকে ছাড় দিতে রাজি না। গোপন খরচাদী সম্পর্কে কথা বলার মত কোনো সুযোগই তিনি এজেন্সির পরিচালককে দিতে চাইতেন না। রামসফেল্ডের এজেন্সির ব্যাপারে ভুল ধারণা ছিল। তিনি প্রায় নিশ্চিত ছিলেন সিআইএ তাঁর ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে।

ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ও ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন অফিসার নিয়োগ দেয়ার কাজটা বেশ জটিল হয়ে ওঠে। এজেন্সি ছিল মাথা ভারী, মাঝবয়সী আমলা পরিচালিত যারা সময় নষ্ট করতে অভ্যস্ত। এই দলের ষোলোজনের মধ্যে কৌশলে বারোজনকে বিদায় করেন বুশ। নিজের ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের প্রধান করার জন্য বিল কলবির চিফ বিল নেলসনকে বলেন, এখন সময় হয়েছে চলে যাওয়ার। নেলসন বিদায় নেন। তবে যাওয়ার আগে বুশকে জানাতে ভোলেননি যে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসে দুই হাজারের বেশি অফিসার আছে।

অ্যালেন ডালেসের ঐতিহ্য অনুসরণ করে জর্জ ওয়াকার বুশও বিষয়টা চেপে যান।

'সিআইএ'র গোড়া কেটে দেয়া হয়'

'বর্তমান সময়টা এজেন্সির জন্য বেশ গোলমেলে আর সমস্যাপূর্ণ,' ১৯৭৬ সালের ১ জুন প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে লেখেন ওয়াকার বুশ। 'এজেন্সির অতীত কার্মকাণ্ড নিয়ে প্রায় এক বছর ধরে চলতে থাকা কংগ্রেস আর হাউজ, উভয় তরফের তদন্তে অতীতের বিভিন্ন বিষয় এবং বর্তমান কভার্ট অ্যাকশন সম্পর্কে অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে পড়েছে।' সেই তদন্তের পর বুশ পরিচালকের পদে থাকতেই সিনেট একটা ইন্টেলিজেন্স ওভারসাইট কমিটি গঠন করে। এক বছর পর হাউজও আরেকটা প্রতিষ্ঠা করে। 'এখন এজেন্সিকে কংগ্রেসের হাত থেকে একমাত্র প্রেসিডেন্টই পারেন উদ্ধার করতে,' চিঠিতে লেখেন বুশ। 'আটাশ বছর আগে শুরু হওয়া কভার্ট মিশন আমাদের ফরেইন পলিসিতে ইতিবাচক অবদানই রাখবে।'

কিন্তু মাথার ওপরে ছড়ি ঘোরাতে থাকা কংগ্রেসের কারণে এজেন্সির হাতে তখন চলমান কভার্ট অ্যাকশন তেমন ছিল না। এক প্রশ্নের জবাবে বুশ তখন বলেছিলেন, কংগ্রেশনাল তদন্ত এজেন্সির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে দিয়েছে। তারা আমাদের 'বিশ্বব্যাপী লিয়াজোঁ ব্যবস্থাকে খোঁড়া করে দিয়েছে।' এ কথা বলে বিভিন্ন দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সাথে সিআইএ'র সম্পর্ক, তথ্য বিনিময়ের সুযোগ নষ্ট হওয়া বোঝাতে চেয়েছেন বুশ। এছাড়া 'বিদেশী যারা আমাদেরকে অনেক সময় তথ্য জোগান দিত, এরকম অনেককে তারা এ কাজ থেকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।' সবচেয়ে খারাপ যা হয়েছে, বলেছেন জর্জ ওয়াকার বুশ, দেশের সম্ভবত সবচেয়ে ভালো একদল সরকারি কর্মকর্তার মনোবল তারা ভেঙে দিয়েছে।'

মাঠ পর্যায়ের ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে ১৯৭৬ সালে সিআইএ'র মনোবলও বলতে গেলে ভেঙে পড়ে। সেসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অ্যাঙ্গোলা। সায়গনের পতনের দুই মাস পর প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড নতুন এবং বড়ো একটা প্রকল্প অনুমোদন করেন অ্যাঙ্গোলাকে কমিউনিজমের হাত থেকে রক্ষা করার। আফ্রিকায় পর্তুগালে সবচেয়ে বড় উপহার ছিল অ্যাঙ্গোলা, কিন্তু লিসবনের নেতারা ছিলেন ইওরোপের সবচেয়ে বাজে ঔপনিবেশবাদীদের অন্যতম। অ্যাঙ্গোলা থেকে সরে আসার সময় তাঁরা দেশটিতে ব্যাপক লুটপাট চালান। বিরোধী গ্রুপগুলো সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে অ্যাঙ্গোলা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়ার হুমকি দেখা দেন।

সিআইএ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কঙ্গোর মোবুতুর মাধ্যমে অ্যাঙ্গোলায় ৩২ মিলিয়ন ডলার নগদ ও ১৬ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র পাঠায়। অস্ত্রগুলো পড়ে গিয়ে কমিউনিস্টবিরোধী এক গেরিলা বাহিনীর হাতে। সেটার নেতৃত্বে ছিল মোবুতুর শালা–সাদা দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল তার। গোটা বিষয়টার পিছনে জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথ কাউন্ডার সমর্থন ছিল। কেনেথ কাউন্ডা ছিলেন মিশুক প্রকৃতির মানুষ, অনেকদিন থেকে আমেরিকা আর সিআইএ'র আন্ডার-দি-টেবিল সমর্থন পেয়ে আসছিলেন। এই বিষয়টা সমন্বয় করেছিলেন কিসিঞ্জারের স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক প্রতিভাধর তরুণ কূটনীতিক—ফ্র্যাঙ্ক জি. উইজনার, জুনিয়র। তাঁরা বাবা ছিলেন কভার্ট অপারেশনসের প্রথম চিফ, প্রয়াত ফ্র্যাঙ্ক উইজনার।

'আমাদেরকে ভিয়েতনাম থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়েছে,' বলেন উইজনার। 'এখন বিশ্বের কমিউনিস্ট শক্তিগুলো আমাদের প্রশাসনের মাজার জোর কত তা পরীক্ষা করে দেখবে। আমাদেরকে হয়ত কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অগ্রাভিযান দেখতে হবে। তেল-সমৃদ্ধ অ্যাঙ্গোলা নিয়ে নেবে তারা, স্নায়ু যুদ্ধকে টেনে নিয়ে যাবে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে। নাকি আমরা তা প্রতিরোধের চেষ্টা করব?'

'ভিয়েতনামে পরাজয়ের পর আমাদের কংগ্রেসের মুখোমুখি হওয়ার উপায় ছিল না। বলার উপায় ছিল না যে মোবুতুকে সাহায্য করতে মিলিটারি প্রশিক্ষক আর অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হোক। তাই প্রেসিডেন্ট আর কিসিঞ্জারকে এজেন্সির সাহায্য নিতে হয়েছিল,' বলেন উইজনার। কিন্তু সিআইএ সমর্থিত বাহিনী অ্যাঙ্গোলার রাজধানী দখলের যুদ্ধে মস্কো ও হাভানা সমর্থিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারেনি। কিসিঞ্জার আরও ২৮ মিলিয়ন ডলারের গোপন সহায়তা পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সিআইএ'র কন্টিনজেন্সি ফান্ডে টাকা ছিল না। বুশ সিআইএ'র ডিরেক্টর থাকার সময় কংগ্রেস প্রকাশ্যে অ্যাঙ্গোলান

গেরিলাদের সমর্থন দেয়া বন্ধ করে অপারেশনটাকে হত্যা করে। অথচ সে সময় তাদের যুদ্ধের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল। এরকম ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। তাই হতাশ উইজনার মন্তব্য করেন, 'সিআইএ'র গোড়া কেটে আমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

'প্রেসটন কোন জাহান্নামে'

১৯৭৬ সালের ৪ জুলাই ছিল আমেরিকার স্বাধীনতার দুইশো বছর পূর্তির দিন। সেদিন জর্জিয়ার গভর্নরের সাথে পেনসিলভেনিয়ায় দেখা করার প্রস্তুতি নেন ওয়াকার বুশ, তাঁকে ইন্টেলিজেন্স ব্রিফিং করতে। হারশির এক হোটেলে আছেন জিমি কার্টার। তখনও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন পাননি। এই পর্যায়ের কেউ সাধারণত এ ধরনের অনুরোধ করেন না। বুশ ও তাঁর ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ডেপুটি, ডিক লেম্যানের কাছে কার্টারকে যথেষ্ট কৌতূহলী মনে হয়েছে। অ্যালেন ডালেস তো রিপোর্ট না পড়েই ফেলে দিতেন। জিমি কার্টারের সাথে তাদের স্পাই স্যাটেলাইট থেকে ভবিষ্যতে আফ্রিকায় সাদা সংখ্যালঘু সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁদের আলোচনা হয়। তাঁরা একমত হন জুলাই মাসে কার্টারের গ্রামের বাড়ি, জর্জিয়ার হ্যামলেট অব প্লেইনস-এ আবার ব্রিফিং হবে।

জায়গামত পৌঁছতে যথেষ্ট ঝক্কি পোহাতে হয়েছে ডিরেক্টরকে। সিআইএ'র গালফ স্ট্রিম জেট প্লেইনস-এর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করাতে সমস্যা হবে। তাই সিআইএ পরিচালক বুশকে হেলিকপ্টারে প্রেসটন ফিল্ড যেতে বলা হয়। প্রেসটন ফিল্ড কোন জাহান্নামে? আরেকবার ফোন করে জানা গেল, ওটা হচ্ছে কোনো এক কৃষকের চল্লিশ একরের সম্পত্তির নাম।

তাঁদের ছয় ঘন্টার বৈঠকে লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া, রোডেশিয়া আর অ্যাঙ্গোলার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। চীন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয় ত্রিশ মিনিট। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে দশ মিনিট। মোট ছয় ঘণ্টার আলোচনা হয় তাদের মধ্যে। কার্টার নিউক্লিয়ার এঞ্জিনিয়ার ছিলেন নেভিতে। স্পাই স্যাটেলাইটের তোলা সোভিয়েত সমরাস্ত্রের ছবির বিষয়ে তাঁর বেশ আগ্রহ আছে দেখা যায়। আমেরিকান স্ট্রাটেজিক আর্সেনাল সম্পর্কে বুশ যে সমস্ত তথ্য জানান, সব প্রায় মুখস্ত করে নেন জিমি কার্টার। তিনি বুঝতে পারেন, ভবিষ্যতে আমেরিকাই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাঁকে জানানো হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনও তাদের সমরাস্ত্র

ভাণ্ডারের আকার সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানাবে না। তাই আমেরিকাকে মীমাংসার টেবিলে বসে মস্কোকে জানাতে হবে যে তাদের সমান সংখ্যক মিসাইল আমেরিকারও আছে।

ডিরেক্টর বুশ তাঁকে বলেন, তাদের স্পাই স্যাটেলাইট যে সমস্ত ছবি তুলেছে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে সেগুলো দেখানো হয়েছে। সোভিয়েতদের সাথে SALT সম্মেলনে যে সমস্ত তথ্য নিয়ে লড়াই করতে হবে, সেগুলো সম্পর্কেও তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। আগামী গ্রীষ্মে নতুন প্রজন্মের স্যাটেলাইট আসছে। সেগুলোর কোড নাম কিহোল বা চাবির গর্ত। সেগুলো আসল টেলিভিশন ইমেজ দেবে, আগরগুলোর মত স্লো-টু-ডেভেলপ ফটো না। সিআইএ'র সায়েন্স ও টেকনোলজি ডিভিশন বিশ বছর ধরে কাজ করেছে এ নিয়ে।

কার্টারের রানিং মেট, মিনেসোটার ওয়াল্টার মনডেল এজেন্সির কভার্ট অ্যাকশন এবং এজেন্সি কিভাবে বিদেশী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে, সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি চার্চ কমিটির সদস্য ছিলেন, যে সিনেট প্যানেল সিআইএ'র অতীত তদন্ত করেছিল। সে তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে দু' মাস আগে। কমিটির কথা স্মরণীয় হয়ে আছে এই জন্য যে চার্চ কমিটির চেয়ারম্যান সিআইএকে 'একটি উন্মত্ত বুনো হাতী' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এ কারণে কমিটির ওপর বুশ রেগে ছিলেন বলে মনডেলের প্রশ্নে উত্তর দেননি।

দুই সপ্তাহ পর বুশ আবার আসেন প্লেইনে। সেবার তাঁর সাথে আটজন সিআইএ অফিসার ছিল। কার্টারের ফ্যামিলি রুমে গোল হয়ে বসে আলোচনা করেন তারা। কার্টারের মেয়ে তার বিড়াল নিয়ে বারবার আসছে-যাচ্ছে। কার্টার পৃথিবী সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন দেখে সিআইএ অফিসাররা অবাক হয়ে যান। কার্টার আর ফোর্ড যখন প্রথম টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নেন, তখন কার্টার প্রথমেই আক্রমণ করেন ফোর্ডের পররাষ্ট্র নীতিকে। সিআইকেও কঠিন মার লাগাতে ছাড়েননি তিনি। বলেছিলেন : 'ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, সিআইএ, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি সত্ত্বেও আমাদের সরকার ব্যবস্থাই পৃথিবীর সেরা সরকার ব্যবস্থা।'

১৯৭৬ সালের ১৯ নভেম্বর নতুন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সাথে চূড়ান্ত, এক অস্বস্তিকর বৈঠকে বসেন ওয়াকার বুশ। 'বুশ চাইছিলেন তিনি সিআইএতেই থেকে যাবেন। এ প্রসঙ্গে কার্টার বলেন, 'আমি যদি রাজি হতাম, তাহলে বুশ কখনও প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না। তার ক্যারিয়ার সম্পূর্ণ অন্য ট্র্যাকে চলে যেত।'

সেই মিটিংয়ে বুশ জিমি কার্টারের সাথে সিআইএ'র বেশ কিছু চলমান মিশন যাতে বন্ধ করে দেয়া না হয়, তা নিয়ে দেন-দরবার করেন। তার মধ্যে জর্ডানের বাদশাহ হোসেন, কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট মোবুতু এবং পানামার ভবিষ্যৎ একনায়ক, স্ট্রংম্যান ম্যানুয়েল নরিয়েগাসহ আরও কিছু রাষ্ট্র প্রধানের জন্য সিআইএ'র টেকনিক্যাল সমর্থনের বিষয়টি ছিল। কিন্তু কার্টার কানে তোলেনি। বিদেশী নেতাদের জন্য সিআইএ'র এত বেশি ভর্তুকি দেয়া তাঁর বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল।

১৯৭৬ সালের শেষ নাগাদ এজেন্সির কয়েকজন ভক্তের কারণে বুশকে কিছু দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তিনি কোনো রাখঢাক না করে একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন যে একদল অরক্ষণশীল ভাবদার্শিক সোভিয়েত সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কে সিআইএ'র যে পরিসংখ্যান, তা নতুন করে লিখবে।

প্রেসিডেন্টের ফরেইন ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজরি বোর্ডের সবচেয়ে গলাবাজ সদস্য ছিলেন উইলয়াম জে. কেসি। তিনি ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির বন্ধুদের সাথে আলাপ করার সময় বলেন, সিআইএ সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক ক্ষমতাকে বিপজ্জনকভাবে আন্ডার এস্টিমেট করছে। তাই কেসি ও তাঁর অ্যাডভাইজরি কমিটির সঙ্গীরা প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে চাপ দেন, যাতে তিনি বাইরের কোনো গ্রুপ দিয়ে তাদের হয়ে সোভিয়েত ক্ষমতার পরিসংখ্যান বের করান। সে টিমের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল ড্যানিয়েল ও গ্রাহাম আর পল উলফোউইৎজ, ভাবী সেক্রেটারি অব ডিফেন্স।

বিতর্কটা ছিল অত্যন্ত টেকনিক্যাল। কিন্তু প্রশ্ন ছিল একটাই। সেটা হলো : মস্কোর উদ্দেশ্য কি? টিম বি'র পরিসংখ্যানে দেখানো হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন অকল্পনীয় মিলিটারি বিল্ড আপের মধ্যভাগে রয়েছে—অথচ ওই সময়ে মস্কো তার সামরিক ব্যয় হ্রাস করছিল। তারা নাটকীয়ভাবে সোভিয়েত ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখায়। তারা যে ব্যাকফায়ার বোমারু বিমান তৈরি করছিল, সেগুলোর সংখ্যাও দ্বিগুণ করে দেখায়। দেশটির তরফ থেকে যে সমস্ত হুমকি আসতে পারে বলে তারা বারেবারে ভয় দেখিয়েছে, তা কখনও ঘটেনি। যে সমস্ত টেকনোলজির ভয় দেখিয়েছে, সেগুলো তারা কখনও আবিষ্কার করতে পারেনি, এবং সবচেয়ে বড় যে ভয় তারা দেখিয়েছে, সেটা ছিল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কিত—পারমাণবিক যুদ্ধ বাঁধলে সোভিয়েত ইউনিয়ন জিতে যাবে।

বি টিম এভাবে যে অনাকাঙ্ক্ষিত হই-চই বাঁধিয়ে দেয় তা বছরের পর বছর ধরে চলে। অস্ত্র উৎপাদনের পিছনে পেন্টাগনের খরচ অনেকগুণ বেড়ে যায়, এবং ১৯৮০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে রোনাল্ড

রিগ্যানকে সামনে নিয়ে আসে। স্নায়ু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বি টিমের 'ফাইন্ডিংস' পরীক্ষা করে এজেন্সি। প্রমাণ হয় প্রত্যেকটা ভুল ছিল। আবারও সেই বোমারু গ্যাপ আর মিসাইল গ্যাপ।

ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষণ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ফলে তা হয়ে ওঠে আরেক রাজনৈতিক হাতিয়ার। এই সমস্যা আর কাটেনি। ১৯৬৯ সাল থেকেই সিআইএ'র এস্টিমেটকে রাজনীতিকরণ করা শুরু হয়, যখন প্রেসিডেন্ট নিক্সন সিআইএ'কে বাধ্য করেন পারমাণবিক আক্রমণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সক্ষমতার বিষয়ে তাদের ধারণা বদলাতে। নিক্সনের প্রশাসনের অফিস অব ন্যাশনাল এস্টিমেটস-এর প্রধান, অ্যাবট স্মিথ এ প্রসঙ্গে সিআইএ'র ওরাল হিস্টরি ইন্টারভিউতে বলেছিলেন, 'ওটাই ছিল টার্নিং পয়েন্ট যেখান থেকে আমাদের সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যেতে শুরু করে। নিক্সন প্রশাসনই প্রথম, যে সময় ইন্টেলিজেন্স হয়ে ওঠে আরেক রাজনীতি।'

'সিআইএ'র মহত্ত্ব'

সিআইএ'র হেড কোয়ার্টার্সে সতীর্থদের উদ্দেশে বিদায়ী ভাষণে ওয়াকার বুশ বলেন, 'আমি আশা করি আগামী বছরগুলোতে আমেরিকার জনগণকে আমি সিআইএ'র মহত্ত্ব সম্পর্কে আরও ভালো করে বোঝাতে পারব।' তিনিই এজেন্সির শেষ ডিরেক্টর ছিলেন যিনি তাঁর সর্বস্তরের সহকর্মীদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন। এর প্রধান কারণ তিনি ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ সময়ে তিনি রাজনীতির কাছে সিআইএকে ভেড়া বানিয়ে ফেলেন।

'ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিসিসের মানের মধ্যে আমি মর্যাদাহানীকর কিছু পাইনি,' কিসিঞ্জার বলেছিলেন তাঁর শেষ ভাষণে, জিমি কার্টারের উদ্বোধনী ভাষণের আগে। 'তার উল্টোটাই সত্যি। কভার্ট অ্যাকশনের এরিয়ায়। আমরা বেশি কিছু করতে পারিনি।'

'হেনরি ঠিকই বলেছে,' বলেন জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ। 'আমরা কেউ কাজের নই। আমরা অকার্যকর এবং ভীত।'

পঞ্চম খণ্ড

'আনন্দহীন বিজয়'

কার্টার, রিগ্যান ও বুশ সিনিয়রের অধীনে :

১৯৭৭-১৯৯৩

'তিনি পুরনো ব্যবস্থাকে ছুড়ে ফেলার উপায় খুঁজছিলেন'

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার অভিযান চালানোর সময় সিআইএ দেশের কুখ্যাতির কারণ বলে নিন্দা জানিয়েছিলেন জিমি কার্টার। অথচ ক্ষমতায় বসে তিনিও রিচার্ড নিক্সন আর জেরাল্ড ফোর্ডের সমান সংখ্যক কভার্ট অ্যাকশন প্রকল্প অনুমোদন করেন। পার্থক্য হলো তিনি যা করেছেন সব মানবিক অধিকারের নামে করেছেন।

এজেন্সির জন্য একজন নতুন পরিচালক খোঁজার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা তেমন কাজে লাগেনি। স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ বুরোর সাবেক চিফ টমাস এল, হিউজেসকে এ পদে বসার অনুরোধ করেন কার্টার, কিন্তু তিনি রাজি হননি। এরপর আহ্বান জানানো হয় প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভাষণ যিনি লিখে দিতেন, সেই টেড সরেনসেনকে। 'কার্টার আমাকে টেলিফোন করায় বেশ অবাক হয়েছিলাম,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে বলেন সরেনসেন। 'তিনি জানতে চান আমি কষ্ট করে প্লেইনস-এ যেতে পারব কি না। আমি প্লেইনস-এ যাই। জিমি কার্টারের সাথে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। পরদিনই আমাকে সিআইএ'র পরিচালকের দায়িত্ব নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়।' কিন্তু টেড সরেনসেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সচেতন প্রতিবাদকারী ছিলেন। তাই তাঁর নমিনেশন বিফলে যায়। সিআইএ'র ইতিহাসে প্রথমবারের মত এমন ঘটনা ঘটে। সে কথা স্মরণ করতে গিয়ে সরেনসেন তিক্ত কণ্ঠে বলেন, 'বিষয়টা যখন ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল, তখন কার্টার আমাকে কোনো সাহায্য করেননি।'

তৃতীয় প্রচেষ্টায় নতুন প্রেসিডেন্ট এমন একজনকে বাছাই করেন যিনি বলতে গেলে আগন্তুক ছিলেন। তিনি অ্যাডমিরাল স্ট্যানফিল্ডস টার্নার। ন্যাটোর দক্ষিণাঞ্চলীয় শাখার কমান্ডার। ইটালির নেপলস-এ ছিল তাঁর ঘাঁটি। সিআইএ'র ইতিহাসের তৃতীয় পরিচালক ছিলেন অ্যাডমিরাল টার্নার, সিআইএ যাঁর কাছে 'নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন' ধরনের জাহাজ ছিল। তিনি প্রথম স্বীকার করেন এজেন্সি তাঁর অচেনা লাগে। আবার তিনিই সবচেয়ে কম সময়ে সেটার ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

‘ওটা খেলার সঠিক পদ্ধতি ছিল না’

‘বেশিরভাগ মানুষের ধারণা প্রেসিডেন্ট কার্টার আমাকে ডেকে বলেছেন, “এই জায়গাটা সাফ-সুতরো করে আবার কাজের উপযোগী করে তুলুন।” আসলে তিনি সেরকম কিছুই বলেননি,’ বলেন অ্যাডমিরাল টার্নার। ‘তিনি ক্ষমতায় বসার পর থেকেই ভাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের বিষয়ে বেশিরকম আগ্রহী ছিলেন। তিনি আমাদের স্যাটেলাইটের মেকানিজম থেকে আমাদের স্পাই, বিশ্বের কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে অ্যানালাইজ করার ক্ষেত্রে তারা কি পদ্ধতি প্রয়োগ করে, সবকিছু বুঝতে চাইছিলেন। ইন্টেলিজেন্স অপারেশনের পুরোপুরি সমর্থক ছিলেন কার্টার। একই সময়ে আমি তাঁর চরিত্র থেকে এটাও বুঝে নেই যে আমাকে যা কিছু করার আমেরিকার আইনের আওতায় থেকেই করতে হবে। আমি জানতাম প্রেসিডেন্ট আমাদের কাছে কি চাইতে পারেন, কখন চাইতে পারেন, সেসবের একটা এথিকাল মাত্রাও আছে। যখনই আমার মনে হত আমি মাত্রার কাছে পৌঁছে গেছি, তখনই দেখা করে তাঁর সিদ্ধান্ত জেনে নিতাম। প্রায় সব ক্ষেত্রেই তিনি এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দিতেন।

‘কভার্ট অ্যাকশনের বিরুদ্ধাচরণ করার কোনো প্রবণতা কার্টার প্রশাসনের ছিল না,’ বলেছেন টার্নার। ‘এ বিষয়ে সিআইএ’র নিজেরই সমস্যা ছিল কেননা এসবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা হত।’

প্রথমদিকে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস টার্নারের জন্য জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ‘তারা এসে বলত, “অমুক সন্ত্রাসী সংগঠনের মধ্যে আমাদের এজেন্ট আছে। ওরা চায় নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের জন্য সে তাদের হয়ে আরও একটা কাজ করুক। সরকারের একজন পদস্থ কর্মকর্তাকে খুন করুক। আমরা কি তাকে অনুমতি দেবো?” আমি বলতাম, “না। আমরা তাকে ওই সংগঠন থেকে বের করে আনব।” এটাও এক ধরনের বাণিজ্য। হয়ত সে কিছু প্রাণ বাঁচাতে পারত। কিন্তু আমি অমন কাজ করতে রাজি নই। এর সাথে আমার দেশের সুনাম জড়িত। তাই আমার মনে হত, ওটা খেলার সঠিক পদ্ধতি নয়।’

গ্যাজেট ও স্পাই, এই দুইয়ের মধ্যেকার টাগ-অব-ওয়ারের ভিত্তি সম্পর্কে দ্রুত বুঝে নেন অ্যাডমিরাল। মানুষের ওপরে মেশিনের প্রয়োজনীয়তাকে বেশি গুরুত্ব দেন। আমেরিকান রিকনাইসন্স স্যাটেলাইটের বিশ্বকে দেখার দৃষ্টিশক্তি আরও বাড়ানোর চেষ্টায় প্রচুর সময় ও শ্রম দিতে থাকেন। তিনি ‘ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিকে’ একটা কনফেডারেশনে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন।

‘আমি হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলাম,’ স্মরণ করেন জন হল্ডরিজ। তিনি ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি স্টাফে যোগ দেয়ার আগে বেইজিংয়ে

ওয়াকার বুশের ডেপুটি চিফ অব মিশন ছিলেন। 'আমার সামনে হাজির করা হলে আমি সেইসব পাই-ইন-দি-স্কাই বা পরলোকে কল্পিত সুখ অপারেশন সম্পর্কে ভাবতাম, এসব কার স্বপ্নের ফসল। তাদেরকে ভয়াবহরকম অবাস্তব আর অকর্মন্য মনে হত আমার।'

যারা অ্যানালিস্ট ছিল, তারাও বেশি নাম্বার পায়নি। সিআইএ'র দৈনিক ব্রিফিংয়ে প্রেসিডেন্টের জন্য যে সব তথ্য তুলে ধরা হত, সেগুলো তিনি খবরের কাগজেও পড়তেন বলে কার্টার নিজেকে 'বিভ্রান্ত' বলে ঘোষণা দিতেন। তিনি ও অ্যাডমিরাল টার্নার ভাবতেন, কেন এজেন্সির হিসাব-নিকাশ এত অগভীর ও অপ্রাসঙ্গিক হয়।

'কার্টার দীর্ঘদিনের বিধান বদলে দেন'

কার্টারের নতুন ন্যাশনাল-সিকিউরিটি টিমে পাঁচ স্তরের সদস্য ছিল, এজেন্ডা ছিল চার ধরনের। প্রেসিডেন্ট আর ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্বপ্ন দেখতেন একটা নতুন আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতি মানব অধিকারের মূলতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সেক্রেটারি অব স্টেট সাইরাস ভ্যান্স ভাবতেন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে প্রধানতম অর্জন। সেক্রেটারি অব ডিফেন্স হ্যারল্ড ব্রাউন চেষ্টা করেন পেন্টাগনের পরিকল্পিত খরচের চেয়ে কয়েক বিলিয়ন ডলার কম খরচে একটা নতুন প্রজন্মের মিলিটারি ও ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি উদ্ভাবন করতে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর জিগনিউ ব্রেজজিনস্কি ছিলেন সেসব পেঁচা আর ঘুঘুর মধ্যে একটা বাজপাখি। তিনি চাইতেন পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলোর অন্তর ও মন জয় করুক আমেরিকা। ব্রেজজিনস্কি প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্র নীতির সাথে এসব জুড়ে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্বলতম জায়গায় আঘাত করেতে চেয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড আর সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে ১৯৭৫ সালে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির বিষয়বস্তু ছিল 'ফ্রি মুভমেন্ট অব পিপল অ্যান্ড আইডিয়াজ।' ফোর্ড ও কিসিঞ্জার সেটাকে দেখতেন উইন্ডো ড্রেসিং বা দোকানের জানালায় ক্রেতা আকৃষ্ট করার জন্য সুন্দর করে 'সাজিয়ে রাখা জিনিস' হিসেবে। কিন্তু অন্যরা গুরুত্বের সাথে নেন সে চুক্তিকে। রাশিয়া আর পূর্বাঞ্চলীয় ইওরোপে এক প্রজন্মের ভিন্ন মতাবলম্বীরা সোভিয়েত প্রশাসনের শয়তানী প্রচারণা গিলেছে। তারা এ চুক্তিতে উপকৃত হতে পারে।

ব্রেজজিনস্কি মস্কো, ওয়ারশ আর প্রাগে কিছু কভার্ট অ্যাকশন চালানোর নির্দেশ দেন। কার্টার তা অনুমোদন করেন। তাঁরা এজেন্সিকে নির্দেশ দেন বই, ম্যাগাজিন আর জার্নাল প্রভৃতি ছাপিয়ে পোল্যান্ড ও চেকস্লোভাকিয়ায় বিতরণ করতে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যারা ভিন্ন মতাবলম্বী আছে, তাদের মধ্যে বিতরণ করতে, ইউক্রেনিয়ান ও অন্যান্য সোভিয়েত এথনিক মাইনরিটিদের রাজনৈতিক তৎপরতায় সহায়তা করতে। লৌহ যবনিকার ওপাশে বসবাসকারী মুক্ত মনের মানুষদের হাতে ফ্যাক্স মেশিন, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি তুলে দিতে। কমিউনিস্ট বিশ্বের দমননীতির ভিত্তি যে তথ্য-প্রবাহ, তার নিয়ন্ত্রণের ওপর নাশকতা চালানোর নির্দেশ দেন তাঁরা।

জিমি কার্টার যে রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেন, সেটা স্নায়ু যুদ্ধের মধ্যে একটা নতুন ফ্রন্ট যোগ করেছিল, বলেন সিআইএ'র বব গেটস। ব্রেজজিনস্কির ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সোভিয়েত অ্যানালিস্ট ছিলেন তিনি। গেটস বলেন, 'নিজের মানব অধিকার তত্ত্বের মাধ্যমে ট্রুম্যানের পর জিমি কার্টারই ছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি সোভিয়েত নাগরিকদের চোখে তাদের সরকারের বৈধতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন। বিষয়টা মৌলিক চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল বলে সোভিয়েত নেতারা ধরে নেন কার্টার তাদের ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে চাইছেন।'

কিন্তু কার্টারের লক্ষ্য তাঁরচেয়ে আরও বেশি পরিমিত ছিল। তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছিলেন, বিলুপ্তি নয়। কিন্তু সিআইএ'র ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস সে দায়িত্ব নিতে চায়নি। হোয়াইট হাউজের তরফ থেকে যে সমস্ত কভার্ট অ্যাকশনের নির্দেশ যেত, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইওরোপ ডিভিশন থেকে তাতে বাধা আসত। এর কারণও ছিল : ওয়ারশতে তাদের অনেক দামি একজন এজেন্ট ছিল, তারা চায়নি সেই লোকের তার ওপর কোনো হুমকি আসুক।

সে ছিল এক পোলিশ কর্নেল। রিসজার্ড কাকলিনস্কি। তিনি সোভিয়েত মিলিটারি সম্পর্কে আমেরিকাকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতেন। লৌহ যবনিকার অন্তরালে এই লোকই ছিলেন এজেন্সির সর্বোচ্চ র‍্যাংকের অফিসার। কর্নেল স্বেচ্ছায় খবরাখবর সরবরাহ করতেন। নিজস্ব কায়দায় কাজ করতেন তিনি। একবার হামবুর্গে সফরে গিয়ে গোপনে আমেরিকার হয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর সাথে যোগাযোগ রেখে চলা বেশ কঠিন কাজ ছিল। কোনো কোনো সময় একটানা ছয় মাসও যোগাযোগ করা সম্ভব হত না কর্নেলের সাথে। কিন্তু কাকলিনস্কি স্ক্যান্ডিনেভিয়া বা পূর্ব ইওরোপে সফরে গেলে নিজে থেকেই যোগাযোগ করতেন।

১৯৭৭-'৭৮ সালে কর্নেল আমেরিকাকে জানান, পশ্চিমের সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেলে মস্কো কিভাবে গোটা ইস্টার্ন ইওরোপের আর্মিকে ক্রেমলিনের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাবে। তিনি আরও জানান মস্কো কিভাবে ওয়েস্টার্ন ইওরোপের যুদ্ধ পরিচালনা করবে, একমাত্র হামবুর্গ শহরে বর্ষণের জন্যই চল্লিশটা ট্যাকটিক্যাল পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করে রেখেছে দেশটি। এরপরই সন্দেহ করা হতে থাকে কর্নেলকে, তাঁর ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

অ্যাংলিটন যুগের ভ্রম কাটিয়ে সিআইএ'র সোভিয়েত ডিভিশন সত্যিকারের স্পাই রিক্রুট করতে লাগল লৌহ যবনিকার ওপার থেকে। 'আমরা ওএসএস আমলের সমস্ত মহামান্বিত, সমস্ত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ছেড়ে বিদেশী ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, সত্যিকারের এক এসপিওনাজ সার্ভিসে পরিণত হয়েছি,' বলেছেন সিআইএ'র হাভিল্যান্ড স্মিথ। 'বাই গড, এখন আমরা পূর্ব বার্লিনে যেতে পারি, ধরা খেতে হয় না। আমরা পূর্ব ইওরোপিয়ানদের রিক্রুটও করতে পারি। এখন আমরা সোভিয়েতদের রিক্রুট করতে যাচ্ছি। কেবল একটা জিনিস আমাদের নেই–মস্কোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এটাও জানি না কিভাবে তা জানা সম্ভব। এটাই হচ্ছে *ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের চার্টার*। আমরা যদি পলিটবুরোর একজনকে রিক্রুট করতে পারি, আমাদের সবকিছু পাওয়া হয়ে যাবে।

১০৭০-এর দশকের শেষদিকে পলিটবুরো ছিল দুর্নীতবাজ ও জরাগ্রস্ত বার্ধক্যতন্ত্র। সোভিয়েত সাম্রাজ্য ছিল বিপজ্জনকভাবে অতিরিক্ত প্রসারিত, মৃতপ্রায়। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী কেজিবি চিফ, ইউরি আঁদ্রোপভ দেশ সুপারপাওয়ারে পরিণত হয়েছ, বিশ্বের সামনে এমন একটি ভুয়া ইমেজ সৃষ্টির চেষ্টার মাধ্যমে ক্রেমলিনের বড় কর্তাদের মান রাখতে চেষ্টা করেন। সোভিয়েতদের পটেমকিন ভিলেজও সিআইএকে বোকা বানাতে সক্ষম হয়।

'১৯৭৮ সালের দিকে আমরা বুঝতে পারি যে সোভিয়েত অর্থনীতি গুরুতর সমস্যায় পড়েছে,' বলেন অ্যাডমিরাল টার্নার। 'আমরা সে সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করিনি, যেটা নেয়া উচিত ছিল। আমরা ভেবেছি তারা বোধহয় স্ট্যালিন ধরনের কোনো টাইট বেল্ট কোমরে বাঁধতে যাচ্ছে। এরপর আবার তারা মার্চ করে এগিয়ে যেতে থাকবে।

জিমি কার্টারের মানবাধিকারকে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের অনেকেই ধর্মের প্রতি অনুরাগ থেকে উৎসারিত ভাবত। সিআইএ'কে দিয়ে তাঁর লৌহ যবনিকার দুর্বল জায়গার ছাল তোলার চেষ্টা ছিল ক্রেমলিনের প্রতি সতর্ক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার মত। তারপরও কার্টার সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তিম ঘণ্টা বাজানোর শুরুটা দ্রুততর করে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

'তিনি আসলে স্নায়ু যুদ্ধের দীর্ঘদিনের নিয়ম-কানুন পুরোপুরি বদলে দিয়ে গেছেন,' বলেছেন বব গেটস।

'ব্ল্যাক-হোয়াইট সংঘাত থেকে রেড-হোয়াইট সংঘাত'

প্রেসিডেন্ট কার্টার সিআইএ'কে ব্যবহার করে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যমূলক আইনের ভিত্তি দুর্বল করার চেষ্টা করেন। তাঁর সেই পদক্ষেপ কোল্ড-ওয়ার পররাষ্ট্র নীতির ত্রিশ বছরের গতিপথ বদলে দিয়েছিল।

১৯৭৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি হোয়াইট হাউজের সিচুয়েশন রুমে প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি টিম একমত হয় যে, আমেরিকার সময় হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার ব্যবস্থা বদলের চেষ্টা করার। 'সম্ভাবনা ছিল সেখানকার ব্ল্যাক-হোয়াইট সংঘাতের পরিবর্তন ঘটাতে গেলে তা রেড-হোয়াইট সংঘাতে পরিণত হতে পারে,' বলেন ব্রেজজিনস্কি। 'সেটা যদি কোনো দীর্ঘ আর তিক্ত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার শুরু হয়ে থাকে, তাহলে সেটার গতি বাড়িয়ে দেয়াটা আমাদের অনুকূলে আসবে।' সেটা বর্ণের স্বার্থে নয়, ইতিহাসের সঠিক দিকে অবস্থান নেয়ার স্বার্থে।

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের অ্যাকটিং ডিরেক্টর, ইনো নোচি বলেন : 'আমরা তাদের মৌলিক মনোভাবে পরিবর্তন আনতে চাইছিলাম। সে জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের।' আরেক কথায় আমেরিকা চাইছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করতে। মার্চের ৩ তারিখে ফুল ড্রেসড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিং হয়। সেখানে প্রেসিডেন্ট কার্টার সিআইএ'কে নির্দেশ দেন কিভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও তার মিত্র, রোডেশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা যায়, তা ভাল করে খুঁজে দেখতে।

এক্ষেত্রে সমস্যা হলো 'কেউ আফ্রিকার দিকে মন দিতে রাজি ছিল না,' বলেন কার্টারের ডেপুটি ডিরেক্টর অব সিআইএ, ফ্র্যাঙ্ক কারলুচ্চি। 'সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর কড়া নজর ছিল আমাদের। এর আসল কারণ ছিল ওই দেশের অনেক নাগরিক দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করত, তাদের কাউকে রিক্রুট করা যায় কি না। ওটা ছিল আমাদের দুই নাম্বার প্রায়োরিটি।'

বর্ণবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রু, দি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে সমর্থন করত সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেই এএনসি'র নেতা, নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৬২ সাল থেকে কারাবন্দি। সে জন্য সিআইএ'র কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এজেন্সি দক্ষিণ আফ্রিকার বুরো অব স্টেট সিকিউরিটি বা BOSS-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। সে দেশের 'সিকিউরিটি পুলিশের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে,' বলেছেন গ্যারি গোজেনস। প্রেসিডেন্ট নিক্সন, ফোর্ড এবং কার্টারের আমলে চারটি

আফ্রিকান দেশের স্টেশন চিফের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

১৯৭৭ সালে রোডেশিয়ার প্রেসিডেন্ট, চরম বর্ণবাদী সাদা চামড়ার নেতা আয়ান স্মিথের ওপর কাজ করতে যান গোজেনস। জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, আমেরিকাপন্থি কেনেথ কাউন্ডার দেশেও যান। জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকার স্টেশন চিফ থাকার সময় তিনি নিয়মিতভাবে প্রেসিডেন্ট কাউন্ডা ও তাঁর সিকিউরিটি সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তার চোখে দিন দিন একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে, কালো ও সাদা সশস্ত্র বাহিনী আফ্রিকার গোটা দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। 'আমাদের জানা প্রয়োজন ছিল কতজন সোভিয়েত, চেক, পূর্ব জার্মান বা দক্ষিণ কোরিয়ান সৈন্য সেখানে ট্রেইনিং দিচ্ছে এবং কোন দেশ কি পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করছে। রোডেশিয়ানদের পরাজিত করতে পারবে তারা? ফ্রন্টলাইন সরকারগুলোর মধ্যে আমাদের হিউম্যান পেনিট্রেশনের করানো প্রয়োজন।

১৯৭৮ সালে গোজেনসকে প্রিটোরিয়ার নতুন স্টেশন চিফ নিয়োগ করা হয়। তাঁর ওপর ওয়াশিংটনের নির্দেশ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের কাজকর্মের ওপর সতর্ক নজর রাখা। এর ফলে সিআইএ আমেরিকার এক উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের অংশীদার হয়ে পড়ে যাতে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল থেকে সোভিয়েতদের তাড়িয়ে দিয়ে তারা কালো আফ্রিকান সরকারগুলোর সমর্থন পেতে পারে।

'ইতিহাসে প্রথমবারের মত আমাকে নির্দেশ দেয়া হলো BOSS-এর বিরুদ্ধে বহুমুখী যুদ্ধ শুরু করতে। কিছু নতুন লোক এসে আমার সাথে যোগ দিল যাদের কথা প্রিটোরিয়া প্রশাসনের কাছে অঘোষিত রয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মিলিটারির কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে জানার টার্গেট দেয়া হলো আমাকে, তাদের পারমাণবিক প্রোগ্রাম, এবং তাদের রোডেশিয়া নীতি ইত্যাদি। আমাদের দূতাবাস একটামাত্র প্রশ্নের জবাবের ওপর স্থির ছিল : দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার কিসের পিছনে লেগে আছে?

বর্ণবাদী প্রশাসন সম্পর্কে দুই বছর বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করে সিআইএ, তারপর রোডেশিয়ার পুলিশের হাতে আটক হয় তিনজন সিআইএ এজেন্ট। তাদেরকে ফাঁদে ফেলে ধরা হয় আসলে। চতুর্থজনের সাথে প্রতারণা করে দক্ষিণ আফ্রিকান ইন্টেলিজেন্স। ওদিকে সব ফাঁস হয়ে গেছে বুঝতে পেরে সিআইএ আতঙ্কিত হয়ে সমস্ত অপারেশন বন্ধ করে দেয় এবং এজেন্টদের দেশে ডেকে নেয়। প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা অনুযায়ী এজেন্সির হিউম্যান-রাইট তত্ত্ব পূর্ণ করার প্রচেষ্টা থেমে যায়।

কার্টার প্রশাসনের নীতিবোধ সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সের মনোবলের জন্য ভাল ছিল না। জিমি কার্টারের কথামত সাধারণ আমেরিকানদের কাছে মিথ্যা কথা না বলার চেষ্টা করেছিলেন অ্যাডমিরাল টার্নার। কিন্তু কোনো ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের চিফের জন্য এটা একটা উভয় সংকট, কেননা তার অপারটেরদেরকে সাফল্যের জন্য কপটতা আর ভণিতার ওপরই বেশি নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ওপর তাঁর যেটুকুও বা ভরসা ছিল, নাশকতামূলক কাজ বলে সেটার ওপরেও ক্রমাগত আঘাত আসতে থাকে।

১৯৭৮ সালে বিশ্বের সব দেশের সিআইএ স্টেশন চিফের নামে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের পক্ষ থেকে একটা গোপন ডিরেক্টিভ বা বিস্তারিত নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল যার একটা কপি যে করেই হোক, যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূত, লরেন্স ঈগলবার্গারের চোখে পড়ে যায়। ঈগলবার্গার পরে ওয়াকার বুশ প্রশাসনের সেক্রেটারি অব স্টেট ছিলেন। সেই ডিরেক্টিভ পড়ে ঈগলবার্গারের বুঝতে বাকি ছিল না টার্নারের অজান্তে হেড কোয়ার্টার্সের খুব সিনিয়র কেউ ওটা পাঠিয়েছেন। রাষ্ট্রদূতদের কাছে বড় বড় অপারেশনের কথা গোপন রাখার নির্দেশ ছিল সেই চিঠিতে। সতেরো বছর আগে তখনকার প্রেসিডেন্টের যে নির্দেশ ছিল, এ ডিরেক্টিভ তার সরাসরি লঙ্ঘন।

'আমি জানতে চাই আমার স্টেশন চিফের কাছে কথাটা সত্যি কি না,' ঈগলবার্গার বলেন। 'সে বলে, "হ্যাঁ, সত্যি।" আমি বললাম, "ভাল কথা। তাহলে আমি চাই আপনিও অ্যাডমিরাল টার্নারের কাছে একটা বার্তা পাঠাবেন।"

'কি বার্তা?' জানতে চান স্টেশন চিফ।

'যতক্ষণ পর্যন্ত এ চিঠির নির্দেশ বাতিল করে পরবর্তী ডিরেক্টিভ না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে যুগোস্লাভিয়ায় দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হলো। আপনি কাল থেকে আর অফিসে আসবেন না। আপনি বেলগ্রেড বা সমগ্র যুগোস্লাভিয়ার কোথাও কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। সোজা কথায় দোকান বন্ধ করতে হবে আপনাকে।'

টার্নার ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্ট। কফি বা চায়ের বদলে পান করতেন লেবুর রস মেশানো হালকা গরম পানি। পুরনো সিনিয়ররা পানিতে হুইস্কি মিশিয়ে পান করত। তারা কথায় ও আচরণে অ্যাডমিরাল টার্নারকে তাচ্ছিল্য করত। অনেক বছর পর টার্নার লিখেছিলেন, তাঁর ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ভেতরের শত্রুরা তাঁকে ডিজইনফর্মেশনের ফাঁদে ফেলে অপদস্থ করার চেষ্টা করত–যে বিষয়ে তাদের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল।

টার্নার যখন ম্যাকমাহনকে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের প্রধান নির্বাচন করেন, তখন

এই সিনিয়ররা প্রাণপণ লড়াই করে তাঁর সাথে। ম্যাকমাহন তখন এজেন্সির ডিরেক্টরেট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির প্রধান ছিলেন। এই শাখা থেকে এসপিওনাজের হার্ডঅয়্যার ও সফটঅয়্যার জোগান দেয়া হয়। টার্নারের ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের প্রধান হওয়ার ডাক পেয়ে তিনি বলেন : 'না। আমি এ পদের উপযুক্ত নই।'

প্রায় ছয় মাস নিজ সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন ম্যাকমাহন, তারপর আঠারো মাসের মধ্যে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের তিন নাম্বার প্রধান হন। নতুন দায়িত্বে যোগ দেয়ার তিন সপ্তাহ পর তাঁকে ইন্টেলিজেন্স ওভারসাইট কমিটির প্রথম মিটিংয়ে যোগ দিতে ডাকা হয়। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস বিদ্রোহ করে। ম্যাকমাহন বলেন, 'আমি জানি কংগ্রেস সদস্যরা সিআইএ অথবা ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশন বোঝে না। তাই আমার যাওয়া দরকার তাদেরকে এসব সম্পর্কে সবক দিতে।'

একটা শপিং ব্যাগে কিছু স্পাই গিয়ার ও গ্যাজেট ; মিনিয়েচার ক্যামেরা, অডিও ডিভাইস ইত্যাদি নিয়ে ক্যাপিটল হিলে ম্যাকমাহন। 'গিয়ে বললাম, "মস্কোয় কিভাবে অপারেট করা হয় বলছি শুনুন।' অথচ ম্যাকমাহন জীবনেও মস্কো যাননি। 'বললাম, আমরা এইসব জিনিস নিয়ে কাজ করে থাকি।" জিনিসগুলো তাদের হাতে তুলে দিলাম আমি। সবাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। তাজ্জব হয়ে গেল।'

এরপর প্রেসিডেন্ট যে পরিমাণ তহবিলের অনুরোধ করেছিলেন, কমিটি তারচেয়ে অনেক বড় তহবিল অনুমোদন করে স্পাইদের জন্য। নিক্সনের সময় ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ওপর যে খড়গ নেমে এসেছিল, সেদিন ক্যাপিটল হিলে তার সমাপ্তি হয়। ১৯৭৮ সালের বসন্তে।

তবে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের নগরদুর্গের অধিবাসীদের মনোভাব তেমন পাল্টাল না। 'বর্তমানে মনোবলের যে সমস্যা, তা নিয়ে সিআইএ কিছু ভাল আইডিয়া সরবরাহ করতে পারবে বলে আমার সন্দেহ আছে,' ১৯৭৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ব্রেজজিনস্কিকে এজেন্সির লিয়াজোঁ পরামর্শ দেয়। আমাদের নিজেদের সাথে ভান করা উচিত না। সিআইএ'কে যে সমস্ত ক্ষমতা ও সামর্থ্য টিকে থাকতে সহায়তা করে, সেসবের অস্তিত্ব এ মুহূর্তে এজেন্সিতে অত্যন্ত *ক্ষীণ*। এখানে ঝুঁকি নেয়ার মত অফিসারের সংখ্যাও এখন নেহায়েতই কম আছে যারা রুটিনমাফিক সব কাজ সম্পন্ন করে থাকে।'

সেই সপ্তাহেই সিআইএ'র মাথার ওপর গোটা দুনিয়া ভেঙে পড়তে শুরু করে।

‘একটি দর্শনীয় খেলা’

১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইরানের রেজা শাহ্ পাহলভি'র আর্মির পতন হয় এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনি হন দেশের সর্বময় কর্তা। তার তিনদিন পর তেহরানের কয়েকশো মাইল পুবে একটা হত্যার ঘটনা ঘটে যা আমেরিকার জন্য হেভি ওয়েট সমস্যা হয়ে দেখা দিতে যাচ্ছে।

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত অ্যাডলফ ‘স্পাইক’ ডাবসকে সেখানকার রাজপথ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক হোটেলে আটকে রাখা হয়। কাজটা করে সোভিয়েতপন্থি পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আফগান বিদ্রোহীরা। পরে সোভিয়েত অ্যাডভাইজরসহ আফগান পুলিশ বাহিনী তাকে উদ্ধার করতে হোটেল আক্রমণ করে এবং গোলাগুলির মধ্যে পড়ে রাষ্ট্রদূত মারা পড়েন। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে আফগানিস্তান মস্কোর মুঠো গলে বেরিয়ে যেতে বসেছে। পাকিস্তানের সমর্থনে আফগান বিদ্রোহীরা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বুড়ো নেতাদের ভীত নজর দক্ষিণে সেঁটে থাকে। ওদিকে সেন্ট্রাল এশিয়ার সোভিয়েত রিপাবলিকগুলোতে চার কোটিরও বেশি মুসলমান বাস করে। সেদিকের প্রতিটা বর্ডারে ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠতে দেখল তারা। মার্চের ১৭ তারিখ পলিট বুরোর বর্ধিত সভায় সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স প্রধান, ইউরি আঁদ্রোপভ ঘোষণা করেন, ‘আমরা আফগানিস্তানকে হাতছাড়া করতে পারি না।’

পরের নয় মাস সিআইএ আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে আসন্ন সোভিয়েত আগ্রাসনের ব্যাপারে সতর্ক করতে ব্যর্থ হয়, যে আগ্রাসন গোটা পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দেবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকলেও মস্কোর মনের কথা সিআইএ'র মোটেই জানা ছিল না।

‘সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশি সংখ্যায় গ্রাউন্ড ফোর্স আফগানিস্তানে পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশেষ তাড়াহুড়ো করবে না,’ সিআইএ'র *ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ডেইলি* হোয়াইট হাউজ, পেন্টাগন আর স্টেট ডিপার্টমেন্টকে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে এই টপ সিক্রেট রিপোর্ট দেয় ১৯৭৯ সালের ২৩ মার্চ। সেই সপ্তাহেই ট্যাংক, ট্রাক এবং আর্মর্ড পর্সোনেল ক্যারিয়ারে চড়ে ৩০ হাজার সোভিয়েত সৈন্য সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্তানে ঢুকতে শুরু করে।

জুলাই-আগস্ট মাসে আফগান বিদ্রোহীদের আক্রমণের তীব্রতা বাড়তে থাকে। একের পর এক আফগান আর্মি গ্যারিসন বিদ্রোহ করতে থাকে। মস্কো কাবুলের বাইরের বাগরাম বিমান ঘাঁটিতে এক ব্যাটালিয়ন এয়ারবোর্ন কমব্যাট ইউনিট

পাঠায়। ব্রেজজিনস্কির তাগাদায় প্ররোচিত হয়ে প্রেসিডেন্ট কার্টার সিআইএ'র জন্য একটা কভার্ট অ্যাকশন অর্ডারে স্বাক্ষর করেন। সেটার উদ্দেশ্য ছিল আফগান বিদ্রোহীদের জন্য মেডিক্যাল এইড ও নগদ টাকা সরবরাহ করা এবং সোভিয়েত বিরোধী প্রচারণা চালাতে সহায়তা করা। মস্কো নিজের কমান্ডার অব সোভিয়েত গ্রাউন্ড ফোর্সেস-এর নেতৃত্বে তেরোজন জেনারেলকে কাবুলে পাঠায় যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য, তারপরও ২৪ আগস্ট সিআইএ প্রেসিডেন্টকে নিশ্চয়তা দেয় যে, 'দিনে দিনে অবণতি ঘটতে থাকা আফগান রণাঙ্গন পরিস্থিতি সোভিয়েত মিলিটারির ক্ষমতা বৃদ্ধির অথবা তাদের সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অনুকূল নয়।'

সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ অ্যাডমিরাল টার্নার প্রেসিডেন্টকে জানান, 'সোভিয়েত নেতারা সম্ভবত আফগান সরকারের পতন ঠেকাতে তাদের নিজেদের ফোর্স ব্যবহার, অর্থাৎ আফগানিস্তানে সরাসরি হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়ার কাছাকাছি পৌছে গেছে। তবে হয়ত ব্যাপক আকারে না হয়ে ক্ষুদ্র আকারে হবে সে হামলা। কিছু মিলিটারি অ্যাডভাইজর এবং কিছু ট্রুপস নিয়ে।'

নিশ্চিত হতে না পেরে সিআইএ সব ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের ; আমেরিকান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, ইলেক্ট্রনিক-ইভসড্রপিং ট্রান্সক্রিপ্ট, স্পাই স্যাটেলাইট রিকনাইসন্স, সবাইকে নিয়ে এবং সমস্ত তথ্য-প্রমাণ নিয়ে ফুল-ড্রেস রিভিউ মিটিং করে। তারপর সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখ সবাই একমত হয় যে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালাবে না মস্কো। ওদিকে সোভিয়েত ট্রুপস অব্যাহতভাবে আসতে থাকে। ডিসেম্বরের ৮ তারিখ বাগরাম বিমান ঘাঁটিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় এয়ারবোর্ন ব্যাটালিয়ন অবতরণ করে। *ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ডেইলি* নিশ্চয়তা দিয়ে বলে, এই বাহিনী এয়ার বেসকে আফগান বিদ্রোহীদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছে। পরের সপ্তাহে কাবুলের সিআইএ স্টেশন চিফ রিপোর্ট করে, সোভিয়েত স্পেশাল ফোর্সেস কমান্ডোদের দেখা গেছে কাবুলের রাস্তায়।

১৭ ডিসেম্বর, সোমবার সকালে অ্যাডমিরাল টার্নার হোয়াইট হাউজে যান প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে সিনিয়র এইডদের সাথে মিটিংয়ে যোগ দিতে। সেটার নাম স্পেশাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি। তাতে উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার মনডেল, জিগনিউ ব্রেজজিনস্কি, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স হ্যারল্ড ব্রাউন, এবং ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট, ওয়ারেন ক্রিস্টোফার। টার্নার তাদেরকে জানান, বাগরাম বিমান ঘাঁটিতে এরমধ্যেই পাঁচ হাজার তিনশো সোভিয়েত সৈন্য জড়ো হয়েছে। এছাড়া আফগান সীমান্তের সামান্য উত্তরে দুটো নতুন সোভিয়েত কমান্ড পোস্ট খোলা হয়েছে। টার্নার আরও বলেন : 'সিআইএ এটাকে কোনো ক্র্যাশ বিল্ড-আপ হিসেবে দেখছে না।' এটা 'হয়ত আফগান মিলিটারি ফোর্সেসের বেহাল অবস্থা সামাল দেয়ার জন্য করা হয়েছে, এবং প্রয়োজন পড়লে তাদেরকে সহায়তা করতে মাঠে নামানো হবে এই বাহিনীকে' ভাবছে সিআইএ। *আগ্রাসন চালাবে* বা *দেশটি*

দখল করে নেবে, এমন কোনো কথা তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি। বেরিয়েছে 'মাঠে নামানো হবে।'

১৯ তারিখ সিআইএ'র সেরা সোভিয়েত অ্যানালিস্টরা তাদের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক জাজমেন্টে বলেন : 'সোভিয়েত মিলিটারির ডেপ্লয়মেন্ট বা বিস্তারণের গতি-প্রকৃতি দেখে মনে হয় না... তাদের কোনো ব্যস্ততা আছে।' যার অর্থ হলো: সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান আক্রমণের কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

তিনদিন পর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির ভাইস অ্যাডমিরাল ববি রে ইনম্যান; আমেরিকান ইলেক্ট্রনিক ইভসড্রপিং সাম্রাজ্যের অধিপতি একটা ফ্ল্যাশ মেসেজ পান : আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন আসন্ন। সত্যি বলতে, এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে তা। এক লাখেরও বেশি সোভিয়েত সৈন্য দেশটাকে দখল করে নিতে শুরু করেছে। জিমি কার্টার তাৎক্ষণিকভাবে একটা কভার্ট-অ্যাকশন অর্ডারে স্বাক্ষর করেন। সিআইএ'কে নির্দেশ দেন আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অস্ত্র, গোলা-বারুদ সরবরাহ করতে। এজেন্সি আফগানিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের পাইপলাইন খুলে ফেলে রাতারাতি। কিন্তু সোভিয়েত দখলদারীত্ব ততক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

সিআইএ এই আগ্রাসনের খবর কেবল মিসই করেনি, বরং মিস যে করেছে, তা তারা স্বীকার করতেও রাজি হয়নি। সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ কেন দুই হাজার বছর ধরে আগ্রাসী শক্তিগুলোর কবরস্থান বলে পরিচিত আফগানিস্তানকে দখল করতে আসবে? ইন্টেলিজেন্সের অভাব এ ব্যর্থতার কারণ হতে পারে না। কল্পনাশক্তির অভাবের কারণে এটা ঘটতে পারে।

'এভাবেই আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন আমেরিকার জন্য একটা দর্শনীয় খেলায় পরিণত হয়,' এজেন্সির স্টার অ্যানালিস্ট, ডাউগ ম্যাকইচিন এ প্রসঙ্গে লেখেন বিশ বছরেরও বেশিকাল পর। 'আমেরিকা নিজের জায়গা থেকে অনেক আওয়াজ হয়ত করতে পারে, কিন্তু খেলার মাঠে তেমন অবদান রাখতে পারে না। পরবর্তী গ্রেট গেমে হয়ত তা দেখা যাবে।'

'আমরা স্রেফ ঘুমিয়ে ছিলাম'

সিআইএ ১৯৫৩ সালে রেজা শাহ্ পাহলভিকে ইরানের সিংহাসনে বসানোর পর থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত একটানা ছাব্বিশ বছর মধ্য প্রাচ্যে আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি। 'তাঁর মত দূরদৃষ্টিওয়ালা আরও কিছু নেতা যদি পৃথিবীতে থাকত,' ১৯৭১ সালের এপ্রিলে নিক্সন মন্তব্য করেন, 'এবং তার মত একনায়কসুলভ অথচ নিরুপদ্রবে দেশ পরিচালনা করার মত প্রজ্ঞা, তাহলে ভাল হতো।'

নিক্সনের হয়ত ইচ্ছা ছিল না ১৯৭৩ সালে রিচার্ড হেলমসকে ইরানের অ্যাম্বাসাডর করে পাঠানোর, তবু তিনি পাঠালেন। 'আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম যখন জানা গেল হোয়াইট হাউজ এমন একজনকে তেহরানে অ্যাম্বাসাডর করে পাঠাচ্ছে যার সাথে সিআইএ'র সম্পর্ক দীর্ঘদিনের, এবং প্রায় প্রতিটি ইরানী জানে এই লোকটাই মূলত মোসাদ্দেকের পতনের জন্য দায়ী,' বলেন তেহরানের আমেরিকান দূতাবাসের চিফ পলিটিক্যাল অফিসার, হেনরি প্রেচট্। 'এরপর থেকে আমেরিকা নিরপেক্ষ বা শাহ আমাদের পুতুল রাষ্ট্র প্রধান নন, এমন ভান করাও ছেড়ে দেই আমরা।'

১৯৭৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর শাহের সম্মানে প্রেসিডেন্ট কার্টার স্টেট ডিনারের আয়োজন করেন। পার্টিতে টোস্ট করে ইরানের রাজতন্ত্রকে তিনি 'গোলযোগপূর্ণ সাগরে স্থিতিশীলতার দ্বীপ' বলে বর্ণনা করেন। তার আগের পনেরো বছর থেকে দেশটি সম্পর্কে সিআইএ'র অ্যানালিস্ট আর স্পাইরা এই কথাই বারেবারে বলে এসেছে। নিজের সম্পর্কে বলার সময় শাহ নিজেও এই বর্ণনা দিতেন।

কিন্তু সেই পার্টির কয়েক সপ্তাহ পর যখন ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের সবচেয়ে সাহসী অফিসার, হাওয়ার্ড হার্ট তেহরানে আসেন এবং বাস্তবের তেহরান সম্পর্কে রিপোর্ট করতে শুরু করেন, তখন তার লেখায় উল্টোটাই বেরিয়ে আসতে থাকে। হাওয়ার্ড হার্টের রিপোর্টিং এতটাই নেতিবাচক ছিল যে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেসব বেমালুম চেপে যেতে শুরু করেন। কেননা ১৯৬০-এর দশক থেকে সিআইএ যা যা বলে এসেছে, এই লোক তার ঠিক উল্টো কথা বলছে। এজেন্সি কখনও এমন কিছু রিপোর্ট করেনি যাতে মনে হতে পারে রেজা শাহ'র দিন সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলছে।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে যেসব ফাঁকিবাজি এজেন্সি করে এসেছে, সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা তার নেই। ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে এজেন্সি হোয়াইট হাউজকে জানায়, ইরানে কোনো বিপ্লবের নামগন্ধও নেই। তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। দাঙ্গা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে, এই সময় সিআইএ'র সেরা অ্যানালিস্টরা ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এস্টিমেটের একটা খসড়া অ্যাডমিরাল টার্নারের কাছে পাঠায় তাঁর স্বাক্ষরের জন্য। খসড়ার বক্তব্য ছিল, শাহ আরও দশ বছর ক্ষমতায় থাকতে পারবেন। অথবা হয়ত পারবেন না। টার্নার সেই অর্থহীন খসড়া শেলফে তুলে রাখেন।

১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি শাহ্ ময়ূর সিংহাসনের মায়া ছেড়ে তেহরান থেকে পালিয়ে যান। হাওয়ার্ড হার্ট তেহরান সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার কয়দিন পর থেকে তা ফলতে শুরু করে।

এক সশস্ত্র দলের হাতে ধরা পড়ে যান হাওয়ার্ড হার্ট। দলটির সদস্যরা ছিল যার ভয়ে শাহ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, সেই নেতা, ৭৭ বছর বয়সী আয়াতুল্লা রুহুল্লা মুসাভি খোমেনির সমর্থক। দীর্ঘদিন পর নির্বাসন থেকে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন খোমেনি। হার্ট একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকারের ছেলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফিলিপনস-এ জাপানি বাহিনীর হাতে আটক হয়ে তিন বছর জেল খেটেছেন। তেহরানে আরেকবার বন্দি হন তিনি। ক্যাঙ্গারু কোর্ট বসে, সেই কোর্টে তাকে সিআইএ'র স্পাই ঘোষণা করে সেখানেই ফাঁসি দেয়ার আয়োজন করা হয়।

নিজেকে নির্দোষ দাবি করে প্রাণভিক্ষা চান হার্ট, নেতাগোছের কারও সাথে দেখা করার আবেদন জানান। একটু পর এক অল্প বয়সী ধর্মীয় নেতা আসে তাঁর আবেদন শুনতে। 'আমি বললাম, "আপনারা ভুল করছেন। পবিত্র কোরআন মাজীদের কোথাও কাউকে এভাবে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।" ' অনেক বছর পর বলেন হার্ট। লোকটা তাঁর আবেদন বিবেচনা করে তাকে ছেড়ে দেয়।

'আমরা বুঝতে পারিনি খোমেনি কে ছিল'

এ ঘটনার ক'দিন পর, ১৯৭৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি আয়াতুল্লাহ খোমেনির দেশে ফেরার পথ খুলে যায়। দেশজুড়ে প্রবল আন্দোলনের জোয়ারের ভয়ে আমেরিকান দূতাবাসের স্টাফসহ হাজার হাজার আমেরিকান সরে পড়ে ইরান ছেড়ে। খোমেনিপন্থি বিপ্লবীদের রেভোলিউশনারী কাউন্সিল গঠন করা হলেও তার পাশাপাশি একজন ধর্ম নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী তখনও দেশের ক্ষমতায়। সিআইএ তার সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তাকে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

'প্রধান মন্ত্রী পর্যায়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর কিছু ক্লাসিফাইড আলোচনা হয়েছে,' জানান ব্রুস লেইঙ্গেন, আমেরিকান এমব্যাসির শার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স। 'এক পর্যায়ে আমরা তাদের সাথে বৈঠকে বসেছি, তাদেরকে ইরাক সম্পর্কে কিছু ক্লাসিফাইড ইন্টেলিজেন্স তথ্য দিয়েছি।'

১৯৫৩ সালে তেহরানের আমেরিকান দূতাবাসের সবচেয়ে কনিষ্ঠ অফিসার ছিলেন ব্রুস লেইঙ্গেন, ১৯৭৯ সালে ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার। শাহের সাথে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শাহের ক্যাভিয়ার ও শ্যাম্পেনের ভক্ত ছিলেন ব্রুস। 'আমাদেরকে তার মূল্য দিতে হয়েছে,' বলেছেন তিনি। 'ইরানে আমাদের থাকার উদ্দেশ্য ছিল ইরানীরা কি ভাবছে, কেন ভাবছে এবং অস্বাভাবিক আচরণ কেন করছে তা জানা। তা করতে গিয়ে আমরা যখন গা ছেড়ে দেই, এমন কিছু বিশ্বাস করতে থাকি যা সত্যি নয়, তাহলে তো বিপদ ঘটবেই।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে কোনো ধর্ম যে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে হটিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করতে পারবে, এ চিন্তা একেবারেই মাথায় আসেনি আমেরিকার। সিআইএ'র কেউ কেউ বিশ্বাস করত এক বয়স্ক ধর্মীয় নেতা ইরানের ক্ষমতা দখল করে দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করবে। 'আমরা জানতাম না খোমেনি কে, এবং তার পিছনে কতটুকু জনসমর্থন আছে,' বলেছেন অ্যাডমিরাল টার্নার—অথবা পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর সপ্তম শতাব্দীর ধারণা আমেরিকার জন্য যে অর্থই বহন করুক।

'আমরা স্রেফ ঘুমিয়ে ছিলাম।'

১৯৭৯ সালের ১৮ মার্চ দুপুর দুটোয় শাহের গুপ্ত পুলিশ, সাভাক-এর একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সাথে হাওয়ার্ড হার্টের দেখা করার কথা। হার্ট তখন অ্যাকটিং চিফ অব স্টেশন। অফিসারকে দেশ থেকে পালানোর জন্য নগদ টাকা আর ভুয়া পাসপোর্ট সরবরাহ করেন হার্ট, তারপর বেখেয়ালে খোমেনির বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর কর্ডনের মধ্যে গিয়ে পড়েন। দুই গার্ড মাটিতে ফেলে বেদম মারধর করে হার্টকে। 'সিআইএ! সিআইএ!!' করে চিৎকার করতে থাকে। হার্ট উপায় নেই দেখে পিস্তল বের করে গুলি করেন। দুই গুলিতে মেরে ফেলেন তাদেরকে।

তাকে মারধর করার সময় গার্ডদের চোখে যে ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত দৃষ্টি দেখেছেন হার্ট, তার কথা ভুলতে পারেননি। এক অবর্ণনীয় জোশ ছিল তাদের চাউনিতে।

'অপমানের চেয়েও অনেক বেশি কিছু ছিল'

ইরানীদের মধ্যে তখন এমন কেউ ছিল না যে সিআইএ'কে একটা ভয়াবহ আপদ মনে করত না। এজেন্সিকে তারা দেখত প্রচণ্ড এক অপশক্তি হিসেবে, যে শক্তি

তাদের সবার জীবনধারাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। বললেও হয়ত তাদেরকে বিশ্বাস করানো যেত না যে ১৯৭৯ সালের গ্রীষ্মে তেহরানের সিআইএ স্টেশন ছিল মাত্র চারজনের মিশন, এবং তারা সবাই ছিল ইরানে নবাগত। জুলাই মাসে হাওয়ার্ড হান্ট হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে যান। নতুন স্টেশন চিফ হিসেবে যোগ দেন অভিজ্ঞ অফিসার টম আহার্ন। আগের তেরো বছর তাঁর জাপানে কেটেছে। দ্বিতীয়জন ম্যালকম কালপ; কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ান, ফিল ওয়ার্ড ; বত্রিশ বছর বয়সী মেরিন ভ্যাটেরান, এবং উইলিয়াম জে, ডহার্টি। শেষেরজন মাত্র নয় মাস আগে সিআইএতে যোগ দিয়েছেন। ডহার্টি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ছিয়াত্তরটা কমব্যাট মিশনকে ভিয়েতনামের আকাশে পৌঁছে দিলেও তেহরানে ছিল তার প্রথম সিআইএ সফর।

'আমি ইরানীদের সম্পর্কে খুব অল্প জানতাম,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে বলেন ডহার্টি। 'বলতে গেলে কিছুই জানতাম না। তেহরানে যাওয়ার আগে স্টেট ডিপার্টমেন্টের অপারেশনাল ফাইল পড়ে ও এরিয়া স্টাডি থেকে যতটুকু জেনেছি, ইরান সম্পর্কে ওই পর্যন্তই ছিল আমার দৌড়।'

পাঁচ মাস আগে ইরানী মার্কসবাদীদের একটি উচ্ছৃঙ্খল দল আমেরিকান দূতাবাস দখল করে নিয়েছিল। তখন আয়াতুল্লাহ খোমেনির অনুসারীরা পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করে আমেরিকানদের মুক্ত করে। তখন কেউ ভাবেনি ওরকম ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটবে। হেড কোয়ার্টার্সের ইরান ব্রাঞ্চ চিফ তেহরান স্টেশন চিফকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, 'দূতাবাসের ওপর আবার আক্রমণ আসার ভয় করবেন না। অমন ঘটনা ঘটতে পারে যদি শাহকে আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া হয়। তবে এমন বোকামি হোয়াইট হাউজ করবে বলে মনে হয় না।'

২১ অক্টোবর, ১৯৭৯। হেড কোয়ার্টার্স থেকে আসা নতুন একটা বার্তার দিকে বোকার মত চেয়ে আছেন ডহার্টি। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ঠিক পড়ছি কি না,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে বলেন তিনি।

রেজা শাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধু; বিশেষ করে হেনরি কিসিঞ্জার ও অন্যান্যদের প্রবল রাজনৈতিক চাপের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মেনেছেন জিমি কার্টার। শাহকে আমেরিকায় চিকিৎসার নামে ঢুকতে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও এ সিদ্ধান্ত তিনি স্বেচ্ছায় নেননি, তাঁর ভয় ছিল এর ফলে তেহরান দূতাবাসের কর্মচারীদের ওপর খাঁড়া নেমে আসতে পারে। প্রতিশোধ হিসেবে ইরানীরা তাদেরকে জিম্মি করতে পারে। কার্টার পরে আফসোস করে বলেছিলেন, 'ওরা যদি আমাদের মেরিনদের আটক করে আর রোজ সকালে তাদেরকে একজন একজন করে হত্যা করে, কি করব আমরা তখন? ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব?'

দুই সপ্তাহ পর একদল ইরানী ছাত্র তেহরানের আমেরিকান দূতাবাস দখল করে

নেয়। সেখানকার ৫৩ জনকে আটক করে কার্টার প্রশাসনের শেষদিন পর্যন্ত জিম্মি করে রাখে তারা। ৪৪৪ দিন ও রাত। ১৯৭৯ সালের শেষ সপ্তাহগুলো নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেটেছে ডহার্টির। ২৯ নভেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ জন ছাত্রের একটা দল রোজ সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত জেরা করেছে তাঁকে। তাদের নেতা ছিল হোসেইন শেখ আল-ইসলাম। পরে ইরানের উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয় সে। ২ ডিসেম্বর মাঝরাতে সে একটা বার্তা তুলে দেয় ডহার্টির হাতে। এ বিষয়ে সিআইএর ইন-হাউস জার্নালে প্রকাশিত নিজের আত্মজীবনীতে ডহার্টি লেখেন, 'কেবলটা দেখে আমি ভাবলাম আজ আমাকে মরতে হবে। কারণ কেবলটায় আমার আসল নাম এবং আমাকে যে দশ মাস আগে নির্দিষ্টভাবে তেহরানেই পাঠানো হয়েছে বিশেষ এক প্রোগ্রাম সফল করতে, তার সবকিছু স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। চোখ তুলে দেখি হোসেইন এবং তার সঙ্গীরা দাঁত বের করে হাসছে চেশায়ার বিড়ালের মত।'

জেরাকারীরা বলে, 'তারা জানতে পেরেছে আমি নাকি গোটা মধ্য প্রাচ্যের সিআইএ'র স্পাই নেটওয়ার্কের হেড হয়ে তেহরানে এসেছি, এবং আমি তাদের ঈমাম খোমেনিকে হত্যার পরিকল্পনা করছি। আমি তেহরান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য কুর্দদের উস্কানী দিচ্ছি। আমি তাদের দেশকে ধ্বংস করার চেষ্টায় আছি বলেও অভিযোগ করে লোকগুলো,' বলেন ডহার্টি।

'ওরা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে বিশ্ব রাজনীতির ওই সময়কার স্ফুলিঙ্গের কেন্দ্র তেহরানে আমার মত এক আনাড়িকে সিআইএ পাঠাতে পারে, যার ইরানী সংস্কৃতি বা ভাষা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানও নেই। পরে যখন তারা সত্যি কথাটা জানতে পারে, তখন বিষয়টা মেনে নিতে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু যে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না, তাদের রীতি-নীতি, সংস্কৃতি আর ইতিহাস জানে না, তার কাছে বিষয়টা অপমানের চেয়েও অনেক বেশি কিছু ছিল।'

রোজ রাতে তাদের জেরা শেষ হলে স্টেশন চিফের অফিসে পুরু ফোম-রাবারের প্যাডের ওপর ঘুমাতেন ডহার্টি। দূতাবাসের উঁচু দেয়ালের ওপাশের রাস্তায় হাজার হাজার উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত ইরানী দিনভর আমেরিকা বিরোধী স্লোগান দিত। আর ভেতরে ডহার্টি স্বপ্ন দেখত প্লেন থেকে নাপাম বোমা মেরে জনতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে সে। কিন্তু তাকে বা তার সঙ্গীদের মুক্ত করার লক্ষ্যে সিআইএ কিছুই করতে পারেনি।

তবে ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে এক ক্লাসিক এসপিওনাজ অপারেশন চালায় তারা। ইরানীদের হাত থেকে বাঁচতে সে দেশে কর্মরত স্টেট ডিপার্টমেন্টের ছয় কর্মী সুকৌশলে কানাডিয়ান দূতাবাসে ঢুকে পড়ে, কিন্তু তারপর তারা আটকে যায়। যেখান থেকে আর বেরোতে পারছিল না। তাদেরকে সুকৌশলে মুক্ত করে আনেন সিআইএর টনি মেন্ডেজ। এই লোকের বিশেষত্ব ছিল কাগজপত্র জাল করা ও অসাধারণ নিপুণ ছদ্মবেশ ধারণের দক্ষতা। টনি মেন্ডেজ ও তার সহকর্মীদের নিখুঁত

মিশন ইম্পসিবল মুখোশের ফলেই সাদা চামড়ার অফিসাররা আফ্রিকান, আরব ও এশিয়ানে রূপান্তরিত হতে পেরেছিল। সিআইএ'র টনি মেন্ডেজ ছিল অসাধারণ এক প্রতিভা।

ইরান মিশনকে অন্য চেহারা দেয়ার জন্য মেন্ডেজ একটা ভুয়া হলিউড ফিল্ম প্রোডাকশন হাউজ, স্টুডিও সিক্স প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় অফিস ভাড়া নেন এবং *দি হলিউড রিপোর্টার* ও *ভ্যারাইটি* পত্রিকায় বেশ কিছু পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন দেন তাঁর আসন্ন ছবি হবে সায়েন্স ফিকশন কাহিনীভিত্তিক। নাম *আরগো*। ছবির বেশিরভাগ শুটিং হবে ইরানের পটভূমিতে। ছবির স্ক্রিপ্ট ও আসল মিশনের জন্য ছয় আমেরিকানের মুখোশ ও কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত হন মেন্ডেজ। ভুয়া পাসপোর্ট, ভুয়া বিজ্ঞাপনের কাটিং ইত্যাদি নিয়ে ইরানী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভিসা নিয়ে কমার্শিয়াল ফ্লাইটে বন থেকে গিয়ে তেহরান শেরাটনে ওঠেন। পরের সোমবার জুরিখ যাওয়ার জন্য সুইসএয়ারে সাতটা সিট রিজার্ভ করে কানাডিয়ান দূতাবাসে যান ছয় আমেরিকানের সাথে সাক্ষাৎ করতে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই *আরগো* মিশন শেষ করেন মেন্ডেজ।

সেই ছয়জনকে নিয়ে সুইসএয়ারে করে তেহরান থেকে সরে পড়েন।

'সেটা ছিল প্রতিশোধ'

বাকি বন্দিদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে এরকম কোনো ম্যাজিক কাজে আসেনি। পেন্টাগনের স্পেশাল-অপারেশনস ফোর্স, ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসের ডেজার্ট ওয়ানের দায়িত্ব ছিল দূতাবাসের বন্দিদের মুক্ত করা। প্রস্তুতি নেয়াও হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফল হয় উল্টো। ইরানের মরুভূমিতে গোপনে জিম্মি উদ্ধারের মহড়ায় অংশ নিচ্ছিল সিআইএ, সে সময় নিজেদের ট্রান্সপোর্ট প্লেনের ওপর কমান্ডোবাহী কপ্টার আছড়ে পড়ায় আটজন কমান্ডো নিহত হয়। সারা পৃথিবী জেনে যায় সে ঘটনা।

এরপর জিম্মিদের জীবন আরও কঠিন হয়ে ওঠে। বিল ডহার্টিকে দূতাবাস থেকে নিয়ে জেলখানায় আটকে রাখা হয়। পরের নয় মাস বলতে গেলে নিঃসঙ্গ জীবন কাটে তাঁর। প্রেসিডেন্ট কার্টার শেষবারের মত হোয়াইট হাউজ ছেড়ে যাওয়ার পর ইরানী ছাত্ররা জিম্মিদের মুক্তি দেয়। এ বিষয়ে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স বা কভার্ট অ্যাকশনের কোনো ভূমিকা ছিল না।

জিম্মি মুক্তির পরদিন জিমি কার্টার একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে তাদেরকে দেখতে জার্মানির আমেরিকান মিলিটারি বেজে যান। 'সে সময় তাঁর তোলা একটা ফটো আজও আমার সংগ্রহে আছে,' বলেন ডহার্টি। 'অত্যন্ত বিব্রত লাগছিল তাঁকে।

আর গোমড়ামুখো আমাকে দেখাচ্ছিল মড়ার মত পাণ্ডুর, ফ্যাকাসে।'

সিআইএ'র মধ্য প্রাচ্য বিষয়ক অ্যানালিস্ট, কেন পোলাক এ সম্পর্কে লিখেছেন, '১৯৫৩ সালে ইরানে কু ঘটিয়ে আমেরিকা একটা গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। ১৯৭৯ সালের এই ঘটনা ছিল তার প্রতিশোধ।'

ইরানী বিপ্লবের জোশ আমেরিকার পরবর্তী চার প্রেসিডেন্টকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে শত শত আমেরিকানের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। সিআইএ'র স্বর্ণযুগের প্রজন্মের কভার্ট অপারেশনের জ্বলজ্বলে গৌরব তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য পরিণত হয়েছিল দুঃখজনক বিধ্বংসী আগুনে।

'একজন ফ্রিল্যান্স বাকানিয়ার'

৪ অক্টোবর, ১৯৮০। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল টার্নার তিনজন টপ এইড নিয়ে ওয়েক্সফোর্ড যান। তাদের গন্তব্য ভার্জিনিয়া হর্স কান্ট্রির এক মিলিয়নেয়ারের এস্টেট। এক সময় সেটার মালিক ছিলেন জন ও জ্যাকি কেনেডি। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী, রোনাল্ড রিগ্যানকে ব্রিফ করতে যাবেন টার্নার। রিগ্যান এক ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করেছেন সিআইএ'র জন্য।

সাদ্দাম হোসেনের ইরান আক্রমণ সম্পর্কে রিগ্যানকে পনেরো মিনিট ব্রিফ করেন অ্যাডমিরাল, পরের পনেরো মিনিট আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের নয় মাসের দখলদারিত্ব এবং আফগান প্রতিরোধ বাহিনীকে আমেরিকার অস্ত্র সরবরাহ করা সম্পর্কে ব্রিফ করেন। এজেন্সির মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ বব অ্যামেস পনেরো মিনিট সৌদি রাজতন্ত্র এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনির শাসন বিষয়ে ব্রিফ করেন, তারপর সময় ফুরিয়ে যেতে দ্রুত বিদায় নেয় দলটা। তাদের আসা আর যাওয়া অনেকটা স্ক্রুবল কমেডির চরিত্রের মত ছিল। এলেন, বললেন আর বেরিয়ে গেলেন।

সিনেমা দেখে সিআইএ সম্পর্কে যেটুকু জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, রিগ্যান তারচেয়ে একটু বেশি অবগত ছিলেন তার এজেন্সি সম্পর্কে। তিনি সিআইএ'কে বাঁধনমুক্ত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া এজেন্সির ডিরেক্টর পদের জন্য উইলিয়াম জে. কেসিকে নির্বাচন করেন তিনি।

অতীতে ওএসএস ইন্টেলিজেন্সের লন্ডন চিফ ছিলেন কেসি। ওএসএস-এর জন্ম যার হাত দিয়ে, সেই ওয়াইল্ড বিল ডোনোভানের বিশাল এক পোর্ট্রেইট তিনি নিজের অফিসের ঝুলিয়ে রাখতেন। কেননা ডোনোভান ছিলেন তাঁর আদর্শ নায়ক। ডোনোভান বলতেন ইন্টেলিজেন্স হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী। বিল কেসি সেই নীতি অনুসরণ করতেন। রিগ্যানের ডাক পেয়ে তিনি ঠিক করেন, সিআইএ'তে আগের সেই লড়াকু মেজাজ তিনি ফিরিয়ে আনবেন। বব গেটস বলেন, 'তাঁর দর্শন ছিল : আপনাকে কিভাবে একটা টোটালেটারিয়ান বা সমগ্রতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। সেখানে কোনো নিয়ন্ত্রণের বাধ্য-বাধকতা নেই, সেখানে সবই চলে।'

উইলিয়াম জে. কেসি সেক্রেটারি অব স্টেট হওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন, কিন্তু রিগ্যানের ঘনিষ্ঠরা তাতে বলতে গেলে আতঙ্কিতই হন। আপত্তিটা ছিল তাঁর সার্বিক চেহারা-সুরত নিয়ে। রাষ্ট্র পরিচালনার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে উপযুক্ততা বা দক্ষতা, কোনোটাই ছিল না তাঁর। চেহারা ছিল আগোছাল বিছানার মত। একা একা দুর্বোধ্য কি সব বলতেন বিড়বিড় করে, খেতেন অপটু হাতে। ভাবী ফার্স্ট লেডি এরকম একজনকে নিশ্চয়ই স্টেট ডিনারে সহ্য করতে পারবেন না যে আনাড়ির মত গপাগপ উদর পূর্তি করে। তাঁর দাবি হালে পানি পাচ্ছে না বুঝতে পেরে মন তেতো হয়ে যায় কেসির। কিন্তু রিগ্যানের হ্যান্ডশেক ডিল মেনে নেন তিনি। বলেন সিআইএ'তে আপত্তি নেই। তবে ক্যাবিনেট র‍্যাঙ্ক দিতে হবে, এবং প্রেসিডেন্টর সাথে নিভৃতে সাক্ষাতের সুযোগ। রিগ্যান আপত্তি করেননি।

এককালের ওয়াল স্ট্রিট অপারেটর কেসি ছিলেন আকর্ষণীয় বদমাশ। ট্যাক্স শেল্টার স্ট্রাটেজি বিক্রি করে নিজের ভাগ্য গড়েছিলেন। যেখানে সমস্যা হবে না, ঠিক সেখানেই আইন ভাঙার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। 'বাই গড! লইয়ারদের হাত থেকে বাঁচতে হবে আমাদের,' একবার রিগ্যানের এফবিআই ডিরেক্টর উইলিয়াম ওয়েবস্টারকে কথাটা বলেছিলেন কেসি। যিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন লইয়ার। তাঁর সেই মন্তব্যের জবাবে ওয়েবস্টার বলেন, 'তিনি নিশ্চয়ই সংবিধানকে টুকরো টুকরো করার কথা বোঝাতে চাননি। আইনের সীমাবদ্ধতা অনুভব করতেন তিনি, তাই সেসবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজতেন।'

রিগ্যান তাঁর প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। অন্যরা ছিল না। 'আমি ভীষণ অবাক হই যখন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান তাঁকে বাছাই করলেন,' বলেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড। 'সিআইএ'র মাথা হওয়ার মত উপযুক্ত ছিলেন না তিনি।' ফোর্ডের সময়কার সিআইএ চিফ, সিনিয়র বুশ তাঁর সাথে পুরোপুরি একমত প্রকাশ করে বলেন, 'কেসি ছিলেন অনুপযুক্ত পছন্দ।'

কিন্তু কেসি বিশ্বাস করতেন রিগ্যানের নির্বাচনের জন্য তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন এবং তাঁরা দু'জনে মিলে একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। রিগ্যানের মত কেসিরও বড় বড় আশা ছিল। নিক্সনের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যদি বিষয় গোপনীয় হয়, তাহলে তা আইনত। বুশের মত তিনিও ভাবতেন সিআইএ আমেরিকান মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক। আর সোভিয়েত নেতাদের মত ভাবতেন, তিনিও মিথ্যা বলার ও প্রতারণা করার অধিকার রাখেন।

রিগ্যান প্রশাসনের যাত্রা শুরু হয় একযোগে অনেকগুলো কভার্ট অপারেশনের মাধ্যমে। সেগুলো অনুমোদন করা হত ছোটো ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্ল্যানিং গ্রুপের মিটিংয়ে, হোয়াইট হাউজের বেজমেন্টের সিচুয়েশন রুমে। এই গ্রুপটা রিগ্যানের আমলে কভার্ট অ্যাকশনের ল্যাবরেটরি। শুরুতে এ গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা ছিলেন প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট বুশ, সেক্রেটারি অব স্টেট আলেকজান্ডার

হেইগ, জুনিয়র, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ক্যাসপার ওয়েইনবার্গার, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর এবং চেয়ারম্যান অব জয়েন্ট চিফস, জাতিসংঘে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জিন কার্কপ্যাট্রিক ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বিল কেসি। প্রথম মিটিংয়ে কেসি নেতৃত্ব দেন। নতুন প্রশাসনের প্রথম দুই মাসে প্ল্যানিং গ্রুপ যে সমস্ত কভার্ট অ্যাকশন অনুমোদন করে, সেগুলো পরিচালিত হয় সেন্ট্রাল আমেরিকা, নিকারাগুয়া, কিউবা, উত্তরাঞ্চলীয় আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়।

১৯৮১ সালের ৩০ মার্চ ওয়াশিংটনের সাইডওয়াকে প্রেসিডেন্ট রিগ্যানকে গুলি করা হয়। সেদিন খুব অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান তিনি। ঘটনার পর প্রেস কনফারেন্সে আলেকজান্ডার হেইগ নিজেকে ইন চার্জ দাবি করেন, যদিও তাকে মোটেই আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল না। প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের সেরে উঠতে অনেক সময় লাগে, তেমনি সময় লাগে হেইগের দৃশ্যপট থেকে উধাও হতেও।

'১৯৮১ সালের পুরোটা জুড়ে সমস্যা লেগেই ছিল,' বলেন তখনকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য, ভাইস অ্যাডমিরাল জন পয়েনডেক্সটার। 'ফরেইন পলিসির নেতৃত্ব কে দেবে?' এ প্রশ্নের জবাব কখনও পাওয়া যায়নি। কারণ রিগ্যানের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল নিজের সাথে যুদ্ধ করেছে শেষ পর্যন্ত। সদস্যদের মারাত্মক ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক যুদ্ধের মাঠে পরিণত হয় সেটা। স্টেট ডিপার্টমেন্ট আর পেন্টাগন এমনভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে যেন তারা এক অন্যের প্রাণের শত্রু। রিগ্যানের প্রেসিডেন্সির আটটি বিশৃঙ্খল বছরে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর হিসেবে কাজ করেছে মোট ছয়জন। রিগ্যান কখনও তাদের গোলযোগ ঠেকানোর চেষ্টা করেননি।

আলেকজান্ডার হেইগের কাছ থেকে সেক্রেটারি অব স্টেটের দায়িত্ব জর্জ পি. শুলজের হাতে যাওয়ার পর তিনি দেখতে পান বিল কেসি স্বাধীনভাবে বিভিন্ন মিশনের প্ল্যান তৈরি করছেন—যেমন সিআইএ'র সমর্থনে ১৭৫ জন কোরিয়ান কমান্ডোর সাহায্যে দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনামে অভিযান চালানো। সময়মত জর্জ শুলজ সেটা বন্ধ করে দেন। 'ওটা ছিল হটকারী প্ল্যান,' বলেন তিনি। 'পাগলামী। এরকম একটা প্ল্যান কার্যকর হতে যাচ্ছে দেখে আমি আঁতকে উঠেছিলাম।'

তিনি দ্রুত বুঝে ফেলেন সিআইএ আর বিল কেসি হচ্ছে জবাবদিহিতামুক্ত, স্বাধীন। বরফের ওপর শুয়োর যেমন।

'চোখে ঠুলি আঁটা দল'

সিআইএ যারা পরিচালনা করেছেন, বিল কেসি তাদের মধ্যে যেমন স্মার্ট, তেমনি সক্ষম এবং তেমনি অনুপ্রেরণাদায়ক নেতা ছিলেন। তিনি একজন 'ফ্রিল্যান্স

বাকানিয়ার বা স্বাধীন শিকারী ছিলেন,' বলেছেন অ্যাডমিরাল ববি রে ইনম্যান। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির ডিরেক্টর ছিলেন তিনি এবং ১৯৮১ সালে রিগ্যানের নির্দেশে বিল কেসির দুই নম্বর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইনম্যান বলেন, 'কেসি আমাকে সরাসরি বলেছিলেন সিআইএ'র গতানুগতিক ডিরেক্টর তিনি হতে চান না। তিনি প্রেসিডেন্টের ইন্টেলিজেন্স অফিসার হতে চান এবং সিআইএ'র ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস পরিচালনা করতে চান।'

কেসি বিশ্বাস করতেন ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস 'চোখে ঠুলি আঁটা দলে পরিণত হয়েছে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের পূর্বপুরুষদের অর্জন আর বীরত্ব গাথার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে তারা,' বলেন কেসির প্রথম চিফ অব স্টাফ, বব গেটস। দলটার তাজা রক্তের প্রয়োজন আছে। সিআইএ'র অর্গানাইজেশনাল চার্টকে এক পয়সাও দাম দিতেন না বিল কেসি। তিনি এজেন্সির জন্য ইচ্ছামত লোক নিয়োগ করা ও তাড়িয়ে দেয়া, দুটোই করতেন।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের চিফ জন ম্যাকমাহনকে তিনি চাকরি থেকে বের করে দেন। ম্যাকমাহন পরে বলেন, 'কভার্ট অ্যাকশনের ক্ষেত্রে তিনি আমাকে খুব ধীর গতির মনে করতেন। ভাবতেন আমার পেটে নাকি আগুন নেই।'

তার জায়গায় ম্যাক্স হিউগেল নামে বত্রিশ বছর বয়সী একজনকে নিয়োগ দেন। এই লোক রিগ্যানের জন্য ভোট আর প্রচারণার জন্য টাকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। অশ্লীলভাষী এক বিজনেস মুঘল ছিল সে, যার উত্থান হয় জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির সেলসম্যান হিসেবে। সে সিআইএ সম্পর্কে কিছুই জানত না। মানুষটা ছোটখাটো, মাথায় নকল চুল পরে। একবার সে এজন্সিতে হাজির হয় নাভি পর্যন্ত উন্মুক্ত ল্যাভেন্ডার জাম্পসুট পরে। লোমশ বুকে শোভা পাচ্ছিল সোনার চেইন। এই দৃশ্য দেখে সিআইএ'র প্রতিটি মানুষ বিদ্রোহ করে। তার ব্যক্তিগত যত নোংরা ইতিহাস ছিল, খুঁজে বের করে *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকার হাতে তুলে দেয়। ফলে দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে চাকরি হারাতে হয় হিউগেলকে।

তার জায়গায় আনা হয় স্টাইনকে। এই লোক মোবুতুকে ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করে এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় কম্বোডিয়াকে আমেরিকার স্টেশনে পরিণত করে। স্টাইন ছিলেন পাঁচ বছরের মধ্যে কভার্ট অ্যাকশনের পঞ্চম চিফ। কিছুদিনের মধ্যে কেসির কাছেও অসহ্য হয়ে ওঠেন তিনি। ফলে তাকেও বিদায় নিতে হয়। তার জায়গায় আসেন ক্লেয়ার জর্জ। ম্যাকমাহনকে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস থেকে বের করে দিয়ে ক্লেয়ার জর্জকে ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেটকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দেন কেসি, অ্যানালিস্টদের ঝাঁকি দিয়ে সচেতন করতে বলেন।

১৯৮২ সালে ম্যাকমাহনের কাছ থকে ক্ষমতা নিয়ে কেসির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বব গেটস একটা মেমো লেখেন এবং সাথে সাথে প্রমোশন পান। তিনি

লেখেন, 'সিআইএ ধীরে ধীরে ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচারে পরিণত হচ্ছে।' তিনি এজেন্সির অ্যানালিস্টদের বলেন, 'তাদের কল্পনাশক্তির অভাব আছে, তারা উদ্ধত' এবং তাদের কাজ 'অপ্রাসঙ্গিক, আগ্রহ জাগাতে অক্ষম, অতি সঙ্কীর্ণ এবং প্রায় সময়ই তাদের ধারণা সোজা কথায় ভুল প্রমাণিত হয়।' তাদের স্তরে স্তরে 'অ্যামেচারদের ভিড় অথচ তারা ভান করে তারা প্রফেশনাল।' তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ ডেভেলপমেন্ট মিস করেছে এবং গত দশকে তৃতীয় বিশ্বে দেশটির প্রভাব বলয় দেখেও দেখেনি। এখন সময় এসেছে এই জাহাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করার।

কেসির সাথে অ্যানালিস্টদের মতের মিল প্রায় কখনই হত না। এরকম হলে তিনি অ্যানালিস্টদের রিপোর্ট নিজের মত করে লিখে প্রেসিডেন্টের সামনে হাজির করতেন। 'সিআইএ এরকম ভাবছে' না বলে বলতেন, '*আমি* এরকম ভাবছি।' তাঁর আমলে স্বাধীনচেতা অ্যানালিস্টদের জায়গা ছিল না এজেন্সিতে। এদের ভিড়ে শেষদিকে যারা এজেন্সি ছাড়তে বাধ্য হন, তাদের মধ্যে কারেন্ট ইন্টেলিজেন্স চিফ ডিক লেম্যান অন্যতম। অ্যালেন ডালেসের সময়ও ভুগতে হয়েছে তাঁকে কেননা তিনি কারও রিপোর্ট পড়তেন না। রিপোর্টের ওজন দেখতেন। 'কেসির সাথে কাজ করা যে কারও জন্য ছিল কঠিন পরীক্ষার বিষয়। এর কারণ ছিল তার স্থূল, অসাবধানী কথাবার্তা এবং কিছুটা ডানপন্থি প্রবণতা,' বলেন লেম্যান। 'তিনি যুক্তি মেনে চলতেন, কিন্তু যুক্তি দিয়ে তাঁকে বশ করতে জান বেরিয়ে যেত।'

খবরের কাগজ যেমন মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী চলে, তাঁর সময়ে সিআইএ'র বিশ্লেষণী ক্ষমতাও তেমনি এক ব্যক্তির মতামতে পরিণত হয়েছিল। সেক্রেটারি অব স্টেট জর্জ শুলজ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সিআইএ'র ইন্টেলিজেন্স অনেক ক্ষেত্রেই বিল কেসির মতাদর্শ হয়ে উঠেছিল।'

'আমি সেন্ট্রাল আমেরিকার ব্যবস্থা করব'

ক্ষমতায় বসে জিমি কার্টারের সব কাজের নিন্দা জানান রিগ্যান, তারপর কেসির সাথে একজোট হয়ে তাঁরই বড় ধরনের সাতটা কভার্ট অ্যাকশন প্রোগ্রাম অব্যাহত রাখেন। সেসবের মধ্যে ছিল আফগানিস্তানে অস্ত্র পাঠানো এবং স্নায়ু যুদ্ধের সময়কার সিআইএ'র গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোলিশ ও চেক ভিন্নমতাবলম্বীদের সহায়তার জন্য রাজনৈতিক প্রচারণা চালানো। কিন্তু কেসি বেশি আগ্রহী ছিলেন আমেরিকার পিছনের উঠানের যুদ্ধ নিয়ে।

ক্লেয়ার জর্জ জানান, প্রেসিডেন্ট রিগ্যানকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিলেন কেসি, 'সেন্ট্রাল আমেরিকার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। কোনো এক রাতের আঁধারে

আমি ওটার ব্যবস্থা করব।'

১৯৮০ সালে কার্টার সেন্ট্রাল আমেরিকার জন্য তিনটা ছোটো কভার্ট অ্যাকশন অনুমোদন করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল নিকারাগুয়ার ক্ষমতাসীন বামপন্থি স্যান্ডিনিস্টা বাহিনীকে নিষ্ঠুর, ডানপন্থি সমোজা পরিবারের একনায়কতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করা। কারণ স্যান্ডিনিস্টার জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতার ধর্মতত্ত্ব এবং মার্কসবাদী চিন্তা ক্রমেই কিউবার দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছিল। কার্টারের কভার্ট অ্যাকশনের লক্ষ্য ছিল নিকারাগুয়ার আমেরিকাপন্থী রাজনৈতিক দল, চার্চ গ্রুপ, কৃষকদের সমবায় এবং শ্রমিক ইউনিয়নকে স্যান্ডিনিস্টার ক্রমবিস্তারমান সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা।

কিন্তু কেসি সেই ছোটো অপারেশনগুলোকে বিশাল প্যারামিলিটারি অপারেশনে পরিণত করেন। ১৯৮১ সালের মার্চে সেন্ট্রাল আমেরিকায় 'বিদেশের টাকায় পরিচালিত নাশকতা ও সন্ত্রাস' ঠেকাতে অস্ত্র ও টাকা অনুমোদন করেন। হোয়াইট হাউজ আর সিআইএ কংগ্রেসকে জানায়, এটা করা হচ্ছে নিকারাগুয়ার ডানপন্থি রাজনীতিক ও তাদের ডেথ স্কোয়াড পরিচালিত এল সালভাদরকে রক্ষায় বামপন্থীদের অস্ত্রের চালান ঠেকাতে। কথাটা ডাহা মিথ্যা। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল হন্ডুরাসে পালিয়ে যাওয়া নিকারাগুয়ান–কন্ট্রাদের অস্ত্র সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ দেয়া, যাতে তারা স্যান্ডিনিস্টাদের হাত থেকে দেশকে পুনরুদ্ধার করতে পারে।

কেসি প্রেসিডেন্টকে বোঝান, সিআইএ'র ছোটো আর্মি ঝোড়ো অভিযান চালিয়ে নিকারাগুয়া দখল করে নিতে পারে। আর যদি তারা ব্যর্থ হয়, তাহলে বামপন্থী ল্যাটিনো আর্মি সেন্ট্রাল আমেরিকা থেকে উত্তরে সরে এসে টেক্সাসে ঢুকে পড়তে পারবে। সিআইএ'র বিশ্লেষকরা ভিন্নমত দেন। তারা বলেন, কন্ট্রা যোদ্ধারা জয়ী হতে পারবে না, কারণ তাদের জনসমর্থন বলে কিছু নেই। পরে কেসি এমন ব্যবস্থা করেন যাতে তাঁর মতের বিরোধিতাকারীদের রিপোর্ট হোয়াইট হাউজে পৌঁছতে না পারে। তাদের মোকাবেলা করতে কেসি একটা সেন্ট্রাল আমেরিকান টাস্ক ফোর্স গঠন করেন কভার্ট অ্যাকশনের 'ওয়ার রুমে,' যেখানে বসে অফিসাররা ঘটনা তৈরি করত। শত্রুর হুমকি আর নিজেদের সাফল্যকে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে তুলত এবং চাপাচাপি করে ফিল্ড থেকে অনুকূল রিপোর্ট আনাত। গেটস বলেন, এ নিয়ে তিনি কেসির সাথে বছরের পর বছর লড়াই করেছেন। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

ডুয়েন ক্লারিজকে কভার্ট অ্যাকশনের ল্যাটিন আমেরিকান চিফ করে নিজের প্ল্যান সফল করতে শুরু থেকেই উঠেপড়ে লাগেন কেসি। তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশের মত। একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। অতিরিক্ত মদপান করেন আর সিগার ফোঁকেন। ল্যাটিন আমেরিকায় কখনও কাজ করেননি, স্প্যানিশ বলতে পারেন না এবং ওই অঞ্চল সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানেন না।

'কেসি তাকে বলেন, "দুই-এক মাসের ছুটি নাও। সেন্ট্রাল আমেরিকার

ব্যাপারে কি করা যায় ভেবে বের করো," বলেছেন ক্লারিজ। "আমার কাছে এভাবেই নিজের প্ল্যান তুলে ধরেন কেসি। তিনি কি চাইছেন, তা বুঝতে রকেট সায়েন্স জানার প্রয়োজন পড়ে না।" ক্লারিজ বলেন, তিনি একটা দ্বিমুখী প্ল্যান নিয়ে আসেন। সেটা এরকম : "নিকারাগুয়ায় যুদ্ধ শুরু করে দেয়া এবং কিউবানদের হত্যা করতে থাকা। কেসি ঠিক এই কথাগুলিই শুনতে চাইছিলেন। তাই কথা না বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ বললেন, 'ঠিক আছে। এগিয়ে যাও।' "

নিকারাগুয়ার আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, অ্যান্থনি কোয়াইনটন যেদিন নতুন দায়িত্ব নিতে মানাগুয়ায় পৌঁছান, সেদিনই লড়াই শুরু হয়। 'গোপন যুদ্ধ বাধে ১৯৮২ সালের ২৫ মার্চ। নিকারাগুয়ান এজেন্টদের ব্যবহার করে নিকারাগুয়া-হন্ডুরাসের মধ্যে যোগাযোগে রক্ষাকারী ব্রিজগুলো উড়িয়ে দিতে শুরু করে আমেরিকা,' বলেন ক্লারিজ। 'আমি স্ত্রীকে নিয়ে প্লেন থেকে বেরিয়ে আসি ঘন ঘন ক্লিগ (Klieg) লাইটের ফ্ল্যাশের মধ্যে। মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরে জানতে চাওয়া হয় এই যুদ্ধ, ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া, এসব বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়া কি। আমেরিকা ও নিকারাগুয়ার সম্পর্কের মধ্যে কেমন প্রভাব ফেলবে এ ঘটনা।

রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আজই যে এসব ঘটবে, আমাকে সে বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। সিআইএ তাদের নিজেদের মর্জিমত চলে।'

গোপন যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত বেশিদিন গোপন থাকেনি। ১৯৮২ সালের ২১ ডিসেম্বর কংগ্রেস একটা আইন অনুমোদন করে যার বিষয়বস্তু এরকম : সেন্ট্রাল আমেরিকায় কমিউনিস্ট অস্ত্র চলাচলে সিআইএ বাধা দিতে পারবে না। স্যান্ডিনিস্টাকে ক্ষমতাচ্যুত করার তহবিল থেকে টাকা খরচের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপ করে কংগ্রেস।

রিগ্যানের গলায় আটকে যায় বিষয়টা। কংগ্রেসের জয়েন্ট সেশনে তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, নিকারাগুয়ান সরকারের পতন ঘটাতে চান না তিনি। সিআইএ'র কভার্ট মিশনকে কংগ্রেসের খড়গের হাত থেকে বাঁচাতে সেই প্রথম মিথ্যা কথা বলেন সবার প্রিয় এই সাবেক হলিউডি তারকা। তবে সেটাই শেষ মিথ্যা ছিল না।

'কংগ্রেস নিপাত যাক'

বিল কেসি সিআইএ চিফ হওয়ার প্রথম দুই বছরে কংগ্রেস মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের তহবিল জোগান দিয়েছিল ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের জন্য। পেন্টাগনের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মাঝে ডুব দিয়ে থাকে আমেরিকান ইন্টলিজেন্স খাতের বরাদ্দ ত্রিশ বিলিয়ন ডলার। তার মধ্যে ৩ বিলিয়ন এজেন্সির জন্য বরাদ্দ।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন, ফোর্ড আর কার্টারের আমলে সিআইএতে যে ব্যাপক কাটছাঁট করা হয়, কেসি তা পূরণ করতে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের জন্য প্রায় দুই হাজার নতুন অফিসার নিয়োগ করেন। পূর্ব পুরুষরা দুনিয়া সম্পর্কে যতটুকু জানত, এইসব নতুন অফিসার জানত তারচেয়ে অনেক কম। মিলিটারিতে চাকরি করার বা বিদেশে বাস করার অভিজ্ঞতা তাদের একেবারেই ছিল না। ক্লারিজ বলেন, 'সিআইএ যে আগের মত মেধাবী, প্রতিভাবান ও চৌকস আমেরিকানদের আকর্ষণ করতে পারছিল না, ওরাই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। ওরা প্রফেশনাল, দেশের গণতন্ত্র রক্ষার চেয়ে নিজেদের রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান আর হেলথ ইনশিওরেন্স বেনিফিট নিয়েই বেশি মাথা ঘামাত।'

কংগ্রেস আরও বড়, আরও উন্নত, আরও শক্তিশালী ও চৌকস একটি সিআইএ'র প্রতি জোরালভাবে সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু সেন্ট্রাল আমেরিকার কোনো যুদ্ধকে সমর্থন দেয়নি। আমেরিকার জনগণও দেয়নি। রিগ্যান কখনও ব্যাখ্যা করার ঝামেলায় যাননি এই যুদ্ধ কেন, এর কি প্রয়োজন ছিল। এছাড়া একনায়কতান্ত্রিক নিকারাগুয়ান ন্যাশনাল গার্ডের নেতা, আর্জেন্টাইন মিলিটারি জান্তার শক ট্রুপ, হন্ডুরান আর্মি খুনী কর্নেল এবং গুয়াতেমালার ডেথ স্কোয়াডের নেতাদেরকে সিআইএ মিত্র মনে করলেও বেশিরভাগ আমেরিকানই তাদেরকে মেনে নিতে পারেনি।

সিআইএ'র ওপর নজর রাখার যে ক্ষমতা কংগ্রেসের ছিল, ১৯৮১ সাল নাগাদ তা মোটামুটি একটা পর্যায়ে পৌঁছায়। এই পর্যায়ে দু'টি নির্বাচিত ইন্টেলিজেন্স কমিটির হাতে; একটা সিনেটের, একটা হাউজের, প্রেসিডেনশিয়াল কভার্ট অ্যাকশন প্ল্যান পৌঁছে দেয়ার কথা যাতে তারা সেটা পর্যালোচনা করতে পারে। কিন্তু কেসি সেসব পরোয়া করেননি। 'নতুন দায়িত্বে শপথ নেয়ার দিন থেকেই কেসি কংগ্রেসকে ক্রমাগত অবজ্ঞা করে আসার অপরাধে অপরাধী ছিলেন,' বলেন বব গেটস। কেসিকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হলে বিড়বিড় করে কিছু মিথ্যা কথা বলে বেরিয়ে যেতেন। একবার এরকম হিয়ারিং শেষে তাকে বলতে শোনা যায়, 'এবার বাস্টার্ডরা আটকা পড়বে আশা করি।' ডিরেক্টরের এরকম মিথ্যাচারের কারণে এজেন্সির নিচের স্তরের সর্বত্র কপটতা ছড়িয়ে পড়ে। কেসির ডেপুটি ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল ইনম্যান পদত্যাগ করেন বসের এই মিথ্যাচারের কারণে। এ প্রসঙ্গে ইনম্যান বলেন, 'কয়েকবার সে আমার কাছে মিথ্যা বলতে গিয়ে ধরা পড়েছে।'

কংগ্রেসের প্রতি কেসির বিতৃষ্ণার কথা সবার জানা থাকলেও কংগ্রেশনাল ইন্টেলিজেন্স কমিটিগুলো প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের অনুমোদন অনুযায়ী তাঁকে বিপুল ক্ষমতা দেয় 'গ্লোবাল ফাইন্ডিংস'-এর অধীনে, যার মাধ্যমে দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় দেশের বিরুদ্ধে প্রকৃত অথবা সন্দেহজনক হুমকি দেখা দিলে তা মোকাবেলায় সিআইএ'কে কভার্ট অ্যাকশন চালানোর ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। সিআইএ'র অনেক অপারেশন পরিকল্পনার কৃতিত্ব কেসির। বড়াই করা হত

সেগুলো হয় আমেরিকার মিত্রের উন্নতিতে সহায়তা, নয়ত শত্রুর রক্তক্ষরণের জন্য করা হত। তবে বেশিরভাগই শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকত যুদ্ধবাজদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করার মিশনে। এরকম একটা মিশন শুরু হয় কেসি ক্ষমতায় বসার দশদিনের মাথায় এবং তা চলে টানা দশ বছর।

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে গ্লোবাল ফাইন্ডিংস সিআইএ'কে নির্দেশ দেয় লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার কাদ্দাফির বিরুদ্ধে কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে। কেননা তিনি ইওরোপ ও আফ্রিকার র‍্যাডিকাল বা আমূল সংস্কারপন্থিদের আন্দোলনের অস্ত্রের জোগানদারের দায়িত্ব পালন করছেন। লিবিয়ার বিরুদ্ধে অপারেশন চালানোর সুবিধা হবে বলে তার পাশের দেশ, আফ্রিকার সবচেয়ে গরীব এবং সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন দেশ চাদ (Chad)-এর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টায় লাগে সিআইএ। এ জন্য এজেন্ট ঠিক করা হয় দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসান হাবরিকে। তিনি মিশনের স্বার্থে সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রায় দুই হাজার যোদ্ধা নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় সুদানে গিয়ে গা ঢাকা দেন।

'এরপর কেসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমেরিকান অস্ত্রের চালান পাঠানো শুরু হয়,' বলেন ডন নরল্যান্ড, যিনি ছিলেন রিগ্যান প্রশাসনের শুরু থেকে চাদে নিযুক্ত সিনিয়র আমেরিকান কূটনীতিক। 'আমেরিকা এই অপারেশনের শুরু থেকেই গভীরভাবে জড়িত ছিল। হাবরি প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ, উভয়দিক থেকেই সহায়তা পাচ্ছিলেন।'

আমেরিকার অফিশিয়াল পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে চাদে পরস্পরের সাথে সংঘাতে জড়িত গোত্রগুলোর মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া। হাবরি অত্যন্ত নৃশংস প্রকৃতির মানুষ, একমাত্র বর্বর শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা পরিচালনা করতে জানেন। সিআইএ হাবরি বা তাঁর ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জেনেই ১৯৮২ সালে তাঁকে চাদের ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করে। এর একমাত্র কারণ হাবরি কর্নেল কাদ্দাফির শত্রু।

সিআইএ প্লেনে করে তাকে অস্ত্রের চালান পাঠায়, আর বিষয়টা সমন্বয় করে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল। সেটা ছিল প্রথম মেজর কভার্ট অপারেশন যেটায় যোগ দিয়ে এক অল্প বয়সী লে. কর্নেল, অলিভার নর্থ বিল কেসির চোখে পড়ে যান। চাদ অপারেশনের এক মিলিটারি এইড, ডেভিড ব্ল্যাকমোরকে এক শুক্রবার রাতে কল করে সে জানতে চায়, চাদের অস্ত্রের চালান পৌঁছতে এত দেরি হচ্ছে কেন? তিনি খুব দ্রুত মাল পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলেন।

ডেভিড ব্ল্যাকমোর বলেন, 'আমি বললাম, "ওয়েল, কর্নেল নর্থ, আমরা বিষয়টা কংগ্রেসকে জানিয়েছি। কিন্তু মাল পৌঁছতে কয়েকদিন সময় লাগবে। আপনার ব্যস্ততার কারণ বুঝতে পারছি, কিন্তু মাল না আসা পর্যন্ত কিছু করতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

'অলিভার নর্থের জবাব ছিল : "ফাক দ্য কংগ্রেস। সেন্ড দ্য স্টাফ নাউ।" কাজেই আমরা তাই করি।'

হাবরির চাদের দখল নেয়ার লড়াইতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। লড়াই যখন ক্রমে তুমুল হয়ে উঠছে, তখন এজেন্সি হাবরির হাতকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কিছু স্টিঙ্গার মিসাইল সরবরাহ করে। বিশ্বের সেরা শোল্ডার-ক্যারিড অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট ওয়েপন। রাষ্ট্রদূত নরল্যান্ড বলেন, হাবরিকে ক্ষমতায় বসাতে এবং আট বছর ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে 'এজেন্সিকে সম্ভবত আধা বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়েছে।' চাদের প্রতি আমেরিকার সমর্থন; কেসির পলিসি ছিল 'বিপথে পরিচালিত সিদ্ধান্ত,' বলেন নরল্যান্ড। চাদ সম্পর্কে খুব কম আমেরিকানই জানত। সেটার পরিণতি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। খুব কম লোকে জানত ১৯৮০-এর দশকের পুরোটা সময় সাদ্দাম হোসেনের সরাসরি সমর্থন পেয়েছেন হাবরি।

১৯৯১ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সিআইএ টের পায় চাদের যুদ্ধের সময় সহায়তা হিসেবে পাঠানো স্টিঙ্গার মিসাইলের মধ্যে প্রায় এক ডজন মিসাইলের খবর নেই। গায়েব হয়ে গেছে সেগুলো – সম্ভবত সাদ্দাম হোসেনের হাতে পড়েছে। এ খবরে সেক্রেটারি অব স্টেট জেমস বেকার একেবারে বজ্রাহত হয়ে পড়েন। চাদের কভার্ট অপারেশন শুরু হওয়ার সময় তিনি হোয়াইট হাউজের চিফ অব স্টাফ ছিলেন, কিন্তু এত খুঁটিনাটি তাঁর জানা ছিল না।

বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে তিনি বলেন : 'What the hell did we give Stinger missiles to Chad for (আমরা চাদকে স্ট্রিঙ্গার মিসাইল দিতে গিয়েছিলাম কোন খাতিরে)?'

'একদিন আমেরিকা এখানে থাকবে না'

সিআইএ'র বৃহত্তম গানরানিং বা অস্ত্র চোরাচালান মিশনের সুবিধাভোগী ছিল আফগান মুজাহেদিন বাহিনী। আফগানিস্তান দখল করে নেয়া ১ লাখ ১০ হাজার সদস্যের সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় এক দশক লড়াই করেছিল তারা। যুদ্ধ শুরু হয় জিমি কার্টারের সময়, ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কার্টার প্রথম মুজাহেদিনদের অস্ত্র সরবরাহ করার কথা বলেছিলেন, তাই কেসি বিষয়টাকে কখনও পুরোপুরি আন্তরিকতার সাথে মেনে নিতে পারেননি। শুরুতে অবশ্য। পরে সত্যিকারের সুযোগ চিনতে পেরে সহযোগিতা করেন তিনি।

১৯৮১ সালে পাকিস্তানের সিআইএ চিফ হয়ে আসেন হাওয়ার্ড হার্ট। তিনি বলেন, 'সম্ভবত আমিই প্রথম স্টেশন চিফ যাকে প্রথমবারের মত বিদেশে পোস্টিং দিয়ে পাঠানো হয় দারুণ এক অর্ডার দিয়ে : গো কিল সোভিয়েত সোলজার্স।

কল্পনা করুন! আমার খুব পছন্দ হয়েছিল এই অর্ডার।'

সেটা ছিল পবিত্র লক্ষ্য। কিন্তু সে মিশন আফগানদের স্বাধীন করার জন্য ছিল না। কেউ ভাবতে পারেনি সে যুদ্ধে আফগানরা জয়ী হতে পারবে। যুদ্ধের শুরু থেকেই সউদিরা সিআইএ'র সাথে সমানতালে সহায়তা করতে থাকে আফগানদের। বেইজিং মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করে। একই কাজ করে মিশর ও ব্রিটেন। এসব শিপমেন্ট সিআইএ সমন্বয় করে। হার্ট সেসব পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্সের হাতে তুলে দিতেন। পাকিস্তান সেসব খাইবার পাসের পূর্বে, পেশাওয়ারে নির্বাসনে থাকা আফগান প্রতিরোধ বাহিনীর নেতাদের হাতে তুলে দেয়ার আগে সেখান থেকে বড় একটা অংশ গায়েব করে দিত। বিদ্রোহী নেতারাও সেখান থেকে নিজেদের অংশ সরিয়ে নিতে ভুল করত না। তারপর যা থাকত, তাই যেত আফগানিস্তানে।

'আফগান বিদ্রোহীদেরকে আমাদের বলে দিতে হয়নি কিভাবে লড়াই করতে হবে,' বলেন জন ম্যাকমাহন। 'কিন্তু মুজাহেদিনদের বিরুদ্ধে কয়েকটা যুদ্ধ সোভিয়েত বাহিনী বিজয়ী হওয়ায় আমার মনে হয় তাদের জন্য আমরা যে পরিমাণ অস্ত্র পাঠাচ্ছি, তার সব আফগান শুটারদের হাত পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না।' এরপর ম্যাকমাহন পাকিস্তানে যান এবং সাত আফগান বিদ্রোহী নেতার সাথে বৈঠকে বসেন। তাদের মধ্যে শহুরে সভ্য ছাড়া কর্কশ চেহারার পাহাড়িরাও ছিল।

আমি তাদেরকে জানাই, আমরা বুঝে ফেলেছি যে তারা আমাদের চালান থেকে অস্ত্র সরায় পরে ব্যবহারের জন্য, নয়ত বিক্রি করে দেয়ার জন্য। এ কথা শুনে তারা হেসে ওঠে। বলে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা কিছু অস্ত্র সরিয়ে রাখি। কারণ একদিন ইউনাইটেড স্টেটস এখানে থাকেব না। তখন নিঃসঙ্গ আমাদেরকে একাই যুদ্ধ চালিয়ে নিতে হবে।'

পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স কর্তারা, যারা আমাদের পাঠানো চালান থেকে অস্ত্র আর টাকা লোপাট করত, তারা আফগান গোত্রগুলিকে সহায়তা করত। তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত। আমরা কেউ স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি এই যোদ্ধারা একদিন তাদের জিহাদকে আমেরিকার বিরুদ্ধে চালিত করবে।

'কভার্ট অ্যাকশনের বেলায় কাজ শুরু করার আগেই আপনাকে তার পরিণতির কথা ভাবতে হবে,' বলেন ম্যাকমাহন। 'কিন্তু আমরা সব সময় তা করি না।'

'একটা চমৎকার প্ল্যান'

১৯৮১ সালের মে মাসে আমেরিকার তরফ থেকে আফগানিস্তানে একটা সারপ্রাইজ অ্যাটাক আসতে পারে বলে ভয়ে ভয়ে কাটে সোভিয়েত ইউনিয়নের। তার ফলে

মস্কো গ্লোবাল নিউক্লিয়ার অ্যালার্ট ঘোষণা করে যেটা দুই বছর স্থায়ী হয়। সিআইএ তা ঠিকমত বুঝে উঠতে না পারলেও সুপার পাওয়ারগুলো এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে একটা দুর্ঘটনাজনিত পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না। এ প্রসঙ্গে এক দশক পর বব গেটস লেখেন, 'ক্রেমলিনের ক্ষমতায় যারা ছিলেন, তাদের মরিয়া ভাব দিন দিন কেন বাড়ছে তখন বুঝতে পারিনি। চরম বিচ্ছিন্ন, আত্মবিস্মৃত ছিলেন তাঁরা। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, ভীত,' বলেন বব গেটস, এজেন্সির সেরা সোভিয়েত বিশ্লেষক।

সে বছরের গ্রীষ্মে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়াঁ মিতেরঁ আর প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য নিভৃতে কথা হয়। সে কথা যদি কোনোভাবে রুশদের কান পর্যন্ত পৌঁছে থাকে, তাহলে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল তাদের।

১৯৮১ সালে জুলাই মাসে কানাডার অটোয়ায় এক অর্থনৈতিক সম্মেলন চলার সময় মিতেরঁ এক পাশে টেনে নিয়ে যান রিগ্যানকে। তাঁদের যে অনুবাদক সেখানে উপস্থিত ছিল, পরে তাদের মুখ থেকে জানা যায় রিগ্যান-মিতেরঁ আলোচনার বিষয়বস্তু। সেটা এরকম : ফরাসি ইন্টেলিজেন্স এক কেজিবি'র ডিফেক্টর বা পক্ষবদলকারীকে এ মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করছে। তার নাম ভ্লাদিমিরি ভেতরভ। মিতেরঁ'র এ কথা রিগ্যানকে জানানোর উদ্দেশ্য আমেরিকা বিষয়টা যাচাই করে দেখুক। এরপর ভেতরভের যাবতীয় তথ্য সম্বলিত ফাইল, কোড নেম ফেয়ারওয়েল ডোশিয়ে; ভাইস প্রেসিডেন্ট বুশ ও বিল কেসির হাতে তুলে দেয়া হয়। কিন্তু সেই ফাইলের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে উঠতে ছয় মাস লাগিয়ে দেয় ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ও সিআইএ। ততদিনে ভেতরভ উন্মাদ হয়ে যায় এবং নিজের এক সহকর্মীকে হত্যা করে বসে। তাকে আটক, জিজ্ঞাসাবাদ এবং সবশেষে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

ফেয়ারওয়েল ডোশিয়েতে চার হাজার ডকুমেন্ট ছিল, যাতে কেজিবি'র ডিরেক্টরেট ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি'র ভেতরকার একটি গ্রুপের পুরো এক দশকের পরিশ্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে। গ্রুপটাকে বলা হয় লাইন এক্স। পূর্ব ইওরোপের সমস্ত মেজর ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সাথে কাজ করে সেটা। আমেরিকান নো-হাউ; বিশেষ করে সফটঅয়্যার চুরি করে তারা, যে ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে দশ বছর এগিয়ে আছে আমেরিকা।

ডোশিয়েতে আরও আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকান এয়ারবোর্ন রেডার সিস্টেমের সফটঅয়্যার ক্লোন করেছে। সোভিয়েত মিলিটারি ডিজাইনারদের লক্ষ্য হচ্ছে নতুন জেনারেশনের মিলিটারি এয়ারক্র্যাফট নির্মাণ করা এবং ব্যালিস্টিক মিসাইলের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ভ্লাদিমিরি ভেতরভের ফেয়ারওয়েল ডোশিয়েতে আরও ছিল বেশ কিছু সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স অফিসারের নামধাম, যারা আমেরিকা ও পশ্চিম ইওরোপে কাজ করছে এবং যাদের

আসল উদ্দেশ্য আমেরিকান টেকনোলজি চুরি করা।

তাদেরকে ঠেকাতে অভিনব ব্যবস্থা নেয় আমেরিকা। 'চমৎকার প্ল্যান ছিল সেটা,' বলেন রিচার্ড ভি. অ্যালেন, রিগ্যানের প্রথম সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর। তাঁর অধীনস্তরা প্রস্তুত করে সেই প্ল্যান। 'আমরা ওদেরকে বাজে টেকনোলজি গেলাতে শুরু করি। বাজে কম্পিউটার টেকনোলজি, বাজে অয়েল ড্রিলিং টেকনোলজি ইত্যাদি। দুনিয়ার বাজে জিনিস 'চুরি' করে খুশি মনে নিয়ে যায় সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা। আমরাও ভান করি যেন কিছু জানি না।' আমেরিকান মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের মধ্যে 'বিশ্বাঘাতক কর্মচারীর' ছদ্মবেশে ছিল কিছু এফবিআই অফিসার। তারা ট্রয়ের ঘোড়ার মত টেকনোলজির 'ভাণ্ডার' তুলে দেয় সোভিয়েত স্পাইদের হাতে। ওয়েপনস সিস্টেমের জন্য কম্পিউটার চিপস বসানো টাইম বোমা, স্পেস শাটলের ব্লু প্রিন্ট, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট এবং অতি আধুনিক টার্বাইনের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন প্রভৃতি।

সাইবেরিয়া থেকে পূর্ব ইওরোপ পর্যন্ত একটা প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইন বসানোর চেষ্টা করছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেটার প্রেশার গজ ও ভালভ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য কম্পিউটার প্রয়োজন ছিল। তারা আমেরিকার খোলা বাজারে উপযুক্ত সফটঅয়্যার খুঁজতে শুরু করে। ওয়াশিংটন তাদের অনুরোধ ফিরিয়ে দেয়, তবে 'গোপনে' একটা কানাডিয়ান কোম্পানির ঠিকানা দেয় যেখানে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসটি পাওয়া যেতে পারে। সোভিয়েতরা সেখানে একজন লাইন এক্স অফিসারকে পাঠায় জিনিসটা চুরি করতে। কোম্পানিটির কর্মচারীর ভূমিকা পালনকারী সিআইএ ও কানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা লাইন এক্স অফিসারকে সহযোগিতা করে। প্রথম কয়েক মাস ভালই কাজ করে সেই সফটঅয়্যার, তারপর বিগড়ে যায়। পাইপলাইন বিস্ফোরিত হয়, কয়েক মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয় মস্কোর।

সোভিয়েত মিলিটারি এবং স্টেট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের ওপর সিআইএ'র এই নীরব আঘাত প্রায় এক বছর চলে। তারপর জন ম্যাকমাহনকে পশ্চিম ইওরোপে পাঠান বিল কেসি। তিনি ওই অঞ্চলের বন্ধু দেশগুলোর হাতে ফেয়ারওয়েল ডোশিয়ে'র প্রায় দুইশো সোভিয়েত নামধাম তুলে দেন। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে অনেক কষ্ট গড়ে তোলা ইওরোপের সোভিয়েত স্পাই নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, সোভিয়েত অর্থনীতি বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি হয় এবং দেশটি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।

'কোনো বিপজ্জনক কাজে'

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সন্ত্রাসীরা বিমান হাইজ্যাক করেছে, যাত্রীদের অপহরণ করেছে, আমেরিকান রাষ্ট্রদূতদের হত্যা করেছে। না সিআইএ, না আমেরিকান সরকারের অন্য কোনো শাখা, কেউ ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেনি এসব ঠেকাতে কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ শনিবার। সরকারের কাউন্টার টেররিজম কোঅর্ডিনেটর, অ্যান্থনি কোয়াইনটনকে আর্জেন্ট টেলিফোন করেন সেক্রেটারি অব স্টেট, আলেকজান্ডার হেইগ: সোমবার দুপুর একটায় হোয়াইট হাউজে গিয়ে নিজের কাজ সম্পর্কে তাঁকে ব্রিফিং করতে হবে। 'আমি প্রেসিডেন্টকে ব্রিফ করি। তাঁর সাথে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিআইএ চিফ, এফবিআই চিফ ও কয়েকজন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সদস্য,' বলেন কোয়াইনটন। 'কিছু জেলি বিনের পর প্রেসিডেন্ট তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। বিষয়টা ছিল বিচলিত করার মত।

একই সপ্তাহে হেইগ ঘোষণা করেন, মানব অধিকারের জায়গায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ হয়ে উঠবে আমেরিকার এক নম্বর ইসু। তার পরপরই হেইগ দাবি করেন, আড়াল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নই বিশ্বের যত নোংরা সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তিনি সিআইএ'কে এই সত্য প্রমাণ করার আহ্বান জানান। বিল কেসি একান্তে হেইগের এই দাবিকে সমর্থন জানান, কিন্তু তা প্রমাণ করার মত পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ তাঁর হাতে ছিল না। বস যতই বকাঝকা করুন, সিআইএ'র বিশ্লেষকরা কিছুই প্রমাণ করতে পারছিল না। চাপে পড়ে তারা ক্রেমলিনকে এ জন্য দায়ী করে একটা ভুয়া রিপোর্ট উপস্থাপন করে, কিন্তু সে অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ মধ্য প্রাচ্যের সন্ত্রাসের প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না।

সিআইএ'র এক সময় ব্যতিক্রমী এক সূত্র ছিল। তার নাম আলী হাসান সালামেহ। পিএলও বা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের ইন্টেলিজেন্স চিফ ছিল লোকটা। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে যে এগারো ইসরাইলী অ্যাথলেটকে হত্যা করা হয়, তার সাথে জড়িত ছিল সে। সালামেহ খবর দেয় তাদের চেয়ারম্যান, ইয়াসির আরাফাত আমেরিকায় তাঁর অলিভ ব্রাঞ্চ প্রসারিত করেছেন। তার কেস অফিসার ছিল বব আমেস। এক সময় বৈরুতের রাস্তায় কাজ

করত সে। পরে তাকে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের নিকট প্রাচ্য চিফ করা হয়। তারা একযোগে কাজ করে ১৯৭৩ সালের শেষদিকে জানতে পারে যে পিএলও আমেরিকানদের ওপর আক্রমণ চালাবে না। চার বছর ধরে তারা নিজেদের মধ্যে আরব বিশ্বের শত্রুদের খবরাখবর সম্পর্কে পরস্পরকে অবহিত রাখে। ওই সময় সিআইএ মধ্য প্রাচ্যের সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে যে সমস্ত রিপোর্ট দেয়, তা আগের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। পরেও তারা এত ভাল রিপোর্ট আর দিতে পারেনি।

১৯৭৮ সালে ইসরাইলীরা '৭২ সালের অলিম্পিক ম্যাসাকারের প্রতিশোধ হিসেবে সালামেহকে হত্যা করলে মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কে বলতে গেলে অন্ধ হয়ে যায় সিআইএ। রিগ্যান যখন প্রেসিডেন্ট হন, তখন ওই অঞ্চলের ব্যাপারে ওয়াশিংটন একেবারেই অন্ধকারে ছিল।

'সময় দীর্ঘ ইন্টেলিজেন্স নগণ্য'

১৯৮২ সালের ১৬ জুলাই, শুক্রবার ছিল সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে জর্জ শুলজের শপথ নেয়ার দিন। সেদিনই লেবাননের এক আন্তর্জাতিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। সেদিন নতুন অফিস থেকে দ্বিতীয় যে টেলিফোন কলটি তিনি করেন, সেটার রিসিভার ছিলেন বব অ্যামেস। এরমধ্যে সিআইএ'র আরব বিশ্বের প্রধান বিশ্লেষকে পরিণত হয়েছেন তিনি।

বব গেটসের মতে সিআইএ'র অফিসারদের মধ্যে অ্যামেস আপন প্রজন্মের সবচেয়ে প্রতিভাধর ছিলেন। বব গেটসের মতে 'ইউনিকলি ট্যালেন্টেড'। দীর্ঘদেহী, হ্যান্ডসাম মানুষ। হাতে তৈরি কাউবয় বুট পায়ে দিতে পছন্দ করেন। ইয়াসির আরাফাত, জর্ডানের বাদশাহ হোসেন ও লেবাননের অন্যান্য নেতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল তাঁর। অ্যামেসের রিক্রুট করা এজেন্টদের মধ্যে ছিল বশির গামায়েল নামে বৈরুতের একজন রাজনৈতিক 'স্ট্রংম্যান', ম্যারোনাইট গোত্রের এক খ্রিস্টান এবং লেবাননের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ের সিআইএ সোর্স।

বৈরুতে এজেন্সির ম্যারোনাইট নেটওয়ার্ক ছিল নিয়ন্ত্রিত। এই গোত্রের ওপর সিআইএ'র ছিল অন্ধ আস্থা আর খুব বেশি নির্ভরশীলতা। তারা বুঝতেই পারেনি সংখ্যালঘু ম্যারোনাইটদের ওপর তাদের এই আস্থা আর নির্ভরশীলতা লেবাননের সংখ্যাগুরুদের মনে কত গভীর ঘৃণা আর ক্রোধের জন্ম দিয়েছে, এবং সেই ক্রোধই ছিল লেবাননের গৃহযুদ্ধ ও ১৯৮২ সালের জুনে লেবাননের ওপর ইসরাইলের সামরিক অভিযান চালানোর রাস্তা খুলে দেয়ার প্রধান কারণ।

যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আগস্ট মাস নাগাদ লেবানন প্রায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাওয়ার দশা হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান, মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমান, সর্বত্র

যুদ্ধ আর যুদ্ধ। আমেরিকা আর ইসরাইলের প্রবল চাপে 'স্ট্রংম্যান' বশির গামায়েলকে লেবাননের পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। সিআইএ এক জাতীয় নেতাকে তাদের পে রোলের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। বশির ব্যক্তিগতভাবে এজেন্সিকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন যে, পিএলও'র সশস্ত্র বাহিনী বিদায় নিলে এবং ইসরাইলি বাহিনী তাদের নিষ্ঠুর শেলিং বন্ধ করলে লেবাননে আমেরিকানরা নিরাপদেই বাস করতে পারবে।

১ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট রিগ্যান মধ্য প্রাচ্যকে রূপান্তরের এক মহা কৌশল ঘোষণা করেন। বব অ্যামেসসহ একটা ছোটো গ্রুপ ছিল এই রূপান্তর পরিকল্পনার মূলে। পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভরশীল ছিল আমেরিকার নেতৃত্বে ইসরাইল, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান ও লেবানন পরস্পর পরস্পরকে আন্তরিক সহযোগিতা করবে, এই প্রতিশ্রুতির ওপর। কিন্তু দুই সপ্তাহ টিকে ছিল এই পরিকল্পনা।

১৪ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট গামায়েল তাঁর অফিসের সামনে পেতে রাখা এক বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। তার প্রতিশোধ হিসেবে ম্যারোনাইট খ্রিস্টানরা ইসরাইলী সৈন্যদের সহায়তায় বৈরুতের রিফিউজি ক্যাম্পের প্রায় সাতশো ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে। নারী ও শিশুদের হত্যা করে পাথর দিয়ে কবর দেয়া হয়। এর ফলে যে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে, তা প্রশমিত করে শান্তি রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট রিগ্যান এক কন্টিনজেন্ট মেরিন পাঠান। কিন্তু শান্তি ছিল না লেবাননে।

মেরিনরা সে দেশে অবতরণ করতেই 'এজেন্সির লোকজন তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া নেটওয়ার্ক নতুন করে প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে,' বলেন লেবাননে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত রবার্ট এস. ডিলন। 'তারা ব্যস্ত ছিল–সম্ভবত কোনো বিপজ্জনক কাজে, ম্যারোনাইটদের সাথে।'

সিআইএ বৈরুত পুনর্নির্মাণে ব্যস্ত ছিল, তাই তাদের চোখে পড়েনি সেখানকার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে আরেকটা শক্তির উন্মেষ ঘটছে। হিজবুল্লাহ নামের এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী গ্রুপের চিফটেইন বা উপজাতীয় সর্দার, ইমাদ মুঘনিয়া নামের এক গুপ্তঘাতক টাকা আর বিস্ফোরক সংগ্রহ এবং তার শিস্যদের ট্রেইনিং দিচ্ছে। উদ্দেশ্য ছিল সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের অপহরণ করা যাতে আমেরিকাকে অন্তত কয়েক বছরের জন্য পঙ্গু করে দেয়া যায়। ইরানে হাজির হয় ইমাদ মুঘনিয়া, যেখানে আয়াতুল্লাহ খোমেনি তাঁর অফিস অব লিবারেশন মুভমেন্টস স্থাপন করছিলেন। সেখান থেকে ইরাক বিজয় করতে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে তাঁর। তারপর পবিত্র কারবালা দখল করে জর্ডান নদীর ওপারের জেরুজালেম দখল করতে যাবেন।

ইমাদ মুঘনিয়ার নাম এখন অনেকেই ভুলে গেছে, কিন্তু এই লোক ছিল ১৯৮০'র দশকের ওসামা বিন লাদেন। এ বই যখন লেখা হচ্ছে, তখন সে ফেরার। কেউ জানে না দুনিয়ার কোন প্রান্তে আছে মুঘনিয়া।

১৯৮৩ সালের ১৭ এপ্রিল, রবিবার। বব অ্যামেস বৈরুতে অবতরণ করে আমেরিকান দূতাবাস ভবনে আসেন। সেখানে জিম লুইসের বাসায় রাতের খাবার খেতে বসেন আরও তিনজন অফিসারের সাথে। জিম লুইস বৈরুতের ডেপুটি চিফ অব স্টেশন। পনেরো বছর আগে লাওসে ধরা পড়ার পর মুক্ত হয়ে হ্যানয় হিলটনে এক বছর ছিলেন তিনি। অ্যামেস পাঁচ বছর থেকে বৈরুতে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁকে আবার পাঠানো হয়েছে গামায়েল নিহত হওয়ায় এজেন্সির যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য। 'তিনি ফিরে আসতে পেরে উচ্ছ্বসিত ছিলেন,' বলেন সিআইএ'র সুজান মর্গান, টেবিলে উপস্থিত অন্য তিন অফিসারের একজন।

সোমবার সকালে অ্যামেস টেলিফোন করেন মর্গানকে, রাতে মেফ্লাওয়ার হোটেলে তাঁর সাথে ডিনারে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। দুপুরে মর্গান বৈরুতের দক্ষিণের সাইডনে যান এক লাঞ্চ পার্টিতে যোগ দিতে। লাঞ্চ শেষে টেবিল পরিষ্কার করা হয়। তারপর মর্গানের হোস্টেস তাকে জানায় একটা রেডিও রিপোর্ট এসেছে। বৈরুতের আমেরিকান দূতাবাসে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। একটা ঘোরের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে বৈরুতে ফিরে আসেন সুজান মর্গান। পুলিশের সাহায্য নিয়ে দূতাবাসে ঢোকেন তিনি। গোটা ভবন মিশে গেছে মাটির সাথে। অ্যামেস ও তাঁর সহকর্মী অফিসারদের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে শক ওয়েভের ধাক্কায়। পাথর, স্টিল আর ছাইয়ের তলায় চাপা পড়ে আছে তাদের দেহ। অ্যামেসের দেহ আড়াইটায় উদ্ধার করা হয়। তাঁর পাসপোর্ট, ওয়ালেট আর বিয়ের আংটি নিজের কাছে রাখেন মর্গান।

সেদিনের বিস্ফোরণে মোট তেষট্টিজনের মৃত্যু হয়। তার মধ্যে এজেন্সির স্টেশন চিফ, তেহরান স্টেশনের ভ্যাটেরান কেন হাস, তাঁর ডেপুটি জিম লুইস, এবং একজন সিআইএ সেক্রেটারি, ফিলিস ফিলাটচি ছাড়া আরও চোদ্দজন ছিল আমেরিকান। সব মিলিয়ে সাতজন সিআইএ অফিসার ও তাদের সাপোর্ট স্টাফ নিহত হয় সেদিন। এজেন্সির ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিন ছিল সেই রবিবার। পরে জানা গেছে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ইমাদ মুঘনিয়া। তাকে সমর্থন দিয়েছে ইরান।

বৈরুত স্টেশনের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ও রবার্ট অ্যামেসের মৃত্যুতে লেবাননে তো বটেই, মধ্য প্রাচ্যের বেশিরভাগ জায়গা থেকেও এজেন্সির গোপন তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বলতে গেলে একেবারেই শেষ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তখন ইসরাইলে দায়িত্ব পালনরত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, স্যাম লুইস বলেন, 'তারপর থেকে আমাদেরকে বহুদিন পর্যন্ত যৎসামান্য ইন্টেলিজেন্স নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এই ঘটনা আমাদের ইসরাইলী ইন্টেলিজেন্সের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে।' স্নায়ু যুদ্ধের বাকি সময় মধ্য প্রাচ্যকে ইসরাইলের চোখ দিয়ে দেখেছে আমেরিকা।

এখন বৈরুত আমেরিকার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু সিআইএ'র সূত্রবিহীন রিপোর্টে তার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। আমেরিকানরা খ্রিস্টানদের পক্ষ নিয়েছে, আমেরিকান বোমারুগুলো মুসলমানদের ওপর বোমা ফেলে এবং আমেরিকান জাহাজ রোজ এক টন করে বোমা ফেলে লেবাননের পাহাড়ে, কোথায় বোমাগুলো পড়ছে না জেনেই। হোয়াইট হাউজ কোথায়, কেন কি ঘটছে, সে বিষয়ে কিছু না জেনেই মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

অক্টোবর ২৩, ১৯৮৩। এইদিন ইমাদ মুঘনিয়ার অনুসারীরা বৈরুতের আন্তর্জাতিক এয়ার পোর্টের আমেরিকান ব্যারাকে ট্রাক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ২৪১ জন মেরিনকে হত্যা করে। ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার ওয়েপনস বিস্ফোরণের ধাক্কা যে পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়, তাতে সেই বিস্ফোরণের ধাক্কা ছিল প্রায় কিলোটন সমান।

'সম্পূর্ণ অন্ধকারে কাজ করা'

বৈরুতে ভয়াবহ হামলার ছত্রিশ ঘণ্টা পর, যখন বলতে গেলে মৃত আর আহতদের সংখ্যা গুণে নিশ্চিত করার কাজ শেষ হয়নি; হোয়াইট হাউজ, পেন্টাগন আর সিআইএ একযোগে আমেরিকানদের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে ক্যারিবিয়ানের ছোট্ট এক দ্বীপ, গ্রেনাডার এক মার্কসবাদী গ্রুপের সশস্ত্র হামলার দিকে। দ্বীপটিতে স্থানীয়দের সাথে মিলিটারি নির্মাণ শ্রমিকদের একটা কিউবান ব্রিগেডও থাকে।

দ্বীপটির শাসক, মরিস বিশপ কিছুদিন আগে প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হন। 'এর ফলে আমরা সেই দ্বীপে পা রাখার সুযোগ পেয়ে যাই,' বলেন ডুয়েন ক্লারিজ, এজেন্সির ল্যাটিন আমেরিকান ডিভিশনের চিফ ও গ্রেনাডায় সামরিক অভিযান চালানোর তিনজন মূল পরিকল্পনাকারীর একজন।

'গ্রেনাডা সম্পর্কে আমাদের ইন্টেলিজেন্স যাকে বলে একেবারে যাচ্ছেতাই,' বলেন ক্লারিজ। 'এখানে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে কাজ করছি।' অন্ধকার থেকে বিভ্রান্তির সৃষ্টি, তারপর প্রতিপক্ষের হাতে উনিশজন আমেরিকানের মৃত্যু। বদলা নিতে আমেরিকানরা প্লেন থেকে দ্বীপে বোমা ফেলে জায়গা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়েই। তার ফলে এক মানসিক হাসপাতালের কমপক্ষে একুশজন রোগী মারা যায়।

সিআইএ এই দ্বীপে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা পাকা করে বার্বাডোজের এক হোটেলে বসে। ক্লারিজের ডেপুটি তাঁর স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রতিপক্ষ, টনি গিলেসপি'র হাতে সিআইএ'র নতুন গ্রেনাডিয়ান সরকার সম্পর্কিত প্রস্তাব তুলে দেন। 'সিআইএ'র পরিকল্পনা ছিল—সেখানে একটা নতুন সরকারকে ক্ষমতায়

বসানোর,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে বলেন গিলেসপি। 'এটা টপ সিক্রেট লিস্ট। সব ধরনের কোড ওয়ার্ড আছে এটায়।' তিনি ওই অঞ্চলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ কূটনীতিককে দেখান। 'তারা এটা দেখে শূন্যে হাত ছোড়ে। বলে, "এটায় ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের সবচেয়ে খারাপ কিছু লোকের নাম আছে। আপনি তাদেরকে এই দ্বীপের ধারেকাছেও যেতে দিতে পারেন না। সবচেয়ে বাজে... নারকোটিক পাচারকারী... জঘন্য বদমাশ।"

এই দুর্বত্তদের সিআইএ নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে পুষত। অ্যালেন ডালেস যেমন নিজের বিশ্লেষণের মূল্য কাগজের ওজন অনুযায়ী বিচার করতেন, তাঁর অনুসারীরা তেমনি গোপন ইনফর্মেশনের বিশুদ্ধতা পরিমাপ করত তা অর্জনে কি মূল্য দিতে হয়েছে, তা বুঝে। বৈরুত, বার্বাডোজ বা বিশ্বের আর সবখানে এভাবেই কাজ হয়েছে।

গ্রেনাডার স্বাধীনতা যে সুন্দর কম্পনের প্রতিধ্বনি তুলতে শুরু করেছিল, ১৯৮৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বৈরুত থেকে অবশিষ্ট আমেরিকান মেরিনদের শেষবারের মত বিদায়ের সাথে সাথে তা মিলিয়ে যেতে শুরু করে। তাদেরকে যে আশায় লেবাননে মোতায়েন করা হয়েছিল, নির্ভুল ইন্টেলিজেন্সের অভাবে তা ভেস্তে গেছে। মিশন বৈরুত ছাড়তে বাধ্য হয় ২৬০ জন আমেরিকান সৈন্য ও স্পাইয়ের দেহাবশেষ রেখে।

লেবাননে সিআইএ'র নতুন 'চোখ' হওয়ার হিম্মত আছে, বৈরুতের জন্য এরকম উপযুক্ত একজন স্টেশন চিফের খোঁজে অনেকদিন ধরে অনুসন্ধান চালান বিল কেসি। শেষ পর্যন্ত যাকে মনে ধরে সে একজন অভিজ্ঞ, তবে বয়স্ক অফিসার। বিল বাকলি তাঁর নাম। যিনি আগে বৈরুতে কাজ করেছেন এবং যাঁর কভার ফাঁস হয়ে গেছে। কেসি তাঁকেই আবার বৈরুতে পাঠাবেন ঠিক করলেন।

শেষ মেরিনটি লেবাননের মাটি ছাড়ার আঠারোদিন পর, অফিসে যাওয়ার পথে অপহরণ করা হয় সেই বিল বাকলিকে।

'অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন'

জিম্মি প্রশ্নে কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে সিআইএ'র। তাদের একজন অফিসার চল্লিশ দিন বন্দি থাকার পর ক'দিন আগে মুক্তি পেয়েছেন।

টিমোথি ওয়েলস চৌত্রিশ বছরের এক ভিয়েতনাম ভেটেরান। যুদ্ধে আহত হয়েছিল সে। ১৯৮৩ সালে তাকে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় পাঠানো হয়। দেশটির শাসক ছিল এক মার্কসবাদী একনায়ক, হাইলে মেঙ্গিসতু। তাঁর প্রাসাদের গার্ড বাহিনী মস্কোর বাছাই করা এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে একদল পূর্ব জার্মান ইন্টেলিজেন্স অফিসার। ওয়েলসের জন্য সেটা ছিল সিআইএ'র হয়ে দ্বিতীয় ডিউটি টুর। তার প্রতি নির্দেশ ছিল আদ্দিস আবাবায় রাজনৈতিক হাঙ্গামা সৃষ্টি করার। 'রোনাল্ড রিগ্যানের স্বাক্ষর করা প্রেসিডেনশিয়াল ম্যান্ডেট ছিল সেটা,' বলেন ওয়েলস। 'তাতে নির্দেশ ছিল, আমাকে ও দেশের গজবপড়া সরকার উৎখাত সাহায্য করতে হবে।'

দশ বছর আগে পিএলও'র বন্দুকধারীরা যখন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ও বিদায়ী শার্জ ডি'অ্যাফেয়ারকে একটা রিসেপশন পার্টি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, ওয়েলস তখন খার্তুমের আমেরিকান এমব্যাসির মেরিন গার্ড ছিলেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন এ বিষয়ে কোনোরকম কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেননি। সেই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা ওয়েলসের জীবন বদলে দেয়। তিনি দেশে ফিরে কলেজে ভর্তি হন এবং সিআইএ'তে যোগ দেন। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের জন্য আঠারো মাসের কঠোর প্রশিক্ষণ নেন, তারপর ইউগান্ডায় দুই বছরের টুর সেরে ইথিওপিয়ায় আসেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কমার্শিয়াল অফিসারের ছদ্ম পরিচয়ে। তখন দেশটির সাথে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন ছিল না।

প্রেসিডেন্ট কার্টারের সময় দেশটির নির্বাসিতদের একটা গ্রুপ, ইথিওপিয়ান পিপল'স ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সকে আর্থিক সহায়তা দেয়ার একটা ক্ষুদ্র কভার্ট অ্যাকশন প্রকল্প ছিল সিআইএ'র। রোনাল্ড রিগ্যানের সময় সেটা ক্ষুদ্র থেকে বিশাল নো-হোল্ডস-বারড্-মাল্টিমিলিয়ন-ডলার অ্যাফেয়ারে পরিণত হয়। ওয়েলস সে দেশে উত্তরাধিকারসূত্রে একটা নেটওয়ার্কের রক্ষক ছিল যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বেশ কয়েকজন ইথিওপিয়ান বুদ্ধিজীবী, প্রফেসর ও ব্যবসায়ী। ওয়েলসের সন্দেহ হলো দলটির মধ্যে হাইলে মেঙ্গিতসুর সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যরা ঢুকে পড়েছে।

ওয়েলসের কাজ ছিল গ্রুপের সদস্যদেরকে টাকা ও সরকারবিরোধী প্রচারণাপত্র সরবরাহ করা। প্রচারণাপত্র লিখতেন দেশের নির্বাসিত, সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তাঁর পোস্টার, প্যাম্ফলেট, বাম্পার স্টিকার ইত্যাদি দূতাবাসের ডিপ্লোম্যাটিক পাউচে আসত। স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকের তুলনায় সিআইএ'র পার্সোনেল দ্বিগুণ ছিল দূতাবাসে।

এক সময় ওয়েলস টের পান তাঁকে অনুসরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমাকে শনাক্ত করতে ওদের এত সময় লাগল দেখে ভারী অবাক হয়েছি আমি।'

১৯৮৩ সালের ২০ ডিসেম্বর। ওয়েলসের তত্ত্বাবধানে শহরের উচ্চ মধ্যবিত্ত পাড়ার এক বাড়িতে সরকার বিরোধীদের গোপন মিটিং চলার সময় মেঙ্গিতসুর গুণ্ডা বাহিনী হামলা চালিয়ে তিন নেতাকে ধরে ফেলে। তাদের একজন আটাত্তর বছর বয়সী, প্রয়াত সম্রাট হাইলে সেলাসির এইড; একজন পঞ্চাশ বছর বয়সী ব্যবসায়ী ও তার ভাগ্নি, এক জীববিজ্ঞানী। বাড়িটার এক কুজিটে প্রচারণাপত্র লুকিয়ে রাখা হত। ওয়েলস সেটার মধ্যে দুই রাত, দুই দিন আত্মগোপন করে থাকেন। তারপর মেঙ্গিতসুর প্রাসাদ গার্ডরা তাঁকে খুঁজে বের করে।

তিন ভিন্নমতাবলম্বী আর ওয়েলসের ওপর নির্যাতন শুরু করে তারা। ইথিওপিয়ান তিনজন গার্ডদের প্রচণ্ড মার সহ্য করতে না পেরে স্বীকার করে যে ওয়েলস সিআইএ'র অফিসার। এরপর চোখ বেঁধে ফেলা হয় ওয়েলসের। গাড়িতে করে অজ্ঞাত এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। বড়দিনের ছুটিতে তাকে আদ্দিস আবাবার দক্ষিণের এক সেফ হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। জায়গাটার নাম নাজরেত। সেখানে টানা পাঁচ সপ্তাহ কঠিন নির্যাতন চালানো হয় তার ওপর। ওয়েলসের খুলিতে চিড় ধরে যায়, কাঁধের হাড় স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে।

'নিজের পশ্চাৎদেশ ভাজা হওয়া থেকে বাঁচাতে এই আমেরিকান গোটা প্রজেক্ট ফাঁস করে দেয়। সব শেষ হয়ে যায়,' বলেছেন জোসেফ পি. ও'নিল, আমেরিকান দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন। ওয়েলসের স্বীকারোক্তির জন্য অনেক ইথিওপিয়ান জেলে যায়, অনেকে নির্যাতনের শিকার হয়। অনেকের মৃত্যুও হয়।

পাঁচ সপ্তাহের নির্যাতন শেষ হতে ইথিওপিয়ানরা নাইরোবির ইসরাইলি দূতাবাসের মাধ্যমে খবর পাঠায় তারা একজন সিআইএ অফিসারকে বন্দি করেছে। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান তাঁর একজন বিশেষ দূতকে পাঠিয়ে দেন ওয়েলকে দেশে ফিরিয়ে আনতে।

৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪। প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের জরুরি নির্দেশ পেয়ে আফ্রিকা থেকে আদ্দিস আবাবায় ছুটে আসেন সিআইএ'র সাবেক ডেপুটি ডিরেক্টর, গেঁটে বাতে জর্জরিত সাতষট্টি বছরের অ্যাম্বাসাডর-অ্যাট-লার্জ, জেনারেল ওয়াল্টার্স ভারনন। প্লেন ল্যান্ড করতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কোনোমতে নেমে আসেন তিনি। নিজেকে ভরে দেন অপেক্ষমাণ গাড়ির ব্যাক সিটে। সাগরের পিঠ থেকে ৮,৩০০

ফুট ওপরের পাতলা বাতাসে ঠিকমত দম নিতে না পেরে হাঁপাচ্ছেন।

'মেঙ্গিতসুকে কি বলবেন?' জিজ্ঞেস করনে ও'নিল, আমেরিকান দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন।

'বলবো ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিস্টার টিমোথি ওয়েলসকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী,' জবাব দেন জেনারেল।

এরপর ওয়াল্টার্স আসমারার প্রেসিডেনশিয়াল প্রাসাদে যান মেঙ্গিতসুর সাথে দেখা করতে। মেঙ্গিতসু তার উদ্দেশে তিন ঘণ্টা ভাষণ দেন ইথিওপিয়ার ইতিহাস নিয়ে। পরদিন ওয়েলসকে ছেড়ে দেয়া হয়। এরমধ্যে তার চুল ধূসর হয়ে গেছে। মেঙ্গিতসুর লোকদেরকে তিনি স্থানীয় সিআইএ স্টেশনের বাকি চার সদস্যের নাম-ধাম সব জানিয়ে দিয়েছেন। আদ্দিস আবাবার প্রধান ইংরেজি দৈনিক, *ইথিওপিয়ান হেরাল্ড*-এ বিষয়টা হেড লাইন হয় : COUNTER REVOLUTIONARY ELEMENTS CAUGHT RED-HANDED (প্রতি-বিপ্লবী উপাদান হাতেনাতে ধরা পড়েছে)।

খবরের সাথে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে একটা ছবি ছাপা হয় : ১৮ জন ভীত-সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত ইথিওপিয়ান একটা লম্বা টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলে স্তূপ হয়ে আছে বিভিন্ন অস্ত্র, প্যাম্ফলেট আর অডিও ক্যাসেট। সবার না হলেও ছবির অনেকেরই মৃত্যু হয় বন্দি অবস্থায়।

লিয়ার জেটে করে ওয়াশিংটনে ফিরে আসেন টিমোথি ওয়েলস। একদল সিআইএ অফিসার তাকে রিসিভ করতে আসেন। স্বাগতম জানাতে নয়, বিশ্বাসঘাতক সন্দেহ করে। তাঁকে ভার্জিনিয়া উপ-শহরের এক সেফ হাউজে নিয়ে যায় লোকগুলো। সেখানে ছয় সপ্তাহ ধরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। 'আমি যদি বন্দি থাকতে চাইতাম, তাহলে ইথিওপিয়াতেই থাকতে পারতাম,' ওয়েলস বলেন তাদেরকে।

'আমি এজেন্সিতে ভর্তি হতে চেয়েছি তারা নিজেদের স্বার্থ নিজেরা সুরক্ষা করে বলে। কিন্তু আমার ভাল-মন্দের দিকে তারা কখনও নজর রাখেনি। তারা ধরে নিয়েছে আমি মুখ খুলেছি বলে আমি বিশ্বাসঘাতক। আমাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। গোটা বিষয়টা আমার জন্য ভয়াবহ ছিল।' ওয়েলস মারধরের সেই ব্যথা বিশ বছর পরও অনুভব করেছেন।

ওয়েলস ধরা পড়ার সময় আদ্দিস আবাবার আমেরিকান শার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স ছিলেন ডেভিড কর্ন। তিনি বলেন, 'কার্টারের আমলে শুরু হওয়া অতি ক্ষুদ্র একটা কভার্ট অপারেশনকে বিশাল আকার দেন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান। কিন্তু সেটা বেশিদিন গোপন রাখা যাবে বলে কখনও মনে হয়নি। আমি জানতাম, ইথিওপিয়ার সরকার যদি আমাদের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করে, তাহলে ওটার কথা একদিন না একদিন জানাজানি হবেই। হয়েছেও তাই।'

‘কেমন ধরনের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি চালান?’

৭ মার্চ, ১৯৮৪। বৈরুতের সিএনএন বুরো চিফ জেরেমি লেভিনকে অপহরণ করা হয়। দু' দিন পর, ১৬ মার্চ উধাও হয়ে যান বিল বাকলি, সিআইএ'র স্টেশন চিফ। ৮ মে রেভারেন্ড বেঞ্জামিন ওয়ের নামে এক প্রেসবাইটেরিয়ান মিশনারী শহরের ব্যস্ত রাজপথ থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে যান। এভাবে মোট ১৮ জন আমেরিকানকে অপহরণ করা হয় রিগ্যানের আমলে।

তবে বিল বাকলির বিষয়টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় ডিরেক্টর বিল কেসির বিবেচনায়। কেননা তাঁকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে একা তাঁরই। বাকলির ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে, এরকম একটা ক্যাসেট প্রেসিডেন্ট রিগ্যানকে বাজিয়ে শোনান বিল। তার প্রতিক্রিয়া হয় গভীর।

সিআইএ কমপক্ষে ডজনখানেক পরিকল্পনা তৈরি করে বাকলিকে মুক্ত করার, কিন্তু প্রয়োজনীয় ইন্টেলিজেন্সের অভাবে তার একটাকেও কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। হতাশ হয় ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস। উঠেপড়ে লাগে ইমাদ মুঘনিয়াকে পাল্টা অপহরণের চেষ্টায়। সরকারের কাউন্টার টেররিজম কোঅর্ডিনেটর, রবার্ট ওকলি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট রিগ্যান মুঘনিয়াকে অপহরণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।’ সিআইএ'র ধারণা ছিল মুঘনিয়া প্যারিসে আছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী ফরাসি ইন্টেলিজেন্স প্যারিসের নির্দিষ্ট একটি হোটেলে হানা দেয়, সিআইএ'র ধারণা ছিল ওই হোটেলেই লোকটাকে পাওয়া যাবে। কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সী লেবাননী সন্ত্রাসীর বদলে সেখানে পাওয়া যায় পঞ্চাশ বছরের এক স্প্যানিশ টুরিস্টকে।

কাউন্টার টেররিজম ঠেকানোর নামে প্যারিসে যে সমস্ত সোর্সকে সিআইএ ব্যবহার করত, তাদের একজন ছিল ইরানী জোচ্চোর বা প্রতারক। এক সময় শাহের গুপ্ত পুলিশ সাভাকের এজেন্ট ছিল। তার নাম মানুচেহের ঘরবানিফার। পেশায় রাজনৈতিক কুচক্রী (হুইলার-ডিলার)। মোটা, মাথায় টাক, থুতনিতে ছাগলে দাড়ি। বাহারী সুট পরে চলাফেরা করে। সাথে অন্তত তিন সেট ভুয়া পাসপোর্ট থাকে তার। শাহের পতনের পর ইরান থেকে পালিয়ে আসে ঘরবানিফার। সিআইএ আর ইসরাইলী ইন্টেলিজন্স, মোসাদের কাছে সন্দেহজনক তথ্য বিক্রি করে আসছে তখন থেকে। ঘটনা ঘটার পর তার প্রকৃতি আঁচ করতে পারার নিজস্ব একটা ধারা আছে এই লোকের। তবে টাকা দেয়ার আগে তার দেয়া তথ্য ঠিক কি না, তা সতর্কতার সাথে যাচাই করে নেয়া হয়।

বাকলিকে যেদিন অপহরণ করা হয়, তার পরদিন লোকটা প্যারিসের সিআইএ অফিসারের সাথে দেখা করে জানায় তার কাছে বাকলি সম্পর্কে খবর আছে। সত্যতা নিশ্চিত হতে তিনবার তাকে লাই-ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। শেষবার

সে নিজের নাম ও জাতীয়তা বাদে আর সব প্রশ্নের জবাব দেয়। অবশেষে জুলাই মাসের ২৫ তারিখ সিআইএ ঘরবানিফারকে আখ্যা দেয় অতি দক্ষ মিথ্যাবাদী ও 'একজন চতুর নকলবাজ এবং উপদ্রব' বলে। সিআইএ তার নামে বিশ্বের সব দেশের ইন্টেলিজেন্সের কাছে একটা দুর্লভ বার্ন নোটিশ পাঠায়। যাতে বলা হয় : মানুচেহের ঘরবানিফারের কাছে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যাবে না। তার একটা কথাও বিশ্বাসযোগ্য না। তারপরও নভেম্বরের ১৯ তারিখ সে কৌশলে সিআইএ'র ভ্যাটেরান টেড শ্যাকলিকে হামবুর্গের একটা চার-তারকা হোটেলে নিয়ে যায় বিশেষ আলোচনার জন্য।

নিষ্ঠুর উচ্চাভিলাষী শ্যাকলি ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড পদ পর্যন্ত উঠেছিলেন, তারপর অ্যাডমিরাল টার্নারের চাপে পাঁচ বছর আগে বাধ্যতামূলক অবসরে যেতে বাধ্য হন। এজেন্সিতে অসততার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই লোক। এখন কাজ করছেন প্রাইভেট ইন্টেলিজেন্সের দালাল হিসেবে। ঘরবানিফারের মত গোপন সংবাদ বিক্রি করে। হামবুর্গে অনেক নির্বাসিত ইরানীর সাথে তিনি ঘরবানিফারের মধ্যস্থতায় গোপনে বৈঠক করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দূত হিসেবে। ঘরবানিফার তাঁকে জানায় আমেরিকান জিম্মিদের মুক্তি করার কৌশল সম্পর্কে। সে প্রস্তাব দেয়, সে মোসাদের সাথে পার্টনারশিপে একটা ট্রেডিং ফার্ম চালায় স্টার লাইন নামে। আমেরিকা সেটার মাধ্যমে ইরানে মিসাইল পাঠাতে পারে। তাহলে ইরানের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। প্রাইভেট ট্রেডারদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার মুনাফা হবে, এবং আমেরিকান জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য বড় অঙ্কের মুক্তিপণও তা থেকে আদায় করা যাবে। তাদের এই আলোচনার কথা শ্যাকলি জানান ভারনন ওয়াল্টার্সকে। তিনি জানান এজেন্সির কাউন্টার টেররিজম জার, রবার্ট ওকলিকে।

৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৪। বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিয়ান পিটার কিলবার্নকে অপহরণ করা হয়। ওয়াশিংটনে আমেরিকান জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানান তাদের মুক্তি জন্য কিছু করতে। তাদের কান্নায় বিচলিত হন রিগ্যান। তিনি বারবার কেসিকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, এ বিষয়ে সিআইএ কি করছে। 'প্রেসিডেন্ট অনেক আগে থেকেই জিম্মিদের মুক্তি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। বুঝতে পারছিলেন না সিআইএ কেন তাদের অবস্থান বের করে তাদেরকে উদ্ধার করতে পারছে না,' বলেন বব গেটস।

'তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য তিনি কেসির ওপর ক্রমেই চাপ বাড়াচ্ছিলেন। তাঁর চাপ অগ্রাহ্য করা কঠিন ছিল। জনসন বা নিক্সনের মত চেঁচামেচি করা বা অভিযোগ তোলা, এ ধরনের কিছু করেন না রিগ্যান। পরিহাসের দৃষ্টিতে তাকান, তাতে বেদনার আভাস থাকে। তারপর অনুরোধ করেন, 'লোকগুলোকে যে ভাবে হোক মুক্ত করতে হবে আমাদেরকে,' প্রায় প্রতিদিন একই অনুরোধের প্রতিধ্বনি চলত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস।

যার আড়ালে থাকে একটা অনুচ্চারিত অভিযোগ, '*হোয়াট দ্য হেল কাইন্ড অব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ইউ রানিং ইফ ইউ কা'ন্ট ফাইন্ড অ্যান্ড রেসকিউ দিজ আমেরিকানস*' (আপনারা কেমন ধরনের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি চালান যে এইসব আমেরিকান জিম্মির অবস্থান জেনে তাদেরকে উদ্ধার করতে পারেন না)?'

'এটা আমাদের নিজেদের তৈরি'

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর। প্রেসিডেন্ট হিসেবে রিগ্যানের দ্বিতীয় দফা শপথ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ওয়াশিংটন। ঘরবানিফার অস্ত্রের বিনিময়ে আমেরিকান জিম্মি মুক্তির যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তা এখনও বলবৎ আছে। কেসি বিষয়টাকে জিইয়ে রেখেছেন। সেই মাসেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দেন সিআইএ'র উচিত নিজের সেন্ট্রাল আমেরিকার যুদ্ধের খরচ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা টাকায় চালানো। তিনি প্রায় ছয় মাস ধরে হোয়াইট হাউজকে এই আইডিয়া গেলানোর চেষ্টায় ছিলেন।

নির্বাচনের ক'দিন আগে কংগ্রেস আইন পাশ করে–যুদ্ধে সরকারি টাকা বরাদ্দ করা বেআইনী। কিন্তু সে আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ভেতরের দুটো বিভ্রান্তি। প্রথমটা হচ্ছে ব্যর্থতা। সিআইএ'র প্যারামিলিটারি বিশেষজ্ঞদের ছোটখাটো যে রিজার্ভ ছিল, বিল কেসি যেহেতু তার পুরোটাই সেন্ট্রাল আমেরিকার পিছনে ব্যয় করে ফেলেছেন, 'সেহেতু এজেন্সিকেই উপযুক্ত মানুষ খুঁজে বের করতে হবে তাদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য,' বলেন এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর ম্যাকমাহন। 'এ কাজ করানো হয়েছে বিশেষত ভিয়েতনাম ফেরত স্পেশাল ফোর্সেস-এর রিটায়ার্ড সদস্যদের দিয়ে।'

এই ভ্যাটেরানদের একজনের কাছে পুরনো একটা কমিকের বই ছিল যেটার সাহায্যে ভিয়েতনামী চাষাভুষাদের শেখানো হত মেয়র, পুলিশ চিফ এবং মিলিশিয়াকে হত্যা করে কিভাবে গ্রামের দখল নিতে হয়। সিআইএ সেই বইটিকে স্প্যানিশে অনুবাদ করিয়ে *কন্ট্রা* বিদ্রোহীদের মাঝে বিলি করে। বিষয়টা সাধারণ মানুষের মধ্যেও জানাজানি হয়ে যায় এবং এজেন্সির কিছু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার মনে হয় 'কেউ তাদের বিরুদ্ধে কভার্ট-অ্যাকশন শুরু করতে যাচ্ছে,' বলেন ম্যাকমাহন। 'এটা ছিল একেবারেই অবাস্তব। পরে জানা গেল কাজটা আমাদেরই ভেতরকার। তিনি কমিক বুক নিয়ে পাঁচজন সিনিয়র অফিসারকে তিরস্কার করে চিঠি দেন। তিনজন তাতে স্বাক্ষর করতে রাজি হননি। এই অপরাধের জন্য তাদের কোনো শাস্তি হয়নি।

এরপর আসে মাইন প্রসঙ্গ। নিকারাগুয়ার অর্থনীতির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, বিল কেসি তার সবটুকু মাইনিং করার অনুমতি দেন। যা ছিল যুদ্ধ ঘোষণারই শামিল।

কন্ট্রা গেরিলাদের জন্য বরাদ্দ টাকার সূত্র ফুরিয়ে আসতে শুরু করায় এটা বেরিয়েছে নগদ টাকার জন্য মরিয়া ডুয়েন ক্লারিজের মাথা থেকে। 'এক রাতে আমি বাসায় বসে ছিলাম, জিন পান করছি– তখন নিজেকে বললাম, মাইনগুলোই আমার সমস্যার সমাধান হতে পারে,' বলেন ক্লারিজ। তিনি কংগ্রেসকে এ খবর জানিয়েছেন অস্পষ্ট কণ্ঠে, বিড়বিড় করে। ইন্টেলিজেন্স কমিটির রিপাবলিকান চেয়ারম্যান, ব্যারি গোল্ডওয়াটার তা নিয়ে বেশ হই-চই ফেলে দিয়েছিলেন। এ জন্য সিআইএ'র অফিসাররা তাঁকে নির্বোধ মাতাল বলে তিরস্কার করে।

কেসির নানান কূট-কৌশলের কারণে সতর্ক কংগ্রেস *কন্ট্রা*দের জন্য বিশেষ করে কোনো তৃতীয় দেশ থেকে তহবিল সংগ্রহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারপরও কেসি সউদি আরব থেকে ৩২ মিলিয়ন এবং তাইওয়ান থেকে ২ মিলিয়ন ডলার জোগাড় করেন। এজেন্সি পরিচালিত এক সুইস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তোলা হয় সে টাকা। কিন্তু সেটা ছিল সাময়িক অবলম্বন।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে, রিগ্যানের দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতে এজেন্সির ডিরেক্টর প্রেসিডেন্টর তরফ থেকে দুটো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশের মুখোমুখি হন। আমেরিকান জিম্মিদের মুক্ত করুন। *কন্ট্রা*কে রক্ষা করুন।

ক্যাসি জীবনকে দেখতেন এন্টারপ্রাইজ হিসেবে। তিনি বিশ্বাস করতেন রাজনীতি, নীতি, কূটনীতি এবং ইন্টেলিজেন্স, সবই শেষ পর্যায়ে গিয়ে ব্যবসায়িক ডিলে পরিণত হয়। তিনি দেখতে পান জিম্মি সঙ্কট ও *কন্ট্রার* টাকার সমস্যা ইরানীদের সাথে দর কষাকষির মাধ্যমে কিভাবে সমাধান করা যায়। কেসি স্বয়ং ইরানের অপারেশনসমূহ পরিচালনা করতে পারলে খুশি হতেন, কিন্তু সেখানে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ডাহা মিথ্যুক মানুচেহের ঘরবানিফার। সে ছাড়া ইরানের সাথে যোগাযোগ রাখার মত আর কোনো চ্যানেল তার ছিল না সিআইএ'র। *কন্ট্রা*দের সম্পূর্ণ একা রক্ষা করতে পারলেও খুশি হতেন কেসি, কিন্তু আইন করে সিআইএ'র সে পথও রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান ছিল সরকারের বাইরে থেকে এই দুই অপারেশন চলানো।

যেটাকে চূড়ান্ত কভার্ট অ্যাকশন বলে বিশ্বাস করে, সেটাকেই ধারণ করেছিলেন বিল কেসি। কিন্তু মাত্র দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তার উৎপত্তি এবং ধ্বংস, দুটোই সম্পন্ন হয় এবং তা প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং খোদ সিআইএ'কে পর্যন্ত আরেকটু হলে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়।

'অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি,' অতীত প্রতিফলিত হয় বব গেটসের কণ্ঠে। 'নিজের, প্রেসিডেন্টের এবং সিআইএ'র, সবার বারোটা বেজে যেত আরেকটু হলে।'

‘বিশ্বস্ত লোকের বিশ্বস্ত লোক’

জুন ১৪, ১৯৮৫। লেবাননভিত্তিক হেজবুল্লাহ এথেন্স থেকে রোম হয়ে নিউ ইয়র্কগামী টিডাব্লিউএ'র একটি প্লেন, ফ্লাইট নম্বর ৮৪৭ হাইজ্যাক করে বৈরুতে নিয়ে যায়। সেখানে প্লেনটির যাত্রী, ইউ.এস. নেভির এক ড্রাইভারকে মথায় গুলি করে মৃতদেহ ফেলে দেয়া হয় টারমাকে। বিশ মাস আগে যেখানে ২৪১ জন আমেরিকান মেরিনকে হত্যা করা হয়েছিল, জায়গাটা সেখান থেকে বেশি দূরে নয়।

হাইজ্যাকাররা বাকি যাত্রীদের প্রাণের বিনিময়ে কুয়েতের জেলখানায় বন্দি ১৭ জন সন্ত্রাসীর মুক্তি দাবি করে, যাদের একজন ইমাদ মুঘনিয়ার শালা। এছাড়া ইসরাইলের বিভন্ন জেলখানায় আটক আরও ৭৬৬ জন লেবাননীর মুক্তিও দাবি করে। প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের চাপের মুখে তিনশো বন্দিকে ছেড়ে দেয় ইসরাইল। হোয়াইট হাউজের অনুরোধে ইরানী পার্লামেন্টের স্পিকার, আলী আকবর হাশেমী রাফসানজানি ঘটনার সাথে জড়িত হাইজ্যাকারদের সাথে আলোচনায় মধ্যস্থতা করেন।

এই অগ্নিপরীক্ষায় বিল কেসির একটা শিক্ষা হয় : প্রেসিডেন্ট রিগ্যান সন্ত্রাসীদের সাথে আপোষে অনাগ্রহী নন।

একই সপ্তাহে ইরানী হুইলার-ডিলার, মানুচেহের ঘরবানিফার ইরান-আমেরিকান আর্মস ট্রাফিকিংয়ের অন্যতম অভিযুক্ত, রাফসানজানির এক আত্মীয়ের মাধ্যমে সিআইএ'র ডিরেক্টর একটা বার্তা পান। উৎসাহব্যঞ্জক ছিল সেটা : জিম্মিরা হেজবুল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আছে। হেজবুল্লাহ ইরান দ্বারা প্রভাবিত। ইরানের সাথে অস্ত্র চুক্তি হলে আমেরিকান জিম্মিরা মুক্তি পেতে পারে।

১৯৮৫ সালের ১৮ জুলাই বিল কেসি সতর্কতার সাথে এই প্রস্তাব প্রেসিডেন্টের কানে তোলেন। রিগ্যান তাঁর ডায়রিতে লেখেন : ‘এটা আমাদের সাতজন অপহৃত নাগরিককে উদ্ধার করার একটা সুযোগ হতে পারে।’ ৩ আগস্ট বিল কেসিকে প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করার চূড়ান্ত নির্দেশ দেন প্রেসিডেন্ট।

এরপর ইসরাইল ও ঘরবানিফার দুই শিপমেন্টে মোট ৫০৪ টা TOW মিসাইল পাঠায় তেহরানে। ইরানীরা প্রতিটা মিসাইলের জন্য প্রায় ১০ হাজার ডলার করে দেয়। মধ্যস্থতাকারী মোটা অঙ্কের কমিশন পকেটে ভরে। মিসাইলগুলো যায় ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর হাতে। ১৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় চালানের অস্ত্র পৌঁছার

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রেভারেন্ড বেঞ্জামিন ওয়েইর ষোলো মাসের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পান।

রিগ্যানের পররাষ্ট্র নীতির দুটো স্তম্ভ – সন্ত্রাসীদের সাথে কোনো আপোষ নয়, এবং ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি নয়, দুটোই গোপনে ভেঙে পড়ল।

তিন সপ্তাহ পর ঘরবানিফার আরেক বার্তা পাঠায় : বাকি ৬ জন জিম্মি মুক্তি পেতে পারে কয়েক হাজার আমেরিকান HAWK এন্টি-এয়ারক্র্যাফট মিসাইলের বিনিময়ে। প্রতিটা মিসাইলের দাম যা-ই হোক ; তিনশো, চারশো, পাঁচশো ডলার, দেয়া হবে। ১৪ নভেম্বর কেসি ও ম্যাকমাহন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর রবার্ট ম্যাকফার্লেন ও তাঁর ডেপুটি, জন পয়েনডেক্সটারের সাথে বৈঠক করেন। সবাই ধরে নেন ইরানী সেনাবাহিনীর যে দলটা আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে ক্ষমতা থেকে হটাতে চায়, ইসরাইল হয়ত তাদেরকে মিসাইলগুলো দেবে। কিন্তু বিষয়টা সেরকম ছিল না। সেটা ছিল ঘরবানিফার ও তার ইসরাইলী মিত্রদের বাড়তি রোজগারের একটা ফন্দি।

ডিরেক্টর কেসি এ কাজের মিডলম্যানের ওপর নজরদারী করতে একজন রিটায়ার্ড জেনারেল, বর্তমানে প্রাইভেট আর্মস ডিলার রিচার্ড সেকর্ডকে মনোনীত করেন। অনুগত সৈনিক ছিলেন সেকর্ড, কংগ্রেসকে আড়াল করে বিশ্বস্ততার সাথে কন্ট্রাকে অস্ত্র আর টাকা জোগান দিয়ে গেছেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তাঁর দায়িত্ব ছিল অস্ত্র ব্যবসার লাভ সঠিক হতে পড়ে কি না তা নিশ্চিত করা।

'এত বেশি মূল্যবান নয়'

শুক্রবার, ২২ নভেম্বর, ১৯৮৫। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের নতুন নিয়োগ পাওয়া ইওরোপ ডিভিশন চিফ, ডুয়েন ক্লারিজের ঘুম ভাঙে লেফটেন্যান্ট কর্নেল অলিভার নর্থের টেলিফোনের শব্দে। এক ঘণ্টা পর এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্সের ছয় তলায় সামনাসামনি সাক্ষাৎ হয় তাদের।

ইরানে HAWK মিসাইল পাঠানোর বিষয়টা একেবারে শেষ সময়ে মহা বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে, জানান কর্নেল নর্থ। ইসরাইলীরা প্রযুক্তিগতভাবে অকার্যকর আটশো মিসাইল নিজেদের বিমান সংস্থা এল আল-এর একটি বোয়িং ৭৪৭-এ তুলে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্ল্যান ছিল ইসরাইলীরা মালের চালান পর্তুগালের রাজধানী লিসবন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। সেখানে সেকর্ডের চার্টার করা নাইজেরিয়ান কার্গো প্লেনে মাল তুলে দেবে তারা। কার্গো প্লেন তেহরানে পৌঁছে দেবে মালটা। কিন্তু লিসবনে ইসরাইলী প্লেন ল্যান্ডিংয়ের অনুমতির জন্য অনুমোদন নেয়া হয়নি, অথচ মাল নিয়ে সেই প্লেন এখন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কোথাও রয়েছে।

নর্থ জানান অয়েল ড্রিলিংয়ের যন্ত্রপাতি নিয়ে প্লেনটা এখন ইরানের পথে রয়েছে। এই অবস্থায় ডুয়েন ক্লারিজ কি পারবেন লিসবনে ইসরাইলী প্লেন ল্যান্ড করার অনুমতি আদায়ের জন্য স্বর্গ-মর্ত্য করতে? ইওরোপ ডিভিশন চিফ আহাম্মক নন, তাই বিস্তারিত নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুললেন না। প্লেনে ড্রিল বিট থাকুক আর বেবি ফিডার বা বাজুকাই থাকুক, তাঁর কিছু যায়-আসে না। তবে তিনি জানেন আমেরিকা থেকে ইরানে *যে জিনিসই হোক*, পাঠানো বেআইনী এবং পররাষ্ট্র নীতির পরিপন্থী। নর্থ তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য একটা গোপন চুক্তির অধীনে সে নিষেধাজ্ঞা আপাতত তুলে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

ক্লারিজ উইকএন্ডের পুরোটা ব্যয় করেন এ সমস্যা সমাধানের জন্য। অবশেষে ফ্রাঙ্কফুর্টে নতুন এক আয়োজন করেন তিনি – সিআইএ'র একটা ছোটো বোয়িং ৭০৭ তেল আভিভ থেকে তেহরানে মাল পরিবহন করবে। প্রথমদিন কার্গোর সামান্য একটা অংশ বয়ে নিয়ে যায় প্লেনটা। ১৮ টা HAWK এন্টি-এয়ারক্র্যাফট মিসাইল তেহরানে পৌঁছে দেয় সোমবার, নভেম্বরের ২৫ তারিখ। কিন্তু মিসাইলগুলো সেকেলে দেখে খুশি হতে পারেনি ইরান সরকার।

সোমবার সকাল ৭ টায় অফিসে পা রেখে ভীষণ অখুশি হন সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর জন ম্যাকমাহন। তিনি দেখেন এজেন্সি আইন ভেঙেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্টাফরা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ওপর প্রেসিডেন্টের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে চেয়েছিল, ম্যাকমাহন দৃঢ়তার সাথে তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। বিষয়টাকে ভালোভাবে নেয়নি এনএসসি। সোমবার তিনি যে আইনভঙ্গের বিষয়টা আবিষ্কার করেন, সেটা হলো সিআইএ'র ফ্লাইট ৭০৭ একটা কভার্ট অপারেশন, এবং এরকম অপারেশন চালাতে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর করা নির্দেশ লাগে। ম্যাকমাহনের জানা আছে রিগ্যান জিম্মিদের বিনিময়ে অস্ত্র ডিলে নীতিগতভাবে রাজি হয়েছেন, কিন্তু তা কার্যকর করতে সিআইএ'কে মাঠে নামাতে হলে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর করা অনুমতিপত্রের প্রয়োজন পড়ে।

কোনোমতে নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থা নেন ম্যাকমাহন। ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করেন রিগ্যান। ক্যাসিকে দায়িত্ব দেয়া হয় অস্ত্রের বিনিময়ে জিম্মি উদ্ধারের। কেসি ওয়াশিংটনে তলব করেন মানুচেহের ঘরবানিফারকে। সিআইএ'র ইরানিয়ান এজেন্ট নিয়োগ করেন তাকে। ক্লেয়ার জর্জ এ কাজ না করতে আবেদন জানিয়ে বলেন, 'বিল, লোকটা কোনো কাজের না। এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য না সে।'

কিন্তু সিআইএ'র হোস্টেজ লোকেশন (অপহৃতদের অবস্থান শনাক্তকরণ) টাস্ক ফোর্সের প্রধান, চার্লস অ্যালেন ঘরবানিফারকে আখ্যা দেন 'ডিরেক্টরের বিশ্বস্ত লোক' বলে। কেসি জবাবে বলেন, 'ওয়েল, হয়ত সে বিশ্বস্ত লোকের বিশ্বস্ত লোক।'

অবশেষে রিচার্ড সেকর্ডের সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৮ লাখ ৫০ হাজার ডলার জমা দেয়া হয়। কর্নেল নর্থ সে টাকা *কন্ট্রা* বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দেন। সেন্ট্রাল আমেরিকার যুদ্ধে কভার্ট ফান্ড জোগানদারে পরিণত হয় ইরান। কিছুদিন পর ইরাক সম্পর্কে ব্যাটেলফিল্ড ইন্টেলিজেন্স চেয়ে পাঠায় তেহরান। সিআইএ আগেই ইরানের বিষয়ে যাবতীয় গোপন তথ্য বাগদাদের হাতে তুলে দিয়েছে। কাজেই ইরানের নতুন দাবি ম্যাকমাহনের অসহ্য মনে হয়। সে সময়ে ইসলামাবাদে পাকিস্তানী সহকর্মীদের সাথে বৈঠকরত কেসিকে এ বিষয়ে সতর্ক করেন তিনি, 'সিআইএ ভুল লোকদের সাহায্য করছে। আত্মরক্ষার্থে মিসাইল দেয়া এক জিনিস, আর অন্যদের মধ্যে যুদ্ধ বাধানোর লক্ষ্যে ইন্টেলিজেন্স সরবরাহ করা আরেক জিনিস।'

কেসি পাত্তা না দিয়ে ইরানকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেন। এ ঘটনার অল্পদিন পর চৌত্রিশ বছরের চাকরি জীবন ছেড়ে অবসরে যান ম্যাকমাহন, তিক্ত এক মন্তব্যের পর। বব গেটস আসেন তাঁর জায়গায়।

ইরান-আমেরিকা ডিল অব্যাহত থাকে।

'পরিষ্কার আইডিয়া'

অলিভার নর্থ যে স্যান্ডিনিস্টা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালু রাখার প্রচেষ্টা তলে তলে চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ওয়াশিংটনে ১৯৮৫'র গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেটা ছিল ওপেন সিক্রেট। সেবারের শীতকালে সাংবাদিকরা উঠেপড়ে লাগে নর্থ সেন্ট্রাল আমেরিকায় কি কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে। কিন্তু সিআইএ'র ভেতরের এবং হোয়াইট হাউজের হাতে গোণা কয়েকজন ছাড়া কারও কোনো ধারণাই ছিল না যে তিনি ইরানে কি করছিলেন।

ইরানের সাথে 'অস্ত্রের বিনিময়ে জিম্মি' প্রকল্পের টাকাকড়ি লেনদেনের বিষয়টা দেখাশোনা করতেন অলিভার নর্থ। পেন্টাগন হাজার হাজার TOW মিসাইল সিআইএ'র হাতে তুলে দিত। এজেন্সির জন্য প্রতিটা মিসাইলের হ্রাসকৃত দাম ছিল ৩,৪৬৯ ডলার, এ তথ্য খুব কম লোকই জানত। সেকর্ড এজেন্সির হয়ে প্রতিটার জন্য নিতেন ১০ হাজার ডলার। প্রতিটা থেকে বাঁচত ৬,৫৩১ ডলার করে। তা থেকে মিসাইলের নিট দাম (৩,৪৬৯) *কন্ট্রা*দের দিয়ে দিতেন। বাকি ৩০৬২ প্রতিটায় লাভ হত তাঁর। ঘরবানিফার ইরানের কাছে মিসাইল বিক্রির সময় এভাবেই নিজের কমিশন কেটে রাখত। ইরানের কাছে আমেরিকার মিসাইল বিক্রি বাবদ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় হয় *কন্ট্রা* বাহিনীর।

জানুয়ারির শেষদিকে ডিফেন্স সেক্রেটারি ওয়েইনবার্গার তাঁর চিফ এইড, ভবিষ্যৎ সেক্রেটারি অব স্টেট কলিন পাওয়েলকে নির্দেশ দেন পেন্টাগনের

ওয়্যারহাউস থেকে এক হাজার TOW সিআইএ'র জিম্মায় নেয়ার ব্যবস্থা করতে। মিসাইলগুলো সেকর্ড ও ঘরবানিফারের হাত ঘুরে ফেব্রুয়ারি মাসে ইরানে পৌঁছায়। পরে সিআইএ যে পদ্ধতিতে পেন্টাগনকে মিসাইলের দাম পরিশোধ করে, সেটা ছিল মানি লন্ডারারদের পদ্ধতি। ৯৯৯,৯৯৯,৯৯ বা তারও কম অঙ্কের চেকে টাকা পরিশোধ করা হয়। সিআইএকে ১ মিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার করতে হলে কংগ্রেসকে জানিয়ে করার আইন আছে। সেকর্ড ঘরবানিফারের কাছ থেকে এক হাজার মিসাইলের দাম বাবদ ১০ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিলেন। তার পুরোটাই *কন্ট্রা*র ঘরে জমা হয়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নর্থ ১৯৮৬ সালের ৪ এপ্রিল প্রেসিডেন্টের নতুন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর ভাইস অ্যাডমিরাল পয়েনডেক্সটারকে জানান, সবগুলো মিসাইলের দাম শোধ করার পর আরও ১২ মিলিয়ন ডলার খরচ করা হবে নিকারাগুয়ার ডেমোক্র্যাটিক রেজিস্ট্যান্স ফোর্সের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামাদী কিনতে। যদিও জিম্মি পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হচ্ছিল না। ১৯৮৬ সালের জুলাইতে জিম্মি ছিল চারজন, ছয় মাস পর তা বেড়ে দাঁড়ায় বারোজনে। ইরানকে জিম্মির বিনিময়ে অস্ত্র দেয়ার যে ব্যাগ্রতা দেখায় আমেরিকা, তাতে ইরানীদের জিম্মির সংখ্যা বাড়ানোর লোভ আরও বেড়ে যায়।

'নর্থ নরম যুক্তি মেনে চলা মানুষ, সিআইএ'র যারা তার সাথে এই কাজে জড়িত, তারাও তাই,' বলেন বৈরুতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। 'যারা মিসাইল ডিল থেকে লাভবান হচ্ছে, তারা আর লেবাননের অপহরণকারীরা এক দলের নয়। আলাদা। *আমাদের শিয়া গ্রুপ বিশ্বস্ত। যারা কিডন্যাপ করছে তারা আলাদা শিয়া গ্রুপ।* গোটা বিষয়টাই লেজেগোবরে হয়ে গেছে।'

কেসি ও তাঁর অনুগত কিছু বিশ্লেষক বিষয়টাকে এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যাতে সবার ধারণা হয় যে, আমেরিকা ইরানকে অস্ত্র দিলে ইরান সরকারের মধ্যে যে সমস্ত মধ্যপন্থী রাজনীতিক আছে, তাদের মনে হবে তাদের প্রতি আমেরিকার সমর্থন আছে। সেটা ছিল ভুল ধারণা। আসলে ইরান সরকারের মধ্যে মধ্যপন্থী বলে কেউ অবশিষ্ট ছিল না। আমেরিকার অস্ত্র যাদের হাতে পড়েছে, তারা হয় তাদেরকে হত্যা করেছে, নয়ত কারাবন্দি করে রেখেছে।

'এটা লিক করবে না'

ইরানে অস্ত্র বিক্রি আর সউদি সরকারের সাথে বেঈমানী করে কেসি যে কয়েক মিলিয়ন ডলার জোগাড় করেন, তাতে সেন্ট্রাল আমেরিকায় আবার কাজ চালানোর মত টাকা মোটামুটি অর্জন হয়ে যায় সিআইএ'র।

এরপর কেসি এল সালভাদরের রাজধানী সান সালভাদরের বাইরে এজেন্সির অস্ত্র সরবরাহের সুবিধার জন্য একটা এয়ার বেস এবং কিছু সেফ হাউজের এক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। বেস পরিচালনা করত সিআইএ'র পে-রোলভুক্ত দুই মার্কামারা ক্যাস্ট্রো বিরোধী কিউবান। তাঁদের একজন ছিল ফিলিক্স রডরিগেজ। চে গেভারাকে ধরতে সাহায্য করেছিল সে। অন্যজন লুইস পোসাডা ক্যারিলেজ, সম্প্রতি ভেনিজুয়েলান জেল ভেঙে পালিয়েছে। বোমা মেরে ৭৩ জন যাত্রীসহ একটা কিউবান এয়ার লাইনার উড়িয়ে দেয়ার ঘটনার মূল হোতা হিসেবে জেল খাটছিল লোকটা।

১৯৮৬ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি নাগাদ দক্ষিণ নিকারাগুয়ায় *কন্ট্রা*দের জন্য নব্বই টন অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্যারাড্রপ করে সিআইএ। জুনে কংগ্রেস পুরোপুরি ঘুরে বসে এবং সেন্ট্রাল আমেরিকার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একশো মিলিয়ন ডলার বারদ্দ দেয়। ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল সে অনুমোদন্। অর্থাৎ ওই তারিখে সিআইএ'কে তার শিকার করার লাইসেন্স ফেরত দেয়া হবে। সবাই মনে মনে ধরে নিয়েছিল ওই অঞ্চলের যুদ্ধ ব্যাহত হবে না।

কিন্তু সিআইএ'র আর্মস নেটওয়ার্ক যে ভেঙে খান খান হতে যাচ্ছে, এজেন্সি ইচ্ছে করেই তা চেপে যায়। কোস্টা রিকায় এজেন্সির স্টেশন চিফ ছিল জো ফের্নান্ডেজ। অস্ত্রের চালানের ট্রাফিক কন্ট্রোলারের দায়িত্বও পালন করতে সে। তার এয়ারস্ট্রিপ ছিল খুব বাজে। ওদিকে কোস্টা রিকার নতুন প্রেসিডেন্ট, অস্কার আরিয়াস সেন্ট্রাল আমেরিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছিলেন। তিনি ফের্নান্ডেজকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে দেন যেন ওই এয়ারস্ট্রিপ *কন্ট্রা*দের অস্ত্র জোগানোর কাজে ব্যবহার করা না হয়। ১৯৮৬ সালে ৯ জুন। সান সালভাদরের গোপন এয়ার বেজ থেকে বাজে আবহাওয়ার মধ্যে অস্ত্রের চালান নিয়ে যাত্রা করে একটা সিআইএ প্লেন। কোস্টা রিকায় ল্যান্ড করতে গিয়ে কাদামাটিতে দেবে যায়। ভয়ে, রাগে কাঁপতে থাকেন অস্কার আরিয়াস। সান সালভাদরে ফোন করে সিআইএকে নির্দেশ দেন ওই প্লেনটাকে তার দেশ থেকে 'দূর করতে।' কাজটা শেষ করতে দু'দিন লেগে যায়।

একই মাসে ফেলিক্স রডরিগেজের সন্দেহ জন্মায় তাদের দেশপ্রেমকে পুঁজি করে সাপ্লাই লাইনের কেউ; তার ধারণা জেনারেল সেকর্ড, হয়ত নিজের আখের গোছাচ্ছেন। ১২ আগস্ট পুরনো এক বন্ধুর সাথে আলোচনা করতে গিয়ে রডরিগেজ বিষয়টা তার কানে তোলে। তিনি ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াকার বুশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর, সিআইএ ভ্যাটেরান ডন গ্রেগ। তিনি বিষয়টাকে 'অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন' বলে আখ্যা দেন।

অক্টোবরের ৫ তারিখ এক তরুণ নিকারাগুয়ান সৈনিক মিসাইল ছুঁড়ে একটা আমেরিকান সি-১২৩ কার্গো প্লেন ফেলে দেয়। *কন্ট্রা*দের জন্য অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিল

সেটা। একজন আরোহী প্রাণে বেঁচে যায় দুর্ঘটনা থেকে। সে ছিল এক কার্গো হ্যান্ডলার। লোকটা সাংবাদিকদের জানায় সে সিআইএ'র সাথে চুক্তি ভিত্তিতে কাজ করে। এই খবর পেয়ে দিশা হারিয়ে ফেলে রডরিগেজ, সরাসরি ভাইস প্রেসিডেন্টের অফিসে টেলিফোন করে। ওদিকে প্লেন যখন আক্রান্ত হয়, লেফটেন্যান্ট কর্নেল নর্থ তখন ফ্র্যাঙ্কফুর্টে। ইরানের সাথে অস্ত্রের বিনিময়ে জিম্মি মুক্তির নতুন এক ডিল নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত।

নভেম্বরের ৩ তারিখ, ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর ইরান-আমেরিকা গোপন সমঝোতার খবর ফাঁস হয়ে যায় এবং তেহরানের প্রধান প্রধান রাস্তা লিফলেটে ভরে যায়। পরে লেবাননের এক সাপ্তাহিকে ছাপা হয় সে লিফলেটের বাণী। বিস্তারিত ঘটনা ফাঁস হতে আরও কয়েক মাস লেগে যায়। লিফলেটের বক্তব্য ছিল এরকম: সিআইএ'র কাছ থেকে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী দুই হাজার অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল, আঠারোটা সর্বাধুনিক অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট মিসাইল, দুই প্লেন ভর্তি খুচরা যন্ত্রাংশ এবং ইরাক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইন্টেলিজেন্স পেয়েছে। সিআইএ'র কাউন্টার টেররিজম কো-অর্ডিনেটর রবার্ট ওকলির মতে, 'ইরানকে যে অস্ত্র সহায়তা দেয়া হয়েছে, তাতে তাদের সামরিক সক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। তাদেরকে আমরা যে ইন্টেলিজেন্স সরবরাহ করেছি, তাতে তাদের উল্লেখযোগ্য সহায়তাও হয়েছে।'

কিন্তু ইরান অভিযোগ করতে থাকে তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। তাদের অভিযোগের পিছনে যুক্তি ছিল। HAWK-এর খুচরা যন্ত্রাংশের দাম ছয়শো গুণ বেশি ধরেছে ওয়াশিংটন। আসলে চুরিটা ঘরবানিফারের ছিল, কিন্তু এর প্রতিকার করার উপায় ছিল না। কারণ চেপে ধরতে ঘরবানিফার হুমকি দিয়েছিল বেশি বাড়াবাড়ি করলে সে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে।

কেসির কভার্ট অপারেশনের পাক খুলে যেতে শুরু করে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইন-হাউস কাউন্সেল এব্রাহাম সোফার এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি নিঃসন্দেহে জানি, এ অপারেশনের সবকিছু ম্যানেজ করেছেন কেসি। আমি অনেক আগে থেকেই তাকে চিনি। তাকে শ্রদ্ধা করি, পছন্দ করি। আমি যখন অপারেশনের অন্তিম ঘণ্টা বাজিয়ে দেই, তখন কেসি নিশ্চয়ই সেটাকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে নিয়েছেন।'

১৯৮৬ সালের ৫ নভেম্বর ভাইস প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁর টেপ রেকর্ড করা ডায়রিতে উল্লেখ করেন : 'আমেরিকান জিম্মি সম্পর্কে যে অল্প ক'জন বিস্তারিত জানে, আমি তাদের একজন। এই অপারেশন ছিল খুব, খুব বেশি নিশ্ছিদ্র। আশা করি এটা লিক করবে না।'

১০ নভেম্বর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ এক মিটিংয়ে যোগ দিতে যান বিল কেসি। সেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট রিগ্যানকে ইচ্ছামত পাখিপড়া করিয়ে আমেরিকানদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে রাজি করান। ১৩ নভেম্বর

প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে বলেন: 'আমরা জিম্মিদের মুক্ত করতে ইরানকে কোনোরকম অস্ত্র সহায়তা দেইনি–রিপিট, দেইনি।'

ইউ-টু ভূপাতিত করার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল অথবা বে অব পিগস-এর ক্ষেত্রে, সেন্ট্রাল আমেরিকার যুদ্ধের ক্ষেত্রে আগে যেমন বারবার মিথ্যা বলেছিলেন দেশের কয়েক প্রেসিডেন্ট, সেদিন রিগ্যানও তাদের দলে শরীক হলেন। সিআইএ'র কভার্ট অপারেশনকে বাঁচিয়ে রাখতে আরও একবার চরম মিথ্যাচার করা হলো জাতির সাথে।

সেবার অবশ্য খুব কম লোকই বিশ্বাস করে রিগ্যানের দাবি।

আরও পাঁচ বছর লেগেছে আমেরিকান জিম্মিদের মুক্ত করতে। দু'জন বাদে অবশ্য। পিটার কিলবার্নকে মেরে ফেলা হয়। সিআইএ'র বিল বাকলিকেও। মাসের পর মাস জিজ্ঞাসাবাদ আর নির্যাতনের ফলে মৃত্যু হয় বাকলির। তার মৃতদেহ যখন উদ্ধার হয়, তখন পায়ে শিকল পরানো ছিল তার।

'সরকারের কেউ জানত না'

কংগ্রেশনাল ইন্টেলিজেন্স কমিটি সিআইএ ডিরেক্টর বিল কেসির সাথে আলোচনায় বসতে চেয়েছিল, তিনি তা টের পেয়েই সিআইএ'কে ঘোর সঙ্কটের মধ্যে রেখে দেশের বাইরে চলে যান। ডেপুটি বব গেটসকে জঞ্জাল সাফ করার দায়িত্ব দিয়ে ১৬ নভেম্বর সেন্ট্রাল আমেরিকার সৈন্য সমাবেশ পর্যবেক্ষণ করতে যান তিনি। কংগ্রেশনাল কমিটির শুনানী পরের শুক্রবার পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়। পরের পাঁচ দিন ছিল এজেন্সির ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে দিন। সোমবার গেটস ও তাঁর অধীনস্তরা কি ঘটেছে, জোড়াতালি দিয়ে তার একটা দিনপঞ্জী তৈরি করার কাজে লাগেন। কংগ্রেসের সামনে বিষয়টা তুলে ধরার ক্ষেত্রে কেসির বক্তব্য কি হবে, তা ঠিক করার দায়িত্ব ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস চিফ ক্লেয়ার জর্জকে দেন কেসি। বলাই বাহুল্য, গোটা আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল যে কোনো মূল্যে হোক সত্য প্রকাশ হওয়া ঠেকানো।

মঙ্গলবার ইন্টেলিজেন্স কমিটি জর্জকে ক্লোজ হিয়ারিংয়ে যোগ দিতে ডেকে পাঠায়। ক্যাপিটল হাউজের গম্বুজের সম্পূর্ণ সিলড্, ইলেক্ট্রনিক্যালি নিরাপদ ভল্টে বসে মিটিং। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান পাঁচ বছর আগে যা করেছিলেন, সেদিনের ক্লোজ মিটিংয়ে ক্লেয়ার জর্জও তাই করেন। কমিটির সদস্যদের প্রশ্নের জবাবে মিথ্যা বলেন।

রাত পোহাতে ডিরেক্টরের এক সহকারীকে সেন্ট্রাল আমেরিকায় পাঠান বব গেটস, দেশে ফিরে কেসি কংগ্রেসের সামনে কি বলে উদ্ধার পেতে পারেন, নিজের

প্রস্তুত করা তার একটা ড্রাফট কপি নিয়ে। বুধবার ওয়াশিংটনে ফেরার পথে কেসি নিজেও একটা ড্রাফট লেখেন, কিন্তু একটু পরে যখন বুঝতে পারেন নিজের হাতের লেখা তিনি নিজেই পড়তে পারছেন না, তখন ক্ষ্যান্ত দেন। বক্তব্য গুছিয়ে রেকর্ড করে রাখার চেষ্টা করেন তিনি, সেটাও পছন্দ হলো না।

বৃহস্পতিবার কেসি হোয়াইট হাউজে যান নর্থ আর পয়েনডিক্সারের সাথে কথা বলতে। আলোচনার সময় লিগ্যাল প্যাডে আঁকিবুকি করার ফাঁকে বাকি দু'জনের উদ্দেশে ১৯৮৫ সালের নভেম্বরের সিআইএ'র HAWK ফ্লাইট সম্পর্কে কেসি লেখেন : 'এ কথা আমেরিকান সরকারের কেউ জানত না।'

এজেন্সিতে ফিরে আসেন কেসি। ইরানে অস্ত্র পাঠানোর সাথে যারা সরাসরি জড়িত ছিল তাদেরকে নিয়ে সাততলার কনফারেন্স হলে মিটিংয়ে বসেন। 'সেটা ছিল চরম বিপর্যয়কর মিটিং,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে এ মন্তব্য করেন জিম ম্যাককালো, কেসির এক্সিকিউটিভ স্টাফ ডিরেক্টর। কেসির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এইড, ডেভ গ্রিয়েস বলেন, 'সে মিটিংয়ে উপস্থিত কেউই ইরান-কন্ট্রা ধাঁধার সব উপাদান এক করতে রাজি ছিলেন না। মিটিংয়ের পরিবেশ ছিল বিভ্রান্তিকর। কেসিকে সহায়তার বদলে যার যার পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল সবাই। বুঝতে অসুবিধা হয়নি পরদিনের কংগ্রেস কমিটির সামনে আমাদের ডিরেক্টর খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়বেন।'

শুক্রবার কংগ্রেশনাল ইন্টেলিজেন্স কমিটির রুদ্ধদ্বার মিটিংয়ে কেসি সাক্ষ্য দেন। সেটা ছিল প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার কৌশলের এক প্রদর্শনী। এক সিনেটর প্রশ্ন করেন, সিআইএ যুদ্ধরত ইরান ও ইরাক, উভয়কেই গোপনে সমর্থন দিচ্ছে কি না। বিল কেসি এ প্রশ্নে সত্যি জবাব দেন, 'হ্যাঁ। দিচ্ছে। গত তিন বছর থেকে সিআইএ ইরাককে সমর্থন দিচ্ছে।'

২৪ নভেম্বর ভাইস প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁর ডায়রিতে লেখেন : 'একটা সত্যিকারের বোমা... নর্থ তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিজের সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রেখেছে... *কন্ট্রাদের* দেয়ার জন্য... এটা একটা বড় ধরনের ধাক্কা হয়ে দেখা দেবে।'

কথাটা সত্যি হয়েছে। নিক্সন হোয়াইট হাউজ ছাড়ার পর ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারি ছিল আমেরিকার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়।

'এ নীরবতা কখনও কাটবে না যেন'

ওয়াটারগেটের পর ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারি অপরাধ ছিল না, ছিল লুকোচুরি খেলা যা ওয়াশিংটনের ক্ষমতাকে ধ্বংস করেছে। নিজেকে রক্ষা করা কোনো উপায় কেসির

ছিল না। ক্যাপিটলে এক সপ্তাহের লাগাতার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ঘন ঘন হোঁচট খেয়েছেন তিনি, খাবি খেয়েছেন। এলোমেলা বকেছেন, কথা একসূত্রে বাঁধার ক্ষমতা ছিল না। মাথা তুলতেও যেন কষ্ট হচ্ছিল কেসির। তারপরও বিধ্বস্ত এইডরা তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

'বিল কেসির অনেক প্রশ্নে জবাব দেয়ার ছিল,' বলেছেন জিম ম্যাককালো, চৌত্রিশ বছর বয়সী সিআইএ ভেটেরান। 'সবার সন্দেহ ছিল, তাঁর সহযোগিতা আর সমর্থন না থাকলে এতবড় একটা অপারেশন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে কিভাবে?'

হত্যাকাণ্ডের শিকার সিআইএ'র অফিসার বব অ্যামেস-এর মেমোরিয়াল ডিনারে যোগ দিতে ১১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ফিলাডেলফিয়ায় যান বিল কেসি। পরদিন সকাল ছয়টায় *টাইম* ম্যাগাজিনের রিপোর্টার ব্রুস ভ্যান ভুর্স্ট-এর নির্ধারিত সাক্ষাৎকারে অংশ নেন। এজেন্সি প্রায় সময়ই *টাইম* ম্যাগাজিনকে সঙ্কট উত্তরণের জন্য পাবলিক রিলেশন্সের কাজে ব্যবহার করে থাকে। ভ্যান ভুর্স্ট এ কাজে অনেক বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন। সাত বছর সিআইএ'র সাথে কাজ করেছেন তিনি।

সাক্ষাৎকারের জন্য আগে থেকেই এজেন্সির গ্রাউন্ড রুলস ঠিক করা ছিল। ত্রিশ মিনিট দেয়া হবে ইরান-*কন্ট্রা* বিষয়ে কথা বলতে, বাকি ত্রিশ মিনিট কেসির অধীনে যে সমস্ত সাফল্য এসেছে, সেসব নিয়ে। এর আগেও অনেকবার এ ধরনের সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কেসি, কখনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু সেদিন হলো। প্রথম আধ ঘণ্টা থেমে থেমে হলেও ভ্যান ভুর্স্টের প্রশ্নের জবাব দেন তিনি, তবে পরের আধ ঘণ্টা সব এলোমেলো হয়ে গেল যখন প্রশ্ন করা হয়, 'মিস্টার কেসি, আপনি চিফ থাকাকালীন এজেন্সির যে সমস্ত অর্জন হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু বলবেন কি?'

ম্যাককালো স্মৃতি হাতড়ে বলেন, 'আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আয়েশ করে বসলাম। কিন্তু কেসি মুখ খোলেন না। একভাবে ভ্যান ভুর্স্টের দিকে চেয়ে আছেন, যেন তার প্রশ্ন বুঝতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত কিছুই বললেন না তিনি। আমাদের মনে হলো এ নীরবতা কখনও কাটবে না যেন।'

১৫ ডিসেম্বর, সোমবার সকালে কেসি তাঁর সপ্তম ফ্লোরের অফিসে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। কি ঘটেছে তা কেউ ভালমত বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে স্ট্রেচারে করে নিচে নামিয়ে আনা হয়। জর্জটাউন হসপিটালে তাঁর ডাক্তাররা নিশ্চিত হন, কেসির সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে লিম্ফোমা আছে। একটা মেলিগন্যান্ট–মাকড়সার জালের মত তার ব্রেনের মধ্যে বেড়ে চলেছে। একটা দুর্লভ রোগ। শনাক্ত করা কঠিন। এ রোগ ধরা পড়ার বারো বা আঠারো মাস আগে আক্রান্তরা ব্যাখ্যার অতীত আচরণ করে।

কেসির আর সিআইএ'তে ফেরার সৌভাগ্য হয়নি। বব গেটস ১৯৮৭ সালের ২৯ জানুয়ারি হসপিটালে যান তাঁর সাথে দেখা করতে। হোয়াইট হাউজের নির্দেশে

ডিরেক্টরের স্বাক্ষরের জন্য একটা রিজাইন লেটার নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কলম ধরার ক্ষমতাও ছিল না কেসির। স্থির হয়ে শুয়ে ছিলেন তিনি, দুই চোখের বাইরের প্রান্ত বেয়ে গড়ানো পানিতে ভিজে ওঠে বালিশ। গেটস পরদিন হোয়াইট হাউজে গেলে প্রেসিডেন্ট তাঁকে ডিরেক্টরের পদ অফার করেন।

গেটস ১৯৮৭ সালের ২৬ মে পর্যন্ত তীব্র যন্ত্রণাদায়ক পাঁচটি মাস সিআইএ'র ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মনোনয়ন পাননি। তাঁর বদলে ডিরেক্টর হন উইলিয়াম ওয়েবস্টার। তার আগে নয় বছর এফবিআই পরিচালনা করেন তিনি। চৌকো চোয়ালের মানুষ ওয়েবস্টার, কার্টারের সময় নিয়োগ পাওয়া প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্নদের একজন। এক সময় ছিলেন ফেডারেল বিচারক। অ্যাডমিরাল টার্নারের মত একজন ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্ট তিনি, বিবেকের নির্দেশে চলেন। রিগ্যানের লোক ছিলেন না ওয়েবস্টার, প্রেসিডেন্টের সাথে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত, কোনো সম্পর্কই ছিল না।

'তিনি আমার কাছে কখনও কিছু চাননি,' রিগ্যান সম্পর্কে বলেছেন ওয়েবস্টার। 'আমরা কখনও কাজ নিয়ে আলোচনা করিনি। আমাদের মাঝে কোনো দোস্ত দোস্ত সম্পর্ক ছিল না। '৮৭ সালের ফেব্রুয়ারির শেষদিকে আমাকে কল করেন রিগ্যান। তিনি তখন 'অল বিজিনেস।' ৩ মার্চ তাঁর নমিনেশনের কথা ঘোষণা করেন রিগ্যান, প্রশংসা করে তাঁকে উল্লেখ করেন 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নিবেদিত' বলে।

বিল কেসির বেলায় কখনও এমন কথা বের হয়নি প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে। ৬ মে ৭৪ বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কেসির বিশপ নিজে কেসির নিন্দা করেন। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান আর নিক্সন নীরবে শুনেছেন সেসব। নিজের ছয় বছরের আমলে সিআইএ'কে আকারে প্রায় দ্বিগুণ করে তোলেন তিনি। তখন ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের শুধু অফিসারের সংখ্যাই ছিল ছয় হাজার। তিনি নতুন রিক্রুটদের ধারণ করার জন্য তিনশো মিলিয়ন ডলারের কাচের প্রসাদে পরিণত করে গিয়েছেন এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্সকে। তারপরও তিনি যতটা পেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল করে রেখে যান এজেন্সিকে। পৃথিবীর সবখানে ঘুরে বেড়ায় তার সিক্রেট আর্মি, অথচ মিথ্যার বেসাতির কারণে সিআইএ তখন রীতিমত বিধ্বস্ত। প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

কেসির অধীনে কাজ করার সময় বব গেটস একটা শিক্ষা হয়: 'ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস হচ্ছে এজেন্সির হৃৎপিণ্ড আর আত্মা। আবার এটা তোমাকে জেলখানায় নিয়েও ফেলতে পারে।'

‘অক্ষমতা এই ঘটনার জন্য দায়ী’

প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পরে স্বীকার করেছেন, জিম্মি মুক্তির বিনিময়ে ইরানীদের অস্ত্র দেয়ার বিষয়ে তিনি আগে যা বলেছেন তা মিথ্যা ছিল। হোয়াইট হাউজ রাজনৈতিক ঘূর্ণি বাতাসের গতি কেসি আর সিআইএ’র অনুকূলে নেয়ার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখেনি, কিন্তু কাজ হয়নি তাতে শেষ পর্যন্ত। কেসির অফিসার ও এজেন্টদের তলব করে কংগ্রেস। তারা কমিটির সামনে এমন ধারণার জন্ম দিয়ে আসে যাতে সবার মনে হয় আমেরিকা একদল বিশ্বস্ত লোক আর চোর দিয়ে তার বিদেশের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

বিচারপতি ওয়েবস্টারের সিআইএ’র দায়িত্বভার নেয়ার অধ্যায়টা সুখকর ছিল না। কংগ্রেস ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন উঠেপড়ে লাগে কেসি ঠিক কি করছিলেন তা জানতে। অনেক অপারেশন স্থগিত করা হয়, অনেক শিকায় তুলে রাখা হয়, বরবাদ হয়ে যায় অনেকের ক্যারিয়ার। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যখন দেখা যায় ডজন তিনেক এফবিআই এজেন্ট আদালতের শমন নিয়ে সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সের এক করিডর থেকে আরেক করিডর চষে বেড়াচ্ছে, রুমে রুমে হানা দিয়ে ডবল-লকড্ সেফ খুলে সমস্ত টপ সিক্রেট ফাইল এবং সিআইএ যেসব বিচারের কাজে বাধা দিয়েছে বা মিথ্যা হলফনামা দিয়েছে, সেগুলোর অফিশিয়াল ডকুমেন্ট স্তূপ করছে। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের মাথাগোছের প্রায় সবাইকে পরে এফবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়।

‘কি ঘটছে কেন ঘটছে, কে কার কি করেছে, এসব ঠিকমত বুঝে উঠতে আমার কয়েক মাস সময় লেগে যায়,’ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ওয়েবস্টার বলেন। ‘কেসি অজস্র সমস্যা পাকিয়ে রেখে গেছে।’ নতুন চিফের মতে তার মধ্যে প্রধান ছিল ওপরওয়ালার অবাধ্য হওয়ার ঐতিহ্য। ‘ফিল্ডে যারা কাজ করে তাদের ধারণা ছিল তারা ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। এজেন্সি চিফরাও। বসের অনুমোদন ছাড়া তাদের কাজে হাত দেয়ার কথা নয়, কিন্তু তারা ভাবত *আমিই* বস।’

নতুন চিফ অফিসে পা রাখতেই তাঁর নাম রাখা হয় ‘মাইন্ড বিল।’ ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের অফিসাররা নিশ্চিত ছিল যে তারা কে, ওয়েবস্টারের তা

জানা নেই। তারা কি করে তা-ও জানেন না। বাইরে থেকে আসা মানুষদের কাছে তারা ছিল যেন ভার্জিনিয়া মেন'স ক্লাবের সদস্য। সাদা শার্ট পরা দক্ষিণাঞ্চলীয় সংস্কৃতি। কিন্তু তারা নিজেদেরকে দেখত ক্যামোফ্লাজড্ কমব্যাট ব্যাটালিয়ন হিসেবে। শুরু থেকেই ওয়েবস্টারের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল বেশিরকম খারাপ।

'আমরা হয়ত ওয়েবস্টারের অহংবোধকে পাত্তা না দিয়ে পার পেয়ে যেতে পারতাম, বিদেশের ব্যাপারে তার অজ্ঞতার সুযোগ নিতে পারতাম, হামবড়া ভাব অবজ্ঞা করতে পারতাম,' বলেন সিআইএ'র ডুয়েন ক্লারিজ। 'কিন্তু একটা বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না যে তিনি একজন লইয়ার। তার লইয়ার ও বিচারক হিসেবে যে অভিজ্ঞতা আছে, তার সার কথাই হলো তুমি কোনো অন্যায় করতে পারবে না। সিআইএ দেশের বাইরে যে কায়দায় কাজ করে, তিনি তা কখনই মেনে নিতে পারতেন না। আমরা বিদেশে আইন ভেঙে কাজ করি। আইন ভেঙে তথ্য জোগাড় করি। ওইভাবে কাজ করি বলেই এখনও টিকে আছি।'

ওয়েবস্টার কাজে যোগ দেয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ক্লারিজ ও তার কলিগরা হোয়াইট হাউজে খবর পাঠায় : এই লোক একজন লাইটওয়েট, বেরসিক, আধা-উজ্জ্বল সামাজিক প্রজাপতি। ওয়েবস্টার টের পেয়ে যান যে তাঁর বিরুদ্ধে নীরব বিদ্রোহ চলছে, তাই রিচার্ড হেলমসের সাথে দেখা করে এর প্রতিকার কামনা করেন। হেলমস তখন ক্রিমিন্যাল কেস থেকে মুক্তি পেয়ে সম্মানিত নাগরিকের জীবনযাপন করছেন।

'ডিক হেলমস আমাকে একটা বিষয় স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদেরকে এমনিতেই অসংখ্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, তাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যাতে পরস্পরের কাছে মিথ্যা না বলি। একে অন্যর বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ না করি,' অতীত স্মরণ করতে গিয়ে বলেন ওয়েবস্টার। 'আমি যে বার্তা সবার কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলাম, তা হলো অনেক কিছুই করা সম্ভব যখন মানুষের আস্থা অর্জন করা যায়। আমি জানি না তাতে কতখানি পরিবর্তন আসবে। মানুষ মন দিয়ে শুনত। এজেন্সির প্রতি তাদের প্রশ্ন ছিল, সে যা বলছে তা করবে তো? তাদের মনে সবসময় প্রশ্ন থাকত।

ওয়েবস্টার শপথ নেন কংগ্রেসের কাছে এজেন্সি কিছুই গোপন রাখবে না। কিন্তু কংগ্রেশনাল ইন্টেলিজেন্স কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় ইরান-*কন্ট্রা* কেলেঙ্কারির জন্য এজেন্সিকে ক্যাপিটলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কংগ্রেস এজেন্সির ওপর নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারবে, কেননা দেশের সংবিধান অনুযায়ী খোদ সরকারের চেক বই-ই কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ঝামেলা দেখে ওয়েবস্টার সন্ধির সাদা পতাকা তুলে ধরেন, অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করেন। ফলে সিআইএ প্রেসিডেনশিয়াল ক্ষমতাবলে চালিত সংস্থার চরিত্র হারায়। কংগ্রেস আর কমান্ডার-ইন-চিফের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

কংগ্রেস সিআইএ'কে পরিচালনা করার ক্ষমতা যাতে না পায়, সে জন্য প্রাণপণ লড়াই করে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস। তাদের ভয় ছিল কংগ্রেসের ৫৩৫ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫ জন অন্তত এজেন্সি সম্পর্কে প্রাথমিক খবরাখবর রাখেন। তাই কংগ্রেশনাল ওভারসাইট কমিটির স্টাফরা বিশেষ উদ্দেশ্যে সিআইএ'র কিছু অফিসার বাছাই করতে থাকে। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের চিফ ক্লেয়ার জর্জের জন্য ছুরি ধার করে রেখেছিল কংগ্রেশনাল কমিটি। তিনি ছিলেন কেসির কংগ্রেস লিয়াজোঁ অফিসার ও ধোঁকাবাজির আর্টের ওস্তাদ। তাঁর চতুরতা ও আকর্ষণী শক্তি ভালবাসতেন কেসি, কিন্তু ওয়েবস্টারের সিআইএতে সেসবের কোনো মূল্য ছিল না।

'ক্লেয়ারের আচরণে এক ধরনের সাবলীলতা ছিল, যে কারণে অনেকেই তাকে পছন্দ করত,' বলেন ওয়েবস্টার। 'তাই সে ভেবেছিল কংগ্রেসের প্রশ্ন নেচে নেচে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে।'

১৯৮৭ সালের নভেম্বরে ওয়েবস্টার ডেকে পাঠান ক্লেয়ারকে। বলেন, 'আসল কথা হলো কংগ্রেস আপনাকে বিশ্বাস করে না। তাই আমাকে এখন আপনার চাকরি খেতে হবে।' জর্জ কিছু সময় চুপ করে থেকে জবাব দেন, 'আমিও ক'দিন থেকে ভাবছি আমার রিটায়ার করার সময় হয়েছে। আমরা সাথে আরও কিছু লোক হয়ত যাবে যারা রিটায়ার করতে আগ্রহী।'

তিন সপ্তাহ পর দুপুরে জর্জ ক্লেয়ারকে তলব করে ওয়েবস্টার বলেন, 'এবার যাওয়ার সময় হয়েছে।' ক্লেয়ার কিছু সময়ের জন্য ভাবলেন যাবেন না। লড়াই করবেন নতুন চিফের সাথে। প্রথমে ওয়েবস্টারকে ব্ল্যাকমেইল করে, তারপর হোয়াইট হাউজের প্রভাব কাজে লাগিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদায় নেন তিনি। কভার্ট অপারেশনের আরও অনেকে বেরিয়ে যায় তাঁর সাথে।

'আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স দরাজদিল'

অবসর জীবনে যে বিষয়টা ক্লেয়ার জর্জকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে, সেটা ফাঁস হয়ে যাওয়া কোনো গোপন অপারেশন বা অভিযোগ নয়, সিআইএ'র ভেতরে বসবাসকারী অজ্ঞাত এক ছুঁচো (স্পাই)।

জর্জের জানা আছে ১৯৮৫ ও '৮৬ সালে এজেন্সির সোভিয়েত/ইস্টার্ন ইওরোপ ডিভিশনে যে ক'জন স্পাই ছিল, তাদের সবাইকে হারিয়েছে

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস। কয়েক ডজন সোভিয়েত এজেন্ট-ইন-প্লেস একে একে আটক এবং মৃত্যুদণ্ডের শিকার হয়েছে। মস্কো আর পূর্ব বার্লিনে সিআইএ'র যে ক্ষুদ্র সেল ছিল, সেটা বিলুপ্ত হয়েছে। অফিসারদের কভার জানাজানি হয়েছে, তাদের অপারেশন বরবাদ হয়েছে। ১৯৮৬-'৮৭ সালে স্লো মোশন ছায়াছবির ডায়নামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া ভবনের মত ধসে পড়েছে এজেন্সির পুরো সোভিয়েত/ইস্টার্ন ইওরোপ ডিভিশন। সিআইএ জানে না কেন। প্রথমে মনে করা হয়েছিল এড হাওয়ার্ড নামের নতুন এক অফিসারের কাজ এটা। ১৯৮১ সালে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসে যোগ দেয় সে, তারপর তাকে মনোনীত করা হয় মস্কোর ডিপ কভার এজেন্ট হিসেবে। সে জন্য দুই বছর ট্রেইনিংও দেয়া হয় হাওয়ার্ডকে। তবে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কিভাবে যেন অজানা থেকে যায় এজেন্সির : হাওয়ার্ড ছিল একজন মাতাল, মিথ্যুক এবং চোর। জানা ছিল না বলে এজেন্সি তাকে মস্কোতে পাঠায় এবং সেখানে ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে সে ডিফেক্ট বা পক্ষবদল করে।

ট্রেইনিংয়ের অংশ হিসেবে হাওয়ার্ডকে মস্কোয় কাজ করছে, সিআইএ'র এমন কিছু স্পাইয়ের ডোশিয়ে পড়তে দেয়া হয়। তাদের একজন ছিল অ্যাডলফ তোলকাচেভ। মিলিটারি সায়েন্টিস্ট সে, চার বছর ধরে সোভিয়েত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র রিসার্চ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে আসছে ওয়াশিংটনকে। বিশ বছরের মধ্যে মস্কোয় সিআইএ'র শ্রেষ্ঠতম সোর্স হিসেবে গণ্য করা হত তোলকাচেভকে।

১৯৮৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ক্রেমলিন প্রসাদে পলিটবুরোর মিটিংয়ে কেজিবি'র চেয়ারম্যান, ভিক্টর চেবরিকভ গর্বের সাথে মিখাইল গর্বাচভকে জানান, দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধে আগেরদিন তোলকাচেভের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। পরে গর্বাচভ মন্তব্য করেছিলেন, 'তোলকাচেভের বেলায় দরাজদিল ছিল আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স ছিল। তার কাছে দুই মিলিয়ন রুবল পাওয়া গিয়েছিল।' আধ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এর ফলে কেজিবি জেনে যায় একজন বিশ্বমানের এজেন্টকে বগলদাবা করতে কত টাকা প্রয়োজন।

এজেন্সি বিশ্বাস করত হাওয়ার্ডই সম্ভবত তোলকাচেভকে ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ডজনখানেক স্পাই নিয়ে গঠিত আমেরিকান সেলের মধ্যে থেকে সে তিনজনকে ধরিয়ে দিয়ে থাকতে পারে বড়জোর। তাহলে বাকিদের কে ধরিয়ে দিল, গোটা আমেরিকান সেল কিভাবে মুছে ফেলা সম্ভব হলো কেজিবি'র পক্ষে? এর পিছনে তাহলে আর কেউ ছিল নিশ্চয়ই। প্রেসিডেন্টের ফরেইন ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজরি বোর্ড বিষয়টা তদন্ত করে রিপোর্ট করল : a fundamental inability of anyone in the Soviet division to think the unthinkable

(সোভিয়েত ডিভিশনের কারও কোনো মৌলিক অক্ষমতা এই অচিন্তনীয় ঘটনাটা ঘটিয়েছে)—অর্থাৎ ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের মধ্যে কোনো বিশ্বাসঘাতক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে।

কেসি সে রিপোর্ট পরে ক্লেয়ার জর্জকে তিরস্কার করেন। পরে তিনি মন্তব্য লেখেন, 'আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।' কিন্তু বাস্তবে বিষয়টাকে শ্রাগ করে হটিয়ে দেন কেসি। সিআইএ'র সবচেয়ে মূল্যবান এই বিদেশী এজেন্টদের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের জন্য তিন সদস্যের এক তদন্ত টিম গঠন করেন, যাদের একজন আবার পার্ট-টাইম।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের সিনিয়র অফিসাররা ওয়েবস্টারকে এ বিষয়ে বিস্ত ারিত কিছু কখনও জানাননি। তিনি জানতেন না যে এটা ছিল এজেন্সির ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য পেনিট্রেশনের ঘটনা। ওয়েবস্টার জানতেন একটা নিচু লেভেলের তদন্ত হয়েছে। 'ওটা ছিল একটা এক্সারসাইজ। তার বেশি কিছু না। তারা যদি কিছু পেয়ে থাকে তো ভাল,' বলেন ওয়েবস্টার। 'যদি তারা এর এক কারণ খুঁজে না পেয়ে থাকে, তাহলে হয়ত আর কোনো কারণ পেয়েছে। অথবা কোনো কারণই পায়নি। আমি কেবল এইটুকুই শুনেছি।'

তদন্ত মাঝপথে ভেস্তে যায় এবং সিআইএ'র ভেতরের অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমে বাড়তে. থাকে ওয়েবস্টারের সময়।

মেজর ফ্লোরেনটিনো আসপিলাগা লম্বার্ড, চেকস্লোভাকিয়ার কিউবান ইন্টেলিজেন্স চিফ ১৯৮৭ সালের জুন মাসে সীমান্ত অতিক্রম করে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় চলে যান এবং আমেরিকান এমব্যাসির সিআইএ স্টেশন চিফ, জিম ওলসনের কাছে পক্ষবদল করেন। ওলসন দাবি করে করেন গত বিশ বছরে যতজন কিউবান এজেন্টকে সিআইএ রিক্রুট করেছে, তারা সবাই দু'মুখো। একদিকে আমেরিকার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ভান করে, অন্যদিকে তলে তলে হাভানার হয়ে কাজ করে। এটা ছিল জবর আঘাত, যা বিশ্বাস করা কঠিন।

কিন্তু মেজর ফ্লোরেনটিনো আসপিলাগা লম্বার্ড প্রশ্নে দীর্ঘ তদন্ত চালিয়ে সিআইএ'র বিশ্লেষকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছান, লোকটা সত্যি কথা বলছে। সেবারের গ্রীষ্মে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত ব্লকভুক্ত দেশগুলোর মিলিটারি সূত্র আর ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের সূত্র থেকে মস্কোর সিআইএ এজেন্টদের মৃত্যু সম্পর্কে তথ্য বের হতে শুরু করে চিকন পানির ধারার মত। ক্রমে সে চিকন ধারা মোটা হতে হতে একদিন নদীতে পরিণত হয়। তারপর আরও সাতটি বছর পেরিয়ে যায় ভয়াবহ বাস্তবতাটা সিআইএ'র উপলব্ধি করতে।

এসব কেজিবি'র সুপরিকল্পিত ডিজইনফর্মেশন। সিআইএকে বিপথে চালিত করতে মিলিটারি সূত্র আর ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের সূত্রের নামে এসব ভুয়া খবরের বীজ বোনা হয়েছিল।

'তারা আসলে ভাল কাজই করেছিল'

এজেন্সির নতুন চিফ হিসেবে শপথ নেয়ার পরপরই বব গেটসের সাথে আলোচনা করেন বিচারপতি ওয়েবস্টার। ওয়েল, বব। মস্কোতে কি চলছে? গর্বাচভ কিসের পিছনে লেগেছে? কিন্তু এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব তিনি কখনও পাননি।

সিআইএ জানত না যে প্রেসিডেন্ট গর্বাচভ ১৯৮৭ সালে ওয়ারশ প্যাক্টের মিটিংয়ে ঘোষণা দিয়েছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে কখনও পূর্ব ইওরোপে সামরিক অভিযান চালাবে না। সিআইএ জানত না ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে গর্বাচভ আফগানিস্তানের নেতাদের বলেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন খুব শীঘ্রি তার দখলদার বাহিনীকে সে দেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেবে। উল্টে একই বছরের ডিসেম্বরে সিআইএ হতভম্ব হয়ে পড়ে যখন একদল আমেরিকান নাগরিক ওয়াশিংটনের রাস্তায় গর্বাচভকে নায়কের মত অভিনন্দন জানায়। রাস্তার সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছিল যে কমিউনিস্ট বিশ্বের নেতা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সমাপ্তি টানতে চাইছেন, অথচ সিআইএ বুঝতে পারেনি। পরের একটি বছর বব গেটস তাঁর অধীনস্তদের কাছে অনেকবার প্রশ্ন রেখেছেন : গর্বাচভ কেন বারবার তাদেরকে বোকা বানাচ্ছেন?

সোভিয়েত মিলিটারি মুভমেন্টের ওপর নজর রাখতে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময়কালের মধ্যে আমেরিকা অতি আধুনিক ইলেক্ট্রনিক ইভসড্রপিং যন্ত্রপাতি নির্মাণের পিছনে প্রায় সিকি ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে। তার দায়-দায়িত্ব সিআইএ'র পরিচালক যারা ছিলেন, তাঁদের ঘাড়ে চাপানো হলেও যন্ত্রপাতিগুলো আসলে পরিচালনা করেছে পেন্টাগন। পেন্টাগন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে স্ট্রাটেজিক আর্মস লিমিটেশন (SALT) চুক্তির সমঝোতার বিষয়ে বিরতিহীন ডেটা সরবরাহ করে গেছে। তাই বলা যায় তারাই আসলে শীতল লড়াইকে শীতল রাখতে সাহায্য করেছে। অথচ ওয়াশিংটন বা মস্কো যখন যে অস্ত্র নির্মাণ করতে চেয়েছে, করে ছেড়েছে। তা থেকে একবারও পিছায়নি। তাদের মারণাস্ত্রের যে বিশাল মজুদ আছে, গোটা পৃথিবীকে একশোবার ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব তা দিয়ে। অথচ আমেরিকা এক সময় অস্ত্র 'নিয়ন্ত্রণ' আলোচনা থেকে দূরে সরে যায়।

১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে এর প্রতিদান পাওয়া যায়। রিগ্যান প্রশাসনের সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, ফ্র্যাঙ্ক কারলুচ্চি মস্কো যান তাঁর প্রতিপক্ষ দিমিত্রি ইয়াজভের সাথে বৈঠক করতে। ভরোশিলভ মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে সে দেশের

জেনারেল ও অ্যাডমিরালদের উদ্দেশে ভাষণ দেন কারলুচ্চি। সেখানে একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন : 'আমাদের সম্পর্কে আপনারা এত কিছু জানেন কিভাবে?' তিনি জবাব দেন, 'আমরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এ কাজ করি। আপনারা আমাদেরকে অনুসরণ করলে এবং বার্ষিক সামরিক বাজেট প্রকাশ করলে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।'

সবার মিলিত অট্টহাসিতে বিস্ফোরিত হয় অ্যাকাডেমির কনফারেন্স হল। কারলুচ্চি পরে তাঁর রাশিয়ান এসকর্ট অফিসারকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার কথায় সবাই হাসল কেন?' লোকটার জবাব ছিল : 'আপনি বুঝতে পারেননি আপনি তাদের সিস্টেমের হৃৎপিণ্ডে আঘাত করেছেন।'

'সেটা কি?'

'গোপনীয়তা।'

আমেরিকা ও সোভিয়েত মিলিটারি চিফের মধ্যেকার সেবারের মুখোমুখি চুক্তিতে রাশিয়ার নাগরিকদের কাছে দুটো জিনিস স্পষ্ট হয়। প্রথমত, আমেরিকানরা তাদেরকে হত্যা করতে চায় না। দ্বিতীয়ত, আমেরিকানরা পারমাণবিক মিসাইলের ক্ষেত্রে যতখানি শক্তিধর, তারাও তারচেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তবে তাতে কিছু যায়-আসে না। কেননা বাকি প্রতিটা বিষয়ে তারা পশ্চিমের চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে আছে। তারা বুঝে ফেলে গোপনীয়তা আর মিথ্যার ওপর গড়ে ওঠা নিজেদের দেশের বদ্ধ ব্যবস্থা কখনই একটা মুক্ত সমাজকে পরাজিত করতে পারবে না।

তারা দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছে খেলা শেষ। এজেন্সি দেখতে পায়নি।

সিআইএ সে বছর তার তিনটা সাফল্য অর্জনে ব্যস্ত ছিল। প্রথমটা অর্জিত হয় কর্নেল চ্যাং সিয়েন-ই, তাইওয়ান নিউক্লিয়ার এনার্জি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টর পক্ষ বদল করে আমেরিকায় চলে আসায়। সিআইএ মিলিটারি ক্যাডেট হিসেবে রিক্রুট করার পর বিশ বছর তিনি আমেরিকার হয়ে গোপনে কাজ করছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান কাজ করছিল আমেরিকান প্লুটোনিয়াম, দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরেনিয়াম ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে।

তাইওয়ানের নেতারা সেটার মধ্যে পারমাণবিক বোমা তৈরির একটা সেল নির্মাণ করিয়েছিলেন। সে বোমার একটাই লক্ষ্য ছিল, চীনের মূল ভূখণ্ড। চীনের নেতাদের প্রতিজ্ঞা ছিল তাইওয়ান পারমাণবিক বোমা তৈরি করলে তারা আক্রমণ করবে। আমেরিকা সে প্রোগ্রাম স্থগিত করার দাবি জানায়, তাইওয়ান তা মেনে নেয়ার ভান করে এবং তলে তলে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। পরে এক সময় তাইওয়ান সরকারিভাবে ঘোষণা করে তারা পারমাণবিক বোমা তৈরির ক্ষমতা অর্জন করেছে, কিন্তু তারা তা করবে না।

দ্বিতীয় সাফল্য আসে আবু নিদাল সংগঠনের বিরুদ্ধে। গত এক যুগেরও বেশিকাল ধরে ইওরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে পশ্চিমাদের আতঙ্কিত করা, হত্যা ও হাইজ্যাক ইত্যাদি করে আসছিল এই সংগঠন। সিআইএ'র কাউন্টার টেররিজম সেন্টারে তিনটি বিদেশী সরকার ও আমেরিকার একজন সাবেক প্রেসিডেন্টের সমন্বয়ে এর প্রতিকারের উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে এক মিটিংয়ে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদের হাতে আবু নিদাল সম্পর্কে ইন্টলিজেন্স প্যাকেজ তুলে দেন সাবেক প্রেসিডেন্ট কার্টার।

আসাদ দেশ থেকে বের করে দেন নিদালকে। পরের দুই বছর পিএলও এবং জর্ডান ও ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতায় সিআইএ আবু নিদালের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই শুরু করে। নিয়মিত ডিজইনফর্মেশন সরবরাহ করার মাধ্যমে জোর লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে, ফলে এক সময় আবু নিদাল ভাবতে বাধ্য হন যে তার সহকারীরা সবাই বিশ্বাসঘাতক। পরের বছর নিজের সাত সহকর্মী এবং তাদের কয়েক ডজন অনুসারীকে হত্যা করেন আবু নিদাল। অথর্ব হয়ে পড়ে তাঁর সংগঠন।

এরপর আবু নিদালের অন্য দুই সহকর্মী বিদ্রোহ করে এবং লেবাননে তাঁর হেড অফিসের ওপর আক্রমণ চালায়। তাতে নিদালের আশিজন কর্মী নিহত হয়, ধ্বংস হয়ে যায় সংগঠন। এজেন্সির নিকট প্রাচ্য ডিভিশনের চিফ, টম টুইটেনের অধীনে এ বিজয় অর্জিত হয়। পরে তাকে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের চিফ করা হয়।

সিআইএ'র তৃতীয় সাফল্য ছিল আফগান বিদ্রোহীদের বিজয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশে সিআইএ'র বাকি যে সমস্ত বাহিনী লড়াই করছিল, সব ক'টা তখন একে একে হেরে যাচ্ছে। এজেন্সি শেষবারের মত গোপন সহযোগিতা পাঠানোর কিছুদিন পর *কন্ট্রা* বাহিনী যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। নিকারাগুয়ায় বুলেটের বদলে ব্যালটের শাসন ফিরে আসে। কর্নেল কাদ্দাফি বিরোধী একদল যোদ্ধা পথ হারিয়ে সুদানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গরমে আধাসেদ্ধ হওয়া সেই দলটিকে নিরস্ত্র করে তার থেকে নিজের ট্রুপসকে আলাদা করে প্রথমে কঙ্গোতে নিয়ে যেতে হয় সিআইএকে। সেখানে থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে কূটনীতি উচ্ছেদের কভার্ট অ্যাকশন, ওয়াশিংটন আর মস্কো থেকে অস্ত্র সরবরাহ প্রকল্প, সব শুকিয়ে এসেছে। কেসির কম্বোডিয়ান বিদ্রোহী বাহিনীকে হ্যানয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করা; ভিয়েতনাম যুদ্ধে বিজয়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্য ভুল ব্যবস্থাপনার

কারণে বরবাদ হয়ে গেছে–কেননা তাদের জন্য পাঠানো সিআইএ'র টাকা আর অস্ত্র দুর্নীতিবাজ থাই জেনারেলদের হাতে পড়ায় কম্বোডিয়ান বিদ্রোহী বাহিনী সবদিক থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। ফলে এক সময়ের সিআইএ'র মিত্র বাহিনী কম্বোডিয়ার কসাই নামে পরিচিত, খেমার রুজ বাহিনীর সমপর্যায়ে নিয়ে গেছে। রিগ্যানের ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী, ইরান-*কন্ট্রা* জঞ্জাল পরিষ্কার করার কাজে জড়িত কলিন পাওয়েল হোয়াইট হাউজকে সতর্ক করেছিলেন এ বিষয়ে আরও চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে। শেষ পর্যন্ত যা হওয়ার তাই হয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে সে অপারেশনও।

একমাত্র আফগান মুজাহেদিন বাহিনী তখন সাফল্যের পথে রয়েছে। সোভিয়েত সৈন্যদের রক্ত ঝরাচ্ছে তারা। বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে প্রায়। সিআইএ'র আফগান অপারেশনের তখন বছরে ব্যয় হচ্ছে ৭০০ মিলিয়ন ডলার। ক্ল্যান্ডেস্টাইন বাজেটের ৮০% বরাদ্দ করা হয়েছিল আফগান যুদ্ধের সমর্থনে। আমেরিকান স্টিঙ্গার মিসাইলের সাহায্যে সোভিয়েত সৈন্যদের পাইকারী হত্যা করে চলেছে মুজাহেদিনরা। একের পর এক সোভিয়েত হেলিকপ্টার গানশিপ ভূপাতিত করে মস্কোর ইমেজের গায়ে গভীর আঁচড় এঁকে চলেছে। সিআইএ তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে—সোভিয়েত ইউনিয়নকে তাদের ভিয়েতনামের স্বাদ দিয়ে চলেছে।

'তাদেরকে একজন একজন করে হত্যা করেছি আমরা,' বলেন হাওয়ার্ড হান্ট, ১৯৮১ থেকে '৮৪ পর্যন্ত আফগান যোদ্ধাদের সশস্ত্র করার মিশনের প্রধান। 'ফলে বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে তাদের। সেটা ছিল আমাদের টেররিস্ট ক্যাম্পেইন (সন্ত্রাসী অভিযান)।'

'আমরা পাত্তা দেইনি'

সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে রিগ্যান প্রশাসন ক্ষমতা ছাড়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে। একটা স্বাধীনচেতা ইসলামী আর্মির তাদের দেশের ঈশ্বরবিহীন আগ্রাসী বাহিনীকে পরাজিত করার পর কি ঘটবে, সিআইএ'র ব্রিফিং বইয়ে সে প্রশ্নের জবাব ছিল না। ১৯৮৮ সালের গ্রীষ্মে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের দুই নম্বর ব্যক্তি ছিলেন টম টুইটেন। তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয় আফগান যোদ্ধাদের নিয়ে কি করা যায় ঠিক করতে। তিনি বলেন, 'আমাদের কোনো প্ল্যান নেই তাদের নিয়ে।' সিআইএ সিদ্ধান্ত নেয় 'সে দেশে "আফগান গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে সেটা খুব

সুখের হবে না।'

সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু সিআইএ'র আফগান জিহাদ শেষ হয়নি। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত পাকিস্তানে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন রবার্ট ওকলি। তিনি বলেন, আমাদের ও পাকিস্তানের উচিত আফগানিস্তানের 'সত্যিকারের প্রগতিশীলদের দেয়া সহায়তার পরিমাণ কঠোরভাবে কমিয়ে দেয়া' ও মুজাহেদিনদের আরও প্রগতিশীল করে গড়ে তোলার দিকে নজর দেয়া। 'কিন্তু সিআইএ এ কাজে তার পাকিস্তানী বন্ধুদের সহায়তা পায়নি,' বলেন তিনি। 'তাই আমরা প্রগতিশীলদের একটা অংশকে সহায়তা দেয়া অব্যাহত রাখি।'

তাদের প্রধান ছিলেন আফগান বিদ্রোহী নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। সিআইএ'র পক্ষ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র পেয়েছেন তিনি, যার বেশিরভাগই আত্মসাৎ করেন এবং পরে দেশের সর্বময় ক্ষমতা পাওয়ার আশায় সেসব সাধারণ মানুষের ওপর ব্যবহারের আয়োজনও করে ফেলেন।

'এজেন্সিকে নিয়ে আমার আরও একটা সমস্যা আছে,' বলেন অ্যাম্বাসাডর ওকলি। 'সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে, তারাই নারকোটিক ব্যবসা থেকে প্রচুর টাকা রোজগার করছে।' আফগানিস্তান হচ্ছে বিশ্বের একক সর্ববৃহৎ পপি উৎপাদনকারী দেশ যা থেকে হেরোইন তৈরি হয়। বছরে দু'বার পপি উৎপাদন করা হয় হাজার হাজার একর জমিতে। ওকলি বলেন, 'আমার সন্দেহ পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস পপি চাষ ও হোরোইন প্রস্তুতের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত আছে। কিন্তু সে জন্য সিআইএ তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না।'

তিনি বলেন, 'আমি স্থানীয় স্টেশনকে বারবার বলেছি তাদের নারকোটিক ট্রাফিকিং সম্পর্কে আফগানিস্তান থেকে বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করতে। কিন্তু তারা "সূত্র নেই" বলে এড়িয়ে গেছে। সহযোগিতা করেনি। এটা হাস্যকর কৈফিয়ত। বিষয়টা আমি বিল ওয়েবস্টারের কানেও তুলেছি, কিন্তু কোনো সন্তোষজনক জবাব পাইনি।'

আফগান বিদ্রোহী নেতাদের ওয়াশিংটনে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওয়েবস্টার। তিনি বলেন, হেকমতিয়ারও ছিলেন সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে। কয়েক বছর আগে তার সাথে যখন আফগানিস্তানে আমার দেখা হয়, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন দেশে একটা ইসলামী সমাজ গড়ে তুলবেন। তাতে যদি আরও এক মিলিয়ন মানুষকেও মারতে হয়, তাই করবেন।

এই বই লেখার কাজ যখন চলছে, তখন আমেরিকান সৈন্য ও তাদের মিত্রদের পাইকারী হত্যা করে চলেছে হেকমতিয়ার ও তাঁর বাহিনী। সিআইএ

হেকমতিয়ারের খোঁজে আফগানিস্তান চষে বেড়াচ্ছে।

সর্বশেষ সোভিয়েত সৈন্যটি আফগানিস্তান ছেড়ে যায় ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। তারপরও সে দেশে সিআইএ'র অস্ত্র পাঠানো চলতে থাকে। 'আমাদের কেউই ভবিষ্যতের চেহারা আন্দাজ করতে পরেনি,' বলেন ওকলি। এক বছর যেতে না যেতেই সাদা কুর্তা আর পাগড়ি পরা সউদিরা আফগানিস্তানের ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে দেখা দিতে শুরু করে। নিজেদেরকে আমীর দাবি করে তারা। গ্রামের প্রধানদের কিনে নিয়ে নিজেদের ছোটো ছোটো সাম্রাজ্য গড়তে শুরু করে। বিদেশের নতুন এক শক্তির দূত ছিল এইসব সউদি, যার নাম আল কায়েদা।

'আমরা না দেখার ভান করেছি,' বলেন ওয়েবস্টার। 'আমাদের উচিত হয়নি।'

‘দেয়াল ধসে পড়লে আমরা কি করব?’

১৯৮৯ সালের ২০ জানুয়ারি নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন জর্জ ওয়াকার বুশ। সেই খুশিতে সিআইএ উৎসবের আয়োজন করে, কারণ বুশ এক সময় তাদের একজন ছিলেন। তাদেরকে ভালবাসেন বুশ, তাদেরকে বুঝতে পারেন। আরও সত্যি কথা যে, ওয়াকার বুশ ছিলেন প্রথম এবং একমাত্র কমান্ডার-ইন-চিফ, যিনি জানেন সিআইএ ঠিক কিভাবে কাজ করে।

প্রেসিডেন্ট হয়ে বুশ নিজেই নিজের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর হয়ে বসেন। বিচারপতি ওয়েবস্টারকে শ্রদ্ধা করেন তিনি, কিন্তু তাঁর নিজের বাহিনী যে করে না, সে কথাও জানেন। এটাও জানেন, এই কারণেই ওয়েবস্টার নিজেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন সবকিছু থেকে। বুশ পেশাদারদের কাছ থেকে নিয়মিত ব্রিফিং আশা করতেন। তাদের কাজে সন্তুষ্ট হতে না পারলে খসড়া রিপোর্ট দাবি করতেন। পেরু বা পোল্যান্ডে কিছু ঘটছে কানে এলে পুরো রিপোর্ট স্টেশন চিফদের কাছ থেকে শুনতে চাইতেন। এজেন্সির ওপর তাঁর আস্থা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের সীমান্তে বাঁধা।

এর শোচনীয় পরীক্ষা হয়েছিল পানামায়। ১৯৮৮ সালে নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সময় বুশ দাবি করেছিলেন পানামার লৌহমানব বলে পরিচিত জেনারেল ম্যানুয়েল নরিয়েগার সাথে তাঁর কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু দু'জনের ছবি পাওয়া গেছে যাতে প্রমাণ হয় যে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। নরিয়েগা সিআইএ'র পে-রোলে ছিলেন অনেক বছর ধরে। বিল কেসি বছরে একবার তাঁকে হেড কোয়ার্টার্সে অভ্যর্থনা জানাতেন, এবং অন্তত একবার তাঁরে সাথে দেখা করতে পানামায় গিয়েছিলেন। কেসি তাঁকে দেখতেন পোর্টিজি হিসেবে,’ বলেছেন আর্থার এইচ. ডেভিস। রিগ্যান ও বুশের সময় পানামায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি।

১৯৮৮ সালে ফ্লোরিডায় জেনারেলকে কোকেইন কিংপিন হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু নরিয়েগা তখন পানামার ক্ষমতায়, তাই উল্টে আমেরিকার প্রতি দাঁত খিঁচাতে থাকেন। ততদিনে জানাজানি হয়ে যায় নরিয়েগা একজন খুনী এবং সিআইএ'র অনেক পুরনো বন্ধু। এজেন্সির জন্য সেটা ছিল কানাগলিতে আটকা পড়ার মত। ‘সিআইএ'র দীর্ঘদিনের সম্পর্ক নরিয়েগার সাথে। তাই তারা সম্পর্ক শেষ করতে চাইছিল না,’ বলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের অফিসার, রবার্ট

পাসটোরিনো। '৮০-র দশকে সিনিয়র পেন্টাগন সিভিলিয়ান হিসেবে অনেকবার নরিয়েগার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর।

নরিয়েগার বিরুদ্ধে মাদকের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠার পর রিগ্যান নির্দেশ দেন তার সাথে সম্পর্কে শেষ করার উপায় খুঁজে বের করতে। পরে প্রেসিডেন্ট বুশ সিআইএ'কে নির্দেশ দেন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে। দু'বারই এজেন্সি বিঘ্ন ঘটায়। সেই সময় জাতিসংঘের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, জেনারেল ভারনন ওয়াল্টার্স এ নিয়ে বিশেষ করে সতর্ক ছিলেন। এক সময় সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। 'নরিয়েগাকে কোনো কারণে আমেরিকায় ধরে এনে বিচারের মুখোমুখি করা হোক, জেনারেল তা চাননি,' বলেন স্টিফেন দাচি, ১৯৮৯ সালে পানামার আমেরিকান এমব্যাসির দুই নম্বর ব্যক্তি। সে সময় জেনারেল ভারনন ও জেনারেল নরিয়েগাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তিনি। এজেন্সিতে নরিয়েগার যারা পুরনো বন্ধু, তারাও চাননি নরিয়েগার বিরুদ্ধে আমেরিকার কোর্টে শপথ নিয়ে কিছু বলতে।

প্রেসিডেন্ট বুশের নির্দেশে সিআইএ দশ মিলিয়ন ডলার খরচ করে পানামার ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে একটি নরিয়েগাবিরোধী দলকে দাঁড় করাতে। নরিয়েগা তাঁর বিরুদ্ধে সিআইএ পরিচালিত চার নম্বর অপারেশন ব্যর্থ করে দেন। প্রেসিডেন্ট বুশ এরপর তাঁর বিরুদ্ধে পঞ্চম কভার্ট অ্যাকশন অনুমোদন করেন, সাথে অভ্যুত্থানের পক্ষে প্যারামিলিটারি সমর্থনও ছিল। কিন্তু কভার্ট অপারেটররা মত দেয় একমাত্র ফুল স্কেল সামরিক অভিযান চালানো হলেই নরিয়েগাকে ক্ষমতাহারা করা সম্ভব। এজেন্সির ল্যাটিন আমেরিকা অভিজ্ঞ কয়েকজন, বিশেষ করে পানামা স্টেশন চিফ, ডন উইন্টার্স এ কাজ করার জন্য মুখিয়ে ছিলেন।

ওদিকে বুশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সবাইকে বুঝিয়ে দেন, তিনি পানামা সম্পর্কে সিআইএ'র চেয়ে সিএনএন-এর কাছ থেকে বেশি খবরাখবর পাচ্ছেন। বুঝতে বাকি থাকে না যে বিচারপতি উইলিয়াম ওয়েবস্টারের দিন ফুরিয়ে আসছে। তখন থেকেই বুশ ডিফেন্স সেক্রেটারি ডিক চেইনির সহযোগিতায় নরিয়েগাকে উৎখাতের পরিকল্পনা করতে থাকেন, এজেন্সি সম্পর্কে যার সংশয় দিন দিন গভীরতর হচ্ছিল।

পুরনো মিত্রকে গোপন চেষ্টায় ক্ষমতাচ্যুত করতে না পেরে আমেরিকা বাধ্য হয় সামরিক অভিযান চালাতে। সায়গনের পতনের পর সেটা ছিল তার বৃহত্তম অভিযান। ১৯৮৯ সালের ক্রিসমাসের সময় একদিকে স্মার্ট বোমার ঘায়ে পানামা সিটির ঘরবাড়ি মাটিতে মিশিয়ে দেয় আমেরিকান বাহিনী, আরেকদিকে স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যরা আমেরিকার এক সময়কার মিত্র, পানামার লৌহমানব নরিয়েগাকে ধরতে লড়াই করে এগিয়ে যেতে থাকে। সে ঘটনায় ২৩ আমেরিকান সৈন্য ও কয়েকশো নিরীহ, নিরস্ত্র পানামাবাসীর মৃত্যু হয়। দুই সপ্তাহ পর সফল হয় আমেরিকান বাহিনী, শিকল পরানো নরিয়েগাকে মায়ামিতে এনে হাজির করে।

সিআইএ'র ডন উইন্টার্স নরিয়েগার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, আমেরিকা তার বন্ধুপ্রতীম ম্যানুয়েল নরিয়েগাকে এজেন্সি ও মিলিটারির মাধ্যমে নগদ ৩,২০,০০০ ডলার দিয়েছে। উইন্টার্স নরিয়েগাকে আমেরিকা ও ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মধ্যেকার বিশ্বস্ত লিয়াজোঁ, সেন্ট্রাল আমেরিকার কমিউনিজমবিরোধী যুদ্ধের একজন অনুগত মিত্র এবং আমেরিকার ফরেইন পলিসির লিঞ্চপিন বা অপরিহার্য উপাদান বলে উল্লেখ করে বলেন, তিনি এমনকি নির্বাসিত ইরানের শাহকে পর্যন্ত আশ্রয় দিয়েছিলেন।

নরিয়েগাকে আট অঙ্কের ড্রাগ পাচার ও তার মাধ্যমে টাকা রোজগারের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং প্রিজনার অব ওয়ার হিসেবে কয়েক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর প্যারোলের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়। ধন্যবাদ জেনারেল ওয়াল্টার্স ভারননকে, কেননা এ কৃতিত্বের বেশিরভাগই তাঁর প্রাপ্য।

'আর কখনও সিআইএকে বিশ্বাস করব না'

১৯৯০ সালে আরেক রাষ্ট্র প্রধান আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি ইরাকের সাদ্দাম হোসেন। আট বছর স্থায়ী ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট রিগ্যান তাঁর ব্যক্তিগত দূত হিসেবে ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে ঘন ঘন বাগদাদ পাঠিয়েছেন সাদ্দামের সাথে শেক হ্যান্ড করে বুঝিয়ে দিতে যে তাঁর প্রতি আমেরিকার সমর্থন আছে। সাদ্দামকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, স্পাই স্যাটেলাইটের ব্যাটেলফিল্ড ডেটা সরবরাহ করেছে তাঁর প্রশাসন। হাই টেকনোলজি এক্সপোর্ট লাইসেন্স দিয়েছে যা ইরাক ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে।

'সাদ্দাম হোসেন ছিল নিষ্ঠুর একনায়ক, তবে অনেকের মতে দুই শয়তানের (খোমেনি) মধ্যে ছোটো শয়তান,' বলেন ফিলিপ উইলকক্স, এজেন্সির স্টেট ডিপার্টমেন্ট লিয়াজোঁ অফিসার। 'আমরা ইরাকের দিকে ঝুঁকি। সাদ্দামকে ইন্টেলিজেন্স সরবরাহ করি। যে সব দেশ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ জোগায় তার একটা তালিকা ছিল আমাদের, তা থেকে ইরাকের নাম বাদ দিই, আরব-ইসরাইল শান্তি প্রক্রিয়াকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে বলে সাদ্দাম যে প্রচারণা চালাত তা বিশ্বাস করি। অনেকের ধারণা ছিল সাদ্দাম হোসেন মধ্য প্রাচ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাকে সাথে নিয়ে কাজ করলে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হবে।

তবে ইরাকে বিনিয়োগের বিনিময়ে যা আসত, তা ছিল নিতান্তই সামান্য। আমরা ইন্টেলিজেন্সের বিনিময়ে কিছুই পেতাম না। ইরাকী পুলিশের মধ্যে কখনও পেনিট্রেট করেনি এজেন্সি। দেশের প্রশাসন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের চেয়ে বেশি

কিছু আমাদের ছিল না। যে সমস্ত ইরাকীর ওপর নির্ভর করে এজেন্সি কাজ করত, তাদের মধ্যে ছিল হাতে গোণা কয়েকজন কূটনীতিক আর বিদেশে কর্মরত কিছু ট্রেড অফিশিয়াল। বাগদাদের গোপন কাউন্সিল সম্পর্কে তারা খুব অল্পই জানত। এক পর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে পশ্চিম জার্মানির চাকরিরত এক ইরাকি হোটেল কেরানীকে ভাড়া করতে হয় এজেন্সিকে। তবে জনাচল্লিশেক ইরানি এজেন্টের একটা নেটওয়ার্ক ছিল সিআইএ'র। তার মধ্যে কয়েকজন ছিল মাঝ পর্যায়ের মিলিটারি অফিসার। তারা ইরাকি আর্মি সম্পর্কে কিছু কিছু জানত।

সিআইএ'র ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্টেশন চিফ অদৃশ্য কালি ব্যবহারের প্রাচীন পদ্ধতিতে তাদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলত। কিন্তু ১৯৮৯ সালের বসন্তে সিআইএ'র এক কেরানী সব ইরানি এজেন্টকে একটা চিঠি পাঠায় একই সময়ে, একই মেইল বক্স থেকে, একই হাতের লেখায় এবং একই ঠিকানায়। ফলে এজেন্টদের একজনের পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে বাকিদের পরিচয়ও জানাজানি হয়ে যায়। এজেন্সির সমস্ত ইরানি এজেন্ট ধরা পড়ে যায়। অনেকের মৃত্যুদণ্ড হয়, বাকিদের কারাদণ্ড।

'গ্রেফতার করা এজেন্টদের নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়,' বলেন ফিল গিলান্ডি, ওই সময়কার ইস্তাম্বুল বেজের ডেপুটি চিফ। 'কিন্তু সিআইএ'র কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। উল্টে যে ফিল্ড এলিমেন্ট এই বোকামীর জন্য দায়ী ছিল, তাকে প্রমোশন দেয়া হয়। সেই নেটওয়ার্ক অকার্যকর হয়ে পড়ার কারণে ইরান-ইরাক, দুই দেশেরই সিআইএ'র জানালা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯০ সালের বসন্তে সাদ্দাম সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে শুরু করলে তা সিআইএ'র নজর এড়িয়ে যায়। উল্টে তারা একটা বিশেষ জাতীয় ইন্টেলিজেন্স এস্টিমেট পাঠায় হোয়াইট হাউজে। যাতে বলা হয়, ইরানের সাথে যুদ্ধ করে ইরাকি বাহিনী এখন ভীষণ ক্লান্ত, শ্রান্ত। এ ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে তাদের কয়েক বছর লেগে যাবে। সাদ্দাম অদূর ভবিষ্যতে কোনো সামরিক অভিযানে নামতে পারবে বলে মনে হয় না। তারপর, ১৯৯০ সালের ২৪ জুলাই বিচারপতি ওয়েবস্টার স্পাই স্যাটেলাইটের তোলা কিছু ইমেজ প্রেসিডেন্ট বুশের সামনে হাজির করেন—যাতে দেখা যায় কুয়েতের সীমান্তে হাজার হাজার সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে ইরাক। দুই ডিভিশন রিপাবলিকান গার্ড সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় কিছু একটা ঘটানোর প্রতীক্ষায় আছে। পরদিন সিআইএ'র *ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ডেইলি*'র হেডিং ছিল : Is Iraq Bluffing (ইরাক ধোঁকা দিচ্ছে)?

এক সিআইএ বিশ্লেষক, ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার চার্লস অ্যালেনের চোখে বিষয়টা সুবিধাজনক মনে হয়নি। তিনি বলেন, 'আমি যুদ্ধের দামামা শুনতে পাচ্ছি।' তবে কেউ তার কথায় তেমন কান দেয়নি। তার আগে, ৩১ জুলাই সিআইএ মত দেয় সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে কয়েতে কোনো অভিযান চালানোর সম্ভাবনা নেই—তবে হয়ত দু'-চারটা তেলক্ষেত্র দখল বা কিছু দ্বীপ দখল ইত্যাদি

ঘটতে পারে, তার বেশি কিছু না। ইরাকের কুয়েত অভিযান শুরু হওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর রিচার্ড জে. কার হোয়াইট হাউজকে সতর্ক করেন–ইরাকের হামলা আসন্ন।

সিআইএ'র ওপর প্রেসিডেন্ট বুশের আস্থা ছিল না। তাই মিশরের প্রেসিডেন্ট, সউদি বাদশাহ এবং কুয়েতের আমীরের হট লাইনে স্পিড-ডায়াল করেন তিনি। তাঁরা প্রত্যেকে জোর দিয়ে বলেন, সাদ্দাম কখনও অভিযান চালাবে না। জর্ডানের বাদশাহ হোসেন বুশকে বলেন : 'ইরাকের পক্ষ থেকে আপনাকে "বেস্ট রিগার্ডস (শুভকামনা)" এবং "হাইয়েস্ট এস্টিম (সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা)" জানানো হয়েছে, স্যার।'

বুশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে যান। কয়েক ঘণ্টা পর ১ লাখ ৪০ হাজার ইরাকী সৈন্যের প্রথম ঢেউ কুয়েতের ওপর আছড়ে পড়ে।

প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজর বব গেটস ওয়াশিংটনের বাইরে পারিবারিক পিকনিকে ছিলেন তখন। সেখানে তাঁর এক বন্ধুর স্ত্রী বলেন, 'আপনি এখানে কি করছেন?' গেটস পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'কি বলতে চাইছেন?' সামরিক অভিযানের কথা বলতে চাইছি। কিসের সামরিক অভিযান? ইরাক সম্পর্কে তখন সিআইএ'র ইন্টেলিজেন্সের দৌড় ছিল এই পর্যন্ত।

'পরের দুই মাস সিআইএ'র আচরণ ছিল দুর্ভাগ্যজনক,' বলেন চাস্ ডাব্লিউ ফ্রিম্যান জুনিয়র, সউদি আরবের নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ হওয়ায় অ্যাবাউট টার্ন করে সিআইএ। ৫ আগস্ট রিপোর্ট করে সাদ্দাম হোসেন এবার সউদি আরবে হামলা করতে যাচ্ছে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি। এরপর সিআইএ প্রেসিডেন্টকে নিশ্চিত করে ইরাকের হাতে কেমিক্যাল ওয়ারেহড নেই। ক'দিন পর এজেন্সির আস্থা বেড়ে যায়। ঘোষণা করে, ইরাকের কেমিক্যাল ওয়ারেহড আছে এবং সাদ্দাম হোসেন তা ব্যবহার করতে পারে। তাদের এ ধারণার পিছনে জোরাল কোনো প্রমাণ ছিল না। উপসাগরীয় যুদ্ধে সাদ্দাম কখনও কেমিক্যাল অস্ত্র ব্যবহারের ধারেকাছেও যাননি, তবে ইরাকের স্কাড মিসাইল যখন রিয়াদ ও তেল আভিভে পড়তে শুরু করে তখন সবখানে চরম ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৯১ সালের ১৭ জানুয়ারি সাত সপ্তাহের টানা বোমাবর্ষণ শুরু হয় ইরাকের ওপর। তার আগে সিআইএ'কে বলা হয়েছিল বোমা ফেলার উপযুক্ত জায়গা বাছাই করে দিতে। তাদের বাছাই করা জায়গা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় এয়ার ফোর্স। পরে দেখা যায় সেটা ছিল সিভিলিয়ানদের বিমান হামলা থেকে বাঁচার শেল্টার। কয়েকশো নারী ও শিশুর মৃত্যু হয় সেই বোমা হামলায়। এ ঘটনার পর সিআইএ'কে আর জায়গা শনাক্ত করার জন্য ডাকা হয়নি।

এ ঘটনার পর অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মের আমেরিকান কমান্ডার জেনারেল নর্ম্যান শোয়ার্জকফের সাথে নিষ্ঠুর বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে সিআইএ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির

হিসাব নিয়ে–বোমা বর্ষণের কারণে দৈনিক যে পরিমাণ সামরিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত বা প্রভাব পড়ে, তার রিপোর্ট নিয়ে। পেন্টাগনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ছিল তারা প্রতিদিন হোয়াইট হাউজকে নিয়মিত নিশ্চয়তা দিয়ে যাবে যে, আমেরিকান বিমান বাহিনী সউদি আরব আর ইসরাইলকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ইরাকী মিসাইল লঞ্চার ধ্বংস করা ছাড়াও আমেরিকান গ্রাউন্ড ফোর্সকে রক্ষা করতে ইরাকের অনেক ট্যাংক ইত্যাদি ধ্বংস করেছে। জেনারেল শোয়ার্জকফকেও নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হবে। কিন্তু সিআইএ'র বিশ্লেষক প্রেসিডেন্টকে জানায় জেনারেল ইরাকের ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়ে দেখাচ্ছেন–কথাটা যদিও ভিত্তিহীন ছিল না।

তবে জেনারেলকে চ্যালেঞ্জ করাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় এজেন্সির জন্য। ফলে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এজেন্সিকে ব্যানড করা হয়। জবাবে পেন্টাগন স্পাই স্যাটেলাইটের তোলা ছবি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এবার কংগ্রেস এজেন্সিকে বাধ্য করে যাতে তারা আমেরিকান মিলিটারির চাকরের ভূমিকা পালন করে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ শেষ হতে এজেন্সি বাধ্য হয় মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক নতুন অফিস খুলতে, যেটার কাজ হবে পেন্টাগনের হয়ে মিলিটারিকে সহায়তা করা। পরের এক দশক সিআইএ'কে আর্মি পর্সোনেলদের হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। এই রাস্তা কত চওড়া? ওই ব্রিজ কত মজবুত? ওই পাহাড়ের ওপরে ওটা কি? পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বেসামরিক নেতাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে এসেছে সিআইএ, উর্দি পরা অফিসারদের নয়। মিলিটারির তরফ থেকে যে স্বাধীনতা এত বছর ভোগ করছিল এজেন্সি, এই সূত্রে তারা সেটাও হারায়।

উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হলো। সাদ্দাম হোসেন স্বপদেই থাকল কিন্তু সিআইএ'র ক্ষমতা কমে গেল। নির্বাসিত ইরাকিদের মতমতের ভিত্তিতে এজেন্সি জানায় সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলে তাকে হটানো যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকি জনগণকে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার এবং তাকে উৎখাত করার আহ্বান জানান। দক্ষিণের শিয়া এবং উত্তরের কুর্দ জনগোষ্ঠী বুশের কথামত কাজে লেগে পড়ে। এজেন্সি এ কাজে তাদেরকে যতভাবে সম্ভব সহায়তা করতে থাকে–মূলত সাদ্দামবিরোধী প্রচারণা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে যাতে সত্যি সত্যি ইরাকিরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। পরে সাত সপ্তাহ কুর্দ আর শিয়াদের বিদ্রোহ নিষ্ঠুর হাতে দমন করেন সাদ্দাম, হাজার হাজার কুর্দ ও শিয়া নিহত হয়, আরও হাজার হাজার পালিয়ে যায় দেশ ছেড়ে। নির্বাসিত নেতাদের সাথে লন্ডন, আম্মান আর ওয়াশিংটনে যোগাযোগ করে সিআইএ। তাদেরকে নিয়ে পরের অভ্যুত্থান, তারও পরের অভ্যুত্থান সফল করার কাজে লেগে পড়ে।

যুদ্ধ শেষে জাতিসংঘ স্পেশাল কমিশনের ইরাকে যায় কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল বা পারমাণবিক অস্ত্র পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখতে। জাতিসংঘের

অনুসন্ধানকারী দলে অনেক সিআইএ অফিসার ছিলেন। তাঁদের একজন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের অফিসার রিচার্ড ক্লার্ক ছিলেন অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের। ইরাকের এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রিতে অভিযান চালিয়ে সাদ্দাম হোসেনের পারমাণবিক অস্ত্রের ডিরেক্টরেট আবিষ্কার করেন তিনি। এর পনেরো বছর পর *ফ্রন্টলাইন* টিভিতে এক সাক্ষাৎকারে ক্লার্ক বলেন, 'আমরা সেখানে গেলাম, দরজা ভেঙে ঢুকলাম ভেতরে। ইরাকিরা পুরো ফ্যাসিলিটি ঘেরাও করে রেখেছিল, ইউএন ইন্সপেক্টরদের যেতে দেবে না। পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য আমরা স্যাটেলাইট টেলিফোন দিলাম তাদেরকে। সেখানে দাঁড়ানো অবস্থাতেই ইংরেজি থেকে আরবিতে অনুবাদ করা নিউক্লিয়ার রিপোর্ট পড়ে শানানো হলো তাদেরকে।' ইরাক তার প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা হয়ত আর নয়, অথবা আঠারো মাস পর ফাটাত।

'সিআইএ বিষয়টা ধরতেই পারেনি,' বলেন ক্লার্ক। 'ইরাকের যেখানে যেখানে বোমা ফেলা সম্ভব, সব জায়গায় বোমা ফেলেছি আমরা। অথচ আসল জায়গা, নিউক্লিয়ার ওয়েপনস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি মিস করে গেছি। জানতামই না ওরকম কিছু আছে, তাই ওখানে বোমা ফেলার কথা চিন্তাই করিনি। ডিক চেইনি সেই রিপোর্ট দেখে মন্তব্য করেন, "ইরাকিরা পারমাণবিক বোমা তৈরির খুব কাছে পৌছে গিয়েছিল। অথচ সিআইএ কিছু টেরই পায়নি!"

ক্লার্ক বলেন, 'আমি শিওর, ওই সময় চেইনি মনে মনে বলছিলেন, "আমি আর কখনও সিআইএকে বিশ্বাস করব না।"'

'মিশন ইজ ওভার'

১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে সিআইএ'র কোনো ধারণাই ছিল না যে, ইতিহাসের প্রবল একটা ঢেউ আমাদের মাথার ওপর ভেঙে পড়তে যাচ্ছে,' বলেন বব গেটস। যিনি সেই মাসেই সিআইএ ছাড়েন প্রেসিডেন্ট বুশের ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর পদে যোগ দেয়ার জন্য।

১৯৮৮ সালের ১ ডিসেম্বর, বুশ শপথ নেয়ার এক মাস আগে সিআইএ একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে যাতে আস্থার সাথে বলা হয়, 'গর্বাচভের সংস্কার অভিযানে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা নীতি বা শাসন ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আসেনি।' এর ছয়দিন পর জাতিসংঘের পোডিয়ামে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে মিখাইল গর্বাচভ ঘোষণা করেন, সোভিয়েত মিলিটারি থেকে একতরফাভাবে ৫০০,০০০ সৈন্য কমিয়ে আনবে। এটা ছিল অচিন্তনীয় একটা ঘটনা। সিআইএ'র প্রধান সোভিয়েত বিশ্লেষক ডাউ ম্যাকইচিন পরের সপ্তাহে কংগ্রেসকে বলেন, 'আমরা কখনও এমন দুনিয়া

কাঁপানো পরিবর্তন আনতে পারব না। যদি তা করতে যাই, সবাই আমার গর্দান দাবি করবে।'

সোভিয়েত রাষ্ট্র যখন শুকিয়ে যেতে বসেছে, সিআইএ তখন 'ক্রমাগত রিপোর্ট করে চলেছে যে, সোভিয়েত অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে,' বলেন মার্ক পালমার, বুশ প্রশাসনের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্রেমলিনোলজিস্টদের একজন। 'অফিশিয়ালি সোভিয়েত ইউনিয়ন যা বলে, ওরা তাই বিশ্বাস করেছে। এটা ভুল। যারা ও দেশে কিছুদিন থেকে এসেছে; গ্রামে বা শহরে যেখানেই হোক, নিজের চারদিকে তাকালেই সে বুঝবে আসলে কোনটা সত্যি।'

এরকমই ছিল সিআইএ'র সেরা বিশ্লেষকদের কাজের নমুনা। যেভাবেই হোক বিষয়টা এজেন্সির চোখ এড়িয়ে গেছে যে তাদের প্রধান শত্রুর অন্তিম মুহূর্ত এসে গেছে। ১৯৮৯ সালের বসন্তে সোভিয়েত রিপাবলিকের দেয়ালের প্রথম গভীর ফাটল দেখা দেয়ার খবর সিআইএ আহরণ করে স্থানীয় খবরের কাগজ থেকে। তারা যখন পৌঁছায়, তখন সেই পত্রিকা তিন সপ্তাহের পুরনো হয়ে গেছে।

জার্মানিতে নিযুক্ত বুশের নতুন রষ্ট্রদূত ভারনন ওয়াল্টার্স ১৯৮৯ সালের মে মাসে তাঁর অফিসারদের প্রশ্ন করেন : 'বার্লিন দেয়াল ধসে পড়লে আমরা কি করব?' কিন্তু এজেন্সির কারও মনে এ প্রশ্ন জাগেনি।

বার্লিনের দেয়াল প্রায় ত্রিশ বছর দাঁড়িয়ে ছিল স্নায়ু যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রতীক হিসেবে। ১৯৮৯ সালের নভেম্বরের এক রাতে যখন সেই দেয়ালে ফাটল দেখা দেয়, সোভিয়েত ডিভিশন ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের চিফ, মিল্ট বিয়ারডেন তখন হেড কোয়ার্টার্সে চুপ করে বসে আছেন। টেলিভিশনে সিএনএন-এর খবর দেখছেন। এজেন্সির জন্য বিষয়টা প্রকট এক সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এ সমস্যা সিআইএ কিভাবে মোকাবেলা করবে? হোয়াইট হাউজের টেলিফোন আসে : মস্কোয় কি ঘটছে? আমাদের সেখানকার স্পাইরা কি বলে? কি করে তাদেরকে বলা সম্ভব মস্কোয় একজন এজেন্টও নেই সিআইএ'র? কেজিবি সবাইকে খেদিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে মেরে ফেলেছে? কি করে বলা সম্ভব, কেন তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে সিআইএ'র কেউ সে বিষয়ে কিছুই জানে না?

এজেন্সি চাইছিল পুবদিকে অভিযান চালাতে। বীরের মত গিয়ে পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানী ও চেকশ্লোভাকিয়ার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস দখল করে নিতে। কিন্তু হোয়াইট হাউজ নির্দেশ দিল সংযত থাকতে। পরামর্শ দিল প্রথমে তারা বরং চেক নাট্যকার, ভাক্লাভ হাভেলদের মত নতুন নেতাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মীদের ট্রেইনিং দেয়ার চেষ্টা করে দেখতে পারে, এবং যত টাকার বিনিময়েই হোক, পূর্ব জার্মান অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী স্টাসি (Stasi)-র সরিয়ে ফেলা ফাইলগুলো কব্জা করার চেষ্টায় লাগতে পারে। ক্ষিপ্ত জনতা সেদিন যেগুলো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সিক্রেট পুলিশ বাহিনীকে উৎখাত করার সময়।

সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ছিল অবিশ্বাস্যরকম বিশাল এবং দমন-পীড়ন চালানোর উপযুক্ত হাতিয়ার। তারা অন্যদের তুলনায় নিজের দেশের নাগরিকদের ওপর বেশি গোয়েন্দাগিরি চালিয়েছে। তাদেরকে সর্বক্ষণ আতঙ্কিত রেখেছে, নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। সিআইএ'র চেয়ে বহুগুণ বড় এবং বহুগুণ নির্দয় কেজিবি বিদেশের মাটিতে অনেক যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষকে ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করেছে, কিন্তু আসল যুদ্ধে তারা হেরে গেছে। এই দুঃখে সিআইএ'র মন ভেঙে যাওয়ার দশা। শত্রু না থাকলে এজেন্সি কি নিয়ে বাঁচবে?

'কাজটা কঠিন ছিল না, সে অনেক দিন আগের কথা, সিআইএ ছিল অসাধারণ এবং মরমী,' বলে ওঠেন মিল্ট বারডেন। 'সেটা কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না, ছিল মিশন। আর মিশন ছিল ক্রুসেড। এই সময় আপনি আমাদের কাছ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ছিনিয়ে নেয়ে গেলেন। আর কেউ থাকল না, কিছু থাকল না। আমাদের কোনো ইতিহাস নেই। আমাদের কোনো নায়ক নেই। এমনকি আমাদের মেডেলগুলোও সিক্রেট। আর এখন "মিশন ইজ ওভার।"'

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের শত শত ভ্যাটেরান বিজয় ঘোষণা করে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে। তাদের একজন ফিল গিরাল্ডি। রোমে ফিল্ড অফিসার হিসেবে ক্যারিয়ারের শুরু হয় তার, শেষ হয় ষোলো বছর পর বার্সেলোনার বেজ চিফ হিসেবে। রোম স্টেশনে তাঁর পার্টনার ছিলেন ইটালিয়ান পলিটিক্সে পিএইচডি। বার্সেলোনায় ছিল একজন ইংরেজ মেজর। স্প্যানিশ জানত না মেয়েটা।

'চূড়ান্ত পরিণতি ছিল দুঃখজনক,' বলেন গিরাল্ডি। 'যে সমস্ত তরুণ অফিসারকে আমি চিনতাম, সবাই রিজাইন করল। তারা সবাই ছিল সেরা, উজ্জ্বলতম। পরে আর কিছু অবশিষ্ট থাকল না। কাজ করার উৎসাহ-উদ্দীপনা উধাও হয়ে গেল। '৭৬ সালে আমি যখন এজেন্সিতে নাম লেখাই, তখন একটা ট্রাইবালইজম (উপজাতীয়তা) ছিল। এজেন্সির যে এসপ্রি ডি কর্পস (esprit de corps) বা টিম স্পিরিট ছিল, ট্রাইবালইজমই ছিল তার প্রধান উৎস। এখন সে সব ইতিহাস। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের বেশিরভাগ সদস্যই তার সাথে চলে গেছে।'

১৯৯০ সালের শুরুর দিক থেকেই পরিস্থিতি ক্রমে খারাপ হতে থাকে,' বলেন আর্নল্ড ডোনাহিউ, প্রেসিডেন্ট বুশের অধীনে ন্যাশনাল-সিকিউরিটি বাজেট ইন-চার্জ। হোয়াইট হাউজ যখনই বলত 'ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের দশ-পনেরোজন সদস্য চাই কি ঘটছে বোঝার জন্য,' – সোমালিয়ায় হোক বা বলকান অঞ্চলে; যখনই কোনো সঙ্কট দেখা দিত, সিআইএকে প্রশ্ন করা হত : কাজে নামার মত লোক রেডি আছে তো?

জবাব সব সময় একই হত : 'অ্যাবসোলিউটলি নট।'

ষষ্ঠ খণ্ড

'হিসাব চুকানো'

ক্লিনটন ও জর্জ বুশের অধীনে :

১৯৯৩-২০০৭

'বাস্তব অবস্থা জানা নেই'

কালভিন কুলিজের পর বিল ক্লিনটন ছাড়া আর কোনো কমান্ডার ইন চিফ হোয়াইট হাউজে পা রাখেননি যিনি বিশাল পৃথিবী সম্পর্কে মাথা বলতে গেলে তেমন ঘামাতেনই না। যখন তিনি গ্লোব ঘোরাতেন, সব সময়ই আমেরিকা এসে থামত তাঁর সামনে।

বিল ক্লিনটনের জন্ম ১৯৪৬ সালে। সিআইএ'র সমবয়সী। আমেরিকান অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। তাঁর প্রথম পাঁচ এজেন্ডার মধ্যে পররাষ্ট্র নীতির বিশেষ কোনো দিক ছিল না। স্নায়ু যুদ্ধের পরবর্তী আমেরিকার কৌশলগত স্বার্থ সম্পর্কে কোনো গভীর দর্শনও ছিল না। তাঁর ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর, টনি লেক প্রশাসনের আট মাস পেরিয়ে যেতে আমেরিকার নতুন ফরেইন পলিসি ঘোষণা করেন। সেটা যতটা না পলিসি ছিল, তারচেয়ে বেশি ছিল বিজনেস প্ল্যান। ক্লিনটন অবাধ বাণিজ্য ও স্বাধীনতাকে সমান ভাবতেন–যেন আমেরিকান পণ্য বিক্রি করলেই বিদেশে আমেরিকান মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেয়া হবে।

ক্লিনটনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি ছিল সেকেন্ড-স্ট্রিং বা বিকল্প পছন্দের। সেক্রেটারি অব ডিফেন্স হিসেবে তিনি বেছে নেন উন্নতচেতা তবে বিক্ষিপ্তচিত্তের কংগ্রেসম্যান লেস আসপিনকে। এক বছরেরও কম এ পদে ছিলেন তিনি। সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে বেছে নেন অ্যাটর্নি ওয়ারেন ক্রিস্টোফারকে। ইনি ছিলেন ফর্মাল ও দুষ্পাপ্য। বড় বড় আন্তর্জাতিক ইসু এমনভাবে মোকাবেলা করতেন যেন সেসব আদালতের মামলা। ক্লিনটন একেবারে শেষ মুহূর্তে নিক্সনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের আর. জেমস উলসি জুনিয়রকে নিয়োগ করেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডিরেক্টর।

একান্ন বছরের উলসি ছিলেন আইনজীবী ও অভিজ্ঞ অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ নেগোশিয়েটর। প্রেসিডেন্ট কার্টারের প্রশাসনে ছিলেন আন্ডার সেক্রেটারি অব নেভি। তাঁর ফুলে থাকা কপালের দু'পাশ ও কামড়ানোর ভঙ্গি দেখলে বুদ্ধিমান হ্যামারহেড হাঙ্গরের কথা মনে পড়ে যায়। ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার এক মাস পর উলসি সবার নজরকাড়া এক ভাষণে বলেন, আমেরিকা পঞ্চান্ন বছর যাবৎ একটা ড্রাগনের সাথে যুদ্ধের পর সেটাকে খতম করে এখন জঙ্গলভর্তি সাপের মধ্যে

পড়েছে। ইউ.এস. ইন্টেলিজেন্সের এমন জীবন্ত ছবি আর কেউ উপস্থাপন করেনি স্নায়ু যুদ্ধের পর। তার কয়েকদিন পর ক্লিনটন টেলিফোন করেন উলসিকে। ২২ ডিসেম্বর মাঝরাতের পর লিটল রকে পৌঁছান উলসি, সারারাত ধরে গল্প করেন নতুন প্রেসিডেন্টের সাথে। ভোরের দিকে জানতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন সিআইএ'র ভবিষ্যৎ কাণ্ডারী।

সেদিন সকালে আর. জেমস উলসির মনোনয়ন আনুষ্ঠানিভাবে ঘোষণা করার পনেরো মিনিট আগে ক্লিনটনের প্রেস সেক্রেটারি, ডি ডি মেয়ারস তার নোটে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মন্তব্য করে : 'অ্যাডমিরাল, আমি জানতাম না আপনি বুশ প্রশাসনেও কাজ করেছেন!'

'ডি ডি, আমি অ্যাডমিরাল নই,' জবাব দেন উলসি। 'আর্মিতে আমি ক্যাপ্টেনের ওপরে উঠতে পারিনি।'

'হুপস্!' বলে ওঠে মেয়েটি। 'তাহলে তো প্রেস রিলিজ সংশোধন করতে হয়!'

উলসি পালিয়ে আসেন সেখান থেকে। কুয়াশার কারণে এয়ারপোর্ট বন্ধ থাকায় এক সিআইএ অফিসারকে অনুরোধ করেন তাকে গাড়িতে ডালাস পৌঁছে দিতে, যাতে সেখান থেকে প্লেনে ক্যালিফোর্নিয়ায় যেতে পারেন বড়দিনের আগে। সেদিনের পর নিজের ইচ্ছামত আর কিছু করার সুযোগ হয়নি তাঁর দীর্ঘদিন, কেননা ক'দিন পরই সিআইএ'র প্রিজনার অব ওয়ারে পরিণত হতে হয়েছিল উলসিকে।

পরের দু' বছরের মধ্যে মাত্র দু'বার প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হয় তাঁর। এজেন্সির কোনো ডিরেক্টর আর দেশের প্রেসিডেন্টের এমন শীতল সম্পর্কের নজির দ্বিতীয়টি নেই। এ বিষয়ে অনেক বছর পর উলসি মন্তব্য করেন, 'আমার সম্পর্ক খারাপ ছিল না প্রেসিডেন্টের সাথে। আসলে সম্পর্ক বলে কখনও কিছু ছিলই না আমাদের মধ্যে।'

সিআইএ'র উঁচু পদের অফিসাররা কাজ করতেন এমন এক প্রেসিডেন্টের হয়ে, তাদের মতে যার কোনো অস্তিত্বই ছিল না, এবং এমন এক ডিরেক্টরের অধীনে যার প্রভাব বলে কিছু ছিল না। 'বুশের সময় হোয়াইট হাউজের সাথে আমাদের চমৎকার বোঝাপড়া ছিল। আমরা ক্যাম্প ডেভিডে বড়দিনের পার্টি করতাম, আরও কত কিছু করতাম!' বলেছেন টম টুইটেন, ১৯৯১ থেকে '৯৩-এর শেষ পর্যন্ত ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের চিফ। 'সেই অবস্থা থেকে আমরা পৌঁছলাম "কিছু নেই" অবস্থায়। ক্লিনটন প্রশাসনের বয়স ছয় মাস পেরিয়ে যেতে খেয়াল হলো আমাদের সাথে প্রেসিডেন্টের বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।' সিআইএ প্রেসিডেন্টের দিক-নির্দেশনা না থাকায় ক্ষমতাহীন ছিল। নিয়ন্ত্রণহীন, ভাসমান জাহাজ ছিল।

যদিও সিআইএ সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা নিয়েই অফিসে পা রেখেছিলেন ক্লিনটন, তবে পরে বেশ দ্রুততার সাথে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসকে দেশের বাইরের বিভিন্ন সমস্যা

সমাধানের কাজে লাগিয়ে দেন। নিজের আমলের প্রথম দুই বছরের মধ্যে নতুন আরও কয়েক ডজন কভার্ট অ্যাকশন চালানোর নির্দেশ দেন। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস ব্যর্থ হলে ক্লিনটন তাঁর মিলিটারি কমান্ডারদের ওপর ভরসা করতে বাধ্য হন। কিন্তু মিলিটারি তাঁকে ভাল চোখে দেখত না। অতএব ফলটা হলো ভয়াবহ।

'কোনো ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক ছিল না'

সোমালিয়া ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের সাড়ে চার দশক স্থায়ী ঠাণ্ডা লড়াইয়ে আহত এক ভূখণ্ড। সে দেশের ক্ষমতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী গোষ্ঠীগুলো অনেকদিন থেকে যে অতি আধুনিক অস্ত্র আর গোলাবারুদ পরস্পরকে বধ করার কাজে পাইকারীহারে ব্যবহার করে, সেগুলো ছিল স্নায়ু যুদ্ধ শেষে আমেরিকা-রাশিয়ার ফেলে যাওয়া। ১৯৯২ সালের থ্যাংকস গিভিং ডে'র আগের দিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ মানবিক কারণে সোমালিয়ায় মিলিটারি হস্তক্ষেপ অনুমোদন করেন। ততদিনে অনাহারে দেশটির প্রায় পাঁচ লাখ অধিবাসীর মৃত্যু হয়েছে।

বুশ প্রশাসন যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে, তখনও রোজ ১০ হাজারের বেশি সোমালিয়ান মারা যাচ্ছে। আমেরিকা ত্রাণ পাঠাতে শুরু করে, প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলো সেখান থেকে খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী চুরি করতে থাকে। অতএব সে দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধবাজ নেতা, জেনারেল মোহাম্মদ ফারাহ আইদিদের বিরুদ্ধে আমেরিকার সামরিক অপারেশন শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার্তদের খাওয়ানোর মিশনে পরিণত হয়। ১৯৯৩ সালে শপথ নেয়ার দিন, ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর উইজনারকে আন্ডার সেক্রেটারি অব ডিফেন্স করে পেন্টাগনে পাঠানো হয়। সোমালিয়ার দিকে নজর দিতে গিয়ে তিনি দেখেন ওদিকটা ফাঁকা। বুশ প্রশাসন দু' বছর আগেই সেখানকার আমেরিকান এমব্যাসি আর সিআইএ স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছে।

'আমাদের বাস্তব অবস্থা জানা নেই,' বলেন উইজনার। 'কোনো ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক নেই। দেশটিতে কি চলছে বোঝার উপায় নেই।'

সমস্যার সমাধান উইজনারকেই করতে হবে। স্পেশাল ফোর্সেসের কমান্ডোদের নিয়ে একটা সোমালি টাস্ক ফোর্স গঠন করেন তিনি সে দেশে আমেরিকার চোখ ও কানের দায়িত্ব পালন করতে। টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্ব দেয়া হয় মোগাদিসুতে নতুন করে স্থাপন করা এজেন্সির চিফ, গ্যারেট জোনসকে। এক সময়কার মায়ামি পুলিশের ডিটেকটিভ জোনসকে একেবারে অথৈ সাগরে ফেলে দেয়া হয় নতুন এই দায়িত্ব দিয়ে। তাঁর অধীনে সাতজন অফিসারকে নিয়োগ দেয়া হয়, দায়িত্ব দেয়া হয় সে দেশের যোদ্ধাদের উৎখাত করার।

তাঁর অফিস হয় অতীতে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের ছেড়ে যাওয়া বাসভবনের এক রুমে। কাজ শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যে জোনসের শ্রেষ্ঠ এজেন্ট মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে। আরেকজন মারা যায় আমেরিকান হেলিকপ্টারের ছোঁড়া রকেটের আঘাতে। স্নাইপারের গুলিতে জোনসের ডেপুটি চিফের প্রায় মরে যাওয়ার অবস্থা হয় এবং আইদিদকে শিকার করতে গিয়ে সাঙ্গপাঙ্গসহ বারবার অন্ধ গলিতে আটকে যেতে থাকেন গ্যারেট জোনস। এরমধ্যে তার ১৮ জন সৈন্যের মৃত্যু হয়, অন্যদিকে মারা যায় বারশো সোমালি।

সোমালিয়ার পোস্ট মর্টেম করেন অ্যাডমিরাল উইলিয়াম ক্রো। জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি প্রেসিডেন্টের ফরেইন ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজরি বোর্ড বা আইজেনহাওয়ারের সৃষ্টি কাউন্সিল অব এল্ডার্স-এর দায়িত্ব নেয়ার জন্য। বোর্ড সোমালিয়া নিয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্তে পৌছায়, 'সোমালিয়ায় ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থতার কারণ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মধ্যে নিহিত আছে। তারা আশা প্রকাশ করে, শুধু চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য জোগান দেয়া নয়, ইন্টেলিজেন্স তাদের হয়ে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। তারা বুঝতে পারছে না কেন ইন্টেলিজেন্স তাদেরকে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়নি।'

ক্রো বলেন, 'বিষয়টা প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সোমালিয়ার পরিস্থিতির ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। প্রেসিডেন্ট ইন্টেলিজেন্স প্রশ্নে তেমন একটা আগ্রহী নন, যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।'

এর ফলে হোয়াইট হাউজ আর সিআইএ'র মধ্যে সন্দেহ দিন দিন গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।

'ইরাকি ঝাড়ুদারনীর দুর্ব্যবহারের পাল্টা জবাব'

১৯৯৩ সালের শুরু দিকে টেররিজম বা সন্ত্রাসবাদ এজেন্সির খুব বেশি মাথা ব্যথার কারণ ছিল না। ইরানের কাছে মিসাইল বিক্রির বিষয়টা ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত আমেরিকা সন্ত্রাসের সূত্রের বিরুদ্ধে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। রিগ্যানের সময় যে সব আমেরিকানকে বৈরুত থেকে জিম্মি করা হয়েছিল, তারা সবাই ১৯৯১ সালে বাড়িতে ফিরে আসে। জ্যান্ত ফেরেনি কেবল বিল বাকলি, লাশ হয়ে ফিরেছিল সে। ১৯৯২ সালে বেশ গুরুত্বের সাথে সিআইএ'র কাউন্টার টেররিজম সেন্টার বন্ধ করে দেয়ার কথা হয়েছিল। সবকিছু ভালই চলছিল। মানুষের ধারণা ছিল সমস্ত সমস্যা হয়ত মিটে গেছে আপনা থেকে।

১৯৯৩ সালের ২৫ জানুয়ারি। ক্লিনটনের প্রেসিডেন্সির পঞ্চম দিন। ভোর হয়েছে বেশিক্ষণ হয়নি। এজেন্সি হেড কোয়ার্টার্সের মেইন গেটের বাইরে যে লাল

ট্রাফিক লাইট, সেটার সামনে থেমে দাঁড়ানো গাড়ির সারির একেবারে সামনে আছেন নিকোলাস স্টার। এজেন্সির অফিসার তিনি। বয়স ষাট। যেন অনন্তকাল পর লাল আলো সবুজ হলো। গাড়ির বহর রুট ১২৩-এ উঠে এল, সিআইএ হেড কোয়ার্টার্স ঘিরে থাকা বিশাল, শান্ত বনের মধ্যে ঢোকার অপেক্ষায় আছে। ৭:৫০ মিনিটের সময় এক তরুণ পাকিস্তানী তার গাড়ি থেকে বেরিয়ে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে পাইকারী গুলি করতে শুরু করে। প্রথমে গুলি করে ২৮ বছর বয়সী কভার্ট অপারেশনস কমিউনিকেটর, ফ্র্যাঙ্ক ডার্লিংকে। গুলি তার ডান কাঁধে লাগে। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে তার স্ত্রী। এরপর গানম্যান গুলি করে ডক্টর ল্যানসিং বেনেটকে। সিআইএ'র ডাক্তার তিনি, বয়স ছেষট্টি। মারা যান তিনি। এবার তরুণ রাইফেল দিয়ে নিক স্টারের বাঁ হাত ও কাঁধে বাড়ি মারে, তারপর গুলি করে কালভিন মর্গানকে। এজেন্সির ইঞ্জিনিয়ার সে, বয়স একষট্টি। সবশেষে গুলি করে সিআইএ'র আরেক কর্মচারী, আটচল্লিশ বছরের স্টিফেন উইলিয়ামসকে। এরপর খুনী ডক্টর ডার্লিংয়ের মাথা উড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে যায় এতকিছু। গুরুতর আহত নিক স্টার কোনোমতে গার্ড হাউসে পৌঁছে বিপদঘন্টী বাজান।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এ ঘটনায় হতাহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নিজে না গিয়ে স্ত্রী, হিলারিকে পাঠিয়েছিলেন। এর ফলে এজেন্সির হেড কোয়ার্টার্সে যে কি পরিমাণ ক্ষোভের সঞ্চার হয় তা বলে বোঝানো সম্ভব না। অথচ তার ক'দিন পর জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসির স্টেশন চিফ, ফ্রেড উডরাফ সাইটসিয়িংয়ে গিয়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। দুনিয়ার অর্ধেকটা উড়ে গিয়ে উলসি তার লাশ দেশে ফিরিয়ে আনেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি, এজেন্সির গেটে পাইকারী গুলিবর্ষণের এক মাস পর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কে একটা শক্তিশালী বোমা ফাটে। তাতে নিহত হয় ৬ জন, আহত হয় এক হাজারেরও বেশি।

এফবিআই প্রথমে ভেবেছিল এ কাজ বলকান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের, কিন্তু সপ্তাহখানেক পর জানা যায় মিশরের এক অন্ধ শেখের কাজ ছিল সেটা। তার নাম ওমর আবদেল রহমান। ব্রুকলিনে থাকে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য কয়েকশো আরব যোদ্ধা আল গামাল আল ইসলামিয়া সংগঠনের নামে রিক্রুট করেছিলেন এই শেখ। ১৯৮১ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার আল-সাদাতের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার দায়ে আটক করা হয় তাকে, পরে নির্দোষ প্রমাণ হওয়ায় ছেড়ে দেয়া হলেও '৮৬ সাল পর্যন্ত গৃহবন্দি রাখা হয়। তার আগে জেলে থাকতেই আমেরিকায় পাড়ি জমানোর উপায় খুঁজতে থাকেন ওমর আবদেল রহমান। অবশেষে ১৯৯০ সালে সফল হন। কিভাবে? একজন উদ্দীপ্তকারী বক্তা ছিলেন এই শেখ, ভাষণ দিয়ে মানুষ ক্ষেপিয়ে তুলতে ওস্তাদ।

তাঁর ভিসা ইসু করা হয় সুদানের রাজধানী খার্তুম থেকে, 'স্থানীয় সেন্ট্রাল

ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির এক সদস্যের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়,' বলেন জো ও'নিল, আমেরিকান অ্যামবাসির শার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স। 'এজেন্সি জানত শেখ ওই অঞ্চলে ভিসা সংগ্রহ করার আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ আমাদের জানায়নি।' ও'নিলের ধারণা কাজটা ভুল ছিল। বাস্তবে তাঁর পক্ষ থেকে আমেরিকার ভিসার জন্য সাতবার আবেদন জমা দেয়া হয়, এবং ছয়বারই তা 'ইয়েস' লিখে অনুমোদন করা হয়।

১৯৯৩ সালের ১৪ এপ্রিল স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধ জয়ের আনন্দ-উৎসবে যোগ দিতে কুয়েতে যান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ। সে সময় কুয়েতের সিক্রেট পুলিশ সাতজনকে গ্রেফতার করে গাড়ি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বুশকে হত্যা উদ্যোগের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে। একটা টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার ও প্রায় দুইশো পাউন্ড প্লাস্টিক বিস্ফোরকের সাহায্যে কাজটা করতে যাচ্ছিল তারা। নির্যাতনের মুখে তাদের দু'-একজন স্বীকার করে এর সাথে ইরাকি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস জড়িত। ২৯ এপ্রিল সিআইএ'র টেকনিশিয়ানরা রিপোর্ট করে, বোমা তৈরির কৌশল ইরাকি বলেই মনে হয়। এরপর এফবিআই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে তাদেরকে ইরাক সরকার পাঠিয়েছে। যদিও তাদের পরিচয় নিয়ে কিছুটা সন্দেহ ছিল। কেননা তারা সবাই হুইস্কি আর আফিমের চোরাকারবারী। তবে সিআইএ শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায় কাজটা সাদ্দাম হোসেনেরই।

ইরাকের প্রতিক্রিয়া ওজন করার জন্য প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন একটা ছোটখাটো হামলা অনুমোদন করেন। ২৬ জুন, শুক্রবার রাত দেড়টায় বাগদাদের উপকণ্ঠে উঁচু দেয়ালঘেরা সাতটা বড় বিল্ডিং নিয়ে গঠিত ইরাকী ইন্টেলিজেন্স হেড কোয়ার্টার্স কমপ্লেক্সের ওপর ২৩ টা টোমাহক মিসাইল বিস্ফোরিত হয়। একটা টোমাহক পড়ে এক অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের ওপর, তাতে বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটে। তার মধ্যে ছিলেন এক নামকরা ইরাকী মহিলা কবি ও তাঁর স্বামী। জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কলিন পাওয়েল জানান, সেটা ছিল প্রেসিডেন্ট বুশের ওপর হামলার প্রতিশোধ।

এজেন্সির ডিরেক্টর আর. জেমস উলসি ক্লিনটনের অনুপাত জ্ঞানের বহর টের পেয়ে ভীষণ ক্ষিপ্ত হন। 'সাদ্দাম চেষ্টা করেছে সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশকে হত্যা করতে,' অনেক বছর পর এ বিষয়ে মন্তব্য করেন উলসি। 'তার প্রতিশোধ হিসেবে ক্লিনটন মাঝরাতে কিছু জনশূন্য বিল্ডিংয়ে দুই ডজন ক্রুজ মিসাইল মেরে ইরাকী নারী ক্লিনার এবং নাইট গার্ডদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছেন। সাদ্দামের কিছু করতে পারেননি।' এর ক'দিন পর উলসি আবার মন্তব্য করেন, 'মোগাদিসু আর বৈরুতে আমাদের হেলিকপ্টার গুলি করে ফেলে দেয়া হয়েছে, অথচ আমরা কিছুই করিনি।'

সোমালি যোদ্ধারা মোগাদিসুর রাস্তায় পায়ে দড়ি বাঁধা আমেরিকান রেঞ্জার্সদের লাশ টানাহ্যাঁচড়া করছে, এ দৃশ্য জ্বলজ্বলে থাকা অবস্থায় ক্লিনটন হেইতির নির্বাচিত

প্রেসিডেন্ট, বামপন্থি ধর্মযাজক, জাঁ বার্ট্রান্ড আরিস্টিডের ক্ষমতা পুনর্বহালের চেষ্টায় লাগেন। আরিস্টিডকে হেইতির মানুষের প্রকৃত শাসক ভেবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি। সে জন্য যে সামরিক জান্তা আরিস্টিডকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে, তাকে হটানো প্রয়োজন। জান্তার অনেক নেতা দীর্ঘদিন থেকে সিআইএ'র পে-রোলে আছে, ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসে বিশ্বস্ত সংবাদদাতার কাজ করছে। হোয়াইট হাউজের জন্য এ তথ্য একাধারে অস্বস্তিকর ও বিস্ময়কর ছিল। আরেকটা বিষয় ছিল সিআইএ সে দেশের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। তবে কলম্বিয়ার কোকেইন বিতরণ, তাদের রাজনৈতিক শত্রুদের ধ্বংস, এবং রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সের নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখা ছাড়া আর কিছুই করত না সে সার্ভিস। এখন সেই সার্ভিসকে উৎখাত করার অপ্রীতিকর কাজে নামতে হবে সিআইএকে।

বিষয়টা ক্লিনটন আর সিআইএকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। একই কাজ করল সিআইএ'র সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ; আরিস্টিড সৎ নয়। বিষয়টা আদর্শের সংঘাতের হয়ে দাঁড়ায়, বলেন উলসি। ক্লিনটন ও তাঁর এইডরা মরিয়া হয়ে চাইছিলেন সিআইএ বলুক : আরিস্টিড হেইতির টমাস জেফারসন হতে যাচ্ছেন। উলসি বলেন, 'আমরা তাতে রাজি না হয়ে তার চরিত্রের ভাল-মন্দ, উভয় দিকই তুলে ধরি।'

ক্লিনটন রেগে যান সিআইএ'র অবাধ্যতায়। নতুন ফরেইন পলিসি করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা, সোমালিয়ায় আমেরিকান বাহিনীর বেইজ্জতী প্রভৃতি কারণে তৃতীয়-বিশ্ব থেকে কিছুদিনের জন্য সরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু একেবারে নয়, হর্ন অব আফ্রিকা থেকে সরিয়ে রুয়ান্ডায় নিয়ে যাওয়া হয় আমেরিকান বাহিনীকে। যে দেশে দুই উপজাতি একে অপরের রক্ত পান করার নেশায় উন্মত্ত লড়াইয়ে ব্যস্ত।

১৯৯৪ সালের জানুয়ারির শেষদিকে সিআইএ রিপোর্ট করে রুয়ান্ডায় আধা মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হতে পারে। হোয়াইট হাউজ অগ্রাহ্য করে। বিংশ শতাব্দীর ভয়াবহ বিপর্যয়ে পরিণত হয় সেই উপজাতীয় সংঘাত। 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কেউ ঠিকমত ভেবে দেখেনি পরিণতি কোন ভয়াবহ অবস্থার দিকে গড়াচ্ছে,' বলেন তখনকার ক্লিনটনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য, মর্ট হালপারিন। 'দেশটির অবস্থা চোখে কিছু দেখা যাচ্ছিল না, সেখানে থেকে প্রয়োজনীয় খবরাখবরও আসছিল না।' টেলিভিশনের পর্দায় রুয়ান্ডানদের ভোগান্তির ছবিও দেখানো হচ্ছিল না। তাই সেখানকার পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ দূরে থাক, একতরফা গণহত্যা বন্ধ করার আহ্বান জানাতেও অস্বীকার করে ক্লিনটন প্রশাসন।

‘উড়িয়ে দিতে হবে’

উলসি প্রায় প্রতিটা লড়াইতেই হেরে যান এবং সেগুলোর সংখ্যাও নেহায়েত কম ছিল না। যখন স্পষ্ট বোঝা যায় উলসি সিআইএ’র টাকা বা ক্ষমতা, কোনোটাই পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না, তখন এজেন্সির অবশিষ্ট তারকা স্পাইরা একে একে বাতি নিভিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যেতে শুরু করে। সবার আগে যায় ভ্যাটেরানরা। ত্রিশ বা চল্লিশের কোঠায় যাদের বয়স, তারও নতুন ক্যারিয়ারের খোঁজে চলে যায়। সেই জায়গায় নতুন এজেন্ট নিয়োগ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠতে থাকে।

সিআইএ’র ইন্টেলেকচুয়াল ও অপারেশনাল ক্ষমতা দিন দিন বিলীন হয়ে যেতে থাকে। হেড কোয়ার্টার্স চালাতে থাকে পেশাদার কেরানীরা। কোনটায় কাজ হবে কোনটায় হবে না, এসব কিছু না বুঝেই ফান্ড বিতরণ করতে থাকে তারা। কোনসব প্রোগ্রাম সফল, কোনগুলো অসফল, তা আলাদা করার মত জ্ঞান তাদের ছিল না। হাতের কাছে সাফল্য আর ব্যর্থতার স্কোরকার্ড না থাকায় এজেন্টদের কিভাবে কাজে লাগানো সঠিক হবে, সেটাও তারা বুঝত না। অভিজ্ঞ এজেন্ট আর বিশ্লেষকরা বিদায় নিতে এজেন্সির কর্তৃপক্ষ নিজের চর্বিবহুল ম্যানেজমেন্ট, প্রতিদিন পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা স্পেশাল অ্যাসিসট্যান্টদের ক্যাডার, স্টাফ এইড ও টাস্ক ফোর্স ইত্যাদি দ্বারা ঘেরাও হয়ে যায়। স্টাফের চাপে হেড কোয়ার্টার্স ভরে উপচে পড়ার অবস্থা হতে ভার্জিনিয়াজুড়ে অফিসের জন্য ডজন ডজন বাড়ি, শপিং মল আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ভাড়া করা শুরু হয়।

এক সময় উলসির মনে হয় এভাবে সরকারের সাথে দিন দিন সম্পর্কহীন হয়ে পড়তে থাকা এক সিক্রেট বুর্জোয়াতন্ত্রের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন তিনি। বিরাট এক হসপিটালে মানসম্মত চিকিৎসা না পেলে রোগীরা যেমন ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ে, সিআইএ’ও তেমনি ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার কারণে জর্জরিত হয়ে পড়ছে। এ সমস্যার দ্রুত সমাধান ছিল খুবই জটিল। মহাশূন্যযানের মত এজেন্সিও অতি জটিল একটা সিস্টেম, একটা উপাদান ব্যর্থ হলে গোটা যানটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এটাকে চালু রাখতে পারেন একমাত্র প্রেসিডেন্ট। কিন্তু সিআইএ কি জিনস, সেটা কিভাবে কাজ করে এবং আমেরিকান সরকারের কোথায় সেটা ফিট করে, ক্লিনটন তার কিছুই বুঝে ওঠার মত সময় পাননি। প্রেসিডেন্ট এসব দায়িত্ব তুলে দেন জর্জ টেনেটের হাতে, যাকে তিনি হোয়াইট হাউসে নিয়ে আসেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্টাফ ডিরেক্টর ফর ইন্টেলিজেন্স করে।

ক্লিনটন প্রশাসনে চোদ্দ মাস চাকরি করার পর একদিন হোয়াইট হাউজ থেকে দুই ব্লক দূরের এক সাইডওয়াক কাফেতে ডাবল এসপ্রেসো আর সিগারে চুমুক দেয়ার সময় টেনেটকে প্রশ্ন করা হয় : সিআইএ'র পরিবর্তন আনতে কি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি?

'উড়িয়ে দিতে হবে,' জবাব দেন টেনেট। তিনি নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছেন সৃষ্টিশীল ধ্বংসের কথা। ধ্বংস করে মাটি থেকে আবার নতুন করে সেটাকে সৃষ্টি করার কথা। তবে 'উড়িয়ে দিতে হবে' ছিল ব্যতিক্রমী শব্দ চয়ন।

'আমরা জানতাম না কেন?'

সিআইএ'র ইন্সপেক্টর জেনারেল, ফ্রেড হিটজের কাজ ছিল যুদ্ধের মাঠের ধোঁয়া সরে গেলে আহতদের খুঁজে বের করে গুলি করা। তাঁর অভ্যন্তরীণ তদন্ত কাজ ছিল খুবই পুঙ্খানুপুঙ্খ ও দয়ামায়াহীন। প্রিন্সটন থেকে রিক্রুট করা হয় তাঁকে। ফ্রেড হিটজের সবেচেয়ে বড় কেস ছিল ১৯৬৭'র সিআইএ'র ক্যারিয়ার ট্রেইনিং ক্যাডারের নিজের ক্লাসমেট, পুরনো সোভিয়েত ডিভিশনের এক অ্যালকোহলিক, আলড্রিখ হ্যাজেন অ্যামেসের বিরুদ্ধে।

১৯৯৪ সালের প্রেসিডেন্ট'স ডে, ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ অফিসের পথে রওনা হয়েছিল আলড্রিখ। হঠাৎ একদল এফবিআই এজেন্ট এসে তাকে তার জাগুয়ার থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে হাতকড়া পরিয়ে চিরতরে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আলেকজান্দ্রিয়া কাউন্টি জেলে তাকে দেখতে যাই। তিপ্পান্ন বছরের এক বিবর্ণ মানুষ। প্রায় নয় বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করেছে। খুব শীঘ্রি তাকে আজীবন নিঃসঙ্গ বন্দি জীবন কাটাতে জেলে পাঠানো হবে। কিন্তু সে চুপ থাকতে জানত না।

অ্যামেস ছিল অসন্তুষ্ট পুরুষ। কর্তব্য এড়ানোর জন্য অসুস্থতার ভান করত। সে এজেন্সিতে চাকরি পায় কারণ তার বাবা সেখানে চাকরি করত। চলনসই রাশিয়ান বলতে পারত সে, মাথা ঠিক থাকলে মোটামুটি পাঠযোগ্য রিপোর্টও লিখতে পারত। কিন্তু তার ব্যক্তিগত রেকর্ড ছিল মাতলামী আর অপটুতায় ভরা। সতেরো বছর যে উপরে উঠতে ব্যর্থ হয়, ১৯৮৫ সালে সে চূড়ায় ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব জার্মানীর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চিফ পদে উন্নীত হয়। সবার কাছে সে অ্যালকোহলিক বলে পরিচিত ছিল, কিন্তু তারপরও এজেন্সি তাকে লৌহ যবনিকার ওপাশের দেশগুলো সম্পর্কে সিআইএ'র প্রায় প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পড়তে দিয়েছে।

সিআইএ'র ব্যাপারে এক সময় উদ্ধত হয়ে উঠতে থাকে আলড্রিখ হ্যাজেন অ্যামেস। তার মনে হয় আমেরিকার প্রতি সোভিয়েত হুমকি যে ভয়াবহ এবং তা ক্রমাগত বাড়ছে, সে কথা বলতে যাওয়া নিরর্থক। তার ধারণা জন্মায় সে-ই সবচেয়ে বেশি জানে এ বিষয়ে। 'আমি জানি সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যি সত্যি কি করতে যাচ্ছে। আমি এ-ও জানি, সেরা ফরেইন পলিসি আর সেরা ন্যাশনাল

সিকিউরিটি কেমন হওয়া উচিত। আমি এখন সেসব নিয়ে কাজ করব,' নিজের ভাবনা-চিন্তা এভাবেই বর্ণনা করে অ্যামেস।

ওয়াশিংটনের সোভিয়েত দূতাবাসের এক রুশ অফিসারের সাথে দেখা করার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয় অ্যামেস। লোকটাকে সে রিক্রুট করবে। কিন্তু ঘটল উল্টোটা। ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে ৫০ হাজার ডলারের বিনিময়ে সেই অফিসারের হাতে একটা তালিকা তুলে দেয় অ্যামেস। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে যত রুশ নাগরিক সিআইএ'র হয়ে কাজ করে, তাদের সবার নাম ছিল সেটায়। কয়েক মাস পর যত সোভিয়েত ইনফর্মারের নাম তার জানা ছিল, সব বলে দেয় ২ মিলিয়নের বিনিময়ে।

তাদের সবাইকে একে একে ধরা হয়, বিচারে কারও কারাদণ্ড হয়, কারও মৃত্যুদণ্ড। এ নিয়ে অ্যামেস মন্তব্য করে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের মধ্যে 'বেলস অ্যান্ড হুইসলস্' বেজে উঠেছে। 'বিষয়টা এমন ছিল যেন ক্রেমলিনের মাথার ওপরে নিওন লাইট আর সার্চ লাইট জ্বলে উঠেছে যার আলোয় আটলান্টিকের ওপারের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটা যেন তারস্বরে বলছে, "পেনিট্রেশন ঘটেছে।"' অথচ সিআইএ'র কর্তারা মানতে রাজি নন যে তাদেরই কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

'সিআইএর শত শত অফিসারের নাম-পরিচয় এবং কে কোন মিশন নিয়ে কাজ করছে তা সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসকে জানিয়ে দিয়েছে অ্যামেস,' বলেন হিটজ। 'এটা শুরু হয় ১৯৮৫ সালে, শেষ হয় তার গ্রেফতার হওয়ার দুই/এক বছর আগে। অ্যামেসের এই কর্মকাণ্ডকে ইন্টেলিজেন্সের ভাষায় "হরর" বলে।'

এজেন্সি জানত কিছু একটা তাদের সোভিয়েত অপারেশনকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তারপরও তার সাত বছর লেগেছে সত্যের খোঁজ পেতে। সিআইএ নিজে তদন্ত করতে পারে না, অ্যামেসের তা জানা ছিল। তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হলে কিছুদিন পর ওরা মাথার ওপরে দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলত, 'আমাদের দিয়ে এসব হবে না,' অ্যামেস বলতেন বাঁকা হেসে। 'দুই-তিন বা চার হাজার লোক এসপিওনাজের সাথে জড়িত। তাদের সবাইকে মনিটর করা যায় না। নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। চেক করাও যায় না। এটাই সম্ভবত এসপিওনাজ নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সেটা ছোটো হতে হবে। বড় হলেই সেটা কেজিবি বা সিআইএ'র মত হয়ে যাবে।'

‘এক নম্বর বিধানের লঙ্ঘন’

আলড্রিখ হ্যাজেন অ্যামেসের করে যাওয়া ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করতে এক বছরের বেশি লেগে যায় হিটজের। শেষ সময়ে তিনি জানতে পারেন সিআইএ স্বয়ং এই বিস্তারিত প্রতারণার অংশ ছিল।

স্নায়ু যুদ্ধের আগে ও পরে এজেন্সি যে সমস্ত হাইলি ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্টস তৈরি করে, সেগুলো ছিল ‘নীল বর্ডার’ দেয়া রিপোর্ট। সেগুলোর গুরুত্ব বোঝাতে পাশে একটা নীল স্ট্রাইপও থাকত। সেগুলো ছিল মস্কোর মিসাইল, ট্যাংক, জেট, বম্বার, স্ট্রাটেজি, ট্যাকটিকস ইত্যাদি সম্পর্কে। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডিরেক্টর স্বাক্ষর করার পর সেগুলো যেত প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, এবং সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে।

১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল, এই আট বছর যে সমস্ত সিনিয়র সিআইএ অফিসার এইসব রিপোর্ট প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন, তাদের জানা ছিল রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাদের সোর্সকে। তাই বুঝতে হবে এজেন্সি জেনেশুনেই এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে হোয়াইট হাউজের জন্য প্রস্তুত তথ্য ইত্যাদি মস্কো যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে। আবার সে সত্য তারা কৌশলে লুকিয়েও রাখতেন। কেননা সিআইএ দেশের নেতাদের কাছে মিসইনফর্মেশন ও ডিজইনফর্মেশন পাঠায়, খবরটা জানাজানি হলে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তবে এগারোটা রিপোর্ট সরাসরি পড়েছিল প্রেসিডেন্ট রিগ্যান, বুশ ও ক্লিনটনের হাতে। মস্কোয় কি চলছে, সে বিষয়ে রিপোর্টগুলোয় ভুয়া, বিকৃত বিবরণ ছিল।

‘সেটা ছিল এক বিস্ময়কর আবিষ্কার,’ বলেন হিটজ। অ্যামেস যে দোষে দোষী, সিআইএ’র এইসব সিনিয়র অফিসাররাও সেই একই দোষে দোষী। তারা সবাই ভাবত সে-ই বুঝি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। জানত কোনটা আসল, কোন্‌টা নকল। ‘এই গোটা এপিসোড থেকে যে বিষয়টা বেরিয়ে আসে, তা হলো এজেন্সিকে আর বিশ্বাস করা যায় না। সোজা কথায় এটা হচ্ছে এক নাম্বার কমান্ডমেন্টের লঙ্ঘন। সে জন্যই এটার এত ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়েছিল,’ বলেন হিটজ।

‘হোয়াইট হাউজের কাছে মিথ্যা বলে সিআইএ “পবিত্র আস্থা” ভঙ্গ করেছে। এরকম হলে কোনো এসপিওনাজ এজেন্সিই দায়িত্ব পালন করতে পারে না।’

•

'খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন'

ডিরেক্টর উলসি সিদ্ধান্তে পৌঁছান, অ্যামেসের ঘটনা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় বহন করে, যার সাথে অপরাধমূলক অবহেলাও জড়িত। তিনি বলেন, 'ইচ্ছে করলে যে কেউ ভাবতেই পারে যে, কেউ এসব লক্ষ্যই করেনি শুধু নয়, আসলে পাত্তাই দেয়নি।' তবে তিনি ঘোষণা করেন, 'সিস্টেমেটিক ফেইলিওরের' কারণে কাউকে চাকরিচ্যুত করা হবে না বা কারও ডিমোশন হবে না। তার পরিবর্তে তিনি চিঠি দেন ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের প্রধান, টেড প্রাইসসহ এজেন্সির ছয়জন সাবেক সিনিয়র অফিসার ও পাঁচজন অন ডিউটি অফিসারের নামে। চিঠিতে তিনি এ ব্যর্থতাকে 'সত্য গোপনের পাপ' বর্ণনা করে এ জন্য সিআইএ'র ভেতরকার 'ফাটল ধরা ঐতিহ্য' অর্থাৎ ঔদ্ধত্য আর নিজের দায় অস্বীকার করার প্রবণতাকে দায়ী করেন।

১৯৯৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দুপুরে, হাউজ ইন্টেলিজেন্স কমিটির মিটিংয়ে নিজের এই মূল্যায়ন উপস্থাপন করেন উলসি। কিন্তু তাতে লাভের পরিবর্তে লোকসানই হয়। মিটিং শেষে বেরিয়ে এসে কমিটির চেয়ারম্যান, কানসাস ডেমোক্র্যাট ডান গ্লিকম্যান বলেন, 'আপনাকে বুঝতে হবে বাকি সব আমলাতন্ত্রের সাথে সিআইএ'র আমলাতন্ত্রের কোনো তফাত নেই। আপনাকে ভেবে দেখতে হবে সিআইএ তার অতীতের গতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছে কি না।'

অ্যামেস কেস সিআইএ'র ওপর এমন এক আঘাত হানে যা তীব্রতার দিক থেকে তা ছিল অভূতপূর্ব। আমেরিকান রাজনীতির ডানদিক, বামদিক এবং দোদুল্যমান সামনের দিক, সবদিক থেকে আক্রমণ আসতে থাকে। হোয়াইট হাউজ আর কংগ্রেসের দিক থেকে আসে বাঁকা হাসির সাথে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। এর ফলে একটা জোরাল ধারণা জন্মায় যে এই প্রতিক্রিয়া বিচ্ছিন্ন কিছু ছিল না, বরং সিআইএ'র কাঠামোয় যে পচন ধরেছে, তার সাক্ষী ছিল। রিগ্যানের সময়কার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিল ওডোম বলেন, এর একমাত্র সমাধান মৌলিক অস্ত্রোপচার। 'আমি হলে সিআইএ'র নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলতাম। ওটা ভীষণ দূষিত হয়ে গেছে। আপনি যদি উৎসাহের সাথে সেটার পরিবর্তন না আনেন, তাহলে ওটা দূষিতই থেকে যাবে।'

ভেতর ও বাইরে থেকে সিআইএ'কে সুরক্ষা দেয়ার স্বার্থে উলসি বলেছিলেন, আমেরিকানদের জানার অধিকার আছে সিআইএ কোনদিকে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেই লক্ষ্যে পৌঁছার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। তাই ১৯৯৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সিআইএ'র ভবিষ্যৎ প্রশ্নে কংগ্রেস একটা কমিশন গঠন করে এবং একুশ শতকে নিজের জন্য একটা নতুন চলার পথ সৃষ্টি করে নেয়ার মত ক্ষমতা দেয় এজেন্সিকে। অ্যামেস কেস নিজেকে পরিবর্তনের জন্য প্রজন্মের সুযোগ এনে দেয় তার সামনে।

'গোটা এজেন্সিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে,' এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বলেন পেনসিলভেনিয়ার রিপাবলিকান সিনেটর আরলেন স্পেকটার। সিনেট ইনেটেলিজেন্স কমিটিতে ছয় বছর ছিলেন তিনি।

সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে খানিকটা উৎসাহের। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি। নতুন কমিশনের জন্য সতেরোজন সদস্য নির্বাচন করতে তিন মাস লেগে যায়। একটা ড্রাফট এজেন্ডা বা খসড়া কর্মসূচি প্রণয়ন করতে লাগে চার মাস, এবং প্যানেলের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকের জন্য প্রয়োজন হয় আরও পাঁচ মাস সময়। কমিশনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসের সদস্যরা, যেমন রিপ্রেজেন্টেটিভ পোর্টার জে. গস, ফ্লোরিডা। কনজার্ভেটিভ ফ্লোরিডা রিপাবলিকান। কমিশনের সবচেয়ে বিশিষ্ট বহিরাগত ছিলেন পল ওলফোউইৎজ। তিনি মিটিংয়ে যোগ দিতে আসেন সিআইএ'র ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করার ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে গেছে ভেবে। আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্টের ইনার সার্কেলের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

কমিশনের প্রধান ছিলেন লেস আসপিন, যিনি নয় মাস আগে তাঁর সেক্রেটারি অব ডিফেন্স পদ হারিয়েছেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগতার কারণে বরখাস্ত করা হয়েছিল তাঁকে। ক্লিনটন তাঁর নাম প্রেসিডেন্ট'স ফরেইন ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজরি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করেন। আসপিন এমন সব প্রশ্ন করতেন যার কোনো জবাব হয় না : এসবের কি অর্থ হতে পারে? এখন আমাদের টার্গেট কী কী? তুমি কি করতে চাইছ? কয়েক মাস পর হঠাৎ স্ট্রোকে মারা যান আসপিন। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে। তারপর কমিশনের সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কমিশন 'নেই' হয়ে যায়। বাকি কমিশনাররা যার যেদিকে খুশি চলে যান।

স্টাফ ডিরেক্টর ব্রিট স্নাইডার দাবি করেছিলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স বিক্রি করা।' কিন্তু অনেকে তাকে সতর্ক করে বলেন : সেলসম্যানশিপ আসল বিষয় নয়। আসল হলো উৎপাদিত পণ্য।'

অবশেষে এক সময় সভা আহ্বান করে কমিশন। বব গেটস, তিন বছর আগে যিনি ১৭৬ টা হুমকি ও টার্গেটের দীর্ঘ তালিকা উপস্থাপন করেছিলেন, তিনি বলেন এজেন্সি এখন দায়িত্বের ভারে বেহাল হয়ে পড়েছে। কেস অফিসার এবং স্টেশন চিফরা বলেন, ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস এখন দুনিয়ার সব জায়গায়, রাজ্যের ছোটো ছোটো কাজ করে দেয়ার মাত্রাতিরিক্ত অনুরোধের ভারে তলিয়ে যেতে বসেছে। ল্যাটিন আমেরিকার ইভানজেলিকাল আন্দোলনের ব্যাপ্তি কতখানি বেড়েছে কি বাড়েনি, হোয়াইট হাউজ কেন সে বিষয়ে সিআইএ'র কাছে রিপোর্ট চায়? আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সেটা জানা কি জরুরি? সিআইএ'র অফিসাররা আবেদন জানান, সিআইএ অল্প কিছু মেজর অপারেশন চালাতে পারে। আমাদেরকে তাই করতে দিন।

কিন্তু কিছুই কমিশনের চোখে পড়েনি। টোকিওর সাব-ওয়েতে ১৯৯৫ সালের মার্চে এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিষাক্ত সারিন গ্যাস হামলায় যে ১২ জনের মৃত্যু ও ৩,৭৬৯

জনের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে, সেদিকে নজর পড়েনি। সন্ত্রাসবাদ যে জাতি-রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে ধর্মজীবীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে, এই বিশেষত্ব কারও চোখে পড়েনি। ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে ওকলাহোমা সিটির এফবিআই হেড কোয়ার্টার্সে বোমা হামলায় যে ১৬৯ জনের মৃত্যু হয়, তার বিশেষত্বও কারও চোখ পড়েনি। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত মুসলমানরা যে এক ডজন আমেরিকান এয়ারলাইনার উড়িয়ে দিয়েছে, হাইজ্যাক করা জেট নিয়ে সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সে ক্র্যাশ করেছে, সেদিকে নজর পড়েনি। এক সিআইএ অফিসার যে সতর্ক করে দিয়েছিল আমেরিকা একদিন এরিয়াল টেররিজমের শিকার হবে, কেউ তা কানে তোলেনি। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের যে মাত্র তিনজন বহু ভাষাবিৎ আছে আরবী বোঝার মত, কেউ তাকে পাত্তা দেয়নি। সিআইএ'র তথ্য বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা যে ই-মেইলের বিস্ফোরণ, ব্যক্তিগত কম্পিউটার, সেলুলার টেলিফোন প্রভৃতির তলে চাপা পড়ে গেছে, তা কেউ আমলে নেয়নি।

সতেরো মাস ধরে কমিশনের প্রস্তুত করা রিপোর্টের কোনো ওজন ছিল না, কোনো আবেদনও ছিল না। 'কাউন্টার টেররিজমের দিকে তেমন নজর দেয়া হয়নি,' বলেন লচ জনসন, কমিশনের একজন সদস্য। 'কভার্ট অ্যাকশনের মাত্রা তাতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে দুর্বলতা যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল, তার উল্লেখ ছিল না।' যারা সে রিপোর্ট পড়েছে, তারা কেউ কোনো পরামর্শ দেয়নি। সামান্য ফাইন টিউনও করতে বলেনি যাতে মেশিনটাকে আবার চালানো যেতে পারে।

এজেন্সি তখন স্মার্ট, প্রতিভাধর যুবকদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা এতটাই হারিয়ে ফেলেছিল যে কমিশনের রিপোর্ট সম্পূর্ণ হওয়ার পর তার ক্যারিয়ার ট্রেইনিং সেন্টারে মাত্র পঁচিশজন যুবক তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে নতুন রিক্রুট হিসেবে। এজেন্সির সুনাম বলতেও কিছু অবশিষ্ট ছিল না। অ্যামেস কেস সিআইএ'র ভবিষ্যৎকে এভাবেই ইতিহাসের বিয়োগান্ত চরিত্রে রূপান্তরিত করে।

আমাদের দেশে ভাল মানুষ আছে, তবে সংখ্যায় কম এবং যেখানে তাদের থাকা প্রয়োজন, সেখানে তারা নেই। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বা কংগ্রেস যদি সাহায্য করতে এগিয়ে না আসে, তাহলে কোনো একদিন কোনো না কোনো ঘটনা আমাদের হুঁশ ফেরাতে বাধ্য করবে। তবে সেটা এত দেরিতে হবে যে তখন তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় হয়ত থাকবে না।

কোনো ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে পৃথিবীর কোথাও, অথবা হয়ত আমাদেরই দেশে, যে ঘটনা পার্ল হারবারের ঘটনার মত আচমকা আমাদের ঘুম ভাঙাবে। আমরা জেগে উঠে প্রশ্ন করব – আমরা জানতাম না কেন?

'আমরা সমস্যায় আছি'

১৯৯৪ সালের শেষদিকে কর্মী বাহিনীর জন্য বিদায় ভাষণ রেকর্ড করান সিআইএ'র ডিরেক্টর, জেমস উলসি জুনিয়র। তারপর কুরিয়ারের মাধ্যমে হোয়াইট হাউজে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে যান। বিল ক্লিনটন তাঁর জায়গায় কাকে নেয়া যায় খুঁজতে থাকেন।

ডেপুটি সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, জন ডিউচ বলেন, 'তারপর প্রেসিডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি সিআইএ'র ডিরেক্টর হতে আগ্রহী কি না। আমি তাঁকে স্পষ্ট জানাই, আমি আগ্রহী নই। কারণ আমি দেখেছি আমার বন্ধু উলসি সিআইএ চালাতে গিয়ে কি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলেন। কাজেই ওটাকে আমি তাঁর চেয়ে ভাল চালাতে পারব, এমন মনে করার কোনো কারণ ছিল না।'

বেশ, ক্লিনটন জবাব দেন, তাহলে আগ্রহী একজনকে খুঁজে বের করুন। ছয় সপ্তাহ লেগে যায় ডিউচের চাপাচাপি করে একজনকে রাজি করাতে। তিনি একজন রিটায়ার্ড এয়ার ফোর্স জেনারেল, মাইক কার্নস। নমিনেশন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আরও ছয় সপ্তাহ চলে যায়, তারপর সেটা বাতিল হয়ে যায়। 'প্রেসিডেন্ট আবার আমাকে চাপ দিতে থাকেন কাজটা আমাকেই করতে হবে বলে,' বলেন ডিউচ। 'এভাবে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের পলিটিক্যাল সায়েন্স সম্পর্কে আমার স্বল্প সময়ের তিক্ত শিক্ষা গ্রহণের পালা শুরু হয়। নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে ভীত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল ডিউচের। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ভেতর-বাইরের সাথে তিন দশক সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনি, তাই জানতেন সিআইএ'র কোনো ডিরেক্টরই শেষ পর্যন্ত তার দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি সফল হতে পারেননি।

কেননা একই সাথে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের চেয়ারম্যান ও সিআইএ'র চিফ একজিকিউটিভের দায়িত্বও তাকে পালন করতে হয়। যা হোক, চাপের মুখে রাজি হন ডিউচ। তবে তাঁর সাথে সরাসরি যোগাযোগের সুবিধার জন্য কেবিনেট র‍্যাংক দেয়ার অনুরোধ জানান। ক্লিনটন রাজি হন। ডিউচের আশা ছিল ক্লিনটন '৯৬ সালে দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট হলে তিনি সেক্রেটারি অব ডিফেন্স হবেন। আবার এ-ও জানতেন সিআইএ যে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে, তাতে দুই-এক বছরের মধ্যে সেটাকে মেরামত করা সম্ভব হবে না।

'অযোগ্য নেতৃত্বের মহামারীতে জর্জরিত তখন সিআইএ, ভেসে চলছে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায়,' ডিউচ সিআইএ'র দায়িত্ব নেয়ার পর এক অভিজ্ঞ সিআইএ বিশ্লেষক, জন জেনট্রি লেখেন এ কথা। 'অসুস্থ ছিল এজেন্সি। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আর কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তুষ্টি ছিল। সিনিয়র অফিসাররাও নাকানিচোবানির শিকার। এমন একদল সিনিয়র অফিশিয়াল এজেন্সি চালায়, যাদের নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তারা স্বাধীনভাবে কোনো কাজই করতে পারে না। তাছাড়া ক্লিনটন সিএনএন-এর ওপর তথ্যের জন্য বেশি নির্ভর করেন বলে সিআইএ'কে উৎসাহ দেয়ারও কেউ ছিল না।

ডিফেন্সের ডেপুটি সেক্রেটারি থাকার সময় উলসির সাথে এক বছর আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স পর্যালোচনা করার সুযোগ হয়েছে ডিউচের। পেন্টাগন আর সিআইএ'র মধ্যে ক্ষমতা আর টাকা নিয়ে যে অন্তহীন লড়াই চলে আসছে, তার একটা সুরাহা করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখেছেন। একেকটা বিষয় বেছে নেয়া হয়। যেমন নিউক্লিয়ার বিস্তার – সারাদিন গবেষণার পর তাদের মনে হলো এ বিষয়ে আরও কিছু করা যেত। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স? অ্যামেস সমস্যা সমাধানের পর আরও বেশি হওয়া উচত ছিল। সামরিক অপারেশনে সহায়তা? খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স? আরও বেশি স্পাই প্রয়োজন। আরও ভাল বিশ্লেষণ? অবশ্যই। পর্যালোচনা শেষে দেখা যেত কাজ অসংখ্য, কিন্তু কাজ করার যোগ্য মানুষ আর প্রয়োজনীয় টাকার ঘাটতি আছে। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সকে বাইরে থেকে সংস্কার করা যাবে না, এবং ভেতর থেকেও তার সংস্কার হচ্ছে না।

সবাই জানে ডিউচ আর উলসির মধ্যে আই-অ্যাম-দ্য-স্মার্টেস্ট-গাই-ইন-দ্য-রুম সিনড্রোম বিদ্যমান। বাস্তবে ডিউচই বেশি স্মার্ট। তিনি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞান বিভাগের ডিন আর প্রভোস্ট ছিলেন। তাঁর ক্ষেত্র ছিল ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি—একটা বস্তুর মলিকিউলার, অ্যাটমিক ও সাব-অ্যাটমিক পর্যায়ে রূপান্তরিত হওয়ার বিজ্ঞান। ডিউচ ব্যাখ্য করে বোঝাতে পারতেন এক টুকরো কয়লা কিভাবে ডায়মন্ডে রূপান্তরিত হয়। চাপের মুখে তিনি সিআইএ'র রূপান্তরের চেষ্টায় লাগেন। প্রতিজ্ঞা করেন, ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের সংস্কৃতি তিনি বদলে দেবেন, যদিও নিজেই ঠিকমত জানতেন না কিভাবে তা সম্ভব। পরামর্শের জন্য রিচার্ড হেলমসের সাথে দেখা করেন তিনি। তখন হেলমসের বয়স বিরাশি। হোয়াইট হাউসের দুই ব্লক দূরের এক রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করেন দু'জনে, দীর্ঘ আলোচনা করেন।

১৯৯৫ সালের মে মাসে, ডিউচ নতুন দায়িত্ব নেয়ার পর ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের নেতারা তাঁকে একটা গ্লসি ব্রশিওর উপহার দেন। তার শিরোনাম ছিল : 'নতুন নির্দেশনা। নতুন ভবিষ্যৎ।' সেটা ছিল তাদের টপ টেন টার্গেটের তালিকা। নতুন পরিচালক আর এজেন্টদের জানা আছে হোয়াইট হাউজ সিআইএ'কে ব্যবহার

করতে চায় প্রাইভেট ইন্টারনেট হিসেবে, ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট থেকে নকল সিডি, সবকিছুর ডেটাবেজ হিসেবে। কাজেই সবকিছুর ওপর কড়া নজর রাখার প্রয়োজন হয়।

'সেখানে সমস্যার অন্ত ছিল না,' বলেন ডিউচ। 'প্রচুর কল আসে প্রতিদিন। ইন্দোনেশিয়ায় কি ঘটছে? সুদান কি ঘটছে? মিডল ইস্টে কি ঘটতে যাচ্ছে?' এতকিছু সামাল দেয়া এক কথায় অসম্ভব। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের স্পাইদের পরামর্শ : 'আমরা বিশেষ কয়েকটা বিষয়ের দিকে নজর দিতে পারি।'

ডিউচ সে বিতর্কের মীমাংসা করতে পারেননি। এরপর পাঁচ মাস ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের দায়িত্ব সামাল দেয়ার চেষ্টা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিআইএ'র স্টেশন সফরে গিয়ে অভাব-অভিযোগ শোনেন, তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন, সমস্যা সমাধানে নিজে কি করবেন তা নিয়ে মাথা ঘামান। এজেন্সির স্পাইরা নিজেদের সমস্যা সমাধানে অক্ষম জানতে পেরে রীতিমত আহত হন ডিউচ। বুঝতে অসুবিধা হয় না এভাবে চলতে থাকলে লোকগুলো শীঘ্রি আতঙ্কের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

সেপ্টেম্বরে ডিউচ তাদেরকে তুলনা করেন ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজিত আমেরিকান মিলিটারির সাথে। অনেক স্মার্ট লেফটেন্যান্ট, কর্নেল তুলনা শুনে কিছু সময় পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে : 'আমরা সমস্যায় আছি। আমাদের পরিবর্তন প্রয়োজন। হয় আমাদেরকে এ সিস্টেম বদলাতে হবে, নয়ত এখান থেকে চলে যেতে হবে।' ডিউচ চেয়েছেন ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস তার নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করুক। কিন্তু তাদের সে যোগ্যতা ছিল না, অথবা তারা বুঝতই না তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য কি।

'৯৫ সালের ১৩ জুলাই প্রেস ওয়ার্ল্ড মিডিয়া রিপোর্ট করে বসনিয়ায় সার্বরা মুসলনমানদের পাইকারী হত্যা করেছে। স্পাই স্যাটেলাইট ছবি পাঠায়, তাতে ছিল স্রেবরেনিসা শহরের বাইরের এক মাঠে সার্ব অস্ত্রধারীরা একদল মুসলমানকে বন্দি করে পাহারায় রেখেছে। তিন সপ্তাহ কেটে যায়, সিআইএ'র একজনও ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখেনি। কেউ ভেবে দেখেনি সার্বরা মুসলমান অধ্যুষিত স্রেবরেনিসা শহর দখল করে নিতে পারে। গণহত্যার আশঙ্কা কেউ করেনি।

বিশ্বের হিউম্যান রাইটস গ্রুপগুলোর একটাও এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। জাতিসংঘ বা প্রেসও ঘামায়নি। সিআইএ'র কোনো অফিসার বা ফিল্ড এজেন্ট ঘটনাস্থলের ধারেকাছে ছিল না যাতে তারা খবরের সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারে। হত্যাকাণ্ডের কোনো তথ্যই ছিল না তাদের কাছে। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল ওই অঞ্চলের মিলিটারি অপারেশনকে সমর্থন দিয়ে যেতে। আতঙ্কিত শরণার্থীদের কাছে গিয়ে পরিস্থিতির সম্পর্কে খবর নেয়ার মত বুদ্ধি তাদের ছিল না। সময়ও ছিল না।

প্রথম পাইকারী হত্যার খবর প্রকাশের দুই সপ্তাহ পর সিআইএ স্রেবরেনিসার আকাশে একটা ইউ-টু গোয়েন্দা প্লেন পাঠায়। সেখানে আগে উল্লেখ করা সেই মাঠে অনেকগুলো গণকবর ও তার পাশে বন্দিদের লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ছবি তোলে ইউ-টু। ছবিগুলো তিনদিন পর এক নিয়মিত মিলিটারি ফ্লাইটে সিআইএ'তে পৌঁছায়। সিআইএ'র বিশ্লেষকরা আরও তিনদিন পর ছবিগুলোকে ১৩ জুলাইয়ের ছবির সাথে মিলিয়ে দেখে ৪ আগস্ট তাদের রিপোর্ট হোয়াইট হাউজে পাঠিয়ে দেয়। হিটলারের মৃত্যুর পর ইওরোপের বৃহত্তম গণহত্যার খবর ঘটনা ঘটে যাওয়ার তিন সপ্তাহ পর এভাবেই উপস্থাপন করে এজেন্সি। ৮ হাজার মুসলমানকে মেরে ফেলেছে সার্বরা, অথচ সিআইএ মিস করেছে খবরটা।

ইওরোপের আরেক মাথায়, সিআইএ'র প্যারিস স্টেশন একটা অপারেশন চালায় যার উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য আলোচনায় ফরাসীদের আপোষ মীমাংসাকারীর ভূমিকা চুরি করা। অবাধ বাণিজ্যই আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতির চালিকা শক্তি, এই ধারণার অন্ধ বিশ্বাসী হোয়াইট হাউজ সিআইএ'র কাছে অনবরত আরও বেশি বেশি ইকনোমিক ইন্টেলিজেন্স দাবি করে শোচনীয় করে তোলে এজেন্সির অবস্থা। তাই প্যারিস স্টেশন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট নয়, এমন সব তুচ্ছ 'সিক্রেট' তাড়া করে বেড়াচ্ছিল – যেমন ফরাসী সিনেমা হলগুলোতে কয়টা আমেরিকান ছবি চালানো হবে।

অন্যদিকে ফরাসী ইন্টেরিয়র মিনিস্ট্রি এক কাউন্টার এসপিওনাজ অপারেশন চালায় যার লক্ষ্য সিআইএ'র এক নারী অফিসারকে কুকর্মে প্ররোচিত করা। সে ব্যবসায়ী পরিচয়ের আড়ালে প্যারিসে ছিল। বিছানায় মেয়েটি মুখ খোলে, 'সিক্রেট' ফাঁস হয়ে যায়। ফরাসী সরকার এজেন্সির স্টেশন চিফ, ডিক হলমকে খোলামেলাভাবে দেশ থেকে বের করে দেয়। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের এক সত্যিকারের নায়ক ছিলেন ডিক হলম। লাওসে ফিল্ড অপারেশন চালিয়েছেন তিনি, কঙ্গোতে ত্রিশ বছর আগে প্লেন ক্র্যাশের সময় মরতে মরতে বেঁচে এসেছেন–অবসরে যাওয়ার আগে প্যারিসই ছিল তাঁর শেষ কর্মস্থল। সিআইএ'র আরও চার অপদস্থ অফিসারকে একই সাথে লাথি মেরে বের করে দেয় ফরাসীরা।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের আরেকটা ফাঁস হয়ে যাওয়া অপারেশন, আরেকটা খোলামেলা বেইজ্জতী, এবং 'আরেকটা খোলামেলা নমুনা যেখানে তার নিজের উপযুক্ত মান অনুযায়ী কাজ করার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে,' বলেন ডিউচ। অফিসারদেরকে তিনি বহুবার প্রশ্ন করেছেন, 'সবচেয়ে জটিল অপারেশন সফল করার ক্ষেত্রে আপনাদের পেশাদারী মান কি? আপনারা কি বিশ্বের সবখানে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসতে পারেন?' শেষ প্রশ্নের প্রতিধ্বনিত জবাব ছিল : না।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ল্যাটিন আমেরিকান ডিভিশনে যা চলছিল, সেই তুলনায় প্যারিসের ঘটনা কোনো বিষয়ই ছিল না। সিআইএ'র সাথে তার ল্যাটিন আমেরিকান ডিভিশনের দূরত্ব ছিল এক পৃথিবী সমান। সেটা পরিচালনা করত ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে লড়াইকারী ভ্যাটেরান বা ঝানু যোদ্ধারা। তারা চলত নিজেদের গড়া আইন অনুযায়ী। ১৯৮৭ সাল থেকে কোস্টা রিকা, এল সালভাদর, পেরু, ভেনিজুয়েলা ও জ্যামাইকার স্টেশন চিফদের বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে মিথ্যা বলা, সহকর্মীদের যৌন নিপীড়ন করা, টাকা চুরি, অধীনস্তদের অস্ত্রের ভয় দেখানো, কাউন্টার নারকোটিকস অপারেশন চালিয়ে কোকেইন উদ্ধার করে তা ফ্লোরিডার মাদক দ্রব্যের বাজারে বিক্রি করা ইত্যাদি হাজারো অভিযোগ ছিল। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের ল্যাটিন আমেরিকান ডিভিশনই একমাত্র ডিভিশন যেখানে স্টেশন চিফদের প্রায় নিয়মিতভাবে অসদাচরণের জন্য বদলি করা হত। ওই অঞ্চলের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রভাবেই ডিভিশনগুলো এজেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকত। কেননা স্নায়ু যুদ্ধের পুরোটা সময় সিআইএ দেশে দেশে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সামরিক শাসকদের ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে এসেছে। পুরনো বন্ধন ছেঁড়া সহজ না।

সিআইএ ১৯৫৪ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গুয়াতেমালার নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটানোর পরের চল্লিশ বছরে সে দেশে ২ লাখ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়। তার মধ্যে ৯০ থেকে ৯৬ পার সেন্ট মৃত্যু ঘটে দেশটির সামরিক বাহিনীর সদস্যদের হাতে। চল্লিশ বছর পর, ১৯৯৪ সালেও দেশটিতে কর্মরত সিআইএ'র অফিসাররা নিজেদের অতীতের দুষ্কর্ম চাপা দিতে, মিলিটারির সাথে নিজেদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা গোপন রাখতে এবং তাদের পে-রোলে থাকা গুয়াতেমালান সামরিক অফিসাররা যে খুনী, নির্যাতনকারী এবং চোর, এসব সত্য চেপে রাখতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছে। উলসি ১৯৯৪ সালে যে ভারসাম্যের পরীক্ষা শুরু করেছিলেন, এই লুকোচুরি তার ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। পরীক্ষার নাম ছিল 'এজেন্ট ভ্যালিডেশন।' উদ্দেশ্য, একজন এজন্টের বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীতে তার তথ্যের মান ওজন করা।

'যদি কোনো ইন্টেলিজেন্স উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকে, তাহলে আপনি কখনই চাইবেন না হাতে রক্তের দাগ আছে, এমন মিলিটারি বা সরকারি অফিশিয়ালের সাথে সম্পর্ক রাখতে,' বলেছেন ইন্সপেক্টর জেনারেল ফ্রেড হিটজ। 'যদি সে জানে যে, দক্ষিণ গুয়াতেমালায় বায়োলজিক্যাল অস্ত্রশস্ত্র এক জায়গায় করা হয়েছে খোলা বাজারে বিক্রি করার জন্য, এবং সে একাই আপনার

সূত্র। যদি কেউ মানুষ হত্যা বা আইন ভঙ্গ করার জন্য কুখ্যাতি অর্জন করে থাকে এবং সিআইএ'র সাথে তার কোনো যোগাযোগ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে কুখ্যাত লোকটা তাকে কোনো তথ্য সরবরাহ করতে যাচ্ছে। যদি সে তথ্যে উপকার হয়, তাহলে আমরা সুযোগটা নেব। কিন্তু কাজটা করতে হবে চোখ-কান খোলা রেখে।

এই সমস্যা ফেনিয়ে ওঠে সিআইএ'র পে-রোলের এক গুয়াতেমালান কর্নেল এক আমেরিকান ইন কিপারের হত্যার ঘটনা চেপে যাওয়ার সাথে জড়িত আছে বলে জানাজানি হওয়ার এবং এক গুয়াতেমালান গেরিলা আমেরিকান আইনজীবীকে বিয়ে করার পর। ইন কিপারের হত্যার ঘটনায় বুশ প্রশাসন গুয়াতেমালার জন্য নির্দিষ্ট কয়েক মিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য বাতিল করে দেয়, কিন্তু সিআইএ তাদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সকে সহায়তা করার কাজ ঠিকই চালিয়ে যেতে থাকে। 'যতটুকু প্রয়োজন, গুয়াতেমালায় সিআইএ'র স্টেশনের আকার ছিল তার দ্বিগুণেরও বেশি,' বলেছেন টমাস স্ট্রুক, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সে দেশে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। সেখানকার সিআইএ স্টেশন চিফ, ফ্রেড ব্রুগার রাষ্ট্রদূতকে জানাননি সেই খুনের প্রধান সন্দেহভাজন কর্নেল সিআইএ'র এজেন্ট ছিল।

নির্বুদ্ধিতা ১৯৯৪ সালে পরিণত হয় পরশ্রীকাতরতায়, যখন ডান ডোনাহিউ স্টেশন চিফ হন। নতুন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, মারিলিন ম্যাকআফি গুয়াতেমালায় দায়িত্ব নিয়ে যখন মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের সবক দেয়ার চেষ্টা করছেন, সিআইএ তখনও নরহত্যাকারী গুয়াতেমালান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের প্রতি অনুগত থেকেছে। দূতাবাস দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

'স্টেশন চিফ আমার অফিসে এসে একটা তথ্য দেখাল। সেটা তাকে দিয়েছে স্থানীয় এক সোর্স। সেটায় ছিল, আমার সাথে আমার সেক্রেটারি, ক্যারল মারফির অ্যাফেয়ার চলছে,' অতীত প্রসঙ্গে বলেন রাষ্ট্রদূত মারিলিন ম্যাকআফি। গুয়াতেমালার মিলিটারি একজন রাষ্ট্রদূতের বেডরুমে ঢুকে মারফির সাথে তার যে কূজন হয় তা রেকর্ড করে। তারা ছড়িয়ে দেয় যে রাষ্ট্রদূত একজন সমকামী। এই ইন্টেলিজেন্স সিআইএ ওয়াশিংটনে ট্রান্সমিট করে এবং তা ব্যাপকভাবে বিলানো হয়। রাষ্ট্রদূত বলেন, 'এমনকি ক্যাপিটল হিলেও পাঠানো হয় সে রিপোর্ট। এটা নিঃসন্দেহে বিদ্বেষের প্রকাশ। তারা একজন রাষ্ট্রদূতের নামে বদনাম ছড়িয়েছে।

অথচ রাষ্ট্রদূত মারিলিন ম্যাকআফি ছিলেন এক রক্ষণশীল পরিবারের রক্ষণশীল সদস্যা। বিবাহিতা। তিনি সেক্রেটারি মারফির সাথে ঘুমাননি, ওটা ছিল তাঁর প্রিয় কুকুর। দু' বছর বয়সী ব্ল্যাক স্ট্যান্ডার্ড পুডল। তাঁর কুকুরকে আদর করার আদুরে সংলাপকে সিআইএ নোংরা চেহারা দিয়েছিল। নিজেদের রাষ্ট্রদূতের চেয়ে গুয়াতেমালার মিলিটারির বন্ধুদের জন্য তাদের দরদ বেশি ছিল। 'ইন্টেলিজেন্স আর পলিসির মধ্যে একটা বিভেদ আছে, বিষয়টা আমাকে ভীত করে তুলেছিল,' বলেন ম্যাকআফি।

ডিউচ বলেন এজেন্সি গুয়াতেমালার বিষয়টা যেভাবে হ্যান্ডেল করেছে, তার মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি ছিল। সমস্যাটা ছিল মিথ্যা বলা, অথবা রাষ্ট্রদূত ও ল্যাটিন আমেরিকা ডিভিশনের চিফের মধ্যে ডিউচের ভাষায় 'এ ল্যাক অব ক্যানডর' বা অকপটতার অভাব। শেষ পর্যন্ত বিষয়টা কংগ্রেস ও এজেন্সির রেষারেষিতে গিয়ে ঠেকে।

'বিষয়টাকে আমরা শুধরে নিতে চাই'

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের দায়িত্ব নিজের ডেপুটি ডিরেক্টর, জর্জ টেনেটের হাতে তুলে দেন জন ডিউচ। টেনেটের বয়স তখন বেয়াল্লিশ। অক্লান্ত কর্মী এবং অনুগত। সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির স্টাফ ডিরেক্টর ছিলেন পাঁচ বছর, দুই বছর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের পয়েন্ট ম্যান অব ইন্টেলিজেন্স হিসেবে। কংগ্রেস আর হোয়াইট হাউজের সাথে সিআইএ'র চোট খাওয়া সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার মত যোগ্যতা তাঁর ছিল।

সন্ত্রাসবাদ খুব দ্রুত টেনেটের তালিকার শীর্ষে উঠে আসে। ১৯৯৫ সালের বসন্তে সুদানের সিআইএ স্টেশনের মাধ্যমে একের পর এক হুমকি আসতে থাকে এজেন্সি হেড কোয়ার্টার্স ও হোয়াইট হাউজের কাউন্টার টেররিজম জার, রিচার্ড ক্লার্কের কাছে। সেগুলোয় থাকত সিআইএ স্টেশন, আমেরিকান এমব্যাসিতে আক্রমণ চালানোর এবং ক্লিনটন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো একজনকে হত্যার হুমকি।

'ডিক ক্লার্ক এসে বলল, "ওরা আপনাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে,"' অতীত স্মরণ করে বলেন টনি লেক। প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর। কে আমাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে? লেক প্রশ্ন করেন। হয়ত ইরানীরা, জবাব দেন ক্লার্ক, অথবা সুদানিরা। "কাজেই তারপর থেকে আমি সেফ হাউজে গিয়ে থাকতে শুরু করি। বুলেট প্রুফ গাড়িতে চলাফেরা শুরু করি," লেক বলেন।

ওই সময় সুদান দেশটা ছিল রাজ্যের সন্ত্রাসীদের আন্তর্জাতিক অভয়ারণ্য। তাদের একজন ছিলেন ওসামা বিন লাদেন। এই সউদি ধনী মানুষটির ওপর এজেন্সির প্রথম চোখ পড়ে ১৯৮০-এর শেষদিকে, আফগানিস্তানে। সোভিয়েত দখলদারীর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমেরিকা যে আফগানদের সাহায্য করত, বিন লাদেনও তাদেরকেই সাহায্য করতেন। ইসলামের শত্রুদের কঠিন মার লাগানোর মহাপরিকল্পনা ছিল এই লোকের। সিআইএ তাঁর বা তাঁর নেটওয়ার্কের বিষয়ে কোনো ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করেনি হোয়াইট হাউজকে রিপোর্ট করার জন্য। লাদেনের তরফ থেকে কোনো সন্ত্রাসী হুমকি দেখা দিতে পারে, সারা পৃথিবী তাঁর

নাম জেনে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি সিআইএ।

বিন লাদেন স্বদেশে ফিরে ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর আমেরিকান বাহিনীর দেশে না ফেরার প্রতিবাদ জানালে সউদি সরকার তাঁকে দেশ থেকে বের করে দেয়। এরপর সুদানে চলে যান লাদেন। সে দেশের সিআইএ স্টেশন চিফ, কফার ব্ল্যাক যেমন অভিজ্ঞ ছিলেন, তেমনি দুঃসাহসী আর চতুর ছিলেন। কার্লোস দ্য জ্যাকাল নামের বিশ্বখ্যাত সন্ত্রাসীকে ধরতে সাহায্য করেছিলেন ব্ল্যাক। তিনি লাদেন কোথায় কোথায় যান, সুদানে তাঁর উদ্দেশ্য কি, এসব জানার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে থাকেন। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে সউদি সরকারকে সহায়তা করতে একটা কাউন্টার টেররিজম ইউনিট গঠন করে সিআইএ। সেটার নাম রাখা হয় বিন লাদেন ইউনিট। যার সদস্য সংখ্যা ছিল এক ডজন। ধারণা করা হচ্ছিল, বিদেশে আমেরিকানদের স্বার্থের ওপর আঘাত হানতে যাচ্ছে এই লোক।

কিন্তু '৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এজেন্টদের সতর্কবাণী কানে না তুলে সিআইএ তার সুদান অফিস বন্ধ করে দেয়। ফলে নতুন টার্গেট ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে খবর সংগ্রহের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আমেরিকান দূতাবাসও বন্ধ হয়ে যায়। এজেন্সি আর দূতাবাস কর্মীরা চলে যায় কেনিয়ায়। রাষ্ট্রদূত টিমোথি কারনি এই পদক্ষেপের কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন সুদান থেকে মিশন প্রত্যাহার করে নেয়া আমেরিকার মারাত্মক ভুল হচ্ছে। এটা ভবিষ্যতে বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। পরে তাঁর কথাই সত্যি হয়। জানা যায়, '৯৫ সালে সিআইএ স্টেশন যে সমস্ত হুমকির কথা প্রচার করেছে তা ভুয়া ছিল। আর যে এজেন্ট সেসব প্রচার করেছে, সে একজন ভুয়া খবর প্রস্তুতকারী। তার শখানেক হুমকি পেয়েই সিআইএ সুদান থেকে সরে পড়ে।

এর কিছুদিন পর লাদেন আফগানিস্তানে চলে যান। বিন লাদেন স্টেশনের চিফ, মাইক শিউয়ের এটাকে বড় ধরনের এক সুযোগ হিসেবে দেখেন। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নির্বাসিত আফগানদের একটা গোপন সেল ছিল আফগান যুদ্ধের সময় যেটা সিআইএ'কে নানাভাবে সাহায্য করত, সেটার সাথে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলেন শিউয়ের। হেড কোয়ার্টার্সের বাইরে এজেন্সির দুই অফিসারকে হত্যাকারী মির আমাল কানসিকে ধরতেও সাহায্য করেছিল এই সেল। তাঁর আশা ছিল, বিন লাদেনকে অপহরণ বা মেরে ফেলার কাজে তারা সাহায্য করতে পারবে।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের নিকট প্রাচ্য ডিভিশনের চিফ, স্টিফেন রিখটার দু বছর থেকে সামরিক কু ঘটিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। বিল ক্লিনটনের হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে গত পাঁচ বছরের মধ্যে তৃতীয়বারের মত এসেছে নির্দেশটা। জর্ডানে সিআইএ'র কয়েকজন অফিসার ইরাকী স্পেশাল ফোর্সেসের এক রিটায়ার্ড কমান্ডার, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ শাওয়ানির সাথে সাক্ষাৎ করে। লন্ডন এজেন্সি আইয়াদ আলাওই নামে এক নির্বাসিত ইরাকির

সাথে একই বিষয়ে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে তাকে। এই লোক ইরাকের বাথ পার্টির বিদ্রোহী মিলিটারি অফিসারদের নেটওয়ার্কের প্রধান। সিআইএ তাকে টাকা আর অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। উত্তর ইরাকের কুর্দ উপজাতীয় নেতাদের নিয়েও দহরম-মহরম চালাতে থাকে এজেন্সি। উদ্দেশ্য ওই একটাই।

সিআইএ'র প্রাণপণ উদ্যোগের পরও সাদ্দামের নিষ্পেষণের হাত থেকে বাঁচতে মরিয়া অথচ বিচ্ছিন্ন এই দলগুলোকে একত্রিত করা সম্ভব হয়নি। একদিন কাজ হবে, এই আশায় সাদ্দামের মিলিটারি ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শিবির থেকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের দলে টানতে বহু মিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেলেছে সিআইএ। কিন্তু সাদ্দাম ও তার স্পাইরা সেসবের মধ্যে পেনিট্রেট করে উদ্যোগের গোড়ায় পানি ঢেলে দিয়েছে। ১৯৯৬ সালের ২৬ জানুয়ারি বাগদাদ ও তার আশপাশ থেকে প্রায় দুইশো অফিসারকে গ্রেফতার করেন সাদ্দাম। তার মধ্যে জেনারেল শাওয়ানির ছেলেসহ অন্তত আশিজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করাও হয়।

সিআইএ'র কু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে হাউজ ইন্টেলিজেন্স কমিটির স্টাফ ডিরেক্টর এবং সিনিয়র সিআইএ অ্যানালিস্ট, মার্ক লোয়েনথাল বলেন, 'সাদ্দাম মামলা ছিল যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং মামলা। ঠিক আছে, আমরা সাদ্দামের হাত থেকে রেহাই পেলাম। তারপর কাকে বসানো হবে ক্ষমতায়? সেরকম উপযুক্ত কে আছে ইরাকে? যাকেই আমরা ক্ষমতায় বসাই না কেন, সে রক্তচোষার মত ক্ষমতা আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাইবে। এটা এমন এক মামলা যার বেলায় নীতি নির্ধারকরা বলবে *কিছু একটা করুন*। এ ছাড়া আর কিছু বলার থাকবে না তাদের।'

তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে 'সাদ্দামকে মোকাবেলা করার কোনো উপায় তাদের নেই,' বলেন লোয়েনথাল। 'এমন কোনো বিশ্বস্ত ইরাকী ছিল না যাকে দিয়ে কাজ এগিয়ে নেয়া যায়। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে সে অপারেশন বাতিল করতে হয়। কিন্তু ব্যর্থতার কথা প্রেসিডেন্টকে বলাও যায় না। কাজেই আমরা নতুন আরেকটা অপারেশনে হাত দেই যা আমাদের উচিত হয়নি।

'ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী'

সিআইএ সম্ভবত কখনও সাদ্দাম হোসেন সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, কংগ্রেসে এমন মন্তব্য করে ক্লিনটনকে ক্ষেপিয়ে তোলেন ডিউচ। ফলে তাঁর সতেরো মাসের এজেন্সি ডিরেক্টরশিপ তিক্ততার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যায়। ১৯৯৬ সালের শেষভাগে ক্লিনটন দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ডিউচকে বরখাস্ত করে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর টনি লেককে ডেকে নেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁর চাকরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। অতএব পরবর্তী পছন্দ জর্জ টেনেটকে দায়িত্বটা দেয়া

হয়। টেনেট আগে থেকেই এজেন্সির ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। পদ নিশ্চিত হওয়ায় ছয় বছরের মধ্যে এজেন্সির পঞ্চম ডিরেক্টর হন টেনেট।

কিন্তু সিআইএ তখন ১৮৮০'র দশকের পার্সোনেল ব্যবস্থায়, ১৯২০'র দশকের অ্যাসেম্বলি লাইনের মত এক ইনফর্মেশন কনভেয়র বেল্ট এবং ১৯৫০'র দশকের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর ভর করে চলছে। তখন টাকা আর মানুষকে এজেন্সি এমনভাবে ব্যবহার করত যা দেখে স্ট্যালিনের পাঁচ-সালা পরিকল্পনার স্মৃতি মনে পড়ে যায়। এজেন্সির গোপন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ভেঙে পড়ছিল ইনফর্মেশনের যুগ বিস্ফোরিত এবং ইন্টারনেটে ভাষা কোড–একটি সর্বব্যাপী হাতিয়ারে রূপান্তরিত হওয়ায়। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস এমন এক জায়গা হয়ে ওঠে যেখানে 'সাফল্য বিরল আর ব্যর্থতা রুটিনে পরিণত হয়েছে,' লেখা হয় হাউজ ইন্টেলিজেন্স কমিটির রিপোর্টে।

এজেন্সির ব্যর্থতা আবার পত্রিকার প্রথম পাতার নিয়মিত খবর হয়ে ওঠে। সিআইএ আরও একবার ক্ষতবিক্ষত হয় এক বিশ্বাসঘাতকের কারণে। তার নাম হ্যারল্ড জে. নিকলসন। রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের স্টেশন চিফ। সেখান থেকে তাকে উইলিয়ামসবার্গ, ভার্জিনিয়ার সিআইএ'র ট্রেইনিং স্কুল ফার্ম-এর হেড ইন্সট্রাক্টর করে পাঠানো হয়েছিল দুই বছরের জন্য। সেই সুযোগে ১৯৯৪ সাল থেকে মস্কোর পক্ষে গোয়েন্দাগিরি শুরু করে লোকটা। ফার্ম থেকে '৯৪, '৯৫ ও '৯৬ সালে যে সমস্ত নতুন অফিসার গ্রাজুয়েশন করে বেরিয়েছে, তাদের সবার পরিচিতি এবং বিদেশে দায়িত্ব পালনকারী আরও কয়েক ডজন সিনিয়র অফিসারের নাম-ধাম সব মস্কোর হাতে তুলে দেয় এই লোক। বিচারে নিকলসনের তেইশ বছরের কারাদণ্ড হয়। যে ফেডারেল জাজ তাকে দণ্ড দেন, সিআইএ তাঁকে বলে : এর ফলে এজেন্সির চলমান হাজারো অপারেশনের কতবড় ক্ষতি হয়েছে, তা সে কখনও হিসাব কষে বের করতে পারবে না। তিন বছরে ফার্ম থেকে যত এজেন্ট গ্রাজুয়েশন করেছে, তাদের ক্যারিয়ার শেষ করে দিয়েছে এই লোক। তারা কখনও বিদেশে কাজ করতে পারবে না।

১৯৯৭ সালের ১৮ জুন, টেনেটের শপথ নেয়ার তিন সপ্তাহ আগে হাউজ ইন্টেলিজেন্স কমিটির এক রিপোর্টে বলা হয়: সিআইএ অনভিজ্ঞ অফিসারে ভর্তি। তারা যে দেশে কাজ করে, সে দেশের ভাষা বা রাজনৈতিক পটভূমি, কিছুই বোঝে না। এসপিওনাজের মাধ্যমে ইন্টেলিজেন্স সরবরাহের ক্ষমতা সামান্যই আছে সিআইএ'র। সেই গ্রীষ্মে রাস ট্র্যাভার্স নামে এক ক্যারিয়ার ইন্টেলিজেন্স অফিসার এজেন্সির ইন-হাউজ জার্নালে একটা প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন : আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণের ক্ষমতা ভেঙে পড়ছে। বছরের পর বছর ধরে ইন্টেলিজেন্সের নেতারা বলে আসছেন যে তাঁরা এজেন্সিকে সঠিক লাইনে বসাচ্ছেন। এসব কল্পকথা। 'আমরা নিজেদের কাঠামো ফাইন-টিউন করি, প্রোগ্রাম বদল করি... মজবুত করে সেট করি *টাইটানিক*-এর ডেক চেয়ারটা, আবার

বড় বড় ভুলও করি প্রায় সময়ই। আমরা সরে এসেছি... তথ্য সংগ্রহ ও তার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ থেকে।'

সিআইএ'র ভবিষ্যৎ নেতাদের জন্য একটা ভবিষ্যদ্বাণীও করেন রাস ট্র্যাভার্স। 'শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্লেষণ বিপজ্জনকভাবে খণ্ডিত হয়ে উঠেছে,' বলেন তিনি। 'মানুষ এখনও "ফ্যাক্টস" সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু তার বিশ্লেষণ অনেক আগেই গ্রহণযোগ্য তথ্যের পরিমাণের তলায় চাপা পড়ে গেছে। তার মধ্যে থেকে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য আর ব্যাকগ্রাউন্ড শব্দাবলী পৃথক করা যায় না। বিশ্লেষণের মান ক্রমাগত সন্দেহজনক হয়ে উঠছে... ডেটা চোখের সামনেই আছে, আমার তার পুরো তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হই।'

তিনি সমাপ্তি টানেন এই বলে : '২০০১ সালের পরবর্তী সময়ে ইন্টেলিজেন্সের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।'

'এরচেয়ে বাস্তব হুমকি হতে পারে না'

জর্জ টেনেট ১৯৯৭ সালের ১১ জুলাই সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির আঠারোতম ডিরেক্টর হিসেবে শপথ নেন। *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ ছাপা হবে জেনে ওই সময় তিনি গর্ব করে বলেছিলেন, বাইরে থেকে লোকে যা-ই ভাবুক না কেন, সিআইএ অনেক বেশি স্মার্ট আর অনেক বেশি দক্ষ। সাত বছর পর সেই লোকই আবার বলেন : 'আমরা প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছিলাম।' তাঁকে যে সিআইএ'র দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, 'সেটার বিশেষ জ্ঞানের ও দক্ষতার তখন অধোপতন ঘটছে।' আর ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস ছিল 'চরম বিশৃঙ্খল অবস্থায়।'

সেবারের সেপ্টেম্বরে এজেন্সির পঞ্চাশ বছর পূর্তির উৎসব পালন করা হবে বলে অতীতের সেরা পঞ্চাশ অফিসারকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। যদিও তাদের বেশিরভাগই তখন হয় বুড়ো, অথর্ব হয়ে পড়েছে। অনেকে মরে গেছে। জীবিতদের মধ্যে সবার সেরা ছিলেন রিচার্ড হেলমস। যদিও তিনি এসবে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। 'বিশ্বের অবশিষ্ট সুপারপাওয়ার আমেরিকার অবস্থাও প্রায় এক ছিল। এসপিওনাজ সংগঠিত করা বা চালানো, এসব নিয়ে বিশেষ কৌতূহল তারও ছিল না,' হেলমস বলেছিলেন আমাকে। আর তাঁর উত্তরসূরি জেমস শ্লেসিঙ্গারের উপলব্ধি ছিল : 'জাতি হিসেবে আমরা ওসব থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। সিআইএ'র ওপর দেশবাসীর যে আস্থা ছিল তা বিবর্ণ হয়ে গেছে। এখন এমনই বেহাল দশা যে এসপিওনাজ এজেন্সি হিসেবে টিকে থাকার সামর্থ্যই হারিয়ে ফেলেছে ওটা।'

এজেন্সি পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন টেনেট। জ্যাক ডাউনিংসহ অবসরে যাওয়া পুরনো তারকাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠান। জ্যাক ডাউনিং মস্কো আর বেইজিংয়ের স্টেশন চিফ ছিলেন। কথা দিয়েছিলেন তিনি যে টেনেটের অধীনে দুই-এক বছরের জন্য নতুন করে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস পরিচালনা করবেন। টেনেট এজেন্সির জন্য মাল্টি বিলিয়ন ডলারের ফান্ডেরও খোঁজে ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন আগামী পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ২০০২ সালের মধ্যে এজেন্সির হারানো শৌর্য বীর্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে যদি টাকার জোগান দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

পোর্টার গস ছিলেন হাউজে এজেন্সির ক্যাশিয়ার। তিনি গোপন 'এমার্জেন্সি সহায়তার' নাম করে টেনেটের জন্য কয়েকশো মিলিয়ন ডলারের ব্যবস্থা করেন। প্রতিবার ১.৮ বিলিয়ন ডলার করে সে টাকা এজেন্সির ফান্ডে জমা হয়। পনেরো

বছরের মধ্যে সেটা ছিল সর্বোচ্চ ইন্টেলিজেন্স ব্যয়। গস যদিও কথা দেন আরও টাকা জোগাড় করা হবে।

'ইন্টলিজেন্স শুধু স্নায়ু যুদ্ধের সময়ই কাজে আসে এমন নয়,' বলেন পোর্টার গস। 'পার্ল হারবারের কথা ভেবে দেখুন, তাহলে আমার কথার অর্থ বুঝতে পারবেন। দুনিয়াতে হাজারো ধরনের বিস্ময় আছে।'

'ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থতা'

টেনেট এক ধরনের আসন্ন বিপদের অনুভূতির মধ্যে দিন কাটাতেন। অপেক্ষায় থাকতেন পরিস্থিতি আবার কখন খারাপ হয়। 'আমি সিআইএ'কে দ্বিতীয় স্তরের সংস্থায় পরিণত হতে দেব না,' দাবি করেন তিনি হেড কোয়ার্টার্সে এক সমাবেশে। তার ক'দিন পর, ১৯৯৮ সালের ১১ মে ইনডিয়া পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে আরেক বিস্ময় হজম করতে হয় এজেন্সিকে।

নতুন হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার ঘোষণা করে তারা নতুন অর্জিত এই শক্তি রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করবে। পাকিস্তান নতুন মিসাইল পরীক্ষা করেছে, নতুন দিল্লির পক্ষ থেকে এটা ছিল তার জবাব। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের দাবিদার, পাকিস্তানের প্রতিবেশী দেশটির এ কাজে বিস্মিত হওয়ার খুব বেশি কিছু ছিল না। তবু অনেকেই বিস্মিত হলো। দিল্লির সিআইএ স্টেশন সতর্কবাণী পাঠিয়েছিল, কিন্তু হেড কোয়ার্টার্সে তার বিশ্লেষণ ছিল ধোঁয়াটে। দিল্লির এই পরীক্ষা একযোগে প্রমাণ করল এসপিওনাজের ব্যর্থতা, ছবি দেখে তার মর্মার্থ বের করার ব্যর্থতা, রিপোর্ট অনুধাবন করার ক্ষমতা, চিন্তার ব্যর্থতা ও দেখার ব্যর্থতা ইত্যাদি। সিআইএ'র সিস্টেমেটিক ব্রেকডাউন বা ক্রমপরম্পরায় ভেঙে পড়ার লক্ষণ।

টেনেটের উত্তরসূরি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মেরি ম্যাককার্থি ইনডিয়ার টেস্টের পর এক রিপোর্টে লিখেছিলেন : 'বিপর্যয় আসন্ন!'

ইনডিয়ার পারমাণবিক পরীক্ষার সময় টেনেটের নজর আরেকদিকে ছিল। তাঁর বাহিনী ওসামা বিন লাদেনকে ধরার রিহার্সালে ব্যস্ত ছিল ওই সময়। লাদেন তখন আফগানিস্তানে লোক সংগ্রহ করছেন আমেরিকার বিরুদ্ধে নতুন জিহাদ শুরু করার জন্য। ওদিকে পাকিস্তানে সিআইএ'র স্টেশন চিফ গ্যারি শ্রোয়েন এজেন্সির পুরনো আফগান মিত্রদের নিয়ে প্ল্যান চোখা করছেন – লাদেন কান্দাহারে তার মাটির দেয়ালের তৈরি অস্থায়ী আস্তানায় পৌঁছলে তাকে পাকড়াও করবেন। এ জন্য মে মাসের ২০ তারিখে তারা চূড়ান্ত, চারদিনব্যাপী ফুল স্কেল ড্রেস রিহার্সাল শুরু করে। পাকিস্তানে সাথে সমন্বয়ের ওপর সাফল্য নির্ভর করছে-কিন্তু পাকিস্তান তখন ইনডিয়ার পারমাণবিক বোমা নির্মাণের জবাব দিতে নিজেরাও একই কাজ করেছে।

তারা যুদ্ধের দামামা বাজাতে শুরু করেছে। এদিকে আফগানরা তেমন বিশ্বস্তও নয়। এই অবস্থায় লাদেনকে পাকড়াও করতে পারার সম্ভাবনাও কম, কাজেই সব দিক বিবেচনা করে ২৯ তারিখ টেনেট সে পরিকল্পনা বাতিল করেন।

জুন আর জুলাই নিরাপদে কেটে গেল, লাদেনের তরফ থেকে কোনো হামলা আসেনি। ৭ আগস্ট ভোর ৫:৩৫ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ঘুম ভাঙিয়ে দুটো দুর্ঘটনার খবর জানানো হয় : কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি আর তানজানিয়ার রাজধানী, দার-এস-সালামের আমেরিকান দূতাবাসে চার মিনিট পর পর দুটো ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। নাইরোবির ক্ষয়ক্ষতি ছিল ভয়াবহ, আমি নিজের চোখে দেখেছি। এক তরুণ সিআইএ অফিসারসহ বারোজন আমেরিকান মারা গেছে সেখানে। সাথে দূতাবাসের বাইরে থাকা একশোরও বেশি কেনিয়ান মারা গেছে, আহত হয়েছে কয়েক হাজার।

পরদিন বিল টেনেট হোয়াইট হাউজে গিয়ে জানান, বিন লাদেনকে পাকিস্তান বর্ডারের কাছে আফগান খোস্ত প্রদেশের দিকে যেতে দেখা গেছে। খোস্তের বাইরের নিজের এক সামরিক ঘাঁটি তার লক্ষ্য। টেনেট ও ক্লিনটনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এইড একমত হন ক্রুজ মিসাইল দিয়ে সেই ঘাঁটিতে আক্রমণ চালানো হবে। এরপর দ্বিতীয় লক্ষ্য খোঁজায় মনে দেন আফ্রিকার দুই বোমা হামলার প্রতিশোধ নিতে। সুদানের রাজধানী খার্তুমের বাইরের এক শিল্প কারখানা, আল শিফা পছন্দ হয়। এজেন্সির এক মিশরীয় এজেন্ট কিছুদিন আগে সেটার বাইরের খানিকটা মাটি পাঠিয়েছিল পরীক্ষা করার জন্য। তাতে নার্ভ গ্যাস তৈরির কেমিক্যাল VX-এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। কিন্তু সে ফলাফলে সন্তুষ্ট হতে না পেরে মেরি ম্যাককার্থি সতর্ক করেন, 'হামলা চালানোর আগে ওই ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে আমাদেরকে আরও ভাল ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করতে হবে।'

২০ আগস্ট আরব সাগরে টহলে থাকা নেভি জাহাজ থেকে একযোগে ক্রুজ মিসাইলের হামলা চালানো হয় দুই লক্ষ্যে। খোস্তে সম্ভবত জনাবিশেক পাকিস্তানী নিহত হয়–বর্ডার অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। বিন লাদেন তার ধারেকাছেও ছিলেন না। আল শিফায় মারা যায় একজন নাইট ওয়াচম্যান। ক্লিনটনের ইনার সার্কেল দাবি করেছিল তাদের কাছে 'এয়ারটাইট' প্রমাণ আছে যে ওটা অস্ত্র কারখানায়, বিন লাদেনের জন্য অস্ত্র তৈরি হয় সেখানে। আক্রমণের পর দেখা যায় ওটা ছিল ফার্মাসিউটিক্যালস প্রকল্প, আর 'এয়ারটাইট' প্রমাণ এয়ারে উড়ে গেছে। পরে সিআইএ দাবি করে ইরাকের নার্ভ ওয়েপন বিতরণের স্কিম ছিল আল শিফা। কিন্তু জাতি সংঘের পরিদর্শকরা ইরাক ঘুরে এসে নিশ্চিত করেছেন দেশটি ওই কেমিক্যাল অস্ত্র তৈরির কাজে ব্যবহার করেনি।

'ভুল ছিল কাজটা,' বলেন ডোনাল্ড প্যাটারসন, ১৯৯২ থেকে '৯৫ সাল পর্যন্ত সুদানে আমেরিকান অ্যাম্বাসাডার ছিলেন তিনি। 'ওই ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানায় কেমিক্যাল অস্ত্র তৈরি হয় কি না, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য হাজির করতে ব্যর্থ

হয়েছে প্রশাসন। তাদের সন্দেহ করার যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু কোথাও মিসাইল হামলা চালানোর আগে আরও বেশি নিশ্চিত হয়ে নেয়া উচত।' তাঁর উত্তরসূরি, রাষ্ট্রদূত টিম কারনি বলেন, 'এ ঘটনা প্রমাণ করে সুদান সম্পর্কে সিআইএ'র ইন্টেলিজেন্স কত অপর্যাপ্ত।'

জর্জ টেনেট তিন সপ্তাহ পর আমেরিকার বাকি সবগুলো ইন্টেলিজেন্স সংস্থার সাথে মিটিং করেন। সবাই মিলে ঠিক করেন তাদেরকে 'সাবস্ট্যানশিয়াল অ্যান্ড সুইপিং চেঞ্জেস (উল্লেখযোগ্য ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন)' আনতে হবে। তা না হলে ফলাফল হবে 'এ ক্যাটাসট্রফিক সিস্টেমেটিক ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওর (বিপর্যয়কর গোয়েন্দা ব্যর্থতা)।' দিনটি ছিল ৯/১১, ১৯৯৮।

'আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে'

কিন্তু কোনো পরিবর্তনই হয়নি। ১৯৯১ সাল নাগাদ সিআইএ তার ৩ হাজারের মত সেরা এজেন্ট হারিয়েছে – প্রায় ২০ পার সেন্ট সিনিয়র গোয়েন্দা, বিশ্লেষক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ। বছরে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের মোটামুটি ৭ পার সেন্ট করে লোক বেরিয়ে গেছে। এভাবে সব মিলিয়ে হাজারখানেক অভিজ্ঞ স্পাই ক্যারিয়ারের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে চলে গেছে।

টেনেট বলেন, 'ভবিষ্যতে একদিন সময় আসবে যখন আমরা পাল্লা দিয়ে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলব যা অতীতে পারিনি। সুইচবোর্ডে কেউ ঘুমিয়ে ছিল বলে নয়, কাজটা খুব জটিল ছিল বলে পারিনি। ভরসা ছিল আমরা একটা ত্রুটিহীন ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছি, যে ব্যবস্থা আপনাকে কেবল ঘটনার ধারা, ঘটনা ও তার অন্তর্নিহিত কারণই জানাবে না, বরং ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কেও বিস্তারিত জানাতে পারবে।' সিআইএ অনেক আগেই এ প্রত্যাশা জাগিয়েছিল মানুষের মনে, কিন্তু পূরণ করতে পারেনি। তাই টেনেট মন্তব্য করেছিলেন, 'আমাদের জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে।'

এজেন্টের ঘাটতি পূরণ করতে টেনেট জাতীয় পর্যায়ে ট্যালেন্ট হান্ট-এর আয়োজন করেন, যদিও ভাল করেই জানতেন সিআইএকে পুনর্গঠনের এ যুদ্ধ অনেক বছর স্থায়ী হবে। অনেক বিলিয়ন ডলার তাতে খরচ হবে। নতুন রিক্রুটদের বিভিন্ন দেশের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করার মত উপযুক্ত কেস অফিসার হিসেবে করে গড়ে তুলতে পাঁচ থেকে সাত বছর লেগে যাবে। সেটা ছিল সময়ের বিপরীতে মারিয়া লড়াই। জন্ম আমেরিকান; বিদেশী সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশোনা করেছে, সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং দেশের বাইরে কাজ করতে আগ্রহী, এমন লোক পাওয়া কঠিন হয়ে দেখা দেয়। একজন স্পাইকে অবশ্যই জানতে 'কিভাবে

প্রতারণা করতে হয়, অন্যদেরকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে হয়। মোটকথা এই পেশার উপজীব্যই হচ্ছে অসততা,' ১৯৯০-এর দশকে জেফ্রি স্মিথ বলেছিলেন কথাটা। সিআইএ'র জেনারেল কাউন্সিল ছিলেন তিনি। 'এজেন্সি কর্তৃপক্ষকে সব সময় এইসব এক্সট্রা অর্ডিনারি, বিরল প্রতিভাধর তরুণদের খুঁজে বের করতে হবে, যারা দেশের জন্য প্রতারণা করবে আবার নিজের নৈতিকতা ও মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখবে।' এ ধরনের ব্যতিক্রমী প্রতিভা খোঁজার কাজ আগে কখনও করা হয়নি।

বরং যত দিন গেছে, সিআইএ ততই এ জাতীয় লোক নিয়োগ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। নিজের এই সাংস্কৃতিক অদূরদর্শীতার কারণে সিআইএ পৃথিবীকে চিনতে ভুল করেছে। এজেন্সির খুব কম অফিসারই পৃথিবীর তিন বিলিয়ন মানুষ; অর্ধেক জনসংখ্যার মায়ের ভাষা–চীনা, কোরিয়ান, আরবী, হিন্দি, উর্দু, বা ফার্সী ভাষা বলতে অথবা লিখতে পারত। আরবের কোনো বাজারে জিনিসপত্রের দরদাম করার অভিজ্ঞতা তাদের নেই, আফ্রিকার কোনো গ্রামের পথ ধরে হেঁটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা নেই। এজেন্সি উত্তর কোরিয়ায় 'একজন এশিয়ান-আমেরিকান পাঠাতে পারেনি যাকে দেখে কেউ বুঝবে না যে, সে সবে কানসাস থেকে এসেছে,' বলেছেন বব গেটস। আফ্রিকান-আমেরিকান বা আরব-আমেরিকানের বেলায়ও একই কথা।'

১৯৯২ সালে গেটস যখন এজেন্সির ডিরেক্টর, তখন আজেরবাইজানে বেড়ে ওঠা একজন আমেরিকান নাগরিক খুব খুঁজেছেন। সে কথা মনে করে তিনি বলেন, 'সে আজেরি ভাষায় অনর্গল কথা বলত, কিন্তু ইংরেজি ভাল লিখতে পারত না। কাজেই তাকে বাতিল করতে হয়। ঘটনা শুনে আমার খুব রাগ হয়েছিল। বললাম : "আমার এখানে হাজারজন আছে যারা ইংরেজি লিখতে পারে। কিন্তু আজেরি বলার মত কেউ নেই তাদের মধ্যে! তোমরা করেছ কি এতদিন?"'

টেনেটের নতুন ট্যালেন্ট হান্ট সফল করতে বিভিন্ন শহরে এবং শহরতলীতে যত প্রবাসী আর শরণার্থী আছে, তাদের মধ্য থেকে তরুণ-তরুণীদের খোঁজা হতে লাগল যারা প্রথম প্রজন্মের এশিয়ান বা আরব পরিবারে বেড়ে উঠেছে। দেশের প্রতিটা এথনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপানো হলো। শেষ পর্যন্ত যা আহরিত হলো তা খুব একটা উল্লেখ করার মত ছিল না।

টেনেট জানেন, ভবিষ্যতে এজেন্সির বাঁচা-মরা নির্ভর করে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের চেহারা ঠিকমত চিনতে পারার এবং নতুন রিক্রুট এই তরুণ ইন্টেলেকচুয়ালদের মেধা ও বিচক্ষণতার ওপর। কিন্তু নতুন রক্ত আসলে এজেন্সির রক্ষাকবচের একটা দিক। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া কখনই একটা মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না – আগামী পাঁচ অথবা দশ বছর পরও কি সিআইএ প্রয়োজন অনুযায়ী এভাবে নতুনদের রিক্রুট করতে পারবে? ভবিষ্যৎ তাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে সিআইএ তা-ও জানে না। শুধু জানে যে পরিস্থিতিতে সে পড়েছে, তার মধ্যে বেঁচে থাকে যাবে না।

টেনেট ঠিক করেন, আফগানদের দিয়েই তিনি লাদেনকে ধরার চেষ্টা করবেন। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে আফগানরা রিপোর্ট করে তারা লাদেনকে ধরার জন্য চারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সিআইএ'র সন্দেহ হয়। পরে তারা এজেন্সির ফিল্ড অফিসারদের আশ্বস্ত করে, আফগানিস্তানে লাদেন প্রায়ই নিজের এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে যাওয়া-আসা করেন। সে সময় তাঁকে ট্র্যাক করা হবে। ১৮ ডিসেম্বর তারা রিপোর্ট করে লাদেন কান্দাহারে ফিরে যাচ্ছেন, এবং ২০ ডিসেম্বরের রাত কাটাবেন সেখানকার গভর্নরের কম্পাউন্ডের মধ্যে। পাকিস্তান থেকে স্টেশন চিফ গ্যারি শ্রোয়েন মেসেজ পাঠান : আজ রাতেই স্ট্রাইক করুন। এরচেয়ে ভাল সুযোগ আর হয়ত আসবে না। ক্রুজ মিসাইল চেম্বারে ভরে চেম্বার লক করা হলো। অথচ রাতেরবেলা কান্দাহারের গভর্নরের কম্পাউন্ডে ঘুমায় শত শত মানুষ। কি করা যায়? টেনেটের প্রত্যাশা সন্দেহের কাছে হার মানল। নির্দেশ বদলে গেল।

১৯৯৮ সালের বসন্ত থেকে 'আমেরিকার ক্ষমতা ছিল ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে হটিয়ে দেয়ার, অথবা প্রাণে মেরে ফেলার,' কিন্তু ঠিক ট্রিগার টানার সময় সে পিছিয়ে গেল,' বলেছেন জন ম্যাকগাফিন। ক্লিনটন প্রশাসনের শুরুর দিকে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের দু' নম্বর অফিসার ছিলেন তিনি। 'সিআইএ প্রায় প্রতিদিন বিন লাদেনের অবস্থান সম্পর্কে খবর পেত – কখনও সে তাদের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে থাকত, কখনও পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে।' লাদেনকে ধরার সম্ভাব্য মিশনের ট্রেইনিং নিতে গিয়ে স্পেশাল ফোর্সেসের অত্যন্ত পনেরোজন সৈন্য নিহত হয়েছে অথবা আহত হয়েছে। কিন্তু লাদেনের বিরুদ্ধে মিলিটারি মিশন চালানোর প্রশ্নে পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউজের সামরিক-বেসামরিক অফিসাররা বারবার পিছিয়ে গেছে।

এ দায়িত্ব তারা ছেড়ে দেয় সিআইএ'র ওপর। কিন্তু সিআইএ তা পালন করতে ব্যর্থ হয়।

আফগানরা ১৯৯৯ সালের প্রথমদিকে রিপোর্ট করে বিন লাদেন কান্দাহারের দক্ষিণের এক হান্টিং ক্যাম্পের দিকে যাত্রা করেছেন। ধনী ফ্যালকনাররা (বাজপাখির মালিক) সেই ক্যাম্পের পৃষ্ঠপোষক। ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ একটা স্পাই স্যাটেলাইট সেখানকার আকাশে পৌঁছে নীচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। দেখে ইউনাইটেড আরব আমিরাতের একটা সরকারি প্লেন সেখানে পার্ক করা আছে। আমেরিকার মিত্র দেশ আরব আমিরাত। বিন লাদেনকে হত্যা করতে গিয়ে সে দেশের আমীরদের জীবন বিপন্ন করা যাবে না। কাজেই ক্রুজ মিসাইলগুলো নিজের

নিজের লঞ্চারেই থেকে গেল লকড্ অবস্থায়।

সে বছর পুরো এপ্রিল মাস বিন লাদেনের কান্দাহারে আসা-যাওয়া ট্র্যাক করে এজেন্সির আফগান মিত্ররা। মে মাসে সব মিলিয়ে ছত্রিশ ঘণ্টা নিজেদের নজরদারিতে রাখে লাদেনকে। গ্যারি শ্রোয়েনের এজেন্টরা তার অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে থাকে। সেগুলো ছিল নির্ভুল। টেনেটের ডেপুটি জেনারেল জন গর্ডন বলেন, এর চেয়ে ভাল ইন্টেলিজেন্স আর হয় না।

তিনবার সুযোগ আসে ক্রুজ মিসাইলের সাহায্যে আঘাত হানার, তিনবারই টেনেট 'না' বলে উদ্যোগ থামিয়ে দিয়েছেন। সিআইএ সঠিকভাবে টার্গেটিকে শনাক্ত করতে পেরেছে কি পারেনি, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল তাঁর। কয়েকদিন আগের এক ঘটনায় আত্মবিশ্বাস ভীষণ ঝাঁকি খেয়ে যায়।

সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচ যাতে কসোভো থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হন, সে জন্য ন্যাটো বাহিনী সার্বিয়ায় বোমা বর্ষণ করে। আমেরিকান প্লেন কোথায় কোথায় বোমা ফেলবে, সিআইএ'কে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। টেনেট কাজটার দায়িত্ব দেন এজেন্সির কাউন্টার প্রলিফারেশন ডিভিশনকে। এই ডিভিশনের কাজ ম্যাস ডেস্ট্রাকশন বা ব্যাপক বিধ্বংসী (যে অস্ত্র আছে বলে ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করা হয়) অস্ত্রের বিস্তার বিষয়ের ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষণ করা। টেনেটের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে দেখা যায় ডিভিশনের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে : বোমা ফেলার জায়গা হচ্ছে ইয়োগোস্লাভ ফেডারেল ডিরেক্টরেট অব সাপ্লাই অ্যান্ড প্রকিওরমেন্ট, ২, উমেটনস্টি বুলেভার্ড, বেলগ্রেড।

সঠিক স্পট নির্ধারণে এজেন্সি টুরিস্ট ম্যাপ ব্যবহার করে থাকে। সিআইএ'র কাছ থেকে তথ্যটা পেন্টাগনে পৌঁছায়, সেখান থেকে লোড হয় বি-২ স্টিলথ বোমারু বিমানের সার্কিট্রিতে।

টার্গেট ঠিকই ধ্বংস হয়। তবে ম্যাপ রিডিংয়ে সিআইএ'র ভুল ছিল। ভবনটা মিলোসেভিচের সামরিক ডিপো ছিল না – ছিল চীনা দূতাবাস।

'চীনা দূতাবাসে বোমা ফেলা আমার জন্য চরম বিব্রতকর একটা অভিজ্ঞতা ছিল,' বলেন ভাইস অ্যাডমিরাল টমাস আর. উইলসন, ১৯৯৯ সালের জুলাইয়ে যিনি ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডিরেক্টর হন। 'কারণ আমিই সেই ভবনের ছবি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে দেখিয়েছি। বলেছি, 'আমরা এই ভবনে বোমা ফেলতে যাচ্ছি, কারণ এটা ইয়োগোস্লাভ ডিপার্টমেন্ট অব মিলিটারি প্রকিওরমেন্ট ভবন।'' ছবিটা আমি সিআইএ'র কাছ থেকে পেয়েছি।

‘তোমরা কখনও বদলাবে না’

আমেরিকার নতুন শত্রু একজন মানুষ। খুব সহজেই হত্যা করা যায় তাকে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া কঠিন। রাতেরবেলা ল্যান্ড ক্রুজারে চড়ে আফগানিস্তানে ঘুরে বেড়ায় ভূতের মত। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন নিজের স্বাক্ষর করা একটা গোপন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর মতে যেটায় বিন লাদেনকে হত্যা করার ক্ষমতা ছিল। তিনি দিবাস্বপ্ন দেখতেন আমেরিকান নিনজারা হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে পড়ে সউদি লোকটাকে পাকড়াও করবে। তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে টেনটকে কমান্ডার নিয়োগ করেছিলেন তিনি।

টেনেটকে নতুন প্ল্যান করতে হয়, বিন লাদেন আবার হামলা চালানোর আগেই তাকে আক্রমণ করার। নতুন কাউন্টার টেররজিম চিফ, কফার ব্ল্যাককে নিয়ে ১৯৯৯ সালের বসন্তের শেষদিকে এরকম একটা প্ল্যান তৈরি করেন তিনি। বিন লাদেন এবং তাঁর মিত্রদের হত্যা করতে এজেন্সি নিজের পুরনো বন্ধু ও শত্রু, সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। ব্ল্যাক আফগান বর্ডার সংলগ্ন বিভিন্ন দেশ, যেমন উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তানের মিলিটারি, ইন্টেলিজেন্স এবং সিকিউরিটি সার্ভিসের সাথে তাঁর পুরনো পরিচয় নতুন করে ঝালিয়ে নেন। তাঁর আশা ছিল এজেন্সির অফিসাররা আফগানিস্তানে থেকেই কাজ সেরে ফেলতে পারবে। সীমান্তের ওপাশে যেতে হবে না।

লক্ষ্য ছিল আফগান যোদ্ধা আহমদ শাহ মাসুদের বিশ বছরের পুরনো ঘাঁটির সাথে একটা সংযোগ গড়ে তোলা। সোভিয়েত বাহিনীর আগ্রাসনের শুরুর দিকে কাবুলের উত্তরপূর্বে, পাহাড়ের গভীর উপত্যকায় এ ঘাঁটির গোড়াপত্তন করেন মাসুদ। বেপরোয়া দুর্ধর্ষ যোদ্ধা মাসুদের ইচ্ছা ছিল আফগানিস্তানের রাজা হবেন। এ জন্য এজেন্সির পুরনো মিত্রদের কাছে বিন লাদেনের যত শক্ত ঘাঁটি আছে, সবগুলোতে আক্রমণ চালানোর এবং আমেরিকান আর্মি আর সিআইএ'র সহায়তায় কাবুলের তখনকার শাসক গোষ্ঠী, তালেবান সরকারকে উৎখাতের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন তিনি। এজেন্সিকে একটা ঘাঁটি গড়তে সহায়তা করবেন যেখান থেকে এজেন্সি নিজেই বিন লাদেনকে ধরতে পারবে, এমন প্রস্তাবও ছিল তার মধ্যে। ব্ল্যাক তাতে সাড়া দিতে এক পায়ে খাড়া ছিলেন। তাঁর ডেপুটিরাও।

কিন্তু তাতে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা জর্জ টেনেটের একটু বেশিই ছিল। অতএব তিনি মাসুদের প্রস্তাবে রাজি হননি। তাঁর মতে ভেতরে ঢোকা আর বেরিয়ে আসা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আফগানিস্তানে ওই ধরনের ঝুঁকি সাংবাদিক আর বিদেশী ত্রাণকর্মীরা নিয়ে থাকলেও সিআইএ নেবে না। এ কথা শুনে মাসুদ জোরে হেসে উঠেছিলেন। ‘তোমরা আমেরিকানরা আসলে পাগল!’ বলেছিলেন তিনি। ‘তোমরা কখনও বদলাবে না।’

শতাব্দী শেষ হতে চলেছে। আমেরিকার সৃষ্টি জর্ডানের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ১৬ জনকে গ্রেফতার করল। তাদের সন্দেহ লোকগুলো বড়দিনের ছুটির সময় হোটেল এবং বিভিন্ন টুরিস্ট সাইটে বোমা হামলা চালাবে। সিআইএ'র মনে হয় আল কায়েদা নতুন

বছরের শুরুতে হয়ত বিশ্বব্যাপী বড় ধরনের একটা হামলা চালাতে যাচ্ছে, এটা তার আভাস। টেনেটের ঘুম হারাম হয়ে যায়। বিদেশের এক কুড়ি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের চিফের সাথে দেখা করেন তিনি। আল কায়েদার সাথে জড়িত আছে, এমন সবাইকে গ্রেফতারের অনুরোধ করেন। বিদেশের সমস্ত সিআইএ অফিসারকে আর্জেন্ট মেসেজ পাঠান : 'এরচেয়ে বাস্তব হুমকি আর হতে পারে না' বলা হয় তাতে। 'যা প্রয়োজন মনে হবে তা-ই করুন।' নতুন শতাব্দীতে পা রাখল বিশ্ব, কোথাও কিছু ঘটল না।

বিন লাদেনের বিরুদ্ধে সিআইএ'র কভার্ট অ্যাকশনের কি পরিকল্পনা আছে, ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে ব্রিফ করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট তা শুনে মন্তব্য করেন, 'আমেরিকা এরচেয়ে আরও ভাল কিছু করতে পারে। টেনেট ও ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের নতুন চিফ জিম পাভিট বলেন, সে জন্য বহু মিলিয়ন ডলারের নতুন ফান্ডের প্রয়োজন। হোয়াইট হাউজের কাউন্টার টেররিজম জার, রিচার্ড ক্লার্ক ভাবলেন সিআইএ'র ওয়ালেটে টাকা নয়, মনোবলের অভাব আছে। তিনি বলেন, সিআইএ'কে এ পর্যন্ত অনেক টাকা দেয়া হয়েছে যা দিয়ে এসব কাজ আরও অনেকদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমি এত খারাপের পিছনে ভাল টাকা আর ঢালতে চাই না।'

সেপ্টেম্বরে অপজিশনকে ইন্টেলিজেন্স ব্রিফ করতে এজেন্সির ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর জন ম্যাকলাফলিন ও কাউন্টার টেররিস্ট সেন্টারের ডেপুটি চিফ বেন বঙ্ক ক্রফোর্ড, টেক্সাসে যান গভর্নর বুশের কাছে। সেখানে রিপাবলিকান প্রার্থী জর্জ বুশকে বঙ্ক বলেন, আগামী চার বছরের যেকোনো সময় বিদেশী সন্ত্রাসীদের হাতে আমেরিকানরা মারা যাবে।

প্রথম সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে তার পাঁচ সপ্তাহ পর। ১২ অক্টোবর, এডেন হারবারে অজ্ঞাত দুই লোক স্পিডবোটে চড়ে আমেরিকার অতি আধুনিক যুদ্ধ জাহাজ, ইউএসএস *কোল*-এর দিকে এগিয়ে যায়। লোক দু'টো থেকে থেকে অভিবাদন করতে থাকে মাথা ঝুঁকিয়ে। বোট জাহাজের কাছে এসে বিস্ফোরিত হলে সতেরোজনের মৃত্যু হয়, আহত হয় চল্লিশজন। ২৫০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয় এই হামলার ফলে। আল কায়েদাকে সন্দেহ করা হয় এ জন্য।

২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জটিলতার পর আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট জর্জ বুশকে বিজয়ী ঘোষণা করলে টেনেট নিজে গিয়ে তাঁকে বিন লাদেন সম্পর্কে ব্রিফ করেন। বুশ জানতে চান সিআইএ তাকে হত্যা করতে সক্ষম কি না। জবাবে টেনেট বলেন তাকে মেরে ফেললেই সব শেষ হয়ে যাবে না। এরপর জর্জ বুশ জাতীয় নিরাপত্তা প্রসঙ্গে দুই ঘণ্টা আলোচনা করেন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সাথে।

ক্লিনটন তাঁকে সতর্ক করেন, আপনার প্রধান হুমকি বিন লাদেন। কিন্তু বুশ পরে কসম করে বলেন, এ নাম তিনি আগে কখনও শোনেননি।

'অন্ধকার দিক'

'আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সমস্যায় আছে,' ২০০১ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ক্ষমতায় বসার পর জেমস মনিয়ের সাইমন, জুনিয়র জানান তাঁকে। সাইমন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর ছিলেন। 'সিআইএ তার চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে,' বলেন তিনি। জাতিকে রক্ষা করার উপযুক্ত ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করার অভাব আছে তার।

'২০০১ সালে আমেরিকা নিজের ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতা আর জাতীয় নিরাপত্তার বুর্জোয় চাহিদা মেটানোর ক্রমবর্ধমান, মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত বৈষম্যের মোকাবেলা করেছে,' সাইমন বলেন। 'আমরা কি পরিকল্পনা করছি এবং দেশ সম্ভাব্য কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে যাচ্ছে, এ দুইয়ের সংযোগহীনতা আগে কখনও এত নগ্ন হয়ে দেখা দেয়নি।' সময় আসবে যখন প্রেসিডেন্ট আর কংগ্রেসকে ব্যাখ্যা দিতে হবে 'কেন আগাম জানা থাকা একটা বিপর্যয় অজানা থেকে গেল।'

১৯৪১ সালে যেমন ছিল, প্রায় সেইরকম বিভক্ত আর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স। সিআইএ'র আঠারোজন ডিরেক্টর সংস্থাটির ঐক্য ধরে রাখার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন সেটার পতন ঘটতে চলেছে। সিআইএ তখন সতেরো হাজার মানুষের একটি প্রতিষ্ঠান, প্রায় এক ডিভিশন আর্মির মত। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই ডেস্ক জকি। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের হয়ে মোটামুটি এক হাজার মানুষ বিদেশে কাজ করে। অফিসারদের বেশিরভাগ আরামের জীবনযাপন করে শহরতলীতে অথবা ওয়াশিংটনের বেল্টওয়েতে। তারা নোংরা পানি খেতে এবং মাটির মেঝেতে ঘুমাতে অভ্যস্ত নয়। তারা জীবন বিসর্জনের ক্ষেত্রে বেমানান।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে দুই হাজার অফিসার ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসে যোগ দেয় চার্টার মেম্বার হিসেবে। সম্ভবত দুইশো সাহসী এজেন্টই কঠোর শ্রমের মাধ্যমে ২০০১ ও পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে যথেষ্ট হত। কিন্তু আল কায়েদার ওপর নজর রাখতে প্রয়োজন পড়ে দ্বিগুণ পার্সোনেলের। তাদের দিন-রাত কেটেছে বন্ধ রুমে কম্পিউটারের পর্দা বা ইনফর্মেশন টেকনোলজির ওপর নজর রেখে, বাইরের পৃথিবীর বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। এইসব লোক আমেরিকাকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে এমন আশা করাটা সম্ভবত অপাত্রে আস্থা রাখার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জর্জ টেনেটের ওপর হোয়াইট হাউজের সুনজর পড়ে তিনি যখন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের বাবা, সাবেক প্রেসিডেন্ট ওয়াকার বুশের নামে সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সের নাম বুশ সেন্টার ফর ইন্টেলিজেন্স রাখেন, তখন। অন্যদিকে টেনেটের টাফ গাই বা কঠিন বান্দা মার্কা আচরণ বেশ পছন্দ করতেন নতুন কমান্ডার ইন চিফ।

বুশের সাথে টেনেট প্রায় রোজই সকাল আটটায় হোয়াইট হাউজে দেখা করতেন। ব্রিফ করতেন প্রেসিডেন্টকে। ব্রিফ করতেন, অথচ বিন লাদেন সম্পর্কে তাঁকে কখনই বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনি ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর কন্ডোলিৎসা রাইজকে আল কায়েদার আমেরিকা আক্রমণের প্লট সম্পর্কে জানিয়েছিলেন তিনি। বুশ অন্যান্য বিষয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন–মিসাইল ডিফেন্স, মেক্সিকো, মধ্য প্রাচ্য।

রিগ্যান প্রশাসনের সময় প্রেসিডেন্টের সাথে এজেন্সি ডিরেক্টরের যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক ছিল। রিগ্যান যখন কিছু শুনতে ভুল করতেন বা না বুঝতেন, ডিরেক্টর কানের কাছে মুখ নিয়ে বিড়বিড় করে আবার বলতেন, এইডরা তখন হেসে ঠাট্টা করতেন ; 'দু'জনের মধ্যে না জানি কি চলছে' বলে। বুশের সময়ে ওসব ছিল না। আসল সমস্যা ছিল সিআইএ অকপটে কথা বলত না, আর হোয়াইট হাউজ মন দিয়ে শুনত না। *ঘন্টী বাজানোটাই যথেষ্ট নয়,'* মাঝেমধ্যে বলতেন রিচার্ড হেলমস। *'যার জন্য বাজাচ্ছ সে শুনতে পাচ্ছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াও জরুরি।'*

সন্ত্রাসী হামলা আসন্ন, এটা প্রায় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু টেনেট সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বুশকে কিছুই বলেননি। ২০০১ সালের শেষভাগে বাতাসে বিপদঘন্টী প্রায় স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল। এজেন্সির প্রতিটা স্নায়ু ও মাংসপেশী বিপদের স্বরূপ দেখার এবং শোনার শঙ্কিত প্রতীক্ষায় ছিল। সউদি আরবসহ অন্যান্য উপসাগরীয় দেশ, জর্ডান ও ইসরায়েল এবং ইওরোপের প্রায় সব দেশ থেকে সতর্কবাণী আসছে অনবরত। সিআইএ'র প্রতিটা সার্কিট ওভারলোডেড। তথ্য কণিকা আসছে – বোস্টনে আঘাত হানবে ওরা। লন্ডনে আঘাত হানবে। নিউ ইয়র্কে হামলা চালাবে।

'তাদের যখন ইচ্ছা হবে তখন হামলা আসবে,' ২৯ মে এনএসসি অ্যাডভাইজর কন্ডোলিৎসা রাইসকে ই-মেইল করে জানান ক্লার্ক।

এজেন্সির আশঙ্কা ছিল ৪ জুলাই হামলা করতে পারে আল কায়েদা। আমেরিকান বিপ্লব উপলক্ষে সেদিন জাতীয় ছুটির দিন। দেশে-বিদেশের সমস্ত

আমেরিকান প্রতিষ্ঠান, দূতাবাস বন্ধ থাকে। ছুটি হওয়ার ক'দিন আগে আম্মান, কায়রো, ইসলামাবাদ, রোম আর আঙ্কারার বিভিন্ন বিদেশী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের চিফদের নিয়ে মিটিং করেন জর্জ টেনেট। তাদেরকে আল কায়েদা ও তার সহযোগী সংগঠনের চেনা প্রতিটা নেটওয়ার্ক ধ্বংস করে দেয়ার অনুরোধ জানান। এ কাজে সিআইএ তাদেরকে ইন্টেলিজেন্স সরবরাহ করবে, সংশ্লিষ্ট দেশ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করবে। এর কিছুদিন পর ইটালিসহ উপসাগরের কয়েকটি দেশে সন্দেহভাজন কয়েক সন্ত্রাসীকে জেলে ঢোকানো হয়। টেনেট হোয়াইট হাউজকে জানান, হয়ত এ কারণে দু'-তিনটা আমেরিকান দূতাবাসে সন্ত্রাসীদের পরিকল্পিত হামলা পিছিয়ে যায়।

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের আর কোনো ডিরেক্টরকে যা কখনও করতে হয়নি, জর্জ টেনেটকে এখন সেই কাজ করতে হবে। জীবন-মরণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পেন্টাগনের সাথে সাত বছর যুদ্ধ করে বছরখানেক আগে একটা ছোট্ট, পাইলটবিহীন প্লেনের মালিকানা পেয়েছিল এজেন্সি। কয়েকটা ভিডিও ক্যামেরা ও নানান স্পাই সেনসর সাজানো প্রিডেটর বা শিকারী নামের সেই প্লেন এখন তার মিশনে যেতে রেডি। আফগানিস্তানের আকাশে। ২০০০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর প্রথম ফ্লাইটে যাত্রা করবে প্রিডেটর। এজেন্সি আর এয়ার ফোর্স মাথা ঘামাতে লাগল কিভাবে ওটায় অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইল ফিট করা যায়, তাই নিয়ে। থিওরি মতে, কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করলে এজেন্সির যেকোনো অফিসার হেড কোয়ার্টার্সে বসেই ভিডিও স্ক্রিন আর জয়স্টিকের সাহায্যে কয়েক হাজার মাইল দূরের ওসামা বিন লাদেন নামের বিভীষিকাটিকে খতম করে দিতে পারবে। কিন্তু চেইন অব কমাণ্ডের কি হবে? ভাবলেন টেনেট। গো-অ্যাহেড নির্দেশ কে দেবে? ট্রিগার কে টানবে? তাঁর তো হত্যা করার লাইসেন্স নেই, ভাবলেন টেনেট। তাছাড়া অতীতে লক্ষ্য নির্ধারণে বারবার ভুল হয়েছে এজেন্সির। চিন্তাটা তাঁকে সহজে রেহাই দিতে চাইছে না।

২০০১ সালের ১ আগস্ট ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দ্বিতীয় স্তরের টিম, ডেপুটিদের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয় প্রিডেটরের সাহায্যে এজেন্সির লাদেনকে হত্যা করা বেআইনী হবে না। কিন্তু এজেন্সি প্রশ্ন তোলে, এসবের খরচ কে দেবে? প্লেনটিকে সশস্ত্র করবে কে? কে ওটার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার হবে? পাইলট বা মিসাইলম্যানের ভূমিকা কে পালন করবে? এত হাত কচলাকচলির কারণে কাউন্টার টেররিজম জার, ক্লার্ক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। 'আল কায়েদা কি দেশের জন্য হুমকি যাকে প্রতিরোধ করতে পদক্ষেপ নেয়া যায়? নাকি হুমকি না? সিআইকেই তা ঠিক করতে হবে।'

প্রেসিডেন্ট বুশ জানতে চান, আমেরিকার ওপর কোনো হামলা আসতে পারে? এজেন্সি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। তিনি হোয়াইট হাউজের লম্বা পাঁচ

সপ্তাহের ছুটিতে দেশের বাড়ি, টেক্সাসের ক্রফোর্ডে চলে যান। ছুটি শেষ হয় মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর। হোয়াইট হাউজে ফিরে ন্যাশনাল সিকিউরিটি টিমের প্রথম মিটিংয়ে বসেন বুশ। কাউন্টার টেররিজম জার সেদিন একটা বার্তা পাঠান কন্ডোলিৎসা রাইসকে : আসন্ন সন্ত্রাসী হামলায় শত শত আমেরিকানের মৃত্যু হবে।

তিনি এজেন্সিকে কাজে নামতে বাধ্য করার অনুরোধ জানান রাইজকে। বলেন : সিআইএ 'শূন্য হাঁড়িতে পরিণত হয়েছে। বেশি ঠন্ ঠন্ করে। কাজ করে না কিছু।'

'আমরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি'

ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থ হয় মানবিক বলে। আমেরিকার ইতিহাসে ৯/১১ ছিল অভূতপূর্ব ব্যর্থতার ফসল। শুধু ইন্টেলিজেন্সের ব্যর্থতা নয়, আমেরিকান সরকারের সিস্টেমেটিক বা ক্রমানুসারী ব্যর্থতা ছিল সেটা। হোয়াইট হাউজ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল, এফবিআই, ফেডারেল অ্যাভিয়েশন প্রশাসন, ইমিগ্রেশন ও নিউট্রালাইজেশন সার্ভিস, কংগ্রেশনাল ইন্টেলিজেন্স কমিটি, সবাই ব্যর্থ হয়েছিল সেদিন। নীতি এবং কূটনীতির ব্যর্থতা ছিল সেটা। ছিল সাংবাদিকদের ব্যর্থতা, যারা সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত রাখে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ছিল শত্রুর আক্রমণের প্রকৃতি চিনতে না পারার।

টেনেট আর কাউন্টার টেররিজম চিফ, কফার ক্লার্ক শনিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ক্যাম্প ডেভিডে সিআইএ'র অফিসারদের আফগানিস্তানে পাঠানোর একটা পরিকল্পনা পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রবিবার দুপুরের পর টেনেট হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন : 'আমরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি।'

১৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার টেনেটের জন্য চোদ্দ পৃষ্ঠার একটা টপ-সিক্রেট নির্দেশনা জারি করেন প্রেসিডেন্ট বুশ। এজেন্সিকে নির্দেশ দেন সন্দেহভাজন যে কাউকে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে তাড়া করে ধরে নিয়ে এসে বন্দি করতে, জেরা করতে। এ ক্ষেত্রে এজেন্সি কি করতে পারবে, কি পারবে না, তার কোনো সীমারেখা বেঁধে দেয়া হয়নি। নির্দেশনায় সিআইএ'কে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয় যাতে গোপন জেলখানা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে এজেন্সির অফিসার ও কন্ট্রাক্টররা সন্দেহভাজন বন্দিদের জেরা ও নির্যাতন ইত্যাদি করতে পারবে। এক সিআইএ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল সে আফগান বন্দিদের একজনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। গণতান্ত্রিক সমাজে এটা কোনো সিভিলিয়ান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের ভূমিকা হতে পারে না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, হোয়াইট হাউজ চাইছিল এজেন্সি এ

কাজ প্রয়োজনে আরও করুক।

সিআইএ এ ধরনের গোপন ইন্টারোগেশন সেন্টার আগেও চালিয়েছে। ১৯৫০ সাল পরের কয়েক বছর জার্মানি, জাপান ও পানামায় এ কাজ করেছে সিআইএ। ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে ভিয়েতনামের যোদ্ধাদের ধরে নির্যাতন চালিয়েছে ফিনিক্স প্রোগ্রামের অধীনে। সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের অপহরণ করে হত্যা করেছে। তাদের অন্যতম মীর আমল কানসি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এ ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেন : সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতনের জন্য ধরে বিদেশী সিকিউরিটি সার্ভিসগুলোর হাতে তুলে দেয়া, এবং বন্দির মুখ থেকে তারা কি তথ্য আদায় করতে পেরেছে তা তাদের মুখ থেকে শোনা।

এ প্রসঙ্গে ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর *দি নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ আমি লিখেছিলাম : 'বিদেশের ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলোর ওপর আমেরিকা নির্ভর করতে চাইলে করতে পারে। কিন্তু যদি কোনো সন্দেহভাজনকে কায়রো বা কোয়েটার কোনো আন্ডার গ্রাউন্ড চেম্বারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তাহলে প্রশ্নকর্তা ইজিপশিয়ান, নয়ত পাকিস্তানী হবে। তারা যে তথ্য আমেরিকান ইন্টলিজেন্সকে জানাবে, আইনজীবী মার্কা প্রশ্ন করার সুযোগের অভাবে তাদেরকে তাই নিয়ে ফিরে আসতে হবে।

বুশের নির্দেশে সিআইএ বৈশ্বিক মিলিটারি পুলিশের দায়িত্ব পালন করতে লাগল। শত শত সন্দেহভাজনকে ধরে পাঠাতে থাকে আফগানিস্তান, থাইল্যান্ড, পোল্যান্ড আর আমেরিকান মিলিটারির গোপন কারাগার গুয়ানতানামো বে-তে। মিশর, পাকিস্তান, জর্ডান ও সিরিয়ার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলোর হাতে তুলে দিতে থাকে আরও শত শত সন্দেহভাজন বন্দিকে।

'আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে আল কায়েদার সাথে। কিন্তু সেটা এখনই শেষ হবে না,' ২০ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের যৌথ সভায় আমেরিকানদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন জর্জ বুশ। 'প্রতিটা সন্ত্রাসী গ্রুপকে খুঁজে বের করে পরাজিত করতে না পারা পর্যন্ত এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

'আমি এ কাজ করতাম না'

দেশেও এক ধরনের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১১ সেপ্টেম্বরের পর সিআইএ'র অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর জেমস মনিয়ের সাইমন, জুনিয়রের ওপর ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটির দায়িত্ব দেয়া হয়। অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাশক্রফটের সাথে আলোচনা করতে হোয়াইট হাউজে যান তিনি। আলোচনার

বিষয়বস্তু : আমেরিকানদের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করা।

'তাতে কি থাকবে? ওয়েল, বুড়ো আঙুলের ছাপ থাকবে,' বলেন সাইমন। 'ব্লাড গ্রুপ থাকলে আরও ভাল। এছাড়া রেটিনাল স্ক্যান থাকবে। আমরা এমন কৌশলে আপনার ছবি তুলব যাতে জটলার মধ্যে থেকেও আপনাকে সহজে শনাক্ত করা যায়, আপনি যদি ছদ্মবেশ নিয়ে থাকেন তবু। আপনার ভয়েস প্রিন্ট নেব, কারণ আগামীতে যে প্রযুক্তি আসছে তাতে সেল ফোনে কথা বলার সময় কোটিজনের মধ্য থেকে আপনার কণ্ঠ আমরা শনাক্ত করতে পারব। সত্যি বলতে কি, আপনার আংশিক ডিএনএ-ও চাইব আমরা। যদি আপনার কিছু হয়ে যায়, তাহলে আপনাকে যেন শনাক্ত করতে পারি। ও ভাল কথা, আমরা চিপটা চাই যেটা কার্ডের অবস্থান বলে দেবে। ওটার খোঁজ পাওয়া মানেই তো আপনাকে পেয়ে যাওয়া। তারপর আমরা ভাবলাম, আমরা যদি তা করি, তাহলে আপনি কার্ড নিচে সেট করতে পারেন। তাই ঠিক করেছি, আপনার রক্তের ধারায় চিপটা বসাব আমরা।'

স্ট্যালিন ও হিটলারের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কথা মনে পড়ে যায় সাইমনের। 'এর ফলে সিআইএ শেষ পর্যন্ত গেস্টাপো, কেজিবি বা এনকেভিডি'র সমপর্যায়ের কিছু হয়ে উঠতে পারে,' বলেন তিনি। আমেরিকান জনগণের ওপর ঠিক কোন পদ্ধতিতে নজর রাখা হবে সেটা জটিল প্রশ্ন। সিআইএ'র একজন প্রতিনিধি হোয়াইট হাউজে বসে আমেরিকানদের দেহে মাইক্রোচিপ বসানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করছেন, সেটা আরেক জিনিস। জাতীয় পরিচয়পত্র শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি, কিন্তু কংগ্রেস ঠিকই আমেরিকানদের ওপর গোয়েন্দাগিরির ক্ষমতা সিআইএ'কে ঠিকই দিয়েছে। গোপন গ্র্যান্ড জুরির সাক্ষ্য পড়ার ক্ষমতাও পেয়েছে এজেন্সি, সে জন্য বিচারকের অনুমতি নিতে হবে না। ইন্সটিটিউশন আর কর্পোরেশনের প্রাইভেট রেকর্ড চেক করার অনুমতিও পেয়েছে। এখন আমেরিকান নাগরিকদের ব্যাংকিং ও ক্রেডিট ডেটা চেক করতেও পারে এজেন্সি। আমেরিকার বর্ডারের মধ্যে গোয়েন্দাগিরি করার ক্ষমতা আগে কখনই ছিল না সিআইএ'র। এখন আছে।

১১ সেপ্টেম্বরের পর টেনেট ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির ডিরেক্টর জেনারেল মাইকেল হেইডেনকে জিজ্ঞেস করেন, 'আর কি করতে পারেন আমাদের জন্য?' হেইডেন জবাব দেন, 'আমার ক্ষমতা শেষ।' তারপর টেনেটে 'আমাকে অনুরোধ করেন প্রশাসনের সাথে তার জন্য আর কী কী করা সম্ভব, সে বিষয়ে আলোচনা করি।' পরে হেইডেন প্রস্তাব করেন জুডিশিয়াল ওয়ারেন্ট ছাড়া আমেরিকার মধ্যে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের কমিউনিকেশনের ওপর কান রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২০০১ সালের ৪ অক্টোবর এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়।

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ আমেরিকান মিলিটারি আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের রাজনৈতিক মাথাগুলোকে ফেলে দেয়। তারপর তাদের হাজার

হাজার অনুসারীর কথা ভুলে কাবুলের জন্য নতুন সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়। তালেবানরা দাড়ি কেটে সাধারণ আফগানদের মাঝে মিশে যায়। আমেরিকানরা যখন যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে যাবে, তখন আবার আসবে তারা।

লাদেনকে পাকড়াও করার অভিযান সংগঠিত করতে এগারো সপ্তাহ লেগে যায় আমেরিকানদের। অভিযান যখন জোরেশোরে শুরু হয়, আমি তখন ছিলাম পূর্বাঞ্চলীয় আফগানিস্তানে। জালালাবাদে যাওয়া-আসা করছিলাম। ওই শহরে আমি কয়েক বছরের মধ্যে পাঁচের বেশিবার গিয়েছি। তালেবান সরকারের পতনের পর আমার এক পুরনো পরিচিত আফগান, হাজি আবদুল কাদির নিজেকে সেখানকার প্রাদেশিক গভর্নর ঘোষণা করেন। হাজি কাদির ছিলেন আফগান গণতন্ত্রের আদর্শস্বরূপ। একজন উচ্চ শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান পাঠান উপজাতীয় নেতা। ষাটের কিছু বেশি হবে বয়স। অত্যন্ত ধনী, আফিম আর অস্ত্রের ডিলার।

সোভিয়েত দখলদারিত্বের সময় সিআইএ সমর্থিত কমান্ডার ছিলেন তিনি। ১৯৯২ থেকে '৯৬ পর্যন্ত জালালাবাদের প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন। তালেবানদের ঘনিষ্ঠ মিত্রও ছিলেন। ওসামা বিন লাদেনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন নিজের দেশে, জালালাবাদের বাইরে তাঁকে নিজস্ব কম্পাউন্ড গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। এখন তিনি আমেরিকার সমর্থক। হাজি কাদির একজন ভাল হোস্ট বা আতিথ্যকর্তা। একদিন গভর্নরের প্রাসাদের বাগানে তাঁর সাথে হাঁটাহাঁটি করছি পাম গাছ আর ঝাউ গাছের সারির মধ্য দিয়ে। আমেরিকান বন্ধুরা যে কোনোদিন এসে পৌঁছবে আশা করছেন তিনি। তাদের সাথ পুরনো সম্পর্ক ঝালাই করবেন, নগদের বিনিময়ে তাদেরকে তথ্য সরবরাহ করবেন।

প্রদেশের বয়স্ক পাঠানদেরকে গভর্নরের প্রাসাদে সমবেত করলেন হাজি কাদির। ২৪ নভেম্বর তারা রিপোর্ট করে, বিন লাদেন ও তাঁর আল কায়েদার আরব যোদ্ধারা জালালাবাদের পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিমে, তোরা বোরা গ্রামের কাছের এক বিচ্ছিন্ন পাহাড়ী গুহায় গা ঢাকা দিয়ে আছে।

২৮ নভেম্বর ভোরে, আযানের সময় রকেটের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত জালালাবাদ এয়ারপোর্টের রানওয়েতে ল্যান্ড করে একটা ছোটো প্লেন। সিআইএ এবং স্পেশাল ফোর্সের অফিসাররা এসেছে, ১০০ ডলার বিলের বস্তা বস্তা বান্ডিল নিয়ে। স্বঘোষিত জালালাবাদ প্রাদেশিক সরকারের কমান্ডার হাজি জামানের সাথে সাক্ষাৎ করে তারা। তিনি আমেরিকানদের জানান যে তিনি '৯০ পার সেন্ট নিশ্চিত' বিন লাদেন তোরা বোরায় লুকিয়ে আছে। জালালাবাদের দক্ষিণ থেকে ধুলোমোড়া একটা রাস্তা গেছে তোরা বোরার দিকে, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই সেটা চলাচলের প্রায় অযোগ্য একটা পাহাড়ী ট্রেইলে পরিণত হয়েছে। মানুষ আর গাধা ছাড়া ওই ট্রেইল দিয়ে কিছু চলাচলের উপায় নেই। চোরা কারবারীরা ওই ট্রেইল এবং আশপাশের অনেক ট্রেইল দিয়ে পাকিস্তানে যাওয়া-আসা করে। অতীতে তালেবান বিদ্রোহীদের সাপ্লাই

লাইন ছিল ওগুলো। সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় তোরা বোরা এলাকায় যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছে, ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে সেসব।

ডিসেম্বরের ৫ তারিখ আমেরিকান বি-৫২ বোমারু বোমা বর্ষণ শুরু করে সেই এলাকায়, আমি কয়েক মাইল দূর থেকে দেখেছি সে ঘটনা। আমি মৃত লাদেনের কাটা মাথা দেখতে চাইছিলাম। এজেন্সির নাগালের মধ্যেই ছিল সে, কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাকে অবরোধের মাধ্যমে ধরা যেতে পারত, কিন্তু সিআইএ করতে পারেনি অবরোধ। যারা আফগানিস্তানে আল কায়েদাকে ঘায়েল করতে গিয়েছিল, তারা ছিল সিআইএ'র সেরা ফাইটার। কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল খুব অল্প। তারা টাকার বস্তা নিয়ে এসেছিল, কিন্তু ইন্টেলিজেন্স তেমন ছিল না। শুধু বোমা মেরে লাদেনকে শিকার করার আশা শেষে দূরাশায় পরিণত হয় সিআইএ'র জন্য।

যুদ্ধের পোড় খাওয়া হাজার হাজার আফগান যোদ্ধা, হাজার হাজার উপজাতীয় পাঠান লাদেনকে পাহারা দিয়ে সীমান্ত অঞ্চলের এক গোপন ঘাঁটি থেকে আরেক গোপন ঘাঁটিতে নিয়ে লুকিয়ে রাখে দিনের পর দিন। তারা মরবে কিন্তু বিন লাদেনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। শেষ পর্যন্ত সিআইএ'র হাজারো উদ্যোগের গোড়ায় পানি ঢেলে আফগানিস্তান থেকে সরে পড়ে বিন লাদেন।

খবর শুনে টেনেট রেগে অস্থির। ঘুমের অভাবে চোখ টকটকে লাল। ঘন ঘন নিভে যাওয়া চুরুটের গোড়া কামড়াতে থাকেন। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। তাঁর কাউন্টার টেরর ট্রুপসও নিজেদের ক্ষমতার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। স্পেশাল-অপারেশনস ফোর্সের সাথে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সউদি আরব, ইয়েমেন আর ইন্দোনেশিয়ায় বিন লাদেনের লেফটেন্যান্ট ও পদাতিক সৈন্যদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে তারা। আটক করছে, হত্যা করছে। কিন্তু এবারও ভুল লোকদের নিয়ে টানাটানি করছে তারা। সশস্ত্র প্রিডেটরের হামলায় ২০০২ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে চব্বিশজন নীরিহ আফগান মারা গেছে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে এজেন্সিকে নিহতদের পরিবারকে ১,০০০ ডলার করে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। ৯/১১'র পর ইওরোপ, আফ্রিকা আর এশিয়ার একশোটিরও বেশি দেশ থেকে তিন হাজারের বেশি মানুষকে আটক করেছে সিআইএ'র অফিসাররা। টেনেটের ভাষায়, 'তারা সবাই সন্ত্রাসী নয়। অনেককে ছেড়েও দেয়া হয়েছে। তবে বিশ্বজুড়ে এই ধরপাকড়ের কারণে আল কায়েদার অন্যান্য অপারেশন নিশ্চয়ই বাধাগ্রস্ত হয়েছে।'

জানা গেছে, এর মধ্যে মাত্র চোদ্দজনের সাথে আল কয়েদার সম্পর্ক ছিল। অথচ তাদের সাথে শত শত নীরিহ মানুষকে জেলে পুরেছে সিআইএ, অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তাদের ওপর।

বিন লাদেনকে পাকড়াও ও হত্যা করার উন্মাদনা ২০০২ সালের মার্চ মাস থেকে কমে আসতে শুরু করে। হোয়াইট হাউজের নির্দেশে ইরাকের দিকে নজর দেয় এজেন্সি। জড়িয়ে পড়ে আরেক ভয়াবহ কলঙ্কময় অধ্যায়ের সাথে।

'চরম ভুল'

'সন্দেহের অবকাশ নেই যে সাদ্দাম হোসেনের হাতে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে,' ২০০২ সালের ২৬ আগস্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেক চেইনি বলেন এ কথা। 'সন্দেহ নেই সে অস্ত্রগুলো আমাদের বন্ধু, আমাদের মিত্র এবং আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে যাচ্ছে।' একই কথা ধ্বনিত হয় সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, ডোনাল্ড রামসফেল্ডের কণ্ঠে : 'আমরা জানি তার কাছে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে,' বলেন তিনি। 'তা নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।'

১৭ সেপ্টেম্বর সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির সামনে গোপন হিয়ারিংয়ের সময় জর্জ টেনেট বলেন : ইরাক আল কায়েদাকে সব ধরনের ট্রেইনিং দিয়েছে–যুদ্ধ, বোমা তৈরি এবং কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল, নিউক্লিয়ার। ৯/১১'র পর বন্দি করা ইবনে আল-শাখ-আল-লিবির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এসব কথা বলেন তিনি। সিআইএ'র ইন্টারোগেটররা লিবিকে বেদম মারধরের পর একটা দুই স্কয়ার ফুট বাক্সে ভরে রেখেছিল দীর্ঘ সতেরো ঘণ্টা। আরও নির্যাতনের ভয় দেখিয়েছিল। পরে আল-লিবি তার বক্তব্য পাল্টালেও টেনেট তা রেকর্ড করেননি।

৭ অক্টোবর,কংগ্রেশনাল ডিবেটে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা না করা প্রসঙ্গে বলেন, 'ইরাকের হাতে কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল বোমা আছে। ইরাক যে কোনোদিন সন্ত্রাসী গ্রুপ বা কোনো একক সন্ত্রাসীর হাতে এসব বোমা তুলে দিতে পারে।' কয়েক দিন আগে, তাঁর ডেপুটি জন ম্যাকলাফলিন সিনেট ইন্টলিজেন্স কমিটিতে প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। কাজেই তাঁর এই বক্তব্য টেনেটের জন্য উভয় সঙ্কটের সৃষ্টি করে। পরে হোয়াইট হাউজের নির্দেশ অনুযায়ী টেনেট একটা স্টেটমেন্ট ইসু করেন। তাতে তিনি বলেন : 'সাদ্দাম হোসেনের হুমকি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট যা বলেছেন, তার সাথে সিআইএ'র দ্বিমত নেই।'

এ বিষয়ে সেটাই ছিল তাঁর শেষ বক্তব্য, এবং তিনি জানতেন তিনি ঠিক কথাটি বলেননি। তাই প্রায় চার বছর পর টেনেট স্বীকার করেছিলেন, 'এ কাজটা করা তাঁর উচিত হয়নি।' পাবলিক সার্ভিস জীবনে টেনেট মোটামুটি একজন ভাল মানুষ

হিসেবেই সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ৯/১১'র পর যে প্রচণ্ড মানসিক চাপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, উপরওয়ালাকে খুশি করার যে আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে, সেটাই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে টেনেটের চরিত্রে ফাটল ধরে, সিআইএ'র চরিত্রেও ফাটল ধরে। তাঁর নেতৃত্বের সময়ই সিআইএ অভিযুক্ত হয় আপন ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে নমুনা সৃষ্টির অভিযোগে।

ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণ প্রকল্প : এই শিরোনামে একটি ন্যাশনাল এস্টিমেট বা জাতীয় মূল্যায়ন প্রকাশ করেন জর্জ টেনেট। এই জাতীয় মূল্যায়ন রচিত হয় আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে, প্রস্তুত ও নির্দেশনায় থাকে সিআইএ, এবং তা বিতরণ করা হয় সিআইএ'র ডিরেক্টরের কর্তৃত্ব ও অনুমোদনসাপেক্ষে।

কাজেই 'সাদ্দাম হোসেনের হুমকি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট যা বলেছেন, তার সাথে সিআইএ'র দ্বিমত নেই,' কথাটার দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপরেই বর্তায়।

সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটি ঠিক করে যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট বুশের দাবি কতখানি সত্যি তা যাচাই করে নেয়া উচিত। তাদের অনুরোধে এজেন্সি নতুন উদ্যোগ নেয়। আগেই তারা স্পাই স্যাটেলাইট সূত্রে যা যা জেনেছে, নতুন করে তা পর্যালোচনা করে। বিদেশী ইন্টেলিজেন্স, পক্ষবদলকারী ইরাকী এজেন্ট ও স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য আবার যাচাই-বাছাই করা হয়। এরপর প্রকাশিত সিআইএ'র শেষ টপ সিক্রেট রিপোর্টে আবারও দাবি করা হয় : 'কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্র আছে বাগদাদের হাতে।' আরও মারাত্মক বিষয় হয়ে দেখা দেয় সিআইএ'র নতুন প্রচারণা : আমেরিকার অভ্যন্তরে কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ চালাতে পারে ইরাক।

হোয়াইট হাউজের প্রতিটা কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে সিআইএ। কিন্তু যে সমস্ত কথা টেনেটের মুখ থেকে বেরিয়েছে, তার অনেক কিছুই ছিল এজেন্সির অজানা।

'আমাদের হাতে ইরাকী এজেন্ট তেমন ছিল না,' তৎকালীন ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস চিফ, জিম পাভিট স্বীকার করেন দুই বছর পর। 'মুষ্টিমেয় বলতে যা বোঝায়, তার চেয়েও কম ছিল।' এজেন্সি এভাবে এক আউন্স ইন্টেলিজেন্সের জন্য এক টন বিশ্লেষণ হাজির করেছিল ইরাক প্রশ্নে। তাতেও কাজ হত যদি সেই এক আউন্স আবর্জনা না হয়ে খাঁটি সোনা হত।

সিআইএ'র প্রতিজ্ঞা ছিল ইরাকে আগ্রাসন শেষ হলে আমেরিকান সৈন্য বা স্পাইরা ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের প্রমাণ ঠিকই পেয়ে যাবে। সেটা ছিল বাজে ধরনের জুয়া খেলা। রিচার্ড হেলমস বেঁচে থাকলে আতঙ্কিত হতেন সিআইএ'র এই ভূমিকায়। হয়ত এই জন্যই ইরাক আগ্রাসনের আগে, ২০০২ সালের ২২ অক্টোবর,

সিআইএ'র জাতীয় মূল্যায়ন প্রকাশ হওয়ার আগেই উননব্বই বছর বয়সে মারা যান তিনি। রিচার্ড হেলমসের কর্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর অনেক বছর আগের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের কিছু অংশ রিপ্রিন্ট করেছিল সিআইএ।

'মাঝেমধ্যে নিন্দুকদের সমালোচনার তীব্রতা বুঝে উঠতে সমস্যা হয়। আমাদের দক্ষতা নিয়ে সমালোচনা করা এক জিনিস। দায়িত্ববোধ নিয়ে সমালোচনা করা আরেক জিনিস... আমার খুব কষ্ট হয় যখন দেখি জাতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি আমাদের প্রতি জনগণের আস্থা না-ই থাকে, তাহলে আমাদের টিকে থাকাই অর্থহীন হয়ে যায়।'

'মিথ্যা প্রচারণাই ছিল শেষ উপায়'

সিআইএ কিভাবে দাবি করে ইরাকের হাতে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে, তা বুঝতে হলে ১৯৯১ এবং প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সমাপ্তির ওপর নজর দিতে হবে। যুদ্ধের পর সাত বছর ধরে চলে জাতি সংঘ ইন্সপেক্টরদের 'সাদ্দাম হোসেনের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের ভাণ্ডার' খুঁজে বের করার কাজ। এ কাজে সারা ইরাক চষে বেড়িয়েছে তারা। যা ইচ্ছে হয়েছে জব্দ করেছে।

'৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার পক্ষ থেকে নতুন আক্রমণের চেয়ে বহুজাতিক অর্থনৈতিক অবরোধের আশঙ্কা বেশি করছিলেন। জাতি সংঘের নির্দেশ অনুযায়ী ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস করেছেন তিনি, কিন্তু অস্ত্র নির্মাণের কারখানা ধ্বংস করেননি, তিনি মিথ্যা বলেছেন এসব বিষয়ে। এসব কারণে অস্ত্র পরিদর্শক আর সিআইএ তাঁর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। ১৯৯৫ সালে সাদ্দাম হোসেনের জামাই, জেনারেল হুসেন কামাল পক্ষ বদল করে জর্ডানে পালিয়ে যান। সেখানে তিনি বলেন, তাঁর শ্বশুর সত্যি অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলেছেন। কিন্তু সিআইএ বিশ্বাস করেনি। পরে শ্বশুরের হাতে জামাই মারা গেলেও এজেন্সির বিশ্বাস টলেনি।

জেনারেল হুসেন কামালের এইডরা সিআইএ'কে ইরাকের ন্যাশনাল মনিটরিং ডিরেক্টরেট সম্পর্কে জানায়। ইরাকের সামরিক অভিলাষ ও সক্ষমতা গোপন রাখতে কাজ করতে এই ডিরেক্টরেট। এজেন্সি এই গোপনীয়তা ভাঙার উপায় খুঁজতে থাকে এবং পেয়েও যায়। জাতি সংঘের অস্ত্র পরিদর্শক টিমের চেয়ারম্যান, রলফ একিয়াস সুইডিশ ছিলেন। ইরাকের ন্যাশনাল মনিটরিং ডিরেক্টরেটের ওয়াকি-টকি নির্মাতা এরিকসন কোম্পানিও সুইডিশ। এরপর সিআইএ, এনএসএ, একিয়াস এবং

এরিকসন মিলে ঠিক করে ডিরেক্টরেটের টেলিকমিউনিকেশনস ব্যবস্থা ট্যাপ করবে। ১৯৯৮ সালে সিআইএ'র এক অফিসার জাতি সংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দলের সদস্যের ছদ্মবেশে ইরাকের ন্যাশনাল মনিটরিং ডিরেক্টরেটের লাইনে আড়িপাতা যন্ত্র পেতে রেখে আসে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি এজেন্সি।

সেবারের বসন্তে অস্ত্র পরিদর্শকরা ইরাকী মিসাইলের ওয়ারহেডে একটা কিছুর সন্ধান পান যাকে VX নার্ভ গ্যাসের অস্তিত্বের আভাস বলে মনে করা হয়েছিল। খবরটা ফাঁস হয়ে যায়, *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় খবর ছাপা হয় এ বিষয়ে। ইরাক সেটাকে 'আমেরিকান মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দেয়। '৯০-এর দশকে জাতি সংঘ অস্ত্র পরিদর্শকের টিম নিয়ে বাগদাদে গিয়েছিলেন চার্লস ডালফার। আবার ২০০৪ সালে টেনেটের অস্ত্র উদ্ধারের প্রধান শিকারী হয়ে দ্বিতীয়বারের মত বাগদাদে যান। সেবার তিনি রিপোর্ট লেখেন : আমরা ধারণা ইরাকীরা ঠিকই বলেছে। তারা VX নার্ভ গ্যাসের কোনো অস্ত্র তৈরি করেনি।

জাতি সংঘ ১৯৯৮ সালে ইরাক থেকে তার অস্ত্র পরিদর্শক দলকে বের করে নিয়ে যাওয়ার পর আমেরিকা নতুন করে বাগদাদে বোমা বর্ষণ শুরু করে। এরিকসনের আড়িপাতা যন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করা তথ্য অনুযায়ী মনিটরিং ডিরেক্টরেটের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও তাদের বাসস্থানের ওপর মিসাইল বর্ষণ করতে থাকে। তারপরও সাদ্দাম তার অস্ত্র ভাণ্ডার সম্পর্কে বাগাড়ম্বর চালিয়ে যেতে থাকেন। কারণ যদি প্রমাণ হয় সত্যিই তাঁর কাছে কোনো ভয়ঙ্কর অস্ত্র নেই, তাহলে আমেরিকা, ইসরায়েল, ইরান, তাঁর ঘরের শত্রু এবং নিজের সৈন্যবাহিনী, সবার কাছে ছোটো হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। তাই আক্রমণ ঠেকাতে মিথ্যা প্রচারণাই ছিল তাঁর শেষ উপায়।

তারপর ২০০২ সালে যাকে বলে সোনালি সুযোগ হয়ে দেখা দেয় কিছু ডিফেক্টর। তাদের মধ্যে সাদ্দামের প্রশাসনের কয়েকজন ছিল। তারা জানায় সাদ্দামের অস্ত্র প্রকল্প ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে। সবাই আমেরিকায় গিয়ে এসব তথ্য সরবরাহ করেছে, বিষয়টা এমন নয়। ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেনসহ অন্যান্য দেশের ইন্টলিজেন্সকেও ইরাক সম্পর্কে তথ্য দেয় ডিফেক্টররা। একজন দেয় সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য, মোবাইল বায়োলজিক্যাল ওয়েপনস ল্যাবরেটরি আছে সাদ্দামের। লোকটা ছিল ইরাকি, জার্মান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসকে এই তথ্য দেয় সে। সেটার কোড নাম ছিল কার্ভবল।

'ইরাকের ডিফেক্টররা দুটো জিনিস ভাল বুঝতে পেরেছিল : তারা ও আমরা, দু' পক্ষই সাদ্দামকে হটাতে আগ্রহী ; এবং দুই, ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ভাণ্ডার সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী,' বলেন ডেভিড কে, জাতি সংঘ অস্ত্র পরিদর্শক

দলের নেতা। 'তারা এসব জানায় যাতে আমরা সাদ্দামকে উৎখাত করি।'

এজেন্সি সাদ্দামের পিছু ছাড়তে রাজি ছিল না। এই তথ্যটাকেই মোক্ষম অস্ত্র ধরে বসলেন টেনেট। হোয়াইট হাউজ মরিয়া হয়ে শুনতে চাইছিল ইরাকের হাতে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে। টেনেটও হোয়াইট হাউজের সুনজরের আশায় জর্জ বুশের ইচ্ছা পূরণ করেন। রিপোর্ট করেন, অস্ত্র আছে।

'নির্ভেজাল ইন্টেলিজেন্স'

২০০৩ সালের ২৮ জানুয়ারি স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে প্রেসিডেন্ট বুশ সিআইএ'র রিপোর্টসহ অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া ইন্টেলিজেন্স তুলে ধরেন : সাদ্দাম হোসেনের হাতে কয়েক মিলিয়ন মানুষ হত্যা করার মত পর্যাপ্ত বায়োলজিক্যাল অস্ত্র আছে, হাজার হাজার মানুষ মারার মত প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল অস্ত্র আছে, মোবাইল বায়োলজিক্যাল ওয়েপনস ল্যাব আছে যাতে জীবাণু যুদ্ধের এজেন্ট তৈরি করা হয়। সাদ্দাম হোসেন সম্প্রতি আফ্রিকা থেকে হাই স্ট্রেংথ অ্যালুমিনিয়াম টিউব কিনেছে যা পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে প্রয়োজন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

সবগুলোই ভীতিকর। অথচ একটাও সত্যি নয়।

৫ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরুর আগে সেক্রেটারি অব স্টেট, কলিন পাওয়েল জাতি সংঘে ভাষণ দিতে যান। সাথে ছিলেন অনুগত অনুসারীর মত জর্জ টেনেট এবং জাতি সংঘে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ও সিআইএ'র ভবিষ্যৎ ডিরেক্টর, জন নেগ্রোপন্ট। কলিন পাওয়েল তাঁর ভাষণ শুরু করেন এই বলে : 'আজ আমি এখানে যা বলব, তার প্রতিটার পিছনে সূত্র আছে, নির্ভেজাল সূত্র। যা উপস্থাপন করব তা বাস্তব, এসবের ভিত্তি নির্ভেজাল ইন্টেলিজেন্স। সন্দেহের অবকাশ নেই যে সাদ্দাম হোসেনের হাতে বায়োলজিক্যাল অস্ত্র আছে এবং সে এই অস্ত্র আর জীবাণু যুদ্ধের এজেন্ট ব্যবহার করে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

তিনি জানান, ইরাকের হাতে যে পরিমাণ বিষাক্ত কেমিক্যাল আছে, তা দিয়ে ষোলো হাজার রকেট তৈরি করা সম্ভব... আল কায়েদার সাথে সাদ্দাম হোসেনের অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক...। জাতি সংঘে আসার আগে কলিন পাওয়েল টেনেটের সরবরাহ করা সমস্ত তথ্য একবার, দু'বার না, অসংখ্যবার চেক করেছেন। টেনেট প্রতিবারই তাঁর চোখে চোখ রেখে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, এসব তথ্য রক সলিড। পাথরের মত নিরেট।

সিআইএ'র একটা উদ্দেশ্যমূলক 'টিপ' পেয়ে নির্ধারিত সময়ের আগে, ২০ মার্চ ২০০৩ ইরাক আক্রমণ করে বহুজাতিক বাহিনী। টেনেট একটা ফ্ল্যাশ মেসেজ নিয়ে

হোয়াইট হাউজে ছুটে যান। মেসেজে বলা হয়েছে, সাদ্দাম হোসেন বাগদাদের দক্ষিণে দোরা ফার্ম নামে এক কম্পাউন্ডে গা ঢাকা দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট পেন্টাগনকে নির্দেশ দেন সে কম্পাউন্ড ধ্বংস করে দিতে। বাঙ্কার বাস্টিং বোমা ক্রুজ মিসাইল বৃষ্টির মত পড়তে থাকে সেখানে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনি বলেন, 'মনে হয় সাদ্দামের খবর করে দিয়েছি আমরা। তাকে ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে বের করা হয়েছে... দম নিতে পারছিল না।'

কিন্তু টেনেটের 'টিপ' ছিল ভুয়া। সাদ্দাম দোরা ফার্মের ধারেকাছেও ছিলেন না। প্রথম হামলা ব্যর্থ হয়। ৭ এপ্রিল সিআইএ রিপোর্ট করে সাদ্দাম হোসেন তাঁর ছেলেদের নিয়ে বাগদাদের মনসুর ডিস্ট্রিক্টের এক রেস্টুরেন্টে মিটিং করছেন। এয়ার ফোর্স সেখানে চার টন বোমা ফেলে সেই বাড়ির ওপর। সেখানেও ছিলেন না সাদ্দাম। আঠারোজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয় সে ঘটনায়।

এজেন্সি ধরেই নিয়েছিল, বহুজাতিক বাহিনী কুয়েত-ইরাক বর্ডার অতিক্রম করে বাগদাদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে পড়া প্রতিটা শহরে মোতায়েন ইরাকি বাহিনী শর্তহীন আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি, বরং প্রতিটা শহরেই ইরাকী বাহিনীর প্রবল বাধার মুখোমুখি হতে হয় তাদেরকে। এজেন্সি কল্পনা করে রেখেছিল পাইকারী আত্মসমর্পণ করবে ইরাকী সামরিক ইউনিটগুলো, বিশেষ করে ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। আল নাসিরিয়ার ইরাকি ডিভিশন কোনো বাধা দেবে না। কিন্তু আমেরিকান বাহিনী ওই শহরে ঢুকেই অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে। আঠারোজন মেরিন প্রাণ হারায়। কেউ কেউ মরে 'ফ্রেন্ডলি ফায়ারে।' অথচ আমেরিকান সৈন্যদের বলা হয়েছিল, উল্লসিত ইরাকীরা আমেরিকান পতাকা নেড়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে–ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস সে পতাকা সরবরাহ করবে। সেই সাথে ক্যান্ডি আর ফুলের বৃষ্টি হবে রাজপথে। কিন্তু সময়মত তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হয় গুলি আর বোমা দিয়ে।

সাদ্দাম হোসেনের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের গোপন ভাণ্ডার হিসেবে ৯৪৬ টা জায়গা ছিল এজেন্সির সন্দেহের তালিকায়। সেগুলো খুঁজতে গিয়ে অনেক আমেরিকান সৈন্য আহত হয়েছে, গুলি খেয়ে মরেছে। কিন্তু তাদের প্রতিটা অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। একটা অস্ত্র ভাণ্ডারও পাওয়া যায়নি। তবে সত্যিকারের হুমকি; সাদ্দাম হোসেন ও তাঁর ছেলে উদে হোসেন পরিচালিত ফেদাইন বাহিনীর অ্যাসল্ট রাইফেল ও রকেট-প্রপেলড্ গ্রেনেডের মজুদ তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। এই ব্যর্থতার কারণে অনেক আমেরিকান সৈন্যের মৃত্যু হয়। ইরাক অভিযানের ইউ.এস. আর্মি অফিশিয়াল হিস্ট্রি *অন পয়েন্ট*-এর লেখকরা এ সম্পর্কে লিখেছেন : 'যে হুমকির শঙ্কা ছিল না, ইরাকের ফেদাইন ও অন্যান্য প্যারামিলিটারি বাহিনীগুলো সেই হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইন্টেলিজেন্স বা

অপারেশেনস কমিউনিটি অনুমানও করতে পারেনি ওরা কতখানি বর্বর, নাছোড়বান্দা আর উগ্র হতে পারে।'

'ইরাকে তিন বছরের আমেরিকান আগ্রাসন মুসলিম বিশ্বে একটি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে, তীব্র ঘৃণার সঞ্চার করে। বিশ্বজুড়ে জিহাদি আন্দোলনের সমর্থনকারীদেরকে সংগঠিত হতে সাহায্য করেছে এই ঘটনা,' লিখেছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডেভিড এইচ. পেট্রায়াস, যুদ্ধের প্রথম বছর যিনি ১০১তম এয়ারবোর্ন ডিভিশনের অধিনায়ক ছিলেন। 'প্রত্যেক স্বাধীনতার সৈনিকের পিছনে একটা আধা-জীবন থাকে যা সেটাকে দখলদার সৈনিকে পরিণত করতে পারে,' লিখেছেন তিনি।

'ইন্টেলিজেন্স সাফল্যের চাবিকাঠি। তা না থাকলে মিলিটারি অপারেশন পরিণত হয় বিপর্যয়কর নিম্নমুখী ঘূর্ণীতে।'

'জাস্ট গেসিং'

যুদ্ধ শেষ হতে বাগদাদে এজেন্সির লোকজনের উপস্থিতি বাড়তে বাড়তে কিনারা গলে উপচে পড়ার মত দশা হলো। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস চিফ জিম পাভিটের মতে 'ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর বাগদাদ হয়ে ওঠে সিআইএ'র সবচেয়ে বড় স্টেশন। বাগদাদে আমাদের সাফল্যে আমি ভীষণ খুশি। ইরাকী জনগণকে কয়েক দশকের দমন-পীড়নের হাত থেকে মুক্ত করতে পেরেছি আমরা।'

ইরাকে একটা নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাগদাদ স্টেশনের অফিসাররা স্পেশাল ফোর্স সাথে নিয়ে কাজ করত। এ জন্য তারা স্থানীয় নেতা বাছাই করত, রাজনীতিকদের টাকা দিত, একেবারে তৃণমূল থেকে নতুন করে সমাজ গড়ার চেষ্টা করত। আগ্রাসনের সঙ্গী ব্রিটিশদের সহযোগিতায় নতুন ইরাকি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস গড়ে তোলার চেষ্টাও করেছে তারা, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সাফল্য বলতে গেলে তেমন আসেনি। তাদের বিরুদ্ধে ইরাকি সশস্ত্র প্রতিরোধ দানা বেঁধে উঠতে বাগদাদে সিআইএ'র নেতৃত্বসহ সব প্রকল্পই ভেঙে পড়তে শুরু করে।

ইরাকিদের প্রতিরোধের ফলে পরিস্থিতি দিন দিন নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকে, সিআইএ'র অফিসাররা বাগদাদের আমেরিকান দূতাবাস কম্পাউন্ডে আটকা পড়ে যেতে থাকে। গ্রিন জোনের বন্দিতে পরিণত হয় তারা। ইরাকীদের চোরাগোপ্তা হামলার কাছে অসহায়। ব্যাবিলন বারে ঘন্টার পর ঘণ্টা পান করে কাটায় তারা। এজেন্সি বাগদাদ স্টেশন চালায় সে বার। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে

তিন মাসের বেশি সময় নেয়ার বিষয়টা অনেকেই মেনে নিতে পারছিল না। বাগদাদে তাদের পথের দিশা খুঁজে পাওয়ার জন্য এ সময় যথেষ্ট ছিল বলে মনে করত তারা।

সেখানকার স্টেশনের অফিসার সংখ্যা ততদিনে প্রায় পাঁচশোতে দাঁড়িয়েছে। প্রথম দুই পরিচালক বিদায় হয়েছে তাদের, এ মুহূর্তে তৃতীয় পরিচালকের নেতৃত্বে চলছে এজেন্সি। কিন্তু ২০০৩ সালে প্রথম স্টেশন চিফ যিনি ছিলেন, তার মত যোগ্য হয়নি পরের দু'জন। ঠিকমত চালাতে পারছেন না তারা। 'এতজনের মধ্যে থেকে বাইরে পাঠানোর মত একজন সাহসী সৈন্য খুঁজে পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে উঠতে থাকে।'

কথাগুলো বলেন অভিজ্ঞ ফরেইন সার্ভিস অফিসার ল্যারি ক্র্যানডাল। সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে আফগান জিহাদের সময় এজেন্সির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন তিনি। বাগদাদে ছিলেন আমেরিকান রিকন্সট্রাকশন প্রোগ্রামের দুই নম্বর ম্যানেজার হিসেবে। ওই সময় বাগদাদে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের কেউ ছিল না বলে অপারেশন চালাতে একজন অনভিজ্ঞ বিশ্লেষককে নিয়োগ দেয়া হয়। সেটা ছিল যুদ্ধের সময় নেতৃত্বের ব্যতিক্রমী ব্যর্থতার অধ্যায়।

'৯০-এর দশকে সিআইএ'র সেরা অস্ত্র পরিদর্শক, ডেভিড কে-র নেতৃত্বে ১৪০০ জন পরিদর্শকের একটা টিম ইরাকে গিয়েছিল সাদ্দামের অস্ত্র ভাণ্ডার খুঁজতে। তারা যে রিপোর্ট দেয়, তা অসত্য প্রমাণ হতে বিশ্বব্যাপী তীব্র সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় বইতে থাকলেও সিআইএ সে বিষয়ে অনড় ছিল। ২০০৩ সালের আগ্রাসনের পর সেই সার্ভে গ্রুপ নতুন করে আবারও ইরাক সার্ভে করে। ফলাফল একই। ডেভিড কে দেশে ফিরে জর্জ টেনেটের নিষেধ সত্ত্বেও সিনেট আর্মড্ সার্ভিসেস কমিটির সামনে সত্যি কথাটা প্রকাশ করে দেন—'আমাদের আগের অনুসন্ধানে ভুল ছিল।'

দিনটি ছিল ২৮ জানুয়ারি, ২০০৪।

যখন বিষয়টা নিশ্চিত হয় এজেন্সি ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র সম্পর্কে এতদিন মনগড়া কথা বলেছে, নৈতিক হতাশা চেপে বসতে থাকে সবার মধ্যে। ৯/১১'র পর যে আগুন ঝরা মনোবল সবাইকে গ্রাস করে রেখেছিল, তার জায়গায় একটা অন্ধ আক্রোশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

উল্টোপাল্টা রিপোর্ট করার জন্য এজেন্সির প্রতি প্রেসিডেন্ট বুশের অবজ্ঞা দিন দিন বাড়তে থাকে। তিনি বলেন, 'এজেন্সি ওয়াজ জাস্ট গেসিং (স্রেফ আন্দাজ করছিল)।'

'আমরা দায়িত্ব পালন করিনি'

জর্জ টেনেট বুঝে নেন এজেন্সিতে তাঁর দিন ফুরিয়েছে। এজন্সিকে নতুন জীবন দিতে যা যা করা প্রয়োজন, করেছেন তিনি। তবে চলে গেলেও একটা কাজের জন্য তিনি সব সময় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, তা হলো ইরাকের ম্যাস ডেস্ট্রাকশন ওয়েপনস সম্পর্কে নিশ্চিত করার নামে তিনি প্রেসিডেন্টকে 'স্ল্যাম ডাংক' তথ্য সরবরাহ করেছেন—যার বাংলা : তরল পদার্থে চুবানো কিছু মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা।

তিনি যতদিনই বেঁচে থাকুন, মরার আগে যত ভাল কাজ করেই মারা যান না কেন, তাঁর শোক সংবাদের প্রথম প্যারায় 'স্ল্যাম ডাংক' শব্দ দুটি অবশ্যই থাকবে।

সিআইএ'র সাবেক ডেপুটি ডিরেক্টর, রিচার্ড কারকে টেনেট অনুরোধ করেছিলেন ইরাক প্রশ্নে তাঁর কোথায় ভুল হয়েছে তদন্ত করে দেখতে। ২০০৪ সালে সে তদন্ত শেষ হয় এবং পরের দু' বছর তা ক্লাসিফাইড হিসেবে রাখা হয়। পরে সিল খোলার পর বোঝা যায় কেন সেটা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল।

রিচার্ড কারের তদন্ত রিপোর্ট আসলে রিপোর্ট ছিল না, ছিল এপিটাফ। সমাধি ফলকের লেখা। ওতে বলা ছিল : স্নায়ু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরপরই সিআইএ তার অস্তিত্ব হারিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এজেন্সির ওপর 'এমন কঠিন আঘাত হেনেছে, যেন ডাইনোসরের ওপর উল্কাপাত হয়েছে।'

ইরাক এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ নিয়মিতভাবে বাধ্য হয়েছে 'এমন সব সোর্সের ওপর যার সংগৃহীত খবর ছিল বিভ্রান্তিকর ও অবিশ্বস্ত।' কুখ্যাত কার্ভবল মামলায় সিআইএ অফিসারদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে লোকটা মিথ্যাবাদী, কিন্তু কেউ কানে তোলেনি। এটা ধ্বংসকারী কিছু নয়, তবে তার কাছাকাছি।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস নিয়মিতভাবে 'একই সূত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা ব্যবহার করেছে,' যাতে রিপোর্টের পাঠকদের বিশ্বাস জন্মায় যে তারা একটা নয়, তিনটা করোবোরেটিং বা অতিরিক্ত তথ্য সূত্র পড়ছেন। এটা প্রতারণা নয়, তবে কাছাকাছি।

ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র সম্ভার প্রশ্নে সিআইএ এক দশকেরও বেশি সময় কাজ করে আসছে, তারপরও জর্জ টেনেট প্রেসিডেন্ট আর ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে গেছেন ইরাক আক্রমণের সুপারিশ নিয়ে একরাশ মিথ্যাকে নিরেট সত্যের মোড়কে ঢেকে নিয়ে। এটা অপরাধ নয়, তবে কাছাকাছি।

দুঃখজনক হলেও এই হচ্ছে টেনেটের কাজ। তিনি শেষ সময়ে স্বীকার করেছেন সিআইএ ভুল করেছে। 'রাজনৈতিক কারণে নয় বা দেশকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়ার আকাঙ্ক্ষার কারণে নয়,' বরং তার অযোগ্যতার কারণে।

'আমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করিনি।'

অর্থাৎ এই ব্যর্থতার দায়ভার সম্পর্কে পূর্ণ ব্যাখ্যা সিআইএ'র চিফ ওয়েপনস ইন্সপেক্টর, ডেভিড কে-কে দিতে হবে।

'যুদ্ধজয়ের বেলায় ইন্টেলিজেন্স গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ,' বলেছেন ডেভিড কে। 'তবে ইন্টেলিজেন্স দিয়ে যুদ্ধ জয় করা সম্ভব নয়। ইন্টেলিজেন্স দিয়ে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। জয় আসে রক্ত, সম্পদ, যুদ্ধের মাঠে লড়াই করতে পাঠানো নারী-পুরুষদের সাহস ইত্যাদির বিনিময়ে... ইন্টেলিজেন্সের আসল কাজ হলো যুদ্ধ এড়াতে সহায়তা করা।'

অর্থাৎ সিআইএ'র ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থতার কারণেই ইরাক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল আমেরিকা।

'দাফন অনুষ্ঠান'

সাত বছর দায়িত্ব পালনের পর, ২০০৪ সালের ৮ জুলাই পদত্যাগ করেন জর্জ টেনেট। ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে টেডি রুজভেল্টের বাণী উদ্ধৃত করে তিনি বলেন : *নিন্দুকেরা গোণার মধ্যে পড়ে না, শক্তিমানরা কিভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে যারা দেখিয়ে দেয় বা কাজের লোকেরা কোথায় কার উপকার করেছে বলে বেড়ায়, তারাও গোণার মধ্যে পড়ে না। যারা বধ্যভূমিতে থাকে কৃতিত্বের মালিক তারাই হয়, যাদের মুখমণ্ডল ধূলা, ঘাম আর রক্তে মাখামাখি হয়ে থাকে।* রিচার্ড নিক্সনও হোয়াইট হাউজে তাঁর বিদায়ী ভাষণে একই উদ্ধৃতি টেনেছিলেন।

টেনেট বিশ্রামে গিয়ে সিআইএ'তে আত্মজীবনী লেখেন। তাতে তিনি ভুল করার জন্য অনুতপ্ত যেমন হয়েছেন, তেমনি ভাল কাজের জন্য নিজের প্রশংসাও করেছেন। দাবি করেছেন, সিআইএকে বিশৃঙ্খল কসাইখানা থেকে তিনিই উৎপাদক যন্ত্রে পরিণত করেন। কিন্তু প্রচণ্ড চাপ সইতে না পারায় মেশিনটা ভেঙে পড়েছে। ৯/১১-এর আগে তিনি আল কায়েদাকে প্রতিরোধ করতে পারেননি 'সত্যিকারের ইন্টেলিজেন্সের অভাব' ছিল বলে, লিখেছেন টেনেট। তাঁর মতে : 'কভার্ট অ্যাকশন হচ্ছে চূড়ান্ত বোকামি।' ইরাকে আক্রমণ শুরু হতে বিরতিহীন ঢেউয়ের মত একের পর এক হুমকি এসেছে যার একটাও সত্যি হয়নি। প্রতিদিন হোয়াইট হাউজে এত হুমকি আসত, তার 'সব দূরের কথা, অর্ধেক বিশ্বাস করলেও আপনি পাগল হয়ে যেতেন।' টেনেটেরও তাই হয়েছিল। অনিশ্চয়তার কাছে হোয়াইট হাউজ কাবু হয়ে পড়ে। সবাই ধরেই নিয়েছিল ইরাকের হাতে বিপজ্জনক অস্ত্র সত্যিই আছে।

'আমরা নিজেদের ইতিহাসের বন্দি ছিলাম,' লিখেছেন টেনেট। কারণ ইরাকের অস্ত্র সম্পর্কে আমাদের হাতে যে নিরেট প্রমাণ ছিল তা চার বছরের পুরনো। আত্মজীবনীতে তিনি নিজের ভুল স্বীকার করেন, তবে সেটা ছিল অপরাধীর পাপ ক্ষমা করার আবেদন। টেনেটের বিশ্বাস, হোয়াইট হাউজ যুদ্ধে যাওয়ার সমস্ত দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপাতে চাইছিল। এত গুরুভার একজনের বহন

করা অত্যন্ত কঠিন।

এরপর বধ্যভূমির মানুষ হিসেবে নিন্দুক তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

১৯৫৯ সালের রিক্রুট, ইয়েল পড়ুয়া পোর্টার গস সিআইএ'তে কখনও কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেননি। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসে অ্যালেন ডালেস, জন ম্যাককোন আর রিচার্ড হেলমসের অধীনে ল্যাটিন আমেরিকান ডিভিশনে এক দশকের বেশি কাজ করেছেন তিনি। কিউবা, হেইতি, ডোমিনিকান রিপাবলিক এবং মেক্সিকোয় সার্ভিসের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজ করতেন। তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ১৯৬২ সালের বসন্তে মায়ামি স্টেশন কিউবান এজেন্টদের রাতের অন্ধকারে বোটে করে হাভানায় পাঠাত, ফেরত আনত।

নয় বছর পর লন্ডন স্টেশনে কাজ শুরু করেন তিনি। সেখানে তাঁর হার্ট ও লাংসে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হওয়ায় প্রায় মরেই যাচ্ছিলেন। পরে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে আসেন গস। সুস্থ হয়ে ফ্লোরিডায় এসে একটা ছোটো খবরের কাগজ কেনেন। পরে সেটার মাধ্যমে বাজি ধরে ১৯৮৮ সালে কংগ্রেসে একটা আসন লাভ করেন। ১৪ মিলিয়ন ডলার, ভার্জিনিয়ায় একটি খামার, লং আইল্যান্ড সাউন্ডে একটা এস্টেটের মালিক তিনি। সাথে হাউস ইন্টেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান।

২০০৩ সালে তিনি বলেছিলেন, 'এখন আমাকে সিআইএ'তে কেউ চাকরি দেবে না। কারণ আমি এ চাকরির উপযুক্ত নই।' তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। তারপরও তিনি সিদ্ধান্ত নেন, একমাত্র তিনিই হবেন সিআইএ'র আগামী ডিরেক্টর। বিষয়টা প্রকাশ পায় এজেন্সির কর্মকাণ্ডের ওপর তাঁর প্রস্তুত করা ইন্টেলিজেন্স কমিটির বার্ষিক রিপোর্টে ভাষার মারপ্যাঁচে।

'এ কাজে আরও পাঁচ বছর লাগবে'

২০০৪ সালের ২১ জুন, টেনেট পদত্যাগ করার তিন সপ্তাহ আগে প্রকাশিত গস রিপোর্টে সতর্ক করা হয় 'ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস একটা অস্বাভাবিক আমলাতন্ত্রে পরিণত হতে যাচ্ছে যার কাছে সামান্যতম সাফল্যও আশা করা যায় না।' অথচ তার আগের বছর ১ লাখ ৩৮ হাজার আমেরিকান সিআইএ'তে চাকরির জন্য আবেদন করেছিল। অল্প কয়েকজনের স্পাই হওয়ারও যোগ্যতা ছিল তাদের মধ্যে। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে টেনেট বলেন, 'দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী একটা

উপযুক্ত ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস গড়ে তুলতে আমাদের আরও পাঁচ বছর লাগবে।'

পোর্টার গস তা নিয়ে টেনেটকে খোঁচা মারতে ছাড়েননি। 'আমরা এখন পুনর্গঠনের অষ্টম বছরে আছি,' পাল্টা মন্তব্য করেন তিনি। 'তারপরও পুরোপুরি স্বাস্থ্যবান হতে আমাদেরকে আরও পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ভারি দুঃখজনক।' এক পর্যায়ে সিআইএ'কে তিনি 'এ বাঞ্চ অব ডিসফাংশনাল জার্কস (একদল অকাজের নির্বোধ)' এবং 'এ প্যাক অব ইডিয়টস (একঝাঁক গর্দভ)' বলেও মন্তব্য করেন।

এরপর গস নজর দেন সিআইএ'র ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেটের দিকে। যে লক্ষ্যে সিআইএ'র সৃষ্টি, সেই লং রেঞ্জ স্ট্রাটেজিক ইন্টেলিজেন্সের পরিবর্তে মূল্যহীন স্পট নিউজ তৈরির অভিযোগ আনেন তিনি ডিরেক্টরেটের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে গস ঠিকই বলেছেন এবং ইন্টেলিজেন্স বিশ্বের অন্যরাও তা জানে।

কার্ল ডাব্লিউ ফোর্ড, জুনিয়র, সেক্রেটারি অব স্টেট ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স বলেন, 'আমরা স্ট্রাটেজিক ইন্টেলিজেন্স অনেক দিন থেকে করি না। এত বেশি দিন থেকে করি না যে মনে হয় আমাদের অ্যানালিস্টরা এখন আর তা করতেও পারবেন না।' ফোর্ড সাবেক সিআইএ অফিসার। ২০০১-এর মে থেকে ২০০৩-এর অক্টোবর পর্যন্ত ছিলেন সেক্রেটারি অব স্টেট ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স। প্রেসিডেন্টের ঘোষিত এক্সিস অব এভিলের (ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়া) পরের দুটো বাদে প্রথমটা নিয়ে এজেন্সির বাড়াবাড়িতে অত্যন্ত বিরক্ত ফোর্ড বলেন : 'আমরা উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র প্রকল্পের চেয়ে সম্ভবত হাজার গুণ বেশি, এবং ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র প্রকল্পের চেয়ে একশো গুণ বেশি জানি সাদ্দাম হোসেনের পারমাণবিক অস্ত্র প্রকল্প সম্পর্কে। উত্তর কোরিয়া আমাদের কাছে ব্ল্যাঙ্ক, চিরকাল তাই ছিল। ইরানও ব্ল্যাঙ্ক। ওই দুই দেশের পারমাণবিক প্রকল্পের বিষয়ে পাঁচ বা দশ বছর আগে এজেন্সি যা জানত, এখন তা-ও জানে না।'

ফোর্ড বলেন, 'সিআইএ বরবাদ হয়ে গেছে। এতটাই বরবাদ হয়ে গেছে যে কেউ এটাকে আর বিশ্বাস করে না।' গস রিপোর্টে বলা হয় : 'সিআইএ ক্রমাগতভাবে পিছলে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।'

গস নিশ্চিত ছিলেন তিনি এর প্রতিকার জানেন। নিজের কাজের মান নিয়ে সিআইএ নিজের এবং অন্যদের কাছে মিথ্যে বড়াই করে আসছে, তিনি ভাল করেই জানেন। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস স্নায়ু যুদ্ধের চার দশক কাটিয়েছে একরকম আশায় আশায়–সোভিয়েতরা স্বেচ্ছায় এসে তাদের স্পাই হিসেবে কাজ করবে, আর তারা নিজেদের ফায়দা লুটবে। তিনি জানেন বিদেশে অপারেশনে

নিয়োজিত আমেরিকার ওয়ার অন টেরর অফিসাররা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অপেক্ষায় থেকেছে কখন তাদের পাকিস্তান, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া আর ফিলিপিন্স প্রতিপক্ষের বন্ধুরা এসে তাদের কাছ ইনফর্মেশন বিক্রি করবে। তাই তিনি নিশ্চিত ছিলেন, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান এজেন্সিকে ঢেলে সাজানো।

'শেষে ওরা কেউ থাকবে না'

সিআইএ'র সুদিন ছিল বে অব পিগস-এর দিনগুলোতে। যখন বিজয়ের কথা গোপন রাখা হত আর ব্যর্থতাকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানান দেয়া হত। সত্যি কথাটা হলো সিআইএ দক্ষ, দুঃসাহসী অফিসার এবং বিদেশী এজেন্ট নিয়োগ করা ছাড়া সফল হতে পারবে না। এজেন্সির রোজকার মিশন ব্যর্থ হয়, কিন্তু তারা ভান করে উল্টোটা।

সফল হতে হলে সিআইএ'কে উপযুক্ত কাজের লোক খুঁজে বের করতে হবে। নারী-পুরুষ বাছাই করতে হবে যারা সুশৃঙ্খল, দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। যারা সাংস্কৃতিকভাবে সচেতন, ইতিহাস সচেতন। যাদের কৌতূহল আছে, আছে দেশের সেরা ফরেইন করেসপন্ডেন্টের মত অভিযানপ্রিয় একটা মন। আরও ভাল হয় যদি রিক্রুটদের প্যালেস্টাইন, পাকিস্তান অথবা পাঠান বলে চালিয়ে দেয়া যায়।

'সিআইএ পারবে এই চলমান হুমকি পূরণ করতে? উত্তরটা হচ্ছে, অবশ্যই না,' বলেন হাওয়ার্ড হার্ট, যিনি তাঁর জীবনবাজি রেখেছিলেন ইরানে এজেন্ট পরিচালনা করতে গিয়ে, আফগান বিদ্রোহীদের হাতে চোরাচালানের মাধ্যমে অস্ত্র তুলে দিতে গিয়ে। এজেন্সির প্যারামিলিটারি অফিসারদের পরিচালনা করতে গিয়ে। তিনি পোর্টার গসের সমালোচনা করে বলেন, এই লোক এজেন্সি সম্পর্কে লাগামছাড়া মন্তব্য করেছেন। 'ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস সম্পর্কে সমালোচনা হতেই পারে কারণ তারা নিজেদের কাজ যেভাবে করার কথা ছিল, সেভাবে করেনি। এটা ন্যায়সঙ্গত স্টেটমেন্ট। কারণ আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নিজেদের টেনে তুলতে পারে না। তাদের বেশিরভাগ এখানে পড়ে আছে, এর কারণ তাদেরকে নিয়োগ করার মত আর কোনো জায়গা নেই।'

প্রেসিডেন্ট বুশ এজেন্সির লোকসংখ্যা আরও ৫০% বাড়াতে বলেছিলেন। কিন্তু সমস্যা পরিমাণের দিক থেকে নয়, উপযুক্ত লোকের সংখ্যা কম ছিল। কার্ল ফোর্ড প্রেসিডেন্টের নির্দেশের জবাবে বলেন, 'আমাদের বেশি টাকা, বেশি মানুষ

এখনই প্রয়োজন নেই। মানুষ বাড়ালে পরিবেশ গরম হয়ে উঠবে।'

গস প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি এ সমস্যার সমাধান করবেন। তিনি ২০০৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সিনেটে বলেন, এ সমস্যা তিনি চিরতরে দূর করে দিতে পারবেন। 'আমার সমস্যা কত গভীর, তা ব্যাখ্যা করে আমি শত্রুকে আত্মতৃপ্তি দিতে চাই না। আমি সমস্যার সমাধান করতে চাই। তাঁর প্রস্তাব সিনেটে ৭৭-১৭ ভোটে পাস হলে উল্লসিত গস সরাসরি সিআইএ হেড কোয়ার্টার্সে চলে আসেন। 'আমি কখনও স্বপ্নেও আশা করিনি যে এখানে আবার আসতে পারব,' তিন মাস আগে যাদেরকে এ বাঞ্চ অব ডিসফাংশনাল জার্কস, এ প্যাক অব ইডিয়টস বলে তুলোধুনা করেছিলেন, তাদের উদ্দেশে গর্বের সাথে বলেন পোর্টার গস। 'কিন্তু আমি এসেছি।' তিনি দাবি করেন, প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশে তাঁর ক্ষমতা বাড়ানো হবে। তিনি বুশের ইন্টেলিজেন্স ব্রিফকারী, সিআইএ প্রধান, সিআইএ ডিরেক্টর, ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর এবং নতুন গঠিত ন্যাশনাল কাউন্টার টেররিজম সেন্টারের চিফ হবেন। তিনি পূর্বসূরিদের মত দুটো হ্যাট পরবেন না, পাঁচটা পরবেন।

নানান অপকর্মের মাধ্যমে প্রথমদিনই সবার মন বিষিয়ে তোলেন তিনি। এজেন্সির সিনিয়র অফিসারদের প্রায় কাউকেই নিজের চেম্বারে ঢুকতে দেননি। এর ফলে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তা অন্তত ত্রিশ বছরের মধ্যে হয়নি। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের চিফ, স্টিফেন ক্যাপেসকে বরখাস্ত করায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। এক্স মেরিন তিনি, মস্কোর সাবেক স্টেশন চিফ। সিআইএ'র সেরা অফিসারদের অন্যতম। সাম্প্রতিক সময়ে লিবিয়াকে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণ প্রোগ্রাম থেকে সরে আসতে রাজি করানোর ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এসব প্রশ্নে গসের মূল্যায়ন কি জানতে চাওয়া হলে গস তাঁকে দরজা দেখিয়ে দেন।

নতুন ডিরেক্টর ক্যাপিটল হিল থেকে আমদানী করা একদল ভাড়াটে রাজনৈতিকের মাঝখানে সারাদিন বসে থাকতেন। তাদের ধারণা ছিল হোয়াইট হাউজের মিশনে আছেন তারা–বা তার চেয়েও বড় কোনো শক্তির। সিআইএকে বামপন্থিদের কবল থেকে মুক্ত করার মহান দায়িত্ব নিয়ে এসেছে তারা। এর ফলে হেড কোয়ার্টার্সের সবার ধারণা জন্মায় গস ও তাঁর স্টাফ বাহিনী; 'গসলিংস' প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পুরস্কার হিসেবে এখানে ঢোকার সুযোগ পেয়েছেন।

ডিরেক্টর প্রেসিডেন্টের নীতির প্রতি দ্বিমত পোষণ না করার বিষয়ে সতর্ক করে দেন সবাইকে। তাঁর বার্তা পরিষ্কার : হয় নির্দেশমত চলো, নয়তো বেরিয়ে

যাও। এজেন্সির প্রতিভাবানদের মধ্যে পরেরটাই ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। একে একে চলে যেতে থাকে সবাই। ফলে ২০০৫ সাল নাগাদ পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে মাথা-ভারী, অকম্মা বুড়োদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় সিআইএ। ওয়াশিংটনে তখনও যে ক'জন সুস্থ বুদ্ধির অফিসার ছিলেন, তাঁরা এবং বাগদাদের এজেন্সি অফিসাররা প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করেন, ইরাকে প্রেসিডেন্ট বুশ যে পদ্ধতিতে কাজ চালাচ্ছেন তা বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাঁরা সতর্ক করেন, যে দেশ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই সে দেশ পরিচালনা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। হোয়াইট হাউজ পাত্তা দেয়নি।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের চার সাবেক প্রধান পোর্টার গসের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাঁকে ধীরে চলার পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেন, নইলে সিআইএ'র অবশিষ্ট যা আছে তা-ও ধ্বংস হয়ে যাবে। গস তাঁদের কল রিসিভ করেননি। এরপর তাঁদের একজন, টম টুইটেন বাধ্য হন মিডিয়ার শরণ নিতে। ২০০৪ সালের ২৩ নভেম্বর *লস অ্যাঞ্জেলিস টাইমস*-এ তাঁর একটা আর্টিকল ছাপা হয়। 'গস এবং তার দাসানুদাসরা অল্পদিনেই সিআইএ'র বারোটা বাজাবে,' লেখেন তিনি। 'যদি এজেন্সির পেশাদার কর্মীদের ধারণা হয় যে নেতারা তাদের পিছনে নেই, তাহলে কর্মীরা নিজেদের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেবে না। ফলে একদিন তাদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

টেনেটের পদত্যাগের পর এজেন্সির দুর্দিনে যিনি ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর হিসেবে এজেন্সিকে অটুট রেখেছিলেন, সেই জন ম্যাকলাফলিন *দি ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ লেখেন: 'সিআইএ "অকার্যকর" বা "দুর্বৃত্ত" প্রতিষ্ঠান নয়। সিআইএ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করছে না।' সাবেক কাউন্টার টেররিজম চিফ, হাভিল্যান্ড স্মিথ লেখেন : 'হিল থেকে আসা পোর্টার গস এবং তাঁর বাহিনী বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। এই দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্তে যখন সিআইএকে সংশোধন করা প্রয়োজন, তখন তারা আমাদের নাক কেটে আক্রোশ পূরণ করছে।'

জন্মলগ্ন থেকে এ যাবৎ প্রেস অনেকবারই এজেন্সিকে ধোলাই করেছে, কিন্তু আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে সিনিয়র ভ্যাটেরানরা কখনও সরাসরি ডিরেক্টরকে আক্রমণ করে কিছু লেখেননি।

'এটা সরকারের এক ধরনের বিশেষ অপারেশন পরিচালনার প্রতিষ্ঠান,' প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার বলেছিলেন পঞ্চাশ বছর আগে। 'এটা চালাতে অদ্ভুত ধরনের প্রতিভার প্রয়োজন হবে।' তারপর থেকে উনিশজন ডিরেক্টর সিআইএ পরিচালনা করে গেছেন, কিন্তু তাদের কেউই আইজেনহাওয়ারের

'অদ্ভুত ধরনের প্রতিভা' ছিলেন না।

এজেন্সি নিয়ে এ জাতীয় বিশৃঙ্খলার মধ্যে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর প্রতিষ্ঠার আইনে স্বাক্ষর করেন। গস ভেবেছিলেন প্রেসিডেন্ট তাঁকেই এ পদে নিয়োগ দেবেন। কিন্তু বৃথা আশা। ২০০৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বুশ ঘোষণা করেন, এই পদের জন্য তাঁর মনোনীত ব্যক্তি হচ্ছেন ইরাকে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত, জন ডি. নেগ্রোপন্ট। দক্ষ কূটনীতিক ছিলেন ছিলেন তিনি, কিন্তু এই জগতে একদিনের কাজ করার অভিজ্ঞতাও ছিল না।

১৯৪৭ সালের মত নতুন জারকে নেতৃত্ব দেয়া হলো ঠিকই, কিন্তু তাঁর কর্তৃত্বের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হলো না। জাতীয় নিরাপত্তা বাজেটের সিংহভাগ তখনও পেন্টাগন নিয়ন্ত্রণ করে, যার মোট অংক বছরে প্রায় পাঁচশো বিলিয়নের কাছাকাছি। তার মধ্যে সিআইএ'র বরাদ্দ মোটামুটি ১ পার সেন্টের মত।

'ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করা যায় না'

সিআইএ গুরুতর আহত। বনের 'হয় মারো নয় মরো' নীতি এবং ওয়াশিংটনের মর্জি অনুযায়ী শক্তিশালী পশুর দল কুরে কুরে খাচ্ছে সেটাকে। প্রেসিডেন্ট বুশ পেন্টাগনের আন্ডার সেক্রেটারি অব ইন্টেলিজেন্সকে এসপিওনাজ, কভার্ট অ্যাকশন, আড়িপাতা, নজরদারি প্রভৃতি চালানোর অপরিসীম ক্ষমতা দিয়ে পদটিকে ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্সে তিন নম্বর পদে উন্নীত করেছেন। 'এ পদক্ষেপ গোটা ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়েছে। এসব ছিল ক্রেমলিনের কাজের পদ্ধতি,' বলে সমালোচনা করেন জোয়ান ডেম্পসি, বুশের সময়কার এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর ও ফরেইন ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজরি বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক।

ক্ষমতা পেয়ে কভার্ট অপারেশনের মাঠ দখল করতে সন্তর্পণে এগিয়ে আসতে শুরু করে পেন্টাগন, সিআইএ'র ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা, দায়-দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ইত্যাদি নিজেদের দখলে নিয়ে যেতে থাকে। অভিজ্ঞ, প্রতিশ্রুতিশীল প্যারামিলিটারি অফিসারদের নিয়োগ করতে থাকে পেন্টাগন, ইন্টেলিজেন্সের মিলিটারাইজেশন চলতে থাকে। ওদিকে জাতির সিভিলিয়ান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ক্রমে বিলীন হয়ে যেতে থাকে।

এতসব প্রতিকূলতার মধ্যে নেগ্রোপন্টের নেতৃত্বে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা শুরু করে সিআইএ। তাঁর নতুন চিফ অ্যানালিস্ট, টমাস ফিঙ্গার স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রথম শ্রেণীর ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ অফিসের পরিচালক ছিলেন। সিআইএ'র ডিরেক্টরেটগুলোর বেহাল অবস্থা দেখে তিনি নিশ্চিত হন যে, 'কারও কোনো ধারণাই নেই কে কোথায় কেন কি করছে।' তিনি এজেন্সির বিশ্লেষক মেশিনারী নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, কিন্তু এরমধ্যে অবশিষ্ট চিন্তাবিদরা এজেন্সি ছেড়ে চলে যায়। এজেন্সিও ক্রমে বিলুপ্ত হতে শুরু করে। হেড কোয়ার্টার্স জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, একটা প্রতিষ্ঠানও সেখানে থাকবে, সেটার আদল কি হবে নিশ্চিত নয়।

২০০৫ সালের ৩০ মার্চ বিচারপতি সিলবারম্যানের প্রেসিডেনশিয়াল কমিশনের ছয়শো পৃষ্ঠার রিপোর্ট প্রকাশ হয়, তারপরই সিআইএ'র মৃত্যুঘণ্টা বেজে ওঠে। বিচারপতি সিলবারম্যান একজন অসাধারণ, বিরল চিন্তাবিদ। দীর্ঘ পনেরো বছর ওয়াশিংটনের ফেডারেল আপিল কোর্টের বিচারক ছিলেন। দু'বার সিআইএ'র ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর নাম ঘোষিত হওয়ার খুব কাছে চলে এসেছিল। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যেমন হোক; যদি তা স্বাধীনতা ও আদর্শের সীমালঙ্ঘনও করে, তাকে আজীবন সমর্থন দিয়ে এসেছেন লিবারম্যান।

কিন্তু তাঁর এই রিপোর্ট ছিল নিষ্ঠুর এবং চূড়ান্ত। তাঁর শেষ বিচারে সিআইএ ছিল পরিবর্তন প্রতিহত করার 'নিখুঁত রেকর্ডওয়ালা এক বদ্ধ পৃথিবী।' এতকাল ডিরেক্টর সেটাকে পরিচালনা করেছে 'ভাঙাচোরা, ঢিলাঢালা ব্যবস্থাপনা এবং যেমন-তেমনভাবে সমন্বিত' ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজে। আমরা সবচেয়ে বেশি যে সমস্ত বিষয়ে জানতে চাই, এজেন্সি প্রায় সময়ই তার সম্পর্কে কোনো ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করতে পারে না, এবং তার বিশ্লেষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে তাদের জ্ঞান আসলে কত সীমিত। সিআইএ ক্রমাগতভাবে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ হচ্ছে। এর সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে 'মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির সাফল্যহীনতা,' যা এসপিওনাজ কার্যক্রম চালানোর মূল অন্তরায়।

'আমরা স্বীকার করি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এসপিওনাজ সবচেয়ে উত্তমপন্থা, তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের নীরব লড়াইয়ের পর হাতেগোণা কিছু মানব সম্পদ ছাড়া এজেন্সির আর কিছু প্রাপ্তি হয়নি,' বলে মত দেয় কমিশন। 'তারপরও, আরও ভাল কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নেই। সিআইএ'র প্রয়োজন

মৌলিক পরিবর্তন যদি সে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করতে চায়। এটা এমন লক্ষ্য, যা পূরণ করা সিআইএ'র পক্ষে কঠিন হবে।'

২০০৫-এর ২১ এপ্রিল সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টরের অফিস বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলে ইতিহাসে ঠাঁই পায় সেটা। নতুন ডিরেক্টর জন ডি. নেগ্রোপন্টের শপথ অনুষ্ঠানকে পোর্টার গস এজেন্সির বুড়োদের 'দাফন অনুষ্ঠান' বলে বর্ণনা করেন।

হেড কোয়ার্টার্সের মূল প্রবেশ দ্বারে ওয়াইল্ড বিল ডোনোভানের একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি আছে। পোর্টার গসের আমন্ত্রণে ২১ আগস্ট সেখানে এজেন্সির জীবিত প্রত্যেক ডিরেক্টর উপস্থিত হন পদক নিতে। জর্জ এইচ. ডাব্লিউ বুশ ছিলেন তাদের মধ্যে। জিম শ্লেশিঙ্গার, স্ট্যান টার্নার, বিল ওয়েবস্টার, বব গেটস, জিম উলসি, জন ডিউচ এবং জর্জ টেনেট, সবাই ছিলেন। দুপুরের খাওয়া, পদক নেয়া এবং এজেন্সির চিফ হিস্টোরিয়ান ডেভিড. এস. রোবার্জের ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

একদিকে সত্য জানার লড়াইয়ে আমেরিকানরা যখন বিদেশের মাটিতে প্রাণ হারাচ্ছে, আরেকদিকে তখন সিআইএ'র প্রাক্তন ডিরেক্টররা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দুপুরে বেরিয়ে আসেন এজেন্সির আঙিনা থেকে। আপন গৃহে ফিরে যান অনেক আগে এক প্রবীণ সৈনিকের ভয় সত্য প্রমাণিত করে – দে হ্যাড লেফট এ লিগেসি অব অ্যাশেজ (তারা ভস্মের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন)।

'অ্যাডমিট নাথিং, ডিনাই এভরিথিং'

উনিশ মাস ক্রমাগত সিআইএ'র পিঠে ছুরি মারার পর ৫ মে, ২০০৬ পোর্টার গসকে বরখাস্ত করেন জর্জ বুশ। এজেন্সির শেষ ডিরেক্টরের পতন ছিল অত্যন্ত অমর্যাদাকর।

পরদিন তিনি নব্বই মাইল পশ্চিমে, ক্লিভল্যান্ডের টিফিন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'এটা সিআইএ কেস অফিসারদের গ্রাজুয়েটিং ক্লাস হলে আমার পরামর্শ হত সংক্ষিপ্ত– অ্যাডমিট নাথিং, ডিনাই এভরিথিং অ্যান্ড মেড কাউন্টার অ্যাকিউজেশনস (কিছু স্বীকার করবে না, সব অস্বীকার করবে এবং পাল্টা অভিযোগ তুলবে)।'

এক সপ্তাহ পর এফবিআই'র একদল এজেন্ট সিআইএ'র হেড কোয়ার্টার্সে

হানা দিয়ে এজেন্সির তৃতীয় সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি, একজিকিউটিভ ডিরেক্টর কাইল ডাস্টি ফোগোর অফিস সিল করে দেয়। গস এই লোককে সিআইএ পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আগে ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের কোয়ার্টার মাস্টার ছিলেন ফোগো। ঘাঁটি ছিল ফ্র্যাঙ্কফুর্টে। সেখানে বসে আম্মান থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত যত সিআইএ অফিসার আছে, সবার জন্য বোতলজাত পানি থেকে বডি আর্মার, সবকিছু পাঠাতেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল নিজের হিসাব রক্ষক আর কার্গো-বাহকরা সিআইএ'র আইন মেনে চলে কি না তা নিশ্চিত করা।

তার বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র ও বিভিন্ন উপায়ে কয়েক মিলিয়ন ডলার আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়। সিআইএ'র ইতিহাসে এরকম অভিযোগ দ্বিতীয় আর কারও বিরুদ্ধে তোলা হয়নি। এই বইলেখার সময় ফোগো নিজেকে 'নট গিল্টি' দাবি করে আবেদন জানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত যদি গিল্টি প্রমাণিত হয়, তাহলে পঁচিশ বছরের কারাদণ্ড খাটতে হবে তাকে।

ফোগোকে যেদিন অভিযুক্ত করা হয়, সেদিনই উত্তর ক্যারোলাইনার এক ফেডারাল বিচারপতি সিআইএ'র এক চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক, ডেভিড পাসারোকে আট বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাকিস্তান সীমান্তের কয়েক মাইল পশ্চিমে, আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশের রাজধানী, আসাদাবাদে কাজ করার সময় সে একজন আফগানকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। অতীতে কানেকটিকাটের হার্টফোর্ডে পুলিশ বাহিনীতে চাকরি করত এই লোক। সেখানেও সে এক লোককে মারধর করে বাজে রেকর্ড করেছিল।

যে লোককে সে হত্যা করে তার নাম আবদুল ওয়ালি। কৃষক ছিল সে, সবার পরিচিত। ১৯৮০'র দশকে সোভিয়েত দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সে লোক। আমেরিকান ঘাঁটির কাছে বেশ কিছু রকেট বিস্ফোরণের ঘটনায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে জানতে পেরে আবদুল ওয়ালি নিজে তাদরকে জানাতে গিয়েছিল যে সে এসবের সাথে জড়িত নয়। ডেভিডের বিশ্বাস হয়নি। সে তাকে আটক করে এমন মারই মেরেছে যে এক সময় বন্দি কেঁদে কেঁদে তাকে বলেছে, সে আর সহ্য করতে পারছে না, তাকে যেন গুলি করে মেরে ফেলা হয়। দুই দিন পর আবদুল ওয়ালির মৃত্যু হয়। তবে বিচারের সময় মৃতের ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেশ না করায় নরহত্যার দায় থেকে বেঁচে যায় ডেভিড পাসারো।

এ ঘটনার তিনদিন পর ইটালির এক বিচারক এজেন্সির রোম স্টেশন চিফ, মিলান চিফ ও আরও দুই ডজন সিআইএ অফিসারকে মিশরের এক গোঁড়া মুসলমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অপহরণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

আটক লোকটিকে কায়রোতে বছরের পর বছর নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জার্মানির এক কোর্ট লেবাননে জন্ম নেয়া এক জার্মান নাগরিককে ভুল করে অপহরণ ও বন্দি করার জন্য তেরোজন সিআইএ অফিসারকে অভিযুক্ত করে। কানাডা সরকার তার এক নাগরিক, মাহের আরারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চায় এবং ১০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। পরিবারের সাথে ছুটি কাটিয়ে দেশে ফেরার পথে মাহের আরারকে নিউ ইয়র্ক এয়ার পোর্টে আটক করে সিআইএ। সেখান থেকে সিরিয়ায় নিয়ে তার ওপর নিষ্ঠুরতম উপায়ে দশ মাস নির্যাতন চালায়।

ততদিনে সিআইএ'র যাকে-তাকে বন্দি করা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় বিশ্বব্যাপী। প্রশ্ন ওঠে গোপনীয়তা না থাকলে এ ব্যবস্থা চলতে পারে না। কর্তৃপক্ষ এর ব্যাখ্যা হিসেবে সাধারণ আমেরিকানদের তাদের ওপর আস্থা রাখার আবেদন জানিয়ে বলে, দেশের ওপর সম্ভাব্য নতুন সন্ত্রাসী হামলা প্রতিহত করতে তারা এ কাজ করছে। হয়ত সত্যি, কিন্তু আবার অক্রমণ আসতে পারে, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ দাবি সত্যি না মিথ্যা, পৃথিবী হয়ত কখনও জানতে পারবে না।

সিআইএ'তে পোর্টার গস এসেছিলেন জেনারেল মাইকেল হেইডেন, ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের ডেপুটি ডিরেক্টরের জায়গায়। হেইডেন তার আগে ছিলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির চিফ; জর্জ বুশের নির্দেশে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আমেরিকান টার্গেটে ইলেক্ট্রনিক আড়িপাতাযন্ত্র বসানোর কাজ পরিচালনাকারী। স্ট্যানসফিল্ড টার্নারের পর প্রথম অ্যাকটিভ-ডিউটি মিলিটারি অফিসার হিসেবে। সিনেট কনফার্মেশনের দিন স্ট্যানসফিল্ড টার্নার ঘোষণা করেন তাঁর যোগ দেয়ার মধ্য দিয়ে সিআইএ'র 'অ্যামেচার আওয়ার' শেষ হবে। কিন্তু তা হয়নি।

সিআইএ'র মান অনুযায়ী তার নিজের কর্মী বাহিনীর অর্ধেকই ছিল শিক্ষানবীশ। কাজ সাফল্যের সাথে শেষ করে আসতে পারার মত লোকের সংখ্যা খুব কম ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কারও কিছু করার ছিল না। কর্মীরা যে যতটুকু পারে, তারচেয়ে বেশি কাজ চাপিয়ে দেয়া ছাড়া তাদের বিকল্প উপায়ও ছিল না। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বা আরও বেশি বয়সী, অভিজ্ঞ অপারেটরদের বিদায় করে অনভিজ্ঞ তরুণরা জেঁকে বসতে শুরু করে এজেন্সিতে, শুরু হয় ইন্টেলিজেন্সের সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসকে তার পুরনো সব কৌশল – রাজনৈতিক যুদ্ধ, প্রচারণা আর কভার্ট অ্যাকশন বাদ দিতে হয় সেসব চালানোর মত অভিজ্ঞ লোক

ছিল না বলে। এজেন্সিতে আরবি, পাড়র্সি অথবা কোরিয়ান বা চাইনিজ বলার মত লোক তেমন ছিল না। অথচ নিরাপত্তার অজুহাতে কোনো আরব-আমেরিকানকে নিয়োগ দিতেও রাজি ছিল না এজেন্সি। অতীতে তারা চারদিকে যেমন সোভিয়েত হুমকি ছাড়া কিছু দেখতে পেত না, তথ্য বিপ্লবের (ইনফর্মেশন রেভোলিউশন) কারণে নবাগত অফিসার ও বিশ্লেষকদের অবস্থাও তাই হলো—চারদিকে সন্ত্রাসী হুমকি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না তাদের। ঘন ঘন ইরাকের হুমকি দেখতে লাগল তারা। বাগদাদে চার বছরের মধ্যে বদলি হওয়া এজেন্সির পঞ্চম স্টেশন চিফকে হুমকির কারণে গাট্টি-বোঁচকা বেঁধে সেখানকার বদ্ধ পৃথিবী, গ্রিন জোনে ঢুকে পড়তে হলো।

সব মিলিয়ে সিআইএ'র তখন বেহাল দশা। প্রেসিডেন্টের কান হওয়ার যোগ্যতা পুরোপুরি হারিয়েছে সেটা, তাই ইন্টেলিজেন্সের আশায় নিরুপায় হয়ে পেন্টাগন ও প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রির দিকে নজর দিয়েছেন তিনি।

'অপাত্রে ঢালা ক্ষমতার বিপর্যয়কর উত্থান'

বব গেটস ২০০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর সেক্রেটারি অব ডিফেন্স হন। তার দু' সপ্তাহ পর জন নেগ্রোপন্ট সিআইএ প্রধানের পদে উনিশ মাসের দায়িত্ব পালনের পর পদত্যাগ করে স্টেট ডিপার্টমেন্টের দু' নম্বর ব্যক্তি হন। নেগ্রোপন্টের জায়গায় আসেন অ্যাডমিরাল মাইক ম্যাককনেল।

বব গেটস আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখেন চারদিকে স্টারের ছড়াছড়ি। সিআইএ'র ডিরেক্টর একজন জেনারেল, আন্ডার সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ফর ইন্টেলিজেন্স, তিনিও জেনারেল, স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাউন্টার টেররিজম প্রোগ্রামের ইন-চার্জ একজন জেনারেল, পেন্টাগনের ডেপুটি আন্ডার সেক্রেটারি ফর ইন্টেলিজেন্স একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এবং সিআইএ'র স্পাই নেটওয়ার্কের পরিচালক, তিনিও মেজর জেনারেল। অতীতে সিভিলিয়ানদের দখলে ছিল এসব পদ।

বব গেটস মনের চোখে দেখতে পেলেন পেন্টাগনের হাতে সিআইএ'র বিনাশ ঘটছে, ঠিক ষাট বছর আগে যে প্রতিজ্ঞা পেন্টাগন করেছিল। বব গেটসের ইচ্ছা ছিল গুয়ানতানামো বে কারাগার বন্ধ করে দিয়ে সেখানে আটক সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের আমেরিকায় নিয়ে আসবেন। তারপর হয় তাদের সাজা দেয়া হবে, নয় রিক্রুট করা হবে। ইন্টেলিজেন্সের ওপর ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের

খবরদারী প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল তাঁর। আমেরিকান সরকারে সিআইএ'র সেন্ট্রাল ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে যে অবক্ষয় চলছিল, তা পূরণ করারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু খুব অল্পই করতে পেরেছেন তিঁনি।

আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার স্তম্ভগুলোকে কুরে কুরে খাওয়াই এই অবক্ষয়ের মূল কারণ। ইরাকে চার বছর দায়িত্ব পালন করে দেশের সেনাবাহিনী ক্লান্ত, কিন্তু তাদের পরিবর্তে নেতারা আগামী দিনের অস্ত্রশস্ত্রের ওপর বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী বলে তাদের দুর্দিন আর ফুরাতে চাইছে না। ছয় বছর পর 'কিছুই জানে না' রাজনীতিকদের ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার কারণে এজেন্সির কংগ্রেশনাল ওভারসাইট কমিটি ধসে পড়ে। ২০০৫ ও ২০০৬ সালে কংগ্রেস সিআইএ'র জন্য বার্ষিক অনুমোদন বিল (এজেন্সি পরিচালনা, নীতি নির্ধারণ, যাবতীয় খরচ নির্বাহ প্রভৃতি) পাস করতে ব্যর্থ হয়। এ কাজে রোডব্লক তৈরি করেন একজন রিপাবলিকান সিনেটর, কারণ তাতে হোয়াইট হাউজকে সিআইএ'র সমস্ত গোপন কারাগার সম্পর্কে ক্লাসিফাইড রিপোর্ট প্রকাশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কারণে কংগ্রেশনাল ইন্টেলিজেন্স কমিটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের পর এজেন্সির ওপর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ আর কখনও এত কম ছিল না। এবার একেবারেই ভিন্ন এক গোষ্ঠী এজেন্সির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সেটা হলো কর্পোরেট আমেরিকা।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অন্যতম নায়ক, প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন : 'ইন্টেলিজেন্সকে অবশ্যই অনাকাঙ্ক্ষিত শক্তির প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে আমাদেরকে। নইলে অপাত্রে ঢালা ক্ষমতার বিপর্যয়কর উত্থানের আশঙ্কা আছে এবং তা নাছোড়বান্দার মত আমাদের পিছনে লেগে থাকবে।' আধা শতাব্দীর কিছু পর তাঁর সেই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হলো। ৯/১১ কে অজুহাত বানিয়ে ন্যাশনাল সিকিউরিটির নামে গোপন খরচের জোরাল স্রোত একটা তেজি ইন্টেলিজেন্স-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের জন্য দেয়া হয় আমেরিকায়।

ওয়াশিংটনের শহরতলীতে সিআইএ'র ক্লোন কর্পোরেট ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি গজিয়ে উঠতে শুরু করল। 'মুনাফার-বিনিময়ে-দেশপ্রেম' কোনো কোনো হিসেবে বছরপ্রতি ৫০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায় পরিণত হয় যা আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের বাজেটের প্রায় সমান। এই অবস্থার সৃষ্টি হয় পনেরো বছর আগে। ১৯৯২ সালে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে আনায় যে শূন্যতা দেখা দেয়, তা এড়াতে স্টাফদের আউটসোর্সিং শুরু করে সিআইএ। একজন অফিসার তার রিটায়ারমেন্টের কাগজপত্র ফাইল করে, নিজের নীল আইডেন্টিটি

কার্ড জমা রেখে বাইরের কোনো মিলিটারি কন্ট্রাক্টরের অধীনে কাজ করে আসতে পারে অনেক ভাল বেতনে; যেমন লকহিড মার্টিন বা বুজ অ্যালেন হ্যামিলটন কোম্পানিতে। আবার পরদিনই ফিরে এসে সবুজ ব্যাজ পরে সিআইএতে কাজ করতে পারে। ৯/১১-এর পরে এই আউটসোর্সিং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সিআইএ'র ক্যাফেটেরিয়ায় সবুজ ব্যাজ পরা বস'রা খোলামেলা এজেন্ট রিক্রুটিং শুরু করে দেন।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের একটা বিরাট অংশ পুরোপুরিভাবে কন্ট্রাক্টরদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কন্ট্রাক্টরদের হাবভাব দেখে মনে হতে থাকে তারাই সিআইএ'র চেইন অব কমান্ড, যদিও কাজ করে কর্পোরেট মনিবদের অধীনে। এর ফলে এজেন্সির দুটো কর্মী বাহিনীর সৃষ্টি হয় এবং প্রাইভেট বাহিনী অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে থাকে। ২০০৬ সাল নাগাদ বাগদাদ স্টেশনের অর্ধেক অফিসার ও নতুন কাউন্টার টেররিজম সেন্টারের কর্মচারীরা হয়ে যায় কন্ট্রাক্টরের কর্মচারী। আমেরিকার বৃহত্তম মিলিটারি কন্ট্রাক্টর, লকহিড মার্টিন গুয়ানতানামোর সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের জেরা করার জন্য কাউন্টার টেররিজম অ্যানালিস্ট চেয়ে বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করে।

টাকার প্রচণ্ড শক্তি আছে মানুষকে আকৃষ্ট করার। সিআইএ'র কর্মী বাহিনী টাকার হাতছানি এড়াতে না পেরে দলে দলে কন্ট্রাক্টরের দলে ভিড়তে শুরু করে দেয়। তার ফল হয় ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা ব্রেইন ড্রেইন; যার ধাক্কা সহ্য করার মত ক্ষমতা সিআইএ'র ছিল না। সিআইএ'র ভাগিয়ে নেয়া কর্মী বাহিনী নিয়ে জন্ম হয় টোটাল ইন্টেলিজেন্স সলিউশনের মত কোম্পানির। ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত টোটাল ইনটেলের পরিচালক কফার ব্ল্যাক–সিআইএ'র ৯/১১ কাউন্টার টেররিজম সেন্টারের প্রধান। তার পার্টনাররা হলেন রবার্ট রিচার, ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসের দুই নম্বর ব্যক্তি, এবং এনরিকে প্রাদো। ব্ল্যাকের চীফ কাউন্টার টেরর অপারেশনস।

বুশের ওয়ার অন টেরর প্রকল্পের সাথে জড়িত এই তিনজন ২০০৫ সালে প্রশাসন থেকে সটকে পড়ে প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানি ব্ল্যাকওয়াটার'এ যোগ দেন। তারপর নিজেরা প্রতিষ্ঠা করেন টোটাল ইনটেল। সিআইএ'র সেরা অফিসার ছিলেন এঁরা, যুদ্ধের মাঝপথে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ার বেলায়ও সেরা। সিআইএ ভ্যাটেরানরা পদ ছেড়ে এজেন্সির হয়ে বিশ্লেষণ লেখা, কমিউনিকেশনস নেট ওয়ার্ক সেট আপ করা, ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশন ইত্যাদি শুরু করে দেয়। তাদের নমুনা অনুসরণ করে নতুন সিআইএ নিজের পাঁচসালা পরিকল্পনা করে–গেট ইন, গেট আউট, অ্যান্ড গেট পেইড (কাজ করো, টাকা

নাও, বেরিয়ে যাও)।

ইন্টেলিজেন্সের আউটসোর্সিং-এর কারণে এটা স্পষ্ট যে ৯/১১-এর পরে বাইরের সাহায্য ছাড়া সিআইএ'র একার পক্ষে অনেক কিছুই সম্ভব ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, ইরাকীদের বুকে বন্দুক ধরেও সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে এজেন্সি।

ভেতরের জ্ঞান অর্জন না করেই অ্যাকশনে নামতে যাওয়া যে বিপজ্জনক, আমেরিকা অনেক মাশুল দিয়ে তা শিখেছে।

'এসপিওনাজ সার্ভিস গঠন ও পরিচালনা'

স্নায়ু যুদ্ধের সময় আমেরিকা বামপন্থিদের তরফ থেকে ধিকৃত হয়েছে তার কর্মকাণ্ডের জন্য। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের (ওয়ার অন টেরর) বেলায় ডানপন্থিদের আক্রমণের শিকার হয়েছে যা করতে পারেনি, তার জন্য। অভিযোগ ছিল মূলত অযোগ্যতার, বিশেষ করে ডিক চেইনি আর ডোনাল্ড রামসফেল্ডের বিরুদ্ধে। তাঁদের নেতৃত্বের প্রশ্নে যে যা-ই বলুক, তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক আগে থেকেই জানতেন সিআইএ আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের দায়িত্ব পালনের যোগ্য ছিল না।

কল্পনার সিআইএ; থ্রিলার নভেলে বা সিনেমায় যেটার বাস, সেটা সর্বশক্তিমান। সিআইএ'র সোনালি যুগ যাকে বলা হয়, তা সিআইএ'র নিজের তৈরি গল্প, ১৯৫০-এর দশকে অ্যালেন ডালেসের পরিকল্পিত বিজ্ঞাপন ও রাজনৈতিক প্রচারণার ফসল। তাতে ছিল এজেন্সি পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে। সিআইএ কেন পৃথিবীকে বদলাতে চায়, তার ব্যাখ্যাও ছিল। ৮০'র দশকে বিল কেসি চেয়েছেন অতীতকে ফিরিয়ে আনতে। অ্যালেন ডালেস আর ওয়াইল্ড বিল চেয়েছেন ডোনোভানের সময়কার সেই বেপরোয়া সাহসিকতা আর তেজস্বিতার লিজেন্ডকে বিলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করতে। কিন্তু এখন এজেন্সি উদ্ধার করেছে এক মিথ্যা বিবরণ–সিআইএ আমেরিকার সেরা প্রতিরক্ষা। হাজারো নতুন অফিসার ধরে রাখতে নিজের সাফল্যের একটা বিশ্বাসযোগ্য ইমেজ গড়ে তোলা তার জন্য জরুরি ছিল। তার মধ্যে সত্যতা ছিল না।

তবে অতীতে এক সময় সত্যতা ছিল। যখন রিচার্ড হেলমস ছিলেন এজেন্সির ডিরেক্টর, এজেন্সি তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জনসন আর রবার্ট ম্যাকনামারার কাছে সত্যি কথাই বলত। তাঁরা শুনতেন। এরকম

আরেকটা সময় ছিল যখন বব গেটস ডিরেক্টর ছিলেন; সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সময় তিনি ধীর, শান্ত ছিলেন। কিন্তু তারপরও পনেরো বছর কেটে গেছে, সেই সাথে সিআইএ'র মহিমাও চলে গেছে। সিআইএ এখন সামনে দেখতে পায় না। যুদ্ধের ক্ষেত্রে যে তথ্য আর কৌশলই বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র, সিআইএ তা বোঝে না।

'আজকালকার পৃথিবীতে একটা এসপিওনাজ সার্ভিস সংগঠিত ও পরিচালনা করতে কী কী প্রয়োজন, অবশিষ্ট একমাত্র সুপারপাওয়ারের সে বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ নেই,' রিচার্ড হেলমস বলেছিলেন এক দশক আগে।

এখন থেকে এক দশক পরে হয়ত নতুন এজেন্সির জন্ম হবে ছাইয়ের ভেতর থেকে, বহু বিলিয়ন ডলার খরচ করে, নতুন নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে, নতুন প্রজন্মের বলে বলীয়ান হয়ে। তখনকার বিশ্লেষকরা হয়ত পৃথিবীকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। আমেরিকার স্পাইরা তখন হয়ত আমেরিকার শত্রুদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরিতে সফল হবে। এর প্রতিষ্ঠাতারা যেমন চেয়েছিলেন, একদিন হয়ত সেরকম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে সিআইএ। আমাদেরকে সেই ভরসায় থাকতে হবে।

কারণ আমরা এখন যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি তা স্নায়ু যুদ্ধের মত দীর্ঘদিন স্থায়ী হতেও পারে।

শে ষ ক থা

ইরাক অভিযানে নেমে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা যে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে, তাতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। শত শত বিলিয়ন ডলার অপব্যয় হয়েছে। সিআইএ'র মিথ্যা রিপোর্টের মাশুল আমাদেরকে শোধ করতে হচ্ছে সম্পদ আর রক্ত দিয়ে। ইন্টেলিজেন্স ভালো না হলে তার ওপর নির্ভর করে যুদ্ধে যাওয়া বোকামি : নেতারা বিভ্রান্ত হন, জেনারেলরা অন্ধের মত পথ হাতড়ে চলেন, সৈনিক মরে, বড় শক্তি নাকানিচোবানি খায়, ক্ষমতা হারায় এবং এক সময় তার পতন শুরু হয়।

১৯৯৮ সালে আমেরিকার স্পাই মাস্টাররা হোয়াইট হাউজকে গোপনে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন : আমেরিকা যে পদ্ধতিতে বাকি বিশ্বের তথ্য জোগাড় করে, সে ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটানো গেলে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে।

সেই ব্যর্থতা সত্যি সত্যি আসে পাঁচ বছর পর, ২০০৩ সালে, যখন সিআইএ'র ভুল রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণের নির্দেশ দেন।

আমাদের সৈন্যরা সে দেশে এমন এক মরণপণ সংগ্রামে জড়িত, যা এরমধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়েছে। এ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার আশা যেমন সুদূর পরাহত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার আশাও তেমনি। চার হাজারের বেশি আমেরিকানের মৃত্যু হয়েছে ইরাকে, আরও হাজার হাজার শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে।

কলিন পাওয়েল এ বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'আমাদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নৈতিক ভিত্তি নিয়ে বিশ্ব সন্দেহ করতে শুরু করেছে।' কারণ প্রেসিডেন্ট বুশ সিআইএ'র অপব্যবহার করেছেন, সেটাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসকে তিনি কারারক্ষী ও নির্যাতনকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বন্দিদের ওপর যেকোনো ধরনের

নির্যাতন চালানোর ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে।

একজন সাবেক মেরিন কর্পস কমান্ড্যান্ট, জেনারেল পি. এক্স কেলি বলেছেন, 'এ পদক্ষেপ আমাদের জাতীয় মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে।' ফলে আমেরিকার ইমেজের যে ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাপ করা অসম্ভব। এটা বিদেশের মাটি থেকে আমাদের তথ্য সংগ্রহ করার সক্ষমতাকে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মানুষ যদি আমেরিকাকে বিশ্বাস না-ই করে, ভয় করে, তাহলে সিআইএ'র অফিসাররা কি করে আশা করেন তারা বিদেশীদের স্পাই হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন?

প্রেসিডেন্ট বুশ অসংখ্যবার দাবি করেছেন, 'আমরা নির্যাতন করি না।' কিন্তু জর্জ টেনেট পরবর্তী সিআইএ প্রধান, মাইক হেইডেন জানেন সত্য কোনটা। তিনি জানেন বুশের নির্দেশেই বন্দিদের ওপর ওয়াটার-বোর্ডিং (হাত-পা বেঁধে মুখের ওপর কাপড় দিয়ে পানি ঢালা) নির্যাতন চালিয়েছে। তিনি জানেন সিআইএ সেই নিষ্ঠুর ঘটনাগুলো ভিডিও করে রেখেছিল। তিনি জানেন কংগ্রেস, ৯/১১ কমিশন ও বেশ কিছু ফেডারেল কোর্ট সেসব টেপের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। তিনি জানেন ২০০৫ সালের বসন্তে টেপগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, কাজটা কার, তা-ও জানেন তিনি। ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস চিফ তিনি – হোসে রডরিগেজ। কারণটা পরিষ্কার : টেপগুলো আলোর মুখ দেখলে আমেরিকার মর্যাদা বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

তার মধ্যে একটা টেপ ছিল আবু জুবায়দাকে জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কিত। আল কায়েদার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বন্দি ছিল এই লোক। ফিলিস্তিনী নাগরিক। ২০০২ সালের মার্চে পাকিস্তানী পুলিশের সহায়তায় তাকে বন্দি করেছিল সিআইএ আর এফবিআই। তার উরু, তলপেট ও কুঁচকিতে মোট তিনটা গুলি করা হয়। প্রায় মরেই গিয়েছিল আবু জুবায়দা। তাকে আটককারীদের একজন ছিল সিআইএ'র অফিসার, জন কিরিয়াকু। তিনি বলেন, 'লোকটা কোমা থেকে উঠে আসার পর পায়ের নিচে রাখার জন্য একটা বালিশ চেয়েছিল আমার কাছে। কিন্তু আমি বলেছি, "না, না! তোমার জন্য আমাদের অন্য পরিকল্পনা আছে।"' প্রেসিডেন্ট বুশের দেয়া ক্ষমতাবলে এরকম এক বন্দির ওপর ওয়াটার বোর্ডিং চালিয়েছে সিআইএ।

'ওই সময় আমার মনে হয়েছিল বন্দিদের ওপর এই ট্রিটমেন্ট চালানোর প্রয়োজন আছে,' বলেন জন কিরিয়াকু। 'কিন্তু ৯/১১-এর পর যত দিন গেছে, ততই আমার মত পাল্টেছে। আমার মনে হয়েছে আমাদের এ কাজ করা উচিত হচ্ছে না। কারণ আমরা আমেরিকান, আমাদের এরচেয়ে ভালো কিছু করা উচিত।'

কলিন পাওয়েল প্রশ্ন করেছিলেন, 'এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি

কোনটা? সবাই হয়ত বলবে সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো সন্ত্রাসী কি সত্যিই আছে যে আমাদের জীবনধারা অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারবে? পারবে না। তারা একটা বিল্ডিং ধ্বংস করতে পারবে? পারবে। কাউকে হত্যা করতে পারবে? পারবে। আমাদেরকে বদলে দিতে পারবে? না। একমাত্র আমরাই পারব নিজেদের বদলে ফলতে। একমাত্র আমরাই পারব নিজেদেরকে ধ্বংস করতে। রাজনৈতিক কারণে আমাদের ভয়কে ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। জনসাধারণকে ভীত করে তোলার প্রয়োজন নেই যাতে তারা আপনাকে ভোট দেয়, বা আতঙ্কিত করে তোলারও প্রয়োজন নেই যাকে পুঁজি করে আমাদের টেরর-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স খুলে বসতে সুবিধা হয়।'

আমাদের নতুন প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ও সেক্রেটারি অব স্টেটের জন্য স্ট্রাটেজিক ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োজন হবে, যা আমেরিকান ফরেইন পলিসি নির্ধারণে সহায়ক হবে। সিআইএ এই জরুরি কাজটি করেনি। তার পরিবর্তে যা করেছে, তা ২০০৫-এর প্রেসিডেনশিয়াল কমিশন অন আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স ও ইরাক ফিয়াসকোতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কমিশনের সদস্যরা ইরাক যুদ্ধ বিষয়ক প্রতিটা প্রেসিডেন্ট'স ডেইলি ব্রিফ (পিডিবি) ও সিনিয়র একজিকিউটিভ ইন্টেলিজেন্স ব্রিফ (এসইআইবি) পড়ে দেখেছেন। পরে কমিশন সিদ্ধান্তে পৌছায় : 'সেগুলোয় আর কিছু না হোক, সিআইএ'র বাকি সব রিপোর্টিংয়ের তুলনায় সতর্ক করার ঘটা ছিল দর্শনীয়। এমন নয় যে সেগুলোয় ব্যতিক্রমী ইন্টেলিজেন্স ছিল। বরং ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত চমকদার হেডিং, যা পড়ে মনে হয় কৌশলে ইন্টেলিজেন্স 'বিক্রি' করা হচ্ছে গ্রাহকদের, বিশেষ করে 'প্রথম গ্রহককে' কৌতূহলী করে তুলতে।'

এজেন্সি যখন রিপোর্ট করে ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ভাণ্ডার সম্পর্কে তাদের আগের তথ্য ভুল ছিল, তারপর থেকে প্রেসিডেন্ট তাদের কোনো ইন্টেলিজেন্সে চোখ বুলিয়ে দেখেননি।

সিআইএ'র নিজেকে সংশোধন করার যোগ্যতা কোনোদিন অর্জন করতে পারবে, আমেরিকার জনগণ সে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ২০০৫ ও ২০০৬ সালের ১০৯তম কংগ্রেসে ইন্টেলিজেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্ট অনুমোদন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই অ্যাক্ট হচ্ছে সিআইএসহ দেশের বাকি ষোলোটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কাজের পদ্ধতি ও ব্যয় নির্বাহ করার মৌলিক আইন। এটা হচ্ছে অনেকটা ট্রেন বিধ্বস্ত হওয়ার মত ঘটনা। কংগ্রেশনাল ইন্টেলিজেন্স কমিটি গঠিত হওয়ার পরের তিন দশকে এমন অভাবনীয় কিছু কখনও ঘটেনি।

অতীত ভুলে হোয়াইট হাউজ ও কংগ্রেসের সহায়তায় সিআইএকে ইন্টেলিজেন্সের একটা নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে যার সদস্যরা আরবি, চীনা ও উর্দু ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারবে, মুসলিম জাতিসমূহের ভাষা, ইতিহাস

ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে। আমেরিকার তরুণ প্রজন্ম কূটনীতিক বা মিলিটারি অফিসারের পেশা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তাদের কাউকে না কাউকে দেশ ও জাতির সেবায় বিদেশের নোংরা, বিপজ্জনক অঞ্চলেও কাজ করতে হবে যেসব স্থানে সত্যিকারের গোয়েন্দাগিরির প্রয়োজন পড়বে।

বন্দিদের ওপর ওয়াটার-ট্রিটমেন্ট চালানোর জন্য নয়, এসপিওনাজের প্রয়োজনে। শত্রুর মনের কথা জানতে হলে তার সাথে কথা বলতে হবে। কাজটা স্পাইদের। যাদেরকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, তাদের মন বুঝতে তাদের ভাষা আমাদেরকে জানতে হবে। তা না হলে সিআইএ'র স্রষ্টারা যা আশা করেছিলেন; ক্ষমতাসীনদের জন্য সত্য সরবরাহ করা, তা কখনও সম্ভব হবে না।

যদি আমরা চাই ভবিষ্যতে আমেরিকার উন্নতি করবে, সমৃদ্ধ হবে, তাহলে আমাদের সেরা ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োজন হবে। নতুন প্রজন্মকে শেখাতে হবে কিভাবে শত্রুর মনের কথা জানতে হয়।

সবজান্তা, ধূর্ত, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী, নির্দয়... এতকাল সিনেমায়, নভেল-থ্রিলারে এভাবেই দেখানো হয়েছে সিআইএ'কে কিন্তু... সবটাই রূপকথা। মিথ্যা।

দড়িকে সাপ আর চুনকে দই ভেবে বিশ্বে অনেক অশান্তির সৃষ্টি করেছে সিআইএ। তাই ন্যাটো এর নাম দিয়েছে Can't Identify Anything (CIA).

শত শত জোড়াতালি দেয়া ক্যু, ভুল লক্ষ্য, কারণে- অকারণে গুপ্তহত্যা, উদ্দেশ্যবিহীন মিশনে পাঠিয়ে শত শত অপারেটরকে বলি দেয়া, অস্ত্রশস্ত্র আর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার পানিতে ফেলাসহ এজেন্সির মারাত্মক সব ভুল এবং তা চেপে যাওয়ার অকল্পনীয় সব সত্য কাহিনী সমগ্র এটি।

পড়া শুরু করলে শেষ না করে উঠতে পারবেন না...

সিআইএ'র 'স্বর্ণযুগের' এমন অনেক
'অসাধারণ' ইতিহাস আছে, যা
পড়লে আপনি বিস্মিত হয়ে যাবেন।
শিউরে উঠবেন তাদের নিষ্ঠুরতার গল্প শুনে,
কখনও হবেন রোমাঞ্চিত।
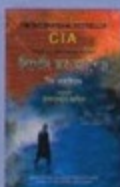
TIM WEINER
LEGACY OF ASHES
THE HISTORY OF THE CIA
Translated by :
Iftekhar Amin
Published by :
Alamgir Sikder Loton,
Akash (A House of Literary Publications),
Dhaka-1100, Bangladesh
E-mail : akash_publications@yahoo.com
ISBN : 9789848860618